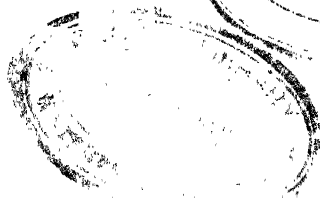
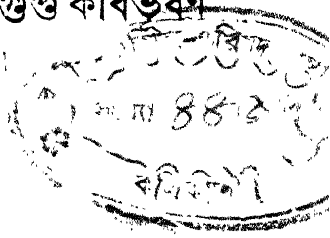
বৈদ্য-বর্ণ-বিনির্ণয়



৺প্যারীমোহন সেন গুপ্ত কবিভূষণ

প্রণীত।



প্রকাশক—শ্রীবি[redacted]

১৯১৩।

মূল্য ১৫০ এক টা[redacted]

কলিকাতা।

৬৪।১ ও ৬৪।২ নং সুকিয়া ষ্ট্রীট, লক্ষ্মী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

বিজ্ঞাপন।

এই গ্রন্থখানি পূজ্যপাদ পণ্ডিত ৺ প্যারীমোহন সেন গুপ্ত কবিভূষণ মহাশয়ের প্রণীত। তিনি প্রগাঢ় বিদ্যা ও প্রভূত জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন, এবং জীবনের শেষ ভাগ, সেই সময়ের বৈদ্য-সভা কর্তৃক উৎসাহিত হইয়া, জাতিবিষয়ক আলোচনায় অতিবাহিত করেন। সে আজ ১৫।১৬ বৎসরের কথা।

এই গ্রন্থখানি সমাপ্ত হইবার অব্যবহিত পরেই তিনি পীড়িত হন এবং সেই পীড়াতেই ইহলোক ত্যাগ করেন। তদীয় স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ এক্ষণে এই গ্রন্থখানি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল।

তাঁহার একান্ত ইচ্ছা ছিল গ্রন্থখানি মুদ্রিত করেন, জীবিত থাকিলে তিনি স্বয়ংই উহা উত্তমরূপে সম্পাদিত করিতেন। কিন্তু যখন বুঝিতে পারিলেন যে রোগমুক্ত হইবার আশা আর নাই, তখন শেষক্ষণে পুত্রগণের উপর উহার মুদ্রণের ভার অর্পণ করিয়া যান।

তাঁহার সেই শেষ ইচ্ছা ও আদেশ অদ্য তাঁহার কৃতবিদ্য পুত্রগণ কর্তৃক সম্পাদিত হইল।

গ্রন্থের সমাপ্তি ও মুদ্রণের মধ্যে প্রায় ১৫।১৬ বৎসর অতীত হইয়াছে। সময়ের সহিত বহুবিষয়েরই পরিবর্তন হইয়া থাকে; সমাজের সেই বিশিষ্ট অবস্থা বা পূর্ব্বের সেই উদ্দেশ্য হয়ত এখন আর নাই। বিশেষতঃ যাঁহাদের উৎসাহে গ্রন্থখানি রচিত হয় তাঁহারা অনেকেই এক্ষণে অন্তর্হিত হইয়াছেন। সুতরাং কেবল সাধারণ জ্ঞাতব্য-বোধে ও কর্তব্যের অনুরোধেই এই পুস্তক খানি মুদ্রিত হইল। মুদ্রাকর প্রমাদে বহুস্থলে শব্দের ও কতিপয় স্থলে পৃষ্ঠাসংখ্যার ও শিরোনামের ব্যতিক্রম হইয়াছে; পাঠকগণ সে গুলি সংশোধন করিয়া ল[illegible]

গ্রন্থকার মহাশয়ের একান্ত ইচ্ছা ছিল যে, পুস্তকখানি সমগ্র সমাজকে উৎসর্গ করেন, তাঁহার পুত্রগণও এক্ষণে তাঁহাকে স্মরণ পূর্ব্বক, তাঁহারই স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ এই গ্রন্থখানি সমগ্র বঙ্গসমাজকেই ভক্তিভরে অর্পণ করিলেন। ইতি তারিখ ১লা জানুয়ারী, ১৯১৩।

প্রকাশক

শ্রীবিজয়মাধব

মঙ্গলাচরণ।

যদ্ভূতং যচ্চ ভাব্যং যদপি চ ভবন্নাভবদ্ যচ্চ লোকে
স্থূলং সূক্ষ্মং তদন্যৎপ্রকৃতি-বিকৃতী নাকৃতিঃ সাকৃতির্ব্বা।
চৈতন্যং বা জড়ো বা প্যুভয়মিতি বা স্ত্রীপুমাংস্তৌ নতৌ বা
বন্দে নু ত্বাং স্বয়ম্ভো তমথনু ন বা মামহং কেশবেশ ॥১

প্রণম্য ব্রাহ্মণান্ সর্ব্বান্ জগদ্বন্দ্যান্ জগদ্গুরূন।
ক্রিয়তে বৈদ্যজাতীনামেষ বর্ণ-বিনির্ণয়ঃ ॥২
আর্য্যশাস্ত্রানুসারেণ দ্বিজানাং লুপ্তকর্ম্মণাম্।
অগ্নিবেদবিহীনানাং বর্ণলোপঃ সুনিশ্চিতঃ ॥৩
অলুপ্তবেদকর্ম্মাণস্তেষু যে বৈদ্যসংজ্ঞকাঃ।
তেষাং বর্ণচ্যুতা বিপ্রাঃ শ্রেষ্ঠত্বং ন বিষেহিরে ॥৪
অতঃ সর্ব্বাণি শাস্ত্রাণি দুর্ব্যাখ্যাবরণেন তে।
আচ্ছাদ্য মানবান্ সর্ব্বান্ মোহয়ন্তি কলৌ যুগে ॥৫
তদাবরণবিধ্বংসান্মেঘধ্বংসাদিবত্ত্ববি।
আবির্ভবন্তু শাস্ত্রাণি জ্যোতীংষি বিমলে হৃদি ॥৬

হে স্বয়ম্ভু, হে কেশব, হে ঈশ! যাহা কিছু হইয়াছে, যাহা হইবে, যাহা হইতেছে এবং যাহা আছে কিন্তু হয় নাই, যাহা স্থূল, যাহা সূক্ষ্ম এবং যাহা স্থূলও নয় সূক্ষ্মও নয় কিন্তু তাহা হইতে ভিন্ন, যাহা প্রকৃতি যাহা বিকৃতি, যাহা সাকার, যাহা নিরাকার, যাহা চৈতন্য, যাহা জড়, এবং যাহা চৈতন্য ও জড় উভয়াত্মক; যাহা স্ত্রী, যাহা পুরুষ, যাহা স্ত্রী-পুরুষ-উভয়াত্মক, অথবা যাহা তাহাদের মধ্যে কিছুই নয়—এইরূপে জ্ঞেয়, অজ্ঞেয়, তোমাকে—তাহাকে—অথবা আমাকে বন্দনা করি।

জগতের বন্দনীয় জগদ্গুরু ব্রাহ্মণগণকে প্রণাম করিয়া এই "বৈদ্যজাতির বর্ণবিনির্ণয়" নামক গ্রন্থ কৃত হইতেছে। আর্য্যশাস্ত্রানুসারে অগ্নিহীন,বেদহীন,লুপ্তকর্ম্মা দ্বিজগণের বর্ণলোপ নিশ্চয় হইয়াছে। এই বর্ণচ্যুত বিপ্রেরা, যে সকল বৈদ্য ব্রাহ্মণদের বেদ ও স্মৃতি লুপ্ত হয় নাই. তাঁহাদের শ্রেষ্ঠতা সহ্য করিতে পারেন নাই। এই কারণে তাঁহারা সমুদায় আর্য্যশাস্ত্র দুর্ব্ব্যাখ্যার আবরণে আচ্ছাদিত করিয়া কলিযুগে মানবগণকে মোহিত করিতেছেন। অতএব প্রার্থনা, যেমন মেঘাবরণধ্বংসানন্তর নক্ষত্রাদি জ্যোতির্ম্মণ্ডল আকাশে আবির্ভূত হইয়া থাকে ও সকল দ্রব্যকে প্রকাশ করে, তেমনই ঐ সকল দুর্ব্ব্যাখ্যার আবরণ ধ্বংস হওয়াতে মন্বাদি-শাস্ত্র সকল সাধুহৃদয়ে স্বয়ং প্রকটিত হইয়া অর্থ প্রকাশ করুক।

বৈদ্য-বর্ণ-বিনির্ণয়।

সূচীপত্র।

তৃতীয় অধ্যায়। বিরুদ্ধ মতখণ্ডন।

চতুর্থ অধ্যায়। বৈদ্যজাতির পরিচয়।

অবতরণিকা।

—:০:—

চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজের শিরঃস্থিত ব্রাহ্মণধর্ম্মরক্ষক ব্রাহ্মণ ও ক্ষাত্রতেজঃ-সম্পন্ন বৈদ্যজাতির রাজত্বাপগমে দেশস্থ সমুদায় ব্রাহ্মণজাতির পতন ও ক্রমে বেদাদি শাস্ত্রের আলোচনা লোপ হইয়া যায়। তদবধি সমস্ত দেশ ক্রমে ম্লেচ্ছাধীন, ম্লেচ্ছকর্ম্মা ও ম্লেচ্ছধর্ম্মা হইতে লাগিল। ব্রাহ্মণেরা ব্রহ্ম-শাস্ত্র বেদ পরিত্যাগ করিয়া জীবিকার্থে ম্লেচ্ছাক্ষর পাঠে চিত্তনিবেশ করি-লেন। দিন দিন বৈদিকধর্ম্মে অবিশ্বাস হওয়ায় আর্য্যদেশ নাস্তিকতায় পূর্ণ হইল। হতজ্ঞান বেদহীন ব্রাহ্মণেরা নামমাত্রে আপনাদের চির-প্রাধান্য রক্ষার্থ প্রাচীন পুরাণের সহিত স্ব স্ব রচিত পুরাণ সকলকে বেদস্থানীয় বলিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন এবং প্রাচীন শাস্ত্র সকলের মধ্যেও আপনাদের রচনা চালাইতে লাগিলেন। 'বেদব্যাস' সাজিয়া পরস্পর বিরোধী বহু বহু পুরাণও রচনা করিলেন। ঐ সকল পুরাণের মধ্যে কতকগুলি আর্য্যধর্ম্মলোপ-ভীরু ব্রাহ্মণদের রচিত ও কতকগুলি ভণ্ডগণের লিখিত বলিয়াই বোধ হয়। জাল পুরাণের অধিকাংশই গৌড়রাজ্যে রচিত; এবং উহা বেদহীন ব্রাহ্মণগণেরই রচিত বলিয়া বোধ হয়। ঐ বেদহীন পণ্ডিত ব্রাহ্মণেরা জাতিহীন হইয়াও আপনা-দের প্রাধান্য রক্ষার্থ স্বীয় সম্প্রদায় ব্যতীত অন্য সমস্ত দ্বিজাতির অর্থাৎ যাবতীয় ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জাতির লোপ স্বকৃত পুরাণ মধ্যে বর্ণনা করিয়া কথক-মুখে প্রচারিত করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ স্বীয় সম্প্রদায়েরও ভবিষ্যৎ পতন বলিলেন বটে, কিন্তু সে অবস্থায়ও তাহাদের জাতীয়তা ও মান্যতা খ্যাপন করিয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈদ্য-জাতিকে নানা উপায়ে লুপ্ত বলিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন। কখন বংশ-লোপ বলিয়া, কখন শূদ্রাবেদী বলিয়া, কখন দূষিত জন্ম বলিয়া ও কখ-নও বা আচারহীন বলিয়া ইহাদের বিলোপখ্যাপন করিতে লাগিলেন।

নিরুদ্যম বৈদ্যজাতি ম্লেচ্ছ-পরাজিত হইয়া আপনাদিগকে বাস্তবিকই ব্রহ্মক্ষত্রিয়-তেজোহীন বলিয়াই মনে করিতেন। বিশেষতঃ এদেশীয় শেষ বৃদ্ধ রাজা লাক্ষ্মণেয় কেশব সেন দেব ম্লেচ্ছগণসাধ্য অত্যাচার ও ধর্ম্মলোপ-ভয়ে পলায়িত ও তজ্জন্য দেশমধ্যে তিরস্কৃত হওয়ায়, তজ্জাতীয় সকলেই তাঁহার সহিত আপনাদিগকে হীন বলিয়াই জানিতে লাগিলেন। তদবধি বৈদ্যেরা আপনাদের দুঃখ আপনাদের মনোমধ্যেই রাখিতে লাগিলেন, কোনও উচ্চবাচ্য করিতেন না। কিন্তু ঐ অজ্ঞ জাতি-ব্রাহ্মণেরা জানিতেন না যে, বৈদ্যতেজেই তাঁহাদের তেজ ছিল ও তাঁহাদের তেজোলোপের সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত আর্য্যজাতির তেজ বিলুপ্ত হইয়াছিল। বুঝিতেন না যে, কর্ম্মলোপেই বর্ণ লোপ হয়। জন্মই যে জাতি ও কর্ম্মই যে বর্ণ, এবং জাতীয় কর্ম্মত্যাগই যে সঙ্করত্ব, ইহা এই কালের ব্রাহ্মণেরা জানিতেন না; অথবা তাহা জানিয়াও সাধারণের নিকট গোপন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু কুশাস্ত্র ও কুব্যাখ্যা দ্বারা প্রকৃত শাস্ত্রার্থ গোপনের চেষ্টা করিলে কি হইবে? ব্রাহ্মণ রাজার লোপে যে ব্রাহ্মণ জাতি অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে না, শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়ই হয়, এই প্রাচীন শাস্ত্রবচনের ব্যাখ্যা স্বয়ং প্রকৃতিই কঠোরাক্ষরে প্রকাশ করিয়া দিতেছেন। আজি এই ম্লেচ্ছ-রাজ্যে সে আর্য্যজাতি কোথায়? সেই ব্রাহ্মণ বর্ণের সত্তা কি আজি দুর্দ্দশাসাগরের গভীর গর্ভে নিমগ্ন নহে?

লোকরক্ষা ও তাহাদের শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মরক্ষা বা বর্ণধর্ম্ম-রক্ষা করাই বৈদ্য রাজার কর্ম্ম ছিল। রাজার সে কর্ম্ম যদি আজি গেল, তবে কল্য যে সকলেরই ধর্ম্মকর্ম্ম লুপ্ত হইবে, ইহা বেদহীন ব্রাহ্মণেরা বুঝিতেন না। প্রকৃত ব্রাহ্মণেরা তাহা বুঝিতেন এবং সেজন্য অদ্যাপি দুঃখ প্রকাশ করিয়া থাকেন, কিন্তু এই জাতিহীন ব্রাহ্মণ-সন্তানেরা এখন বৈদ্য অপেক্ষা বড় হইয়াছেন

ভাবিয়া আহ্লাদিত হইয়া থাকেন এবং বৈশ্যগণকে তিরস্কার করিতে পারিলেই আপনাদিগকে কৃতার্থম্মন্য বিবেচনা করিয়া থাকেন। তাহা হউক, বৈশ্যেরা চিরকালই যাজক ও উপদেশক ব্রাহ্মণের সমাদর করিয়া আসিয়াছেন ও আজিও করিয়া থাকেন, কিন্তু যে ব্রাহ্মণাপসদেরা ক্রমে অচেতনবৎ পাষাণবৎ হইয়া পড়িয়াছে, ম্লেচ্ছ-রাজ্যে বাস-নিবন্ধন বহু বৎসরে ব্রহ্মজ্ঞান হারাইয়া ম্লেচ্ছতুল্য হইয়া পড়িয়াছে, তাহাদিগেরই সহিত যে সদ্‌ব্রাহ্মণেরা একত্র সংস্পৃষ্ট হইয়া প্রভুত্বশূন্য হইয়া পড়িয়াছেন, ইহা দেখিয়াই আমাদের চিত্ত অবশ হইতেছে। শাস্ত্রীয় সত্য বলিতে যে তাঁহারা কুণ্ঠিত ও সন্দিগ্ধচিত্ত হন, ইহা দেখিয়া তাঁহাদের শাস্ত্রজ্ঞানেও সংশয় জন্মিতেছে। সেই জন্যই তাঁহাদের প্রতিবোধনার্থই এই গ্রন্থখানি রচিত হইতেছে। আমরা যে আবার রাজা হইয়া, আবার সেই কালের প্রকৃত ব্রাহ্মণ হইয়া ব্রাহ্মণের সমাজে কর্ত্তৃত্ব করিব, সে আশা আমাদের নাই। আমাদের আশা অতল নৈরাশ্য-সাগরের গভীর জলে চিরবিলুপ্ত হইয়াছে। আর্য্যজাতির পুনরুদ্ধারের আশা আর আমাদের নাই। রাজধর্ম্ম হইতে চ্যুত হওয়ায়, আমরা বাস্তবিকই ধর্ম্মচ্যুত জাতিচ্যুত ও আর্য্যসমাজের হেয় হইয়া পড়িয়াছি। আমরা সেই সেই পিতৃপুরুষ ঋষিগণের গৌরবে, বা সেই সেই ব্রহ্মক্ষত্রিয়রাজবংশের গৌরবে আপনাদিগকে গৌরবান্বিত ভাবিতে ইচ্ছা করি না। আমরা আমাদিগকে তাঁহাদের সেই সেই পবিত্র নাম স্মরণ করিবারও অনুপযুক্ত বিবেচনা করি। তবে বর্ত্তমান আর্য্যসন্তানেরা প্রাচীন আর্য্যদিগের জাতীয় ইতিহাস সেই আর্য্যদিগেরই শাস্ত্র হইতে জানিতে পারেন, ইহা আমাদের নিতান্ত বাসনা। এই জন্যও এই জাতীয় সাধারণ ইতিহাস সাধারণের নিকট প্রচার করিতে ইচ্ছা হইতেছে।

এই ভারতবাসী আমরা আর্য্যসন্তান বটে, কিন্তু সে আর্য্য নয়, ইহা আমার দৃঢ় বিশ্বাস। কারণ আর্য্য বলিতে গেলেই সেই নিত্য-বেদাধ্যায়ী নিত্য-পঞ্চযজ্ঞাদিব্রতশীল দশলক্ষণ ধর্ম্মযুক্ত-ব্রাহ্মণকে, প্রভূত-বলবীর্য্যাদি-

সম্পন্ন রণকুশল ও সেইরূপ ব্রতশীল ক্ষত্রিয়কে এবং কৃষিবাণিজ্যাদিতে সুপ্রসিদ্ধ সেইরূপ বেদব্রত ধর্ম্মনিষ্ঠ বৈশ্যকে, এই ত্রিবর্ণীয় ছয়টী জাতিকেই মনে পড়ে। কিন্তু সেই বেদাধ্যায়ী উন্নতিশীল ব্রাহ্মণধর্ম্মাবলম্বী জাতি আজি কোথায়? তবে যে আজি আমাদিগকে উদ্দেশ করিয়া আর্য্যধর্ম্ম, আর্য্যমিশন্ ইত্যাদি বিবিধ স্থলে আর্য্যশব্দ লিখিত হয়, সে আর্য্যশব্দের অর্থ আর্য্যশাস্ত্রানুসারে হয় না অথবা ঐ আর্য্যশব্দের অর্থ বর্ত্তমান হিন্দু-জাতি। এরূপ বিকৃত অর্থে আর্য্যশব্দের প্রয়োগ উচিত হয় না। শব্দই মনুষ্যের মনোভাবের পরিচায়ক হইয়া থাকে। এখানে আর্য্যশব্দের সহিত মিশন্‌শব্দের যোগ পরস্পর বিরুদ্ধার্থ-প্রতিপাদক হইতেছে। ইহা কখনই আর্য্যপ্রকৃতিক হইতে পারে না। কারণ আর্য্যকার্য্য ও মিশন্‌কার্য্য পরস্পর বিরুদ্ধ। আর্য্যশব্দ বেদাধ্যয়নাদি বৈদিক কার্য্যের পরিচায়ক। মিশন্ শব্দটী অযাচিত ধর্ম্মোপদেশের পরিচায়ক। কিন্তু আর্য্যেরা কখনও অযাচিত ধর্ম্মোপদেশ দিতেন না এবং অনধিকারীকেও দিতেন না। অতএব মিশন্‌ধর্ম্ম ঠিক আর্য্যধর্ম্মের বিপরীত ধর্ম্ম। একটী শব্দ ব্রাহ্মণত্বের পরিচায়ক ও অপরটী খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী ইংরাজ জাতির পরিচয় দিতেছে। অতএব আর্য্যমিশন্ এই মিলিত শব্দটী যেমন শব্দসঙ্করত্বের পরিচয় দিতেছে, তেমনই আর্য্যমিশন্ এই শব্দটী প্রথমে যাহার মনোমধ্যে উদিত হইয়াছে, সেও নিজের জাতিসঙ্করত্বের পরিচয় দিয়াছে। আর্য্যভাষার শব্দ ও ম্লেচ্ছ-ভাষার শব্দ যেমন এখানে মিলিত দেখা যায়, আর্য্যভাব ও ম্লেচ্ছভাব অর্থাৎ আর্য্যত্ব ও ম্লেচ্ছত্বও তেমনই সেই ব্যক্তিতে মিলিত দেখা যায়। এইরূপে বহুকাল ম্লেচ্ছদিগের সংসর্গে আমরা সকলেই আর্য্যভাব ও ম্লেচ্ছভাব প্রাপ্ত হইয়াছি। সিন্ধুনাম-সম্পর্কে ম্লেচ্ছেরা প্রথমে আমাদিগকে যে হিন্দুনাম দিয়াছেন, আমরা সেই নামই স্বীকার করিয়া আপনাদিগকে হিন্দু বলিয়া জানিতেছি ও হিন্দু বলিয়া চিরকাল হইতে পরিচয় দিয়া আসিতেছি। অতএব আমরা আর্য্যসন্তান হিন্দু, কিন্তু আর্য্য নহি। আমরা যদি আর্য্যের

সন্তান মাত্র বলিয়া আর্য্য হই, তবে ইংরাজাদি জাতি অনার্য্য হয় কি অপ-রাধে? উঁহারাও কি আর্য্যসন্তান নন? আমরা হিন্দু; আমাদিগের ধর্ম্ম-কর্ম্মও আর্য্য-ধর্ম্ম-কর্ম্ম হইতে স্বতন্ত্র। এখন যেরূপ ধর্ম্ম হিন্দুগণের মধ্যে প্রচলিত তাহাই হিন্দুধর্ম্ম, কিন্তু ইহা অদ্যাপি পরিপক্কতা প্রাপ্ত হয় নাই। ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় বিজ্ঞ বিদ্বান্ মনস্বীদিগের নীতিবৈচিত্রে ও ম্লেচ্ছ-দিগের শাসনপ্রভাবে এই হিন্দুধর্ম্ম নূতন আকার প্রাপ্ত হইয়া ক্রমে বিস্ফারিত হইতেছে। তাঁহারা এখন নূতন প্রকারের জাতি সংস্থাপন করিতেছেন। এ ধর্ম্মে এ জাতিতে ক্ষত্রিয়ও নাই, ব্রাহ্মণও নাই, সে প্রাচীনকালের বৈশ্যও নাই। অতএব এখন হিন্দুরা আর্য্য-নামের গর্ব্ব ছাড়িয়া দিউন। এখন দিন দিন তাঁহারা নূতন পথে যাইতেছেন, এখন আর সে আর্য্যনামে পরি-চয় দেওয়া কেন? হিন্দু-নামেই বা দোষ কি? দোষগুণ যাহা, তাহা ত আমাদের লইয়া। আমরা গৌরবান্বিত হইলে হিন্দুনামও গৌরবান্বিত হইবে। আমরা নীচ হইলে আর্য্যনামেরও অগৌরব হইবে। অতএব আর্য্য নামের অর্থ বিকৃত না করিয়া এক্ষণে আমাদের হিন্দুনামেই পরিচয় দেওয়া ভাল। এখন দেখা যাউক, সেই আর্য্যভূমিতে নবোদ্ভূত হিন্দুরা কিরূপ অভিনয় করিতে পারেন। দেখা যাউক, আর্য্যনামধারীরা অত্যুচ্চ ব্রাহ্মণনামধারীরা তাঁহাদের অজ্ঞাত বৈশ্যজাতির পরিচয় পাঠে জগতে কিরূপ আর্য্যত্বের পরিচয় দেন। দেখা যাউক, অদ্যাপি কণ্ঠাগতপ্রাণ অবস্থায় স্থিত পরমার্চ্চনীয় ব্রাহ্মণ মহোদয়েরা বৈশ্যদিগের বর্ণ-মীমাংসার স্বপক্ষে কি বিপক্ষে বাগ্দেবীকে আহ্বান করেন।

বেদে বিশ্বাসহীন বেদত্যাগী ব্রাহ্মণদিগের বেদজ্ঞান না থাকায় বেদ-মূলক স্মৃত্যাদির অর্থেও তাঁহাদের সম্যক্ জ্ঞান নাই। সুতরাং বেদহীন ব্রাহ্মণদিগের কৃত স্মৃত্যাদিশাস্ত্রের টীকা নিতান্ত অসার ও অপদার্থ। তাদৃশ লোকদের টীকার অনুসরণ করিয়া স্মৃত্যর্থবোধে যত্ন করা বিড়ম্বনা মাত্র। এই কারণেই বর্ত্তমান কালের শাস্ত্রজ্ঞানহীন হিন্দুদিগের মধ্যে বহুকাল

হইতে জাতি সম্বন্ধে কতকগুলি মহাভ্রম চলিয়া আসিতেছে। ঐ সকল ভ্রম হেতু দেশে সম্প্রতি অনেকটা অমঙ্গলও উৎপন্ন হইতেছে। ঐ ভ্রান্ত লোকেরা বহুকাল হইতে মধ্যে মধ্যে অনর্থক জাতীয় বিবাদ উত্থাপন করিয়া আসিতেছে এবং তদ্দ্বারা নিজের ও পরের উন্নতি রোধ করিয়া সমাজে বিশিষ্ট অনিষ্ট করিয়া ফেলিতেছে। যাহারা সমাজের কোনও কাজ করে না, তাহাদের দ্বারাই এইরূপ অনিষ্টের উৎপত্তি হয়। মনুষ্য নিষ্কর্ম্মা থাকিতে পারে না। তাহার প্রকৃতিবশতঃই তাহাকে কিছু করিতেই হইবে। যে সৎ কাজ শেখে নাই, তাহাকে কাজেই অসৎ কাজ করিতে হয়। কিন্তু বিজ্ঞ লোকে সেই অসৎ হইতেই একটী সৎ সাধন করিয়া লন। চোরে চুরী করে, বিজ্ঞ গৃহস্থ অনুদ্দিষ্ট চোরকে বৃথা গালি না দিয়া তাহার অনুসন্ধান ও দমন করেন এবং স্বয়ং দৃঢ় ও সতর্ক হন। আমাদের এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য ও তাই। চুরী হইলে চোরকে বৃথা গালি দিয়াই যেন সাধুরা অতঃপর অসাবধান না থাকেন। অসাধুর দমন ও অতঃপর আপনাদিগকে সতর্ক করুন। নিজের কাজ নিজে না করিলে হয় না। অন্যে করিবে বলিয়া সেই ভরসায় থাকিলে হয় না। করিব বলিলেও হয় না। তৎক্ষণাৎ কার্য্যারম্ভ করিতে হইবে। প্রত্যেক ব্যক্তিরই যাহা কর্ত্তব্য তাহা করা উচিত। তাহা হইলেই জাতীয় কর্ত্তব্য সাধন হইয়া যায়। ঐ কাজের ফল আশু লক্ষ্য না হইলেও কেবল কর্ত্তব্য বোধেই তাহা করিতে হইবে। জাতীয় আচার, বিনয় ও বিদ্যা এই সকল বিষয়ে সকলের যত্ন থাকা উচিত। এই দ্বিজাতিসাধারণ বিষয়ে উপেক্ষা করাই অনর্থের মূল। অন্যান্য জাতিতে এসকল বিষয়ে উপেক্ষা হইলেও দেশের সার বৈদ্য ও ব্রাহ্মণ জাতিতে তাদৃশ হওয়া বড় দোষের কথা। কালিদাস এক কথায় কেমন স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন "পথঃ শুচে দর্শয়িতার ঈশ্বরা মলীমসা মাদদতে ন পদ্ধতিম্।" প্রধানেরাই ইতর সাধারণকে পথ দেখাইয়া থাকেন, তাঁহারা স্বয়ং অসৎপথ অবলম্বন করেন না। অর্থাৎ যাঁহাদের

কার্য্য দেখিয়া অপরে শিখে, তাঁহারা অসৎ কাজ করিলে জগতে রক্ষা নাই। অতএব যাঁহারা মনু হইতে ভারতের সদাচার-প্রদর্শক হইয়া আসিয়াছেন, তাঁহারা আজি স্বয়ং সে আচার হইতে কেন ভ্রষ্ট হইবেন? চিরকালাগত সদাচার, বিনয় ও জ্ঞান যেন কুলকে পরিত্যাগ না করে এবং তাঁহারাও যেন ঐ গুণগুলিকে পরিত্যাগ না করেন, ইহাই গ্রন্থকারের প্রার্থনা।

ব্রাহ্মণজাতিরা পৃথক্ হইয়া যেমন বৈদ্যজাতিকে চিনিতেছেন না, তেমন অনেক বৈদ্যসন্তান ও ব্রাহ্মণদিগকে চিনিতেছেন না। পরকর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ হীনতা প্রতিপাদন আত্মাকে অবজ্ঞাত করিয়া ফেলে। অবজ্ঞাত হইলে আত্মার চরিত্র দূষিত হয় ও তাদৃশ আত্মা ক্রমে অধঃপতিত হয়। তখন তিনি বাস্তবিকই নিন্দিত হন, দশচক্রে ভগবান ভূত হইয়াছিলেন, পথিকের ছাগ কুকুর হইয়া ত্যাজ্য হইয়াছিল। এই সকল আশঙ্কাতেই এই গ্রন্থে ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য জাতির পরস্পর পরিচয় করিয়া দেওয়া এই গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য। পরস্পর পরস্পরকে জ্ঞাত হইয়া পরস্পরের উপকারার্থ যত্নবান্ হন, ইহাই গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য। "ক্ষাত্রং দ্বিজত্বং চ পরস্পরার্থম্" অর্থাৎ লোকের হিতার্থ প্রবর্ত্তমান ব্যক্তিগণের ও জাতিগণের মধ্যে পরস্পর সাহায্য হওয়াই শ্রেয়স্কর। যে, সে বিষয়ে বিমুখ হইয়া কেবল আত্ম ইষ্টসাধন করিয়া লইতে চায়, সে কর্ত্তব্যপরায়ণ নয়। সে সমাজের হেয়।

অজ্ঞ ও কুসংস্কারাপন্ন জনগণের নিকট এই গ্রন্থোক্ত অনেক বিষয় প্রথমতঃ অত্যাশ্চর্য্য, অসম্ভব ও অবিশ্বসনীয় বলিয়া বোধ হইতে পারে। বিষয়গুলি স্বীকার করিতে বা মানিতে অনেকের প্রবৃত্তিও না হইতে পারে। এজন্য আমাকে অতি সাবধানতা-সহকারে পুস্তকখানি রচনা করিতে হইয়াছে। গ্রন্থোক্ত বাক্যসকলের প্রমাণার্থ আর্য্যসমাজের চিরসম্মানিত ও চিরকাল হইতে আদৃত সত্যস্বরূপ বেদ, তদনুবাদ স্মৃতিসমূহ ও তাহাদের টীকা ইহাতে অনুবাদের সহিত প্রদত্ত হইয়াছে। প্রাচীন ব্যবহার প্রমাণার্থ বৈদিক ইতিহাস রামায়ণ, মহাভারত ও প্রকৃত পুরাণ সকলের বচন, ভিন্ন

ভিন্ন কালের রাজাদের তাম্রানুশাসন, নব্যস্মৃতি ও ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় নব্য ইতিহাস এবং পরম্পরাগত সর্ব্বজনপ্রত্যক্ষ ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় প্রচলিত লোক-ব্যবহারের সহিত এদেশীয়দিগের বর্ত্তমান প্রথা সকল প্রদর্শিত হইয়াছে। অখণ্ডনীয় প্রমাণ স্বরূপ এই সকল শাস্ত্র দ্বারা, ব্যবহার দ্বারা ও সদ্যুক্তি-মূলক প্রাচীনদিগের অভিপ্রায়ের সহিত মিলিত স্বীয় যুক্তি দ্বারা এই গ্রন্থোক্ত প্রত্যেক বিষয় দৃঢ় করিয়া, মনুকাল হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত সমস্ত বিবরণ লিখিয়া, পরস্পর সমঞ্জসভাবে স্থাপিত করিয়া বিজ্ঞ-সমাজে অর্পণ করিতেছি। অপ্রামাণিক আধুনিক কুসংস্কার-দূষিত কোনও গ্রন্থ আমরা প্রমাণস্থলে গ্রহণ করি নাই এবং তাহা প্রমাণ বলিয়াও স্বীকার করি না। মনু বলিয়াছেন "বেদঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ। এতচ্চতুর্ব্বিধং প্রাহুঃ সাক্ষাদ্ধর্ম্মস্য লক্ষণম্ ॥" ২ অ, ১২ শ্লো। ধর্ম্ম জানিবার উপায় চারিটী; বেদ, স্মৃতি, সাধুদিগের আচার ও জ্ঞাতার আত্মা; অর্থাৎ ১ বেদে যাহা বলে, ২ স্মৃতিতে যাহা বলে, ৩ সদাচারে যাহা দেখাইতেছে এবং ৪ আত্মা, স্বয়ং রাগদ্বেষাদিরঞ্জিত না হইয়া শুদ্ধভাবে, যাহাকে ভাল বলে তাহাই ধর্ম্ম। আমরাও এই গ্রন্থোক্ত জাতি ও জাতিধর্ম্মনির্ণয়ে এবং বৈদ্যাদির বর্ণমীমাংসা-বিষয়ে এই চারিপ্রকার ধর্ম্মপ্রমাণ অবলম্বন করিয়াছি। গ্রন্থের অধিকাংশ স্থলেই বাহুল্য-ভয়ে পর্য্যাপ্ত-পরিমাণ প্রমাণমাত্র দিয়া যতদূর সম্ভব গ্রন্থ সংক্ষিপ্ত করিয়াছি, কিন্তু যে যে স্থলে জাল বেদব্যাসেরা ও কুল্লূক মেধাতিথি প্রভৃতি টীকাকারেরা শাস্ত্রার্থে অল্পজ্ঞ ব্রাহ্মণদের কুসংস্কার জন্মাইয়া দিয়াছেন, সেই সেই স্থলে সাধারণের বদ্ধমূল ভ্রম অপনোদনার্থ একটু বিস্তৃতি করিয়া শাস্ত্রার্থ সুপরিষ্কৃত, সর্ব্ববাদিসম্মত ও সকল শাস্ত্রের সহিত সমঞ্জস করিয়া দিয়াছি। ঐ সকল শাস্ত্রকার ও টীকাকারদের ব্যাখ্যায় যেখানে শাস্ত্র সকলের মধ্যে পরস্পর ঘোরতর বিরোধ উপস্থিত, আমাদের কৃত সেই সেই স্থলের ব্যাখ্যায় সমুদায় শাস্ত্রের ঐকমত্য দেখাইয়া দিয়াছি; এবং বেদহীন জাল বেদব্যাসদিগের আধুনিকত্ব প্রতিপাদন করিয়া তাহাদিগের অপ্রামাণ্য

প্রদর্শন করিয়াছি। এক্ষণে নিবেদন এই যে, সকল দেশেই কি অজ্ঞ কি প্রাজ্ঞ সকল শ্রেণীর মধ্যেই কতকগুলি লোক অহম্মুখ থাকেন অর্থাৎ "আমিই প্রধান" এরূপ মনে করিয়া থাকেন। তাঁহারা কোন গ্রন্থ বা অভি-প্রায়ের মধ্যে প্রবেশ না করিয়াই তাহার প্রতি আপনাদের চিরলালিত কুসংস্কার বশতঃ হঠাৎ ভাল বা মন্দ একটী মত প্রকাশ করিয়া থাকেন, গ্রন্থের বা গ্রন্থকারের প্রতি সহসা শ্রদ্ধা বা অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেন। অতএব কি অজ্ঞ কি বিজ্ঞ সকলেরই প্রতি আমার সবিনয় নিবেদন এই যে, এই গ্রন্থের আদ্যোপান্ত দর্শন না করিয়া কেহ এই পুস্তক বিষয়ে অপরের নিকট কোনও মত প্রকাশ না করেন। আমরা শাস্ত্রজনিত স্বীয় বিশ্বাস শাস্ত্রাদি প্রমাণ দ্বারা দৃঢ়ীকৃত করিয়া সাধারণকে দেখাইতেছি। আমাদের এই বিশ্বাস বেদাদি প্রমাণের অনুযায়ী বলিয়াই আমাদের নিকট অভ্রান্ত ও অদোষ বিবেচনা হইতেছে। যদি তথাপি কেহও বেদার্থ বোধে আমাদের কোনও দোষ দর্শন করেন, তবে কেবল তদর্থ বেদার্থে অশ্রদ্ধা বা অবজ্ঞা প্রকাশ না করিয়া অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাদের গৃহীত অর্থে দোষ প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহার বক্তব্য মুদ্রিত করিয়া প্রচার করিবেন। মুদ্রণে অসুবিধা বোধ করিলে, লিখিত অবস্থাতেই আমাদের নিকট প্রেরণ করিবেন। বিজ্ঞগণ উপযুক্ত বোধ করিলে আমরা তাহা মুদ্রিত করিয়া আমাদের যুক্তি তাঁহাকে বুঝাইয়া দিব। দেশ হইতে কুসংস্কার অপনোদিত হয়, ইহা সকলেরই উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। সত্যপ্রচার ধর্ম্ম। মিথ্যাকে সত্য বলিয়া প্রচার করা ধর্ম্ম নহে। তাহাতে কেবল নিজের নয়, পরেরও অমঙ্গল করা হয়।

জাতি-বিষয়ক কুসংস্কার অপনোদনার্থ ও তদ্ধেতুক অনর্থক বহু তর্ক নিরাকরণার্থ আমরা গ্রন্থের পূর্ব্বাংশে জাতিশব্দের অর্থ-নির্ণয়, জাত্যুৎপত্তি ও জাতিবিভাগ বিষয়ে 'জাতি' নামে একটী অধ্যায় রচনা করিয়া দিয়াছি। এই অধ্যায়টীতে সবিশেষ মনোনিবেশ না করিলে সাধারণে বেদার্থের ও সংহিতাকার মুনিগণের বচন অনুসরণ করিতে পারিবেন না। এই জন্য

এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন সাধারণ জনগণের বুঝিবার সুবিধার জন্য এই অধ্যায়টী আবশ্যক বিবেচনা করিয়াছি। অতএব তদর্থ যে কিঞ্চিৎ বাহুল্য হইয়াছে, তাহা বেদজ্ঞগণ মার্জ্জনা করিবেন। এই অধ্যায়টী মন্বাদি সংহিতা শাস্ত্রে প্রবেশ করিবারও প্রকৃষ্ট পথ স্বরূপ হইবে।

"বৈদ্যজাতির বর্ণমীমাংসা" কথাটা শুনিতেই যেন কেমন কেমন বোধ হয়। যেন ইহার কথনও কোন মীমাংসা ছিল না, কেবল আমরাই অদ্য এই নূতন মীমাংসা করিতে বসিলাম। দ্বিতীয়তঃ সংহিতা-কর্ত্তারা বৈদ্য বলিয়া অম্বষ্ঠজাতির পরিচয় দিলেও এবং অধুনা বৈদ্য-নামেই এই জাতির পরিচয়-প্রথা থাকিলেও, এই জাতিকে অজ্ঞ সাধারণে সম্প্রতি বৈদ্যজাতি বলিতে চান না, তদনুবর্ত্তী হইয়া বৈদ্যেরাও এক্ষণে মুখত বৈদ্য-নামে পরিচয় দেন, কিন্তু লেখাতে অম্বষ্ঠই লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন, আমরা কেন এই নূতন প্রথা অবলম্বন না করিলাম? প্রথম কথার উত্তর এই যে, আমাদের অভিপ্রেত বৈদ্যজাতির বর্ণবিষয়ে কোনও মীমাংসা ছিল না বা নাই, এরূপ নহে। হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত ও পূর্ব্বসাগর হইতে পশ্চিম সাগর পর্য্যন্ত ভারত-ভূভাগের সর্ব্বত্রই ইহার মীমাংসা আছে। ভারতবর্ষের সমস্ত ভূভাগের লোক বৈদ্য বলিলেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণবর্ণ বলিয়া জানেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে শাস্ত্রহীন ও নাস্তিক-ভাবাপন্ন বঙ্গদেশেই কেবল তাহা অবগত নন। মেধাতিথি কুল্লূক রঘুনন্দনাদি শ্রেণীবিশেষের ব্রাহ্মণেরা জানিয়াও আপনাদের পাতিত্য গোপনপূর্ব্বক একমাত্র শাস্ত্রব্যবসায়ী সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ সমকক্ষ ও তৎকালে প্রধানপদারূঢ় বৈদ্যব্রাহ্মণদিগের উপর বিদ্বেষবশতঃ ধর্ম্মগ্রন্থে ও ধর্ম্মগ্রন্থের ব্যাখ্যায় তাঁহাদের অকারণ কুৎসা করিয়াছেন এবং নাম মাত্রের দ্বারা আপনাদের প্রাধান্য রক্ষা করিতে ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম সমস্তই গোপন করিয়া উপবীত-সূত্রমাত্রকে ব্রাহ্মণত্বের লক্ষণ বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। এই সকল ব্যাখ্যা দেখিয়াই এক্ষণকার ব্রাহ্মণদের বিদ্যা ও সংস্কার হইতেছে। সুতরাং তাহারা অজ্ঞ হইবে তাহাতে

সন্দেহ কি? পরন্তু কতকগুলি ব্রাহ্মণ পূর্ব্বকালে বৈদ্যের রাজত্বাপগমে বলে ছলে ও কৌশলে বহু বহু সদাচার বৈদ্যগণকেও সূত্রহীন করিতে চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছেন। বৈদ্যগণের সূত্র যেন ইহাদের চক্ষুঃশূল হইয়াছিল এবং অদ্যাপি হইয়া থাকে। এই নিরক্ষরেরা পতিত শূদ্রভূত ব্রাহ্মণ বা সঙ্কীর্ণ রাহুত ভাট প্রভৃতির উপবীতও সহ্য করিতে পারে। কিন্তু আয়ুর্ব্বেদরক্ষক প্রাণিগণের হিতকর অতএব পূজনীয় সদ্‌বৈদ্যের উপবীত সহ্য করিতে পারে না। ইহারা জানে যে, জগতে নিজেরাই সূত্র ধরিবার যোগ্য। শূদ্রত্বে পতিত হইলেও উহারা যোগ্য। ইহারা জানে না যে, তাহারা ভিন্নও ব্রাহ্মণ আছে, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যজাতিও আছে, যাহারা শাস্ত্রানুসারে চিরকাল যজ্ঞোপবীত বহন করিয়া আসিতেছে। তাহাদের অজ্ঞ দলপতিরাই তাহাদের জাতীয় অস্তিত্ব স্বীকার করিতে চাহে নাই এবং বল ছল ও কৌশলপূর্ব্বক স্বদল ব্যতীত অন্যসকল সম্প্রদায়কে নিরুপবীত করিয়া শূদ্রভূত করিয়াছে, কেবল এই বৈদ্যজাতিকেই শাস্ত্রানুশীলক জাতি বলিয়াই সম্পূর্ণরূপে নিরুপবীত করিতে কৃতকার্য্য হয় নাই। এই অজ্ঞ ব্রাহ্মণদের বিজ্ঞ পিতৃপুরুষেরা চিরন্তন প্রথানুসারে স্বয়ং যজ্ঞ করিয়া যে বৈদ্যের স্কন্ধে যজ্ঞোপবীত আরোপিত করিয়াছিলেন, যে প্রথার অনুবর্ত্তী হইয়া অদ্যাপি ইঁহারা বৈদ্যগণকে উপবীতী করেন, তাঁহারা কি কারণে ঐ বৈদ্যের স্কন্ধে যজ্ঞোপবীত দেখিতে পারেন না, তাহা তাঁহারাই জানেন; আমাদের বুদ্ধিগম্য নয়। যদি উহাই সমাজে এখন দ্বিজত্বের একমাত্র চিহ্ন হইয়া থাকে, তবে উঁহারা কেন তাহা ধারণ করিবেন না। ব্রাহ্মণাদি সমাজ আজি এত নিরক্ষর যে, উপবীত শব্দের অর্থমাত্রও না জানিয়া বলিয়া থাকে যে, বৈদ্যগণের উপবীত ধারণ করা কর্ত্তব্য বটে, কিন্তু গলদেশে নয়, কটিদেশে ধারণই কর্ত্তব্য! এইরূপে আজি শূদ্রভূত নিরক্ষর দ্বিজেরা, শূদ্রদের ত কথাই নাই, বৈদ্যব্রাহ্মণদিগের আচারপ্রথা-দির উপর বিচার করিয়া থাকে এবং তাদৃশ জ্ঞানানুসারেই ব্রাহ্মণ ও

বৈদ্যের প্রভেদ করিয়া থাকে। কখন কেহ বলেন হাঁ বৈদ্য ব্রাহ্মণ, কখন কখন কেহ বলেন না উহারা শূদ্র ; কেহ বলেন উহারা ব্রাহ্মণ বটে, কিন্তু সিকি বা অর্দ্ধভাগে কম। কেহ বা বলেন বৈদ্যেরা পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ ছিল বটে, কিন্তু এখন পতিত। এরূপে বর্ত্তমান সমাজের লোকদের জ্ঞান ও ইচ্ছানুসারে বৈদ্যজাতির মানসম্ভ্রম হইয়া থাকে। যুক্তি বা শাস্ত্র কেহই জানে না অথচ মীমাংসা করিতে সকলেই উদ্যত। তাই বলি, বঙ্গ-সমাজের নিমিত্ত ইহার একটী মীমাংসা আবশ্যক হইয়াছে।

দ্বিতীয় কথার উত্তরে বলি যে, অম্বষ্ঠজাতিই বৈদ্যজাতি। কারণ প্রাচীনকাল কাল হইতে অম্বষ্ঠজাতীয়েরাই বৈদ্য অর্থাৎ "সর্ব্বশাস্ত্রে বিদ্বান্" * ও চিকিৎসক হইয়া আসিতেছেন। প্রাচীনতম স্মৃতি মনু-সংহিতাতেও চিকিৎসা অম্বষ্ঠজাতিরই জীবিকা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। অত-এব বৈদ্যজাতি বলিলে অম্বষ্ঠজাতিকেই বুঝায়। তবে অম্বষ্ঠ-শব্দ ছাড়িয়া বৈদ্য-শব্দ গ্রহণের তাৎপর্য্য এই যে, যেমন ব্রাহ্মণ এখন চতুর্ধা বিভক্ত হইয়া ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র হইয়া আছেন, অথচ সকলেই আপনাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দেন (শ্রাদ্ধাদিতে ব্রাহ্মণভোজনাদির সময়ে সেরূপ ব্রাহ্মণদিগকে অনেকে দেখিয়া থাকেন) তেমনই অম্বষ্ঠজাতিও এখন অম্বষ্ঠ-নামে পরিচয় দিলেও, ইঁহারা সমাজের নানাস্থলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন। যেমন বর্ত্তমান সমাজেও ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ব্রাহ্মণ ও শূদ্র ব্রাহ্মণ আছেন, তেমনই ইহাতে ব্রাহ্মণ অম্বষ্ঠ, ক্ষত্রিয় অম্বষ্ঠ, বৈশ্য অম্বষ্ঠও শূদ্র অম্বষ্ঠও আছেন। এই জন্য আমরা অম্বষ্ঠশব্দ পরিত্যাগ করিয়া বৈদ্যশব্দই গ্রহণ করিলাম। কেহ বলিতে পারেন যে, বৈদ্য-কার্য্যও ত এখন সকল জাতিতেই করিতেছেন, সুতরাং সকল জাতিতেই বৈদ্য আছেন। তাহা সত্য বটে, কিন্তু বৈদ্যজাতি বলিলে

* কেন না তদ্ব্যতীত চিকিৎসা-শাস্ত্রে অধিকারী হওয়া যাইত না ও চিকিৎসা-কার্য্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়া অসম্ভব ছিল। ইহা মূলগ্রন্থে দেখাইব।

এই অম্বষ্ঠজাতি ব্যতীত আর কাহাকেও বুঝাইবে না, যিনি বৈদ্যের কার্য্য চিকিৎসা না করেন তাঁহাকেও এই শব্দ দ্বারা বুঝাইবে। অর্থাৎ প্রাচীন ব্রাহ্মণ-শব্দ যেমন ব্রাহ্মণকর্ম্মহীন হইলেও বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-সমাজকে বুঝাইতেছে, তেমনই এই প্রাচীন বৈদ্যজাতি শব্দও বর্ত্তমান কর্ম্মহীন বৈদ্য-সমাজকেও বুঝাইবে কিন্তু এক্ষণে অম্বষ্ঠ-শব্দে সেরূপ বুঝাইবে না। বেহার প্রদেশে ও কোন কোন পাশ্চাত্য প্রদেশে অম্বষ্ঠ নামে ব্রাহ্মণজাতি, ক্ষত্রিয় জাতি, বৈশ্যজাতি ও শূদ্রজাতি বিদ্যমান দেখা যায়। প্রাচীনকালে অমরাদির অভিধানে ও পুরাণাদিতে তাদৃশ পতিত অম্বষ্ঠগণের অবস্থিতি অনুমিত হয়। এই সকল কারণে অম্বষ্ঠজাতি বলিলে লোকের ভ্রম হইবার সম্ভাবনা দেখিয়া আমরা ব্রাহ্মণ অম্বষ্ঠ না বলিয়া "বৈদ্যজাতি" এইরূপ শব্দ অবলম্বন করিলাম। এই "বৈদ্যজাতি" শব্দ পূর্ব্ব হইতে ব্রাহ্মণবর্ণের বাচক এবং ঐ অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণজাতিরই বাচক হইয়া আসিতেছে, এই কারণে এই শব্দ গ্রহণ করিলাম। বৈদ্যজাতি বলিয়া কোন জাতি নাই বলিয়া যে বৈদ্যগণের মধ্যেও ভ্রম আছে, তাহাও এই গ্রন্থ দ্বারা নিবারিত হইবে।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, এই গ্রন্থ প্রণয়নে আমরা যে সকল বৈদ্য ও ব্রাহ্মণ মহাশয়দিগের সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি, তাঁহাদিগকে আমরা ভক্তিভাবে নমস্কার করি।



বৈদ্য-বর্ণ-বিনির্ণয়।

প্রথম অধ্যায়।

জাত্যর্থ-নির্ণয়। জাতি। বর্ণ।

কোন বস্তু ভাল করিয়া বুঝিতে বা বুঝাইতে হইলে চতুর্দ্দিক্ হইতে সেই বস্তুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ উত্তমরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিতে হয়। সেই বস্তুর নাম, গুণ, তাহার সহিত আমাদের সংবন্ধ, তাহার প্রয়োজন ও তৎসংবন্ধে প্রাচীনদিগের মত ও ইতিহাসও যথাসম্ভব জানা কর্ত্তব্য।

ভারতীয় জাতির বিবরণ জানিতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে জাতিশব্দের ব্যুৎপত্তি ও তাহার প্রকৃত অর্থ কি এবং কি প্রকারেই বা ঐ শব্দটী বর্ত্তমান অর্থে প্রচলিত হইয়াছে, তাহা জানা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। অতএব এস্থলে তাহাই কথিত হইতেছে।

জন্ ধাতুর অর্থ জন্ম। এই জন্ ধাতুতে ক্তি প্রত্যয় দ্বারা নিষ্পন্ন জাতিশব্দের অর্থও জন্ম ব্যতীত আর কিছুই নহে। এখন কি প্রকারে এই অর্থ ক্রমে ক্রমে বিস্তারিত হইয়া বর্ত্তমান অর্থে প্রচলিত হইয়াছে তাহাই দেখাইতেছি।

ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি-প্রকৃতি লইয়া লোকে জন্মগ্রহণ করে। ঐরূপ ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি-প্রকৃতি লইয়া জাত সমস্ত ব্যক্তির মধ্যে কতকগুলিকে কোনও সাদৃশ্য দেখিয়া এক শ্রেণীর, ও অপরগুলিকে তাহা হইতে বিসদৃশ দেখিয়া অপর শ্রেণীর বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। এইরূপ সাদৃশ্য বৈসাদৃশ্য হেতুক পৃথক্কৃত শ্রেণীর নাম জাতি। এইরূপ শ্রেণীকল্পনার নাম

জাতিবিভাগ। যে কোনও সাদৃশ্যে যাহারা একরূপ হইয়া জন্মিয়াছে, তাহারা একজাতি।

এক্ষণে দেখুনযে, যে সাদৃশ্য বৈসাদৃশ্য হেতুক ঐরূপ বিভাগ হয়, সেই সাদৃশ্য ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিগত গুণ বা কর্ম্ম ব্যতীত আর কিছুই নয়। গুণ ও কর্ম্মকে এক কথায় ধর্ম্ম বলা যায়। অতএব বহু ব্যক্তিগত ধর্ম্মসাম্যই জাতির লক্ষণ। এইরূপ সমধর্ম্মাক্রান্তদিগের মধ্যেও অপর কোন ধর্ম্মবৈশিষ্ট্য দেখিয়া সেই বৈশিষ্ট্য অনুসারে আবার অবান্তর জাতি কল্পনা করা যায়। যেমন সমস্ত সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে কতকগুলির প্রাণ আছে বলিয়া ঐ প্রাণ-বত্তা-সাদৃশ্যে উহাদিগকে প্রাণী বলা যায়। আবার ঐ প্রাণীদিগের মধ্যে কতকগুলির পক্ষ আছে বলিয়া ঐ পক্ষবত্তা-সাদৃশ্যে উহাদিগকে পক্ষী বলা যায়। উহাদিগের মধ্যে আবার কতকগুলি জলে চরে, এজন্য উহাদিগকে জলচর পক্ষী বলা যায়। এইরূপ নানাপ্রকার সাদৃশ্য গ্রহণে নানা-প্রকার জাতিবিভাগ হইতে পারে, এবং বিভাগের পরেও ঐপ্রকার উপবিভাগ হইতে পারে।

এখন দেখুন, ভারতে কি প্রকারে জাতিবিভাগ হইয়াছিল।

ভারতবর্ষ সমুদায় পৃথিবীর প্রতিবিম্ব-স্বরূপ। ইহার মধ্যে শীত, উষ্ণ, সমশীতোষ্ণ, অল্পোষ্ণ সমুদায় প্রকৃতিরই দেশ আছে। হিম, শিশির, বসন্ত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, সমুদায় ঋতুরই পর্য্যায়ক্রমে আবির্ভাব-তিরোভাব হইতেছে ও তন্নিবন্ধন কটুকষায়াদি নানাজাতীয় ফল-শস্য উৎপন্ন হইতেছে। এইরূপ দেশের ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতিবশতঃ ইহাতে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির ও ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের লোক সকলও উৎপন্ন হইয়াছে। এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির ও ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের লোক হওয়াতে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ দ্বারাই ইহাদিগকে অনায়াসে চিনিতে পারা যায়। বর্ণই ইহাদের চিনিবার প্রধান লক্ষণ ছিল। এজন্য বর্ণ দ্বারাই ইহাদের প্রথম বিভাগ হইয়াছিল। এই

কারণেই ভারতবর্ষে বর্ণ ও জাতি শব্দ একার্থক হইয়াছিল, এবং বর্ণভেদেই জাতিভেদ হইয়াছিল।

মহাভারতাদিতেও দেশভেদে বর্ণভেদ কথিত হইয়াছে ; যথা—কুশদ্বীপ-বর্ণনে—

ন তেষু দস্যবঃ সন্তি ম্লেচ্ছজাত্যোহপি বা নৃপ।
গৌরপ্রায়ো জনঃ সর্ব্বঃ সুকুমারশ্চ পার্থিব ॥

হে রাজন্, কুশদ্বীপের লোকেরা প্রায়ই গৌরবর্ণ সুন্দরাকৃতি। সেখানে দস্যু বা ম্লেচ্ছজাতি নাই।

এইরূপ শাকদ্বীপবর্ণনে ও—

ততঃ শ্যামত্বমাপন্না জনা জনপদেশ্বর।

হে রাজন্, সেই হইতে শাকদ্বীপের লোকেরা শ্যামবর্ণ হইয়াছে।

ভারতবর্ষ বর্ণনে কৌশাম্ব পুরাণ—

শীতোষ্ণভিন্নধর্ম্মত্বাৎ বর্ষস্য ভারতস্য চ।
শ্বেতা রক্তা স্তথা পীতাঃ কৃষ্ণাশ্চাসন্ নরা মুনে ॥

ভারতবর্ষের প্রকৃতি শীত, উষ্ণ ও তদুভয়মিশ্র হওয়াতে, তত্রত্য লোকেরা শ্বেতবর্ণ, রক্তবর্ণ, পীতবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছে।

শীত-দেশের লোকেরা যেমন শ্বেতবর্ণ ও সুশ্রী ছিল, তেমনই তাহারা অগ্নি ও সূর্য্যাদির উপাসক, জ্ঞানবান্, সভ্য ও শান্তিপ্রিয় হইয়াছিল। অল্প-শীত-দেশের লোকেরাও প্রায় ঐরূপ গুণান্বিত, কিন্তু কার্য্যবশতঃ যুদ্ধ-প্রিয়, বীর ও সাহসিক হইয়াছিল। সমশীতোষ্ণ দেশের লোকেরাও প্রায় ঐরূপ গুণান্বিত কিন্তু অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল, পীতবর্ণ, শান্তিপ্রিয় ও বাণিজ্যাদি কার্য্যে প্রতিপত্তি লাভ করিত। এতদ্ভিন্ন উষ্ণকটিবন্ধ ও তৎসন্নিহিত দেশ-বাসী কৃষ্ণবর্ণেরা বিশ্রী, মূর্খ, অসভ্য, কদাচার ও যথেচ্ছভোজী ছিল। পূর্ব্বোক্ত ত্রিবর্ণের লোকদের সহিত ইহাদের কোনও অংশে মিল ছিল না।

কৃষ্ণবর্ণভিন্ন বর্ণত্রয়ের সাধারণ নাম (ব্রহ্মন্) ব্রহ্মা, ব্রহ্মণ ; আর্য্য,

দেব ; দ্বিজ, দ্বিজাতি (দ্বিজন্মন্) দ্বিজন্মা, বিপ্র ; যজমান্, ব্রতবান্, সুর, ইত্যাদি ; কিন্তু কৃষ্ণবর্ণদিগের সাধারণ নাম অদেব, অসুর, অব্রত, জঘন্য, হীন, মৃধ্র, ম্লেচ্ছ ইত্যাদি ও বিশেষ নাম দস্যু, দাস, শিম্যু, বৃত্র, রক্ষঃ, রাক্ষস, দানব ইত্যাদি।

কৃষ্ণবর্ণ-ভিন্ন বর্ণত্রয়ের সাধারণ প্রাচীন ভাষাও তাঁহাদের সাধারণ নামানুসারে আর্য্যভাষা দৈবীভাষা ব্রাহ্মী বা ব্রাহ্মণী ভাষা ইত্যাদি নামে বিখ্যাত। তাঁহাদের ধর্ম্মও এক এবং সামাজিক কার্য্যও পরস্পর-সাপেক্ষ ও সভ্যসমাজসঙ্গত ছিল।

এইরূপে ইহাদিগের জাতীয় নামের একতা, ভাষার একতা এবং ধর্ম্ম-নীতি ও চরিত্রাদিগত পরস্পর সৌসাদৃশ্য ও সামঞ্জস্য দেখিয়া দুই প্রকার অনুমান হইতে পারে। প্রথম অনুমান এই যে, একই শুভ্র জাতি ভিন্ন ভিন্ন দেশে বাসাদি হেতু বর্ণে ভিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং ইঁহারাই স্ব স্ব শক্তি স্বভাব ও তদনুরূপ কার্য্য ও জীবিকাদি অবলম্বন হেতুক পশ্চাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য উপাধি পাইয়া ভিন্ন হইয়াছেন। নিতান্ত হীন-প্রকৃতিক দস্যু প্রভৃতি জাতিরা যুদ্ধে পরাজিত হইয়া শেষে মিলিত অথবা বিতাড়িত হইয়াছিল। পরাজিত দস্যু প্রভৃতি জাতিদিগের মধ্যে যাহারা বশীভূত হইয়া আর্য্যগণের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল, তাহারাই সমাজের মধ্যে নীত ও শোধনযোগ্য বলিয়া শূদ্র নামে অভিহিত হইয়াছিল। পূর্ব্বে কেবল আর্য্যজাতি ব্রহ্মন্ শব্দের প্রতিপাদ্য হইলেও এখন হইতে এই শূদ্রদিগকে লইয়া সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন যে বৃহৎ জাতি হইল তাহাই ব্রহ্মন্ বা ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত হইয়াছিল। এখন হইতে শূদ্র হইতে বিশেষ করিবার নিমিত্ত শ্বেতবর্ণেরা অগ্রজব্রাহ্মণ ও কৃষ্ণবর্ণেরা চরমব্রাহ্মণ বা জাতিব্রাহ্মণ শব্দে উক্ত হইতেন। দ্বিতীয় অনুমান এই যে বুদ্ধিমান্ শুভ্রজাতি ব্রাহ্মণ, বলবান্ তাম্রবর্ণ জাতি ক্ষত্রিয়, ও দুর্ব্বল পীতবর্ণ জাতি বৈশ্য, ইঁহারা স্ব স্ব দেশের প্রকৃতি অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের ভিন্ন ভিন্ন

জাতি ছিলেন। এই তিন জাতি বহুকাল একধর্ম্মাক্রান্ত ও একভাষ-ভাষী হইয়া একত্র থাকায় তুল্যাধিকার প্রাপ্ত হইয়া শেষে একজাতি বলিয়া গণ্য হইয়াছেন। অবশেষে আকৃতি প্রকৃতিতে ভিন্ন বিকৃত ভাষাব্যাহারী ভিন্নাচার ভিন্নধর্ম্মাক্রান্ত ভিন্নজাতি হীন শূদ্রেরাও ইহাদের সহিত মিলিত হইয়া এক জাতি বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। তদবধি কেবল ত্রিজাতি মাত্র নয় পরন্তু এই চাতুর্ব্বর্ণ্য বৃহৎ মনুষ্যসমাজই ব্রহ্মন্ বা ব্রাহ্মণ নামে কথিত হইলেন। তাই ব্রহ্মের চারি অংশে চারিবর্ণ অথবা ঐ চারিভাগ হইতে চারিবর্ণের উৎপত্তি কথিত হয়। মনুষ্যজাতির মূল উৎপত্তি মনুষ্যের জ্ঞানগম্য নয়। বেদাদি শাস্ত্রে যেরূপ কথিত আছে তদনুসারে মনুষ্যাদি সমস্ত জাতি নিত্য, কেবল তাহাদের অপ্রকাশ অবস্থা হইতে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশ হ্রাস বৃদ্ধি ও পুনরায় অপ্রকাশ হইয়া থাকে। এইরূপ অনন্তকাল হইতেছে। সুতরাং জাতির মূল অনুসন্ধান করা বাতুলতা মাত্র। যাঁহারা বেদের (স্বয়মুদ্ভূত জ্ঞানের) নিত্যতা স্বীকার করেন না, তাঁহাদের অন্ততঃ ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে মনুষ্য জাতির মধ্যে ইতিহাসাদি সকল বিষয় সম্বন্ধে যাহা কিছু পাওয়া যায় সে সকল অপেক্ষা বেদের ইতিহাসাদি প্রাচীন, বেদের ভাষা প্রাচীন এবং সেই ভাষা যে জাতির ভাষা ছিল সে জাতিও বিদিত জাতি সকল অপেক্ষা প্রাচীন। বেদের ইতিহাস অপেক্ষা প্রাচীন ইতিহাস পৃথিবীতে আর নাই। সেই ইতিহাসের সহিত সেই বেদ ভারতবর্ষে আর্য্যসন্তানদিগের বংশানুক্রমে চলিয়া আসিয়াছে। বেদবান্ বা বিদ্বান্ বা ব্রাহ্মণেরাই তাহার রক্ষাকর্ত্তা এবং তাঁহারাই তাহার নিগূঢ় অর্থ গুরু-পরম্পরায় অধিগত হইয়া থাকেন। তাহা অক্ষর সৃষ্টির পূর্ব্বে ছিল, অক্ষর সৃষ্টির পরে জগতে অক্ষরাকারে প্রাদুর্ভূত হইয়াছে।

এই আশ্চর্য্য বেদে লিখিত আছে যে, বর্ষ চক্রের মধ্যে যেমন ক্রমে ক্রমে ছয়টী ঋতু তৎসহচর ওষধি-ফল-পুষ্পাদির সহিত পুনঃ পুনঃ আবির্ভূত ও তিরোভূত হয়, তেমনই এই অনন্ত কালচক্র মধ্যে ক্রমে ক্রমে চারিটী

যুগ তৎসহচর মনুষ্যাদি সমুদায় সৃষ্টির সহিত পুনঃ পুনঃ আবির্ভূত ও তিরোভূত হইয়া থাকে। এই কালচক্রের মধ্যে এক এক জাতি চক্র-কীলকের ন্যায় একবার নীচে একবার উচ্চে যাইতেছে একবার উর্দ্ধে প্রকাশিত ও একবার নীচে অপ্রকাশিত হইয়া যাইতেছে। এক অবস্থায় থাকিতেছে না। মনুষ্য আপনাকে এই অনন্ত কালচক্রের কেন্দ্রস্থ করিয়া তাহার ক্ষুদ্র ও দুর্ব্বল দৃষ্টির আয়তনের মধ্যেই কিছু দূর দৃষ্টি চালাইতে পারে। অনন্তর তাহার দৃষ্টি অবসন্ন হইয়া অনন্তের মধ্যেই বিলীন হইয়া যায়। অনন্তের অন্ত কোথা পাইবে! কিন্তু মনুষ্য যাহার অন্ত নাই তাহার অন্ত দেখিতে চায়, যাহার আদি নাই তাহার আদি দেখিতে চায়! তাহা না দেখিলে যেন তাহার প্রাণ সন্তুষ্ট হয় না। এইজন্য একবার বলিলেন যে "ব্রহ্ম হইতে সকল হয়, আবার ব্রহ্মেই লীন হয়।" কিন্তু এই ব্রহ্ম কি যখন তাঁহার জানিতে ইচ্ছা হইল তখন এই পরিমিতা বাগ্‌দেবী পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়া অবসন্ন হইয়া শেষে বলিলেন "তাহা জানা যায় না, তাহা অজ্ঞেয় অনাদি অনন্ত পদার্থ।" একবার বলিয়াছিলেন তিনিই অনন্তকাল-রূপে সেই মহাকালরূপে আবির্ভূত হইয়া সমুদায় সৃষ্টি ও সংহার করেন; তাই সেই বাক্য অবলম্বন করিয়া মুনিরা বলিয়াছেন "কালঃ সৃজতি ভূতানি কালঃ সংহরতে পুনঃ।" কিন্তু সেই মহাকালকেই বা কে বুঝিতে পারে?

অতএব, ঐ সকল ছাড়িয়া আমরা ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ হইতে শূদ্র পর্য্যন্ত জাতির উৎপত্তি এবং শূদ্র হইতে ব্রাহ্মণ পর্য্যন্ত জাতির উৎপত্তি বেদে যেরূপ লিখিত আছে এবং ঋষিগণ যেরূপ বলিয়াছেন তাহাই প্রদর্শন করিব। কালে চারি বর্ণেরই উৎপত্তি অর্থাৎ চারি জাতির প্রকাশ কিরূপে হইল তাহাই প্রদর্শন করিব। এখন কেবল তাহার বীজমাত্র দেখাইয়া যাইতেছি। জাত্যুৎপত্তি ও জাতিভেদ বিষয়ক শাস্ত্র সকল দেখিয়া জানা যায় যে সর্ব্বাগ্রে মনুষ্যগণের মধ্যে জাতিভেদ ছিল না। তবে লোকেরা ভিন্ন ভিন্ন জন্মস্থান-

ও ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মাদিবশতঃ একসঙ্গে বা ভিন্ন ভিন্ন হইয়া বাস করিত। ব্রহ্মার পুত্র হওয়ায় এক সমাজস্থ সকলেই ব্রহ্মন্ বা ব্রাহ্মণ। এক সময় ব্রাহ্মণদেশ বলিলে ব্রহ্মাবর্ত্তকে বুঝাইত। ক্রমে সমস্ত ভারতকেও বুঝাইত। ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণরাজ্যান্তর্গত সমুদায় মনুষ্যকে ব্রাহ্মণজাতি বলা যাইত। এ বিভেদ কেবল ব্রাহ্মণরাজ্যের বহির্ভূত লোকদের সহিত। বিচিত্রশক্তি ব্রহ্মার সৃষ্টিতে বিচিত্র বহুবিধ বস্তুর ন্যায়, প্রকৃতি বর্ণ ভাষাদি বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন হইলেও নরজাতি নরত্বরূপে সকলেই এক জাতি। সেই নরজাতির মধ্যে ভারতবর্ষস্থ ব্রহ্মরাজ্যান্তর্গত সমুদায় লোক ব্রাহ্মণ। তাই মনু প্রথমাধ্যায়ের ৯৬ ও ৯৭ শ্লোকে বলিয়াছেন—

ভূতানাং প্রাণিনঃ শ্রেষ্ঠাঃ প্রাণিনাং বুদ্ধিজীবিনঃ।
বুদ্ধিমৎসু নরাঃ শ্রেষ্ঠাঃ নরেষু ব্রাহ্মণাঃ স্মৃতাঃ॥
ব্রাহ্মণেষু চ বিদ্বাংসো বিদ্বৎসু কৃতবুদ্ধয়ঃ।
কৃতবুদ্ধিষু কর্ত্তারঃ কর্ত্তৃষু ব্রহ্মবেদিনঃ॥

সৃষ্ট পদার্থ সকলের মধ্যে প্রাণীরা শ্রেষ্ঠ। প্রাণি সকলের মধ্যে বুদ্ধিজীবীরা শ্রেষ্ঠ। বুদ্ধিমান্ জীবদের মধ্যে মনুষ্য শ্রেষ্ঠ। মনুষ্যগণের মধ্যে ব্রাহ্মণেরা (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র) শ্রেষ্ঠ। এই ব্রাহ্মণ শব্দটী এখানে ভারতীয় ব্রাহ্মণরাজ্যান্তর্গত লোকদিগকে বুঝাইতেছে। ব্রাহ্মণদের মধ্যে বিদ্বান্ অর্থাৎ দ্বিজগণ শ্রেষ্ঠ। বিদ্বান্দের মধ্যে জ্ঞানানুশীলনহেতুক যাহাদের বুদ্ধি মার্জ্জিত হওয়ায় কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বুঝিতে পারে তাহারা শ্রেষ্ঠ, ঐ মার্জ্জিতবুদ্ধি কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যজ্ঞানশীল পণ্ডিতদিগের মধ্যে যাহারা কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্য জ্ঞান অনুসারে কার্য্য করে তাহারা শ্রেষ্ঠ এবং কর্ত্তব্যানুষ্ঠাতা-দিগের মধ্যে যাহারা পরমাত্মাকে জানে তাহারা শ্রেষ্ঠ। অতএব ইহা এক্ষণকার ন্যায় জাতিভাগ নয়। ইহা ব্যক্তিগত গুণ ও কর্ম্ম অনুসারে শ্রেষ্ঠত্ব কল্পনামাত্র, ইহাই বক্ষ্যমাণ জাতির বীজস্বরূপ।

এক্ষণে বেদাদি শাস্ত্রে জাত্যুৎপত্তি জাতিবিভাগ বিষয়ে যেরূপ লিখিত

আছে তাহাই দেখাইতেছি। ব্রহ্মজাতীয় ইতিহাস যাহা ব্রাহ্মণ নামে বেদে কথিত আছে সেই বৃহদারণ্যক শ্রুতির চতুর্থ ব্রাহ্মণে লিখিত আছে—

ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীদেকমেব। তদেকং সন্নব্যভবত। স শৌদ্রং বর্ণমসৃজত পূষণম্। ইদং বৈ পূষেয়ং হীদং সর্ব্বং পুষ্যতি যদিদং কিঞ্চ। স নৈব ব্যভবত, তচ্ছ্রেয়োরূপ মত্যসৃজত ক্ষাত্রং যানেতানি দেবত্রা ক্ষত্রাণি ইন্দ্রো বরুণঃ সোমো রুদ্রঃ পর্জ্জন্যো যমো মৃত্যু রীশানঃ তস্মাৎ ক্ষত্রাৎ পরং নাস্তি ইত্যাদি।

এই শ্রুতির দুইরূপ অর্থ প্রতিপাদিত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে এখানে আমরা একটী অর্থ প্রদর্শন করিতেছি। অপর অর্থ পরে প্রদর্শন করিব। এ অর্থে ব্রহ্ম অর্থ ব্রাহ্মণ বর্ণ, উহার ভাষ্যেও তাদৃশ অর্থই লিখিত হইয়াছে। যথা, "ব্রাহ্মণমেব পুরাণমসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ"। অতএব তদনুসারে অর্থ হইতেছে "পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ বর্ণ হইয়াছিল, এই বর্ণ অগ্রে অসৎ অর্থাৎ অপ্রকাশ অবস্থায় ছিল, সেই ব্রাহ্মণ একক বিভূ হন নাই। এজন্য পুষ্টিকর শূদ্রবর্ণের সৃষ্টি করিলেন। এই সমস্ত সমাজ এক্ষণে যাহা দেখিতেছ— যাহা শূদ্রবর্ণকে পোষণ করিতেছে তাহা পূষেয় অর্থাৎ বৈশ্য। সেই বৈশ্য সমন্বিত সমাজও পূর্ণশক্তি হইল না, সেইজন্য তিনি সকলের শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয় অর্থাৎ রাজজাতির সৃষ্টি করিলেন। তাঁহারাই দেবতা অর্থাৎ ইন্দ্র, বরুণ, সোম, রুদ্র, পর্জ্জন্য, যম, মৃত্যু ও ঈশান। সেই হেতু রাজা অপেক্ষা আর কোন জাতি প্রধান নাই।"

ব্রাহ্মণেরা ভারতে আসিবার পূর্ব্বে আপনাদিগকেই ব্রহ্মন্ বা ব্রাহ্মণ বলিয়া জানিতেন। শ্বেতবর্ণ ভিন্ন অন্য জাতিকে জানিতেন না, সুতরাং "অগ্রে ব্রাহ্মণ হইয়াছিল" ইহা বলা তাঁহাদের পক্ষে অসঙ্গত নয়। তাঁহারাই পরে বিদিত কৃষ্ণজাতিকে পরাজিত ও বশীভূত করিয়া আপনাদিগের কার্য্যের নিমিত্ত সমাজে লইয়া শূদ্র আখ্যা দিয়াছিলেন। অতএব তাহার পরেই "সেই ব্রাহ্মণ একক

বিভূ হন নাই, এজন্য পুষ্টিকর শূদ্রবর্ণের স্থষ্টি করিলেন” একথা বলাও অসঙ্গত নয়। অনন্তর কালক্রমে ব্রাহ্মণজাতি হইতে আর একদল আসিয়া এই শূদ্রবর্ণের সহিত মিলিত পূর্ব্বাগত ও পশ্চাৎ কৃষ্যুপজীবী ব্রাহ্মণদের স্থাপিত সপ্তসিন্ধুদেশ আক্রমণ ও অধিকার করেন এবং ঐ দেশের নাম পশ্চাৎ ব্রহ্মাবর্ত্ত রাখেন তখনই ঐ ব্রাহ্মণেরা এই শ্রুতিতে শূদ্রদিগকে পূষন্ এবং এই কৃষ্যুপজীবী ব্রাহ্মণদিগকে পূষেয় বলিয়াছিলেন। তাই শ্রুতিতে বলিয়াছেন “এই সমস্ত সমাজ যাহা এক্ষণে দেখিতেছ যাহা শূদ্রবর্ণকে পোষণ করিতেছে তাহা পূষেয অর্থাৎ বৈশ্য” শেষাগত ব্রাহ্মণেরা বিদ্বান্ দেবার্চ্চক ও বলবান্ জাতি। ইহারাই রাজ্যশাসনকার্য্য ও ব্রাহ্মণকার্য্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। নির্ব্বিঘ্নে ব্রহ্মচর্য্যার জন্য ইহারা আপনাদিগের মধ্য হইতে সর্ব্ববিদ্যাতে পারদর্শী অথচ বলবীর্য্যাদিসম্পন্নদিগকে সকলের শ্রেষ্ঠ পদে বরণ করিয়া রাজা করিয়াছিলেন ও তাদৃশ গুণসম্পন্ন অপর কতকগুলি লোককে ঐ রাজাদের সহায় করিয়াছিলেন। তাই আবার শ্রুতি বলিতেছেন “তাহাতেও সমাজ পূর্ণশক্তি হইল না এজন্য তিনি সকলের শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয় অর্থাৎ রাজজাতির স্থষ্টি করিলেন। তাহারাই দেবতা ইন্দ্র, বরুণ ইত্যাদি” অর্থাৎ এই রাজগণেই দেবস্বরূপ এই অষ্ট লোকপালের সমস্ত গুণ ও তেজ আছে। মনু “অষ্টানাং লোকপালানা মিত্যাদি” দ্বারা ইহারই ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং ইহাদিগকেই মহাদেব বা দেবশ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। অতএব শ্রুতিতে শেষে বলিয়াছেন “সেই হেতু এই রাজা অপেক্ষা আর কেহ প্রধান নাই।” এই রাজজাতিকে যে তাঁহারা আপনাদিগের মধ্য হইতে শ্রেষ্ঠ লোকদিগকে লইয়া স্থষ্টি করিয়াছিলেন তাহা পশ্চাৎ বিবৃত হইবে। অতএব পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ জাতি ছিলেন ও তাঁহারাই পরে আর তিন জাতির স্থষ্টি করিলেন ইহার সুসঙ্গত অর্থ এইরূপ ভিন্ন অন্য রূপ বোধ হয় না।

এই অর্থই যে সুসঙ্গত তাহা আমরা বেদবাক্যান্তর দ্বারা প্রমাণ করি-

তেছি। আমরা এতদর্থ ইহা হইতে রাশি রাশি প্রমাণ উদ্ধার করিতে পারি কিন্তু গ্রন্থবাহুল্য-নিবারণার্থ পর্য্যাপ্তমাত্র প্রমাণ দিতেছি। নিম্নলিখিত ঋগ্ বচনে দেখিবেন যে প্রথমত উত্তর পশ্চিমস্থ হিমময় প্রদেশের শুভ্রবর্ণ ব্রহ্মজাতি যখন দক্ষিণ দেশ হইতে ক্রমে উত্তর ও উত্তরপশ্চিম দিকে প্রসারিত কৃষ্ণবর্ণ জাতির সহিত প্রথম মিলিত হন তখন তাঁহারা আপনাদিগকে শুভ্র বর্ণ ও ইহাদিগকে কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া বিভেদ করেন। ইহারা পরস্পর বিভিন্ন দুইটী জাতি। সুতরাং এখান হইতেই বর্ণভেদ দ্বারা জাতিভেদের সূচনা আরম্ভ হয়। এখান হইতেই জাতি ও বর্ণ একার্থক হয়। আমরা এস্থলে শাস্ত্র সকল মধ্যে প্রাচীনতম ঋগ্বেদ হইতে ইহারই প্রমাণার্থ দুইটী ঋক্ উদ্ধার করিয়া দেখাইতেছি।

দস্যূন্ শিম্যূংশ্চ পুরুহূত এব হত্বা পৃথিব্যাং শর্ব্বানবর্হীৎ। সনৎ ক্ষেত্রং সখিভিঃ শ্বিত্ন্যেভিঃ সনৎ সূর্য্যং সনদপঃ সুবজ্রঃ॥ ১ অষ্টক ১০০ সূক্ত ১৮ ঋক্।

বহুযজ্ঞকারী ইন্দ্র বজ্রদ্বারা হিংসাশীল দস্যু ও শিম্যুদিগকে বধ করিয়া শ্বেতবর্ণ সখাদিগের দ্বারা উত্তম ক্ষেত্র সকল, উত্তম সূর্য্যলোক ও উত্তম জলাশয় সকল শোভিত করিয়াছিলেন।

এস্থলে শ্বেতবর্ণজাতি যে দস্যু ও শিম্যুদিগকে পরাভূত করিয়া তাহাদের দেশ অধিকার করিয়াছিলেন তাহা সূচিত হইতেছে।

স বৃত্রহা ইন্দ্রঃ কৃষ্ণযোনীঃ পুরন্দরো দাসী রৈরয়দ্বি। অজনয়দ মনবে ক্ষামপশ্চ। ১১ অ ২০ সূ ৭ঋ

সেই ইন্দ্র বৃত্রকে হনন করিয়া তাহার নগর মধ্যে প্রবেশ করিয়া কৃষ্ণবর্ণ দাসজাতিকে বিদূরিত করিয়াছিলেন এবং মনুকে (তাহাদের অধিকৃত) ভূমি এবং জল দিয়াছিলেন।

এস্থলে কৃষ্ণবর্ণ দাসজাতি যে পরাজিত ও দূরীকৃত এবং শ্বেতবর্ণদিগের রাজা মনু জয়ী তাহা সূচিত হইতেছে।

অতএব এদেশে চারিবর্ণের স্থলে পূর্ব্বে যে কেবল দুই বর্ণ মাত্র দেখা দিয়াছিল তাহা নিশ্চয় হইতেছে।

এই মনু যে এদেশবাসী ছিলেন না, হিমালয়স্থ কোন হিমপ্রদেশ হইতে আগত তাহাও নিম্নলিখিত বৈদিক ইতিহাসাংশ দ্বারা জানা যাইবে যথা—

তদপ্যেতদুত্তরস্য গিরের্ম্মনোরবসর্পণম্। "তখনও (জলপ্লাবনের পরও) এই উত্তর গিরি হইতে মনুর অবতরণ"। এতদ্দ্বারা তখন এই ইতিবৃত্ত-বাদীরা হিমালয়ের দক্ষিণে আসিয়া বাস করিতেছিলেন জানা যায়। এবং "তখনও" বলাতে মনুর প্রথমাবতরণও ঐ গিরি হইতে হইয়াছিল অনুমান হয়।

এই মনুর প্রজারা যে পশ্চাৎ পঞ্চনদ, পঞ্চজল ও অধুনা পঞ্জাব বলিয়া প্রসিদ্ধ দেশের সহিত একদিকে দৃষদ্বতী ও একদিকে সরস্বতী নদী পর্য্যন্ত ভূভাগ অধিকার করিয়া ইহার নাম সপ্তসিন্ধু রাখিয়াছিলেন তাহাও ইহাঁ-দিগের পরবর্ত্তী আর্য্য আক্রমণকারীদিগের বচনে জানা যায় যথা—

য ঋক্ষাদংহসোহমুচদ্ যো বা আর্য্যাৎ সপ্তসিন্ধুষু। বধর্দ্দাসস্য তু বিনিম্ননীনসঃ॥ ৮ অ ২৪ সূ ২৭ ঋ

সপ্তসিন্ধু প্রদেশে মলিন ঋক্ষজাতি হইতে এবং অমিত্র আর্য্যগণ হইতে যিনি অমলিনদিগকে মুক্ত করিয়াছেন তিনি দাস জাতিকে বধ করিয়া তৃপ্তিলাভ করিয়াছেন।

এতদ্দ্বারা সপ্তসিন্ধুদেশে শেষাগত আর্য্যগণের সহিত ঐ পূর্ব্বোক্ত দুই জাতির যুদ্ধ সূচিত হইয়াছে। সাতটী নদীর অবস্থান হেতুক এই প্রদেশের নাম তাহারা সপ্তসিন্ধু রাখিয়াছিলেন। আর্য্যেরা পূর্ব্বে সিন্ধুশব্দ নদী অর্থেও ব্যবহার করিতেন। তাহা পরস্পর চলিত হইয়া অমরাভিধানে ও প্রকাশিত হইয়াছে যথা—"দেশে নদবিশেষেহব্ধৌ সিন্ধুর্নাসরিতি স্ত্রিয়াম্।"

সিন্ধুশব্দ পুংলিঙ্গ হইলে সিন্ধুদেশ, সিন্ধুনদ ও সমুদ্রকে বুঝায়, স্ত্রীলিঙ্গ

হইলে নদীমাত্রকে বুঝায়। আর্য্য-ভূমি পূর্ব্বে এই সপ্তসিন্ধুসমন্বিত হওয়াতে বোধ হয় ইহাই কালে সমগ্র ভূমিকে (পৃথিবীকে) সপ্তসমুদ্রপরিবেষ্টিত বলিবার কারণ হইয়াছিল এবং তাহাই ক্রমে পল্লবিত হইয়া কল্পনাপ্রবল লোকদিগের পক্ষে ক্ষীর, দধি, ঘৃত, সুরা প্রভৃতির সাগর কল্পনার হেতু হইয়াছিল। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণাদির রচনাকর্ত্তারা কেহ কেহ এই সপ্ত সিন্ধুকে সপ্তসারস্বত শব্দেও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সপ্তসারস্বত অর্থ সপ্তনদীবিশিষ্ট দেশ। সরস্ অর্থ জল ও সরস্বতী অর্থ নদী। কিন্তু তাঁহারা নদী সাতটীর যে নাম দিয়াছেন তাহার মধ্যে একটী ব্যতীত অন্যগুলির নাম আমাদের বিদিত নামের সহিত এক হয় না।

যাহা হউক সে সকল বিষয় বিবেচনার ভার আমরা প্রকৃত ইতিবিদ্ ও ভূগোলবিদ্গণের উপর দিয়া এক্ষণে দেখাইব যে পূর্ব্বাগত সপ্তসিন্ধুবাসী আর্য্যদিগের সহিত ও দস্যু প্রভৃতি জাতির সহিত আবার নূতন আক্রমণকারী আর্য্যদিগের যুদ্ধ ঘটনা হইয়াছিল কিনা? কারণ এইটী প্রমাণ হইলেই আমাদের কৃত আরণ্যক শ্রুতির ব্যাখ্যা প্রমাণ হইয়া যায়।

(১) ত্বং তাঁ ইন্দ্র উভয়াঁ অমিত্রান্ দাসা বৃত্রাণি আর্য্যা চ শূর বধীঃ। ৬ অ ৩০ সূ ৩ ঋ

(২) হতো বৃত্রাণি আর্য্যা হতো দাসানি সত্যতী হতো বিশ্বা অপদ্বিষঃ। ৬ অ ৬০ সূ ৬ ঋ

(৩) যো নো দাস আর্য্যো বা পুরুষ্টুত অদেব ইন্দ্র যুধয়ে চিকেততি। অস্মাভীষ্টে সুসহাঃ সন্তু শত্রবস্ত্বয়াবয়ং তান্ বনুয়মে সঙ্গমে।

১০ অ ৩৮ সূ ৩ ঋ

(৪) দনো বিশ ইন্দ্র মৃধ্রবাচঃ সপ্ত যৎ পুরঃ শর্ম্ম শারদীর্দ্দর্ত্ত ইত্যাদি

১ অ ১৭৪ সূ ২ ঋক্

(১) হে ইন্দ্র, হে শূর, তুমি অমিত্রভূত দাস ও আর্য্য উভয়কেই, যাহারা এই রণস্থল আচ্ছাদন করিয়াছে তাহাদিগকে বধ কর।

(২) শত্রুভূত আর্য্য ও দাসগণকে এবং সত্যতগণকে বধ কর। সকল শত্রুগণকে বধ কর।

(৩) হে ইন্দ্র, দাসই হউক আর আর্য্যই হউক যে সকল অদেব আমাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিতেছে সেই সকল শত্রু যুদ্ধে আমাদের সুষহ হউক। আমরা আমাদিগের অভীষ্ট জয়লাভের নিমিত্ত তোমার নিকট প্রার্থনা করি।

(৪) হে ইন্দ্র, তুমি কদর্য্যভাষাভাষী অদেবদিগের যে সাতটী নগর পুরুকুৎসকে দিয়াছিলে ইত্যাদি।

এই সকল ঋক্ বচনে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে একদিকে পশ্চাৎ আগত শুভ্রকান্তি আর্য্যদল ও অপরদিকে পূর্ব্বাগত আর্য্য ও অনার্য্য কৃষ্ণবর্ণ জাতি পরস্পর যুদ্ধ করিয়াছিল। মৃধ্রভাষাভাষী কৃষ্ণবর্ণ অনার্য্যজাতি পূষন্ (শূদ্র) পূর্ব্বাগত আর্য্যেরা পূষেয় (বৈশ্য) এবং শেষাগত আর্য্যদল ঋষি ও ক্ষত্র সমন্বিত ব্রাহ্মণদল। শেষোক্ত তিন দলেরই ভাষা আর্য্য ভাষা বা ব্রাহ্মী ভাষা, কিন্তু কৃষ্ণকায়দের ভাষা স্বতন্ত্র। আর্য্যগণের প্রাধান্য ও অনার্য্যগণের হীনদশা সূচক প্রাচীন আর্য্যগ্রন্থ সকলই শেষোক্ত আর্য্যজাতির জয়ের যথেষ্ট প্রমাণ।

এই সকল ঋক্ দ্বারা জানা যায় যে ভারতে শুভ্রবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণ জাতিই ছিল। এতদ্ভিন্ন এ সময়ে কুত্রাপি অন্যবর্ণের কথা দেখা যায় না; তবে এরূপ হইতে পারে যে অকৃষ্ণবর্ণেরা সকলেই শুভ্রবর্ণ বলিয়া উক্ত হইতেন। যা হউক, তৎকালে যে এই দুই মাত্রই জাতি বা বর্ণ ছিল তাহা তৎকালের প্রসিদ্ধ শ্রুতিবচনেও জানা যায়, যথা—

"দৈব্যো বর্ণো ব্রাহ্মণঃ আসূর্য্যঃ শূদ্রঃ।" ব্রাহ্মণেরা ইতি পূর্ব্বে আপনাদিগকে ভিন্ন অন্য জাতিকে জানিতেন না সুতরাং ইতি পূর্ব্বে একই জাতি ছিল ও তৎপরে শূদ্রেরা তাঁহাদের সহিত মিলিত হইলে দুই জাতি হইল ইহা বলা কোন ক্রমেই অসঙ্গত নয়।

বেদতুল্য সম্মানিত ভাগবতেও আছে। "এক এব পুরা বেদঃ প্রণবঃ সর্ব্ববাঙ্‌ময়ঃ। দেবো নারায়ণো নান্য একোঽগ্নির্ব্বর্ণ এব চ ॥"

এস্থলে টীকাকার শ্রীধরস্বামী লিখিয়াছেন পূর্ব্বে একমাত্র বর্ণ ছিল ও তাহারা হংসবর্ণ ছিল।

সমস্ত মনুষ্যকে যেমন মন ধাতূৎপন্ন মনু বা মনুস্ শব্দ হইতে মনুজ, মানব, মনুষ্য বা মানুষ বলা যায় তেমনি বৃহ্ ধাতূৎপন্ন ব্রহ্মন্ শব্দ হইতে ভারতের মূল ও মহতী ব্রহ্মজাতি বা বর্ণভেদের পূর্ব্বস্থিত আর্য্য বা মূল ব্রাহ্মণজাতিকে বুঝায়। অভিধানাদিতেও দৃষ্ট হয় যে মূলপুরুষ বা মহাপুরুষ মূল শাস্ত্র বা মহৎশাস্ত্র এবং শ্রেয়ঃ সাধনের মূল কার্য্য বা মহৎকার্য্য এই ছয়টী অর্থে ব্রহ্মন্ শব্দের প্রয়োগ হয় যথা—

বেদস্তত্ত্বং তপো ব্রহ্ম ব্রহ্মা বিপ্রঃ প্রজাপতিঃ।

ব্রহ্ম ক্লীবলিঙ্গ হইলে (১) মহাশাস্ত্র বেদ, (২) কারণের কারণ মহাপুরুষ বা পুরুষোত্তম বা পরব্রহ্ম, (৩) মহৎকার্য্য ; পুংলিঙ্গ হইলে (১) হিরণ্যগর্ভ বা (২) অপর প্রজাপতি অর্থাৎ রাজা এবং (৩) বিপ্র বা ব্রাহ্মণ বা দ্বিজ নামে বিদিত পুরুষানুক্রমে বর্ণভেদের পূর্ব্বকালের আর্য্য জাতি। এই জাতিকে ব্রহ্মজাতি বলা যায়। এই ব্রাহ্মণ জাতিকে এই জাতিরই শাস্ত্রকারেরা শুক্ল-বর্ণ ও মূল জাতি বলিয়াছেন। ভাগবতকারও বলিতেছেন পূর্ব্বে 'এক বর্ণ ছিল ও সে বর্ণ হংসবর্ণ। অতএব তাঁহার মতেও শুক্লবর্ণ ব্রহ্মজাতি বা ব্রাহ্মণজাতি আগে ছিলেন। অমর কোষেও ব্রাহ্মণজাতি কথনের শিরো-ভাগে ব্রহ্মবর্গ বলিয়া ব্রাহ্মণাদি জাতির মূল সেই (ব্রহ্মন্) ব্রহ্মজাতিকেই বুঝাইয়াছেন।

এই ব্রহ্মজাতিই ভারতে পূজ্যজাতি ছিলেন। ইঁহারাই আর্য্য, দেব, দ্বিজ, ব্রাহ্মণ ইত্যাদি শব্দে বাচ্য হইতেন। দ্বিতীয়জাতি শূদ্র, অনার্য্য, অদ্বিজ, অব্রাহ্মণ ইত্যাদি শব্দের প্রতিপাদ্য। জীবিকার্থ ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্ম অবলম্বন করিলেও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ইহাঁরা সকলেই ব্রাহ্মণ জাতি।

কারণ ব্রাহ্মণজাতীয় পুরুষ হইতে ব্রাহ্মণজাতীয়া স্ত্রীতে ইঁহাদের সকলেরই জন্ম হইয়াছে এবং জন্মই জাতি। শূদ্রবর্ণও ইঁহাদিগের সৃষ্ট এজন্য শূদ্রও চরমকৃত ব্রাহ্মণজাতি।

মহাভারতেরও এই মত। শ্রুতি ইতিহাসাদিসমন্বিত সমস্ত বেদে-পারদর্শী বেদব্যাস প্রণীত মহাভারত বর্ণভেদের বহুকাল পরে রচিত হইলেও বেদমূলকত্বহেতুক বেদতুল্য মান্য বলিয়া চিরকাল সমাজে সমাদরে গৃহীত হইয়া আসিতেছে। সুতরাং ইহাও শাব্দ প্রমাণ মধ্যে প্রধানরূপে গণনীয়। ইহাতে লিখিত আছে।

"ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মভির্ব্বর্ণতাং গতম্ ॥"

শান্তিপর্ব্ব ১৮৮ অ

ফলিতার্থ এই যে, সামাজিক ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য হেতুক ঔপাধিক ভেদ-বিশিষ্ট বর্ণ সকলের জাতিগত অর্থাৎ জন্মগত কোনও প্রভেদ নাই। কারণ সকলেরই জন্ম ব্রহ্ম হইতে।

এই ব্রহ্মন্ শব্দটী যে পূর্ব্বপ্রদর্শিত আরণ্যক শ্রুত্যুক্ত ব্রহ্মন্ শব্দের ন্যায় ব্রহ্মজাতির বাচক, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমরা এই ব্রহ্মজাতির ও ব্রহ্মজাতীয় ব্যক্তির বাচক ব্রহ্ম শব্দ ব্যবহার-সূচক প্রয়োগ অন্যান্য পুরাণ হইতেও প্রাপ্ত হই ; যথা—

"ব্রহ্মভিঃ পরিকল্পিতম্" অর্থাৎ ব্রহ্ম জাতীয়েরা করিয়াছেন "বদিষ্যাম্যনৃতং ব্রহ্মন্ কথমত্র ত্বদন্তিকে" হে ব্রহ্মন্, আমি আপনার নিকটে কেন মিথ্যা কথা বলিব। "ব্রহ্মন্ বিস্তরতো ব্রূহি ব্রহ্মা তমসৃজদ্ যথা" হে ব্রহ্মন্, ব্রহ্মা কি প্রকারে তাহাকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহা সবিস্তর বলুন। এগুলি বিষ্ণুপুরাণ হইতে দেখাইলাম। অন্যান্য পুরাণেও এরূপ ভূরি ভূরি প্রয়োগ দেখা যায়।

ব্রহ্মজাতিসংবন্ধীয় ব্রহ্মজাতির অন্তর্গত বা ব্রহ্মজাতি হইতে উৎপন্ন

যাহা কিছু, তৎ সমস্তকেই ঐ ভাষার নিয়মানুসারে ব্রাহ্ম বা ব্রাহ্মণ বলিত, এই জন্ম "ন বিশেষোঽস্তি" ইত্যাদি শ্লোকে "সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ" বলিয়া পশ্চাৎ "ব্রহ্মণা পূর্ব্ব সৃষ্টং হি" এই বাক্যে ব্রহ্মজাত্যুৎপাদিত বা ব্রহ্মজাতি-কৃত বলিয়া হেতু প্রদর্শন করিয়াছেন। এইরূপে অনুশাসনপর্ব্বেও "সর্ব্বোঽয়ং ব্রাহ্মণো লোকে বৃত্তেন তু বিশিষ্যতে" বলিয়া সকল বর্ণেরই ব্রাহ্মণজাতিত্ব বলিয়াছেন।

যেমন ব্রহ্মন্ জাতি হইতে উৎপন্ন বলিয়া ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণ ব্রাহ্মণ, তেমনই ইহাদের শিক্ষিতব্য বেদ ও ধর্ম্মাদিও ব্রাহ্মণ শব্দে উক্ত হয়। এই ব্রহ্মজাতির যে ভাষা ছিল তাহাও ব্রাহ্মী নামে কথিত হইত,মনু মহাভারতাদি কালে সে ভাষা অপ্রচল হইয়া যায়। এই ব্রহ্মজাতির ভাষা ইহাদের নামানুসারে ব্রাহ্মী বা ব্রাহ্মণী নামে কথিত হইত, তাহা প্রসিদ্ধ মহাভারতে এবং অমরকোষাদি অভিধানেও উল্লিখিত আছে। মহাভারতে আছে— "ইত্যেতে চতুরো বর্ণা যেষাং ব্রাহ্মী সরস্বতী" এই চারি বর্ণেরই ভাষা ব্রাহ্মী ভাষা ছিল। অমরকোষে আছে, "ব্রাহ্মী তু ভারতী ভাষা গীর্ব্বাগ্ বাণী সরস্বতী" ব্রাহ্মী প্রভৃতি শব্দ ভাষা অর্থে প্রযুক্ত হয়।

এই ব্রাহ্মী ভাষা বেদের ভাষা। এই ভাষাতেই বেদ উচ্চারিত হইয়াছিল। এই ভাষাতেই ঐ ব্রহ্মজাতি কথাবার্ত্তা কহিতেন। এক পর্য্যায়ে লেখা আছে বলিয়া ব্রাহ্মী ভাষা ও ভারতী ভাষা একার্থক নহে। ভারতী ভাষা ভারতবর্ষীয়দের ভাষা, তাহা বহুজাতীয়, বহু সময়ের ও বহু প্রকারের। যাহার নামে এই ভারত প্রসিদ্ধ, সেই মহারাজাধিরাজ ভরত যখন জন্মগ্রহণও করেন নাই, তাহারও বহু পূর্ব্ব হইতে এই ব্রাহ্মী ভাষায় বেদ উচ্চারিত হইয়া আসিতেছিল। দেশের বা দেশীয় লোকদের বা জাতির নামে ভাষার নাম হওয়াই পূর্ব্বাপর-প্রচলিত পদ্ধতি। যেমন শূরসেন হইতে শৌরসেনী, অবন্তি হইতে আবন্তী, ইংরাজ হইতে ইংরেজী, বাঙ্গালা হইতে বাঙ্গালী হইয়াছে, সেইরূপ ব্রহ্ম(ন্) হইতে ব্রাহ্মী হইয়াছে।

কোনও জাতির নামানুসারে যেমন তজ্জাতীয় বিবিধ বিষয়ের নামকরণ হয়, সেইরূপ এই ব্রহ্মজাতীয় প্রণালীর বিবিধ সংস্কারাদিও ব্রাহ্ম নাম প্রাপ্ত হইয়াছে ; যথা—

"ব্রাহ্মং প্রাপ্তেন সংস্কারং ক্ষত্রিয়েণ যথাবিধি" এস্থলে ব্রহ্মজাতীয় সংস্কারকে ব্রাহ্ম সংস্কার বলা হইয়াছে। "আচ্ছাদ্য চার্চ্চয়িত্বা চ শ্রুতশীলবতে স্বয়ং। আহূয় দানং কন্যায়াঃ ব্রাহ্মো ধর্ম্মঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥" এস্থলে ব্রহ্মজাতীয় প্রাচীন প্রথার বিবাহপ্রকারকে ব্রাহ্ম বিবাহধর্ম্ম বলা হইয়াছে। "শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ। বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ" এস্থলে ব্রাহ্মণাদর্শন অর্থ বেদের অনধ্যয়ন, অতএব এস্থলে ইহাদের জাতীয় গ্রন্থ বেদ বুঝাইতে ব্রাহ্মণশব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে।

এই ব্রহ্মজাতি যখন হিমালয়ের দক্ষিণ-পশ্চিম ভাগে বিস্তৃত হইয়া তত্রত্য স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, তখন আপনাদিগের নামানুসারেই ঐ প্রদেশের নাম ব্রহ্মাবর্ত্ত রাখিয়াছিলেন। ব্রহ্মাবর্ত্ত অর্থ ব্রহ্মগণের অধিবাসভূত দেশ। এবিষয়ে বেদানুবাদী মনু বলিয়াছেন—

"সরস্বতীদৃষদ্বত্যোর্দেবনদ্যোর্যদন্তরম্। তং দেবনির্ম্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষতে॥"

২ অ, ১৭ শ্লো।

সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদীর মধ্যবর্ত্তী যে দেশ, দেব অর্থাৎ ব্রহ্মগণ কর্ত্তৃক স্থাপিত সেই দেশকে ব্রহ্মাবর্ত্ত বলে।*

যেমন আর্য্যগণের বাসভূমি বলিয়া তৎপরবর্ত্তী কালে বিস্তৃত আর্য্যভূমির নাম আর্য্যাবর্ত্ত হইয়াছিল, সেইরূপ ব্রহ্মজাতির বাসভূমি বলিয়া এই দেশের নাম ব্রহ্মাবর্ত্ত হইয়াছিল।

এই ব্রহ্মজাতীয় প্রায় সকলেই বেদাধ্যয়নশীল ছিলেন। বেদাধ্যয়ন-

---

* দেব ও ব্রহ্ম একার্থবাচক। পূর্ব্বে দেখ। স্রোতমান শুভ্র ব্রহ্মজাতীয়েরাই দেব শব্দ দ্বারা এখানে সূচিত হইতেছে।

হেতুক তাঁহাদের যে বিশিষ্টরূপ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বা ধর্ম্মজ্ঞান জন্মিত, তাহাকেই তাঁহারা আধ্যাত্মিক জন্ম বলিতেন। অতএব তাঁহাদের দুইটী জন্ম। একটী মাতৃগর্ভে শরীরের প্রথম স্ফূর্ত্তি বা মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হওয়া রূপ আধিভৌতিক জন্ম ও অপরটী বেদজ্ঞান হেতু আত্মার প্রথম স্ফূর্ত্তি বা বেদোপনয়ন রূপ আধ্যাত্মিক জন্ম। ইঁহাদের এইরূপে দুইবার দুই জন্ম হয় বলিয়া, ইঁহারা আপনাদিগকে দ্বিজ বলিতেন। অতএব ব্রহ্মজাতি ও দ্বিজ-জাতি একজাতিরই বাচক। বিধানানুসারে বেদপাঠ করিয়া জ্ঞানলাভ করিলে ইঁহারাই বিপ্র নামে কথিত হইতেন। ইঁহারাই রাজকার্য্য, যাজন, শান্তি, স্বস্ত্যয়ন, চিকিৎসা প্রভৃতি সমাজরক্ষার্থ আবশ্যক সমুদায় বৈদিক কার্য্য করিতেন—এবং তদনুসারে মূর্দ্ধাভিষিক্ত, যাজক, বৈদ্য, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য প্রভৃতি শব্দেও অভিহিত হইতেন; কেবল তখন ইঁহাদের মধ্যে জাতিভেদ বা বর্ণভেদ হয় নাই। ইঁহারা সকলেই অগ্রজ ব্রাহ্মণ। এগুলি আমরা ক্রমে ক্রমে প্রমাণ করিতেছি।

"তদনুজাতা ব্রহ্মনীতি দ্বির্জাতা তেন দ্বিজা ভবন্তি।" শ্রুতি।

মাতৃগর্ভ হইতে জন্ম হইবার পর বেদজ্ঞান পাইয়া আধ্যাত্ম জন্ম পায় এইরূপে দুইবার জাত হওয়ায় তাহারা দ্বিজ।

"মাতুর্যদা প্রজায়ন্তে দ্বিতীয়ং মৌঞ্জিবন্ধনাৎ। ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশস্তস্মাদেতে দ্বিজাঃ স্মৃতাঃ॥" যাজ্ঞবল্ক্য।

ঐ ব্রহ্মজাতি বা অগ্রজব্রাহ্মণজাতি হইতে যে ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণ হইয়াছে, তন্মধ্যে ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণ মাতৃগর্ভ হইতে একবার জন্মে ও মৌঞ্জি-বন্ধন অর্থাৎ উপনয়ন সংস্কার হেতু দ্বিতীয় বার জন্মে। এ হেতুক তাহারাও দ্বিজ নামে কথিত হয়। এখানে তিন বর্ণকেই দ্বিজ বলা হইয়াছে। ইহারা সকলেই জাতিতে ব্রাহ্মণ।

"জন্মনা ব্রাহ্মণো জ্ঞেয়ঃ সংস্কারৈর্দ্বিজ উচ্যতে। বিদ্যয়া যাতি বিপ্রত্বম্।"

অত্রি।

ব্রহ্মজাতি হইতে জন্মিয়াছে বলিয়া, মনুষ্য মাত্রেই জাতিতে ব্রাহ্মণ হয়, বেদাধ্যয়ন-জনিত সংস্কার দ্বারা উঁহারা দ্বিজ হয়। বেদের অর্থে জ্ঞান হইলেই বিপ্র হয়। এতদ্ভিন্ন জীবিকার্থ ইঁহারা আরও দুই তিনটী কার্য্য করিতেন। কেহ কেহ দণ্ড (অধর্ম্ম নিবারণ), বল (ধর্ম্মে উৎসাহ দান) ও যুদ্ধ; কেহ কেহ যাজন, অধ্যাপন ও প্রতিগ্রহ, কেহ কেহ চিকিৎসা, অধ্যাপন ও প্রতিগ্রহ করিতেন। ইঁহারা সকলেই স্বাধ্যায়ের সহিত, ত্রৈবিদ্য শিক্ষা করিতেন এবং নিত্য ব্রত, হোম, দেবাদির পূজা, পঞ্চ মহাযজ্ঞ ও জ্যোতিষ্টোমাদি বহু আয়াস ও ব্যয়সাধ্য যজ্ঞ করিতেন, এজন্য ইঁহারা সকলেই দ্বিজশ্রেষ্ঠ ছিলেন; যথা—

"স্বাধ্যায়েন ব্রতৈর্হোমৈস্ত্রৈবিদ্যেনেজ্যয়া সুতৈঃ।
মহাযজ্ঞৈশ্চ যজ্ঞৈশ্চ ব্রাহ্মীয়ং ক্রিয়তে তনুঃ॥"

মনু ২ অ ২৮ শ্লোক

কেহ কেহ এই সকল কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া কেবল দ্বিজসাধারণ কর্ত্তব্যত্রয়ের সহিত অস্ত্রশাস্ত্রধারণ ও যুদ্ধাদিকে জীবিকা করিয়াছিলেন এবং কেহ কেহ বা কৃষি বাণিজ্য ও পশুপালন কার্য্যকে জীবিকা স্বরূপ অবলম্বন করিয়াছিলেন। ইঁহারাও মধ্যম প্রকারের দ্বিজাতি। নিকৃষ্টদের কথা পশ্চাৎ বলিব।

সমাজে বদ্ধ হইয়া থাকিতে গেলেই নিজের ও অন্যোহন্যের মঙ্গলার্থ সকলকে সকল প্রকার কাজই করিতে হয়। সভ্য উন্নত সমাজে কার্য্যবিশেষে স্ব স্ব প্রবৃত্তি ও যোগ্যতা অনুসারে লোকদিগকে এক এক রূপ কার্য্য প্রধান বৃত্তি বা জীবিকা স্বরূপ অবলম্বন করিতে হয়। ঐ সকল কার্য্যকে প্রধানতঃ চারিভাগে বিভক্ত করা যায়।

১। প্রজারক্ষার্থ মানসিক ও আধ্যাত্মিক বলের উন্নতি, প্রজাগণের মঙ্গলার্থ ধর্ম্মনিরূপণ এবং তদর্থ অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যজন, যাজন, দান করা ও দান গ্রহণ করা।

২। প্রজারক্ষার্থ শারীরিক বলের উন্নতি, রণকৌশলশিক্ষা, সাহস ও বীরত্ব, ধর্ম্মানুসারে প্রজা শাসন ও তদর্থ অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যজন, দান ও করাদি গ্রহণ।

৩। প্রজারক্ষার্থ ধনসম্পত্তি উৎপাদক কৃষিবাণিজ্যাদি কার্য্য ও তদুপযোগী অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যজ্ঞ ও দান।

৪। প্রজারক্ষার্থ শিল্পকার্য্য, অল্প বুদ্ধির সমস্ত নিকৃষ্ট কার্য্য ও সেবকত্ব।

এই চারি শ্রেণীর কার্য্যের মধ্যে ব্রাহ্মণেরা যিনি যে শ্রেণীর কার্য্য গ্রহণে উপযুক্ত ও সক্ষম হইতেন, তিনি তাহাই লইতে পারিতেন এবং অবলম্বিত কার্য্যানুসারে প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় বা চতুর্থ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বলিয়া বিদিত হইতেন। ব্রাহ্মণের পুত্র বা ব্রাহ্মণজাতির অন্তর্গত বলিয়া সকলেই জাতিতে ব্রাহ্মণ। (সর্ব্বোঽহয়ং ব্রাহ্মণো লোকে বৃত্তেন তু বিশিষ্যতে) কিন্তু কার্য্যে যিনি ব্রাহ্মণ হইতে পারিতেন, তিনিই কর্ম্মে বা বর্ণে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত হইতেন। এই রূপে প্রজাপালক অনিষ্ট-দমনকারক যুদ্ধাদিব্যবসায়ীরা ক্ষত্রিয়বর্ণ, কৃষিবাণিজ্যাদিকর্ম্মারা বৈশ্য ও নিকৃষ্টকর্ম্মারা শূদ্র বলিয়া পরিচিত হইতেন। ইঁহারা সকলেই জাতিতে ব্রাহ্মণ ও একত্র এক গৃহে বাস করিতে পারিতেন, কিন্তু কর্ম্মহেতুক ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ হইতেন। কর্ম্মই বর্ণভেদের কারণ। এখন আর শরীরের বর্ণ জাতিভেদের কারণ নহে। এই চারিপ্রকার কার্য্য হইতেই পশ্চাৎ চারি বর্ণের বিভাগ ও পার্থক্য হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মের দ্বিজেরা ও অদ্বিজেরা এই চারি বর্ণেরই অন্তর্গত। কোন্ কোন্ প্রকার কর্ম্ম কোন্ কোন্ প্রকার দ্বিজত্বের অন্তর্গত, তাহা পশ্চাৎ দর্শিত হইবে।

সদাচার ও জ্ঞানানুশীলনকারীরাই যোগ্যতানুসারে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য-কার্য্য অবলম্বন করিতে পাইতেন, এজন্য ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যেরা

ব্যবসায়-হেতুক ভিন্নবর্ণ অর্থাৎ ভিন্নব্যবসায়ী বলিয়া পরিগণিত হইলেও দ্বিজত্ব-হেতুক তাঁহারা এক শ্রেণীর বা এক জাতির, এবং অসদাচার ও অজ্ঞানেরা অপর শ্রেণীর বলিয়া কথিত হইত। জ্ঞানাভাব ও আচারে বিভিন্ন হওয়াতেই ইহারা শূদ্র অর্থাৎ শোধনার্হ, অদ্বিজ, অনার্য্য, অদেব, অব্রত ও অব্রাহ্মণাদি শব্দে কথিত হয়। দ্বিজ ও শূদ্র যে এই সকল কারণেই পৃথক্ বলিয়া পরিগণিত, তাহা ক্রমে বিবৃত হইতেছে। এক্ষণে বেদবাক্যের স্মরণকর্ত্তা মনু যাহা বলিতেছেন, তাহা দেখাইতেছি।

"ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্য স্ত্রয়ো বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।
চতুর্থ একজাতিস্তু শূদ্রো নাস্তি তু পঞ্চমঃ॥"

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য-কর্ম্মারা দ্বিজাতি অর্থাৎ বেদে উপনীত ব্রাহ্মণ। চতুর্থ বর্ণ শূদ্র একমাত্রজন্মবিশিষ্ট অর্থাৎ ইহারা উপনীত ব্রাহ্মণ নয়। ইহারা অনুপনীত ব্রাহ্মণ। এই চারি বর্ণের অতিরিক্ত আর বর্ণ নাই। এই শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে, মনুষ্য হইলেই উপনীত অনুপনীত ভেদে দুই প্রকার, তন্মধ্যে উপনীতেরা ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণের হইয়া তিন শ্রেণীর ও অনুপনীতেরা তদতিরিক্ত অপর শ্রেণীর। ইহারা সংশোধন অর্থাৎ সংস্কার ইচ্ছা করিয়া ঐ ত্রিজাতির সেবা পূর্ব্বক সমাজে থাকিলেই শূদ্র বলিয়া পরিগণিত হইবে; অন্যথা চাতুর্ব্বর্ণ্য-সমাজের বহির্ভূত বাহ্য জাতি বা ম্লেচ্ছাদি বলিয়া বিদিত হইবে।

মনুর এই শ্লোকের অর্থ দুই প্রকার হইতে পারে। যথা, দ্বিজধর্ম্মাক্রান্ত এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা তিন ভাগ হইয়াছেন, এই এক প্রকার; এবং তিন ভাগের লোক দ্বিজধর্ম্মাক্রান্ত হইয়া এক শ্রেণীর হইয়াছেন, এই অপর প্রকার। এই দুই প্রকার ভিন্ন আর অন্যপ্রকার হইতে পারে না। এই দুয়ের অন্যতর অর্থ অবশ্যই বুঝিতে হইবে। কিন্তু এই দুই অর্থের মধ্যে কোন্‌টী অন্যান্য শাস্ত্রকারদের সহিত অবিসংবাদী, ইহা দেখিতে হইলে

অথবা অন্যান্য শাস্ত্রকারদিগের কৃত অর্থ দেখিয়া মনুসংহিতার এই বচনের সর্ব্ববাদিসম্মত অর্থ কি, ইহা জানিতে হইলে, প্রথমতঃই এই মনুশাস্ত্রের প্রবক্তা ভৃগুর মত অন্যত্র কিরূপে ব্যক্ত হইয়াছে, তাহারই অনুসন্ধান করিতে হয়। মহাভারতীয় শান্তিপর্ব্বের ১৮৮ ও ১৮৯ অধ্যায়ে ভৃগুভার-দ্বাজসংবাদে নিম্নলিখিত ভৃগুবচনগুলি পাওয়া যায়।

পূর্ব্বে আমরা যে "ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং" ইত্যাদি বচন উদ্ধার করিয়াছি. তাহা ভৃগুরই বচন। বর্ণ সকলের যে জাতিগত কোনও প্রভেদ নাই, তাহা তিনি এই শান্তিপর্ব্বের উক্ত অধ্যায়েই বলিয়াছেন। ঐ শ্লোকের পরেই তিনি জাতিগত প্রভেদ দেখাইবার নিমিত্ত ঐ অগ্রজ দ্বিজেরাই কর্ম্ম হেতু যে ভিন্নবর্ণ বলিয়া গণ্য হইয়া পৃথক্ হইয়াছে, ইহাই প্রদর্শন করিতেছেন। যথা—

"কামভোগপ্রিয়া স্তীক্ষ্ণাঃ ক্রোধনাঃ প্রিয়সাহসাঃ।
ত্যক্তস্বধর্ম্মা রক্তাঙ্গাস্তে দ্বিজাঃ ক্ষত্রতাং গতাঃ॥
গোভ্যো বৃত্তিং সমাস্থায় পীতাঃ কৃষ্যুপজীবিনঃ।
স্বধর্ম্মান্ নানুতিষ্ঠন্তি তে দ্বিজা বৈশ্যতাং গতাঃ॥
হিংসানৃতপ্রিয়া লুব্ধাঃ সর্ব্বকর্ম্মোপজীবিনঃ।
কৃষ্ণাঃ শৌচপরিভ্রষ্টা স্তে দ্বিজাঃ শূদ্রতাং গতাঃ॥
ইত্যেতৈঃ কর্ম্মভির্ব্যস্তা দ্বিজা বর্ণান্তরং গতাঃ।
ধর্ম্মো যজ্ঞক্রিয়া তেষাং নিত্যং ন প্রতিষেধতে॥
ইত্যেতে চতুরো বর্ণা যেষাং ব্রাহ্মী সরস্বতী।
বিহিতা ব্রহ্মণা পূর্ব্বং লোভাত্বজ্ঞানতাং গতাঃ॥"

এস্থলে দ্বিজশব্দ মূল আর্য্যজাতিকে বুঝাইতেছে। যে দ্বিজেরা বিষয়-সেবায় অনুরাগবশতঃ অধ্যাপনাদি দ্বিজকর্ম্ম না করিয়া তীক্ষ্ণ, ক্রোধন-স্বভাব ও সাহস অর্থাৎ বাহুবল প্রকাশের কার্য্য অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহারা ঐ অবলম্বিত কার্য্যানুসারে রক্তবর্ণ ও ক্ষত্রসংজ্ঞক হইয়াছেন।

যে দ্বিজেরা গবাদি পশু পালন ও কৃষিকার্য্য করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়াছেন, উপরি উক্ত জীবিকা পালন করিতেন না, সেই দ্বিজেরা পীতবর্ণ ও বৈশ্যনামে কথিত হইয়াছেন। আর যে দ্বিজেরা হিংসা দ্বেষ ও মিথ্যাবচনপ্রিয় এবং লোভপরতন্ত্র হইয়া জীবিকার নিমিত্ত কোনও প্রকার অকর্ম্ম করিতে কুণ্ঠিত ছিলেন না তাঁহারা কৃষ্ণবর্ণ ও শূদ্রনাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। এইরূপে কর্ম্ম দ্বারা বিভক্ত হইয়া দ্বিজেরা ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ * ও আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহাদের কাহারও পক্ষে দশলক্ষণ ধর্ম্ম ও যজ্ঞানুষ্ঠান প্রতিষিদ্ধ নয়, অথবা ইহাদের কাহারও পক্ষে সমস্ত ব্রাহ্মণ-ধর্ম্ম পালন ও যজ্ঞক্রিয়া নিষিদ্ধ নয়, অর্থাৎ "শূদ্রোঽপ্যাগমসম্পন্নো দ্বিজো ভবতি সংস্কৃতঃ"। শূদ্রও আচারে সংশুদ্ধ ও জ্ঞানসম্পন্ন হইলে দ্বিজ হইতে পারে। ইতিপূর্ব্বে প্রজাপতি এই চারি বর্ণেরই অর্থাৎ এই ব্রহ্মজাতির কথোপকথনের নিমিত্ত ব্রাহ্মী নামে এক ভাষা বিধান করিয়াছিলেন, কিন্তু বিষয়লোভ বশতঃ তাঁহারা সে ভাষা এক্ষণে ভুলিয়া গিয়াছেন † এস্থলে মনোযোগ করিয়া দেখুন যে, এই বচনোক্ত

---

* অভ্যস্ত কর্ম্মানুসারে মুখাকৃতি, আন্তর প্রকৃতি ও বর্ণের পরিবর্ত্ত হইয়া যায়, তাহা বিজ্ঞান ও ইতিবৃত্ত-সিদ্ধ। রাজা হরিশ্চন্দ্র ও নলাদির উপাখ্যানে তাহা বিবৃত আছে। রাজা হরিশ্চন্দ্র চণ্ডাল-কর্ম্ম করিতে বাধ্য হইয়া এবং রাজা নল রাজ্যভ্রষ্ট ও দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া কৃষ্ণবর্ণ ও জ্যোতিহীন হইয়াছিলেন। দেশভেদেও বর্ণভেদ পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে।

† এতদ্দ্বারা স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে যে, ভৃগুর এই সকল বাক্য যখন মহাভারতে লিখিত হইয়াছিল, তাহার পূর্ব্বেই বৈদিকী ভাষা অপ্রচল হইয়া দ্বিজাতিগণের মধ্যে সংস্কৃত ভাষা প্রচলিত হইয়াছিল। কারণ বাল্মীকি রামায়ণের সুন্দরাকাণ্ডের ৩০ সর্গ ১৮। ১৯ শ্লোকে সীতাকে রামবার্ত্তা-কথনেচ্ছু হনুমানের বচনেও তাহা প্রকাশ পাইতেছে। "যদি বাচং বদিষ্যামি দ্বিজাতিরিব সংস্কৃতাম্। রাক্ষসং মন্যমানা মাং সীতা ভীতা ভবিষ্যতি॥ অবশ্যমেব বক্তব্যং মানুষং বাক্যমর্থবৎ। ময়া সান্ত্বয়িতুং শক্যা নান্যথেয়মনিন্দিতা॥" অর্থাৎ হনুমান্ বলিতেছেন যে, "যদি আমি দ্বিজ জাতির ন্যায়

দ্বিজশব্দগুলি মূল দ্বিজজাতিকে অর্থাৎ আর্য্যজাতিকেই বুঝাইতেছে। জ্ঞানার্জ্জন, জ্ঞানবিস্তার ও আধ্যাত্মিক উন্নতিই এই জাতির চরম উদ্দেশ্য। প্রাচীন দ্বিজেরা এই উদ্দেশ্য সাধনার্থ নিম্নলিখিত কার্য্যগুলি আবশ্যক বলিয়াছেন। যথা নিত্য স্নানাদিদ্বারা দেহশুদ্ধি, বিহিত দ্রব্য ভক্ষণাদি দ্বারা দেহরক্ষা, কামক্রোধাদি ও হিংসাদি অকর্ম্ম হইতে নিবৃত্তি এবং বিষয়ে অনাসক্তি দ্বারা চিত্তশুদ্ধি, সত্যকথা, ক্ষমা, দয়া, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান ও সাধু চেষ্টাদি দ্বারা চিত্তের উন্নতি; ভক্তি দ্বারা আত্মশুদ্ধি ও দেবার্চ্চনা দ্বারা আত্মরক্ষা, এই ত্রিবিধ শুদ্ধিকার্য্য ও রক্ষাকার্য্যকেই তাঁহারা তপ, ব্রত ও নিয়ম অথবা এক কথায় ধর্ম্ম বলিয়াছেন। এই সকল কর্ম্মে জীবন যাপন করাই এজাতির উদ্দেশ্য। এই সমস্ত কার্য্য ত্যাগ করিয়া

সংস্কৃত ভাষা বলি, তাহা হইলে সীতা আমাকে রাক্ষস মনে করিয়া ভীতা হইবেন। অতএব আমাকে অবশ্যই সুপরিস্ফুটার্থ মানুষী ভাষা বলিতে হইবে, অন্যথা আমি ইঁহাকে সান্ত্বনা করিতে পারিব না।" এতদ্দারা ইহাও স্পষ্ট বুঝা যায় যে, ভৃগু তাঁহার ঐ শ্লোকগুলির পরেই যে পিশাচ রাক্ষস প্রভৃতি বিবিধ ম্লেচ্ছজাতিকে দ্বিজাচারভ্রষ্ট ও হতজ্ঞান বলিয়াছেন, তাহারাও তখন সংস্কৃত ভাষায় কথা কহিত, কিন্তু বৈদিক-কালের দস্যুজাতিরা এবং হনুমানের ন্যায় অসভ্য জাতিরা তৎকালেও আর্য্যজাতির সমান ভাষা ব্যবহার করিত না। স্পষ্ট কথিত হইয়াছে যে, তাহাদের ভাষা শ্রুতিকঠোর, অস্ফুট, ও ভিন্ন। "দনোবিশ ইন্দ্র মৃধ্রবাচঃ সপ্ত যৎপুরঃ শর্ম্ম শারদীর্দ্দর্ত। ঋণোরপো অনবদ্য অর্ণা যূনে বৃত্রং পুরুকুৎসায় রন্ধীঃ॥" ১ খণ্ড, ১৭৪ সূক্ত, ২ ঋক্। হে ইন্দ্র! তুমি যখন আমাদিগের মঙ্গলার্থ সাতটী শারদীয় নগর ধ্বংস করিয়াছিলে, তখন তুমি ম্লেচ্ছভাষা-ব্যবহারীদিগকে বশীভূত করিয়াছিলে। হে পবিত্র! তুমি স্ফীত স্রোত সকলকে বাধিত করিয়াছ এবং বৃত্রকে পুরুকুৎসের বশীভূত করিয়াছ। বেদানুবাদী মনুর বাক্যেও ম্লেচ্ছগণের ভাষার বিভিন্নতা কথিত আছে। "মুখবাহূরুপজ্জানাং যে যাতা জাতয়ো বহিঃ। ম্লেচ্ছবাচশ্চার্য্যবাচঃ সর্ব্বে তে দস্যবঃ স্মৃতাঃ॥" ম্লেচ্ছভাষা-ভাষীই হউক, আর আর্য্যভাষা-ভাষীই হউক, দ্বিজগণের মধ্যে যে সকল জাতি আর্য্যাবর্ত্তের বহির্ভাগে গিয়া বসতি করিতেছে, তাহাদিগকে দস্যু বলিয়া জানিবে।

যাঁহারা কেবল দেবপূজা, দান, ধনুর্বেদের আলোচনা ও যুদ্ধাদি কার্য্যে রত হইয়াছেন, পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে তাঁহাদিগকেই বিষয়াসক্ত ও ত্যক্তস্বধর্ম্মা অর্থাৎ স্বধর্ম্মত্যাগী ক্ষত্রিয়াদি বলিয়াছেন। এবং যাঁহারা ক্ষত্রিয়াদির কার্য্য গ্রহণ না করিয়া পূর্ব্বোক্ত দ্বিজধর্ম্মের অনুষ্ঠানেই রত, তাঁহাদিগকেই নিম্নলিখিত শ্লোকে মূল দ্বিজজাতি বলিয়াছেন। স্বয়ং ভৃগু দ্বিজশব্দের এই অর্থ পরোক্ত সার্দ্ধৈক শ্লোকে ব্যক্ত করিয়াছেন। যথা—

"ব্রাহ্মণা ব্রহ্মতন্ত্রস্থা স্তপো যেষাং ন নশ্যতি।
ব্রহ্ম ধারয়তাং নিত্যং ব্রতানি নিয়মাংস্তথা।
ব্রহ্ম চৈব পরং সৃষ্টং যেন জানন্তি তে দ্বিজাঃ॥"

যাঁহারা ব্রহ্মজাতি হইতে উৎপন্ন এবং ব্রহ্মজাতিতে অর্থাৎ উল্লিখিত উদ্দেশ্যসাধক ব্রহ্মজাতীয় কার্য্যে স্থিত অর্থাৎ রত, নিত্য ব্রহ্মশাস্ত্র (বেদ) অধ্যয়ন ও নিত্য বেদোক্ত ব্রতনিয়মাচরণ করাতে যাঁহাদের তপস্যা অর্থাৎ কষ্টোপার্জ্জিত জ্ঞান ও সদাচার নষ্ট হয় নাই; তাঁহারা মূর্ত্তিমৎ পরব্রহ্ম অর্থাৎ বেদ জানেন যে হেতুক অর্থাৎ জানিয়া যে হেতুক আধ্যাত্মিক জন্ম পাইয়াছেন সেই হেতুক দ্বিজশব্দ-বাচ্য হইয়াছেন।

এই দ্বিজজাতিই চারি বর্ণের মূল। মনু এইরূপ দ্বিজেরই ষট্কর্ম্ম গ্রহণ উপদেশ করিয়াছেন। এবং ইহাদেরই ষট্কর্ম্ম গ্রহণে ব্রাহ্মণবর্ণত্ব হয়, বলিয়াছেন; যুদ্ধাদিকর্ম্মাবলম্বীর প্রতি ষট্কর্ম্মে উপদেশ দেন নাই। যথা—

"ব্রাহ্মণা ব্রহ্মযোনিস্থা যে স্বকর্ম্মণ্যবস্থিতাঃ।
তে সম্যগুপজীবেয়ুঃ ষট্কর্ম্মাণি যথাক্রমম্॥"

যাঁহারা ব্রহ্মজাতি হইতে উৎপন্ন এবং জাতীয় উদ্দিষ্ট কর্ম্মে স্থিত হওয়ায় যাঁহারা ব্রাহ্মণ-জাতিস্থ আছেন, অর্থাৎ ভোগার্থ যুদ্ধাদি কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত হইয়া যাঁহারা জাতীয় কার্য্য হইতে বিচ্ছিন্ন ও বর্ণান্তর প্রাপ্ত হন নাই, তাঁহারাই যথাক্রমে ষট্কর্ম্ম অবলম্বন করিয়া তাহা দ্বারাই জীবন যাপন করিবেন।

অতএব যে দ্বিজজাতি হইতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র বর্ণ হইয়াছে বলিয়া শাস্ত্রে লিখিত আছে, সে দ্বিজ শব্দের অর্থ ষট্‌কর্ম্মা বা অষট্‌কর্ম্মা সর্ব্বপ্রকার দ্বিজের পুত্র অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্য এই ত্রিবর্ণায় দ্বিজের পুত্র যাহারা অবিকৃত ও অগৃহীতান্যকর্ম্মা হওয়ায় মূল দ্বিজ-জাতিতে বা ব্রাহ্মণজাতিতেই আছে, বর্ণান্তরত্ব প্রাপ্ত হয় নাই, তাহারাই ষট্‌কর্ম্মগ্রহণে অভিলাষী হইলে, তাহা গ্রহণে অধিকারী হইবে বলা হইয়াছে ইহাই প্রতীয়মান হয়। প্রাচীনকালের এই অধ্যয়ন, যজ্ঞ ও দানশীল জাতির পুত্রেরাই যোগ্যতা ও ইচ্ছানুসারে ষট্‌কর্ম্মাদি, যুদ্ধাদি ও বাণিজ্যাদি অবলম্বন করিতেন, ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। দ্বিজশব্দের উক্তপ্রকার অর্থ না হইলে,ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-কর্ম্মাদেরও বংশে ষট্‌কর্ম্মা ব্রাহ্মণদিগের উৎপত্তির সম্ভাবনা হইত না এবং স্মৃতিপুরাণাদিতেও ঐ সকল প্রমাণ পাওয়া যাইত না। বেদেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, জাতিবিভাগের পূর্ব্বে যুদ্ধ-সংবন্ধীয় ঋক্‌সমূহে শ্বিত্নী অর্থাৎ শ্বেতবর্ণ জাতি, দ্বিজ, আর্য্য, দেব প্রভৃতি শব্দে যাহাদিগকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অঙ্গিরার পুত্র ক্ষত্রবংশ-প্রসূত ব্রহ্মর্ষিকুৎস প্রভৃতি, মহর্ষি কক্ষীবৎ প্রভৃতি, ব্রহ্মরাজর্ষি বৈশ্য দিবোদাস প্রভৃতি, ব্রহ্মক্ষত্রিয় পুরূরবঃ প্রভৃতি এবং ক্ষত্রিয় সুদাস্ প্রভৃতি বহু বহু ব্রাহ্মণ (দ্বিজ) ঐ সংগ্রামে স্বয়ং অস্ত্রাদি ধারণ করিয়া অসীম বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন—ইঁহারা সকলেই ব্রহ্মক্ষত্রিয় এবং ইঁহাদের সকলেরই সন্তানেরা ভিন্ন কর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ভিন্নবর্ণ হইয়াছিলেন। ঐ সময়ে বিশ্বা-মিত্র প্রভৃতি রাজারাও ক্ষত্রতা পরিত্যাগ করিয়া উক্ত সুদাসাদির যাজকতা কার্য্য করিয়াছিলেন। কেবল একবার ক্ষত্রিয়তা অবলম্বন করিয়া পুনরায় তৎপরিহার পূর্ব্বক ব্রাহ্মণতা গ্রহণ করাতেই সমাজে আপত্তি হইয়াছিল, কেবল ক্ষত্রিয়ের পুত্র মাত্র হইয়া বাল্যাবধি ষট্‌কর্ম্মের জন্য শিক্ষিত হইলে এ আপত্তি হইত না। কেহ কেহ বলেন, বর্ণধর্ম্ম সকল বংশানুক্রমে পাল-নীয় বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়া জাতিবন্ধন দৃঢ়ীকৃত হওয়ার পর, বিশ্বামিত্র বর্ণ

পরিবর্ত্তের ইচ্ছা করাতেই সমাজে গোলযোগ হইয়াছিল। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত অনুমানই ঠিক বলিয়া বোধ হয়। কারণ, পূর্ব্বের নিয়মানুসারে বিশ্বামিত্রের পূর্ব্বে এবং পরে ক্ষত্রিয়াদির পুত্রেরা কোন কর্ম্ম অবলম্বন না করিয়া এক কালে ব্রাহ্মণত্ব লাভে যত্ন করিলে কেহও তাহাতে বাধা দেন নাই, এরূপ অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। আবার শেষে বর্ণধর্ম্মগ্রহণ বংশপরম্পরাতে বদ্ধ হইলেও, সকল বর্ণের পুত্রদের সকল বর্ণধর্ম্ম অবলম্বন করিবার ক্ষমতাও নিবারিত হয় নাই। কারণ, দ্বিজগণের মধ্যে কর্ম্ম হেতু বর্ণপ্রাপ্তি, কর্ম্মহেতু একবর্ণ হইতে অন্য বর্ণে উন্নতি ও কর্ম্মাভাবে অন্য বর্ণে পতন, ইহা মনুসংহিতার সর্ব্বত্রই প্রতিপন্ন হইয়াছে। মহর্ষি ভৃগু মনুসংহিতাতে ভৃগুর উল্লিখিত এবং মহাভারতে ব্যাসোল্লিখিত মনুবচনে উভয়ত্রই "শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চৈতি শূদ্রতাম্" ইহা স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন। ফলতঃ যুক্তিদ্বারাও দেখা যায় যে, কর্ম্ম অভাবে যদি ব্রাহ্মণত্ব হইতে পতন নিয়মিত হয়, তবে কর্ম্মগুণে উন্নতিও অবশ্যই নিবসিত করিতে হয়। অন্যথা সমাজের সামঞ্জস্য থাকে না, দোষের তিরস্কার ও গুণের উৎসাহ দেওয়া হয় না এবং কিছু কালের মধ্যে উৎকৃষ্ট জাতি ক্রমে পতিত হইয়া হ্রাস পাইলে এবং নিকৃষ্ট জাতি হইতে উন্নতদিগকে সে স্থান পূর্ণ করিতে না দিলে, উৎকৃষ্ট জাতি কালে নিঃশেষ হইয়া যায়। এই কারণেই মুনিরা বর্ণধর্ম্ম পুরুষানুক্রমে বদ্ধ করিয়াও সময়ে সময়ে এক একবার বাছাই করিয়া কতকগুলিকে উন্নত ও কতকগুলিকে অধোগত করিতেন। মন্বাদি সকল স্মৃতিতেই এই আভাস পাওয়া যায়। পঞ্চম ও সপ্তম যুগে যে জাত্যুন্নতি, জাতীয় অধোগতি লিখিত আছে, তাহা রাজসহকৃত ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক এই প্রকার উচ্চশ্রেণীতে উঠান ও নিম্নশ্রেণীতে নামান ব্যতীত আর কিছুই নহে। প্রায় দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে রাজা বিক্রমাদিত্যের সময় বর্ণধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে বংশগত হইয়া বর্ণ হইতে বর্ণান্তরে উন্নতি ও অবনতির প্রথা তিরোহিত হইয়া যায়। এখন হইতে বদ্ধবর্ণের মধ্যেই তদ্বর্ণীয় ক্রিয়ার উন্নতিতে কৌলীন্য মর্য্যাদা স্থাপিত

হইল। বর্ণধর্ম্মের অভাবেও ব্রাহ্মণ মৌলিক ব্রাহ্মণ বা মূল ব্রাহ্মণ থাকিতেন, তথাপি ব্রাহ্মণত্ব-শূন্য হইতেন না। বৈশ্যরাজাদের অন্তে ঐ কৌলীন্যও আবার চিরকালের নিমিত্ত বংশগত রহিয়া গেল। আর বাছাবাছিও নাই, সমাজে সম্মানপ্রাপ্তির আশা বা অসম্মানের ভয়ও নাই। আজ মুচির কাজ করিলেও মুখোপাধ্যায় কুলীন ব্রাহ্মণ, কিন্তু সুপবিত্র সহস্র কাজেও ঘোষ অব্রাহ্মণ। এইরূপে সমাজ-শরীর পূর্ব্ববৎ বমন-বিরেচনাদি দ্বারা পরিশোধিত ও পবিত্র না হওয়ায় ইহার শোণিতপ্রবাহ দূষিত হইতে লাগিল, সমাজ রুদ্ধস্রোতা নদীগর্ভের ন্যায় শীঘ্রই পঙ্কিল, জীবনহীন ও রোগের আলয় হইল। এই সময়ে যদি ইংরাজেরা না আসিত, তবে এ প্রবাহ আর বহিত না। প্রবাহ আবার বহিল বটে, কিন্তু আর পূর্ব্ব পথে বহিল না। এ নূতন পথে আর্য্যসমাজের জীবনপ্রবাহ পাশ্চাত্যপ্রদেশগামী হইয়াছে। এই উৎপত্তিস্থানে গভীরতা নাই। যে সাগরের জল ব্রিটেন দেশের চরণদেশ বিধৌত করিতেছে, সেই ব্রিটিশ সাগরে গিয়া অতলস্পর্শ হইয়াছে। আর্য্যসমাজের জীবন এখন কেবল ব্রিটেনের চরণপ্রক্ষালনার্থ পশ্চিমে ধাবিত হইতেছে। কালের এই শক্তি। এই উন্নতি ও অবনতি, এই সাহস ও ভীরুতা, এই কর্ম্মণ্যতা ও অকর্ম্মণ্যতা ঐ কালেই করিতেছে। জীবেরা সেই স্রোতে ভাসিয়া ভাসিয়া যাইতেছে, আপনাদিগকে কর্ত্তা অকর্ত্তা মনে করিয়া মুগ্ধ হইতেছে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, যাহারা আপনাদিগকে কর্ত্তা ভাবিতেছে, তাহারা যদি আপনাদিগকে বড়কর্ত্তার কার্য্য করিবারই কর্ত্তা ভাবে, অন্য কার্য্যের কর্ত্তা নয়, ইহা ভাবিয়া কাজ করে তবে চিরকালই কর্তৃত্ব করিতে পারে; কিন্তু তাহা কর্তৃত্বকালে কেহ ভাবিতে পারে না, কর্ত্তাকে দেখিতেও পায় না। এইরূপে সকলেই কালের অতলস্পর্শ গভীরতায় বিলীন হইয়া যাইতেছে।

আমরা একটু কাব্যের দিকে গিয়া পড়িয়াছি, কিন্তু এই অল্প কথার মধ্যে জাতীয় ইতিহাসটা মূল হইতে এ পর্য্যন্ত সাধারণকে দেখাইয়াছি।

এখন পুনরায় প্রকৃত প্রস্তাবের দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করি। এই সকল দেখিয়া আমাদের বোধ হয় যে, মহাভারতীয় ভৃগুবাক্যে ও মনুসংহিতার ভৃগুবাক্যে দ্বিজ শব্দের অর্থে কোনও প্রভেদ নাই। তবে পূর্ব্ববাক্যে অর্থাৎ মহাভারতস্থ ভৃগুবাক্যে কেবল দ্বিজ কাহাকে বলে, ইহাই মাত্র বুঝাইয়াছেন। মনুসংহিতার এই বাক্যে কাহারা ব্রাহ্মণবর্ণের কার্য্য অবলম্বন করিবেন, ইহা দেখাইবার নিমিত্ত সেই ব্রাহ্মণ বা দ্বিজদিগকে দেখাইয়া দিতেছেন। অন্যান্য শাস্ত্রবচনে এবং এই মনুসংহিতার অন্যান্য বচনেও দেখা যায় যে, সকল বর্ণীয় দ্বিজের পুত্রেরা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য কার্য্য করিয়া ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য বর্ণ বলিয়া পরিচিত হইতেন। অতএব ঐ দুই বচনে ইহাই বুঝাইতেছে যে, দ্বিজপুত্রেরা ষট্‌কর্ম্মা হন, ইহাই উদ্দেশ্য। জন্মিয়া অবধি সকল দ্বিজপুত্রই দ্বিজ, সংস্কার প্রাপ্ত হইয়া অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যজন ও দান করিয়া থাকেন। বিশিষ্ট কর্ম্ম গ্রহণের সময়ে কেহ যাজন ও প্রতিগ্রহ, কেহ রাজত্বগ্রহণ ও ষষ্ঠাংশ গ্রহণ, কেহ কৃষিপশুপালন ও বাণিজ্য অবলম্বন করিতেন। প্রায়ই সকলের পিতামাতা পুত্রদিগকে ব্যবসায় অবলম্বন করাইতে ইচ্ছা করিয়া তদনুরূপ সংস্কার ও অধ্যাপনাদি করাতে পুত্রদিগের পিতৃব্যবসায় অবলম্বনই নিয়ম হইয়াছিল। পুত্রেরাও বাল্যকাল হইতে তাহাতেই অনুরক্ত ও শিক্ষিত হইতেন। তবে যদি অনেকের মধ্যে কেহ উৎকৃষ্টবর্ণায় ধর্ম্ম গ্রহণে অভিলাষী হইয়া তাদৃশ সামর্থ্যের পরিচয় দিতেন, তবে তাহাতেও কেহ প্রতিবন্ধকতা করিতেন না, তবে কোনও ব্যক্তি পূর্ব্বে একবর্ণের ধর্ম্মগ্রহণ করিয়া পশ্চাৎ অন্যবর্ণের ধর্ম্ম করিতে উদ্যত হইলে তাহাকে তাহার প্রকৃতি ও অভ্যাসের বিরোধী বলিয়া অস্বাভাবিক এবং বহু যত্নেও অভ্যাস ত্যাগ অসম্ভব বলিয়া অসম্ভব বলিতেন। এই জন্য এই সমাজবিশৃঙ্খলকর অনর্থক যত্নে মত দিতেন না, বরং তাহার প্রতিকূলতাই করিতেন। অতএব অন্য বর্ণের কর্ম্মগ্রহণ দ্বারা যাহাদের তপস্যা নষ্ট হয় নাই, ইহাই মহাভারতস্থ "তপো যেষাং ন নশ্যতি" ইহার তাৎপর্য্য এবং

মনুসংহিতায় "যে স্বকর্ম্মণ্যবস্থিতাঃ" ইহার অর্থও এই যে, যে দ্বিজের উদ্দেশ্য কার্য্যেই আছে, কোনও বর্ণান্তর-কার্য্য গ্রহণ করিয়া দ্বিজের উদ্দিষ্ট কার্য্য হইতে চ্যুত হয় নাই, ইহাই বুঝিতে হইবে। অন্যথা দ্বিজগণের মধ্যে একবর্ণীয়ের পুত্র-দের অপরবর্ণীয় কার্য্য গ্রহণ ও বর্ণান্তরে উন্নতি ও অবনতি কোনও প্রকারে সম্ভব হয় না। এই জন্যই ভরদ্বাজ ভৃগূক্ত "ব্রাহ্মণ ব্রহ্মতন্ত্রস্থাঃ" ইত্যাদি শ্লোকের পরও, অর্থাৎ যে বাক্যে দ্বিজ হইতে সমুদায় বর্ণের উৎপত্তি বলিয়াছেন, সেই বাক্যে ঐ দ্বিজ শব্দের অর্থ "ব্রাহ্মণা ব্রহ্মতন্ত্রস্থাঃ" ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারা দ্বিজ শব্দের অর্থ বুঝাইয়া দিলেও তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—

"ব্রাহ্মণাঃ কেন ভবতি ক্ষত্রিয়ো বা দ্বিজোত্তম।

বৈশ্যঃ শূদ্রশ্চ বিপ্রর্ষে তদ্ ব্রূহি বদতাংবর॥"

হে ব্রহ্মর্ষে, হে বাগ্মিশ্রেষ্ঠ, কি গুণ থাকিলে ব্রাহ্মণ হয়, কি গুণেই বা ক্ষত্রিয় হয় এবং কি গুণেই বা বৈশ্য ও শূদ্র হয়, তাহা বলুন।

ভৃগু এই প্রশ্নের উত্তরে ব্রাহ্মণ-বর্ণ বুঝাইতে অনেকগুলি বিশেষণের সহিত "ষট্সু কর্ম্মস্ববস্থিতঃ" এই বিশেষণটী দিয়াছেন, কিন্তু মনুসংহিতার শ্লোকে ভৃগু "যে স্বকর্ম্মণ্যবস্থিতাঃ" এইরূপ বলিয়া তাহাদেরই ষট্কর্ম্মগ্রহণে বিধি দিয়াছেন। কোন দ্বিজবর্ণীয় পুত্রাপুত্রের কথা বলেন নাই। কেবল দ্বিজগণের মধ্যে যাহারা যাহারা এইরূপ গুণসম্পন্ন হইবে, তাহারা তাহারাই উক্ত কর্ম্ম সকলকে উপজীবিকা করিবে, এই বিধানই দিয়াছেন। ব্রাহ্মণের পুত্র হইলেও এই সকল গুণ ও কর্ম্মসম্পন্ন না হইলে, তাঁহারও ষট্কর্ম্মকে বা অধ্যাপনাদি কর্ম্মত্রয়কে জীবিকা করিবার অধিকার নাই। ক্ষত্রিয়পুত্রের তাদৃশ গুণ থাকিলে তিনিও ষট্কর্ম্ম গ্রহণে অধিকারী হন। যে বংশ হইতে জাত হউক, এইরূপ গুণসম্পন্নেরা ষট্কর্ম্মা হইলে দ্বিজোত্তম দ্বিজাগ্র্য ইত্যাদি শব্দ দ্বারা উক্ত হইয়া থাকেন, এই জন্যই এখন দ্বিজোত্তমাদি শব্দ না বলিলে গৃহীত-ষট্কর্ম্মাকে বা ব্রাহ্মণবর্ণকে বুঝায় না। মহাভারতে ভৃগু ভরদ্বাজকে যে ব্রাহ্মণবর্ণের লক্ষণ বলিয়াছিলেন, তাহাও দেখুন।

ভৃগু বলিতেছেন—

"জাতকর্ম্মাদিভির্যস্তু সংস্কারৈঃ সংস্কৃতঃ শুচিঃ।
বেদাধ্যয়নসম্পন্নঃ ষট্‌সু কর্ম্মস্ববস্থিতঃ॥
শৌচাচারস্থিতঃ সম্যগ্‌ বিঘসাশী গুরুপ্রিয়ঃ।
নিত্যব্রতো সত্যপরঃ স বৈ ব্রাহ্মণ উচ্যতে॥
সত্যং দান মথাদ্রোহ আনৃশংস্যং ত্রপা ঘৃণা।
তপশ্চ দৃশ্যতে যত্র স ব্রাহ্মণ ইতি স্মৃতম্‌॥"

যে ব্রাহ্মণ (ব্রাহ্মণজাতীয় যে ব্যক্তি) জাতকর্ম্মাদি সমস্ত সংস্কার দ্বারা পবিত্র, ১ যিনি সমস্ত বেদ অর্থ সহিত অধ্যয়ন করিয়া প্রতিদিন বেদ-শাখাদি অধ্যয়ন করেন, ২ হোম ও পঞ্চ মহাযজ্ঞে দেবাদির পূজা করেন, ৩ সৎপাত্রে দান করেন, ৪ অন্য ব্রাহ্মণকে দেব পূজা করান, ৫ ফলাশা ব্যতীত অধ্যাপন করেন, ও যাচিত হইয়া সৎপাত্র হইতে দান গ্রহণ করেন, যিনি ত্রিসন্ধ্যা স্নানাদি শৌচকার্য্যদ্বারা সুপবিত্র, যিনি দেবতা ও অতিথি-দিগকে না দিয়া আহার করেন না, যিনি গুরুগণের প্রিয়, যাঁহার সচ্চরিত্র সদনুষ্ঠান ও শ্রাদ্ধাদি নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্য স্খলিত না হয়, যিনি সতত সৎকর্ম্মে সৎকথায় ও সত্যবাক্যে রত, যিনি পরের অনিষ্ট হইতে নিবৃত্ত, নিষ্ঠুরতা হইতে বিরত, অবিহিত কর্ম্মে লজ্জিত, হীনজনে সদয়, এবং জ্ঞান ও ধর্ম্মার্জ্জন নিমিত্ত যিনি শারীরিক মানসিক কোনও কষ্টকে কষ্ট জ্ঞান করেন না, তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া জানিবে। এতদ্দ্বারা এইগুলিই ব্রাহ্মণ বর্ণের লক্ষণ বলিয়া কথিত হইয়াছে। মূল দ্বিজত্ব হইতে স্খলিত না হইয়া যিনি এই সকল গুণে বিভূষিত হন, তিনিই ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ ইহা সূচিত হইতেছে।

অতএব ব্রাহ্মণ হইতে জন্মহেতুক ব্রাহ্মণ হইলেও এই সকল গুণ ও কর্ম্ম সম্পন্ন না হইলে বর্ণে ব্রাহ্মণ হওয়া যায় না; অর্থাৎ জন্মে বা জাতিতে ব্রাহ্মণ হইলেও এই সকল গুণ ব্যতীত কাহাকেও বর্ণে ব্রাহ্মণ বলা যায় না। ইহা স্থির সিদ্ধান্ত।

ইহার পরের তিনটী শ্লোকে বেদাধ্যয়ন, যজন অর্থাৎ দেবপূজা এবং দান এই তিনটী মাত্র মূল দ্বিজধর্ম্ম ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সকলেই আছে, ইহা দেখাইয়া তাহাদিগের দ্বিজতা এবং শূদ্রে তাহার অভাব দেখাইয়া তাহার জাতিভ্রষ্টতা দেখাইয়াছেন ; যথা—

"সর্ব্বভক্ষ্যরতি নিত্যং সর্ব্বকর্ম্মকরোঽশুচিঃ ।
ত্যক্তবেদস্ত্বনাচারঃ স বৈ শূদ্র ইতি স্মৃতম্ ॥"

যে বেদত্যাগী অনাচার হইয়া সর্ব্বপ্রকার ভক্ষ্য ভক্ষণ করে এবং ভাল মন্দ বিবেচনা না করিয়া সকল কর্ম্মই করে, তাহাকে শূদ্র বলা যায় ।

অতএব ভৃগুবচনে ব্রাহ্মণজাতিই অর্থাৎ বেদাধ্যায়ী যাজী ও যথাপাত্রে দানশীল জাতিই ব্যবসায়ভেদে চারিভাগে বিভক্ত হইয়া ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র হইয়াছেন, ইহা স্পষ্ট হইতেছে ।

এক্ষণে দ্রষ্টব্য যে, "সর্ব্বোঽয়ং ব্রাহ্মণো লোকে বৃত্তেন তু বিশিষ্যতে" এই বাক্যে সকলকেই ব্রাহ্মণ বলাতে, এবং পরেও যাজন অধ্যাপনাদি ষট্‌কর্ম্মান্বিত ব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণ বলাতে ব্রাহ্মণ শব্দের দুইটী অর্থ হইতেছে । একটী জাতিবাচক ও অপরটী বর্ণবাচক ।

ভগবান্ ভাষ্যকারও ব্রাহ্মণ শব্দের এই দুই অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন ; যথা—

"তপঃ শ্রুতঞ্চ যোনিশ্চেত্যেতদ্ ব্রাহ্মণকারকম্ ।
তপঃ শ্রুতাভ্যাং যো হীনো জাতিব্রাহ্মণ এব সঃ ॥"

তপস্যা অর্থাৎ সদাচার ও ব্রহ্মপূজা, শ্রুত অর্থাৎ বেদাধ্যয়ন এবং যোনি অর্থাৎ ব্রাহ্মণকুলে জন্ম এই তিনটী যাহার আছে, সেই ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণকর্ম্মা, কিন্তু যাহার তপস্যা ও বেদজ্ঞান নাই সে জাতিব্রাহ্মণ অর্থাৎ জন্মমাত্রে ব্রাহ্মণ অর্থাৎ শূদ্র ; কারণ শূদ্রে ও এরূপ ব্রাহ্মণে কোনও বিশেষ নাই । শূদ্রও ব্রাহ্মণকুলে জাত, কিন্তু বেদহীন ও ব্রাহ্মণবর্ণের আচারহীন বলিয়াই বিভিন্ন ।

এক্ষণে ব্রাহ্মণবর্ণ ও ব্রাহ্মণজাতি এই দুই বুঝাইতে যে অন্যান্য শাস্ত্র-কারেরাও ব্রাহ্মণ শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা দেখাইতেছি।

"বৈশ্যায়াং ব্রাহ্মণাজ্জাতোঽম্বষ্ঠো মুনিসত্তম।
ব্রাহ্মণানাং চিকিৎসার্থং নির্দ্দিষ্টো মুনিপুঙ্গবৈঃ॥"

পরাশর।

এস্থলে 'ব্রাহ্মণাৎ' এই পদের ব্রাহ্মণ শব্দটী ব্রাহ্মণবর্ণের বাচক এবং 'ব্রাহ্মণানাং' এই পদের ব্রাহ্মণ শব্দটী ব্রাহ্মণজাতি অর্থাৎ সমুদায় চারি বর্ণের বা দ্বিজাতি মাত্রের বাচক। কারণ, বৈদ্যেরা কেবল ব্রাহ্মণবর্ণেরই চিকিৎসা করিতেন বা করেন ইহা কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। মনুও ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণ অর্থে, দ্বিজাতি তিনবর্ণ অর্থে ও কেবল ব্রাহ্মণবর্ণ অর্থে ব্রাহ্মণ শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন।

চারিবর্ণ অর্থে যথা—

"বুদ্ধিমৎসু নরাঃ শ্রেষ্ঠা নরেষু ব্রাহ্মণাঃ স্মৃতাঃ।
ব্রাহ্মণেষু চ বিদ্বাংসো বিদ্বৎসু কৃতবুদ্ধয়ঃ॥
কৃতবুদ্ধিষু কর্ত্তারঃ কর্তৃষু ব্রহ্মবেদিনঃ।" ১অ ৯৬।৯৭

এস্থলে বুদ্ধিমান্ জীবদিগের মধ্যে মনুষ্য, মনুষ্য-মধ্যে ব্রাহ্মণ ইত্যাদি ক্রমে উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠত্ব বলিয়া শেষে "ব্রহ্মবেদিনঃ" এইরূপ বলাতে প্রথমোক্ত ব্রাহ্মণ শব্দ ভারতবর্ষ-সমাজের মনুষ্য অর্থে ও "ব্রহ্মবেদিনঃ" পদটী ব্রাহ্মণবর্ণার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু মহাভারতে ইহার অনুবাদ-স্থলে নর শব্দে শূদ্র-সমন্বিত নরজাতি গ্রহণ করিয়া প্রথম ব্রাহ্মণ শব্দ স্থলে দ্বিজাতি শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন এবং মনুর "ব্রহ্মবেদিনঃ" এই স্থলে "ব্রাহ্মণাঃ" এই পদ গ্রহণ করিয়াছেন। যথা—

"বুদ্ধিমৎসু নরাঃ শ্রেষ্ঠা নরেষু হি দ্বিজাতয়ঃ।
দ্বিজেষু বৈদ্যাঃ শ্রেয়াংসো বৈদ্যেষু কৃতবুদ্ধয়ঃ॥
কৃতবুদ্ধিষু কর্ত্তারঃ কর্তৃষু ব্রাহ্মণাঃ স্মৃতাঃ॥"

আমাদের পূর্ব্বোদ্ধৃত রামায়ণ-বাক্যে জানা যায় যে, তৎকালে সংস্কৃত ভাষা দ্বিজাতিদের এবং তজ্জাতীয় আচারভ্রষ্ট রাক্ষসাদি-নামধারী জাতি-দেরও ভাষা ছিল। মনুষ্য-ভাষা তাহা হইতে ভিন্ন। এই মনুষ্য-ভাষা অবশ্যই ব্রাহ্মণ-রাজ্য আর্য্যাবর্ত্তের বহির্ভূত মনুষ্যদের ভাষা হইবে। পরম বিচক্ষণ হনুমান্ কিষ্কিন্ধ্যাবাসী বানরজাতির পক্ষে মনুষ্যভাষা ব্যবহারই যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করাতে আমাদের এই অনুমান আরও দৃঢ়ীভূত হইতেছে। অতএব মনু স্বীয় সংহিতায় এস্থলে ব্রাহ্মণরাজ্যের বাহির্ভূত মনুষ্য হইতে বিভিন্ন করার নিমিত্তই ব্রাহ্মণরাজ্যের সমুদায় প্রজাকে ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন। যাহাই হউক, এই অনুবাদ দেখিয়া মনুক্ত এই ব্রাহ্মণ শব্দটীকে বর্ণত্রয়াত্মক দ্বিজ অর্থে বলিলেও আমাদের ব্রাহ্মণ শব্দের প্রদর্শিত দ্বিতীয় অর্থে কোনও সংশয় হইতেছে না। তবে মনু যে শূদ্রার্থেও ব্রাহ্মণশব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা স্বতন্ত্র দেখান আবশ্যক হইতেছে—

"স্বর্গার্থমুভয়ার্থং বা বিপ্রানারাধয়েত্তু সঃ।
জাতিব্রাহ্মণশব্দস্য সাহ্যস্য কৃতকৃত্যতা॥"

১০ অ ১২২ শ্লো

স্বর্গসুখার্থই হউক, ঐহিক সুখার্থই হউক, আর উভয় সুখার্থই হউক, বিপ্রগণের আরাধনা করাই ইহার (শূদ্রের) পক্ষে বিধি। কারণ, জাতি-ব্রাহ্মণ-শব্দবাচ্য এই শূদ্রের তাহাই কৃতকার্য্য হইবার উপায়।

মনু যেখানে চারিবর্ণেরই উল্লেখ করিয়াছেন, সেখানে ব্রাহ্মণবর্ণ বুঝাইতে কেবল ব্রাহ্মণ শব্দেরই প্রয়োগ করিয়াছেন, কেন না তাদৃশ স্থলে সংশয় হইতে পারে না ; যথা—

"ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা স্ত্রয়ো বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।
চতুর্থ একজাতিস্তু শূদ্রো নাস্তি তু পঞ্চমঃ॥"

১০ অ

"চতুরো ব্রাহ্মণস্যাত্মান্ প্রশস্তান্ কবয়ো বিদুঃ।
রাক্ষসং ক্ষত্রিয়স্যৈকমাসুরং বৈশ্যশূদ্রয়োঃ॥"

৩ অ

"ব্রাহ্মণার্থে গবার্থে বা দেহত্যাগোঽনুপস্কৃতঃ।
স্ত্রীবালাভ্যুপপত্তৌ চ বাহ্যানাং সিদ্ধিকারকম্॥"

১০ অ

এখানে তিনবর্ণীয় দ্বিজার্থে প্রযুক্ত হইলেও সংশয় জন্য দোষ নাই। কিন্তু যেখানে সংশয় জন্য দোষ হইতে পারে, সেখানে নিশ্চয়রূপে মূল ব্রাহ্মণজাতি বুঝাইবার জন্য তিনি ব্রাহ্মণশব্দে বিশেষণ সংযুক্ত করিয়াছেন। যথা—

"ব্রাহ্মণা ব্রহ্মযোনিস্থা যে স্বকর্ম্মণ্যবস্থিতাঃ।
তে সম্যগুপজীবেয়ুঃ ষট্‌কর্ম্মাণি যথাক্রমম্॥"

১০ অ ৭৪ শ্লো

এখানে ব্রাহ্মণবর্ণ-বিহিত ষট্‌কর্ম্মের অধিকারী কোন্ ব্রাহ্মণ হইবে, ইহা বুঝাইতে মনু যে "ব্রাহ্মণাঃ" পদ প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহাতে "ব্রহ্মযোনিস্থাঃ" এই একটী এবং "যে স্বকর্ম্মণ্যবস্থিতাঃ" এই একটী এই সমুদায়ে দুইটী বিশেষণ দিয়া মূল ব্রাহ্মণজাতিকে অর্থাৎ দ্বিজমাত্রকে বুঝাইয়াছেন। বলিয়াছেন যে, যে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণের মূলজাতীয় অর্থাৎ আমাদের পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যবর্ণের যে পুত্রেরা ক্ষত্রিয় বৈশ্যাদির কার্য্য না করিয়া আপনার জাতীয় কর্ম্মে রত হয়, তাহারাই জাতিস্থিত স্বকর্ম্মস্থ দ্বিজ ও তাহারাই ষট্‌কর্ম্ম করিবার অধিকারী। সহজ কথায় দ্বিজেরা ক্ষত্রিয়াদির কর্ম্ম গ্রহণ না করিয়া উপনয়নের পর হইতে ক্রমে ক্রমে অধ্যয়ন অধ্যাপনাদি ষট্‌কর্ম্মে রত হইলে ব্রাহ্মণবর্ণ হয়। যদি এরূপ অর্থ স্বীকার না করা যায়, তাহা হইলে সমুদায় পুরাণ স্মৃতি এমন কি বেদ পর্য্যন্তও মিথ্যা হইয়া যায়।

ষট্‌কর্ম্ম কি, তাহাও পরবর্ত্তী শ্লোকে বলিয়াছেন ; যথা—

"অধ্যয়নং অধ্যাপনং যজনং যাজনং তথা।
দানং প্রতিগ্রহশ্চৈব ষট্‌কর্ম্মাণ্যগ্রজন্মনঃ ॥"

দ্বিজগণকে বেদ অধ্যাপন করা, স্বয়ং দ্বিজগণের নিকট বেদ অধ্যয়ন করা, দ্বিজগণকে যজ্ঞ করান, স্বয়ং দ্বিজসহিত যজ্ঞ করা, দ্বিজগণকে দান করা, স্বয়ং দ্বিজগণের নিকট হইতে দান গ্রহণ করা—এই কর্ম্মগুলি যদি দ্বিজপুত্রেরা করে, তবে তাহারা ব্রাহ্মণবর্ণ।

এখানে মনু স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিলেন যে, এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণকেই অগ্রজন্মা বলা যায়। আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, যখন চারিবর্ণায় বিভাগ হয় নাই, যখন ব্রাহ্মণ ও শূদ্র এই দুইজাতি ও দুই বর্ণ মাত্র ছিল, তখনকার সেই ব্রাহ্মণেরা ক্ষত্রিয়াদিকর্ম্মা হইলেও, তাঁহারা অগ্রজন্মা ব্রাহ্মণ বলিয়া কথিত হইতেন। এই অগ্রজন্মা, ব্রাহ্মণ, দ্বিজ, বিপ্র নামক জাতি যখন স্ব স্ব অনুষ্ঠিত চারি কর্ম্ম অনুসারে বিভাগ হইয়া গেল, তখন হইতে ব্রহ্ম ক্ষত্র ব্যতিরেকে ও অম্বষ্ঠ ব্যতিরেকে কেবল ক্ষত্রিয়াদিকর্ম্মারা আর অগ্রজন্মা বলিয়া কথিত হন নাই। কিন্তু তিগ্মতেজা বিশ্বামিত্র এই শ্রেষ্ঠ নাম পরিত্যাগ সহ্য করিতে না পারিয়া ক্ষত্রকার্য্য ত্যাগ পূর্ব্বক ব্রাহ্মণকর্ম্মা হইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন বলিয়াই গণ্ডগোল উপস্থিত হইয়াছিল। যাহা হউক, তিনি অসীম প্রভাবে অবশেষে অগ্রজন্মা ব্রাহ্মণ বলিয়াই স্বীকৃত হইয়াছিলেন এবং কর্ম্মহেতুক উন্নতি ও অধোগতির পথ সকলবর্ণীয়দের পক্ষেই সম্ভব, ইহা দেখাইয়া দিলেন। মনুও নিয়ম করিয়াছেন, "তপোবীজপ্রভাবৈস্ত তে গচ্ছন্তি যুগে যুগে। উৎকর্ষঞ্চাপকর্ষঞ্চ মনুষ্যেষ্বিহ জন্মতঃ ॥"

বেদাদিতেও বর্ণবিভাগের পর হইতে এরূপ ষট্‌কর্ম্মান্বিত ব্রাহ্মণ বুঝাইতেই অগ্রজন্মন্ প্রভৃতি শব্দকে ব্রাহ্মণ পদের বিশেষণে দেওয়া দৃষ্ট হয়; যথা—

"অমিত্রায়ুধো মরুতামিব প্রয়াঃ প্রথমজা ব্রাহ্মণো বিশ্বমিদ্ বিদুঃ

দ্যুম্নবদ্ ব্রহ্ম কুশিকাস এরিরে এক একো দমে অগ্নিং সমেধিরে।" দেবগণের শত্রুনাশকদিগের অগ্রগণ্য অতএব বিশ্বের মিত্রস্বরূপ বিশ্বামিত্রকে লোকে অগ্রজন্মা ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন। যেহেতু বিশ্বামিত্রের বংশীয়েরা প্রত্যেকে আহুতির সহিত ব্রহ্ম মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ইন্দ্রিয় দমনার্থ অগ্নি সমিদ্ধ করিয়াছিলেন।

অতএব কেবল ব্রাহ্মণ শব্দ চাতুর্ব্বর্ণ্যবাচক, ত্রিবর্ণীয় দ্বিজবাচক ও ব্রাহ্মণবর্ণবাচক হইয়া তিন প্রকার অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। কিন্তু দ্বিজ শব্দ ত্রিবর্ণীয় দ্বিজমাত্রবাচক হয়। দ্বিজ বলিলে কখনই শূদ্রকে বুঝায় না। ব্রাহ্মণজাতি মাত্রকে বুঝায়।

আমরা এ পর্য্যন্ত জাতি ও বর্ণ সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, তাহার সমস্তই সর্ব্বজনাদৃত পরম পূজিত বেদের অনুগত, বেদানুগত বিশ্বজন-বন্দিত মনুর অনুগত এবং তদীয় শ্রেষ্ঠ শিষ্য পরম পূজ্য ভৃগুর মতানুগত। আর্য্যেরা কখনই এই সকল মতের বিরুদ্ধে বলেন না। যাহাতে এই সকল মতের বিরুদ্ধে মত আছে, তাহা অমান্য ও অপ্রমাণ। বিজ্ঞ লোকেরা এ সকল জানেন ও তজ্জন্য বেদবিরুদ্ধ ও মনুবিরুদ্ধ শাস্ত্রসকলকে শাস্ত্র বলিয়া সম্মান করেন না। কিন্তু অজ্ঞ ও বেদহীন লোকেরা এই সকল শাস্ত্রার্থ অবগত নহেন। তাঁহারা পদে পদে শাস্ত্রের নানা স্থানে বিষম অনর্থের উৎপাদন করিয়া থাকেন, জ্ঞানান্ধতা প্রযুক্ত অন্যেরও মোহ উৎপাদন করেন। কেহ কেহ বা আপনাদিগকে সর্ব্বজ্ঞ ভাবিয়া বেদের এবং বেদানুগত মন্বাদিরও অবমাননা করিয়া আপনাদিগের সর্ব্বজ্ঞতা বা পাণ্ডিত্য প্রকাশে চতুরতা করিয়া থাকেন। কেহ কেহ মন্বাদি শাস্ত্রবাক্যানুসারে আপনাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিতে পারা যায় না ইহা দেখিয়া, বলপূর্ব্বক ঐ সর্ব্বপূজিত মনুকে তাঁহার সিংহাসন হইতে অপসারিত করিয়া স্বয়ং সে স্থান অধিকার করিতে উদ্যত, মনু ও তৎসহকারে বেদ ও অন্যান্য স্মৃতি সকলকে উল্লঙ্ঘন করিয়া সে স্থানে আপনারই আধিপত্য দেখাইতে অভিলাষী; এবং ঐ নাস্তিকদের

অনুচর বেদভ্রষ্ট স্মৃতিকর্ম্মভ্রষ্ট অপরাপর নাস্তিক সম্প্রদায়ও বেদ ও মন্বাদির স্থানে ঐ নাস্তিকাধিপতিদিগকেই দেখিতে বড় সন্তোষ লাভ করিয়া থাকে। এইরূপ লোকেরাই চাতুর্ব্বর্ণ্য-জাতিবাচক ব্রাহ্মণ শব্দের সহিত ব্রাহ্মণবর্ণবাচক ব্রাহ্মণ শব্দের অর্থে গোল করিয়া থাকেন। জন্ম মাত্রকেই কর্ম্মব্রাহ্মণত্বের লক্ষণ মনে করেন, ক্রিয়া ব্যতিরেকে বৃথা উপবীতমাত্রধারীকে ব্রাহ্মণ মনে করেন। এজন্য এস্থলে এ বিষয়টী আরও পরিষ্কৃতরূপে জানা কর্ত্তব্য। কেননা এস্থলে ভ্রম হইলে জাতি সম্বন্ধীয় সকল স্থলেই ভ্রম হইবে। এজন্য আমরা ব্রাহ্মণ জাতি ও ব্রাহ্মণ বর্ণের অর্থ অন্যান্য শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও দৃষ্টান্তাদি হইতে পরিষ্কৃতরূপে দেখাইতেছি; এবং তৎসহকারে বিপ্রদ্বিজাদি শব্দেরও ঐরূপ জাতিবাচকত্ব ও বর্ণবাচকত্ব আছে তাহাও দেখাইতেছি, দেখুন। অত্রি বলিয়াছেন—

"জন্মনা ব্রাহ্মণো জ্ঞেয়ঃ সংস্কারৈ র্দ্বিজ উচ্যতে।
বিদ্যয়া যাতি বিপ্রত্বং ব্রাহ্মণাস্ত্যাস্তু কর্ম্মণা॥"

মনুষ্য জন্মমাত্রেই ব্রাহ্মণ হয় জানিবে (বৃহৎ ব্রহ্মজাতির অন্তর্গত সকলেই ব্রাহ্মণ ইহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে)। ঐ ব্রাহ্মণ সংস্কার অর্থাৎ বেদারম্ভ-সূচক উপনয়ন-সংস্কার প্রাপ্ত হইলে দ্বিজ হয়। ঐ দ্বিজ বেদ শিক্ষা করিলে বিপ্র হয়। ঐ বিপ্রই কর্ম্মানুসারে ব্রাহ্মণাদি বর্ণ হয়।' এই শ্লোকে "ব্রাহ্মণাস্ত্যাস্তু কর্ম্মণা" স্থানে আমরা বঙ্গবাসীর মুদ্রিত পুস্তকে "শ্রোত্রিয়স্ত্রিভিরেব চ" এই পরিবর্ত্তিত পাঠ দেখিতেছি। যাহা হউক, তাহাতে এস্থলে আমাদের অভিপ্রেতের কোনও ব্যাঘাত হইতেছে না। কারণ, ইহার পরে স্বয়ং অত্রিই মূল দ্বিজজাতি মাত্র অর্থে ঐ বিপ্র শব্দের প্রয়োগ করিয়া ঐ বিপ্রেরই কর্ম্মহেতুক ভিন্ন ভিন্ন বর্ণত্বের পরিচয় দিয়াছেন এবং দ্বিজ শব্দটী ব্রাহ্মণবর্ণ অর্থে প্রয়োগ করিয়াছেন। অতএব মহামুনি অত্রিও বিপ্র হইতে ব্রাহ্মণাদি সমস্ত জাতির উৎপত্তি বলাতে তাঁহার ঐ বিপ্র শব্দ জাতিমূল দ্বিজ অর্থের বাচক হইতেছে; যথা—

"বেদান্তং পঠতে নিত্যং সর্ব্বসঙ্গং পরিত্যজেৎ।
সাংখ্যযোগবিচারস্থঃ স বিপ্রো দ্বিজ উচ্যতে॥
অস্ত্রাহতাশ্চ ধন্বানঃ সংগ্রামে সর্ব্বসম্মুখে।
আরম্ভে নির্জ্জিতা যেন স বিপ্রঃ ক্ষত্র উচ্যতে॥
কৃষিকর্ম্মরতো যশ্চ গবাঞ্চ প্রতিপালকঃ।
বাণিজ্যব্যবসায়শ্চ স বিপ্রো বৈশ্য উচ্যতে॥
লাক্ষালবণসংমিশ্রকুসুম্ভক্ষীরসর্পিষাং।
বিক্রেতা মধুমাংসানাং স বিপ্রঃ শূদ্র উচ্যতে॥
চৌরশ্চ তস্করশ্চৈব সূচকো দংশকস্তথা।
মৎস্য মাংসে সদা লুব্ধো বিপ্রো নিষাদ উচ্যতে॥
ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানাতি ব্রহ্মসূত্রেণ গর্ব্বিতঃ।
তেনৈব চ স পাপেন বিপ্রঃ পশুরুদাহৃতঃ॥
বাপীকূপতড়াগানাং আরামস্য সরঃসু চ।
নিঃশঙ্কং রোধকশ্চৈব স বিপ্রো ম্লেচ্ছ উচ্যতে॥
ক্রিয়াহীনশ্চ মূর্খশ্চ সর্ব্বধর্ম্মবিবর্জ্জিতঃ।
নির্দ্দয়ঃ সর্ব্বভূতেষু বিপ্রশ্চাণ্ডাল উচ্যতে॥"

যে বিপ্র বিষয়াসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিত্য বেদান্ত পাঠ করেন এবং সাংখ্যমতানুযায়ী জ্ঞানযোগ অবলম্বন করিয়া সংসারে বিচরণ করেন, তাঁহাকেই দ্বিজ অর্থাৎ ব্রাহ্মণবর্ণ বলা যায়। [এখানে দ্বিজ শব্দ ব্রাহ্মণবর্ণার্থক; চরণোক্ত "সংস্কারৈ দ্বিজ উচ্যতে" এই দ্বিজ শব্দের ন্যায় উপনীত মাত্রার্থক নহে; পরন্তু এস্থলের সর্ব্বত্রই বিপ্র শব্দ মূল দ্বিজার্থক বা আদি ব্রাহ্মণজাত্যর্থক।]

যে বিপ্র প্রকাশ্যে ধনুর্দ্ধারী অর্থাৎ যুদ্ধোদ্যতদিগকে ন্যায়যুদ্ধে অস্ত্রাহত করেন এবং যুদ্ধে জয়লাভ উদ্দেশ্য করেন, তাঁহাকে ক্ষত্রিয় বলা যায়।

যে বিপ্র কৃষিকার্য্য করেন এবং গবাদি পশুপালন ও বাণিজ্য করেন, তাঁহাকে বৈশ্য বলা যায়।

যে বিপ্র লাক্ষালবণাদি দ্বিজগণের অবিক্রেয় বস্তু বিক্রয় করেন, তিনি শূদ্র বলিয়া কথিত হন।

যে বিপ্র চোর, ডাকাইত, বেধক, দংশক, মৎস্যমাংসলোভী, সে নিষাদ বলিয়া কথিত হয়।

যে বিপ্র ব্রহ্মতত্ত্ব কিছুই জানে না, কেবল ব্রহ্মসূত্র মাত্র ধারণ করিয়া আপনাকে ব্রাহ্মণ মনে করিয়া গর্ব্বিত হয়, সে সেই পাপহেতু পশুতুল্য অর্থাৎ নিষাদ অপেক্ষাও নিকৃষ্ট।

যে বিপ্র সাধারণের সেবনীয় জলাশয় ও আরামস্থান রুদ্ধ করিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে লোকের পীড়ার কারণ হয়, সে ম্লেচ্ছ অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত পশু অপেক্ষাও নিকৃষ্ট।

আর যে বিপ্র সৎকার্য্যবিহীন, মূর্খ, নির্দ্দয় এবং কার্য্যাকার্য্য কিছুই মানে না, সে চণ্ডাল অর্থাৎ শূদ্রাধম।

এই শ্লোকগুলিতে মহর্ষি অত্রি বিপ্র অর্থাৎ মূল ব্রাহ্মণজাতি হইতে সমস্ত বর্ণ বলিয়া ক্রমে ক্রমে পরপরবর্ত্তীর নিকৃষ্টতা সূচিত করিয়াছেন। ইনি যেমন দ্বিজ শব্দদ্বারা ব্রাহ্মণবর্ণকে বুঝাইয়াছেন, তেমনই চতুর্থ শ্লোক হইতে সমস্ত শ্লোকে সূত্রধারী বা সূত্ররহিত হীনকর্ম্মাদিগকে তাহারা বিপ্রবর্ণ হইতে জাত হওয়ায় জন্মে ব্রাহ্মণ হইলেও, হীনকর্ম্মনিবন্ধন শূদ্র বলিয়াছেন। অতএব তাঁহার মতেও সমস্ত মনুষ্যজাতি ব্রাহ্মণ হইতে জাত হওয়ায় ব্রাহ্মণ-জাতি; কিন্তু কর্ম্মনিবন্ধন ক্ষত্রিয়শূদ্রাদি নাম প্রাপ্ত হইয়াছে, ইহাই উক্ত হইয়াছে। বেদে ব্রাহ্মণবর্ণ অর্থে বিপ্র শব্দ প্রযুক্ত, যথা—"দেবেভির্বিপ্রা ঋষয়ো নৃচক্ষসো পিবন্তং কুশিকাঃ সৌম্যং মধু"—ঋগ্বেদ। হে ব্রাহ্মণ ঋষি ও অধ্বর্য্যগণের উপদেষ্টা কুশিক বংশীয়গণ, তোমরা দেবগণের সহিত সোমরস পান কর।

মনুও ব্রাহ্মণবর্ণ অর্থে ও বর্ণত্রয়সমন্বিত দ্বিজাতি অর্থে বিপ্র শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। যথা—

"স্বর্গার্থমুভয়ার্থং বা বিপ্রানারাধয়েত্তু সঃ"

ইত্যাদি পূর্ব্বব্যাখ্যাত মনুশ্লোকে বিপ্রশব্দে সমস্ত দ্বিজাতি অর্থ স্বীকার না করিলে ঐ সংহিতারই প্রথমাধ্যায়ের

"একমেব তু শূদ্রস্য প্রভুঃ কর্ম্ম সমাদিশৎ।
এতেষামেব বর্ণানাং শুশ্রূষা মনসূয়য়া॥"

এই ৯১ সংখ্যক শ্লোকের সহিত উহার সঙ্গতি হয় না। কারণ এখানে বিপ্র শব্দেরই পরিবর্ত্তে "এই সকল বর্ণ" বলিয়া দ্বিজমাত্রেরই শুশ্রূষা বুঝাইয়াছেন; অতএব ঐ বিপ্র শব্দের অর্থ সমস্ত দ্বিজাতি ইহাই বুঝিতে হইবে।

"ক্ষত্রিয়াদ্বিপ্রকন্যায়াং সূতো ভবতি জাতিতঃ।"

মনুর দশমাধ্যায়ের এই শ্লোকার্দ্ধে বিপ্রশব্দটী ব্রাহ্মণবর্ণবাচক, ইহা স্বীকার না করিলেও সমুদায় শাস্ত্রার্থের সহিত অসঙ্গতি হইয়া যায়।

লৌকিক ব্যবহারে ও কথোপকথনাদিতে তাদৃশ প্রয়োগ ছিল, দেখা যায়।

ক্ষত্রিয়ত্বকালে বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠকে বলিতেছেন—

"ক্ষত্রিয়োঽহং ভবান্ বিপ্রস্তপঃস্বাধ্যায়সাধনঃ।
ব্রাহ্মণেষু কুতো বীর্য্যং প্রশান্তেষু ধৃতাত্মসু॥"

রামায়ণ

"আমি ক্ষত্রিয়, তুমি বিপ্র, তপস্যা ও বেদবিদ্যা মাত্র তোমার বল। প্রশান্তচিত্ত ধীর ব্রাহ্মণগণে ক্ষত্রবল কি প্রকারে সম্ভবে?"

অতএব বিপ্র শব্দও মূল দ্বিজজাতি, ব্রাহ্মণ বর্ণ ও দ্বিজাতিত্রয়েরও বাচক হয়।

শূদ্রতাসূচক বিশেষণাদির যোগে বিপ্রাদি সমুদায় ব্রাহ্মণবাচক শব্দ শূদ্রাদিকেও বুঝায়; যথা,—

"ব্রাত্যাত্তু জায়তে বিপ্রাৎ পাপাত্মাভূজ্জকণ্টকঃ"

এস্থলে ব্রাত্য অর্থাৎ ব্রতহীন বিপ্র বলাতেই ঐ বিপ্রের শূদ্রত্ব অবগম হইতেছে।

ব্রাহ্মণজাতি বা আর্য্যশব্দ যে মূল ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যাত্মক এই দ্বিজাতিত্রয়ের বাচক, তাহা আমরা পূর্ব্বে ঋগ্বেদীয় বচনে প্রদর্শন করিয়াছি; এবং অনার্য্য প্রভৃতি শব্দ যে দ্বিজেতর জাতিবাচক বা শূদ্রাদিবাচক, তাহাও ঐ বেদবচনে দেখাইয়াছি। মন্বাদি অন্যান্য শাস্ত্রেও তাহা দেখিতে পাওয়া যায়; যথা—

"সুবীজমেব সুক্ষেত্রে জাতং সম্পদ্যতে যথা।
তথার্য্যাজ্জাত আর্য্যায়াং সর্ব্বং সংস্কারমর্হতি॥
জাতো নার্য্যা মনার্য্যায়া মার্য্যাদার্য্যো ভবেদ্‌গুণৈঃ।
জাতোঽপ্যনার্য্যাদার্য্যায়া মনার্য্য ইতি নিশ্চয়ঃ॥"

এস্থলে আর্য্য শব্দ দ্বিজজাতিবাচক ও অনার্য্য শব্দ দ্বিজেতর জাতিবাচক। "ম্লেচ্ছবাচশ্চার্য্যবাচঃ" ইত্যাদি স্থলেও তাহাদের জাতির এবং ভাষার বিভিন্নতা কথিত হইয়াছে। অমরকোষেও ব্রাহ্মণাদি ত্রিবর্ণাত্মক বৃহৎজাতি বুঝাইতে আর্য্যশব্দের প্রয়োগ আছে। আর্য্যশব্দের পরিভাষাও বেদাধ্যায়নাদি ব্রতশীল ঐ জাতিকে বুঝাইতে কৃত হইয়াছে; যথা—

"কর্ত্তব্য মাচরন্ কামমকর্ত্তব্য মনাচরন্।
তিষ্ঠতি প্রকৃতাচারে স বা আর্য্য ইতি স্মৃতঃ॥"

যিনি ব্রাহ্মণশাস্ত্রবিহিত কর্ত্তব্য সকলের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক সদাচার থাকেন, তাঁহাকেই আর্য্য বলা যায়। এই আর্য্যজাতিই ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের মূল জাতি।

এখানে বলা কর্ত্তব্য যে, বেদে যেমন ব্রাহ্মণজাতি হইতে ক্ষত্রবৈশ্যশূদ্রাদির জন্ম কথিত হইয়াছে, তেমনই শূদ্রবৈশ্যাদিক্রমে ব্রাহ্মণাদির জন্মও কথিত আছে। এ বিষয়ে নিম্নোদ্ধৃত শতপথ ও বৃহদারণ্যক শ্রুতি প্রমাণ; যথা—

"ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীদেকমেব। তদেকং
সন্ন ব্যভবত। স শৌদ্রং বর্ণমসৃজত পূষণম্।
ইদং বৈ পূষেয়ং হীদং সর্ব্বং পুষ্যতি যদিদং
কিঞ্চ। স নৈব ব্যভবত, তচ্ছ্রেয়োরূপ মত্যসৃজত
ক্ষাত্রম্। যান্যেতানি দেবত্রা ক্ষত্রাণি ইন্দ্রো
বরুণঃ সোমো রুদ্রঃ পর্জ্জন্যো যমো মৃত্যু
রীশানঃ। তস্মাৎ ক্ষত্রাৎ পরং নাস্তি, তস্মাৎ
ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয় মধস্তাদুপাস্তে। রাজসূয়ে ক্ষত্র
এব তদ্ যশো দধাতি। সৈষা ক্ষত্রস্থ যোনি
র্যদ্ ব্রহ্ম। তস্মাদদ্যাপি রাজা পরমতাং
গচ্ছতি। ব্রহ্মৈবান্তত উপনিঃ শ্রয়তি স্বাং যোনিম্।"

এই শ্রুতির একটী অর্থ পূর্ব্বে বলিয়াছি; সংপ্রতি দ্বিতীয় অর্থটী বলিতেছি। অগ্রে কেবল সচ্চিদানন্দ স্বরূপ পর ব্রহ্ম ছিলেন। তিনি একক থাকিয়া বিভু হন নাই অর্থাৎ বহু হইতে ইচ্ছা করিয়া শূদ্র বর্ণ পূষার সৃষ্টি করিলেন। জগতে যাহা কিছু পুষ্টিকর দেখিতেছ, ইহারা বৈশ্য বর্ণ এবং ঐ পূষা হইতে জাত। বৈশ্য বর্ণও পূর্ণতা করিল না। সে হেতু তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ক্ষত্র বর্ণের সৃষ্টি করিলেন। ইন্দ্র, বরুণ, সোম, রুদ্র, পর্জ্জন্য, যম, মৃত্যু ও ঈশান এই দেবতারা ক্ষত্রিয়। সেই ক্ষত্রিয়ের পর আর নাই। সেই হেতু ব্রাহ্মণেরা, অর্থাৎ বিদ্বান্ ক্ষত্রিয়েরা ক্ষত্রিয় রাজার অধীন হইয়া তাঁহার নিকটে থাকেন। রাজকার্য্যে ক্ষত্রই সেই গৌরব ধারণ করেন, এই পরব্রহ্ম হইতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ক্ষত্র হইয়াছেন সেই হেতু অদ্যাপি রাজাই শ্রেষ্ঠ সম্মান পাইয়া থাকেন। ক্ষত্রই ব্রাহ্মণ এবং শেষে স্বীয় উৎপত্তির কারণভূত ঐ ব্রহ্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণ হন এবং যোগে তনুত্যাগ করিয়া ব্রহ্মে লীন হন। —

এই মতে ক্ষত্রিয়ের পর আর জাতি নাই। ক্ষত্রিয়জাতি-মধ্যে বিদ্বান্

ও ষট্‌কর্ম্মান্বিতেরাই ব্রাহ্মণ নামে খ্যাত। অমরকোষে ব্রহ্ম বর্গে সর্ব্বাগ্রে যে রাজবীজী ও রাজবংশ্য বলিয়া উল্লেখ আছে, তাহা ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয় বা ব্রাহ্মণ রাজাদেরই বাচক। মনু ও সামান্যতঃ আর্য্যজাতির কর্ত্তব্যাদি ছয় অধ্যায়ে নির্দ্দেশ করিয়া প্রধানতঃ এই রাজজাতির বিষয় সবিস্তর লিখিয়াছেন। তাহাতেও এই রাজা ও তত্তুল্য জাতি সমাজের ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ বলিয়া সূচিত হইয়াছে। পুরাণেও এই ক্ষত্রিয়-গণ হইতেই ব্রাহ্মণগণের উৎপত্তি লিখিত হইয়াছে। কৌশাম্ব পুরাণেও শূদ্রাদিক্রমে ব্রাহ্মণোৎপত্তি বর্ণিত আছে। তদনুসারে অর অর্থাৎ অসভ্য শূদ্র হইতে উৎপন্ন বৈশ্যজাতিই অর্য্য বলিয়া কথিত হয়। ইহাদেরই কতকগুলি প্রথমে বন্যাবস্থা ত্যাগ করিয়া কৃষিজীবী হইয়াছিল এবং তখনও মৃগমাংসাদি আহার করিত। যথা—

"আদৌ সত্যযুগারম্ভে মানবা দীর্ঘজীবিনঃ।
সবলাঃ সরলাচারাঃ আরণ্যাঃ সত্যভাষিণঃ॥
স্বতন্ত্রা অনভিজ্ঞাশ্চ পশুধর্ম্মেণ ধার্ম্মিকাঃ।
দণ্ডাস্ত্রা হস্তশস্ত্রা বা নির্ভয়াঃ প্রিয়সাহসাঃ॥
ভুঞ্জানাঃ ফলমূলানি মৃগাংশ্চ বিবিধাং স্তথা।
স্বেচ্ছয়া রমমাণাশ্চ চরন্তিস্ম বনাদ্ বনম্॥
নাসীদ্ ভাষাসু পৌষ্কল্যং ন বেদশ্চ ন চাক্ষরম্।
নাসীন্নগরপল্ল্যাদ্যা ন বা বাসগৃহাদয়ঃ॥
বনেষু বৃক্ষশাখায়াং গিরীণাং কন্দরেষু চ।
যাপয়ন্তি স্ম পিতরো গণৈঃ সার্দ্ধং যথাসুখম্॥
নগ্না বল্কলিনো বাপি ভক্ষ্যান্বেষণতৎপরাঃ।
ঋচ্ছন্ত্যেতে * যতোঽরান্তে ম্লেচ্ছাঃ শূদ্রসমাঃ স্থিতাঃ॥"

* বহু সংবৎসর মেকত্র বাসাদ্ বিদ্রাবিতমৃগং ফলাদিরহিতং চ বনং ভবতি। অত

আদিতে সত্যযুগের আরম্ভে মনুষ্যেরা দীর্ঘজীবী, সবল, সরল, সত্যভাষী, বনচারী, স্বাধীন, অনভিজ্ঞ ও পশুধর্ম্মাচারী ছিলেন। তখন দণ্ড বা হস্তই তাঁহাদের অস্ত্র ছিল, তাঁহারা নির্ভয় ও সাহসিক ছিলেন। তাঁহারা বিবিধ ফলমূল ও পশুমাংস ভক্ষণ করিয়া ও স্বেচ্ছাক্রমে বিহার করিয়া বন হইতে বনান্তরে ভ্রমণ করিতেন। তখন তাঁহাদিগের ভাষার সম্পূর্ণতা হয় নাই। বেদ বা অক্ষর রচনা হয় নাই। তখন নগর পল্লী প্রভৃতিও ছিল না। আমাদের পিতৃপুরুষগণ এক্ষণকার ন্যায় বাসার্থ গৃহও নির্ম্মাণ করিতে জানিতেন না। তাঁহারা বৃক্ষের শাখায় অথবা পর্ব্বতগহ্বরে স্বগণের সহিত সুখে যাপন করিতেন। তাঁহাদের পরিধেয় বস্ত্র ছিল না। উলঙ্গ অথবা বল্কলধারী হইয়া ভক্ষ্য অন্বেষণে তৎপর ছিলেন। বহুকাল একস্থানে বাস হেতুক তত্রত্য মৃগপক্ষী সকল পলায়ন করাতে ও ফলমূল সকল নিঃশেষিত হওয়াতে তাঁহারা বন হইতে বনান্তর গমন করিতেন, এক স্থানে স্থিতিশীল হইতেন না, এজন্য তাঁহাদিগকে 'অর' শব্দে পণ্ডিতেরা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। গমনার্থক ঋধাতুর উত্তর অচ্‌ প্রত্যয় করিয়া এই পদটী নিষ্পন্ন হয়।

এই অর শব্দ হইতেই বৈশ্যার্থক অর্য্য শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে, ইহাও ঐ পুরাণের ঐ শ্লোকগুলির অব্যবহিত পরেই উল্লিখিত হইয়াছে; যথা—

"এবং বর্ষসহস্রেষু গতেম্বীশ্বরশক্তিতঃ।
শক্তিরাবিরভূত্তেষাং বুদ্ধিঃ কৃষ্যুপযোগিনী॥
অরাদর্য্যঃ সমুদ্ভূতঃ সদ্যো বৈশ্যসমস্তদা।
বর্ষাণি যাপয়ামাস সামান্যাস্ত্রবিভূষণৈঃ॥
ধান্যঞ্চ কৃষিসম্ভূতং বভূবাস্য প্রধানতঃ।
বল্কং বস্ত্রং তথা বাসস্তৃণপত্রময়স্তদা॥"

ঋচ্ছন্তি বনাদ্ বনান্তরং গচ্ছন্তীত্যরা অনবস্থানাঃ, ঋণ্বন্তি হিংসন্তি বা মৃগানিত্যাঙ্‌পূর্ব্বাদৃধাতোরচ্‌ প্রত্যয়াৎ সাধুঃ। ইতি নীলকণ্ঠকৃত সারসন্দীপনী টীকা।

এই প্রকারে বহু বর্ষসহস্র গত হইলে ঈশ্বর-শক্তি হইতে ঐ পিতৃপুরুষ-গণের কৃষিকর্ম্মোপযোগী বুদ্ধিশক্তি আবির্ভূত হইল। এই অর জাতি হইতে উৎপন্ন অর্য্য নামে নূতন জাতি হইল। ইঁহারা পরস্পর সমাগত হইয়া ও মন্ত্রণা করিয়া কার্য্যকরণোপযুক্ত সভ্য এবং বৈশ্যতুল্য ছিলেন। ইঁহাদের অস্ত্র সামান্য ও ভূষণ অতি সামান্য এবং বৃক্ষের বল্কল পরিধেয় ছিল। ইঁহারা তৃণপত্রময় কুটীরে বাস করিতেন। কৃষি-সম্ভূত শস্যাদিই ইঁহাদের প্রধান খাদ্য ছিল। এরূপেও ইঁহারা বহু সহস্র বৎসর যাপন করিয়াছিলেন।

এই কৌশাম্ব পুরাণে যেমন অর্য্য শব্দটী বৈশ্যার্থে দৃষ্ট হয়, তেমনই অমরকোষ অভিধানে বৈশ্যার্থে একটী অর্য্য শব্দ দৃষ্ট হয় ; যথা—

"উরব্যা উরুজা অর্য্যা বৈশ্যা ভূমিস্পৃশোবিশঃ।" এবং নরবর্গে বৈশ্য-জাতীয় স্ত্রী ও স্বয়ং বৈশ্যকর্ম্মা স্ত্রী বুঝাইতে যথাক্রমে অর্য্যাণী ও অর্য্যা শব্দ দৃষ্ট হইতেছে যথা—"অর্য্যাণী স্বয়মর্য্যা স্যাৎ।" অন্যান্য অভিধানাদি গ্রন্থেও বৈশ্যার্থক অর্য্য শব্দ দেখা যায়, ব্যাকরণের নিয়মানুসারেও অপত্যার্থে বা উদ্ভূত অর্থে অর্য্য শব্দ হইতে আর্য্য শব্দ সিদ্ধ হয়, দেখা যায়। অতএব নিতান্ত সম্ভব যে, এই অর্য্যজাতির সন্তানেরাই অর্থাৎ আর্য্যজাতি হইতে উৎপন্ন মূল অর্য্যজাতি এবং ক্রমে তদুৎপন্ন ক্ষত্রিয় ও শেষে তদুৎপন্ন ব্রাহ্মণেরাই আর্য্য নামে কথিত হইয়া আসিতেছেন। পূর্ব্বে যেমন দেখা গিয়াছে যে, মূল দ্বিজ হইতে উৎপন্ন দ্বিজ অর্থাৎ ব্রাহ্মণবর্ণ ও তদুৎপন্ন ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যবর্ণ-কেও দ্বিজজাতি বলা যায়, তেমনই এস্থলে মূল অর্য্য হইতে উৎপন্ন অর্য্য অর্থাৎ বৈশ্য এবং ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণবর্ণও আর্য্য শব্দে কথিত হইতেছেন ; কিন্তু উন্নত আর্য্যেরা শূদ্রাদিক্রমে আপনাদিগের উৎপত্তি স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইয়া এই প্রকৃত ইতিবৃত্ত চাপিয়াই বোধ হয় "কর্ত্তব্যমাচরন্ কামম্" ইত্যাদি পরিভাষাটী রচনা করিয়াছেন। যাহাই হউক, জগতের সমস্ত কার্য্যকারণচক্র মণ্ডলাকারে প্রত্যাবর্ত্তিত হইতেছে। বীজ হইতে বৃক্ষ, বৃক্ষ

হইতে ফল ইহা দেখিলেও, আবার ফল হইতে বীজ হয়। ইহাই বা কে না দেখিতেছেন? জল হইতে মেঘ, মেঘ হইতে জল; জন্মের পর মরণ, মরণের পর জন্ম; উদয়ের পর অস্ত, অস্তের পর উদয়, উন্নতির পর অধোগতি, অধোগতির পর উন্নতি—ইহা যখন নিশ্চিত হইতেছে, তখন এই পরিদৃশ্যমান ক্রমোন্নতিশীল ও ক্রমাধঃপতনশীল এই জগতে শূদ্র হইতে ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ হইতে শূদ্র হওয়ায় আশ্চর্য্য নহে। বরং ইহাই প্রকৃতি। পরন্তু যখন শাস্ত্রেও তাহা দেখিতেছি, তখন ইহাতে অবিশ্বাস করার কোন হেতু নাই; এবং ইহার অন্যথা বলিতেও আমরা প্রবৃত্ত নহি। অজ্ঞলোকদের নিকট ইহা বিরুদ্ধ বা বিপরীত বোধ হইলেও, বেদবাক্যে দুটী অর্থ থাকিলে উভয়কেই সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হয়; এইজন্য বিজ্ঞেরা এই দুই বিষয়েই দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া থাকেন। ফলতঃ কৌশাম্ব পুরাণেও অর্য্য অর্থাৎ বৈশ্য হইতে ক্ষত্রের উৎপত্তি কথিত হইয়াছে; যথা—

"ক্রমাদ্ মিথো বিরোধানাং বিপদাঞ্চোপশান্তয়ে।
বলবুদ্ধিমতাং শ্রেষ্ঠস্যাসীৎ কর্তৃত্বকারণম্॥
সর্ব্বৈরেবা বিরোধেন ক্ষতস্ত্রাণায় যাচিতঃ।
ক্ষত্র এবাভবদ্রাজা হ্যর্য্যাদার্য্যা ইতি স্মৃতঃ॥"

ক্রমে কৃষিজাত ও বিষয়াশয় লইয়া পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হইলে সম্ভাবিত অনিষ্ট ও বিপৎ শান্তির নিমিত্ত বল ও বুদ্ধি বিষয়ে যে ব্যক্তি সকলের প্রধান, তাঁহারই কর্তৃত্ব হইল। জাতীয় সকল মনুষ্য ঐ প্রধানকে সকলের উপর প্রভুত্ব করিবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিলেন। ঐ প্রধান পুরুষ ক্ষতত্রাণের নিমিত্ত হইলেন এজন্য ক্ষত্রসংজ্ঞক হইলেন। ইনিই রাজা। ইঁহার উৎপত্তি ঐ অর্য্যগণ হইতে; অতএব ইনি আর্য্য, ইহা পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন। এই পুরাণে এবং অন্যান্য বহু পুরাণেও শূদ্র বৈশ্য ও ক্ষত্রিয় হইতে ব্রাহ্মণের উৎপত্তি লিখিত হইয়াছে। তাহার প্রমাণার্থ বচন ও বিশিষ্ট উদাহরণও প্রদর্শিত হইয়াছে। এখানে তাহার উল্লেখ

অনাবশ্যক। আর্য্যশব্দের ব্যুৎপত্তির নিমিত্তই এই সকল বচন উদ্ধার করিয়াছি। কারণ আর্য্যশাস্ত্রীয় এই প্রয়োজনীয় বিষয় অবগত থাকা আর্য্যোদ্ভব জাতিমাত্রের কর্ত্তব্য।

আর্য্য নামক জাতি হইতে এই দ্বিজগণের জন্ম বলিয়া, অথবা ইহারা সদাচার জাতি বলিয়া আপনাদিগকে আর্য্যও বলিতেন। অতএব আমাদের পূর্ব্বোক্ত ত্রিবর্ণাত্মক দ্বিজজাতি ও আর্য্যজাতি একার্থবাচক। আর্য্যেরা জ্ঞান ও বলবীর্য্যাদিসম্পন্ন বলিয়া আপনাদিগকে দেব বলিয়াও পরিচয় দিতেন।

"যত্বা পুরুরবো রণায়াবর্দ্ধয়ন্ দস্যুহত্যায় দেবাঃ।" ঋগ্বেদ। হে পুরুরব! দেবেরা অর্থাৎ আর্য্যেরা তোমাকে দস্যুনাশের নিমিত্ত রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া সম্মানিত করিয়াছেন।

দেব শব্দও আর্য্যজাতির ত্রিবর্ণ ব্যতীত অন্যকে বুঝায় না। আর্য্যেরা আপনাদিগকে দেব ও অনার্য্যদিগকে অদেব বলিতেন এবং তাহা অদ্যাপি প্রসিদ্ধ।

"মহাঁ ঋষির্দেবজা দেবজূতোঽস্তভ্নাৎ সিন্ধুমর্ণবং নৃচক্ষাঃ।
বিশ্বামিত্রো যদবহৎ সুদাস মপ্রিয়ায়ত কুশিকেভিরিন্দ্রঃ॥"

ঋগ্বেদ।

দেবজাতি অধ্বর্য্যুগণের উপদেষ্টা মহান্ ঋষি বিশ্বামিত্র অন্যান্য দেবগণ কর্ত্তৃক আহূত হইয়া জলরাশি সিন্ধুকে স্তব্ধ করিয়াছিলেন। তিনি পুরোহিত হইয়া সুদাস রাজাকে যজ্ঞ করাইয়াছিলেন। ইন্দ্র কুশিকবংশীয়গণের সহিত ঐ সুদাস রাজার প্রতি প্রীত হইয়াছিলেন। এখানে ঋক্‌বচনেও 'দেবজা' ও 'দেবজূতঃ' পদের দেব শব্দ দ্বারা আর্য্যজাতিকেই বুঝাইতেছে।

মনুও আর্য্য অর্থে দেব শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন—"তং দেবনির্ম্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষতে।" দেবগণের স্থাপিত ঐ দেশকে ব্রহ্মাবর্ত্ত বলে।

'চিকিৎসনার্থং দেবানাং ধন্বন্তরি রজায়ত।' গরুড় পুরাণ। ধন্বন্তরি দেবগণের চিকিৎসার নিমিত্ত জন্মগ্রহণ করিলেন। এখানেও দেব শব্দ আর্য্যজাতিকে বুঝাইতেছে। "দেবপূর্ব্বং নরাখ্যং হি শর্ম্মবর্ম্মাদিসংযুতম্" বিষ্ণুপুরাণ। আর্য্যদিগের শর্ম্মবর্ম্মাদি উপাধির পূর্ব্বে দেব শব্দ প্রয়োগ করিবে। "দেব্যন্তা শ্চ স্ত্রিয়ঃ স্মৃতাঃ" এস্থলের ব্যাখ্যাতেও পণ্ডিতেরা আর্য্যজাতীয় স্ত্রীগণের নামান্তে দেবী শব্দ প্রয়োগের উপদেশ দিয়াছেন। অতএব আর্য্য ও দেবশব্দ একার্থক হওয়াতে আর্য্যভাষা ও দৈবীভাষা এক ভাষাকেই বুঝাইতেছে। ব্রাহ্মী ও ব্রাহ্মণী ভাষাও ঐ ভাষাকেই বুঝায়। বৈদিক ভাষাকে যে দেবভাষা বলে, তাহার আর প্রমাণান্তর আবশ্যক হয় না। ইহা নিতান্ত প্রসিদ্ধ। ঐ ভাষার অক্ষরগুলিকেও অদ্যাপি দেবাক্ষর বা দেবনাগর অক্ষর বলা যায়। দেবগণের নগরে ঐ সকল অক্ষর প্রচলিত ছিল বলিয়া উহা দেবনাগর।

এইরূপে দেখা যায় যে, আর্য্য ও দেব শব্দ আর্য্যোৎপন্ন বৈশ্য ক্ষত্র ও ব্রাহ্মণ এই ত্রিবর্ণীয় দ্বিজের বাচক। দ্বিজ, দ্বিজাতি,বিপ্র, ব্রহ্মন্ ও ব্রাহ্মণ শব্দও ঐ ত্রিবর্ণীয় দ্বিজের বাচক এবং মূল ব্রহ্মজাতি বা তদুৎপন্ন কেবল ব্রাহ্মণ-বর্ণেরও বাচক হয়। কিন্তু অগ্রজন্মন্,অগ্রজ,প্রথমজন্ প্রভৃতি শব্দ বর্ণভেদের পর কেবল ব্রাহ্মণবর্ণকেই বুঝায়। পূর্ব্বে ঐ সকল শব্দ ব্রাহ্মণবর্ণকে বুঝাইবার নিমিত্ত কেবল ব্রাহ্মণ শব্দের বিশেষণ স্বরূপ প্রদত্ত হইত ; যথা—

"অমিত্রায়ুধো মরুতামিব প্রযাঃ প্রথমজা ব্রহ্মণো বিশ্বমিদ্ বিদুঃ" এই ঋক্‌বচনে বিশ্বমিদ্ (বিশ্বামিত্র) পদের বিশেষণে "প্রথমজা ব্রহ্মণঃ" অর্থাৎ অগ্রজ ব্রাহ্মণ বলা হইয়াছে।

মন্বাদি ঋষিরা সর্ব্বত্রই এই অর্থে কেবল অগ্রজন্মন্ শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। যথা—

"শূদ্রৈব ভার্য্যা শূদ্রস্য সা চ স্বা চ বিশঃ স্মৃতে।
তে চ স্বা চৈব রাজ্ঞঃ স্যু স্তাশ্চ স্বাচাগ্রজন্মনঃ॥"

এক্ষণে দেখুন—

(১) দ্বিজ, দ্বিজাতি, দ্বিজন্মা, বিপ্র, বিদ্বান্, বৈদ্য, ব্রাহ্মণ, ঋষি এই সকল শব্দ মূল ব্রহ্মজাতীয়দের বেদবিদ্যাসূচক সাধারণ নাম।

(২) আর্য্য ও দেব ইহাদের সভ্যতা ও সদাচারসূচক এবং যজমান ইহাদের দেবার্চ্চনাসূচক সাধারণ নাম।

(৩) ব্রহ্মন্ বা ব্রাহ্মণ ইহাদের জন্ম বা জাতিসূচক সাধারণ নাম।

(৪) অগ্রজন্মা, দ্বিজোত্তম, বিপ্রবর্য্য, মুখজ ইত্যাদি; ব্রহ্মক্ষত্র, ক্ষত্র, রাজা, বাহুজ ইত্যাদি; অর্য্য, বিশ, বৈশ্য, উরুজ ইত্যাদি এবং শূদ্র, হীন, জঘন্যজ, পদজ ইত্যাদি নাম সকল ইহাদের কর্ম্মসূচক বিশেষ নাম।

শ্বেতকৃষ্ণাদি শব্দ শেষে বর্ণার্থে অপ্রচলিত হওয়ায় বেদভাষা ভিন্ন ও পুরাণাদিতে তাহারই উল্লেখমাত্র ভিন্ন প্রচলিত জাতিবর্ণার্থে কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না।

অনেকে মনে করেন যে অমরসিংহ ব্রহ্মবর্গে কেবল ব্রাহ্মণবর্গেরই কথা লিখিয়াছেন; কিন্তু একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন যে, ভগবান্ মনু যেমন স্ব-সংহিতায় ব্রাহ্মণজাতীয় সমুদায় বর্ণের ধর্ম্মোল্লেখ একসঙ্গেই করিয়াছেন, তেমনই অমরসিংহও এই ব্রহ্মবর্গে ব্রহ্মজাতীয় সমুদায় বর্ণের আশ্রম ও গুণকর্ম্মাদি এক সঙ্গেই বলিয়াছেন। মনু যেমন দশমাধ্যায়ে প্রত্যেক বর্ণ ও জাতির বৃত্তি বিশেষ করিয়া পৃথক্ পৃথক্ দেখাইয়াছেন, ইনিও তেমনই ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র বর্ণের জীবিকামাত্র সম্পর্কীয় বিষয়গুলির নিমিত্ত পৃথক্ পৃথক্ বর্গ করিয়া তৎসম্পর্কীয় দ্রব্যাদিই তাহাতে সবিস্তর লিখিয়াছেন। মনু যেমন ব্রাহ্মণবর্ণের ধর্ম্মকথনের নিমিত্ত স্বতন্ত্র অধ্যায় করেন নাই, সামান্যতঃ ব্রাহ্মণাদিবর্ণের উল্লেখ করিয়া বিশেষ বলিবার নিমিত্ত সর্ব্বাগ্রে সর্ব্বপ্রধান মূর্দ্ধাভিষিক্তেরই ধর্ম্ম সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়ে বলিয়াছেন, অমরসিংহও তেমনই এই ব্রহ্মবর্গে ব্রাহ্মণাদিবর্ণের নামোল্লেখ মাত্র করিয়া সর্ব্বাগ্রে সর্ব্বপ্রধান মূর্দ্ধাভিষিক্ত ব্রাহ্মণদেরই

উল্লেখ করিয়াছেন যথা—"—বর্ণাঃ স্যু ব্রাহ্মণাদয়ঃ। রাজবীজী রাজবংশ্যঃ বীজ্যস্তু কুলসম্ভবঃ॥ মহাকুলকুলীনার্য্যসভ্যসজ্জনসাধবঃ।" তাহার পর আবার দেখুন, দ্বিজাতীয় সকল বর্ণেরই আশ্রম লিখিতেছেন "ব্রহ্মচারী গৃহী বানপ্রস্থো ভিক্ষুশ্চতুষ্টয়ে। আশ্রমঃ" এই কথা বলিয়া ঐ চাতুর্ব্বর্ণস্থ ও চতুরাশ্রমস্থ সমস্ত বিদ্বান্ ও কর্ম্মবান্ দিগের সাধারণতঃ উল্লেখ করিতেছেন। এখনকার ন্যায় তখন ব্রাহ্মণবর্ণত্ব বা এই ব্রাহ্মণকর্ম্মসকল দ্বিজাতিত্রয়ের মধ্যে লুপ্ত হয় নাই। পরন্তু একই ব্রাহ্মণজাতি কর্ম্মানুসারে ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াদি বর্ণ হইত। ব্রাহ্মণবর্ণের পুত্র যেমন কর্ম্মানুসারে ব্রাহ্মণ হইত, তেমনই ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বর্ণের পুত্রও কর্ম্মানুসারে ব্রাহ্মণ হইত। তাই তাহাদিগের মধ্যে যে বেদাধ্যায়ী ও ষট্কর্ম্মনিরত হইত, তাহাকেই ব্রাহ্মণবর্ণ বলিয়া লিখিতেছেন "দ্বিজাত্যগ্রজন্মভূদেববাড়বাঃ। বিপ্রশ্চ ব্রাহ্মণোঽসৌ ষট্কর্ম্মা যাগাদিভির্যুতঃ॥" অনন্তর "বিদ্বান্ বিপশ্চিৎ" ইত্যাদি শ্লোকে সাধারণতঃ ত্রিজাতীয় বিদ্বান্ লোকমাত্রের উল্লেখ করিয়া ত্রিজাতিসাধারণ সর্ব্বপ্রকার অধ্যাপক, ছাত্র, বিবাহ, ঊঢ় যজ্ঞকারী, ব্রতী, যজ্ঞ, যজ্ঞীয় সভা, সভ্য ও যজ্ঞসম্বন্ধীয় সমস্ত বলিয়া শেষে সংস্কারহীন বেদহীনদিগের কথাও বলিয়া এই বর্গের উপসংহার করিয়াছেন।

ক্ষত্রবৈশ্যাদিবর্গে তাহাদিগের প্রধান বৃত্তি অর্থাৎ জীবিকা ও তৎসম্পর্কীয় দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্মমাত্র উল্লেখ করিয়াছেন। দ্বিজসাধারণ অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যজ্ঞ, বিবাহ, দানগ্রহণাদির কথা সমুদায় এই বর্গের বলিয়া গিয়াছেন। যদি ব্রহ্মবর্গে কেবল ব্রাহ্মণবর্ণেরই বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে বলা যায়, তাহা হইলে এই সকল সাধারণ ধর্ম্ম ক্ষত্রাদিবর্গে না থাকায়, যুদ্ধবিগ্রহাদি ব্যতীত ক্ষত্রবর্ণের ও কৃষিবাণিজ্যাদি ব্যতিরেকে বৈশ্যদিগের আর কোনও ধর্ম্ম ছিল না—ইহাই প্রতীতি হয়। তাঁহাদের বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ, বিবাহাদিও ছিল না—ইহাই প্রতীতি হয়। অতএব ব্রহ্মবর্গে যাঁহারা কেবল ব্রাহ্মণব্রাহ্মণেরই সমস্ত লিখিত আছে মনে করেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই

ভ্রান্ত। তাহা ক্রমে বিশিষ্ট রূপে অবগত হইতে পারিবেন। এই প্রথা অনুসারে মনূক্ত সাধারণ দ্বিজধর্ম্মকে কেবল ব্রাহ্মণবর্ণের অন্তর্গত জাতি বিশেষের ধর্ম্ম মনে করিয়া কুল্লূক ও মেধাতিথিও এইরূপ ভ্রমে পড়িয়াছেন। দশম অধ্যায়টীর অর্থ আদৌ না বুঝিতে পারায় মূর্দ্ধাভিষিক্ত ও অম্বষ্ঠকে সঙ্কীর্ণ বর্ণহীন ধর্ম্মহীন বাহ্য জাতি বলিয়াছেন এবং অধ্যায়ের ১৩।১৪ শ্লোকে ইহাদিগকে স্পর্শযোগ্য জাতি বলিয়া অনুগৃহীত করিয়াছেন। ইঁহাদের মতে মূর্দ্ধাভিষিক্তের হস্তী, অশ্ব ও রথ শিক্ষা ভিন্ন ও অম্বষ্ঠের চিকিৎসা ভিন্ন অন্য কোন ধর্ম্ম অনুষ্ঠেয় নাই। যাহা হউক, সে সকল কথা পরে হইবে, এক্ষণে আমরা বক্তব্যের অনুসরণ করি। বিচক্ষণ ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারিবেন যে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যবর্ণ ইহারা সকলেই ব্রহ্মজাতির অর্থাৎ দ্বিজজাতির অন্তর্গত বলিয়াই অমরসিংহ এই প্রস্তাবের শিরোভাগে ব্রহ্মবর্গ এই শব্দটী প্রয়োগ করিয়া নিম্নে ঐ তিনজাতীয় দ্বিজগণেরই সাধারণ বিষয়গুলির উল্লেখ করিয়াছেন অথচ ব্রাহ্মণ পর্য্যায়ে ব্রহ্মন্ শব্দের উল্লেখ করেন নাই। এতদ্দ্বারা নিশ্চয়ই প্রতীতি হইতেছে যে, অমর ব্রহ্মন্ শব্দে এক্ষণকার ব্রাহ্মণদের ন্যায় কেবল ব্রাহ্মণবর্ণীয় জাতি বিশেষকে বুঝিতেন না; তাঁহার প্রযুক্ত এই ব্রহ্মন্ শব্দটী দ্বিজমাত্রার্থক। ব্রহ্মজাতির অন্তর্গত বলিয়া তিনি শেষে বেদহীন সংস্কারহীন নিরাকার শূদ্রতুল্য দ্বিজদিগেরও উল্লেখ করিয়াছেন। অতএব এই ব্রহ্মবর্গের মধ্যে তিনি ত্রিবর্ণীয় সাধারণ ধর্ম্মসংবন্ধীয় নাম সকলেরই উক্তি করিয়াছেন। বর্ণীয় বিশিষ্ট বৃত্তিসকলের ও তৎসম্বন্ধীয় দ্রব্যসকলের উল্লেখ স্বতন্ত্র করিয়াছেন। ষট্‌কর্ম্মতা ভিন্ন ব্রাহ্মণবর্ণ সংবন্ধে অন্য কোন বিশেষ বক্তব্য নাই বলিয়াই, উহার স্বতন্ত্র উল্লেখ বা তন্নিমিত্ত বর্গান্তর করা আবশ্যক বিবেচনা করেন নাই। মনুসংহিতাতেও ঐরূপ সাধারণের ধর্ম্মের সহিত স্থলে স্থলে ব্রাহ্মণবর্ণের কর্ত্তব্য কথিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণবর্ণের নিমিত্ত স্বতন্ত্র অধ্যায় লিখিত হয় নাই।

ফলতঃ সমাজের মধ্যে ব্রহ্মক্ষত্রবংশ অর্থাৎ ব্রাহ্মণবর্ণীয় রাজবংশ ও তৎ-সহচর এবং তত্তুল্য রাজগুণসম্পন্ন পরিষদ্‌যোগ্য ব্রাহ্মণেরাই প্রধান এবং তাঁহাদিগেরই ধর্ম্ম মানবসংহিতায় ও পুরাণাদিতে সবিস্তর ও পৃথক্‌রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ব্রহ্ম ক্ষত্র ভিন্ন ত্রিবর্ণীয় অন্য দ্বিজগণ সাধারণ, সুতরাং তাঁহাদের ধর্ম্মও সাধারণ রূপেই উক্ত হইয়াছে। দ্বিজগণ সাধারণ হইলেও শূদ্র-গণের উপর তাঁহাদের প্রভুত্ব চিরকালই ছিল। বর্ত্তমান সমাজের পতিত ব্রাহ্মণগণ ও বৈশ্যগণ ব্রহ্মক্ষত্রিয় ও পরিষদ্‌ব্রাহ্মণদিগের সেই প্রাধান্য লইয়া বিবাদ করেন। কিন্তু কৃতকর্ম্মা পুণ্যবান্ পূর্ব্বপুরুষগণ সেই সম্মানে সম্মানিত-ছিলেন বলিয়া অকর্ম্মণ্য অধন্যদিগের সে সম্মানের প্রার্থনা করা বিড়ম্বনা মাত্র। সেই ভ্রম ও চিরলালিত বিবাদ ভঞ্জনের নিমিত্ত উভয় সম্প্রদায়ের চক্ষুর উপর চিরাগত আর্য্যশাস্ত্র ও আর্য্যব্যবহার সকল উদ্ধৃত করিয়া দেখানই এই গ্রন্থকর্ত্তার অভিপ্রায়। বিবাদ বিদ্বেষ পরিত্যাগ করিয়া এই সামাজিক বিপদের সময় পরস্পর সৌহৃদ্যভাবে দিনপাত করিতে পারিলেই সমাজের বহু ইষ্ট সাধন হয়। সমাজের মধ্যে ব্রহ্মক্ষত্রদিগকে ও পরিষদ্-ব্রাহ্মণদিগকে আমিই প্রধান বলিতেছি, ইহা কেহ মনে করিবেন না। আমি শাস্ত্র সকলেরই বচন দেখাইতেছি। আমি এই শাস্ত্র সকলের অনুসারেই বলি যে, রাজাধিরাজ সমস্ত ভারতের অধীশ্বর এরূপ ক্ষত্রিয়ব্রাহ্মণেরও পূজনীয় এক সম্প্রদায় আছেন। তাঁহারা সমাজের বাহিরে থাকিয়াও সমাজের নিয়ন্তা, চাতুর্ব্বর্ণ্যধর্ম্মের অতীত হইয়াও চাতুর্ব্বর্ণ্যধর্ম্মের শিক্ষাদাতা। সর্ব্বত্যাগী হইয়াও সমস্ত জগতের প্রভু। তাঁহা-দের জাতি নাই বর্ণ নাই। তাঁহাদিগের চরণে আমার কোটি কোটি প্রণাম। আমি এ পর্য্যন্ত বেদাদির বিরুদ্ধ মন্বাদির বিরুদ্ধ বা মহাভারত-রামায়ণাদি প্রসিদ্ধ প্রমাণ্য শাস্ত্র সকলের বিরুদ্ধ একটী কথাও বলি নাই এবং জানতঃ বলিতেও ইচ্ছা করি না। সত্যানুসন্ধান ও জাতীয় বিবাদ নিরা-করণ ব্যতীত অস্মদাদির কোনও অভিপ্রায় নাই। দ্বিজজাতীয়-

দিগকে স্বধর্ম্মপালনে উত্তেজিত করা ভিন্ন আমার অন্য উদ্দেশ্য নাই।" কুল্লূকাদির ভ্রম বা বিদ্বেষাদিকৃত ব্যাখ্যাপাঠে কুসংস্কারাপন্ন ব্রাহ্মণদিগের কুসংস্কার উন্মূলন করিয়া বৈদ্যজাতির পরিচয় দেওয়া ও উভয়জাতির সৌহৃদ্য স্থাপন করা ব্যতীত অন্য কোনও উদ্দেশ্য নাই।

আমরা পূর্ব্বে প্রদর্শন করিয়াছি যে, পূর্ব্বকালে এদেশে বর্ণ ও কার্য্য একাধারে থাকাতেই একের দ্বারা অপরের নির্ণয় হইত। এখন যেমন আমরা শ্বেতাঙ্গ দেখিলেই রাজজাতি বা যোদ্ধাজাতি বলিয়া বুঝিতে পারি পূর্ব্বেও সেইরূপ বর্ণদ্বারা লোকেরা ব্রাহ্মণবৈশ্যাদির গুণ ও কার্য্যের পরিচয় পাইত। সেই জন্যই শাস্ত্রে ব্রাহ্মণাদির পরিচয় দিতে বলিয়াছিলেন "ব্রাহ্মণানাং সিতোবর্ণঃ ক্ষত্রিয়াণাঞ্চ লোহিতঃ। বৈশ্যানাং পীতকো বর্ণঃ শূদ্রাণামসিতস্তথা ॥" মহাভারত শান্তিপর্ব্ব ১৮৯ অধ্যায়। কিন্তু এ ভাব কালে অন্তরিত হইয়াছিল। বহুকাল উষ্ণানুষ্ণ বিবিধ দেশাধিবাস হেতুকই হউক, অথবা কৃষ্ণকায়দিগের সহিত যৌন সম্পর্ক হেতুকই হউক, আর্য্য ও অনার্য্যদিগের জাতীয় বর্ণের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল।* তখন, আর বর্ণ দেখিয়া কাহারও জাতি জানা যাইত না। একারণ কর্ম্ম হেতুকই জাতির পরিচয় দেওয়া আবশ্যক হইয়াছিল, এ সকল বাক্য আমাদের স্বকপোলকল্পিত নহে। জাতিগত বর্ণবিপর্য্যয় লইয়া যে একসময়ে সমাজে মহা আন্দোলন হইয়াছিল এবং কার্য্যদ্বারাই নির্ণয় করা যে শেষে বিধিবদ্ধ হইয়াছিল, তাহা শাস্ত্রদ্বারাই প্রতিপন্ন হইতেছে। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে ১৮৮ ও ১৮৯ অধ্যায়ে দেখুন,—মহর্ষি ভৃগু ও ভরদ্বাজে কি কথোপকথন হইতেছে। ভরদ্বাজ বলিতেছেন, "মহাশয়, এখন আর বর্ণ অর্থাৎ শরীরগত শুভ্রত্বাদি দেখিয়া জাতিভেদ করা যায় না। কেন না সকল

* এতদ্দ্বারা জাতিশব্দের ও বর্ণশব্দের অর্থগত বিভিন্নতার সূচনাকাল সূচিত হইতেছে। জাতি জন্মমাত্র ও ক্রিয়াই বর্ণ, ইহা ঋষিগণের মীমাংসা।

জাতিতেই ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের লোক দৃষ্ট হইতেছে। আর কিরূপে জাতি-ভেদ করিব? কামক্রোধাদি মনোবৃত্তি ও স্বেদপুরীষাদি বাহ্যলক্ষণ সকল মনুষ্যেরই সমান। তবে জাতিনির্ণয় কি প্রকারে হইবে?" ভরদ্বাজের এই সকল কথায় মহর্ষি ভৃগু উত্তর করিলেন, "দেখ, ব্রহ্মা হইতে সকলেরই উৎপত্তি, অতএব সকলেই ব্রাহ্মণজাতি। তিনি কাহারও কোন প্রভেদ করেন নাই। লোকে স্ব স্ব স্বভাব ও কার্য্যদ্বারাই বিভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। তাহাতেই কেহ ব্রাহ্মণ, কেহ ক্ষত্রিয়, কেহ বৈশ্য, কেহ বা শূদ্র হইয়া অবস্থান করিতেছে। কেহ গৌর, কেহ রক্তবর্ণ, কেহ পীত, কেহ বা কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছে।" এইরূপ অনেক কথোপকথনের পর আবার যখন ভরদ্বাজ জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "তবে এক্ষণে কোন্ কোন্ লক্ষণদ্বারা ব্রাহ্মণ জানা যাইবে?" তখন মহর্ষি ভৃগু বলিলেন, "জাতকর্ম্মাদি সংস্কার এবং জীবিকার্থ অবলম্বিত কার্য্যদ্বারাই জাতি নির্ণয় করিতে হইবে।" যাঁহারা বিদ্যা ও চিকিৎসাকে বৈদ্যের ব্যবসায়গত উপাধিমাত্র বলিয়া বৈদ্য শব্দকে জাতিবাচক বলিতে চান না, তাঁহারা মহর্ষি ভৃগুর এই কথাটীতে ও অন্যান্য মুনিগণেরও তাদৃশ বচনে একটু মনোযোগ করিয়া যাইবেন। সমস্ত জাতিনামই যে ব্যবসায়গত উপাধি, তাহা দেখিবেন। "জাতকর্ম্মাদিভি-র্যস্তু সংস্কারৈঃ সংস্কৃতঃ শুচিঃ। বেদাধ্যয়নসম্পন্নঃ ষট্সু কর্ম্মস্ববস্থিতঃ।" ইত্যাদি শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া "শূদ্রে চৈতদ্ ভবেল্লক্ষ্যং দ্বিজে তচ্চ ন বিদ্যতে। ন বৈ শূদ্রো ভবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণো ব্রাহ্মণো ন চ॥" এই পর্য্যন্ত শ্লোকে মহর্ষি ভৃগু জাতিপরিচয়ার্থ বর্ণের কথা আর বলিলেন না, এবং জন্ম ও জাতকর্ম্মাদি সংস্কারমাত্রকেও ব্রাহ্মণত্বের কারণ বলিলেন না; কিন্তু জন্ম, জ্ঞান ও সদাচারকে দ্বিজত্বের লক্ষণ ও জীবিকার্থ অবলম্বিত ক্রিয়াকেই বর্ণার্থকজাতির পরিচায়ক বলিলেন। এক কথায় জন্ম, জ্ঞান, সদাচার ও জীবিকার্থ অবলম্বিত কার্য্য এই ক্রিয়া-সন্ততিই বর্ণের পরিচায়ক।

মহাভারতের বনপর্ব্বে নহুষ-যযাতি-সংবাদে ইহা আরও স্ফুটীকৃত

হইয়াছে। এস্থলে সর্পরূপী নহুষ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "হে রাজন্! যদি কার্য্যদ্বারাই ব্রাহ্মণ জাতি বর্ণ) নির্ণয়াদি করিতে হইল,তবে জাতি শব্দ বৃথা হইতেছে; কারণ জাতি শব্দের অর্থ জন্ম,অথচ কার্য্য অভাবে জাতি নির্দ্দেশ হইতে পারিল না।"

এখানে সাধারণের বুঝিবার সৌকর্য্যার্থ আমরা স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে, আমরা বহুব্যক্তিগত ধর্ম্মসাম্যকে অর্থাৎ গুণ ও ক্রিয়ার সাম্যকেই জাতি বলিয়াছি। ভারতীয় ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্রগণের বর্ণ দেখিয়াই তাহাদের যে গুণ ও কর্ম্মগুলি অগ্রে বুঝা যাইত—ঐ গুণ ও কর্ম্মগুলিকে আর বর্ণ দেখিয়া বুঝিতে না পারায়, গুণকর্ম্মকেই সাক্ষাৎরূপে জাতি বলার প্রয়োজন হইতেছে। সেইগুলি ইঁহাদের কথাবার্ত্তায় প্রকাশিত হইতেছে। নহুষ বলিতেছেন, "জন ধাতু হইতে উৎপন্ন জাতি শব্দের অর্থ জন্ম; গুণ ও কর্ম্মকে জাতি বলিলে তাহা কি প্রকারে সঙ্গতার্থ হয়?" তাহাতেই যুধিষ্ঠির বলিতেছেন, "হে মহাসর্প, এখন সর্ব্বদা সকল বর্ণের লোক সকল বর্ণের স্ত্রীতে সন্তান উৎপাদন করে (তাহাতে এক পুরুষেরই ভিন্ন ভিন্ন গাত্রবর্ণের সন্তান হয়) সুতরাং জন্মদ্বারা অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণ বা শুভ্রবর্ণ হইতে জন্মিয়া কৃষ্ণবর্ণ বা শুভ্রবর্ণ হইয়াছে বলিয়া সেই বর্ণ দ্বারা জাতি ভেদ করা বড় দুরূহ হইয়া উঠিয়াছে। বাক্য, মৈথুন, জন্ম ও মরণ সকল মনুষ্যেরই সমান। তবে এই এক দেখা যাইতেছে যে, আমরা ব্রহ্ম (বেদ) পাঠ করি ও ব্রহ্ম (ঈশ্বর) পূজা করিয়া থাকি, সেই জন্যই ব্রাহ্মণশব্দবাচ্য হইতেছি। এইজন্য তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতেরা বিহিতরূপে ব্রহ্মপাঠ ও ব্রহ্মার্চ্চনা কার্য্যকেই ব্রাহ্মণত্বের পরিচায়ক বলেন। শাস্ত্রেও বিধান আছে যে, নাভিচ্ছেদের পূর্ব্বে যখন পুরুষের জাতকর্ম্ম হয়, তখন হইতে তাহার মাতা গায়ত্রী (ত্রাণকর্ত্রী) ও পিতা আচার্য্য (উপদেশক) থাকেন। তথাপি যাবৎ বেদোপদেশ দ্বারা ইহার আধ্যাত্মিক জন্ম না হয়, তাবৎকাল ঐ পুত্র (দ্বিজ হইতে জাত, রক্ষিত ও বর্দ্ধিত হইলেও) শূদ্রতুল্য থাকে। ('বেদোপনয়ন পর্য্যন্ত শূদ্রতুল্য থাকে' এ কথা বলায়

এরূপ বোধ হইতে পারে যে, তবে বেদোপদেশমাত্রেই ঐ পুত্র ব্রাহ্মণ হইয়া যায়, এক রণ বলিতেছেন) স্বায়ম্ভুব মনু বলিয়াছেন যে, "জাতকর্ম্ম ও উপনয়ন হইলেও যদি দ্বিজপুত্রের ব্রাহ্মণবিহিত সদাচার সকল না থাকে, তবে সে ব্রাহ্মণবর্ণ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াও ব্রাহ্মণবর্ণবিহিত কর্ম্মাভাবে বর্ণসঙ্কর হয়। "স্বকর্ম্মণাঞ্চ ত্যাগেন জায়ন্তে বর্ণসঙ্করাঃ॥" অতএব যাঁহাতে উক্তপ্রকার সংস্কার ও সদ্বৃত্ত উভয়ই আছে, তিনিই ব্রাহ্মণ।" অতএব এখানেও স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, বেদাদি-জনিত সংস্কার ও পূর্ব্বোক্ত সদাচার এই উভয়ই দ্বিজত্বমাত্রের লক্ষণ। দ্বিজের মধ্যে ব্রাহ্মণবর্ণ-বিহিত বেদাধ্যয়নাদি ষট্‌কার্য্যই ব্রাহ্মণবর্ণের লক্ষণ।

ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে ও অনুশাসন পর্ব্বের এক স্থলে ভগবান্ আরও স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন যে, "পরমেশ্বর কাহাকেও ব্রাহ্মণাদি বর্ণ করিয়া সৃষ্টি করেন নাই। কেবল কর্ম্মদ্বারাই লোকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র হইয়াছে।" স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, "ব্রাহ্মণ হইতে জন্ম, ব্রাহ্মণ-সংস্কার, বেদাদি-পাঠ বা সন্তানাদির ব্রাহ্মণত্বপ্রাপ্তিও ব্রাহ্মণত্বের কারণ নয়, কিন্তু নিজের ব্রাহ্মণোচিত জ্ঞান ও কর্ম্মই ব্রাহ্মণত্বের কারণ।"

"এভিস্তু কর্ম্মভির্দেবি সর্ব্বৈরাচরিতৈরপি।
ক্ষত্রো ব্রাহ্মণতাং যাতি বৈশ্যঃ ক্ষত্রিয়তাং ব্রজেৎ॥
এভি কর্ম্মফলৈ র্দেবি ন্যূনজাতিকুলোদ্ভবঃ।
শূদ্রোঽপ্যাগমসম্পন্নো দ্বিজো ভবতি সংস্কৃতঃ॥
ব্রাহ্মণো বাপ্যসদ্বৃত্তঃ সর্ব্বসঙ্করভোজনঃ।
ব্রাহ্মণ্যং সমনুৎসৃজ্য শূদ্রো ভবতি তাদৃশঃ॥
কর্ম্মভিঃ শুচিভির্দেবি শুদ্ধাত্মা বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
শূদ্রোঽপি দ্বিজবৎ সেব্য ইতি ব্রহ্মানুশাসনম্॥
স্বভাবঃ কর্ম্ম চ শুভং যদি শূদ্রেঽপি তিষ্ঠতি।
বিশিষ্টঃ স দ্বিজাতে বৈ বিজ্ঞেয় ইতি মে মতিঃ॥

ন যোনির্নাপি সংস্কারঃ শ্রুতয়ো ন চ সন্ততিঃ।
কারণানি দ্বিজত্বস্য বৃত্তমেব তু কারণম্‌ ॥
সর্ব্বোঽয়ং ব্রাহ্মণো লোকে বৃত্তেন তু বিশিষ্যতে।
বৃত্তস্থিতস্তু শূদ্রোঽপি ব্রাহ্মণত্বেন পূজ্যতে ॥
ব্রহ্মস্বভাবঃ কল্যাণি সমঃ সর্ব্বত্র মে মতিঃ।
নির্গুণং নির্ম্মলং ব্রহ্ম যত্র তিষ্ঠতি স দ্বিজঃ ॥
এতত্তে গুহ্যমাখ্যাতং যথা শূদ্রো ভবেদ্দ্বিজঃ।
ব্রাহ্মণো বা চ্যুতো ধর্ম্মাৎ যথা শূদ্রত্বমাপ্নুতে।

ইহার সংক্ষেপার্থ এই যে, জন্ম, সংস্কার, অধ্যয়ন, বা বংশবিস্তার কিছুই ব্রাহ্মণত্ব-বর্ণের কারণ নয়, কিন্তু ব্রাহ্মণবর্ণোক্ত স্বভাব ও কর্ম্মই ব্রাহ্মণত্বের লক্ষণ। এই গুণ ও কর্ম্মে শূদ্রও ব্রাহ্মণ হয় এবং তাহার অভাবে ও অসদাচারে ব্রাহ্মণও শূদ্র হয়।

এক্ষণে দেখুন, জাতি শব্দের অর্থ কি হইয়া আসিল, বর্ণ শব্দের অর্থ কি হইল। জাতি শব্দের প্রকৃত অর্থ জন্ম মাত্রে থাকিয়া এখন বর্ণ অর্থ হইতে পৃথক্ হইয়া পড়িল। বর্ণ শব্দ এখন প্রকৃত অর্থ পরিত্যাগ করিয়া কতকগুলি কার্য্য অর্থে পরিণত হইল। ঋষিগণের মীমাংসায় ইহাই স্থির হইয়াছিল। বর্ণের অন্তর্গত জাতি শব্দের অর্থ যে আবার কেবল এক একটী মাত্র উপজীবিকার্থ কর্ম্ম মাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছিল, তাহাও পশ্চাৎ দেখাইব। যাহা হউক, ক্রিয়াই এই বর্ণ ও জাতি এবং ক্রিয়ার লোপেই বর্ণনাশ বা জাতিভ্রংশ হয়, একথা প্রাচীন ও অধুনাতন পণ্ডিতেরা সকলেই একমতে বলিয়াছেন। ইহার অন্যথা হইতেই পারে না। অতএব ক্রিয়াই বর্ণস্বরূপ জাতি ও জীবিকার্থ ক্রিয়াই বর্ণান্তর্ব্বর্ত্তী জাতির স্বরূপ লক্ষণ; গর্ভ হইতে অবতরণরূপ ক্রিয়ামাত্র সে জাতির লক্ষণ নয়। ইহাই স্থিরীকৃত হইতেছে।

এই সকল বচন দ্বারা জানা যাইতেছে যে, দ্বিজাতির স্ত্রীর গর্ভ হইতে

ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্রেই কেহ দ্বিজ হয় না। ব্রাহ্মণবর্ণ হওয়া সুদূরপরাহত। কারণ ঐ পুত্র স্বাধ্যায় ও স্বকর্ম্মান্বিত দ্বিজ হইতে জাত হইয়াছে কি না, তাহা তাহার জ্ঞান, সৎস্বভাব ও কর্ম্ম দ্বারাই নির্ণেয়। উপনয়ন মাত্র দ্বারাও কেহ ব্রাহ্মণ হয় না, কারণ উপনয়ন তাহার দ্বিজত্বমাত্রের অনুষ্ঠানসূচক কার্য্যারম্ভ মাত্র। তৎপরে স্বাধ্যায় অর্থাৎ স্ববর্ণ-বিহিত বেদের প্রকৃত উচ্চারণ ও অর্থের সহিত অধ্যয়নে বিপ্র অর্থাৎ প্রকৃতরূপে দ্বিজত্বমাত্র প্রাপ্তি হয়, তাহাতে কেহ ব্রাহ্মণবর্ণ হয় না। সেই পুত্র যে বংশে জন্মিয়াছে, সে বংশে কেহ ব্রাহ্মণ হইয়াছেন, এতন্মাত্রও কাহারও দ্বিজত্ব বা ব্রাহ্মণত্বসূচক নহে। কিন্তু দ্বিজ হইতে জন্ম, দ্বিজ-সংস্কার ও দ্বিজস্বভাব প্রদর্শনের পর যে, যে বর্ণের কর্ম্ম গ্রহণ করে, সে সেই বর্ণের দ্বিজ হয়। যে পুত্র ব্রাহ্মণবর্ণ-বিহিত কর্ম্ম সকল করে, সেই ব্রাহ্মণবর্ণ হইতে পারে। এই জন্যই মনু "ব্রাহ্মণা ব্রহ্ম-যোনিস্থা যে স্বকর্ম্মণ্যবস্থিতাঃ। তে সম্যগুপজীবেয়ুঃ ষট্ কর্ম্মাণি যথাক্রমম্ ॥"

"অধ্যয়নং অধ্যাপনং যজনং যাজনং তথা।
দানং প্রতিগ্রহশ্চৈব ষটকর্ম্মাণ্যগ্রজন্মনঃ ॥"

অর্থাৎ যে দ্বিজ দ্বিজজাতি হইতে উৎপন্ন হইয়াও মূলদ্বিজত্ব পরিহার না করিয়া দ্বিজজাতিতেই থাকে এবং দ্বিজজাতির পশ্চাদুক্ত স্বজাতিবিহিত কার্য্য সকল করে, তাহারাই ঐ ছয়টী কর্ম্ম করিবে।

যথাক্রমে করণীয় ঐ সকল কার্য্য যথাক্রমে বলিতেছি—"বেদ অধ্যয়ন, বেদ অধ্যাপন, যজন, যাজন, দান ও প্রতিগ্রহ।" এই সকল বলিয়া শেষে আবার বলিতেছেন "ষণ্ণান্তু কর্ম্মণামস্য ত্রীণি কর্ম্মাণি জীবিকা। যাজনাধ্যাপনে চৈব বিশুদ্ধাচ্চ প্রতিগ্রহঃ ॥" এই ষট্ কর্ম্মের মধ্যে যাজন, বেদাধ্যাপন ও বিশুদ্ধ ব্যক্তির দান এই তিনটী মাত্র যাঁহার জীবিকা, তিনিই ব্রাহ্মণবর্ণ।" এতদ্দ্বারা যিনি প্রকৃত উচ্চারণ ও অর্থ সহিত বেদাধ্যয়ন না করেন তিনি অধ্যাপনে, যিনি যজন না করেন তিনি যাজনে, এবং যিনি দান না

করেন তিনি প্রতিগ্রহে অধিকারী না হইয়া ব্রাহ্মণ হইতে পারেন না, ইহা অর্থতঃ সিদ্ধ হইতেছে। অতএব এই সকল কর্ম্মই ব্রাহ্মণত্বরূপজাতি ইহা সিদ্ধ।

ক্রিয়ার উৎকর্ষে জাত্যুৎকর্ষ ও ক্রিয়ানাশে জাতিনাশ।

জ্ঞান ও কর্ম্মই মনুষ্যের উৎকর্ষাপকর্ষের হেতু, সদৃশ কারণ হইতে সদৃশের উৎপত্তি হয়,এজন্য জন্মের উৎকর্ষাপকর্ষও জ্ঞান ও কর্ম্মের উৎকর্ষাপ-কর্ষক হয়। অতএব জন্মও উৎকর্ষাপকর্ষের হেতু। জন্ম মাত্রে প্রাধান্য-বুদ্ধি মনুষ্যগণের জ্ঞান ও ক্রিয়ালোপ করে এবং তাহা অধঃপাতের মূল হয়, এ কারণ জন্মে প্রাধান্য-বুদ্ধি হেয়। ব্রহ্মাবর্ত্তবাসী শুভ্র আর্য্যেরা বহু সংবৎসর-জনিত কর্ম্ম ও জ্ঞান দ্বারা পরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন। সেই জ্ঞান ও কর্ম্মই তাঁহাদের পরম তপস্যা এবং তাহাই তাঁহাদের প্রাধান্যের মূল। এই আর্য্যদিগের পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত কর্ম্ম জন্য উত্তরোত্তর জন্মে তপস্যায় যোগ্যতা ও তদনুসারে উৎকর্ষ হইয়াছে। অতএব তাদৃশ জন্মও তাঁহাদের প্রাধান্যের কারণ। এজন্য মনু প্রভৃতি শাস্ত্রকারেরা জন্ম এবং তপস্যা অর্থৎ জ্ঞানার্জ্জন ও সৎকর্ম্মানুষ্ঠান জন্য শক্তিবিশেষকে উৎকর্ষ বা অপকর্ষের কারণ বলিয়াছেন।

"তপোবীজপ্রভাবৈস্তু তে গচ্ছন্তি যুগে যুগে।
উৎকর্ষঞ্চাপকর্ষঞ্চ মনুষ্যেষিহ জন্মতঃ॥"

জ্ঞান, কর্ম্ম ও জন্ম-জনিত শক্তি-বিশেষ দ্বারা মনুষ্যেরা যুগে যুগে উৎকর্ষ বা অপকর্ষ লাভ করিয়া থাকে।

জীবের জন্ম অসীম। গর্ভাবস্থার পূর্ব্বে জীবের যে জন্ম থাকে, তাহাকে পূর্ব্ব জন্ম বলা যায়। গর্ভাবস্থার পরও তাহাদিগের প্রতিক্ষণই নূতন নূতন পরজন্ম হয়। কারণ মূর্ত্তামূর্ত্তের বিশেষ গুণ যে রূপাদি ও জ্ঞানাদি তাহা ক্ষণিক। পূর্ব্বে জীবের যে রূপাদি ও জ্ঞানাদি থাকে, প্রতিক্ষণে অলক্ষিত

রূপে তাহার ধ্বংস হইয়া নব নব রূপাদি ও জ্ঞানাদি হয়। ক্ষিত্যপ্‌তেজো-মরুদাদি অন্নই জীবদিগের শরীররূপে পরিণত হয়, কেন না, তাহার দ্বারাই শরীরের বৃদ্ধি ও তাহার অভাবে শরীরের ক্ষয় এবং এককালে অন্নোপ-যোগনাশে শরীরেরও নাশ হয়। অতএব যখন স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব শরীরের ক্ষণে ক্ষণে নাশ হইতেছে এবং তাহার বিশেষ গুণাদিরও নাশ হইতেছে এবং তৎপরক্ষণেই উপযুক্ত অন্নাদি দ্বারা পুনঃপুনঃ অন্য শরীর ও অন্য গুণাদি উৎপন্ন হইতেছে, তখন অবিনাশী জীবগণের জন্ম পুনঃপুনঃই হইতেছে বলিতে হইবে। অতএব ভূমিষ্ঠ ব্যক্তির ভূমিষ্ঠ হওয়া রূপ জন্ম, ব্রাহ্মণ-বীজ হইতে হওয়া হেতুক ঐ জন্মে ব্রাহ্মণত্ব থাকার সম্ভাবনা থাকিলেও তখন ব্রাহ্মণত্বসূচক কোনও জ্ঞান বা ক্রিয়া লক্ষ্য না হওয়াতে, তখন তাহাতে ব্রাহ্মণত্ব আছে এরূপ নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না। যদি পর পর জন্মে অর্থাৎ বয়োবৃদ্ধি সহকারে তাহা দেখা যায়, তবে তাহাকে ব্রাহ্মণ-জন্ম বলিব, যদি না দেখা যায়, তবে বলিব না। ব্রাহ্মণ-জন্ম পাইয়াও সে ব্রাহ্মণ-কার্য্য না করিলে তাহাকে সঙ্কর-বর্ণ বলিতে হইবে। কার্য্যই জ্ঞানের দ্যোতক; কার্য্য না দৃষ্ট হওয়াতে তাহার জ্ঞানও প্রমাণ হয় না। এই জন্যই জ্ঞান-দ্যোতক আচারই জাতি, ইহা মীমাংসা করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, "শূদ্রে চ তদ্ ভবেল্লক্ষ্যং দ্বিজে তচ্চ ন বিদ্যতে। ন বৈ শূদ্রো ভবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণো ব্রাহ্মণো ন চ॥" এই জন্যই বলিয়াছেন "ন যোনি র্ন চ সংস্কারঃ শ্রুতয়ো ন চ সন্ততিঃ। কারণানি দ্বিজত্বস্য বৃত্তমেব তু কেবলম্॥" এবং এই জন্যই এই নীতিরই অনুসরণ বেদজ্ঞেরা চিরকাল করিয়া আসিতেছিলেন। ভূমিষ্ঠতা মাত্রেই ব্রাহ্মণবর্ণ হয়, ইহা কখনও কেহ বলেন নাই।

যদি বলেন, অন্নোপযোগ অভাবেও যোগীদিগের শরীরস্থিতি দেখা যায়, অতএব অন্নাহার ব্যতিরেকেও শরীর থাকে, তবে অন্নই শরীর হয় ইহা কি প্রকারে বলি। আমরা সূক্ষ্ম ভূতাদির সহিত স্থূল অন্ন আহার না করিলে

বাঁচি না বটে, কিন্তু যোগীরা পত্র শাক বায়ু আদি ক্রমে উত্তরোত্তর লঘু ও সূক্ষ্মতর দ্রব্যের আহার অভ্যাস করেন। এইরূপে সূক্ষ্ম বস্তু মাত্র আহারে অভ্যাস হইলে, ভূমি-মধ্যে শতহস্ত নিম্নে প্রোথিত করিয়া রাখিলেও তাঁহারা ঐ সর্ব্বজীবরক্ষিণী পৃথিবী হইতেই সূক্ষ্ম আহার পাইয়া থাকেন। যত্নাহার্য্য স্থূল আহারের অভাবে তাঁহাদের শরীরধ্বংস হয় না। মৃত্তিকা জল বায়ু প্রভৃতির পরমাণু হইতেই তাঁহাদের শরীররক্ষা হয়। ভগবানের ইচ্ছাই এইরূপ। যদি বল, যোগীদিগের ন্যায় সামাজিকদিগেরও জাতিনাশ হউক। তাহা হইতে পারে না। ভগবান্ যোগিগণ লৌকিকাচার উত্তীর্ণ হওয়ায় তাঁহাদিগের পক্ষেই লৌকিক জাতিনাশ শ্রেয়স্কর, সামাজিকদিগের পক্ষে নহে। এইরূপে মুক্ত ব্যক্তিরও ক্রিয়ানাশ হেতুক জাতিনাশ হয়। অতএব কর্ম্মই সর্ব্বত্র জাতিসূচক। কর্ম্মই জাতি-লক্ষণ। এই জন্যই মনু পুনঃপুনঃ জ্ঞানার্জ্জন ও সদাচাররূপ ক্রিয়াকে জাতি বলিয়াছেন এবং ঐ ক্রিয়ালোপে আর্য্যগণের শূদ্রত্ব প্রাপ্তি লিখিয়াছেন, যথা—

"শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ॥"

অল্পে অল্পে বৈদিক ও স্মার্ত্ত ক্রিয়া সকলের লোপ হেতুক, এবং বেদ শাস্ত্রের অনধ্যয়ন হেতুক এই সকল দেশের ক্ষত্রিয় শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। যদিও পূজ্যাপূজ্যতার হেতুভূত হওয়াতেই ক্রিয়াকে সামান্যতঃ জাতি বলা হইয়াছে, তথাপি ঐ ক্রিয়াকে পণ্ডিতেরা সাধারণের বোধসৌকর্য্যার্থে প্রধানতঃ তিনভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। যথা জন্ম, জ্ঞান ও সদাচার। পূর্ব্ববর্ত্তী ক্রিয়াসন্ততিই মনুষ্যের উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট জন্মের কারণ হয়। এজন্য এই জন্মপ্রাপ্তিই ইহলোকে পূজ্যাপূজ্যতার প্রথম কারণ। জ্ঞান দ্বারা অনুভব, স্মরণ ও সংস্কারের পরিচয় পাওয়া যায়, এজন্য জ্ঞানকেই ইহ সংসারে পূজ্যাপূজ্যতার দ্বিতীয় কারণ বলিয়াছেন। সদসৎ কার্য্যে আবার ঐ জ্ঞানাদির পরিচয় পাওয়া যায়, এজন্য জগতে সদসৎ আচারকে

পূজ্যাপূজ্যতার তৃতীয় ও প্রধান কারণ বলিয়াছেন, অতএব জন্ম দ্বারা প্রকাশিত পূর্ব্বক্রিয়া ও তদুত্তর প্রকাশমান জ্ঞান কর্ম্মরূপ ক্রিয়া ইহলোকে পূজ্যাপূজ্যতার হেতু হইয়া থাকে। পূজ্যাপূজ্যতার হেতুভূত এই ত্রিবিধ ক্রিয়াসন্ততিই জাতি। এই ক্রিয়াসন্ততি না থাকিলে, বা বিচ্ছিন্ন হইলে জাতি থাকে না। অতএব ক্রিয়াই পূজ্যাপূজ্য জাতির প্রথম, মধ্যম ও চরম লক্ষণ।

শূদ্র অর্থাৎ নীচপ্রকৃতিক অসদাচার লোক হইতে জন্ম যাহার পূর্ব্ব অসৎকর্ম্মের পরিচায়ক, অথচ পরবর্ত্তী কর্ম্ম আর্য্যতার পরিচয় দিতেছে, সে অবশ্যই উৎকর্ষলাভ করিয়াছে, এজন্য সে শূদ্রজন্মা হইলেও প্রশংসনীয় ও পূজ্য। প্রাচীনকালে এইরূপ পুরুষেরা উত্তরোত্তর উচ্চজাতীয় কর্ম্ম অবলম্বন করিয়া ক্রমে উচ্চজাতি হইবার অধিকার পাইতেন; এমন কি, ক্রমে ব্রাহ্মণতা পর্য্যন্ত পাইতেন। আবার ব্রাহ্মণ হইতে জন্ম পূর্ব্ব সৎ-কর্ম্মের পরিচায়ক হইলেও যে অনার্য্য কার্য্য করিয়া অনার্য্যতার পরিচয় দিতেছে সে নিকর্ষ পাইয়াছে, এজন্য ব্রাহ্মণ হইতে জন্মিলেও সে পূজ্য নয়। এই পুরুষেরা উত্তরোত্তর নীচকর্ম্মা হইয়া নীচজাতি হইত। এইরূপে ব্রাহ্মণও ক্রমে শূদ্রজাতি হইত। কর্ম্মগুণেই এইরূপে শূদ্র ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ শূদ্র হয়। "শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চৈতি শূদ্রতাম্।" এজন্য ক্রিয়াই জাতির লক্ষণ, ক্রিয়ারক্ষাই জাতিরক্ষা, ইহা প্রাচীন ও অধুনাতন পণ্ডিতগণের মত।

ইতি প্রথমাধ্যায়ে জাত্যর্থনির্ণয়ে জাতিবর্ণ-বিচার নামক প্রথম অংশ।

বর্ণান্তর্গত জাতি

বা

অবান্তর জাতি।

ব্রহ্মজাতি হইতে ব্রহ্মজাতীয় স্ত্রীতে উৎপন্নেরা প্রকৃত ব্রাহ্মণজাতি হইলেও, শূদ্রেরা সেবার্থ সমাজে গৃহীত হইলে তাহারাও ব্রাহ্মণজাতি বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল। এতদ্দ্বারা স্পষ্ট বোধ হয় যে, অন্যান্য মনুষ্যজাতি হইতে বিশেষ করিবার নিমিত্ত ব্রাহ্মণেরা স্বীয় রাজ্যের বা স্বসমাজের সমস্ত লোকদিগকে ব্রাহ্মণ বলিতেন। শূদ্রজাতি ইহাদের গৃহীত-পুত্র-তুল্য পোষণীয় ছিল। ব্রাহ্মণদের স্বপুত্রদিগের সহিত এই গৃহীত পুত্রদের বিভেদ বুঝাইবার নিমিত্ত স্বপুত্রদিগকে অগ্রজ ব্রাহ্মণ ও গৃহীত শূদ্রদিগকে চরম ব্রাহ্মণ বলিতেন। অগ্রজ ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে অবিদ্বান্ ও অসচ্চরিত্রেরাও জাতিমাত্রে ব্রাহ্মণ ও পতিত হইয়া শূদ্রমধ্যে পরিগণিত হইতেন। বিদ্বান্ ও কর্ম্মবানেরা বিদ্যার ও স্ব স্ব গৃহীত কর্ম্মের বৈশিষ্ট্য হেতুক ছয় ভাগে বিভক্ত হইয়াছিলেন। যে সকল অগ্রজ ব্রাহ্মণ লোভদ্বেষাদি-পরিশূন্য হইয়া সমাজের মঙ্গলার্থ অধ্যয়ন, যজন, ক্রমে অধ্যাপন, যাজন এবং প্রতিগ্রহ ও দান অভ্যাস পূর্ব্বক শেষোক্ত কর্ম্মত্রয়কে উপজীবিকা স্বরূপ অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণজাতীয় ব্রাহ্মণকর্ম্মা বলিয়া বিশেষিত হইতেন। এই ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে যাঁহারা আধ্যাত্মিক ও শারীরিক বলে বলবত্তম, তাঁহাদিগকে সকলে মিলিয়া ব্রহ্মরাজ্যের উপদ্রব নিবারণার্থ ও সুচারুরূপে সমাজধর্ম্ম পরিচালনার্থ আপনাদিগের সকলের মূর্দ্ধাতে অভিষিক্ত করিলেন। ইঁহারা সর্ব্বপ্রকারে রাগদ্বেষাদিবর্জ্জিত জিতেন্দ্রিয় সর্ব্বগুণসম্পন্ন দেবতুল্য মহাপুরুষ। ইঁহারা সমাজের সকলের মূর্দ্ধাতে অভিষিক্ত বলিয়া মূর্দ্ধাভিষিক্ত ব্রাহ্মণ বলিয়া বিশেষিত হইলেন।

ইঁহারা ব্রাহ্মণজাতীয় ক্ষত্রকর্ম্মা বা ব্রহ্মক্ষত্র। ইঁহারা যাজনাস্থলে তদপেক্ষা গুরুতর রাজকার্য্য গ্রহণ করাতে ও ব্রাহ্মণদিগের অন্যান্য সমস্ত কার্য্য এই রাজকার্য্যাধীন হওয়াতে তাঁহারা যাজনাফলে বঞ্চিত হইবেন না বরং অধিকতর ফলভোগী হইয়া অধিক সম্মানার্হ হইবেন, ইহাই ব্রহ্মর্ষি-সমাজে স্থিরীকৃত হইয়াছিল। এইরূপে ঐ ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে যাঁহারা সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ, যাঁহারা আকাশস্থ গ্রহনক্ষত্রাদি হইতে ক্ষিতি, অগ্নি, বায়ু-সমন্বিত বিশ্বের সমস্ত পদার্থের তত্ত্বজ্ঞ, রাগদ্বেষাদিশূন্য, জিতেন্দ্রিয়, যে মহাপুরুষেরা ব্রাহ্মণ-জাতির মঙ্গলার্থ শান্তি, স্বস্ত্যয়ন ও চিকিৎসা-কার্য্য অবগত হইয়াছিলেন, বিদ্বচ্ছ্রেষ্ঠ যে মহাত্মাদিগকে ব্রাহ্মণেরা সমবেত হইয়া চিকিৎসার্থ বরণ করিয়াছিলেন, সেই বিদ্বচ্ছ্রেষ্ঠ বা বৈদ্যব্রাহ্মণেরা প্রাণিগণের শারীর, মানস ও আগন্তুজ নানাবিধ ভয়ত্রাণ হেতুক অম্বস্থানীয় অর্থাৎ পিতৃস্থানীয় হওয়াতে অম্বষ্ঠ বা সর্ব্বতাত শব্দে কথিত হইতেন, ভেষণ অর্থাৎ রোগত্রাণ হেতুক ভিষক্ শব্দেও কথিত হইতেন। ইঁহারাও যাজনার পরিবর্ত্তে এই গুরুভার কার্য্যে বৃত হওয়াতে চিকিৎসা-কার্য্য দ্বারাই নিঃশ্রেয়সের অধিকারী হইতেন। এই তিন শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা অগ্রজ ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ-বর্ণ, বিপ্রবর্য্য, দ্বিজমুখ্য ইত্যাদি শব্দে কথিত হইয়া থাকেন। ইঁহাদের সকলকেই ষট্‌কর্ম্মা ব্রাহ্মণ বলা যায়; কারণ দ্বিজোচিত অধ্যয়ন, যজন ও দান এই তিন প্রধান কার্য্যের সহিত ব্রাহ্মণেরা অধ্যাপনা ও যাজনা এবং বৈদ্যেরা অধ্যাপনা ও চিকিৎসা পূর্ব্বক সৎপাত্র হইতে অযাচিত প্রতিগ্রহ দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিয়া ষটকার্য্যের পূরণ করেন এবং মূর্দ্ধাভিষিক্তেরা সমস্ত বর্ণকে কর্ত্তব্য কর্ম্মে স্থাপন ও প্রজাগণের রক্ষা বিধান পূর্ব্বক ষষ্ঠাংশ বৃত্তি গ্রহণ করিয়া ষট্‌কর্ম্মের পূরণ করিয়া থাকেন। ক্ষৎ ত্রাণ ইঁহাদের প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণেরা যাজন দ্বারা, বৈদ্যেরা চিকিৎসা দ্বারা এবং মূর্দ্ধাভিষিক্তেরা ধর্ম্মকার্য্য শত্রুনাশ দ্বারা প্রজাদের ক্ষতত্রাণ করিয়া থাকেন, একারণ ইঁহারা সকলেই ব্রাহ্মণবর্ণীয় ক্ষত্র বা ব্রহ্মক্ষত্র। ইঁহারা

চাতুর্ব্বর্ণ্যের পূজনীয় ও জগতের প্রভু। কিন্তু যাঁহারা শেষোক্ত এই ত্রিবিধ ব্রাহ্মণকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া লোভ বা বিষয়াসক্তি বশতঃ পূর্ব্বোক্ত দ্বিজ-সাধারণ কর্ম্মত্রয়ের সহিত যুদ্ধকার্য্যাদি বলসূচক কার্য্য গ্রহণ করিয়া রাজা হইয়াছিলেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণজাতীয় ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণবর্ণীয় নয়; এবং যাঁহারা যুদ্ধকর্ম্মা, কিন্তু রাজা, রাজপুত্র বা রাজদৌহিত্র নয়, তাঁহারা মাহিষ্য। যাঁহারা অর্থলোভে দ্বিজসাধারণ-কার্য্যত্রয়ের সহিত কৃষি-বাণিজ্য ও পশু-পালন দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করেন, তাঁহারা বৈশ্য। যে ব্রাহ্মণজাতীয়েরা কেবল মূর্দ্ধাভিষিক্ত ও ক্ষত্রিয় রাজাদের বংশাবলী বর্ণনা ও তাঁহাদের কীর্ত্ত্যাদি ঘোষণা করিয়া বা কথকতা করিয়া উপজীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন তাঁহারা সূত বা ক্ষত্রিয়াপসদ, এইরূপ রাজাদিগের নিত্য স্তুতিপাঠজীবী মাগধ বা বন্দী ও সামান্য বস্তুর বাণিজ্যকারী বৈদেহকজাতি বৈশ্যাপসদ ছিলেন। এইরূপে একই ব্রাহ্মণজাতির ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মাব-লম্বী লোকেরা ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ ও তদন্তর্গত জাতি বলিয়া বিভক্ত হইয়াছিলেন এবং অদ্যাপি সেইরূপে বিভক্ত আছেন। কি প্রাচীনকালে কি বর্ত্তমানকালে ব্রাহ্মণ ও শূদ্রব্যতীত অন্য কোন জাতি ছিল না এবং অদ্যাপি নাই। সমাজস্থ লোকদিগকে ব্রাহ্মণ বা শূদ্র এই দুই জাতির অন্যতর বলিতে হইবে; এবং কর্ম্মানুসারে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য বা শূদ্রবর্ণ বলিতে হইবে। আমরা পূর্ব্বে যে ছয় জাতি ব্রাহ্মণের নাম করিয়াছি, ইহারা শূদ্র না হওয়ায় পূর্ব্বোক্ত বর্ণত্রয়ের মধ্যে কোন না কোন বর্ণের অন্তর্গত। সমুদায় সংহিতাকারেরা ও প্রাচীন গ্রন্থকর্ত্তারা ব্রাহ্মণ, মূর্দ্ধাভিষিক্ত ও অম্বষ্ঠ এই তিন জাতি ব্রাহ্মণকর্ম্মাকে ব্রাহ্মণবর্ণীয় বলিয়াছেন, ক্ষত্র ও মাহিষ্যদিগকে ক্ষত্রবর্ণীয়, এবং কুসীদ বা পণ্যোপজীবী-দিগকে বৈশ্যবর্ণ বলিয়াছিলেন। ইঁহারা সকলেই ব্রাহ্মণজাতীয় পুরুষ হইতে ব্রাহ্মণজাতীয়া স্ত্রীতে উৎপন্ন। যখন একই জাতি মধ্যে কর্ম্ম লইয়াই বর্ণবিভাগ হইয়াছিল, তখন অবশ্যই বর্ণবিভাগের পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ-

সমাজের বর্ণমূল ঐ কর্ম্ম সকল, তাদৃশ জ্ঞান ও ঐ সকল জ্ঞান ও কর্ম্মের অনুষ্ঠাতৃবর্গও ঐ জাতি মধ্যে ছিল এবং তাঁহাদের তদনুযায়ী নামও গৌরবাদিও ছিল ইহা স্বীকার করিতে হইবে। শ্রুত্যাদিই তাহার প্রমাণ। ইহার অন্যথা প্রমাণ হয় না।

যখন এক এক গুণকর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিরা এক এক সম্প্রদায়-বদ্ধ হইয়া পৃথক্ পৃথক্ বর্ণ ও জাতি-নিবদ্ধ হইল, তখন হইতে ভিন্ন ভিন্ন জাতীয়দিগের বিবাহাদি সংস্কার ও উপজীবিকাদিও বংশানুক্রমে বিধিবদ্ধ হইয়াছিল। এই নিয়মে ব্রাহ্মণবর্ণীয় যাজক, মূর্দ্ধাভিষিক্ত ও অম্বষ্ঠেরা জাতিতে ভিন্ন হইলেও সবর্ণ ছিলেন। এই তিন শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা সবর্ণা পত্নীতে যে সকল পুত্র উৎপাদন করিতেন তাহারা সবর্ণ হইয়া যাজনাদি উপজীবিকার অধিকারী হইতেন, ক্ষত্রিয়া পত্নীতে যে সকল পুত্র উৎপাদন করিতেন তাঁহারা মূর্দ্ধাভিষিক্ত জাতি হইয়া সবর্ণ হইতেন ও ব্রহ্মরাজ্যে রাজত্ব করিবার অধিকার পাইতেন এবং বৈশ্যজাতীয়া পত্নীতে যে সকল পুত্রোৎপাদন করিতেন তাহারা অম্বষ্ঠজাতীয় হইয়া সবর্ণ হইতেন ও ব্রাহ্মণজাতির শান্তি স্বস্ত্যয়ন ও চিকিৎসার অধিকার পাইতেন। এইরূপে ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়াতে জাত পুত্র ক্ষত্রিয়জাতি হইয়া সবর্ণ হইয়া সামন্তাদি রাজত্বে অধিকার পাইতেন এবং বৈশ্যাতে জাত পুত্র মাহিষ্যজাতি হইয়া ক্ষত্রিয় হইয়া যুদ্ধাদি কার্য্যে অধিকার পাইতেন। বৈশ্যের পত্নী বৈশ্যজাতীয়াই হইত সুতরাং বৈশ্যবর্ণ মধ্যে জাতিভেদ ছিল না। সবর্ণা ও অনুলোমা বিবাহেরই নিয়ম ছিল, এবং এই সকল স্ত্রী যথাশাস্ত্র পরিণীতা হইলে তদুৎপন্নেরাই সৎ জাতি বলিয়া গণ্য হইত। অন্যথা অপসদ বলিয়া নিন্দিত হইত ও মাতৃজাতীয়া হইত।

ব্রাহ্মণ ও শূদ্রে যে সকল জাতি উৎপন্ন হইয়াছিল তাহারা বস্তুতঃ সঙ্কর জাতি, কিন্তু উদারচেতা ব্রাহ্মণেরা শূদ্রদিগকেও ব্রাহ্মণ জাতি মধ্যে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ ব্রাহ্মণ গুণ সম্পন্ন হইলে

তাহাকে ব্রাহ্মণবর্ণ বলিয়াও স্বীকার করিয়াছিলেন। তাহার সহিত একত্র ভোজনাদি করিয়াছিলেন এবং ব্রাহ্মণ নিয়মে তাহাদের কন্যা বিবাহার্থ গ্রহণ করিতেন। তাঁহারা কেবল ব্রাহ্মণ ও শূদ্রমিশ্র জাতিকে সঙ্কীর্ণ জাতি না বলিয়া এই সাধারণ নিয়ম করিয়াছিলেন যে প্রাচীনকাল হইতে জাতীয় প্রথা মতে পরিণীতা না হইলে তাহাতে জাত পুত্রেরা সজাতি ও সবর্ণ হইবে না। অবিহিত রূপে উৎপাদিত পুত্রেরা মাতাপিতার মধ্যে যে নিকৃষ্টবর্ণীয় হইবে তাহারই বর্ণীয় সংস্কারাদি পাইবে।

দ্বিজদিগের কোনও বর্ণ যদি শূদ্রাতে পুত্রোৎপাদন করে তবে সেই পুত্রও অনুলোমবর্ণাতে উৎপন্ন হওয়ায় ঐ সাধারণ নিয়মানুসারে মাতৃবর্ণীয় হইয়া শূদ্রই হইবে কিন্তু সঙ্কীর্ণ জাতি হইবে না; তবে যদি নিকৃষ্টবর্ণীয় পুরুষেরা উৎকৃষ্ট বর্ণীয়া স্ত্রীতে পুত্রোৎপাদন করে তবে ঐ পুত্রেরা সামাজিক নিয়ম বহির্ভূতরূপে উৎপাদিত হওয়ায় সমাজ বহির্ভূত সঙ্কীর্ণ জাতি হইয়া পিতৃবর্ণীয় অপসদ হইবে। পিতা যত নিকৃষ্ট বর্ণ ও মাতা যত উৎকৃষ্ট বর্ণ হইবে, পুত্রেরা তত নিকৃষ্টপ্রকার বাহ্য অপসদ হইবে। এইরূপে সর্ব্ব-নিকৃষ্ট বর্ণ শূদ্র হইতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণবর্ণে যে শূদ্র হয়, সে সকল জাতির অধম চণ্ডাল নামক জাতি হয়। এইরূপে বিবাহের অযোগ্য সম্পর্ক-যুক্তা সবর্ণাতেই হউক বা অনুলোমাতেই হউক, যে সকল পুত্র জন্মে তাহারাও সঙ্কীর্ণ জাতি হয় এবং তৃতীয়তঃ যে সকল পুরুষ স্বজাতি-নির্দ্দিষ্ট জীবিকা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য জাতির জীবিকা অবলম্বন করে, তাহারাও পতিত ও সঙ্কীর্ণ বর্ণ হইয়া বাহ্য জাতি হয়। এই ত্রিবিধ সঙ্কর জাতি ব্যতীত ও তাহাদের সন্তানাদি ব্যতীত অন্য কোনও প্রকার সঙ্কীর্ণ জাতি নাই। এই সকল বর্ণ ও বর্ণান্তর্গত জাতির কার্য্য ও জীবিকার বিষয় লক্ষ্য করিয়া ঋষিরা ভগবান্ মনুকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—

"ভগবন্ সর্ব্ববর্ণানাং যথাবদনুপূর্ব্বশঃ।
"অন্তরপ্রভবাণাঞ্চ ধর্ম্মান্নো বক্তুমর্হসি॥" মনু ২অ ২শ্লো

এস্থলে "অন্তরপ্রভবাণাম্" এই পদের অর্থ—"বর্ণান্তর্গতজাতীনাং ব্রাহ্মণমূর্দ্ধাভিষিক্তাম্বষ্ঠাদীনাং সূতমাগধাদীনাঞ্চ" অন্যত্র "বর্ণানাং সান্তরালানাম্" ইত্যাদি বাক্যাংশের এইরূপ মর্ম্ম সর্ব্বত্র প্রকাশিত। এই বর্ণান্তর্গত জাতি মধ্যে শ্রেষ্ঠজাতি ব্রাহ্মণ, মূর্দ্ধাভিষিক্ত, অম্বষ্ঠ হইতে নিকৃষ্টতম চণ্ডাল পর্য্যন্ত সমস্ত জাতি আছে। একটি বর্ণ মধ্যে কতকগুলি ধর্ম্ম সাধারণ থাকিলেও জাতীয় ধর্ম্ম বা জীবিকা ভিন্ন ভিন্ন থাকে। এই জন্য বর্ণসাধারণ ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিয়াও বর্ণান্তর্গত জাতিধর্ম্ম বিষয়েও প্রশ্ন করিয়াছেন। মনুও তৎ সমস্ত প্রথমতঃ সাধারণতঃ ও পশ্চাৎ বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন। কিন্তু বৈদ্যবিদ্বেষী মেধাতিথি কুল্লূক প্রভৃতি "অন্তরপ্রভবাণাম্" এই শব্দটী পাইয়া ইহার অর্থ লিখিলেন "সঙ্কীর্ণজাতীনাঞ্চাপি" এবং উদাহরণে "অম্বষ্ঠকরণক্ষত্তৃপ্রভৃতীনাম্" লিখিয়া অম্বষ্ঠদিগকেও সঙ্কীর্ণ জাতি বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন এবং তাহার পরেই যথারুচি অম্বষ্ঠগণের প্রতি তীব্র গালিবর্ষণ করিয়াছেন। কিন্তু সে সকল কথা পরে হইবে, এক্ষণে আমরা জাতিশব্দের মর্ম্মই বুঝাইতেছি। কেবল কুল্লূকাদিকৃত 'অন্তরপ্রভবাণাম্' পদের অর্থটী যে ঠিক হয় নাই, তাহাই সাধারণকে বলিয়া দিতেছি। ইহার প্রমাণপ্রয়োগাদি যথাস্থলে করিব। এক্ষণে কেবল এই উপসংহার করিতেছি যে, এই আর্য্যসমাজে যত লোক আছেন, তাঁহারা অবশ্য দ্বিজ বা শূদ্র হইবেন। শূদ্রকর্ম্মে ভ্রষ্ট না হইলে দ্বিজাতে দ্বিজজাতেরা শূদ্র হয় না। দ্বিজ হইলে পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণাদি ছয় জাতির মধ্যে অবশ্যই কোন জাতি হইবে। দ্বিজাতির স্ত্রীতে দ্বিজাতি হইতে যাঁহারা অবিহিতরূপে উৎপাদিত, তাঁহারা দ্বিজাপসদ অর্থাৎ দ্বিজমধ্যে নিকৃষ্টজাতি হন, তথাপি শূদ্র হন না। সবর্ণাও অনুলোমা দ্বিজাতে যাহারা জন্মে তাহারা সকলেই সামাজিক। এতদতিরিক্ত সমাজবাহ্য সূতাদি তিন জাতীয় দ্বিজাপসদ আছে, ইহারাও দ্বিজসংস্কার পাইয়া থাকে। এই সমস্ত অপসদেরা জ্ঞানাধিক্য ও সৎকর্ম্মাদির প্রভাবে শ্রেষ্ঠদ্বিজাতি-মধ্যে পরিগণিত হইতে পারিতেন এরূপ নিয়ম ছিল। ইঁহার

যেমন বিদ্যা ও আচারাদি গুণে সদ্দ্বিজ-মধ্যে গণ্য হইতেন, তেমনই সদ্দ্বিজের পুত্রেরাও সদাচার অভাবে পতিত হইয়া সঙ্কীর্ণজাতি-মধ্যে গণ্য হইতেন এরূপ নিয়ম চিরকাল চলিয়া আসিয়াছে। যথাকালে উপনয়ন-সংস্কার-রহিত বিদ্যাবিহীন ব্রতহীন ব্রাত্যনামক দ্বিজেরা এবং তৎপুত্র ভূর্জ্জকণ্টকাদি-রাও বাহ্যতর দ্বিজ জাতি। তাহাদের জন্ম দ্বিজজাতি হইতে, শূদ্র হইতে হয় নাই। শূদ্রজাত শূদ্র হইতে তাহাদের এইমাত্র বিশেষ। অন্যথা সাধারণতঃ তাহারা শূদ্র, অপধ্বংসজ বা পতিত দ্বিজ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। এতদতিরিক্ত শূদ্র মাতা হইতে বা শূদ্র পিতা হইতে যাহারা জাত, তাহারাও অপধ্বংসজ ও শূদ্র বলিয়া গণ্য। মাতাপিতা উভয়ে শূদ্র হইলে তাহারা শূদ্রই হয়। এইরূপে দ্বিজ ও দ্বিজাপসদ যত আছে, তাহারা সংস্কার ও কর্ম্মানুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্যবর্ণ হয়। দ্বিজেরা এই তিন বর্ণ ভিন্ন অন্য বর্ণ হয় না। ব্রাত্যেরা দ্বিজপুত্র হইয়াও যথাকালে দ্বিজসংস্কার না পাওয়ায় পতিত ও শূদ্র হইয়াছে, এইরূপ বিদ্যারহিত অসদা-চার দ্বিজপুত্রেরা শূদ্র হইয়া বাহ্যজাতি হইয়াছে। এতদতিরিক্ত শূদ্রসম্পর্কে জাত সমুদায় পুত্র শূদ্রবর্ণ হয়।* ব্রাহ্মণ-রাজ্যান্তর্ব্বর্ত্তী সমস্ত জাতি এইরূপে চারিবর্ণের অন্যতম বর্ণ হয়, বর্ণহীন হয় না। ব্রাহ্মণরাজ্যের বহির্ভূত জাতিরাই বর্ণ নাম পায় না, তাহারা দস্যু বা ম্লেচ্ছ নামে অভিহিত হয়। ইহারা ব্রাহ্মণ-নিয়মের ব্রাহ্মণ-শাসনের বহির্ভূত। ব্রাহ্মণ নিয়মে ব্রাহ্মণ শাসনে থাকিলে ইহারা ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক গৃহীত ও শূদ্র নামে অভিহিত হইত। জাতি-সংবন্ধে এই সকল বাক্য সর্ব্বশাস্ত্রসিদ্ধ, ব্যবহারসিদ্ধ ও সদ্যুক্তিসিদ্ধ।

ইতি জাত্যর্থনির্ণয়নামক প্রথমাধ্যায়ে দ্বিতীয় অংশ।

---

* শূদ্রগণের বিশেষ বিশেষ জাতি নাম এ গ্রন্থে দেওয়া নিষ্প্রয়োজন।

বৈদ্যজাতির প্রাচীনতা ও বৈদ্য হইতে মূর্দ্ধাভিষিক্ত ব্রাহ্মণের উৎপত্তি।

অনেকে মনে করেন বৈদ্যজাতি আধুনিক। সেটী সম্পূর্ণ ভ্রম। ব্রাহ্মণদের জাতিবিভাগ ও বর্ণবিভাগ এই দুইটীই সমকালিক। যে দ্বিজ-জাতি বিভক্ত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন তিন বর্ণ হইয়াছিলেন, বৈদ্যেরা সেই তিন বর্ণের মধ্যে প্রথম বর্ণের অন্তর্গত ছিলেন। ইহা সপক্ষ বিপক্ষ সর্ব্ববাদি-সম্মত। কারণ বিপক্ষেরাও বলেন, "সত্যে বৈদ্যাঃ পিতৃস্তুল্যা স্ত্রেতায়াঞ্চ তথা স্মৃতাঃ" ইহার অন্যথা শাস্ত্র ব্যবহার বা যুক্তি নাই বলিয়াই তাঁহারা ইহা স্বীকার করিয়া থাকেন। তাঁহারা "দ্বাপরে ক্ষত্রবৎ প্রোক্তাঃ" এই বাক্যে বৈদ্যগণকে দ্বাপরে ক্ষত্রতুল্য বলেন কিন্তু আমরা সেই সত্যকালেও তাঁহাদিগকে ক্ষত্রতুল্য বলিয়া থাকি, তাঁহারা ইহাদিগকে কলিকালে বৈশ্য-তুল্য বলেন, কিন্তু আমরা সেই সত্যকালেও তাঁহাদিগের অনেককে বৈশ্যতুল্য দেখিতে পাই। কারণ জাতির মূল এই ব্রাহ্মণেরাই কতক বৈশ্য, কতক ক্ষত্র, কতক ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। অবিভাগকালে ইঁহাদের যে যে সম্প্রদায় যে যে রূপ ছিলেন, বিভাগকালেও সেই সেই সম্প্রদায় সেইরূপ হইয়াই বৈশ্য ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ বর্ণ বলিয়া পরিচিত ছিলেন। ইঁহারা বিদ্বান্ জাতি বলিয়াই ব্রাহ্মণ ও বিদ্বান্ বলিয়াই বৈদ্যনামে অভিহিত। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই মূলজাতির মধ্যে ব্রহ্মর্ষি, মহর্ষি,বৈদ্য,ক্ষত্র প্রভৃতি উপাধিধারী ব্রাহ্মণ ছিলেন; কিন্তু তাহার প্রমাণ দিই নাই। এক্ষণে তাহার দুই একটী প্রমাণ দিতেছি। দেবাসুরদের প্রসিদ্ধ বিবাদের পূর্ব্বে যে বৈদ্য ধন্বন্তরি দিবো-দাসের জন্মবৃত্তান্ত মহাভারতাদিতে প্রসিদ্ধ আছে, সমস্ত বেদের আধারভূত সমস্ত ব্রাহ্মণের পূজনীয় সেই বৈদ্য দিবোদাস ধন্বন্তরি যে স্বয়ং চাতুর্ব্বর্ণ্য-বিভাগের পূর্ব্ববর্ত্তী শূদ্রমূল জাতিগণকে পরাজিত করিবার নিমিত্ত সেই দেবা-সুর-যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন তাহাই নিম্নোদ্ধৃত ঋক্ বচন সকলে দেখাইতেছি।

(১) "শতমশ্মন্ময়ীনাং পুরামিন্দ্রো ব্যাস্থৎ দিবোদাসায় দাশুষে।"

(২) "অব গিরের্দাসং শম্বরং হন্ প্রাবো দিবোদাসম্॥৬।২৬।৫

(৩) "অহং পুরো মন্দসানো ব্যৈরং নব সাকং নবতীঃ শম্বরস্য।
শততমং বৈশ্যং সর্ব্বতাতং দিবোদাসমতিথিগ্বং যদাবম্॥"

৪ম। ২৬সূ। ৩ঋ

(১) ইন্দ্র দিবোদাসকে দিবার নিমিত্ত একশত প্রস্তরময়ী নগরী জয় করিয়াছেন।

(২) পর্ব্বতের উপত্যকাতে শম্বরদাসকে হনন করিয়াছ এবং দিবোদাসকে রক্ষা করিয়াছ।

(৩) আমি উৎসাহিত হইয়া শম্বরের নিরানব্বইটী নগর ধ্বংস করিয়াছি এবং শততম নগরটী সকলের পিতৃস্বরূপ (অম্বষ্ঠ) অতি তেজস্বী বৈশ্য দিবোদাসকে রক্ষা করিয়া তাঁহার বাসার্থ প্রদান করিয়াছি।

বিদ্বান্ ভিষক্‌গণই যে বৈদ্য তাহা এই বৈদ্য নাম দ্বারাই জানা যায় এবং এই ভিষক্‌গণ যে বিপ্রও ব্রাহ্মণ শব্দে উক্ত হইয়াছেন তাহাও দ্বিজগণের বর্ণবিভাগের পূর্ব্বকালের এই ঋগ্বেদেই জানা যায়।

যত্রৌষধীঃ সমগ্মত রাজানঃ সমিতাবিব।
বিপ্রঃ স উচ্যতে ভিষগ্ রক্ষোহামিব চাতনঃ॥ ঋগ্বেদ ১০ম ৯৭সূ।

আমাদের রাজা এই ব্রাহ্মণ যেমন রাক্ষস বধার্থ শরপ্রয়োগ করেন তেমনই রোগবিনাশার্থ ওষধীরও প্রয়োগ করেন। ইঁহাকে ভিষক্ বলা যায়।

ওষধয়ঃ সমবদন্ত সোমেন সহ রাজ্ঞা।
যস্মৈ কৃণোতি ব্রাহ্মণস্তং রাজন্ পারয়ামসি॥ ঋগ্বেদ

ওষধিরা আপনাদিগের রাজা ওষধীশ চন্দ্রের নিকট বিজ্ঞাপন করিয়া বলিলেন, এই ব্রাহ্মণ (বৈদ্য) যাহার নিমিত্ত আমাদের মূল খনন করিতেছে তাহাকে আপনি রোগমুক্ত করিয়া সবল করুন।

ব্রহ্মা সকল বর্ণের মূল পুরুষ বলিয়া যেমন সর্ব্বলোক-পিতামহ বলিয়া কথিত হইয়াছেন সেইরূপ এই বৈদ্য ব্রাহ্মণেরাও সকল বর্ণের মূল দ্বিজজাতি বলিয়া অম্বষ্ঠ অর্থাৎ পিতৃস্থানীয় ও পূর্ব্বোক্ত বেদবচনে সর্ব্বতাত বলিয়া কথিত হইয়াছেন, রামায়ণে ও এই বৈদ্যেরা তাতবৈদ্য শব্দে উক্ত হইয়াছেন।

কেহ কেহ বলিতে পারেন যে বৈদ্যব্রাহ্মণেরাই যদি সকল ব্রাহ্মণের মূলপুরুষ তবে তাঁহারা ব্রাহ্মণবর্ণের মধ্যে তৃতীয় জাতি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইলেন কেন? আমাদের প্রদর্শিত জাত্যুৎপত্তি-সূচক আরণ্যক শ্রুতি-বচনের দ্বিতীয় অর্থ দ্বারা জানা যায় যে ক্রমে ক্রমে উন্নতিশীল এই জগতে শূদ্রবৈশ্যাদিক্রমে ক্ষত্রজাতির উৎপত্তি হইয়াছে ও এই ক্ষত্রিয় হইতেই ব্রাহ্মণ বর্ণের উৎপত্তি হইয়াছে। এক্ষণে এই ব্রাহ্মণ বর্ণের মধ্যেও যদি তদন্তর্গত জাতিত্রয়ের উৎপত্তিক্রম ধরা যায় তবে এই বৈদ্যজাতিই সকলের প্রথমে উৎপন্ন বলিতে হয়, মূর্দ্ধাভিষিক্ত তাহার পর ও ব্রাহ্মণ তাহার পর সকলের শেষে উৎপন্ন হইয়াছেন। এইরূপে বৈদ্যব্রাহ্মণেরা সকল ব্রাহ্মণের মূলীভূত হইলেও ইঁহারা গৌরবে প্রথম নন, সর্ব্বশেষে উৎপন্ন ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণেরাই ব্রাহ্মণত্বের চরমসীমায় জাত হওয়ায় সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবান্বিত মূর্দ্ধাভিষিক্তেরা দ্বিতীয় ও অম্বষ্ঠেরা তৃতীয় গৌরবপদে অধিষ্ঠিত হইয়া থাকেন। যেমন শূদ্র, বৈশ্যাদি জাতির মূল হইলেও ব্রাহ্মণাদি পরবর্ত্তী জাতি অপেক্ষা গৌরবান্বিত নয়, মূলজাতি বলিয়া আদরণীয় হইলেও ব্রাহ্মণাদি অপেক্ষা নিকৃষ্ট বলিয়াই গণ্য হয়, তেমনই ব্রাহ্মণদিগের শ্রেণীত্রয়ের মধ্যে বৈদ্যেরা মূল দ্বিজজাতি বলিয়া আদরণীয় হইলেও অত্যুন্নত ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণ অপেক্ষা নিকৃষ্ট বলিয়াই গণ্য হইয়াছিলেন। শরীর রক্ষা সকল শ্রেয়ের মূল হইলেও যে জাতি হইতে সেই শ্রেয়ের পথ প্রদর্শিত হয়, সেই জাতি অবশ্যই সকল জাতির সমধিক গৌরবপাত্র।

একটু অনুসন্ধান করিলেই জানা যায় যে, আরণ্যক শ্রুত্যুক্ত নিয়মা-

সুসারে বৈদ্যব্রাহ্মণেরাও আবার ক্ষত্রবংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। পুরাণাদি বৃত্তান্ত দর্শন করিলেও এই যুক্তিমূলক বাক্যের আরও দৃঢ়তা প্রতিপন্ন হইবে। বিদ্বান্ যে বৈদ্যজাতি, মনু যে জাতির আদি রাজা, সেই জাতি সূর্য্য ও চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় বলিয়া জগতে প্রসিদ্ধ; বিদ্বান্ এই জাতি ব্রাহ্মণ বলিয়াও প্রসিদ্ধ বটে, কিন্তু ঐ ব্রাহ্মণশব্দ জাতিবাচক। ইঁহাদের মধ্যে যাঁহারা রাজা তাঁহারা ক্ষত্রিয় বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন, ইঁহাদেরই সুবিশেষ বিবরণ পুরাণে দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই উভয় ক্ষত্রবংশ হইতেই সমুদায় তেজস্বী ব্রাহ্মণবর্ণের উৎপত্তি দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়েরা বিশিষ্টরূপ আয়ুর্ব্বেদ-বিদ্যা-হেতুক ঐ দুই নামের অতিরিক্ত অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় বা ব্রহ্মক্ষত্রিয় নামের অতিরিক্ত অম্বষ্ঠ বা বৈদ্য এই অপর নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। এই বৈদ্যেরা অতি ধীর, শান্ত-স্বভাব ও বিমলচিত্ত হইয়া থাকেন। এই উভয়-বংশীয় ক্ষত্রগণ হইতে প্রথমতঃ বৈদ্যব্রাহ্মণেরই উৎপত্তি হইয়াছিল, অনন্তর মূর্দ্ধাভিষিক্ত ও সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণেরও উৎপত্তি হইয়াছিল, ইহা এই রাজাদের বংশাবলী পাঠেই স্পষ্ট অবগত হওয়া যায়। ঐ ক্ষত্রিয়গণ হইতে কেবল যে ব্রাহ্মণবর্ণেরই উদ্ভব হইয়াছিল এমন নয়, পরন্তু ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণেরই উৎপত্তি হইয়াছিল। বর্ত্তমান ব্রাহ্মণাদি সমুদায় জাতির মূল ঐ ক্ষত্রবর্ণোদ্ভূত ব্রহ্মষিরাই গোত্ররূপে অভিহিত হইয়া থাকেন। অজ্ঞেয় প্রাচীন কালের অত্রি, অঙ্গিরা, ভৃগু, বশিষ্ঠ, গোতম, ধন্বন্তরি, বিশ্বামিত্র বা কৌশিক, জামদগ্ন্য, চ্যবন, মুদ্গল, বাৎস্য, গর্গ, শক্তি, ভরদ্বাজ, শাণ্ডিল্য, সাবর্ণি, আদ্য, মধু, বৈশ্বানর, শালঙ্কায়ন, আলম্বাল প্রভৃতি ঋষিরা ক্ষত্রবংশোদ্ভূত বৈদ্যব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহাদেরই বংশধরেরা রাজা হইয়া মূর্দ্ধাভিষিক্ত নামে, চিকিৎসক হইয়া অম্বষ্ঠ নামে, ও ব্রহ্মজ্ঞ হইয়া ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত হইয়াছেন। সেই সমস্ত ঋষিদেরই বংশোদ্ভূত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রেরা অদ্যাপি ধরাতলে তাঁহাদেরই নামে আপনাদিগের পরিচয় দিতেছেন, কিন্তু সে

সমস্তের সবিশেষ বৃত্তান্ত এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে দেওয়া যায় না। বৈদ্যগণের ধারাবাহিক কুলপরিচয় দেওয়াও এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে। বর্ণপরিচয়-মাত্র উদ্দেশ্য থাকায় তদর্থ যতটুকু আবশ্যক,তাহাই ইহাতে কথিত হইবে।

অনন্তকালের মধ্যে কোন একটী প্রলয়ের পর ব্রহ্মার সৃষ্টিকাল হইতেই যে বৈদ্যেরা আছেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই এবং এই বৈদ্য হইতেই যে সমস্ত বর্ণের উৎপত্তি তদ্বিষয়েও সন্দেহ নাই, কিন্তু সে ইতিহাস মনুষ্যের অপ্রাপ্য। যদি কেহ বৈদ্যজাতি সম্বন্ধে প্রাচীনতম ইতিহাস জানিতে চান, তবে আমরা তাঁহাকে সেই ইতিহাসের যুক্তিযুক্ত বিজ্ঞানমাত্র দিতে পারি।

দ্রব্য ও গুণ কখনই পৃথক্ থাকিতে পারে না। সুতরাং সৃষ্টিকাল হইতে দ্রব্যের গুণ দ্রব্যের সঙ্গে সঙ্গেই আছে। মনুষ্যের গুণ,দোষ,ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, কর্ম্ম, অকর্ম্ম,—এক কথায় মনুষ্যের সমুদায় স্বভাব মনুষ্যের প্রথম আবির্ভাব-কাল হইতেই তাহার সঙ্গে সঙ্গে প্রস্ফুট বা অস্ফুট ভাবে আসিয়াছে। বস্তুর গুণাগুণজ্ঞান এবং বস্তুর সহিত আপনার সম্বন্ধজ্ঞানও মনুষ্যের জ্ঞানরূপে স্বভাবতঃই তাহাতে ক্রমশঃ প্রস্ফুটিত হইয়া আসিতেছে। মনুষ্যের সৃষ্টির সঙ্গে তাহার স্বাস্থ্য, রোগ এবং মৃত্যুও তাহার সহিত আসিয়াছে। সুতরাং কোনও কালে মনুষ্য নির্দ্দোষ বা নীরোগ অথবা অমর ছিলেন, ইহা প্রতিপন্ন করা যায় না। কখনও কোনও দেহীর দেহ যদি বাস্তবিকই অবিনশ্বর হইতে পারিত, তাহা হইলে পরমযোগী মহামহোপাধ্যায় মহর্ষিগণ একবাক্যে "জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ" এই বাক্যে আত্মারই অবিনশ্বরত্ব প্রতিপাদনপূর্ব্বক দেহনাশের অবশ্যম্ভাবিতা প্রতিপাদন করিতেন না এবং নিয়ত ধ্বংসশীল শরীরকে ব্যাধির আলয় বলিয়া প্রতিপাদন করিতেন না। রোগ যখন নিশ্চয়ই সম্ভব, তখন রোগ হইলে তিনি প্রতিকার অন্বেষণ করেন নাই এমনও বলা যায় না। যখন সৃষ্টি হইতে প্রায় সমভাবে স্থিত অনুন্নতিশীল নিকৃষ্ট জীবেরও স্বভাববশতঃ পীড়াদিতে ঔষধাদি আহরণ ও সেবন করিয়া প্রতিকারের চেষ্টা করে ও করিত জানা যায়,

তখন মনুষ্য যে প্রথমাবস্থায় তাহা করেন নাই, এরূপ হইতে পারে না। অতএব মনুষ্য তাঁহার প্রথম সৃষ্টি হইতেই পীড়াপ্রাপ্ত ও তাহার নিবারণার্থে বিবিধ উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং প্রকৃতির সাহায্যে কিসে কোন্ রোগের প্রতিকার হয়, তাহাও অল্প অল্প করিয়া জানিতেছিলেন। তবে প্রথমে রোগও অল্প ছিল, চিকিৎসাজ্ঞানও অল্প ছিল, এই গুলিই প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে। এ সময়ে যেমন সকলেই কিছু কিছু চিকিৎসা জানে, সেইরূপ ঐ সময়ের ঐ অল্পমাত্র চিকিৎসাজ্ঞান সকল লোকেরই ছিল ও তাদৃশ জ্ঞান দ্বারাই পরস্পর সাহায্য করিত। সুতরাং ঐ কালে যত লোক তত বৈদ্যই ছিল। এই আদিকালে জাতিবিভাগ হয় নাই। সুতরাং আমাদের পূর্ব্বপ্রদর্শিতানুসারে ব্রহ্মার পুত্র হওয়ায় বা মূল ব্রাহ্মণজাতির পুত্র হওয়ায় সকল বৈদ্যই ব্রাহ্মণ ছিলেন, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। অতএব এই বৈদ্যব্রাহ্মণেরাই প্রথমতঃ তিন বর্ণে বিভক্ত ও পশ্চাৎ সেই তিন বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণবর্ণেরা আবার তিন ভাগে বা জাতিতে বিভক্ত হইয়াছিলেন এবং তখন হইতে তাঁহাদেরই ব্রাহ্মণবর্ণীয়া স্ত্রীর গর্ভজাতেরা যাজক, ক্ষত্রিয়বর্ণীয়া স্ত্রীর গর্ভজাতেরা মূর্দ্ধাভিষিক্ত ও বৈশ্যবর্ণীয়া স্ত্রীর গর্ভজাতেরা অম্বষ্ঠ নামে পরিচিত হইয়াছেন। জাতিবন্ধন তখন এরূপ ছিল না বটে, কিন্তু কর্ম্মাধীন ব্যক্তিগত বর্ণতা ছিল তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ হয় না। জাতি সম্বন্ধে এই সকল রহস্য ক্রমে বিবৃত ও পল্লবিত হইবে। এক্ষণে জাতিশব্দের সামান্যতঃ অর্থজ্ঞানের পক্ষে ইহাই যথেষ্ট হইবে।

এতদ্দ্বারা আরণ্যক শ্রুতির ব্রহ্মন্ শব্দ ও মহাভারতের ব্রহ্মন্ শব্দদ্বারা যে মূল ব্রহ্মজাতিকে বুঝাইতেছে তাহা এই প্রকার বিদ্বান্ ও সদাচার বৈদ্যজাতি হওয়াই সমধিক সম্ভবপর।

কেহ কেহ বলিতে পারেন যে ঔষধাদি জ্ঞানের ন্যায় সৃষ্টিকর্ত্তার মহিমা ও দেবাদির শক্তি জ্ঞানও ঐ প্রথমসৃষ্ট মনুষ্য মধ্যে অস্ফুট বা

প্রস্ফুট ভাবে ছিল অতএব তাহারা ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণই ছিল—ইহা কেন না বলা যাইবে? আমরা বলি তাহা সত্য, কিন্তু উচ্চতর জ্ঞানমার্গে লোকেরা এককালেই উন্নীত হয় না, শূদ্রতুল্য অবস্থাতেও এই জাতির সেই জ্ঞান থাকিলেও তাহা তখন সম্যক্ বিকাশ প্রাপ্ত হয় নাই। এই জাতিতে জ্ঞান ক্রমশঃই দুই একটী লোকে কচিৎ প্রকাশ পাইত, তখন তাদৃশ লোকের অসাধারণত্ব ও ব্রাহ্মণত্ব থাকিলেও তাহাদিগকে ব্যক্তিবিশেষ ব্যতীত জাতি শব্দে বলা যাইত না। অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট জ্ঞান দ্রব্যজ্ঞান, যাহা ব্রহ্মজ্ঞানের মূল, তাহাই প্রথমতঃ বৈশ্যজাতির বহুব্যক্তিগত হওয়ায় বৈশ্যেরাই বৈশ্যরূপে প্রথম ব্রাহ্মণ বা ব্রহ্মজাতি বা আর্য্যজাতি নামে কথিত হইতেন এবং তাঁহারাই পরে ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণজাতির মূল হইয়াছিলেন।

কেহ কেহ বলেন মূর্দ্ধাভিষিক্ত ও অম্বষ্ঠ বর্ণ পূর্ব্বকালে থাকিলে দায়ভাগ গ্রন্থে ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়াপুত্র ও বৈশ্যাপুত্রকে যথাক্রমে মূর্দ্ধাভিষিক্ত ও অম্বষ্ঠ বলিতেন, কিন্তু দায়ভাগের কোনও স্থলে তাহা বলেন নাই, ক্ষত্রিয়াপুত্র ও বৈশ্যাপুত্রই বলিয়াছেন এজন্য প্রাচীনকালে ঐ সকল জাতি ছিল না, ইহাই অনুমান হয়। এই অনুমান সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়াপুত্র ও বৈশ্যাপুত্রদিগকে একই দায়ভাগ-নিয়মে আয়ত্ত করিবার অভিপ্রায়েই ঐ পুত্রদিগকে ক্ষত্রিয়াপুত্র ও বৈশ্যাপুত্র বলা হইয়াছে, মূর্দ্ধাভিষিক্ত ও অম্বষ্ঠ শব্দে বলা হয় নাই। তখন যদি মূর্দ্ধাভিষিক্ত ও অম্বষ্ঠজাতি না থাকিত, তাহা হইলে ঐ গ্রন্থেরই দায়ভাগাংশ ছাড়িয়া জাতিনির্ণয়াংশে গেলে এই সকল নাম দৃষ্ট হইত না। পরন্তু এই সকল সংহিতা গ্রন্থ বর্ণ ও জাতি-নামসূচক ব্রাহ্মীভাষা অপ্রচলিত হইয়া যাওয়ার পর রচিত; অতএব বর্ণ ও জাতিবিভাগের অনেক পরে রচিত, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

সংহিতা-মধ্যে সর্ব্বপ্রাচীন মনুসংহিতাতেও এই সকল পুত্রদের বর্ণ, জাতি, নাম ও কর্ম্ম সাধারণরূপে ও বিশেষরূপে উক্ত হইয়াছে। সাধারণতঃ সংহিতা-

কারেরা সকলেই ব্রাহ্মণ,মূর্দ্ধাভিষিক্ত ও অম্বষ্ঠ জাতিকে ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন এবং মূর্দ্ধাভিষিক্তের সুবিস্তীর্ণ জাতিধর্ম্ম ও বৃত্তি সবিস্তর এবং অম্বষ্ঠগণের চিকিৎসাবৃত্তিরূপ ধর্ম্মবিশেষের সূচনা মাত্র করিয়াছেন। মূর্দ্ধাভিষিক্তের জাতিধর্ম্ম ও কার্য্যপ্রকার অন্য কোথায়ও না থাকায় তাহার সবিশেষ উক্তি আবশ্যক হইয়াছিল, চিকিৎসাধর্ম্মাদি অন্যান্য সংহিতাতে সবিস্তর বিবৃত থাকায় কেবল তাহা অম্বষ্ঠজাতীয় বৃত্তিরূপে সূচিত মাত্র করিয়াছেন, তাহার সবিশেষ কথন আবশ্যক হয় নাই। মনু যেমন ব্রাহ্মণ হইতে ব্রাহ্মণাত্মজা-পত্নীতে জাত পুত্রদিগের সহিত ক্ষত্রিয়াত্মজা-পত্নীজাত ও বৈশ্যাত্মজা-পত্নীজাত পুত্রদিগকে নির্ব্বিশেষে ব্রাহ্মণবর্ণ বলিয়াছেন, ব্যাস, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি সংহিতাকারেরা ও ভীম-ত্রিলোচনাদি প্রাচীনকালের টীকা ও বিবৃতিকারেরাও তেমনই বলিয়াছেন। অতএব সুপ্রাচীন বেদে যেমন, সেইরূপ মনুসম প্রাচীনকালেও মূর্দ্ধাভিষিক্ত ও অম্বষ্ঠেরা ব্রাহ্মণ ছিলেন; দ্বাপর ও কলির সন্ধিকালে ব্যাসের সময়েও মূর্দ্ধাভিষিক্ত ও অম্বষ্ঠেরা ব্রাহ্মণ ছিলেন। তার পর কলিকালের যে অংশে বল্লালসেন প্রভৃতি রাজত্ব করিয়াছিলেন, সেকালেও মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রসংগ্রহকার, শাস্ত্রব্যাখ্যাকার ও পরিষদ্ভূত প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণেরা মূর্দ্ধাভিষিক্ত ও অম্বষ্ঠদিগকে ব্রাহ্মণবর্ণ বলিয়া খ্যাপন করাতে এবং ঐ রাজারা স্বয়ং ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দেওয়াতে জানা যায় যে, তখনও তাঁহারা ব্রাহ্মণ ছিলেন। তবে কখন কাহার কৃত কোন্ শাস্ত্র দ্বারা কি কারণে ইঁহারা ব্রাহ্মণত্ব হইতে নিরাকৃত হইতে পারেন, এই সকল বিষয় আমরা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে এই গ্রন্থের যথাস্থলে প্রদর্শন করিব।

সংস্কৃত পুরাণাদি অনেকের জানা নাই, কিন্তু গ্রীক্ প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে রচিত মার্শমান নামক ইংরাজ কৃত ইতিহাসে অনেকেই পালবংশীয়দিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া এবং সেন রাজাদিগকে বৈদ্য বলিয়া বর্ণিত দেখিয়াছেন, ইহা আমরা অনুমান করিতে পারি। যদি তখনও এই বৈদ্যজাতি ব্রাহ্মণ ছিলেন,

ইহা শাস্ত্র ইতিহাসাদি হইতেও দেখাইতে পারি এবং তাঁহাদের পর হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত ইঁহাদের ব্রাহ্মণবৃত্তিত্ব দেখাইতে পারি, তবে ইঁহাদের ব্রাহ্মণত্বও স্বীকার করিতে হয়। অন্যান্য বেদ-লোপের ন্যায় বঙ্গদেশ হইতে আয়ুর্ব্বেদের লোপ, চিকিৎসা-বৃত্তির লোপ ও তাহার সহিত তদুপ-জীবিক বৈদ্যগণের লোপ কুত্রাপি শুনা যায় না। শাস্ত্রেও দেখা যায় না। সুতরাং অন্যান্য ব্রাহ্মণজাতির ন্যায় বৃত্তিযুক্ত বৈদ্যদের ব্রাহ্মণত্ব লোপ ইহা কোনও ক্রমে বলা যায় না। আমরা এই সকল বিষয় সবিস্তর পর পর অধ্যায়ে প্রকাশ করিব। এক্ষণে আমরা এই প্রস্তাবের প্রথমচ্ছেদে যে ত্রিবর্ণীয় ছয় দ্বিজজাতির কথা বলিয়াছি, কেবল তাহারই একটী তালিকা এই স্থলে প্রদর্শন করিতেছি।

(ক) "সজাতিজানন্তরজাঃ ষট্ সুতা দ্বিজধর্ম্মিণঃ।"

(খ) "বিপ্রস্য ত্রিষু বর্ণেষু নৃপতের্বর্ণয়োর্দ্বয়োঃ।

বৈশ্যস্য বর্ণে চৈকস্মিন্ ষড়েতেঽপসদাঃ স্মৃতাঃ॥"

এই অপসদদিগের স্বতন্ত্র জাতিনাম নাই। ইহারা কানীন, পৌনর্ভব গূঢ়োৎপন্ন ইত্যাদি নাম প্রাপ্ত হইয়া সমাজমধ্যেই থাকে।

ব্রাহ্মণ বা দ্বিজজাতি।

(ক) ব্রাহ্মণ বর্ণ।	(খ) ত্রিবর্ণীয় ছয় অপসদ।
ব্রাহ্মণ হইতে ব্রাহ্মণজাতীয় পত্নীতে... যাজক—ব্রাহ্মণ	অপত্নীতে ব্রাহ্মণাপসদ
ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়জাতীয় পত্নীতে... মূর্দ্ধাভিষিক্ত—ব্রাহ্মণ	অপত্নীতে ক্ষত্রিয়াপসদ
ব্রাহ্মণ হইতে বৈশ্যজাতীয় পত্নীতে .. অম্বষ্ঠ—ব্রাহ্মণ	অপত্নীতে বৈশ্যাপসদ
ক্ষত্রিয় বর্ণ।	
ক্ষত্রিয় হইতে ক্ষত্রিয়জাতীয় পত্নীতে... রাজা—ক্ষত্রিয়	অপত্নীতে ক্ষত্রিয়াপসদ
ক্ষত্রিয় হইতে বৈশ্যজাতীয় পত্নীতে... মাহিষ্য—ক্ষত্রিয়	অপত্নীতে বৈশ্যাপসদ
বৈশ্যবর্ণ।	
বৈশ্য হইতে বৈশ্যজাতীয় পত্নীতে বৈশ্য	অপত্নীতে বৈশ্যাপসদ

এতদ্ভিন্ন প্রতি লোমানন্তরজ তিনটী বর্ণসঙ্কর অপসদ আছে, তাহারাও ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যাপসদের মধ্যে পড়িবে।

"বৈশ্যাৎ মাগধবৈদেহৌ ক্ষত্রিয়াৎ সূত এব তু।
প্রতীপমেতে জায়ন্তে দ্বিজাদপসদাস্ত্রয়ঃ ॥"

ক্ষত্রিয় হইতে ব্রাহ্মণীতে—সূত—ক্ষত্রিয়াপসদ
বৈশ্য হইতে ব্রাহ্মণীতে—বৈদেহ—বৈশ্যাপসদ
বৈশ্য হইতে ক্ষত্রিয়াতে—মাগধ—বৈশ্যাপসদ

শূদ্রজাতি।

অপধ্বংসজ।

শূদ্র হইতে বা শূদ্রাতে জাত পুত্র মাত্রেই শূদ্র জাতি। ইতি দ্বিজজাতি-ষট্‌কের তালিকা।

ইতি প্রথমাধ্যায়ে জাত্যর্থনির্ণয়ে তৃতীয় অংশ।

মূর্দ্ধাভিষিক্তের ও বৈদ্যব্রাহ্মণের প্রাধান্য ও তাহা হইতে সমস্ত জাতির উৎপত্তি।

আমরা পূর্ব্বে যে ব্রাহ্মণবর্ণের উৎপত্তি দেখাইয়াছি ও ব্রাহ্মণবর্ণের শ্রেষ্ঠতা দেখাইয়াছি,তাহা ঐ বর্ণান্তর্গত জাতিত্রয় লইয়াই বলিয়াছি। কারণ, ব্রাহ্মণবর্ণের শ্রেষ্ঠতা তদন্তর্গত কোনও জাতিবিশেষে সর্ব্বাঙ্গীণ হইতে পারে নাই। তবে কোন্ বিষয়ে কাহার প্রাধান্য, ইহা যদি কাহারও জানিতে ইচ্ছা হয়, আমরা বলিব বিবিধ বেদসংযুক্ত আয়ুর্ব্বেদ-জ্ঞানে বৈদ্যের, বেদত্রয় ও রাজশক্তি বিষয়ে মূর্দ্ধাভিষিক্তের এবং দৈবজ্ঞতা ও অর্চ্চনা বিষয়ে যাজকের প্রাধান্য। প্রথমাবস্থায় অল্প অল্প বিবিধ-জ্ঞান-সংযুক্ত আয়ুর্জ্ঞান-হেতুক যে বৈদ্য নাম ইঁহারা সকলে পাইয়াছিলেন, সেই সম্মানজনক নাম,সর্ব্ববেদজ্ঞতা-হেতুক মূর্দ্ধাভিষিক্তেরা ও আয়ুর্ব্বেদ-প্রকাশ-হেতুক অম্বষ্ঠেরা রক্ষা করিয়াছিলেন। অদ্যাপি অম্বষ্ঠেরা সেই জ্ঞান ধারণ করিয়া জগতের অশেষ মঙ্গল সাধন করিতেছেন। বেদান্তাদি দর্শনশাস্ত্রের জ্ঞানহেতুক ও আত্মতত্ত্বোপদেশ-হেতুক যাজকেরাও অদ্যাপি জগতের মঙ্গল সাধন করিতেছেন। মূর্দ্ধাভিষিক্ত জাতি এখন নাই, এখন সমাজের মূর্দ্ধায় ম্লেচ্ছেরই আসন হইয়াছে। মূর্দ্ধাভিষিক্তেরা অম্বষ্ঠ জাতির সহিত, কচিৎ বা যাজক জাতির সহিত, মিলিত হইয়াছেন। ম্লেচ্ছরাজার প্রভাবে তাঁহারা নিষ্প্রভ হইয়া আছেন। দ্বিজদিগের সকল জাতীয় বৃত্তি রাজজাতি স্বয়ং লইয়াছেন এবং

তাঁহাদের সেই সকল বৃত্তি ভারত-মধ্যে লুটাইয়া দিয়াছেন। এখন সকলেই সকল কর্ম্ম করিতেছে। এখন আর সে আর্য্যজাতি নাই, এখন সেই প্রাচীন আর্য্যজাতি হইতে হিন্দু নামে এক নূতন জাতি মুসলমান অধিকার হইতে উৎপন্ন হইয়া ক্রমশঃ রূপান্তর প্রাপ্ত হইতেছে। মুসলমান রাজত্ব-কালেও সর্ব্বপ্রধান ক্ষত্রিয় জাতি রাজার সহায়তা পাইয়াছিল, কিন্তু ইংরাজ-রাজত্বের নিয়মে আত্মত্রাণার্থও একখানি অস্ত্র শস্ত্র রাখিতে হইলে ব্যয় পূর্ব্বক রাজার অনুমতি লইতে হয়। পাঁচ জন লোক আত্মরক্ষার্থ সমবেত হইলেও পুলিস কর্ত্তৃক ধৃত ও লাঞ্ছিত হইতে পারে। তখন রাজার রাজত্ব দিয়া সকল হিন্দুই স্ব স্ব জাতীয় কর্ম্ম করিয়া তদ্দারা জীবিকা নির্ব্বাহে সমর্থ হইত, এখন প্রায় সকলকেই স্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া শূদ্রবৃত্তি অবলম্বন করিতে হইতেছে। এইরূপে ম্লেচ্ছের রাজ্যে শাস্ত্রবাক্যানুসারে সকলেই শূদ্র ও ম্লেচ্ছভাবাপন্ন হইয়া সঙ্করত্ব পাইয়াছেন। এইরূপ শূদ্র ও সঙ্করেরাই আবার এ ম্লেচ্ছরাজ্যে প্রধান বলিয়া গণ্য, তাহারাই অর্থবান্ ও ক্ষমতাবান্। সেরূপ না হইলে অর্থ ও ক্ষমতা পাওয়া যায় না। এমন কি, জীবিকাও চলে না। কাজেই সমাজকেও তাহাদিগকেই প্রধান বলিয়া স্বীকার করিতে হইতেছে, তাহাদিগের সহিত সম্পর্ক, আদানপ্রদান ও একত্র ভোজন করিতে হইতেছে। কেহ আপনাকে এরূপ সম্পর্কশূন্য বলিতে পারেন না। সকল দ্বিজজাতিই অগ্রে অস্পৃশ্য হেয় চণ্ডাল বলিয়া যাহাদের নিকট হইতে সরিয়া যাইতেন, এখন তাহাদের সহিত ঘনিষ্ঠতা করিতে পারিলে, আপনাকে কৃতার্থ ভাবিয়া থাকেন। অতএব যে জাতির কথা বলিতেছি সে জাতি এখন কোথায়? তবে ইতিহাস জানা আবশ্যক, আর্য্যশাস্ত্র জানা হিন্দুরও আবশ্যক, এই জন্যই তাহা হিন্দুমাত্রকেই দেখাইতেছি। ক্ষত্রিয় জাতির অভাবে সমস্ত জাতির দুর্দ্দশা, সমস্ত জাতির যে কিরূপ পতন হয়, ও ভবি-ষ্যতে হইবার সম্ভাবনা, তাহাই সংক্ষেপে দেখাইলাম। ক্ষত্রিয় অভাবে আমাদের জাতি যে বাস্তবিকই নীচ দাসজাতিরূপে পরিণত হইবে না, ইহা

বর্ত্তমান লক্ষণ সকল দেখিয়া, কে মনে করিতে পারেন ? জাতীয় উন্নতি কোথায় ? যেখানে জীবিকার্থ দিন দিন দ্বিজগণের অধোগত হইতে হইতেছে, সেখানে আবার উন্নতির আশা কি ? এদেশে যখন ক্ষত্রিয়ত্ব ও ব্রাহ্মণত্ব পাওয়া অসম্ভব হইতেছে, তখন সকলের স্বাধীন বৈশ্যবৃত্তি ও স্বাধীন শূদ্রবৃত্তি গ্রহণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উপায় আর কি আছে ? লোকেরা যত দিন ম্লেচ্ছের চাকরীর জন্য সচেষ্টিত থাকিবে, তত দিন দেশ ক্রমশঃই অধঃপতিত হইবে। এই জন্যই বলি, হিন্দুস্থানের মাড়োয়ার প্রভৃতি অদ্যাপি কথঞ্চিৎ জাতি রক্ষা করিতেছেন, ধর্ম্মহীন বাঙ্গালীরা ক্রমশঃই জাতিভ্রষ্ট হইতেছেন।

সমাজের লোকদের সর্ব্বাগ্রে শরীরটা সুস্থ ও সবল রাখিতে হয়। তার পর রণ-কৌশলাদি শিখিয়া আত্মত্রাণ ও স্বদেশরক্ষা করিতে শিখিতে হয়। এই রূপে দেশের কুশল, শান্তি ও শরীরের শান্তি হইলে তবে শেষে দেবপূজা, দেবার্চ্চনা। কথাতেই বলে, "আত্ম রেখে ধর্ম্ম" শাস্ত্রেও বলে "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্।" "ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণামারোগ্যং মূলমুত্তমম্।" অর্থাৎ আরোগ্যই ধর্ম্ম, অর্থ, বিষয়ভোগ ও মোক্ষের মূল। অতএব সকলের প্রথমেই বৈদ্য, দ্বিতীয়তঃ মূর্দ্ধাভিষিক্ত, তৃতীয়তঃ যাজক। কিন্তু আধ্যাত্মিক কার্য্যে যাজকগণেরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা ; এজন্য যাজক সর্ব্বশেষে উৎপন্ন হইলেও সকলের অগ্রগণ্য ও মাননীয়। মূর্দ্ধাভিষিক্ত কর্ম্মে দ্বিতীয় হইলেও রাজ্য রক্ষার মূল বলিয়া সমস্ত সমাজের মাননীয়। আধ্যাত্মিক কার্য্যাবলম্বী-দিগকেও ইহার যথেষ্ট সম্মান করিতে হইবে এবং সমাজের সর্ব্বোচ্চ পদে অভিষিক্ত করিতে হইবে। অন্যথা সকল নষ্ট হয়। সমস্ত সমাজের মঙ্গলার্থ সকলকেই ইহার অধীন থাকিতে হইবে। সকল শ্রেষ্ঠ বিদ্বান্‌গণেব ইহাকে সৎপরামর্শ দিতে হইবে, ক্ষত্রিয়গণকে ইহার অভিপ্রেত কার্য্যে সহায়তা করিতে হইবে এবং সকল বৈদ্যগণকে ইহার ও ইহার সহায়দিগের শরীর সুস্থ ও সবল রাখার চেষ্টা করিতে হইবে। বৈদ্য ইহাদের মধ্যে জাতিগণনায় ও জ্ঞানে অগ্র হইলেও উচ্চতায় ইনি সকলের শেষে গণনীয়, তৃতীয় জাতি

হইতেছেন। অতএব জন্মে বৈদ্য প্রথম, মূর্দ্ধাভিষিক্ত দ্বিতীয় ও যাজক তৃতীয়। সমাজকর্ম্মে মূর্দ্ধাভিষিক্ত প্রথম, বৈদ্য দ্বিতীয়, যাজক তৃতীয়। কিন্তু সম্মানের উচ্চতায় যাজক প্রথম, মূর্দ্ধাভিষিক্ত দ্বিতীয়, ও বৈদ্য তৃতীয় জাতি। ইঁহাদের প্রত্যেকেরই বিদ্যাতে ও স্বকর্ম্মে উৎকর্ষই প্রাধান্যের কারণ এবং প্রত্যেকেই অন্যোন্যের মাননীয়। যাজক যেমন মূর্দ্ধাভিষিক্ত ও বৈদ্যের পূজা করিবেন মূর্দ্ধাভিষিক্ত ও বৈদ্যও তেমনিই যাজকের পূজা করিবেন। অগ্রজন্মা, দ্বিজাগ্র্য, দ্বিজোত্তম ইত্যাদি পদে এই তিন জাতীয় ব্রাহ্মণকেই বুঝায়। ইঁহারা আর আর সমস্ত জাতির মাননীয়। এই জন্য বর্ণবিষয়ে সর্ব্বাগ্রে ব্রাহ্মণ নামে ইঁহাদেরই উল্লেখ হইয়া থাকে।

উপরি উক্ত কথাগুলি যে আমারই যুক্তি বা আপোষের কথা, তাহা নয়। শাস্ত্রই এই। যাজকেরা যে এই সমস্ত ব্রাহ্মণের পূজনীয়তা আপনাদেরই সম্প্রদায়ের প্রতি আরোপ করিয়া শাস্ত্রান্ধতা প্রকাশ পূর্ব্বক সমাজের অপর এক শ্রেষ্ঠ জাতিকে অবহেলিত করিতেছেন, তাহাই আমাদের প্রদর্শনীয় হইতেছে। সমাজের মধ্যে সর্ব্ববিদ্যাতে ও বলে মূর্দ্ধাভিষিক্ত ব্রাহ্মণেরাই যে সকলের শ্রেষ্ঠপদে আরূঢ় এবং বৈদ্যপুরোহিতযাজকাদি যে তাঁহাদের সমাজের উন্নতির নিমিত্ত তাঁহাদেরই সহচর, তাহা সমস্ত প্রধান প্রধান প্রাচীন শাস্ত্রে কথিত আছে। এই গুলি বুঝিতে হইলে আর্য্যজাতির সমাজ-সংস্থান কিছু কিছু জানা আবশ্যক, এজন্য আমরা তদ্বিষয়ক কোন কথা বলিবার পূর্ব্বে স্থানে স্থানে নানাপ্রকারে জাতীয় সংস্থানের আভাস দিয়া আসিয়াছি; এখানেও ব্রাহ্মণ-বর্ণান্তর্গত জাতীয় আভাস দিলাম। কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত সমস্ত আবশ্যক কথাগুলি বলা না হইবে, ততক্ষণ ইহা সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে না। সেই সমাজের জাতীয় ইতিহাস না বলিলে এক্ষণকার সমাজের লোকদের অন্তঃপটে শাস্ত্রীয় ভাবগুলি চিত্রিত করা সহজ হইবে না, এজন্য আমরা জাতির অর্থ হইতে ক্রমে ক্রমে জাতিমধ্যে অবতরণ করিতেছি। এক কালে সমস্ত বলিতে পারিতেছি না, এবং

অনেকের নিকট ইহা অভিনব শুনাইবে বলিয়া এক বিষয়ে পুনঃ পুনঃ মন আকর্ষণ করিতে বাধ্য হইতেছি। এজন্য পাঠক মহাশয়েরা বিরক্ত হইবেন না। এখানে আমরা কেবল জাত্যর্থমাত্র বুঝাইবার নিমিত্ত মূর্দ্ধাভিষিক্ত জাতির উৎপত্ত্যাদি বলিতে বাধ্য, এখানে আমরা ব্রাহ্মণদিগের কোন-জাতিরই সবিশেষ পরিচয় দিব না। দেখাইব যে যে জাতি হইতে ভারতে চারি বর্ণের উৎপত্তি হইয়াছে, সেই জাতিই এই মূর্দ্ধাভিষিক্ত ব্রাহ্মণজাতি। আমরা পূর্ব্বে যে আরণ্যকশ্রুতি তুলিয়াছি, তাহাতে ব্রহ্মজাতি হইতে উৎপন্ন যে ক্ষত্রের প্রাধান্য সূচিত হইয়াছে ও যাহা অপেক্ষা আর শ্রেষ্ঠ জাতি নাই বলা হইয়াছে, সে সামান্য ক্ষত্রিয় নয়, সে ব্রাহ্মণবর্ণীয় ক্ষত্রজাতি—সেই জাতিই এই মূর্দ্ধাভিষিক্ত ইহা অপেক্ষা প্রধান জাতি ভারতে ছিল না। তিনিই ইন্দ্র বরুণ প্রভৃতি দিক্‌পালের সমুদায় গুণ ধারণ করিতেন। বেদে যেমন ঐ জাতিকে শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন, বেদের অনুবাদকর্ত্তা স্মৃতিকারদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রাচীন ও সকলের পূজনীয় মনুও এই মূর্দ্ধাভিষিক্তকে সমাজের সর্ব্বোচ্চ পদ দিয়া তাঁহাকেই সকল জগৎ ও সকল বর্ণের প্রভু বলিয়াছেন এবং তাঁহারই ধর্ম্ম কর্ম্ম বলিতে গ্রন্থের অনেক পৃষ্ঠা পূরণ করিয়াছেন। সর্ব্ববেদদর্শী মহাভারতকারও সর্ব্বাগ্রে এই মূর্দ্ধাভিষিক্ত-সম্বলিত ব্রাহ্মণ-বর্ণীয় জাতিত্রয়ের উৎপত্তি বর্ণনা করিয়া তাঁহাদিগকেই ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে প্রজাপতি বলিয়াছেন। যদি বৈদ্যগণকে পরিহার করিবার জন্য ব্রাহ্মণ-মহাশয়দের এই ত্রিজাতীয় ব্রাহ্মণের উৎপত্তি স্বীকার করিতে ইচ্ছা না হয়, তবে ঐ প্রজাপতি শব্দের অর্থে মূর্দ্ধাভিষিক্ত ব্রাহ্মণ ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। আমরা এস্থলে ঐ শ্লোকটী উদ্ধার করিতেছি।

"অসৃজদ্ ব্রাহ্মণানেবং পূর্ব্বং ব্রহ্মা প্রজাপতীন্।
আত্মতেজোঽভিনির্ব্বৃত্তান্ ভাস্করাগ্নিসমপ্রভান্।"

মহাভারত শান্তিপর্ব্ব ১৮৮ অধ্যায়।

এখানে প্রজাপতি ব্রাহ্মণ বলাতেই রাজা-ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়-ব্রাহ্মণ অর্থাৎ

মূর্দ্ধাভিষিক্তকেই বুঝাইতেছে। দেবগণের মধ্যে যেমন লোকপালেরা বা প্রজাপতিরা প্রধান, তেমনই ভূদেব ব্রাহ্মণগণের মধ্যেও প্রজাপতি বা লোকপাল ব্রাহ্মণেরা অর্থাৎ ব্রাহ্মণ রাজারা যাঁহাদের নাম মূর্দ্ধাভিষিক্ত ছিল তাঁহারাই প্রধান। জাত্যুৎপত্তিকথন-প্রস্তাবেও ব্রহ্মজাতি হইতে উৎপন্ন সর্ব্ববেদজ্ঞ ও দেবব্রত এই ক্ষত্রিয়েরই সর্ব্বত্র প্রাধান্য কীর্ত্তিত হইয়াছে এবং সর্ব্বাগ্রে তাঁহারই গণনা হইয়াছে। যাজকাদি ব্রাহ্মণদিগের তাঁহারই সমীপে অবস্থান পূর্ব্বক পক্ষপাতশূন্য হইয়া উচিত ও সত্য কথা দ্বারা তাঁহার সাহায্য করার কথা মাত্র আছে। মূর্দ্ধাভিষিক্তের কার্য্যে সহায়তা করাই ব্রাহ্মণত্বের লক্ষণ বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

"সংসিদ্ধায়াস্তু বার্ত্তায়াং ততস্তাসাং স্বয়ম্ভুবঃ।
মর্য্যাদাঃ স্থাপয়ামাস যথারব্ধাঃ পরস্পরম্॥
যে বৈ পরিগৃহীতারস্তাসামাসন্ বধাত্মকাঃ।
ইতরেষাং ক্ষতস্ত্রাণাৎ স্থাপয়ামাস ক্ষত্রিয়ান্॥
উপতিষ্ঠন্তি যে তান্ বৈ যাবন্তো নির্ভয়াস্তথা।
সত্যং ব্রহ্ম যথাভূতং ব্রুবন্তো ব্রাহ্মণাস্ততে॥
যে চান্যেহপ্যবলা স্তেষাং বৈশ্যকং কর্ম্মসংজ্ঞিতম্।"

* * * * *

মহাভারত।

এখানে অগ্রে ক্ষত্রিয়ের গণনা, পশ্চাৎ অন্যান্য ব্রাহ্মণের, পশ্চাৎ বৈশ্যাদির গণনা হইয়াছে।

প্রত্যেক বর্ণীয় লোকেরা স্ব স্ব বর্ণধর্ম্ম রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া সমাজ-বিরুদ্ধ কার্য্য করিয়া ফেলিলে, ব্রহ্মা তাহাদিগের ক্ষমতাদি বুঝিয়া আবার তাহাদের কাহাকেও গৃহীত কার্য্যে রাখিলেন, কাহাকে বা কার্য্যান্তরে দিয়া পুনরায় জাতিসংস্কার করিয়াছিলেন। এই সংস্কারও নিম্নপ্রকারে কথিত হইয়াছে।

"পুনঃ প্রজাস্তুতা মোহাত্তান্ ধর্ম্মান্ নান্বপালয়ন্।
বর্ণধর্ম্মৈরজীবন্ত্যোব্যরুধ্যন্ত পরস্পরম্ ॥
ব্রহ্মা তমর্থং বুদ্ধা তু যাথাতথ্যেন বৈ প্রভুঃ।
ক্ষত্রিয়াণাং বলং দণ্ডং যুদ্ধমাজীবমাদিশৎ ॥
যাজনাধ্যাপনঞ্চৈব তৃতীয়ঞ্চ পরিগ্রহঃ।
ব্রাহ্মণানাং বিভু স্তেষাং কর্ম্মাণ্যেতান্যথাদিশৎ ॥
পাশুপাল্যঞ্চ বাণিজ্যং কৃষিঞ্চৈব বিশাং দদৌ।
শিল্পাজীবং ভৃতিঞ্চৈব শূদ্রাণাং ব্যদধাৎ প্রভুঃ ॥
সামান্যানি তু কর্ম্মাণি ব্রহ্মক্ষত্রবিশাং পুনঃ।
যাজনাধ্যয়নং দানং সামান্যাহি ততস্তু তে ॥"

মহাভারত।

অর্থ—সুপরিস্ফুট। এখানেও অগ্রে রাজাদেরই উল্লেখ আছে, পশ্চাৎ ব্রাহ্মণাদি বর্ণের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। বৈদিক পুরাণাংশে পঞ্চলক্ষণ পুরাণ গ্রন্থে এবং স্মৃত্যাদি শাস্ত্রেও অগ্রে রাজার উল্লেখ আছে, অভিধানেও ব্রাহ্মণ রাজার উল্লেখ আগে দেখাইয়াছি। এইরূপে "ব্রহ্মা বিপ্রঃ প্রজাপতিঃ" ব্রহ্মন্ শব্দের অর্থ বিপ্র ও প্রজাপতি অর্থাৎ ব্রাহ্মণও প্রজাগণের অধীশ্বর ইহাই লিখিত হইয়াছে।

আমরা জাত্যুৎপত্তি-প্রসঙ্গে যে ব্রাহ্মণের সর্ব্বাগ্র উৎপত্তি বেদ হইতে দেখাইতেছি ঐ বেদেই ক্ষত্রিয়ের প্রাধান্য লিখিত হইয়াছে বলিয়াছি। তার পর ঐ ব্রহ্মার পুত্রেরাও যে প্রজাপালনার্থই প্রজাপতি শব্দে উক্ত হইয়াছেন, তাহাও দেখাইতেছি। যথা—

"যেঽপি মনুনামধেয়া ব্রহ্মণঃ পুত্রাস্তেঽপি প্রজাপালত্বাৎ ক্ষত্রিয়া এব। এবং বৈবস্বতমনুরপি যস্মাদমী মানবাঃ। স চ রাজধর্ম্মগ্রহণাৎ ক্ষত্রিয় এবেতি শ্রুত্যাদয়ো বদন্তি। অত্র প্রমাণম্—

"অয়ং হি বৈবস্বত মনুর্য আদ্যো রাজা। অস্মান্মানবাঃ।" শ্রুতিঃ

মনু নামক ব্রাহ্মণপুত্রেরা প্রজাপালনধর্ম্মগ্রহণ-হেতুক ক্ষত্রিয়ই। বৈবস্বত মনু যাঁহার নামে এই মানবেরা প্রসিদ্ধ, সেই মনুও রাজধর্ম্মগ্রহণ-হেতুক ক্ষত্রিয় ইহা শ্রুত্যাদিতে বলিয়াছেন, তাহাতে শ্রুতিবাক্যই প্রমাণ—"যিনি আদি রাজা মনু তিনি বৈবস্বত মনু। তাঁহার প্রজা বলিয়াই মানবেরা মানব নাম প্রাপ্ত হইয়াছে।"

এই মনু ব্রহ্মার পুত্র বলিয়া জাতিতে ব্রাহ্মণ, শ্রুতি ও তপস্যাদিরূপ ষট্‌কর্ম্মাবলম্বী এজন্য বর্ণেও ব্রাহ্মণ, এবং ক্ষত্রিয়ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া ক্ষত্রিয়। ক্ষত্রিয় ধর্ম্মাবলম্বী এইরূপ ব্রাহ্মণকে ব্রহ্মক্ষত্রিয় বলে। ইহার অর্থ ব্রাহ্মণ রাজা। অতএব ব্রহ্মক্ষত্রেরা সামান্য ব্রাহ্মণ নহেন। তাঁহারা সকলের শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ। ইঁহাদেরই অপর নাম মূর্দ্ধাভিষিক্ত।

"বৈবস্বতো মনুর্নাম মাননীয়ো মনীষিণাম্।
আসীন্মহীক্ষিতামাদ্যঃ প্রণবশ্ছন্দসামিব ॥"

রঘুবংশ।

যে মনু রাজা ছিলেন, সেই মনুর নামেই এই সংহিতা প্রচলিত আছে। বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারি বর্ণেরই লোক এই মনুর প্রজা। ইহা বেদাদিতে প্রসিদ্ধ। সূর্য্যের পুত্র এই মনুর বংশে যে সকল বেদবিদ্যাসম্পন্ন রাজা ছিলেন, তাঁহারা সামান্য ক্ষত্রিয় নহেন; তাঁহারা সকলেই ব্রহ্মক্ষত্রিয় রাজা। ইঁহাদের মধ্যে অনেকে ঋক্‌সূক্তের আবিষ্কর্ত্তা ঋষি। মহর্ষি মান্ধাতা ও যুবনাশ্বপুত্র হারিত অনেক অনেক সূক্তের আবিষ্কর্ত্তা। "তস্মান্ মণ্ডলদ্রষ্টা মহাঋষির্মান্ধাতা" —ঋগ্বেদ-ভাষ্য।

"হরিতো যুবানশ্বস্য হারিতা ভূরয়ঃ স্মৃতাঃ। এতে হ্যঙ্গিরসঃ পুত্রাঃ ক্ষাত্রোপেতা দ্বিজাতয়ঃ॥" বায়ুপুরাণ।

চন্দ্রবংশীয় রাজা পুরূরবার ষষ্ঠ পুরুষ নহুষও বহু সূক্তের আবিষ্কর্ত্তা। রাজা যযাতিও ব্রাহ্মণরাজা। ইঁহার দুই পত্নীর মধ্যে একটী ব্রাহ্মণ

শুক্রাচার্য্যের কন্যা দেবযানী ও একটী ক্ষত্রিয় বৃষপর্ব্বরাজার কন্যা শর্ম্মিষ্ঠা। যযাতি ব্রাহ্মণবর্ণ না হইলে দেবযানীর তনয়েরা সূত হইয়া শঙ্কর হইতেন এবং উক্ত বিবাহও বিধিসিদ্ধ বলিয়া গৃহীত হইত না। এই যযাতির পুরু প্রভৃতি যে পাঁচ পুত্র হয়, তন্মধ্যে পুরু রাজার বংশে জাত রাজা মতিনারের তংসু, সুবাহু ও অপ্রতিরথ নামে তিনটী পুত্র ও গৌরী নামে এক কন্যা হইয়াছিল। প্রথমপুত্র তংসু হইতে প্রসিদ্ধ রাজা দুষ্মন্ত। তৎপুত্র ভরত রাজা ভুবনবিখ্যাত। ইঁহারই নামে এই দেশের নাম ভারতবর্ষ। তৃতীয় পুত্র অপ্রতিরথ। এই অপ্রতিরথের পুত্র মহর্ষি কণ্ব। ইনি প্রসিদ্ধ শকুন্তলার প্রসিদ্ধ পালক-পিতা। এই কণ্ব ব্রহ্মর্ষি। কণ্বের পুত্র মেধাতিথি ইনিও ব্রাহ্মণ। কাণ্বায়ন ব্রাহ্মণেরা এই মেধাতিথির বংশ. পিতৃপুরুষ কণ্বের নামে কাণ্বায়ন নামে প্রসিদ্ধ। "অপ্রতিরথাৎ কণ্বস্তস্যাপি মেধাতিথিঃ যতঃ কাণ্বায়না দ্বিজা বভূবুঃ।" বিষ্ণুপুরাণ ও অন্যান্য সমস্ত পুরাণের এই রূপ উক্তি। এইরূপ ক্ষত্রিয়ব্রাহ্মণ হইতে বহু বহু বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের উৎপত্তি ও বংশবিস্তৃতি শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়।

ঐ পুরূরবার বংশে সুহোত্রের কুশ, কাশ ও গৃৎসমদ নামে তিন পুত্র ছিল। কুশের আরও তিনটী নাম ছিল; ভীম, হস্তী ও বৃহৎ। এই হস্তীই হস্তিনাপুরের সংস্থাপক। হস্তী বা কুশের বংশে কুরুবংশের উৎপত্তি। কুরুবংশীয় প্রতীপ রাজার তিন পুত্র, দেবাপি, শান্তনু ও বাহ্লীক ক্ষত্রধর্ম্মাবলম্বী। শান্তনু কুরুদেশের রাজা হইলেন। বাহ্লীক স্বনামখ্যাত দেশ (Balkh) স্থাপন করিলেন। কিন্তু জ্যেষ্ঠ দেবাপি ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন।

"তত্রার্ষ্টিষেণঃ কৌরব্যো ব্রহ্মণ্যং শংসিতব্রতঃ।
তপসা মহতা রাজন্ প্রাপ্তবানৃষিসত্তমঃ॥"

মহাভারত শল্যপর্ব্ব।

শান্তনুর সত্যবতী ও গঙ্গা নামে দুই স্ত্রী। তন্মধ্যে সত্যবতীর

অনূঢ়াকালের গর্ভে পরাশর ব্রাহ্মণ হইতে ব্যাস ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। গঙ্গার গর্ভে ভীষ্ম ব্রহ্মক্ষত্রিয়। শান্তনুর অপর দুই পুত্র চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য্যও ক্ষত্রিয়। সকল পুরাণেই এইরূপ।

ব্যাস হইতে বিচিত্রবীর্য্যের স্ত্রীতে ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর জন্ম হয় এবং শূদ্রাতে বিদুরের জন্ম হয়। ক্ষত্রিয়াতে জাত ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু ক্ষত্রিয়, শূদ্রাতে জাত বিদুর শূদ্র, কিন্তু জ্ঞানহেতুক ব্রাহ্মণবৎ মাননীয় ছিলেন। সকল পুরাণেই এইরূপ।

ব্রহ্মক্ষত্রিয় সুহোত্রের দ্বিতীয় পুত্র ক্ষত্রিয় কাশী বা কাশের বংশে আর্ষ্টিষেণ ও দীর্ঘতপা নামে দুই পিতা-পুত্র মহাতজা ব্রাহ্মণ ছিলেন। এই বংশেই দীর্ঘতপার পুত্র দিবোদাস ধন্বন্তরির উৎপত্তি। এই ধন্বন্তরি ব্রাহ্মণ, রাজা, অম্বষ্ঠ ও বৈদ্য বলিয়া কথিত হন। সকল পুরাণেই এইরূপ।

ঐ সুহোত্রের তৃতীয় পুত্র গৃৎসমদ, ঘৃৎসমদ বা গৃৎসমতি বেদের বহু সূক্তের প্রণেতা অদ্বিতীয় তেজস্বী ব্রহ্মর্ষি ছিলেন। ইঁহার পুত্র শুন হইতে শৌনকবংশীয় ব্রাহ্মণগণের উৎপত্তি। ভাগবত ৯স্ক, ১৭অ, ২।৩শ্লো ও প্রায় সকল পুরাণেই এইরূপ।

এইরূপ অম্বরীষ রাজার পুত্র সিন্ধুদ্বীপ এবং বীতহব্য প্রভৃতি ব্রাহ্মণ। এতদ্দ্বারা ক্ষত্রিয়ধর্ম্মা ব্রাহ্মণের পুত্রেরাই ব্রহ্মবেদী ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন, ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে।

ইতিহাস দ্বারা জানা যায় যে, ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ হওয়াই ব্রাহ্মণজাতির উত্তম গতি, শূদ্র হওয়া নিকৃষ্টগতি। দ্বিজপুত্র হইয়া পূর্ব্বাবধি ব্রাহ্মণ-বর্ণীন কর্ম্ম অভ্যাস করিয়া তাহাতে কৃতকার্য্য হইলেই লোক ব্রাহ্মণ-বর্ণ বলিয়া গণ্য হইত। অগ্রে ক্ষত্রিয়াদির কার্য্য অবলম্বন করিয়া গৃহস্থাবস্থাতেই ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য হইতে চেষ্টা করা প্রথাবিরুদ্ধ ছিল। কিন্তু সে প্রথাও বিশ্বামিত্র প্রভৃতির যত্নে অসত্যমূলক বলিয়া প্রতিপাদিত হইয়াছিল।

"গাধেরভূন্মহাতেজা সমিদ্ধ ইব পাবকঃ।
তপসা ক্ষাত্রমুৎসৃজ্য যো লেভে ব্রহ্মবর্চ্চসম্ ॥"

ভাগবত।

গাধি রাজার এক পুত্র প্রজ্বলিত অনল-তুল্য মহাতেজস্বী হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি অবলম্বিত ক্ষত্র ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণ বর্ণীয় ধর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক তপস্যা বলে ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। এই বিশ্বামিত্র বা কৌশিক হইতে কৌশিক গোত্রের অনেক ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র উৎপন্ন হইয়াছেন।

"ততো ব্রাহ্মণতাং যাতো বিশ্বামিত্রো মহাতপাঃ।
ক্ষত্রিয়ঃ সোহপ্যথ তথা ব্রহ্মবংশস্য কারকঃ ॥"

মহাভারত ও সমুদায় পুরাণ।

এই সকল প্রমাণ ব্যতীত ছাত্রদিগের পাঠ্য অমরাভিধানের ব্রহ্মবর্গস্থ রাজবীজী ও রাজবংশ্য এই দুই শব্দ দ্বারাও জানা যায় যে, ব্রাহ্মণেরা প্রথমতঃ ক্ষত্রিয়-বংশ হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ক্ষত্রগণই তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ। অনন্তর তাঁহাদের বংশ হইতে যে পশ্চাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যাদি বর্ণ কর্ম্ম অনুসারে হইবে, তাহাও আশ্চর্য্য নয়। বেদে যে "ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ" বলিয়া ব্রহ্মজাতির উল্লেখ আছে, ঐ ব্রহ্মজাতি বা ব্রাহ্মণজাতি ও ব্রাহ্মণবর্ণ যে অর্থতঃ প্রভিন্ন, তাহা আমরা পূর্ব্বেই প্রদর্শন করিয়াছি। এবং ঐ ব্রহ্মজাতি যে যুদ্ধ করিয়া ও কৃষ্ণবর্ণ জাতিকে পরাজিত করিয়া এদেশে আপনাদের ব্রহ্মাবর্ত্ত স্থাপন করিতে পারিয়াছিলেন, তাহাও পূর্ব্বে প্রদর্শন করিয়াছি। যুদ্ধকার্য্য ব্রাহ্মণবর্ণের বিরুদ্ধকার্য্য, সুতরাং ঐ ব্রহ্মজাতিকে পশ্চাদ্বিভাগজাত ব্রাহ্মণকর্ম্মা ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণবর্ণ বলা যায় না। অতএব ক্ষত্রিয়-ব্রাহ্মণ হইতে ব্রাহ্মণবর্ণের উৎপত্তি, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

বর্ণবিভাগ হওয়ার পর ব্রাহ্মণ হইতে যেমন ব্রাহ্মণাদি বর্ণ-

চতুষ্টয় হইয়াছে, তেমনই ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র হইতেও ব্রাহ্মণ হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। যখন জ্ঞান ও কর্ম্মই ব্রাহ্মণতার কারণ, তখন তাহা হওয়ায় আশ্চর্য্য কিছুই দেখা যায় না। অদ্যাপি তাহার প্রমাণের অভাব নাই। যাহা হউক, এক্ষণে আমরা গুটীকতক শাস্ত্রীয় প্রাচীন প্রমাণই দিতেছি।

"নাভাগারিষ্টপুত্রৌ দ্বৌ বৈশ্যৌ ব্রাহ্মণতাং গতৌ।"

হরিবংশ বিষ্ণুপুরাণ।

"ধৃষ্টস্যাপি ধার্ষ্টকঃ ক্ষত্রঃ সমভবৎ।" বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি। বৈশ্য ধৃষ্টের পুত্র ক্ষত্রিয় হইয়াছিল।

"করূষান্মানবাদাসন্ কারূষাঃ ক্ষত্রজাতয়ঃ।" ভাগবত ৯স্ক ২অ ১৬শ্লো। আর্য্যাবর্ত্তের বাহ্য করূষজাতীয় মনুষ্য হইতে কারূষ ক্ষত্রিয়-গণের উৎপত্তি হইয়াছে।

মন্বাদি-কথিত শূদ্রেরও ব্রাহ্মণ হইবার বিধি বেদানুসারেই লিখিত হইয়াছে। আমরা সেই বেদ হইতেও দুই একটী উদাহরণ প্রদর্শন করিব। কেন না. তদ্ব্যতীত অধুনাতন কুসংস্কারাপন্ন জাতিকে তাহা বুঝান যাইবে না। তবে বেদস্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্র সকল এবং বর্ত্তমান ব্যবহার সকলও যাঁহারা মানেন না, যাঁহারা প্রত্যক্ষেরও অপলাপ করিতে চান, সে অন্ধদিগের পক্ষে সর্ব্বপ্রকার দর্পণই অকিঞ্চিৎকর। চক্ষু দিবার ক্ষমতা ভগবানেরই আছে।

"ঋষয়ো বৈ সরস্বত্যাং সত্রমাসত। তে কবষ মৈলূষং সোমাদনয়ন্ দাস্যাঃ পুত্রঃ কিতবোঽব্রাহ্মণঃ কথং নো মধ্যে দীক্ষিষ্টেতি। + + + তে ঋষয়োঽব্রুবন্ বিদুর্বা ইমং দেবা উপেমং হ্বয়ামহা ইতি। তথেতি তমুপাহ্বয়স্তে, তমুপহূয়ে তদপো নপ্ত্রীয় মকুর্ব্বত প্রদেবত্রা ব্রহ্মণে গাতুরেত্বিতি"। কৌষীতকী ব্রাহ্মণ—

ঋষিগণ সরস্বতীতীরে যজ্ঞ করিয়াছিলেন। তাঁহারা বলিলেন, এলূষপুত্র

কবষ শূদ্র, সে কি প্রকারে আমাদের মধ্যে দেবযজ্ঞে থাকিবে?—এই বলিয়া তাহাকে সোমযজ্ঞ হইতে দূর করিয়া দিলেন। (অনন্তর সে যখন ঋক্‌ছন্দে ব্রহ্মের স্তব করিল তখন) ঋষিরা বলিলেন, মহাশয় আপনারা দেখুন, দেবতারা ইঁহার হৃদয়স্থ হইয়াছেন। আসুন, ইঁহাকে আহ্বান করি। তাহাতে তাঁহারা সম্মত হইয়া তাঁহাকে আহ্বান করিলেন, তাঁহাকে তাঁহাদের যজ্ঞীয় জল স্পর্শ করিতে দিলেন এবং ব্রাহ্মণগণের সহিত ব্রহ্মগান করুন এই বলিয়া পুনর্গ্রহণ করিলেন।

তার পর আবার আহারের সময় যখন ব্রাহ্মণেরা তাঁহার সহিত একত্র ভোজন করিতে অনিচ্ছুক হইলেন, তখন বলিলেন, "দাস্যা বৈ ত্বং পুত্রোঽসি, ন বয়ং ত্বয়া সহ ভক্ষয়িষ্যামঃ।" "তুমি দাসীপুত্র, আমরা তোমার সহিত আহার করিব না।" তখন কবষ দশম মণ্ডলের ত্রিংশত্তম হইতে চতুস্ত্রিংশত্তম পর্য্যন্ত ঋক্ রচনা পূর্ব্বক ব্রহ্ম-স্তব করিলে সকলে তাঁহার অপূর্ব্ব ব্রহ্মণ্য দর্শনে বিস্মিত হইলেন এবং তাঁহাকে সমাদর পূর্ব্বক স্বশ্রেণীমধ্যে লইয়া আহার করিলেন। এই কবষের পুত্র তুর পরীক্ষিৎ-পুত্র জনমেজয়ের পৌরোহিত্য বা রাজ্যাভিষেক-কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন।

এতেন হ বা ঐন্দ্রেণ মহাভিষেকেণ তুরঃ কাবষেয়ঃ জনমেজয়ং পারীক্ষিতমভিষিষেচ, তস্মাদ্ জনমেজয়ঃ পারীক্ষিতঃ সমন্ততঃ পৃথিবীং জয়ন পরীয়ায়। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৮ পঞ্চিকা ২১

কবষ পুত্র তুর এই ইন্দ্র মন্ত্রদ্বারা পরীক্ষিৎ পুত্র জনমেজয়ের অভিষেক কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। সেই মন্ত্রবলে জনমেজয় সমস্ত পৃথিবী জয় করিয়া বেড়াইয়াছিলেন।

মমতানাম্নী শূদ্রা গর্ভজাত দীর্ঘতমা নামক ব্রাহ্মণ দুষ্যন্তপুত্র ভরতের অভিষেক-কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন।

এতেন হ বা ঐন্দ্রেণ মহাভিষেকেণ দীর্ঘতমা মামতেয়ো ভরতং

দৌষ্যন্তিমভিষিষেচ তস্মাৎ ভরতো দৌষ্যন্তিঃ সমন্ততঃ পৃথিবীং জয়ন্ পরীয়ায়।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৮, পঞ্চিকা ২৩

এই দীর্ঘতম কর্ত্তৃক অঙ্গরাজ-মহিষীর উশিক্‌নাম্নী দাসীতে উৎপাদিত কক্ষীবান্ ঋষি এই সূক্তের প্রণেতা। এতদ্ব্যতিরিক্ত তিনি আরও বহু ঋকের প্রণেতা বলিয়া বহ্বৃকের প্রবর ঋষি বলিয়া কথিত হন। "মহর্ষি কক্ষীবান্ বহ্বৃচাং প্রবরঃ। উশিকসংজ্ঞায়া অঙ্গরাজস্য মহিষ্যা দাস্যাং দীর্ঘতমসোৎপাদিতঃ কক্ষীবানস্য সূক্তস্যর্ষিঃ। ঋগ্বেদে সর্ব্বানুক্রমণিকা।

মনুসংহিতাতে ভৃগু ও মহাভারতে ব্যাস উভয়েই একমতে শূদ্রের কর্ম্মানুসারে ব্রাহ্মণতা এবং ব্রাহ্মণেরও কর্ম্মানুসারে শূদ্রতা বলিয়াছেন। "শূদ্রোব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চৈতি শূদ্রতাম্।" নীচকর্ম্ম-হেতুক উচ্চ জাতীয়ের পতন পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, এবং তাহা প্রসিদ্ধ আছে, তবে এস্থলেও পুরাণ হইতে দুই একটী দৃষ্টান্ত দেখাই। "পৃষধ্রস্তু গুরুগোবধাচ্ছূদ্রত্ব মগমৎ" বিষ্ণু। রাজা পৃষধ্র গুরুর গোবধ করিয়া শূদ্রত্ব পাইয়াছিলেন। "শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাৎ" ইত্যাদি শ্লোকেও শূদ্রত্ব-প্রাপ্তি কথিত হইয়াছে।

ইতি জাত্যর্থ-নির্ণয়-নামক প্রথমাধ্যায়ে মূর্দ্ধাভিষিক্ত ব্রাহ্মণ হইতে সর্ব্বজাত্যুৎপত্তি-নামক চতুর্থাংশ।

মন্তব্য।

কালের কি আশ্চর্য্যপ্রভাব! পূর্ব্বকালে জাতি কর্ম্মগত হওয়ায় কর্ম্মানুসারেই সমাজে জাতীয় উচ্চতা ও নীচতাপ্রাপ্তি,কৌলীন্য ও অকৌলীন্য,পুরস্কার ও তিরস্কার স্বরূপ থাকিয়া, সমাজের উন্নতি সাধন করিত; কিন্তু কালে এই জাতি আবারদেশের শান্তির নিমিত্ত বংশবিশেষে জন্ম ও কর্ম্ম উভয়গত হইল। বল্লালসেনদেবও ঐ বংশগত জাতির মধ্যেও কর্ম্মানুসারে কৌলীন্য অকৌলীন্য নিরূপণ করিয়া সে উদ্দেশ্য কিয়ৎ পরিমাণে রক্ষা করিয়াছিলেন; কিন্তু সেনরাজত্বনাশের পর যখন সমাজ যাজকদের হস্তে পড়িল, তখন সামান্য দোষেও ইঁহারা লোককে হঠাৎ জাতিচ্যুত করিতেন কিন্তু সহস্র সদ্‌গুণেও কাহাকেও জাতিতে বা কুলে উন্নত করিতেন না। ইহাতে তিরস্কার রহিল, কিন্তু পুরস্কার উঠিয়া গেল। তার পর এক্ষণে তিরস্কারও নাই, পুরস্কারও নাই। তুমি শত দোষ কর, তোমার জাতিনাশ হইবে না; শতগুণ প্রকাশ কর; তোমার জাত্যুন্নতি হইবে না। সমাজ এখন জোয়ার-ভাটা-শূন্য বদ্ধজলের ন্যায় ক্রমে শুষ্ক ও মলিন হইয়া যাইতেছে। কতকগুলা জ্ঞানশূন্য অকর্ম্মণ্য লোক প্রভুহীন সমাজে প্রভুত্ব লইতেছে, আর কতকগুলা জ্ঞানশূন্য লোক তাহাদিগকেই বাস্তবিক প্রভু ভাবিয়া তাহাদের মতানুবর্ত্তী হইতেছে। বর্ত্তমান রাজজাতির ধর্ম্মমত অন্যদিকে বহিতেছে, লোকদের ধর্ম্মমত স্বস্বানুরূপ বহুধা বিভিন্ন, প্রতারকদের মত স্বার্থের দিকে, এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন মতের প্রবল তরঙ্গে সমাজ উপপ্লুত। এই তরঙ্গে পড়িয়া সমাজের লোকেরা কর্ণধারহীন পোতারোহীদের ন্যায় ভণ্ড ও প্রতারকদের অনির্দ্দিষ্ট ইচ্ছাধীন হইতেছে। প্রকৃত জ্ঞানবান্‌ ও দেশহিতৈষী লোকেরা, যাঁহারা পূর্ব্বকালে ব্রহ্মজ্ঞব্রাহ্মণ বলিয়া সমাদৃত ও অনুসৃত হইতে পারিতেন, তাঁহারা প্রকৃত কারণাদি ব্যতীতও অব্রাহ্মণ, জাতিচ্যুত, সমাজের পরিত্যক্ত বা

সমাজে হীন বলিয়া পরিগণিত হইতেছেন। লোকদের এই শাস্ত্রান্ধতা ও জ্ঞানান্ধতা প্রযুক্তই তাঁহাদের প্রকৃত গুণের গৌরব হইতেছে না। চতুর্দ্দিক্ নীচ স্বার্থ-পরতায় বেষ্টিত। এই অজ্ঞ লোকেরা শাস্ত্রের মর্ম্ম বুঝেন না, বুঝিতে চেষ্টাও করেন না, স্বার্থের নিমিত্ত শাস্ত্রের অর্থ স্বাভিপ্রায়-মতে ফিরাইয়া তাঁহাদের অপেক্ষাও ঘোরতর অজ্ঞ সমাজে প্রচারিত করিয়া প্রভুতা প্রদর্শন করেন। প্রকৃত জ্ঞান ইঁহাদের নিকট স্থায়িতা পায় না। চাষার গ্রাম পাইয়া 'কস্ত' খস্তং' পণ্ডিত যেমন প্রকৃত পণ্ডিতের দুর্দ্দশা সাধন করিয়াছিলেন, এই অজ্ঞ দেশে তেমনই এই প্রবল কস্তমের দল প্রকৃত জ্ঞানীদের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছেন, দেশেরও সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছেন। চিন্তাশীল আর্য্যগণের প্রকাশিত জ্ঞানে স্তব্ধ হইয়া অলস অকর্ম্মণ্য হতাশ মনুষ্যেরা তাহাতে প্রবেশ করাও তাহাদের অসাধ্য ভাবিতেছে। ঐখানেই অনন্ত জ্ঞানের অন্ত হইল মনে করিতেছে, তাহাদের জন্য যে এখনও দয়াময়ের অনন্ত ভাণ্ডার খোলা রহিয়াছে, তাহা মনে করে না। ধর্ম্ম যেন কি এক অলৌকিক পদার্থ। তাহা যেন লোকদের বুঝিবার জন্যও নয়, অবলম্বনের জন্যও নয়, এরূপ মনে করিতেছে। শাস্ত্রকারদের কথিত ধর্ম্মতত্ত্ব বুঝিয়া তাহার পর যে আরও ধর্ম্মতত্ত্ব অনুসন্ধানের ভার তাহাদের উপর অর্পিত আছে, তাহা মনে করে না। তাহাদের মন ও আত্মা যেন তাহাদের কাজের জন্য নয়। তাহাদের নিমিত্ত তাহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা ঐ পর্য্যন্ত বহুধন রাখিয়া গিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাহা বলিয়া কি ধনী মানুষের কুপুত্রের মত মহামূল্য শাস্ত্রে সঞ্চিত অর্থ নাশ করিতে হইবে? ঐ ধনের ভোগ, তাহার সদ্ব্যবহার ও তাহার বৃদ্ধি করিতে যত্ন করিবে না? উহা কি মনুষ্যের—পরমেশ্বরের পুত্রের অসাধ্য? তবে তাহারা কেন স্বয়ং নিশ্চেষ্ট হইয়া অপরদিগেরও অনুৎসাহ জন্মাইয়া দেয়? এরূপ মনে করিলে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণও যে তাদৃশ জ্ঞান ও সদাচার-যুক্ত হইতে পারিতেন

না, তাহা তাহারা একবারও ভাবে না। আমাদের মহাভাগ পূর্ব্বপুরুষগণ যোগে সকল জানিয়াছিলেন এবং তপস্যা-বলে সকল করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু সে যোগ কি? এবং সেই তপস্যাই বা কিরূপ? যোগ কি মনোযোগ নয়? ধ্যেয় বিষয়ে চিন্তার বিষয়ে মনোনিধান নয়? তপস্যা কি সৎকর্ম্ম সাধন জন্য কষ্ট স্বীকার নয়? ইহা ভিন্ন কে ব্রাহ্মণ হইতে পারে? চারি সহস্র, কি অযুত বৎসর তপস্যা করা কি ব্যক্তি-বিশেষেরই তত বৎসর চেষ্টা? সেই জাতীয় বা সেই বংশীয় বহু ব্যক্তিগত চেষ্টা নয়? অতি সূক্ষ্ম আত্মতত্ত্ব সকল কি মনুষ্য জন্মিয়াই স্বকীয় চেষ্টাব্যতীত প্রাপ্ত হয় অথবা লক্ষ লক্ষ বৎসর এই চেষ্টায় থাকিতে হয়? স্থূল তত্ত্ব ছাড়িয়াও কি সূক্ষ্ম তত্ত্বে যাওয়া যায়? গৃহস্থ না হইয়া গৃহস্থের সমুদায় কর্ত্তব্য সাধন না করিয়া কি কেহও কোনও জন্মে যোগী হইতে পারে? গৃহস্থের উপযোগী জ্ঞান ও ধর্ম্ম অতিক্রম করিয়া কি কেহ এককালে মহাযোগে প্রবৃত্ত হইতে পারে? যদি তাহা কেহ পারে দেখা যায়, তবে তাহার পূর্ব্বজন্মে গৃহস্থধর্ম্ম সমাপ্ত করা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। কিন্তু যাহারা তাহা পারে না, তাহাদের জানা উচিত যে, তাহাদের গৃহস্থধর্ম্ম সমস্ত পালন করা হয় নাই। গৃহস্থ-জনোচিত জ্ঞানার্জ্জন করা হয় নাই, এবং তজ্জন্য সুযোগ সকলও অন্বেষণ করা হয় নাই। এই নিমিত্ত বিশিষ্ট আগ্রহ সহকারে জ্ঞানপথে ও কর্ম্মপথে সকলেরই যত্ন সহকারে চলা কর্ত্তব্য, সহস্র প্রতিবন্ধক সত্ত্বেও তাহাই মোক্ষের একমাত্র প্রথম সোপান, ইহা ভাবিয়া তাহাতে আরোহণের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। ইহাতে তাহার নিজের দেহগত প্রত্যক্ষ ফল না দেখিলেও অবিনশ্বর আত্মগত ফল হইবে, ইহাতে প্রত্যয় রাখিয়া জ্ঞানার্জ্জন করা ও সৎকর্ম্ম অভ্যাস করা সকলেরই কর্ত্তব্য। অন্যায় না করিয়া নিজের মঙ্গলের সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে জগতের বা দেশের মনুষ্যগণের মঙ্গল হয় এমন চেষ্টা করাই আর্য্যগণের কর্ত্তব্য। ইয়ুরোপীয় লোকদের এই জ্ঞান সকলেরই আছে এবং আর্য্যসন্তানেরা তাহা হারাই-

য়াছে। এই জন্যই আর্য্যদের স্থল তাঁহারা অধিকার করিয়াছেন। সমগ্র ভারতবর্ষ-মধ্যে কতজন সেরূপ লোক আছেন? কতজন দেশহিতকর নূতন জ্ঞানের বা কার্য্যপ্রণালীর অথবা উৎকৃষ্ট জীবিকার আবিষ্কার করিয়া দেশের রক্ষার চেষ্টা করিতেছেন? কতজন এই আপৎকালে আপদ্ধর্ম্মে থাকিয়াও জাতিরক্ষার উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন? কতজন সত্যজ্ঞানের বলে দেশের উপকার সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন? বৈশ্যবৃত্তি এবং এই আপৎকালে শূদ্রবৃত্তি স্বীকার করিয়াও সত্যজ্ঞান লাভের চেষ্টায় কতজন এই ভারতে ব্যাপৃত আছেন? ইহাই প্রাচীন ব্রাহ্মণদের প্রধান কর্ম্ম ছিল, অথচ সেরূপ ব্রাহ্মণ আমরা এক্ষণে কতজন দেখিতে পাই? শরীরকে সুস্থ ও পবিত্র না রাখিতে পারিলে কি কেবল হরি বা গৌরাঙ্গের নামে দেশ উদ্ধার হয়? শরীরের শুদ্ধি ব্যতীত সে অমোঘ মন্ত্রও ফলে না।

সত্যজ্ঞানই বেদ। তাহাতে কেবল জন্ম জন্য কোন জাতিবিশেষের একাধিকার নাই।

বেদ শব্দের অর্থ জ্ঞান বলিলে অমনই এখনকার ব্রাহ্মণে মনে করিবেন, এ জ্ঞান একটী অলৌকিক পদার্থ, যাহা পৃথিবীর লোকের পক্ষে অসম্ভব এতাদৃশ ব্রহ্মজ্ঞান। কিন্তু সত্যজ্ঞানই যে ব্রহ্ম (সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম) এবং তাহা অধিকার করিলেই যে ব্রাহ্মণ হওয়া যায়, তদ্ব্যতিরিক্ত সম্ভব নয়, তাহা কি তাঁহারা জানেন না? ব্রাহ্মণ শব্দের অর্থই বিদ্বান্। অনেক বিষয়ে যে বিদ্বান্ সেই প্রকৃত ব্রাহ্মণ, তাহাকেই ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন বলা যায়। শব্দার্থমাত্র জ্ঞানে ব্রাহ্মণ হয় না। অতএব ঋক্, যজুঃ, সাম শব্দের অর্থজ্ঞান বা তাহার অধ্যয়ন করেন নাই বলিয়া আমি কাহাকেও অব্রাহ্মণ বলিতেছি ইহা মনে করিবেন না, তবে তাহাও অন্যান্য জ্ঞানের সহিত কিছু কিছু জানা আবশ্যক, ইহা আমি অস্বীকার করি না। শাস্ত্রে বলিয়াছেন, ঋক্, যজুঃ, সামে, যে বিবিধপ্রকার জ্ঞান আছে, সেই জ্ঞান লাভ ও সৎকর্ম্ম ব্যতীত

ব্রাহ্মণ হওয়া যায় না। ব্রাহ্মী ভাষায় সেই সকল গ্রন্থ হইতে সে জ্ঞান হয় ভালই, নচেৎ সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদিত ঐ সমস্ত বেদবাক্য এবং তাহার পরেও বিদিত অনন্ত জ্ঞানভাণ্ডারের জ্ঞান যাহা মুনিঋষিগণ প্রকাশ করিয়াছেন, এবং যে সকল জ্ঞান ঐ সকল মূল জ্ঞানের বিরোধী নয় তাহাতেও বেদপাঠ ফল হইয়া থাকে। ফলত মন্বাদি ঋষিরা তৎ-কালের একত্র কৃত ও অক্ষরে লিখিতবেদনামকঐ জ্ঞানভাণ্ডারকেই বেদ বলিতেন এবং ব্যাকরণ, জ্যোতিষ, ছন্দঃ প্রভৃতিকে বেদাঙ্গ বলিতেন। ইহাই অপর বেদ বা বিদ্যা। এতদ্ভিন্ন যে বিদ্যা দ্বারা আত্মতত্ব জানা যায়, সেই বিদ্যা পরা বিদ্যা অর্থাৎ সর্ব্বোচ্চ বেদ।

"তত্রাপরা ঋগ্‌বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদো অথ পরা যয়া তদধিগম্যতে।" সে বেদ কুত্রাপি লেখা নাই। তাহা যোগগম্য।

এখনও পদার্থসংবন্ধে যে সকল নূতন নূতন জ্ঞান ভিন্ন ভিন্ন জাতি কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হইতেছে, তাহাও বেদ। কিন্তু যাহা ভ্রান্ত বলিয়া স্থির হয়, তাহা বেদশব্দবাচ্য নয়। যাহা দৃঢ় প্রতীত হইবার যোগ্য, তাহাই বেদ। সত্য জ্ঞানই বেদ। মাতা, পিতা ও স্বজাতীয় লোকের নিকট এই বেদ অগ্রে শিক্ষা করা দ্বিজগণের কর্ত্তব্য, ইহা মন্বাদি ঋষিরা বলিয়াছেন। তদুক্ত আচার সকলও বাল্যকাল হইতে অভ্য-সনীয়, অতএব বালকদের উপযোগী শরীর মন ও আত্মার স্বাস্থ্য বল ও পবিত্রতা-কারক বলিয়া নিশ্চিত সাধু আচার সকল যাহাকে ঋষিরা দ্বিজধর্ম্ম বলিয়াছেন, তাহাই দ্বিজগণের বালকদিগকে তাহাদিগের স্বীয় ভাষায় অগ্রে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। ইহাই ঋষিগণের মত। তাই তাঁহারা একবাক্যে বলিয়াছেন—

"যোঽনধীত্য দ্বিজোবেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমম্।
স জীবন্নেব শূদ্রত্ব মাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ॥" মনু

কিন্তু এই ঋষিগণের ভাষা ব্রাহ্মীভাষা ছিল, ব্রাহ্মীভাষা রহিত হইয়া

গেলে সংস্কৃত ভাষায় বেদান্তাদি শাস্ত্রপাঠেও ঐ দ্বিজধর্ম্ম রক্ষিত হইত। সেই হেতু অত্রির স্মৃতিতে "বেদান্তং পঠতে নিত্যম্" ইত্যাদি "সাংখ্য-যোগবিচারস্থ" ইত্যাদি পদদ্বারা ব্রাহ্মণত্ব রক্ষার কথা বলিয়াছেন। এখন সে সংস্কৃতও অপ্রচল হইয়াছে এবং তাহার স্থানে নানা ভাষা উদিত হইয়াছে। সুতরাং যাহাদের যে ভাষা, তাঁহাদের সেই ভাষাতেই সত্যজ্ঞান ও সত্যধর্ম্ম শিক্ষা করা কর্ত্তব্য। অন্যথা তাহা শাস্ত্রোক্ত নির্দ্দিষ্ট কালের মধ্যে হৃদয়স্থ হওয়া সম্ভব হয় না। পরে দ্বিজজাতির মধ্যে যাঁহারা বিশেষরূপে ব্রাহ্মণত্বলাভ ইচ্ছা করিবেন, তাঁহারা মূল বেদও পাঠ করিতে পারিবেন। যদি কেহ ঋষিগণের এতাদৃশ তাৎপর্য্যে আপত্তি করেন, তবে তাঁহাদের স্বীকার করিতে হইবে যে, অন্ততঃ বঙ্গে ব্রাহ্মণ নাই। যদি আমাদের উপরি উল্লিখিত ধর্ম্মকে কেহ দ্বিজধর্ম্ম বলিতে অস্বীকার করেন, তাহা হইলে প্রাচীন শাস্ত্রমতে গর্ভাধান, জাতকর্ম্ম, পুংসবনাদি সংস্কার রহিত হওয়ায় অন্ততঃ বঙ্গে ব্রাহ্মণ নাই এই কথাটাও তাঁহাদের স্বীকার করিতে হইবে।

মূল ধর্ম্ম সর্ব্বদাই সর্ব্বত্র ও সর্ব্বজীবে স্থির থাকে, কিন্তু অবান্তর ধর্ম্ম দেশ কাল ও পাত্র-ভেদে ভিন্ন হয়, দেশাদির পরিবর্ত্তে ধর্ম্মেরও পরিবর্ত্ত হইয়া যায়, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং এককালের নির্ণীত সকল ধর্ম্মই অন্যকালের অবলম্বনীয় হইতে পারে না—ইহাও স্বীকার করিতে হইবে। অন্যথা এখনও তৎকালোচিত মন্বাদির সকল মত জানিয়া চলিতে হয়। আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা আপদের অবস্থা—ইহাও শাস্ত্রজ্ঞমাত্রকে স্বীকার করিতে হয়। একালে মন্বাদির উক্ত আপদ্ধর্ম্ম অবলম্বন করাই আমাদের শ্রেয়স্কর। তদনু-সারে একালে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে সর্ব্বোচ্চজ্ঞানসম্পন্ন হিন্দুরা ব্রাহ্মণ, নূতন জ্ঞান প্রকাশ বা জ্ঞান দ্বারা কোন নূতন তত্ত্বের উদ্ভাবন যাহারা করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাঁহারাও ব্রাহ্মণপদবাচ্য হইতে পারেন,

যাঁহারা স্তায়ানুসারে স্বীয় মতে, বাক্যে ও কার্য্যে দৃঢ়, কোনও ক্রমে বিচলিত হন না তাঁহারা ব্রাহ্মণ, আর যাঁহারা গবর্ণমেণ্টের উচ্চ উচ্চ কার্য্যে থাকিয়া নির্ভয়ে নিঃস্বার্থ স্বমত প্রকাশে সমর্থ, তাঁহা-রাও ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়। যাঁহারা কৃষ্যাদি কার্য্যে জীবন নির্ব্বাহ করেন, প্রাণান্তেও দাস্যবৃত্তি অবলম্বন করেন না, তাঁহারাও উৎকৃষ্ট দ্বিজাতি। এতদ্ভিন্ন যাহারা পরের অভিপ্রায়মত কলম চালিয়া বা আত্মবিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাহারা শূদ্র ব্যতীত আর কিছুই নহে। অসদাচার নীচকর্ম্মারা কর্ম্মানুসারে হেয় চণ্ডালাদির ন্যায় পরিবর্জ্জনীয়। আপৎকালে জাতিগণের এইরূপ নিষ্প্রভতাই শাস্ত্রে লিখিত আছে এবং এ সময়ে এই প্রকার ভিন্ন তাঁহাদের পরিচয়ের অন্য উপায় নাই। প্রমাণদ্বারা আমাদের এই সকল মত স্থাপন উদ্দেশ্য নয়। তবে ঋষিগণের উক্তি অনুসারে এইরূপ সামান্য কর্ম্মসকলই যে বর্ণত্বের লক্ষণ, ইহাই আমার বলার উদ্দেশ্য। জন্ম বা গললম্বিত সূত্র মাত্র বা আপনার ইচ্ছানুসারে বর্ণনাম কথন-মাত্র যে বর্ণলক্ষণ নয়, ইহাই আমাদের বলার উদ্দেশ্য।

আমাদের দ্বিতীয় বক্তব্য এই যে, পূর্ব্বে বর্ণ কর্ম্মগত হওয়াতে উহা একই জাতির মধ্যে একই বংশমধ্যে একই গৃহমধ্যে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিগত ছিল। পূর্ব্বে বর্ণনির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম করা ব্যতীত কেহও কখনও আপনাকে ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াদি বলিয়া পরিচয় দিতে পারিতেন না। ব্রাহ্মণ পরিচয় দিয়া ব্রাহ্মণকর্ম্মের পরিচয় দিতে না পারিলে লোকে তাহাকে জাতিব্রাহ্মণ অর্থাৎ শূদ্রই মনে করিতেন। অতএব তাদৃশ ব্রাহ্মণশব্দে বেদহীন বৈদ্য মহাশয়েরা ও ব্রহ্মহীন ব্রাহ্মণ মহাশয়েরা যেন গর্ব্বিত না হন।

ইতি প্রথমাধ্যায়ে জাত্যর্থনির্ণয়ে মন্তব্যনামক পঞ্চমাংশ।

জাত্যুৎপত্তি ও জাতি-বিভাগ।

পূর্ব্বে একই পরিবারমধ্যে একজনেরই পুত্রেরা কর্ম্মানুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বৃত্তির হইয়া থাকিতেন—ইহা কি প্রকারে সম্ভব হয়, তাহা বুঝিতে আপাততঃ সাধারণের ভ্রম হইতে পারে; এজন্য শাস্ত্র ও দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা বুঝাইয়া দিতেছি।

পূর্ব্বে এক্ষণকার ন্যায় জন্মানুসারে বর্ণভেদ ছিল না। এক এক বংশের দ্বিজেরাই পৃথক্ পৃথক্ কর্ম্ম অবলম্বন করিতেন এবং তদনুসারে কর্ম্মগত উপাধি বা বর্ণনাম পাইতেন; অতএব তখন কার্য্যবিভাগ হইয়াছিল, কিন্তু কার্য্যজন্য নাম প্রাপ্ত বর্ণেরা বিভক্ত হয় নাই। সেই জন্যই মনু বলিয়াছেন—

"সর্ব্বেষাস্তু স নামানি কর্ম্মাণি চ পৃথক্ পৃথক্।
বেদশব্দেভ্য এবাদৌ পৃথক্ সংস্থাশ্চ নির্ম্মমে॥"

মনু ১অ ২১ শ্লোক।

সেই হিরণ্যগর্ভ বর্ণবিভাগের অগ্রে বেদোক্ত ব্রাহ্মণাদি জাতি-বাচক শব্দ হইতে পৃথক্ করিয়া ব্রাহ্মণাদি বর্ণ সকলের পৃথক্ পৃথক্ নাম, কর্ম্ম ও পদ সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

জাতি সৃষ্টি করিবার পূর্ব্বে কিরূপে নাম সৃষ্টি করিলেন, ইহা বুঝিতে আপাততঃ একটু কষ্ট বোধ হইতে পারে, কিন্তু পরোক্ত দৃষ্টান্ত দ্বারা সে ভ্রম নিবারিত হইবে।

প্রাচীন ব্রাহ্মণেরা এখনকার হিন্দুদিগের ন্যায় বা ইংরাজাদি জাতির ন্যায় প্রথমে এক গৃহে এক পরিবার মধ্যে থাকিয়াই ঐ চারিশ্রেণীর কার্য্যগুলির মধ্যে ইচ্ছা ও যোগ্যতা অনুসারে কোন একটী অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। এখন যেমন ইংরাজদের বা হিন্দু-দের এক পরিবারে ভিন্ন বালকের ভিন্ন ভিন্ন রূপ অধ্যয়নাদি করিয়া

ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যের উপযোগী হইয়া ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি অবলম্বন করিতেছে, সর্ব্ব প্রথমে আর্য্যেরাও তাহাই করিতেন ও স্ব স্ব কার্য্যানুসারে এক পরিবারেরই সন্তানদের মধ্যে কেহ ব্রাহ্মণ, কেহ ক্ষত্রিয়, কেহ বৈশ্য, কেহ বা শূদ্র হইতেন। ঐরূপ প্রত্যেক পরিবারেই হইত। সমব্যবসায়ীদের পরস্পর ঘনিষ্ঠতা হইত ও স্ব স্ব বালকবালিকাদিগের আদান-প্রদান দ্বারা বৈবাহিক সূত্রে পরস্পর সম্বদ্ধ হইত। বাল্যকাল হইতে পুত্রকন্যারা মাতাপিতার কার্য্যাদি দেখিয়া শুনিয়া স্বভাবতঃই তাহাদের পিতৃকার্য্যে সংস্কার ও প্রীতি জন্মিত। তাহার পর ঐ কার্য্যের সবিশেষ চর্চ্চা ও তত্তদ্বিষয় অধ্যয়নাদি করিলে শিক্ষিতবিদ্যা শিক্ষার ন্যায় তদ্বিষয়ে অনায়াসে অল্প সময়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিত। সুতরাং অনর্থক অর্থব্যয়, বলক্ষয় ও সময়াতিপাত হইত না। ইহা দেখিয়া স্ব স্ব প্রীতি ও সৌকর্য্যবুদ্ধিতেই এক এক বংশীয়েরা আপনা হইতেই এক এক প্রকার জীবিকা ও কার্য্য অবলম্বন করিয়া পৃথক্ পৃথক্, এক এক দল হইল। তখনও এখনকার ন্যায় জাতিবন্ধন হয় নাই, তাই দল বলিতেছি। এখন যাহাদিগকে ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াদি বলিতেছি, তখন তাহারা একই জাতির মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়ীদের ন্যায় থাকিত, পরস্পর কন্যাদির আদানপ্রদান ও ভোজনাদি করিত; এখন যেমন একজাতি হইলে অথবা জাতি না মানিলে, উকীল, মাষ্টার, অধ্যাপক, দোকানদার, কনষ্টেবল, সৈনিক পুরুষ সকলেই পরস্পর আদানপ্রদানভোজনাদি করিতে কুণ্ঠিত হয় না, জাতিভেদ না থাকায় তখনও আর্য্যেরা পরস্পর ঐরূপ কার্য্য করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। এখন যেমন এক পরিবারের বালকদিগের মধ্যে কেহ আড়তদার, কেহ মাজিষ্ট্রেট্, কেহ ইঞ্জিনিয়ার্, কেহ শিক্ষক, কেহ বাণিজ্যব্যবসায়ী হইলে তাহারা পরিচয় দিতে কষ্ট বোধ করে না, তখনও ঐরূপ কেহ প্রথম শ্রেণীর কাজ, কেহ দ্বিতীয় শ্রেণীর কাজ, কেহ বা তৃতীয় শ্রেণীর

কাজ করে, এরূপ পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হইতেন না, এবং তদনুরূপ মাতাপিতার পরিচয় দিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। এখন যেমন শিক্ষকের পুত্র ইঞ্জিনিয়ার হইলে বা ইঞ্জিনিয়ারের পুত্র শিক্ষক হইলে দোষ হয় না, তখনও সেইরূপ ব্রাহ্মণের পুত্র বৈশ্য বা বৈশ্যের পুত্র ব্রাহ্মণ হইলে দোষ হইত না। এখন যেমন শিক্ষকের কন্যাকে মাজিষ্ট্রেট্ বা মাজিষ্ট্রেটের কন্যাকে শিক্ষক বিবাহ করে তাহাতে দোষ হয় না, পূর্ব্বেও সেইরূপ ব্রাহ্মণের কন্যাকে ক্ষত্রিয় বা ক্ষত্রিয়ের কন্যাকে ব্রাহ্মণ বিবাহ করিলে দোষ হইত না। এখন যেমন কেহ পিতা মাজিষ্ট্রেট আর মাতা অধ্যাপকের কন্যা অথবা পিতা অধ্যাপক ও মাতা মাজিষ্ট্রেটের কন্যা ইহা বলিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না, তখনও ঐরূপ কেহ পিতৃ-মাতৃকুলগত বা সমাজগত কার্য্যের পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হইত না। ইংরাজদের যেমন চারি সহোদরের একজন কলেজের প্রফেসর বা ধর্ম্মমন্দিরের বিশপ, একজন সৈন্যাধ্যক্ষ, একজন বাণিজ্যব্যবসায়ী, ও একজন দরজি বা কর্ম্মকার হয়, আর এখন হিন্দুদিগেরও চারি সহোদরের মধ্যে একজন মন্ত্র দাতা বা অধ্যাপক, একজন পুলিশের ইন্‌স্পেক্টর, একজন বিলসরকার ও একজন জুতোর দোকানী হইতে কুণ্ঠিত হইতেছে না, তখনও সেইরূপ হইত না।* কিন্তু কালক্রমে আপন আপন ইচ্ছা বা যোগ্যতা অনুসারে গৃহীত কর্ম্ম দ্বারা যে সকল লোক ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়ী হইয়াছিল; তাহাদিগকে উক্ত কার্য্য বা ব্যবসায় অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইল। তাহা-

---

* পাঠক মহাশয়েরা এখানে লক্ষ্য করিবেন যে, ইহা দ্বারা বেশ বুঝা যাইতেছে যে, আমাদের প্রাচীন জাতিবন্ধন ক্রমে ভাঙ্গিয়া গিয়া এখন ইংরেজদের ন্যায় জাতি-নিয়ম আমাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে ও করিতেছে। কিন্তু সাবধান, যেন অর্থই জাতি-কর না হয়, বিদ্যাবিনয়াদি সদ্‌গুণই যেন জাতি হয়। এরূপ চেষ্টা যেন সমাজে হয়।

দিগের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর কার্য্যাবলম্বীদিগকে ব্রাহ্মণ, দ্বিতীয় শ্রেণীর কার্য্যাবলম্বীদিগকে ক্ষত্রিয়, তৃতীয় শ্রেণীর কার্য্যাবলম্বীদিগকে বৈশ্য ও চতুর্থ শ্রেণীর কার্য্যাবলম্বীদিগকে শূদ্র বলা হইল। অতএব যে সকল উপাধি প্রথমে ব্যক্তিগত ছিল, তাহা এখন শ্রেণীগত বা জাতিগত হইল।

বর্ণবিভাগের সঙ্গে সঙ্গে নিয়ম হইল যে যিনি যে শ্রেণীর হইলেন, তাঁহাকে ও তাঁহার বংশীয়দিগকে সেই শ্রেণীরই কার্য্য করিতে হইবে। এক জাতি অপর জাতির কার্য্য অবলম্বন করিলে তাঁহাকে জাতিচ্যুত হইয়া অর্থাৎ পিতামাতা ও স্বজনবর্গের নিকট হইতে তাড়িত হইয়া, যে জাতির কার্য্য অবলম্বন করিয়াছেন, সেই জাতি-মধ্যে পরিগণিত হইতে হইবে এবং কুলক্রমাগত সন্তানদিগকে সেই জাতিরই কার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হইবে। আর শূদ্র উচ্চ জাতির কার্য্য অবলম্বন করিলে রাজার বধ্য হইবে বা নির্ব্বাসিত হইবে ও অপর কোন দ্বিজাতি শূদ্রকার্য্য করিলে শূদ্রজাতিমধ্যে নিবিষ্ট হইয়া শূদ্রকর্ম্ম করিতেই বাধ্য হইবে। ব্রাহ্মণাদি জাতি পরস্পরের ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ করিলে সমাজের হেয় হইবে। যদি কাহারও উৎকর্ষ লাভ করিতে ইচ্ছা হয়, তবে জাতিমধ্যে থাকিয়াই যে যত জাতীয় উৎকর্ষ সাধন করিতে পারে করিবে। ক্রমাগত সাত পুরুষের উৎকর্ষ দেখিলে ঐ বংশ উন্নত হইত ও ইচ্ছা করিলে ঐ বংশের পুত্রেরা সমাজকর্ত্তাদের অনুমত্যনুসারে উচ্চতর বর্ণে যাইতে পারিতেন। কিন্তু স্বেচ্ছাক্রমে জাতীয় কর্ম্ম ত্যাগ করিলে তিনি পতিত ও সঙ্কীর্ণ বর্ণ বলিয়া সমাজের হেয় হইতেন। এইরূপে প্রথম জাতিবিভাগের নামই জাত্যুৎপত্তি। ইহার পূর্ব্বেই সমাজের উদর-মধ্যে জাতির সৃষ্টি বা উৎপত্তি হইলেও তাহা সাধারণের লক্ষ্য হয় নাই বলিয়া তাহাকে জাত্যুৎপত্তি

বলা হয় নাই। জাতির উৎপত্তি জাতিজ্ঞান হেতুক জাতিজ্ঞান-সমকালে মনুষ্যের মনোমধ্যে হয়। জাতির সত্তা যে সময় হইতে আরম্ভ হয়, সে সময় কাহারও লক্ষ্য হয় না। বেদের মধ্যে যে বচনটীকে লোকে জাত্যুৎপত্তি-বিষয়ক বলে, তাহাও এই জাতিবিভাগ-বিষয়ক মাত্র। এতদ্ ভিন্ন শ্রুতিতে জাতিবিষয়ক আর আর যে সকল বচন আছে, তাহা এরূপ জাতিবিভাগ-বিষয়ক নহে। তাহা মনুষ্য-সৃষ্টির আদি অবস্থা সূচনার্থ দেবসৃষ্টি-বিষয়ক। উহাতে শূদ্র বর্ণেরই আদি জন্ম সূচিত হইয়াছে। যাহা হউক জাতিবিভাগ বা জাত্যুৎপত্তি-বিষয়ক ঋগ্বেদোক্ত ঐ বচনটী সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। জাতি-বিষয়ে ইহা অপেক্ষা প্রাচীন বচন মহর্ষিরাও দেখেন নাই, মুনিরাও শুনেন নাই। সুতরাং উহা অপেক্ষা প্রাচীন বচন আর নাই বলা যাইতে পারে। ঐ বচনই পৃথিবীর সমস্ত জাতিবিবরণের মূল। উহা অবলম্বন করিয়াই ঋষিগণ জাতিবিভাগ বচন সকল লিখিয়াছেন। অতএব জাতি-বিষয়ক ঐ বচনটী বিশেষরূপে জানা জাতিমাত্রেরই নিতান্ত কর্ত্তব্য। এজন্য ঐ বচনটী তত্রত্য আর কয়েকটী বচনের ব্যাখ্যার সহিত এ স্থলে লিখিতেছি। এইরূপে দেখা যাইবে যে, পুরুষসূক্তের ঐ বচনটী জাতিবিভাগসূচক জাতির উৎপত্তিসূচক নহে। বিরাট্ পুরুষের বর্ণনা হইতেছে ;—

"সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাঽত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্ ॥১॥"

সেই পুরুষের সহস্র সহস্র মস্তক, সহস্র সহস্র চক্ষু ও সহস্র সহস্র চরণ। সেই পুরুষ পৃথিবীর সমস্ত স্থান আক্রমণ ও বেষ্টন করিয়া অবস্থা ও গুণের অতীত হইয়া আছেন। "অত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্" এই পাঠে অর্থ এই হইবে যে, তিনি ভূমির চতুর্দ্দিকে সমস্ত স্থান অধিকার করিয়া আমাদের হৃদয়মধ্যেও আছেন। ১।

"পুরুষ এবেদং সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভাব্যম্।
উতামৃতত্বস্যেশানো যদন্নেনাতিরোহতি ॥ ২ ॥"

ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান যাহা কিছু জানা যাইতেছে, সে সকলই এই পুরুষ। অন্ন দ্বারা যে অমৃতরস উৎপন্ন হয়, ইনিই সেই অমৃতের প্রভু। ইনিই আমাদিগকে জীবিত রাখেন। ২।

এই শ্লোকের পর ঐ পুরুষ হইতে অনেক উৎপত্তির বর্ণনা আছে। "যাহা কিছু জানা যাইতেছে, সকলই তিনি" ইহা উক্ত হওয়াতে আর সেগুলি সমস্ত বলিবার প্রয়োজন নাই। এক্ষণে আমাদের বক্তব্য বিষয়ই বলিতেছি।

"যৎ পুরুষং ব্যদধুঃ কতিধা ব্যকল্পয়ন্।
মুখং কিমস্য কৌ বাহূ কা ঊরূপাদা উচ্যেতে ॥১১॥"

দেবতারা যে পুরুষকে (বিশ্বরূপ পুরুষ-শরীরকে) বিভাগ করিয়াছিলেন, কয় অংশে তাহার বিভাগ করিয়াছিলেন? কোন্ অংশ ইঁহার মুখ, কোন্ অংশ বাহু, কোন অংশ ঊরু এবং কোন্ অংশই বা ইঁহার চরণরূপে কথিত হয়? ১১।

পুরুষ অর্থে চারিবর্ণে বিভক্ত এই চরাচর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে বুঝাইলেও, এস্থলে বুঝিবার সুবিধার নিমিত্ত আমাদের বর্ত্তমান প্রয়োজনানুসারে কেবল মনুষ্য-সমাজই গ্রহণ করা যাউক। তদনুসারে ইহার সুপরিস্ফুট অর্থ এই হইবে যে, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পুরুষেরা মনুষ্য-সমাজকে কয়ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন? সেই মনুষ্য-সমাজরূপ মহাপুরুষের কোন্ অংশ মস্তকস্বরূপ, কোন্ অংশ বাহু, কোন্ অংশ ঊরু ও কোন্ অংশ চরণরূপে কথিত হয়? ইহার উত্তরস্বরূপ দ্বাদশ শ্লোকটীতে কথিত হইতেছে ;—

"ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্ বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
ঊরূ তদস্য যদ্ বৈশ্যঃ—পদ্‌ভ্যাং শূদ্রোঅজায়ত ॥ ১২ ॥

ব্রাহ্মণ ইঁহার মুখ হইয়াছিল, ক্ষত্রিয়কে বাহু কল্পনা করা হইয়াছিল, যে বৈশ্য সে ইঁহার উরু, পদকার্য্যের জন্য শূদ্র জন্মিয়াছিল। অথবা পদ হইতে অর্থাৎ নীচাংশ হইতে শূদ্র জন্মিয়াছিল। ১২।

এস্থলে পদকার্য্যের নিমিত্ত অর্থে নিকৃষ্ট কার্য্যের নিমিত্ত এরূপ বুঝিতে হইবে; এবং পদ হইতে শূদ্র জন্মিয়াছিল, এরূপ অর্থে সমাজের নিকৃষ্ট ভাগ হইতে শূদ্র হইয়াছিল বা সমাজের নিকৃষ্ট ভাগই শূদ্র হইয়াছিল, এরূপ বুঝিতে হইবে। যেরূপ করিয়া বুঝা যাউক, ফলিতার্থ একই হইবে। ব্রাহ্মণেরা মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি করিয়া অন্য সকলকে উপদেশ দিবেন। ইহা প্রধানতঃ মস্তকের বা সমস্ত জ্ঞানেন্দ্রিয়ের আধারস্বরূপ মুখভাগেরই কার্য্য। একারণ ব্রাহ্মণবংশকে সমাজ-শরীরের উত্তমাঙ্গস্বরূপ বা মুখ বলা হইয়াছে। রাজন্যেরা বাহুবল প্রকাশ করিয়া সমাজরক্ষা করিতেন এজন্য সমাজ-শরীরের রাজন্যাংশে বাহুত্বের আরোপ করা হইয়াছে; এবং কৃষিকার্য্যে ও বাণিজ্যে হলচালনাদি উপলক্ষে উরুবল আবশ্যক, এজন্য সমাজশরীরের বৈশ্য-অংশকে উরু বলা হইয়াছে। এদিকে মুখাদি-স্বরূপ বলাতে উত্তরোত্তর নিম্নস্থানত্বের আরোপ-হেতুক ইহাদের উত্তরোত্তর অপকর্ষও সূচিত হইয়াছে। পশ্চাৎ সকলের নিম্নস্থানবর্ত্তী শূদ্রদিগকে পদস্বরূপ বা সমাজের পদস্থানীয় বলা হইয়াছে। শরীর-কার্য্যে যেমন এই সকল অঙ্গের প্রয়োজন তদভাবে কোনও কার্য্য সিদ্ধ হয় না, তেমনই সমাজের কার্য্য পরিচালনার্থও এই চাতুর্ব্বর্ণ্যের প্রয়োজন, তদভাবে সমাজের কোনও কার্য্য সিদ্ধ হয় না। এই জন্যই পুরুষ-শরীর সাদৃশ্যে সমাজে পুরুষত্ব কল্পনা করা হইয়াছে ও এই জন্যই এই সূক্তটীর নাম পুরুষ-সূক্ত। *

শ্রীমদ্ভাগবতেও এইরূপ অর্থ সূচিত হইয়াছে যথা "মুখতোঽবর্ত্তত ব্রহ্ম পুরুষস্য কুরূদ্বহ। যস্তূন্মুখত্বাৎ বর্ণানাং মুখ্যোঽভূদ্ব্রাহ্মণো গুরুঃ ॥২৯॥ বাহুভ্যোঽবর্ত্তত

আর্য্যত্ব বা দ্বিজত্বরূপে পূর্ব্বোক্ত ঐ তিন বর্ণের একত্ব ও শূদ্র হইতে উহাদিগের বিভিন্নতা সূচনার্থ প্রথম তিনটির একরূপে ও শেষোক্তটীর বিভিন্নরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। প্রথম তিনটীতে প্রথমান্তপদ ও চতুর্থটীতে পদ্ভ্যাম্ এই পদটী প্রযুক্ত হইয়াছে। 'পদ্ভ্যাম্' এই পদটী দেখিয়া ইহার অপাদানে পঞ্চমীত্ব কল্পনা করিয়া পদ হইতে শূদ্রের উৎপত্তি এরূপ অর্থ করিয়া অপর প্রথমান্ত পদগুলিরও অর্থ উল্টাইয়া সামঞ্জস্য করা উচিত নয়। কেন না, এক পদের অর্থের নিমিত্ত তিনটী পদের অর্থ পরিবর্ত্তনে গৌরব হয়। বরং ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী প্রশ্নসূক্তটী দেখিয়া পদ্ভ্যাম্ পদের অর্থ পরিবর্ত্তিত

ক্ষত্রং ক্ষত্রিয়স্তদনুব্রতঃ। যো জাতস্ত্রায়তে বর্ণান্ পৌরুষঃ কণ্টকক্ষতাৎ ॥৩০॥ বিশাঽবর্ত্তত তস্যোর্ব্বোর্লোকবৃত্তিকরী বিভোঃ। বৈশ্যস্তদুদ্ভবো বার্ত্তাং নৃণাং যঃ সমবর্ত্তয়ৎ ॥৩১॥ পদ্ভ্যাং ভগবতো জজ্ঞে শুশ্রূষা ধর্ম্মসিদ্ধয়ে। তস্মাজ্জাতঃ পুরা শূদ্রো যদ্বৃত্ত্যা তুষ্যতে হরিঃ ॥৩২॥ ৩ স্কন্ধ ৬ অ।

পুরুষের মুখ হইতে বেদ প্রকাশিত হয় এজন্য বেদাধ্যায়ী ও বেদোপদেশক ব্রাহ্মণদিগকে মুখ-কার্য্য হেতুক নাম প্রাপ্ত হওয়ায় মুখ হইতে জাত ও মুখ্য ব্রাহ্মণ বলা যায়। বাহু দ্বারা ক্ষত্র তেজ প্রকাশিত হয়, সেইজন্য ক্ষত্রতেজঃ-প্রকাশ-ব্রত দস্যু-চৌরাদির উপদ্রব হইতে ত্রাণকারী সেই নারায়ণাংশকে বাহু-কার্য্য-হেতুক নাম প্রাপ্ত হওয়ায় বাহু হইতে জাত বা বাহুজ ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় বলা যায়। উরু দ্বারা জীবপোষণ-কর-কৃষ্যাদি বৃত্তিকে বিশা বলা যায় এজন্য নারায়ণের সেই অংশকে উরুকার্য্য হইতে নাম প্রাপ্ত হওয়ায় উরুজ বা বৈশ্য বলা যায়। আর দ্বিজগণের অভীষ্ট কার্য্য সিদ্ধির নিমিত্ত তাঁহাদের আজ্ঞাধীন নিম্নপদে থাকিয়া যে তাঁহাদের শুশ্রূষা ও ইতস্ততঃ গতায়াতাদি তাহাতে ভগবানেরও প্রীতি হয়। ঐ কার্য্য সকল কষ্টকর হইলেও তাহা শরীরশুদ্ধির নিমিত্ত হয় এজন্য ঐ কার্য্যকে শুধ্ বলা যায় এবং ঐ কার্য্যকারীদিগকে শূদ্র বলা যায়। সেবা শুশ্রূষাদি পদস্থানীয় অর্থাৎ সর্ব্বনিম্ন পুরুষাংশের কার্য্য; এজন্য উহাদিগকে পদকার্য্য হইতে নাম প্রাপ্ত হওয়ায় পদজ বলা যায়।

করা যুক্তিসঙ্গত। উহাতেই বক্তার অভিপ্রায় স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে। প্রশ্নসূক্তে জিজ্ঞাসা হইতেছে বিরাটের সমাজরূপ দেহে কোন্ অংশ মুখ, কোন্‌টী বাহু, কোন্‌টী উরু ও কোন্‌টী পদ। ইহার উত্তরে ব্রাহ্মণ মুখ, ক্ষত্রিয় বাহু, বৈশ্য উরু বলিয়া শেষে "পদ্‌ভ্যাং শূদ্রোঅজায়ত" বলিয়া শূদ্রের সময় ঐ ক্রমের পরিবর্ত্ত করায় বক্তার অবশ্য কোন অভিপ্রায় আছে দেখিতে হইবে। এ অভিপ্রায় উহাদের পৃথক্‌ত্ব সূচনা ভিন্ন আর কি হইতে পারে? বস্তুতঃ বিরাট্ কিছু আমাদিগের ন্যায় মুখাদিবান্ পুরুষ নন যে, তাঁহার মুখাদি হইতে এক সময়ে ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয় বিনির্গত হইয়াছিল। ব্রাহ্মণাদি বর্ণ সমাজে ভিন্ন ভিন্ন স্থান অধিকার করিয়াছিল, ইহাই বচনের প্রকৃত তাৎপর্য্য এবং সেই জন্যই মহামান্য ভগবান্ ভাগবতকার ঐ ঋকের অনুবাদে লিখিয়াছেন, "ব্রহ্মাননঃ ক্ষত্রভুজো মহাত্মা বিভূরুরঙ্ঘ্রিশ্রিত-কৃষ্ণবর্ণঃ।" এস্থলে অর্থ হইতেছে যে, ঐ মহাত্মা বিরাটের ব্রাহ্মণই মুখ, ক্ষত্রিয়ই বাহু, বৈশ্যই উরু, কৃষ্ণবর্ণেরা অর্থাৎ শূদ্রেরা তাঁহার চরণস্থান আশ্রয় করিয়াছে। এই অর্থ তিনি অন্যত্রও প্রকাশ করিয়াছেন; যথা—"পুরুষস্য মুখং ব্রহ্ম ক্ষত্রমেতস্য বাহবঃ। উরু-বৈশ্যো ভগবতঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো ব্যজায়ত॥" অতএব, ভগবান্ মন্বাদি ঋষিগণের "লোকানান্তু বিবৃদ্ধ্যর্থং মুখবাহূরুপাদতঃ। ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্যং শূদ্রঞ্চ নিরবর্ত্তয়ৎ।" "মুখবাহূরুপজ্জানাং পৃথক্ কর্ম্মাণ্য-কল্পয়ৎ" ইত্যাদি বচনে "মুখবাহূরুপাদতঃ" ইত্যাদি পদের অর্থ সমাজের মুখ-বাহু-উরু-পাদানুক্রমে উত্তরোত্তর নীচস্থানীয় লোক হইতে ব্রাহ্ম-ণাদির উৎপত্তি অথবা ব্রাহ্মণাদিই মুখাদিস্বরূপ, এইরূপই অর্থ করিতে হইবে। অন্যথা বেদার্থানুসারী মনুর বেদার্থানুসারিতাতে আপত্তি পড়ে, এবং "ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্ম মিদং জগৎ। ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মভি র্বর্ণতাং গতম্।" অর্থাৎ 'ব্রহ্ম

কাহাকেও ব্রাহ্মণ, কাহাকেও শূদ্র করিয়া সৃষ্টি করেন নাই, কর্ম্মের দ্বারাই লোকে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ হইয়াছে' বেদব্যাসধৃত এই ভৃগুবচনের সহিতও বিরোধ হইয়া পড়ে। ভৃগুর জ্ঞান মনু হইতে, সুতরাং ভৃগু মনুমতানুসারেই উহা বলিয়াছেন, অতএব ভৃগুপ্রোক্ত ঐ মনুবচনের ব্যাখ্যা ঐরূপ করা ভাল হয় না। ভগবান্ বশিষ্ঠও ব্রহ্মার ব্রাহ্মণাদি সৃষ্টি বিষয়ে যুক্তি বলিয়াছেন।

"গায়ত্র্যাশ্ছন্দসা ব্রাহ্মণমসৃজৎ ত্রিষ্টুভা রাজন্যং জগত্যা বৈশ্যং ন কেনচিচ্ছন্দসা শূদ্রমিত্যসংস্কার্য্যো বিজ্ঞায়তে" ৪ অধ্যায়। ব্রহ্মা মনুষ্য-দিগের যোগ্যতানুসারে কতকগুলিকে গায়ত্রীছন্দ শিখাইয়া ব্রাহ্মণ করিলেন, কতকগুলিকে ত্রিষ্টুভ্ ছন্দ শিখাইয়া ক্ষত্রিয় করিলেন এবং কতকগুলিকে জগতী ছন্দ শিখাইয়া বৈশ্য করিলেন। বুদ্ধি-হীনতা ও কর্ম্মহীনতা-হেতুক অযোগ্য শূদ্রদিগকে কিছুই শিখান নাই। ইহাতেই জানা যায় যে, তাহারা উপদেশাদি সংস্কারের অযোগ্য। উহারা আদি অবস্থাতেই রহিল।

অতএব মনুর ঐরূপ অর্থ করিলে ভগবান্ বশিষ্ঠের বচনের সহিতও বিরোধ হয়। শ্রুত্যন্তরের সহিতও বিরোধ হয়, যথা—

"এই ব্রহ্মই অগ্রে একমাত্র ছিলেন। সেই ব্রহ্ম একমাত্র থাকিয়া বিভু হন নাই। তিনি শূদ্রবর্ণ পূষার সৃষ্টি করিলেন" ইত্যাদি।* এই বচন অনুসারে ব্রহ্মজাতি হইতে প্রথমে উৎপন্ন একজাতি ও তাহা হইতে উৎপন্নেরা বেদাদি সংস্কারে দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই দ্বিজেরা উত্তরোত্তর উৎকৃষ্ট তিন বর্ণে বিভক্ত হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে মূর্দ্ধাভিষিক্ত জাতিই সমাজে সর্ব্বোচ্চ গৌরবের আস্পদ। ইহা এই শ্রুতিবাক্যের শেষাংশে স্পষ্টরূপে লিখিত আছে। সেই হেতু ক্ষত্রিয় অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর আর কোনও সম্প্রদায় নাই।

* পূর্ব্বে দ্রষ্টব্য।

ক্ষত্রিয়ের উৎকর্ষ হেতু ব্রাহ্মণেরা সমাজকার্য্যে ক্ষত্রিয়ের অধীন। ঐ রাজসূয়ে ক্ষত্রই যশ ধারণ করেন। ব্রহ্ম হইতে ক্ষত্রের উৎপত্তি সেই হেতু অদ্যাপি ভূস্বামী বা রাজা ব্রাহ্মণসমাজে শ্রেষ্ঠপদ পাইয়া থাকেন এবং অন্তে অর্থাৎ বানপ্রস্থাদি আশ্রমে ব্রাহ্মণমাত্র হইয়াই ব্রাহ্মণদিগের সহিত মিলিত হন।

এই সকল শ্রুতিবচনে শূদ্রেরই উৎপত্তি অগ্রে কথিত হইয়াছে, তদনন্তর ক্রমে বৈশ্য, ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণের উৎপত্তি বলা হইলেও উত্তরোত্তর জাত বর্ণের উত্তরোত্তর উৎকর্ষ বর্ণিত হইয়া ব্রাহ্মণেরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা কথিত হইতেছে। অতএব পূর্ব্বোক্ত পুরুষসূক্তটীকে বিভাগবচন বলিলে শ্রুতিদ্বয়ের বিরোধ হয় না, কিন্তু উৎপত্তি-বিষয়ক বলিলেই বিরোধ হয়। অতএব ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তের ঐ যে বচনটীকে সাধারণে জাত্যুৎপত্তি-বিষয়ক মনে করেন, তাহা বস্তুতঃ জাত্যুৎপত্তি-বিষয়ক নহে; উহা জাতিবিভাগসূচক মাত্র। ঐ বিভাগবচনে ব্রাহ্মণ প্রধান, ক্ষত্রিয় তাহার অধঃস্থানে দ্বিতীয়, বৈশ্য তাহার অধঃস্থানে তৃতীয় এবং শূদ্র সকলের অধঃস্থানে চতুর্থ পদ পাইয়াছেন, ইহাই সূচিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ মুখ হইতে অগ্রে উৎপন্ন ও শ্রেষ্ঠ, এরূপ অর্থ পাওয়া যায় না। অতএব কুল্লূক "দৈবীশক্তি হেতুক ব্রহ্মার মুখাদি হইতে ব্রাহ্মণাদির উৎপত্তি হইয়াছে, ইহাতে কেহ সন্দেহ করিবেন না"—এই কথা বলিয়াই যে ক্ষান্ত হইয়াছেন, তাহাতে নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে যে, তিনি এই পুরুষকে বাস্তবিকই পরিমেয় নরাকৃতি একটী দেহী ভাবিয়া তাঁহারই মুখাদি হইতে ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয় বহির্গত হইয়াছে, ইহাই ভাবিয়াছিলেন, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। তাই নিজের সন্দিগ্ধ বিষয়ে ঐরূপ অপরের সন্দেহ নিবারণ করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। অথবা বেদবচনকেও আত্মতুল্য ভণ্ড ব্রাহ্মণের বচনবৎ মনে করিয়া তাঁহার গ্রন্থের সর্ব্বত্র

নিজের নাস্তিকতা ও উচ্ছৃঙ্খল স্বভাবের পরিচয় দিয়াছেন। তিনি মনে করিয়াছেন যে, পূর্ব্বের ব্রাহ্মণেরা এইরূপে মিথ্যা কথা বলিয়াই মূর্খসমাজে আপনাদের প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছেন, ব্রাহ্মণদের ইহাই কর্ত্তব্য!

ফলতঃ ঐ বিশ্বব্যাপী বিরাট্ পুরুষের শরীর নরাকৃতি কোন পরিমেয় জীববিশেষের শরীরের ন্যায় নয় এবং তাঁহার মুখাদি হইতেও ঐ জাতিচতুষ্টয়ের উৎপত্তি হইয়াছে, ইহা বলা ঐ বেদসূক্তের তাৎপর্য্য নয়। মনুষ্যসমাজরূপ বিরাট্ শরীরে ব্রাহ্মণাদিই মুখাদি-স্বরূপ, ইহা বলাই ঐ বচনের তাৎপর্য্য। ব্রহ্মা স্বয়ং ব্রাহ্মণাদি চারি অংশে ব্যক্ত হইয়াছেন, হইতেছেন ও হইবেন, ইহাই যুক্তি ও শ্রুতিসিদ্ধ কথা। কারণ, তাঁহার এইরূপে আবির্ভাব বা বিস্তৃতিই সৃষ্টি এবং তিরোভাব বা সঙ্কোচই সংহার।

এই সকল পূর্ব্বাপর বচন দ্বারা দেখা যাইতেছে যে, প্রাচীনকালে কেবল জন্ম (বা কর্ম্ম) দ্বারা জাতিনির্ণয়-প্রথা থাকিলেও পরে তাহা ছিল না। ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি, অধ্যয়ন, জ্ঞানার্জ্জন ও ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়-কার্য্য দ্বারা সমাজের লোকেরা আপনা হইতেই যে চারি প্রকারে বিভক্ত হইয়াছিল, ঋষিরা তাহাকেই ঈশ্বরকৃত বিভাগ বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন এবং সমাজে তদনুসারেই ভিন্ন ভিন্ন জাতির সম্মানাদি দৃঢ় করিয়া শাস্ত্রে বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন। মহাভারতের নিম্নলিখিত বচনপ্রমাণ দ্বারাও ইহাই সিদ্ধান্ত হইতেছে, যথা—

"সংসিদ্ধায়াস্তু বার্ত্তায়ান্ততস্তাসাং স্বয়ম্ভুবঃ।
মর্য্যাদাঃ স্থাপয়ামাস যথারব্ধাঃ পরস্পরম্॥
যে বৈ পরিগৃহীতারস্তাসামাসন্ বধাত্মকাঃ।
ইতরেষাং ক্ষতত্রাণাৎ স্থাপয়ামাস ক্ষত্রিয়ান্॥
উপতিষ্ঠন্তি যে তান্ বৈ যাবন্তো নির্ম্মমাস্তথা।
সত্যং ব্রহ্ম যথাভূতং ব্রুবন্তো ব্রাহ্মণাস্ততে" ইত্যাদি॥

এইরূপে সেই প্রজাগণ যথাযোগ্য যথারুচি জীবিকা ও কার্য্য গ্রহণ করিলে পর, যে যে বৃত্তি ও কার্য্য অবলম্বন করিয়াছিল, তাহাকে সেই বৃত্তি ও সেই কার্য্য দিয়াই নিয়ম বন্ধন করিয়া দিলেন। যাঁহারা সমাজকে শত্রুর উপদ্রব হইতে রক্ষার নিমিত্ত শত্রুবধাত্মক বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে ক্ষতত্রাণহেতুক ক্ষত্রিয় করিলেন। যাঁহারা রাগদ্বেষশূন্য হইয়া তাঁহাদের সাহায্য লইয়া যথাযুক্ত উপদেশাদি দিতেন, সত্য কথা বলিতেন ও বেদপাঠ করিতেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণ হইলেন; ইত্যাদি।

এই সকল শ্রুতিবচন, স্মৃতিবচন, পুরাণ, ইতিহাসাদি সত্ত্বেও হয়ত কেহ বলিবেন যে, ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণ ব্রহ্মার মুখাদি স্থান হইতেই বাহির হইয়াছেন, এবং শ্রুতির অর্থই ঐরূপ, অতএব তাহা কি প্রকারে অস্বীকার করা যায়, এবং কি প্রকারেই বা বেদবচন অমান্য করিয়া তোমাদের এই বৃথা কথা শ্রবণ করিব? হয় ত বলিবেন যে, যে ব্রহ্মার মুখ হইতে জন্মিয়াছে, সে ব্রাহ্মণই থাকিবে, তাহার সন্তানেরাও ব্রাহ্মণই হইবে, সহস্র দোষেও তাহারা ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য বর্ণ হইবে না, তাহাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া মানিতেই হইবে; যাহারা ক্ষত্রিয়সন্তান, তাহাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া মানিতেই হইবে, তাহারা কোনও ক্রমে নিকৃষ্ট ও অমান্য হইবে না, ইত্যাদি অর্থ ও তাৎপর্য্যই ঠিক, তোমাদের কথা ঠিক নয়, ইত্যাদি। ভাল, আমরা যেন ঐ বেদার্থ বুঝিতে পারি নাই, আমাদের অপেক্ষা ঐ শাস্ত্রকার—ঐ ধর্ম্মশাস্ত্রকার মুনিগণ ত ভাল বুঝিতেন এবং তদনুসারে কর্ম্ম করিতেন এবং সমাজকে তাদৃশ উপদেশ দিতেন। যদি ব্রাহ্মণাদি ব্রহ্মার মুখাদি হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন হয়, তবে মুনিরা তাহার বিপরীত কথা বলেন কেন এবং বিপরীত কার্য্যই বা করেন কেন? কিজন্য তাঁহারা বলেন, "মর্য্যাদাঃ স্থাপয়ামাস যথারব্ধাঃ পরস্পরম্।" কিজন্য তাঁহারা

বলেন "কর্ম্মভির্বর্ণতাং গতম্", কি জন্যই বা বলেন "ন যোনি র্ন চ সংস্কারঃ শ্রুতয়ো ন চ সন্ততিঃ। কারণানি দ্বিজত্বস্য বৃত্তমেব তু কারণম্॥" এবং কি জন্যই বা পুনঃ পুনঃ বেদাধ্যয়নাদি কার্য্য ও সদ্বৃত্ত রক্ষার কথা বলিতে বলিতে কণ্ঠ বিদীর্ণ করিয়াছেন? যদি ব্রহ্মার মুখাদি হইতে উৎপন্ন বলিয়া প্রত্যেককে কার্য্যব্যতীতও সেই সেই জাতীয় বলিয়া সম্মান করা কর্ত্তব্য হয়, তবে মুনিগণ পুনঃ পুনঃ জাত্যুন্নতি ও জাতিভ্রংশের কথা বলিয়াছেন কেন? ক্ষত্রাদি হইতে ব্রাহ্মণাদিতে উন্নতি ও ব্রাহ্মণাদি হইতে ক্ষত্রাদিতে অধোগতি অথবা ক্ষত্রিয়াদি হইতে ব্রাহ্মণাদির উৎপত্তি ও ব্রাহ্মণাদি হইতে ক্ষত্রিয়াদির উৎপত্তি বলিয়াছেন কেন? বিশ্বামিত্র প্রভৃতি ক্ষত্রিয়াদিজাতিগণকে ব্রাহ্মণ করিয়াছিলেন কেন? এবং বর্ণচতুষ্টয়ের বিহিত কার্য্য না করায় লোকদিগকে জাতিভ্রষ্ট করিয়াছিলেন কেন? কেনই বা জাতির উন্নতির জন্য তাঁহারা এত ব্যস্ত ও উৎকণ্ঠিত হইয়া সেই সেই নিয়ম সকল করিয়াছিলেন? স্ব স্ব কার্য্য-ভাবানুরূপ বিদ্যার্জ্জন ঈশ্বরার্চ্চনা ও সদ্বৃত্ততা রক্ষা করিবার জন্য তাঁহাদের কায়মনোবাক্যে এত চেষ্টা হইয়াছিল কেন? তাঁহারাও কি গলদেশে এক এক যজ্ঞোপবীত লম্বিত করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেন না? ঐ শ্রুতিবচন কি তাঁহাদের বোধগম্য হইত না? এখনকার পণ্ডিতগণই কি তাহা বুঝিয়াছেন, তাই নিষ্কর্ম্মা হইয়াছেন, অথবা নিষ্কর্ম্মা হইয়াছেন বলিয়াই ঐরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন? এই সকল বিষয় কি কেহ আমাদিগকে বুঝাইয়া দিতে পারেন? আমরা বিনত হইয়া সাদরে তাঁহার বচন শ্রবণ করিব।

অন্যথা সর্ব্বধর্ম্মার্থতত্ত্ববিৎ বেদজ্ঞ প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণের কথাই সকলকে মানিয়া চলিতে হইবে। হে অবোধ মনুষ্যগণ—হে ব্রাহ্মণসন্তানগণ! তোমরা ধর্ম্মকর্ম্মসকল ভুলিয়া গিয়াছ বলিয়াই

কলির প্রারম্ভে স্বয়ং ভগবান্ জন্মগ্রহণ করিয়া তোমাদিগকে পুনরায় তাহা স্মরণ করাইয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন। তাহাতেও যদি কলি তোমাদের উপর প্রভুত্ব করেন তবে সে তোমাদেরই দোষ—তোমাদের অদৃষ্টের দোষ। শাস্ত্রের বা ভগবানের দোষ নহে। তোমাদের অদৃষ্টই তোমাদের প্রতি বিরূপ। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণরূপে অর্জ্জুনকে যাহা বলিয়াছিলেন তাহাই বেদব্যাস সমস্ত বেদের মর্ম্মস্বরূপ বলিয়া তোমাদিগের বিজ্ঞাপনার্থ মহাভারতের মধ্যে ভগবদ্গীতা নামে সন্নিবেশিত করিয়া রাখিয়াছেন। দেখ তাহাতে স্বয়ং ভগবান্ অর্জ্জুনকে কি উপদেশ দিয়াছেন ঃ—

"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভেদতঃ।
তস্য কর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্ত্তারমব্যয়ম্ ॥"

আমিই গুণ ও কর্ম্মভেদে ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণের সমাজ সৃষ্ট করিয়াছি, অর্থাৎ অবিভক্ত মনুষ্যগণকে গুণ ও কর্ম্ম ভেদে পৃথক্ করিয়া আমিই ব্রাহ্মণাদি বর্ণভেদ সৃষ্টি করিয়াছি। অতএব মনুষ্যরূপী আমাকে জাতিভেদের কর্ত্তা (ব্রহ্মা) বলিয়া জান। নিগুর্ণ নিরীহ অব্যয় পুরুষরূপে আমাকে অকর্ত্তা (ব্রহ্ম) বলিয়া জান। অর্থাৎ নিগুর্ণ নিরীহ পরমেশ্বর কিছুই করেন না।

এখানে গুণ ও কর্ম্মভেদে বর্ণের সৃষ্টি ভগবান্ বলিয়াছেন এবং মনুষ্যরূপ ব্রহ্মমূর্ত্তিই তাহার কর্ত্তা, বলিয়াছেন। মনুষ্য যে ব্রহ্মের মূর্ত্তি, তাহা আমাদের সকল শাস্ত্রেই আছে। যাঁহারা প্রত্যহ শিবপূজা করিয়া থাকেন তাঁহারা মহাদেবের অষ্টমূর্ত্তির মধ্যে যে যজমানমূর্ত্তির পূজা করেন, সেই মূর্ত্তিই মনুষ্য। যে ব্রাহ্মণেরা মহাদেবের এই অষ্টমূর্ত্তিকে নিত্যদর্শন জন্য সামান্যবোধে অবজ্ঞা করে, তিনি তাহাদের দৃষ্ট হইয়াও দৃষ্ট হন না। বেদের প্রকৃতার্থও তাহারা বুঝে না।

এই মনুষ্য যে সে মনুষ্য নয়. ইনি যজমান অর্থাৎ ঈশ্বরপূজক,

যাঁহারা ঈশ্বরকে এইরূপে জানিয়া ঈশ্বরের পূজা করেন ও তদর্থ আবশ্যক শম, দম, সত্য, শৌচ, দয়া, ক্ষমা, সারল্য প্রভৃতি সদ্‌গুণ অবলম্বন করিয়া জগতের হিতে শ্রীকৃষ্ণের সহিত একভাবে নিযুক্ত থাকেন তাঁহারাই সেই যজমান। অতএব ব্রাহ্মণই ঐ যজমানমূর্ত্তি। যে ব্রাহ্মণকে জানে না, সে কি প্রকারে আর্য্যশব্দ বাচ্য হইবে, কি প্রকারেই বা শাস্ত্র বুঝিবে? অনার্য্য ও নাস্তিকদিগের নিমিত্ত এই শাস্ত্রীয় অনুসন্ধান নহে।

ইতি জাত্যর্থনির্ণয়াভিধ প্রথমাধ্যায়ে ষষ্ঠাংশ।



প্রথমাধ্যায়ের উপসংহার।

——§*§——

এখানে গোটাকতক কথায় একটী প্রয়োজনীয় বিষয় বলিয়া এ অংশের উপসংহার করিব।

ভ্রাতৃগণ অথবা বন্ধুগণ, যদি জাতি শব্দের অর্থ বুঝিয়া থাক তবে ঈশ্বরে ভক্তি, জ্ঞানে অনুরক্তি ও সচ্চরিত্রে আসক্তি করা কর্ত্তব্য। সদ্বৃত্ত রক্ষা ও শমদমাদির অভ্যাসই তপস্যা। তদ্ব্যতিরেকে যথার্থ জ্ঞানলাভ দুরূহ। জ্ঞানব্যতিরেকেও সদ্বৃত্ত রক্ষা ও শমদমাদির অভ্যাস হয় না। এ দুইটী পরস্পর সাপেক্ষ। কিন্তু উহারা উভয়েই ভক্তি সাপেক্ষ। ভক্তি না থাকিলে জ্ঞানও হয় না কর্ম্মও হয় না। যখন ভক্তি জ্ঞান ও কর্ম্ম একত্র হয় তখন সিদ্ধির দ্বার উন্মুক্ত হয়। ভীতের ভয় হয়, ভক্তি হয় না। ভক্তেরই ভক্তি হয়, ভক্তি অদৃষ্টব্যতীত হয় না। এক্ষণে সেই অদৃষ্ট কর্ম্মব্যতীত আর কিছুই নহে। অতএব প্রথমতঃ জ্ঞানের নিমিত্ত সদাচার রক্ষার চেষ্টা সর্ব্বাপেক্ষা সহজ উপায়। জ্ঞান ও সদাচার একত্র হইলে ভয় দূর হয়। ভয় দূর হইলেই ভক্তির ক্রমশঃ উদ্রেক হইতে থাকে, সেই জন্য ভববন্ধন-মোক্ষের উপায় প্রথমতঃ জাতিবিষয়ক আচারাদি রক্ষা দ্বারাই করিতে মন্বাদি সমস্ত সংহিতাকারেরা উপদেশ দিয়াছেন। যথা,—

আচারঃ পরমো ধর্ম্মঃ শ্রুত্যুক্তঃ স্মার্ত্ত এব চ।
তস্মাদস্মিন্ সদা যুক্তো নিত্যং স্যাদাত্মবান্ দ্বিজঃ।
অহিংসা সত্যমস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
এতং সামাসিকং ধর্ম্মং চাতুর্ব্বর্ণ্যেঽব্রবীন্মনুঃ॥ মনু।

"আচারঃ পরমো ধর্ম্মঃ সর্ব্বেষামিতি নিশ্চয়ঃ।"

—বশিষ্ঠ।

অধিক বলা বহুল্য, জাতিমাত্রেই জ্ঞাত আছেন যে, সকল ধর্ম্মের মধ্যে আচারকেই বিজ্ঞেরা প্রথম গণনা করিয়াছেন। যথা—

আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম।
নিষ্ঠা বৃত্তিস্তপো দানং নবধা কুললক্ষণম্॥

মহাজনগণকর্ত্তৃক শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট সদাচার, পুরুষপরম্পরাগত বৃদ্ধ বিদ্বান্ প্রভৃতির মর্য্যাদা রক্ষার্থ শিষ্টাচার, নানা শাস্ত্র হইতে জ্ঞানার্জ্জন, জলাশয়দেবমন্দিরাদির যথোপযুক্ত স্থানে স্থাপনা, পবিত্র মাহাত্ম্য সূচক স্থানসকলের দর্শন, ধর্ম্মে বা ঈশ্বরে দৃঢ়তা, কুলক্রমাগত জীবিকা রক্ষা, ধর্ম্মার্থ সমুদায় কষ্ট সহ্য করা, অর্থাদি দ্বারা পরোপকার এই নয়টী সদ্‌বংশের লক্ষণ।

সকল ধর্ম্মশাস্ত্রের সারস্বরূপ এই বচনগুলি মানিয়া চলিলেই জাতি রক্ষা হইতে পারে। তাহার অন্যথাচরণ করিয়া জাতীয় গৌরব করা কেবল মূঢ়তা মাত্র। ইহার অন্যথাচারীরা কি পাতিত্য ও শূদ্রত্ব পায় নাই?

জাতিরক্ষার অর্থ জন্মরক্ষা। জন্মরক্ষা কার্য্যরক্ষা করিলেই হয়। অর্থাৎ জন্ম অনুসারে কার্য্য করিলেই জাতিরক্ষা করা হয়। দেবজন্ম পাইয়া পশুজন্মের কার্য্য করিলে জন্মরক্ষা হয় না; জন্ম নাশ হয়। তাহাই মরণ, তাহাই পতন, তাহাই নরক। মানসিক বাচিক বা কায়িক কর্ম্মমাত্রই জন্মরক্ষার বা জন্মবিনাশের হেতু হয়। এই হেতু সামান্য হইতে গুরুতর প্রত্যেক কার্য্যে সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। কার্য্যের সহিত আমাদের সম্পর্ক নাই এ কথা বিজ্ঞ লোকে বলেন না। কারণ কার্য্যই আমাদের সৎ বা অসৎ পথের নেতা। যত কার্য্য করিব, ততই ভাল বা মন্দ দিকে অগ্রসর হইব। এইরূপ কার্য্য করিতে করিতেই অনেক দূর অগ্রসর হইব। গন্তব্য পথের বিপরীতে কিয়দ্দূর গিয়া পুনরায় ফিরিয়া আসা বড় কষ্ট। সমস্ত সময় মন্দকর্ম্মে নাশ করিয়া

তার পর ভ্রম জানিতে পারিলে বড় যাতনা। সে ভুল শুধরাইতে আর সময় পাইব কিনা জানা নাই; কিন্তু লুপ্ত হইব না, থাকিব, ইহাই বিশ্বজনীন প্রবৃত্তি।

যেমন পূর্ব্বপুরুষদিগের সম্পত্তি ও অর্থ পাইযা তাহা কার্য্যে উপযোগী করিতে ও তৎসহকারে স্বযং সম্পত্তি ও অর্থ উপার্জ্জন করিয়া সংসারে চলিতে হয় তেমনই পূর্ব্বপুরুষদিগের নিকট লব্ধ জ্ঞান ও স্বোপার্জ্জিত জ্ঞান উভয়েরই রক্ষা ও বৃদ্ধি সাধন পূর্ব্বক সংসারে চলা কর্ত্তব্য। পূর্ব্বপূর্ব্ব মনুষ্যসাধারণের জ্ঞানে পরপরবর্ত্তী মনুষ্য সাধারণের অধিকার আছে। জগতে যাহা কিছু ছিল, আছে ও থাকিবে, হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে তাহা ব্রহ্মেরই আবির্ভাবমাত্র। ব্রহ্ম অনন্ত। ব্রহ্মজ্ঞান মনুষ্যের সম্পূর্ণরূপে প্রাপ্তি সম্ভাবিত নহে। বহুল জ্ঞানসম্পন্ন এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় সম্পাদনে অর্থাৎ আপনার সহিত সমস্ত জীবের বা জগতের মঙ্গলজনক কার্য্য সম্পাদনে নিয়ত সচেষ্ট ব্যক্তিকেই ব্রাহ্মণ বলা যায়। তাঁহার নিকট জাতি বা বর্ণভেদ নাই। শুচি বা অশুচি নাই, ভাল বা মন্দ নাই। তিনিই যোগী। তিনিই ব্রহ্মবেদী ব্রাহ্মণ—তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদস্থ ব্রাহ্মণ। তিনি শিবময়। তাদৃশ ব্রাহ্মণ হইবার পূর্ব্বে স্বীয় ক্ষুদ্র জাতিমণ্ডলের মধ্যে থাকিয়া কার্য্য ও জ্ঞান অনুশীলন করিতে হয়। ইহাই শাস্ত্রীয় বচন ও শাস্ত্রের তাৎপর্য্য।

ইতি জাত্যর্থনির্ণয়নামক প্রথমাধ্যায়ে উপসংহারনামক সপ্তমাংশ।

প্রথমাধ্যায় সমাপ্ত।

বৈদ্যজাতির বর্ণবিনির্ণয়।



দ্বিতীয় অধ্যায়।



সমাজ সংস্থান। স্ত্রীপুরুষ, বিবাহ ও অপত্য।

আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে জন্মহেতু জাতি প্রথমতঃ কেবল দুইটী মাত্র; ব্রাহ্মণ ও শূদ্র। আমরা ইহাও দেখাইয়াছি যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিনটী বর্ণ জাতিতে ভিন্ন নয়, কেবল ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মহেতুক ব্রাহ্মণদেরই এই তিনটী নাম হইয়াছে। ইঁহাদের এই বিভেদকে বর্ণভেদ বলে। অতএব দ্বিজাতিমধ্যে ব্যবসায়হেতুক যে জাতিভেদ তাহারই নাম বর্ণভেদ। এই বিভাগের পরও ইহারা বহুকাল পর্য্যন্ত আপনাদের মধ্যে চির প্রচলিত বিবাহ ও ভোজ্যান্নতা পরিত্যাগ করেন নাই বরং (শূদ্রদিগকে জাতিমধ্যে গ্রহণের) কিছুকাল পরে শূদ্রদিগকেও বিবাহার্থ গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু কুফল দর্শনে এই বিবাহ কুলীনের জাতিহান মৌলিকবিবাহের ন্যায় অতিনিন্দনীয় বলিয়া শেষে গণ্য হইয়াছিল এবং সেই বিবাহে উৎপন্ন পুত্রও নিন্দনীয় হইত। শূদ্রাবিবাহ জাতিভ্রংশকর বলিয়া শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে। দ্বিজাতিমধ্যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ইহারা যথাক্রমে জ্যেষ্ঠকুল, মধ্যমকুল, ও কনিষ্ঠকুল বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। অতএব এখন যেমন এক জাতিতে এই ত্রিবিধ কুল প্রচলিত আছে তখনও তেমন এক দ্বিজজাতিমধ্যে ব্রাহ্মণ বর্ণ, ক্ষত্রিয়বর্ণ ও বৈশ্যবর্ণ ছিল। অতএব বর্ণ শব্দ তখন কেবল কুলার্থে ব্যবহৃত হইত। জ্যেষ্ঠ কুলের পুরুষ

অগ্রে স্বকুলে বিবাহ করিয়া পরে ইচ্ছা হইলে যথাক্রমে মধ্যম ও কনিষ্ঠকুলেও বিবাহ করিতে পারিতেন, কিন্তু নিকৃষ্ট কুলের পুরুষ উৎকৃষ্ট কুলে বিবাহ করিতে পারিতেন না। এরূপ সংঘটনা জাতি-নাশের কারণ হইত। এখন যেমন উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট কুলজাতা পত্নীতে জাত পুত্রদের মধ্যে বর্ণসাম্য হইলেও উৎকৃষ্ট কুলজাতা পত্নীর পুত্রের 'কুলীনের দৌহিত্র' বলিয়া সম্মান অধিক হয়, তখনও সেইরূপ হইত। কিন্তু এইরূপ সম্মানের ইতরবিশেষ কেবল পিতার গৃহে পিতৃধন ভাগ প্রাপ্তি বিষয়ে। অন্যথা সকল পুত্রই নির্ব্বিশেষে পিতার ন্যায় জাত্যংশে মাননীয়। ব্রাহ্মণপত্নীর, ক্ষত্রিয়পত্নীর, বা বৈশ্যপত্নীর পুত্র বলিয়া সমাজে ব্রাহ্মণত্ব অংশে ব্রাহ্মণের কোন পুত্রেরই হীনতা হইত না, প্রত্যুত যিনি গুণবান্ ও বিদ্যাবান্ হইতেন, তাঁহার নির্গুণ ও বিদ্যাহীন অপেক্ষা পূজ্যতা হইত। ইহা আর্য্যশাস্ত্রের সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হইয়া থাকে, ইহার অন্যথা কোনও শাস্ত্র হইতে কেহও দেখাইতে পারেন না। আধুনিক যাজকদের কৃত বৃহদ্ধর্ম্মশাস্ত্র ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণাদির যে সকল কথা বেদ ও স্মৃতির বিরুদ্ধ এবং মহাভারতাদি পুরাণেরও বিরুদ্ধ সেই সকল বিদ্বেষকলুষিত অপ্রমাণ কথাকে আমরা প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য করি না। তাহা প্রক্ষিপ্তই হউক আর মূলগ্রন্থেরই হউক উভয়তই অগ্রাহ্য। এ বিষয়ক হেতু আমরা সবিস্তর অন্যত্র প্রদর্শন করিব। এক্ষণে আমরা পূর্ব্বোক্ত বাক্যের প্রমাণার্থ দুই একটী বচন উদ্ধার করিয়া অর্থ সহিত সকলকে দেখাইব তাহা হইলেই তাঁহারা অস্মদুক্ত তাৎকালিক সমাজসংস্থানের বাস্তবিকতা-পক্ষে নিঃসন্দেহ হইতে পারিবেন।

"সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্ম্মণি।
কামতস্তু প্রবৃত্তানামিমাঃ স্যুঃ ক্রমশো বরাঃ॥
শূদ্রৈব ভার্য্যা শূদ্রস্য সা চ স্বা চ বিশঃ স্মৃতে।
তে চ স্বা চৈব রাজ্ঞঃ স্যুস্তাশ্চ স্বা চাগ্রজন্মনঃ।" মনু।

দ্বিজাতিগণের পক্ষে অগ্রে সবর্ণাবিবাহ করাই প্রশস্ত। অধিক বিবাহে ইচ্ছা হইলে নিম্নলিখিতরূপে ইহাদের উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠতা জানিবে। শূদ্রা বিবাহই শূদ্রের পক্ষে শ্রেষ্ঠ, বৈশ্যের পক্ষে শূদ্রা ও বৈশ্য, ক্ষত্রিয় পক্ষে শূদ্রা, বৈশ্যা ও ক্ষত্রিয়া, ব্রাহ্মণের পক্ষে শূদ্রা, বৈশ্যা, ক্ষত্রিয়া ও ব্রাহ্মণী।

অর্থাৎ ব্রাহ্মণের বিবাহ করিতে হইলে ব্রাহ্মণকন্যাকে বিবাহ করা উচিত। অধিক বিবাহে ইচ্ছা হইলে তৎপরে ক্ষত্রিয় কন্যাকে ও তৎপরে বৈশ্যকে বিবাহ করাই কর্ত্তব্য। শূদ্রকন্যা বিবাহও ব্রাহ্মণ করিতে পারেন কিন্তু শূদ্রা দ্বিজেতর হীনজাতি হওয়াতে তাঁহার পক্ষে নিন্দার কারণ হয়। যথা—

"হীনজাতিস্ত্রিয়ং মোহাদুদ্বহন্তো দ্বিজাতয়ঃ।
কুলান্যেব নয়ন্ত্যাশু সসন্তানানি শূদ্রতাম্॥"

মনু—

দ্বিজাতিরা মোহপ্রযুক্ত শূদ্রজাতির স্ত্রীকে বিবাহ করিলে সন্তান সহিত সমস্ত কুল শূদ্রতা প্রাপ্ত হয়।

পূর্ব্বোক্ত বিবাহবিধি-অনুসারে সমানবর্ণা স্ত্রীবিবাহকে সবর্ণা বিবাহ ও উত্তরোত্তরবর্ত্তী বর্ণের স্ত্রীবিবাহকে অনুলোমবিবাহ বলে এবং তাদৃশ বিবাহে উৎপন্ন পুত্রকে অনুলোমজ বলে। নিকৃষ্টবর্ণ কর্ত্তৃক উৎকৃষ্ট বর্ণাবিবাহকে প্রতিলোম বিবাহ বলে ও তাদৃশ বিবাহ জাত পুত্রকে প্রতিলোমজ বলে। প্রতিলোমবিবাহের বিধান নাই, উহা জাতীয় উন্নতির বিঘ্ন করাতে অবৈধ, এজন্য তজ্জাত পুত্রও অবৈধ ও অতিনিন্দনীয় হয়।

কোনও সমাজের জাতি বুঝিতে হইলে তৎসমাজের প্রচলিত নিয়মাদি, পতিত্ব ভার্য্যাত্ব পুত্রত্বাদি সংবন্ধ, উহাদের সামাজিক পদ ও দায়ব্যবস্থা ইত্যাদি নানা বিষয় জানা নিতান্ত আবশ্যক। তাহা না

জানিলে জাতি এবং জাতীয় উৎকর্ষাপকর্ষ বুঝিতে পারা নিতান্ত অসম্ভব; এজন্য এস্থলে বিবাহ ও পুত্রাদি সংবন্ধে আরও কয়েকটী কথা বলা প্রয়োজন হইতেছে।

সবর্ণা ও অনুলোমা বিবাহ প্রণালীভেদে আট প্রকার—ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস, আসুর ও পৈশাচ। তন্মধ্যে পূর্ব্বোক্ত চারিপ্রকার বিবাহে মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক উভয়ের পরিণয় সংস্কার হয়। এই চারি প্রকার বিবাহ ব্রাহ্মণাদি সকলের পক্ষেই প্রশস্ত। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে গান্ধর্ব্ব ও রাক্ষস বিবাহও প্রশস্ত। আসুর ও পৈশাচ বিবাহ সকলের পক্ষেই নিন্দনীয়। পৈশাচ বিবাহ অতীব ঘৃণাকর।

দ্বিজগণের মধ্যে প্রচলিত বর্ত্তমান প্রকারের বিবাহ ব্রাহ্মবিবাহ। বরকন্যার পরস্পর সম্মতিক্রমে যে বিবাহ তাহার নাম গান্ধর্ব্ব। বলপূর্ব্বক লইয়া কন্যাকে বিবাহ করার নাম রাক্ষসবিবাহ। কন্যাকে ও কন্যার অভিভাবকদিগকে টাকা কড়ি দিয়া ইচ্ছানুসারে উপভোগ করার নাম আসুর এবং নিদ্রাভিভূতা মত্তা বা অনবধানা স্ত্রীকে নির্জ্জনে পাইয়া তাহাকে উপভোগের নাম পৈশাচ।

ব্রাহ্মাদি চারি প্রকার বিবাহে পুত্র সর্ব্বগুণসম্পন্ন হয়, ক্ষত্রিয়ের গান্ধর্ব্ব ও রাক্ষস বিবাহে জাত পুত্রেরা বীর, পরাক্রমশালী, ভোগবান্, যশস্বী ও দীর্ঘজীবী হয়, কিন্তু আসুর ও পৈশাচ বিবাহে জাত পুত্রেরা ক্রূরকর্ম্মা, মিথ্যাবাদী ও অধার্ম্মিক হয়। পরস্ত্রীতে পুত্র উৎপাদন অতি নিন্দনীয়। কেবল বংশরক্ষার্থ অনুমত উৎপাদন ব্যবহার-সিদ্ধ ছিল।

এইরূপ অনিন্দ্য ও নিন্দনীয় বিবাহাদিতে জাত পুত্রেরা সর্ব্বসমেত দ্বাদশ প্রকার। উৎকর্ষানুসারে সংখ্যা দিয়া দেখাইতেছি—

১। ঔরস—স্বীয় পরিণীতা স্ত্রীতে স্বয়মুৎপাদিত পুত্রই ঔরস।

২। ক্ষেত্রজ—নিযুক্তা স্ত্রীতে উৎকৃষ্টবর্ণ বা সপিণ্ড দ্বারা বিধানানুসারে উৎপাদিত পুত্র।

৩। পুত্রিকাপুত্র—এই কন্যার পুত্র হইলে সে আমার পুত্রস্থানীয় হইবে এই বলিয়া পরস্পর সম্মতিক্রমে দাতা ও গ্রহীতার সম্প্রদান ও আদানের পর ঐ কন্যাতে ঐ গ্রহীতার যে পুত্র হয় সে দাতার পুত্রিকাপুত্র।

৪। পৌনভব—বিবাহ দিব বলিয়া এক জনকে বাক্যদান করিয়া ঐ কন্যা অপরকে সম্প্রদান করিলে ঐ কন্যাকে বাগ্‌দত্তা বলা যায়। বিবাহসংস্কারের পর অক্ষতযোনি অবস্থায় পতির মরণাদি হইলে কন্যা যদি পুনরায় অপরকে প্রদত্ত হয় তবে তাহাকে পুনঃসংস্কৃতা বলে। এই বাগ্‌দত্তা ও পুনঃ সংস্কৃতা উভয়েই পুনর্ভূ। ইহাদের পুত্রেরা পৌনভব।

৫। কানীন কন্যাকালে অর্থাৎ ব্রাহ্মাদি বিহিত বিবাহের পূর্ব্বে উৎপন্ন পুত্র।

৬। গূঢ়োৎপন্ন—স্ত্রীর স্বগৃহেই পতিভিন্ন পুরুষকর্ত্তৃক গূঢ়রূপে উৎপাদিত পুত্র।

৭। সহোঢ় -গর্ভ হওয়ার পর ঐ গর্ভের সহিত যে স্ত্রী ঊঢ়া হয় সেই স্ত্রী ও ঐ গর্ভসম্ভূত পুত্রকে সহোঢ় বলে।

৮। দত্তক—স্বপুত্র অন্যকে দান করিলে সে গ্রহীতার বর্ণ পাইয়া তাহার দত্তক পুত্র হয়।

৯। ক্রীতক—অন্যের নিকট ক্রীত পুত্র, এই পুত্র ক্রেতার গোত্রাদি প্রাপ্ত হয়।

১০। স্বয়মুপাগত—স্বয়ং আসিয়া যে যাহাকে পিতা বলে সে তাহার স্বয়মুপাগত পুত্র। স্বীকর্ত্তার গোত্র প্রাপ্ত।

১১। অপবিদ্ধ—মাতাপিতার পরিত্যক্ত হইয়া যাহা কর্তৃক গৃহীত হয় তাহার পুত্র। কাহার পুত্র জানা না গেলে গ্রহীতার গোত্রাদি পায়।

১২। যত্র কচনোৎপাদিত—স্ত্রী স্বগৃহভিন্ন অন্যত্র কোথাও গিয়া অন্য কর্তৃক পুত্র উৎপাদন করাইলে ঐ পুত্র স্ত্রীর পাণিগ্রাহ পতির গোত্রাদি প্রাপ্ত পুত্র হইয়া এই নাম প্রাপ্ত হয়। জানা গেলে যাহার উৎপাদিত তাহার পুত্র হয় এবং জননী জনকের মধ্যে যে নীচবর্ণের তাহার বর্ণ প্রাপ্ত হয়।

এই সকল পুত্রের মধ্যে ঔরস পুত্র সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সকলেই যাহার পুত্র বলিয়া স্বীকৃত তাহার বর্ণ পায়। পৌনর্ভবাদি অবিহিত রূপে উৎপাদিত পুত্রেরা গ্রহীতৃবর্ণের অপসদ হয়।

বৈদ্যজাতির বর্ণত্ববিষয়ে শাস্ত্রসাধারণের মত।

ঔরস পুত্রেরা এবং অনৌরস সবর্ণজ ও অনুলোমজেরা সকলেই মাতৃবর্ণীয় হয়। তন্মধ্যে ঔরসদের মাতা পিতা সমান বর্ণের হওয়ায় তাহাদিগকে মাতৃবর্ণ বা পিতৃবর্ণ বলা উভয়ই সমান। ইহাদের মাতা পিতা সবর্ণ বলিয়া ইহাদিগকে সবর্ণজ পুত্রও বলা যায়। কিন্তু অনৌরস মাতৃদোষদূষিত সবর্ণজ ও অনুলোমজ পুত্রেরা অপসদ। মনু পবিত্র ও দূষিত এই সকল পুত্রকে একসূত্রে ফেলিয়া মাতৃবর্ণ বলিয়াছেন; কেবল প্রতিলোমজদিগকে পিতৃবর্ণীয় অপসদ বলিয়াছেন। ইহারা অতি দূষিত সঙ্কীর্ণ জাতি। মনু নিম্নলিখিত দুইটী শ্লোকের মধ্যে সবর্ণা, অনুলোমা ও প্রতিলোমাতে জাত সমস্ত জাতির বর্ণ নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন। যথা—

"সর্ব্ববর্ণেষু তুল্যাসু (নারীষ) পত্নীষক্ষতযোনিষু॥
আনুলোম্যেন তুল্যাসু জাত্যা জ্ঞেয়াস্ত এব তে॥ ৫॥
স্ত্রীষনন্তরজাতাসু দ্বিজৈরুৎপাদিতান্ সুতান্।
সদৃশানেব তানাহু র্মাতৃদোষবিগর্হিতান্॥ ৬॥

সবর্ণীয়া স্বোঢ়াতে, সবর্ণীয়া পরোঢ়াতে, স্বোঢ়াও নয় পরোঢ়াও নয় এরূপ সবর্ণীয়া অক্ষতযোনিতে, এইরূপ অনুলোম বর্ণীয়া স্বোঢ়াতে, অনুলোমবর্ণীয়া পরোঢ়াতে ও অনুলোমবর্ণীয়া অক্ষতযোনিতে, এই সকল স্ত্রীর মধ্যে যাহারা যে স্ত্রীতে জন্মে তাহারা তাহারই জাতীয় হয়। অর্থাৎ তাহারই বর্ণ পাইয়া সেই বর্ণীয় সংস্কার প্রাপ্তির যোগ্য হয়। এই নিয়ম সকল বর্ণে। এই শ্লোকে পত্নীষু পাঠ হইলেও ঐ অর্থ। যথা—সবর্ণীয়া বা অনুলোমবর্ণীয়া পত্নীতে বা ভার্য্যাতে (অনুলোম বিবাহে পত্নীরা পতির সবর্ণা হয় ইহা পরে দেখান হইবে) সবর্ণা বা অনুলোমবর্ণা পরপত্নীতে বা পরভার্য্যাতে এবং সবর্ণা বা অনুলোমা অক্ষতযোনিতে যে যে বর্ণীয়া স্ত্রীতে জন্মে সে তাহারই বর্ণের সংস্কার পায়। ৫। কিন্তু সবর্ণীয়া পত্নীভিন্ন স্ত্রীমাত্রে (সবর্ণ) দ্বিজেরা, কি অনুলোমা কি প্রতিলোমা অনন্তরবর্ণজাতা পত্নীভিন্ন স্ত্রীমাত্রে দ্বিজেরা অর্থাৎ নিকৃষ্ট বর্ণমাত্রের স্ত্রীতে উৎকৃষ্ট বর্ণের দ্বিজেরা এবং উৎকৃষ্ট বর্ণমাত্রের স্ত্রীতে নিকৃষ্ট বর্ণমাত্রের দ্বিজেরা (এখানে দ্বিজ হইতে শূদ্র হইয়াছে বলিয়া দ্বিজ শব্দটী শূদ্রকেও বুঝাইবে অতএব এ পক্ষে দ্বিজ শব্দটী উপলক্ষণ) যে সকল পুত্র উৎপাদন করেন তাহারা মাতৃদোষ হেতুক নিন্দিত হয়, তন্মধ্যে অনুলোমজেরা পূর্ব্ব শ্লোকানুবৃত্তিক্রমে মাতার সদৃশ ও প্রতিলোমজেরা উৎপাদকের সদৃশ বর্ণ হয়। ৬।

এই ব্যাখা অনুসারে ব্রাহ্মণাদির অনুলোমবর্ণীয়া পত্নীতে জাত পুত্রেরা মাতৃবর্ণ হইয়াও পিতৃবর্ণ হয়। কারণ পত্নী ও পতি ভিন্ন

বর্ণ হয় না। ইহা পরে প্রদর্শিত হইবে। সুতরাং ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়া ভার্য্যা ও বৈশ্যা ভার্য্যার পুত্রেরাও ব্রাহ্মণ হয়। ক্ষত্রিয়ের বৈশ্যাভার্য্যার পুত্রেরাও ক্ষত্রিয় হয়। ব্যাসাদি অন্যান্য সংহিতাকার ও সংহিতা-ব্যাখ্যাকারেরাও এই রূপই বলিয়াছেন।

"উঢ়ায়াস্তু সবর্ণায়ামন্যাং বা কামমুদ্বহেৎ।
তস্যামুৎপাদিতঃ পুত্রো ন সবর্ণাৎ প্রহীয়তে॥
উদ্বহেৎ ক্ষত্রিয়াং বিপ্রো বৈশ্যাঞ্চ ক্ষত্রিয়ো বিশম্।
ন তু শূদ্রাং দ্বিজঃ কশ্চিৎ নাধমঃ পূর্ব্ববর্ণজাম্॥
বিপ্রবদ্ বিপ্রবর্ণাসু ক্ষত্রবিন্নাসু ক্ষত্রবৎ।
জাতঃ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত বৈশ্যবিন্নাসু বৈশ্যবৎ।
বৈশ্যক্ষত্রিয়বিপ্রেভ্যো জাতাঃ শূদ্রাসু শূদ্রবৎ॥"

সবর্ণা বিবাহের পর ইচ্ছা হইলে পরবর্ণীয়াকে বিবাহ করিবে। ইহাতে উৎপাদিত পুত্র সবর্ণ হইতে হীন হয় না। ব্রাহ্মণ অনুলোম বিবাহে ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যাকে এবং ক্ষত্রিয় বৈশ্যাকে বিবাহ করিবে। কিন্তু কোন দ্বিজ শূদ্রাকে বিবাহ করিবে না এবং নিকৃষ্টবর্ণ উৎকৃষ্ট বর্ণজাতা কন্যাকে বিবাহ করিবে না (ব্রাহ্মণের উঢ়া স্ত্রীতে জাত পুত্র ব্রাহ্মণ বর্ণের কার্য্য করিবে, ক্ষত্রিয়ের উঢ়াস্ত্রীতে জাত পুত্র ক্ষত্রিয় বর্ণের কার্য্য করিবে এবং বৈশ্যের উঢ়াস্ত্রীতে জাত পুত্র বৈশ্য বর্ণের কার্য্য করিবে কিন্তু বৈশ্য ক্ষত্রিয় এবং ব্রাহ্মণ হইতে শূদ্রাতে জাতেরা শূদ্রবর্ণের কার্য্য করিবে)।

ভীষ্মও ঐরূপ বলিয়াছেন, যথা—

"তিস্রো ভার্য্যা ব্রাহ্মণস্য দ্বে ভার্য্যে ক্ষত্রিয়স্য চ।
বৈশ্যঃ স্বজাত্যাং বিন্দেত তাস্বপত্যং সমম্ভবেৎ॥

* * * *

ত্রিষু বর্ণেষু পত্নীষু ব্রাহ্মনাদ্ ব্রাহ্মণো ভবেৎ।

অনুশাসনপর্ব্ব ৪০ অধ্যায়।

ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণসুতা, ক্ষত্রিয়সুতা ও বৈশ্যসুতা এই তিন ভার্য্যা এবং ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়সুতা ও বৈশ্যসুতা এই দুই ভার্য্যা এবং বৈশ্যের কেবল বৈশ্যসুতা এক ভার্য্যা। এই সকল স্বকীয় স্ত্রীতে ইহাদের পুত্র পিতারই সমান বর্ণ হয়।

ব্রাহ্মণের ভিন্ন ভিন্ন পত্নীতে যে যে পুত্র হয় তাহারা ব্রাহ্মণ হয়।

যাজ্ঞবল্ক্যও বলিয়াছেন —

"সবর্ণেভ্যঃ সবর্ণাসু জায়ন্তে বৈ সজাতয়ঃ।

অনিন্দ্যেষু বিবাহেষু পুত্রাঃ সন্তানবর্দ্ধনাঃ॥"

কি স্বোঢ়া কি পরোঢ়া কি অনূঢ়া সবর্ণা স্ত্রীতে সবর্ণ হইতে সবর্ণই জন্মে। তন্মধ্যে যাহারা অনিন্দনীয় বিবাহে সবর্ণাতে সবর্ণ হইতে জন্মে তাহারাই বংশবর্দ্ধন পুত্র হয়। তিনি ইহার পরই বিবাহে জাত সমুদায় পুত্রের নাম করিয়াছেন। তন্মধ্যে অনিন্দ্য বিবাহজাত মূর্দ্ধাভিষিক্ত ও অম্বষ্ঠেরও নাম আছে।

বিষ্ণুও বলিয়াছেন---

"সমানবর্ণাসু পুত্রাঃ সবর্ণা ভবন্তি। অনুলোমাসু মাতৃবর্ণা প্রতিলোমাসু আর্য্যবিগর্হিতাঃ॥" সমানবর্ণাতে জাত পুত্রেরা সবর্ণ হয়। অনুলোমাতে জাত পুত্রেরা অনুলোম বর্ণ হয়। প্রতিলোমাতে জাত পুত্রেরা আর্য্যগণের নিন্দিত পুত্র।

এক্ষণে এরূপ সন্দেহ হইতে পারে যে মনু পত্নীজাত পুত্রদিগকেও মাতৃজাতীয় বলিয়াছেন। অতএব ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়াপত্নীর পুত্রেরা ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যাপত্নীর পুত্রেরা বৈশ্য না হইয়া ব্রাহ্মণ হয় কেন? ইহার কারণ এই যে পতি ও পত্নীর বর্ণ বিভিন্ন হয় না। অনুলোমবর্ণে জন্মিলেও বিবাহ সংস্কারে ঐ পত্নীরা পতিবর্ণ প্রাপ্ত হইয়া ব্রাহ্মণী হয়,

ইহা সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত। অতএব ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়বর্ণজাতা এবং বৈশ্যবর্ণ-জাতা পত্নীও ব্রাহ্মণী হয়। এবং উভয়ের পুত্রও ব্রাহ্মণ হয়। ইহার বিপরীতবাদীরা শাস্ত্রার্থ জানেন না।

দ্বিজদুহিতারা যে জাত্যংশে সকলেই সমান তাহা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি। ইঁহারা কখনও স্বতন্ত্রা নহেন, জীবিকার্থ স্বয়ং কোনও কর্ম্ম অবলম্বন করেন না—এজন্য ইঁহারা কোনও বর্ণ নহেন। বেদ-মন্ত্রের দ্বারা কোনও সংস্কার না হওয়াতে তাঁহারা সকলেই শূদ্রতুল্যা। দ্বিজ বালকেরা যেমন ("শূদ্রেণ হি সমস্তাবৎ যাবদ্ বেদে ন জায়তে") বেদমন্ত্রে উপনয়ন সংস্কার পর্য্যন্ত শূদ্রতুল্য থাকে, তেমনি ইহাদের বালিকারাও উপনয়নতুল্য বিবাহসংস্কারপর্য্যন্ত শূদ্রাতুল্যাই থাকেন।

"বৈবাহিকো বিধিঃ স্ত্রীণাং সংস্কারো বৈদিকঃ স্মৃতঃ।
পতিসেবা গুরৌ বাসো গৃহার্থোঽগ্নিপরিক্রিয়াঃ॥
এষ প্রোক্তো দ্বিজাতীনামৌপনায়নিকো বিধিঃ।
উৎপত্তিব্যঞ্জকঃ পুণ্যঃ।—" মনু ২অ ৬৭,৬৮।

দ্বিজস্ত্রীদিগের বৈবাহিক অনুষ্ঠানই তাহাদের বৈদিক উপনয়ন সংস্কার। ইহাই তাহাদের দ্বিতীয় জন্মব্যঞ্জক পবিত্রতাসাধক অনুষ্ঠান, পতিকুলে থাকিয়া পতিসেবা করাই তাহাদের গুরুকুলে বাস ও গুরুশুশ্রূষা এবং গৃহে রন্ধনাদি কার্য্যই তাহাদের অগ্নিতে হোম করা ও যজ্ঞানুষ্ঠান।

এই সকল বচন দ্বারা বিবাহেই ইহাদের দ্বিজত্ব সিদ্ধ হইতেছে। এখন দ্বিজ হইয়া দ্বিজমধ্যে কে কোন্ বর্ণে যাইবে? যে বর্ণের কন্যা ছিল সেই বর্ণই পাইবে কি যে বর্ণে বিবাহ হইল সেই বর্ণ পাইবে? অথবা যথেষ্ট অন্য কোন একটী বর্ণ পাইবে? সমস্ত স্মৃতিতেই বলেন ইহারা পতিবর্ণীয়া হন, ইহার অন্যথা কেহ কখনও কোনও শাস্ত্রে বা ব্যবহারে দেখাইতে পারেন না। বৃহস্পতি বলেন—

"পাণিগ্রাহণিকা মন্ত্রাঃ পিতৃগোত্রাপহারকাঃ।
পতিগোত্রেণ কর্ত্তব্যাস্তস্যাঃ পিণ্ডোদকক্রিয়াঃ॥
আম্নায়ে স্মৃতিশাস্ত্রেষু লোকাচারে চ সর্ব্বথা।
শরীরার্দ্ধং স্মৃতা জায়া পুণ্যাপুণ্যফলে সমা॥"

বৈবাহিক মন্ত্রসকল ঊঢ়া স্ত্রীলোককে পিতৃগোত্র ত্যাগ করাইয়া পতিগোত্র করে, অতএব পতিগোত্র ধরিয়াই তাহার শ্রাদ্ধাদি কার্য্য সম্পন্ন করিবে। বেদে স্মৃতিতে এবং লোকাচারে স্ত্রীকে সর্ব্বপ্রকারেই স্বামীর শরীরার্দ্ধ বলিয়াছেন। স্ত্রী পতির পুণ্য বা পাপ সকল বিষয়েই সমান অধিকারিণী।

"অর্দ্ধোহবা এষ আত্মনো যজ্জায়া তস্মাদ্ যাবজ্জায়াং ন বিন্দতে নৈতাবৎ প্রজায়তে অসর্ব্বো হি তাবৎ ভবতি। অথ যদৈব জায়াং বিন্দতে অথ প্রজায়তে তর্হি সর্ব্বো ভবতি"—শ্রুতি।

গোত্র শব্দের অর্থে যদি কোনও ব্যক্তির সন্দেহ থাকে তবে তিনি অমরের এই বচনটী দেখুন—

"সন্ততির্গোত্রজননকুলান্যভিজনান্বয়ৌ
বংশোহন্ববায়ঃ সন্তানঃ" ইত্যাদি—

সগোত্র অর্থে যদি সন্দেহ থাকে তবে দেখুন জ্ঞাতি অর্থ হয় কি না?

"সগোত্রবান্ধবজ্ঞাতিবন্ধুস্বস্বজনাঃ সমাঃ।

স্ত্রী যে কুলে পরিণীতা হয় সেই কুলে জাতার ন্যায় তদীয় বর্ণাদি প্রাপ্ত হয়। স্বয়ং মহর্ষি বাল্মীকিও তাহা রামায়ণ মধ্যে উপমামুখে প্রকাশ করিয়াছেন।

"বৃত্তশীলে কুলে জাতা আচারবতি ধার্ম্মিকে।
পুনঃসংস্কারমাপন্নাং জাতামিব চ হৃষ্কুলে॥"

সাধুশীল আচারযুক্ত ধার্ম্মিকবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াও (এই সীতা

অশোকবনে) যেন দুষ্কুলে বিবাহ সংস্কারহেতুক পুনর্ব্বার দুষ্কুলে জাতার ন্যায় (মলিন ও নিষ্প্রভ) হইয়াছেন। অন্যথা সদ্বংশে জন্মিয়া এরূপ মলিন হওয়ার কারণ কি?

এই শ্লোকের টীকায় রামানুজও পরিস্ফুটরূপে লিখিয়াছেন "স্ত্রীণাং বিবাহস্যৈবোপনয়নবদ্দ্বিতীয়জন্মস্থানত্বাৎ ইতি ভাবঃ।" অর্থাৎ এরূপ বলার তাৎপর্য্য এই যে স্ত্রীগণের বিবাহই উপনয়নস্থানীয়, উহা তাহাদের দ্বিতীয় জন্ম বা দ্বিজত্বের কারণ ও পতিকুলে জাতার ন্যায় পতিবর্ণ প্রাপ্তির কারণ হয়। শাস্ত্রকারেরা ইহা বলিয়াছেন বলিয়া কবি "তৎকুলে জাতার ন্যায়" বলিয়াছেন।

ইহাতেও যদি কাহারও সন্দেহ না যায় তবে মনু কি বলিয়াছেন দেখুন—

"যাদৃগ্ গুণেন ভর্ত্রা স্ত্রী সংযুজ্যেত যথাবিধি।
তাদৃগ্গুণা সা ভবতি সমুদ্রেনৈব নিম্নগা॥"

স্ত্রী যাদৃক্ গুণযুক্ত ভর্ত্তার সহিত শাস্ত্রবিধানানুসারে সংযুক্ত অর্থাৎ পরিণীত হন, তাদৃশসমস্তগুণ বিশিষ্ট হন, যেমন নদী সাগরে সংযুক্ত হইয়া একাত্মা হইয়া সমগ্র সাগরগুণবিশিষ্টা হয়।

এস্থলে সাগরসঙ্গতা নদীর যেমন সাগর হইতে কোন অংশে প্রভেদ থাকে না, সম্পূর্ণরূপে একাত্মীভাব হয়, সেইরূপ পতিসঙ্গতা স্ত্রীর পতি হইতে কোন অংশেই প্রভেদ থাকে না, ইহা স্পষ্ট কথিত হইতেছে।

ইহাতেও যদি কাহারও সন্দেহ থাকে এবং সবর্ণা এই শব্দটী দেখিলেই যদি কাহারও সে সন্দেহ ভঞ্জন হয় তবে মহাভারতের আনুশাসনিক পর্ব্বের ৪৬ অধ্যায়ের শেষভাগে দায়বিভাগস্থলে ভীষ্মদেব ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণবর্ণজাতা পত্নীর ন্যায় ক্ষত্রিয়বর্ণজাতা ও বৈশ্যবর্ণজাতা পত্নীরও যে স্বামীর সহিত সবর্ণত্ব ও সদৃশত্ব বলিয়াছেন

ও তাহাদিগের জ্যেষ্ঠকনিষ্ঠত্বাদিভেদে যে তাঁহাদের পুত্রগণেরও জ্যেষ্ঠত্ব মধ্যমত্ব কনিষ্ঠত্ব মাত্র বলিয়াছেন তাহা দর্শন করুন।

"সবর্ণাস্বাপি চৈতাসু ভার্য্যাসু সদৃশাস্বপি।
জ্যেষ্ঠ এবাপ্নুয়াচ্ছ্রেষ্ঠমংশং তেষু পিতুর্ধনাৎ॥
মধ্যমশ্চাপ্নুয়ান্মধ্যং কনিষ্ঠশ্চ কনিষ্ঠকম্॥"

মহাভারত—

এই সকল ভার্য্যা (ব্রাহ্মণজা ক্ষত্রিয়জা ও বৈশ্যজা ভার্য্যা) পরিণেতার সবর্ণা হওয়াতে পরস্পর সমান হইলেও তাহাদের পুত্রদের মধ্যে মাতামহ-বর্ণানুসারে যে জ্যেষ্ঠ হইবে সেই পিতৃদায়ের শ্রেষ্ঠ অংশ উদ্ধারাদি প্রাপ্ত হইবে, যে মধ্যম সে মধ্যমাংশ, আর যে কনিষ্ঠ সে কনিষ্ঠ অংশ পাইবে। এ স্থলে সকল ভার্য্যাকেই সবর্ণা বলা হইয়াছে।

এ স্থলে পুত্রদের জ্যেষ্ঠত্বাদি যে মাতামহ বর্ণানুসারে ধৃত হওয়া প্রচলিত ছিল তাহাও মন্বাদির সহিত একবাক্যে ঐ মহাভারতেই উক্ত হইয়াছে যথা—

"যদি স্বাশ্চ পরাশ্চৈব বিন্দেরন্ যোষিতো দ্বিজাঃ।
তাসাং বর্ণক্রমেণ স্যাজ্জ্যৈষ্ঠ্যং পূজা চ বেশ্ম চ॥"
সদৃশস্ত্রীষু জাতানাং পুত্রানামবিশেষতঃ।
ন মাতৃতো জ্যৈষ্ঠমস্তি জন্মতো জ্যৈষ্ঠ্যমুচ্যতে॥ মনু

যদি দ্বিজাতিরা স্ববর্ণীয়া * ও অনন্তরবর্ণীয়া স্ত্রী বিবাহ করেন তবে

---

* স্ববর্ণীয়া বলাতে এখানে সবর্ণার মধ্যে যাজক কন্যা, মূর্দ্ধাভিষিক্তকন্যা ও অম্বষ্ঠকন্যা পাওয়া যাইবে। ক্ষত্রিয় বর্ণজাত ও বৈশ্যবর্ণ জাত পত্নীতে জাত পুত্রদের সহিত তুলনায় উপরি উক্তদের সবর্ণতা ও জ্যেষ্ঠতা হইবে; কেননা ক্ষত্রবর্ণীয়া ও বৈশ্যবর্ণীয়া মাতারই ন্যূনতা আছে ব্রাহ্মণবর্ণীয়া মাতার (মূর্দ্ধাভিষিক্তকন্যার ও অম্বষ্ঠকন্যার) ন্যূনতা কথিত হয় নাই।

ঐ স্ত্রীদিগের জন্মবর্ণানুসারে জ্যেষ্ঠতা পূজা ও পদগৌরব হইবে। কিন্তু যদি সকল স্ত্রীই জন্মে সমান বর্ণের হয় তবে ঐ সকল স্ত্রীতে জাত পুত্রদের মাতার বয়োজ্যেষ্ঠতাতে জ্যেষ্ঠতা হয় না। কিন্তু তাহাদের নিজের বয়োজ্যেষ্ঠতাতেই জ্যেষ্ঠত্ব হয়। পরন্তু বিদ্যাদি গুণবত্তাও জ্যেষ্ঠতার কারণ হয়।

ভীষ্ম দায়ভাগসম্বন্ধে মনুর মতটী তদীয় বাক্যের সহিত অবিকল উদ্ধার করিয়া অনুশাসন পর্ব্বে বলিতেছেন--

"পুত্রঃ কনিষ্ঠো জ্যেষ্ঠায়াং কনিষ্ঠায়াঞ্চ পূর্ব্বজঃ।
কথং তত্র বিভাগঃ স্যাদিতি চেৎ সংশয়ো ভবেৎ॥
একং বৃষভমুদ্ধারং সংহরেত স পূর্ব্বজঃ।
ততোঽপরেঽজ্যেষ্ঠবৃষাস্তদূনানাং স্বমাতৃতঃ
জ্যেষ্ঠস্তু জাতো জ্যেষ্ঠায়াং হরেদ্ বৃষভষোড়শাঃ।
ততঃ স্বমাতৃতঃ শেষা ভজেরন্নিতি ধারণা॥

মনু ও মহাভারত

যদি জ্যেষ্ঠবর্ণের পত্নীতে জাতপুত্র কনিষ্ঠ হয় এবং কনিষ্ঠবর্ণের পত্নীতে জাত পুত্র জ্যেষ্ঠ হয় তবে সে স্থলে কি প্রকার ভাগ হইবে এ সংশয় হইলে ঐ কনিষ্ঠা জাত পুত্র একটী বৃষ উদ্ধার পাইবে তদনন্তর জ্যেষ্ঠবর্ণে জাত কনিষ্ঠ পুত্র ও অন্যান্য পুত্রেরা আপন আপন মাতামহ কুলের জ্যেষ্ঠতা অনুসারে অংশ পাইবে। কিন্তু জ্যেষ্ঠবর্ণা পত্নীর পুত্র যদি জ্যেষ্ঠ হয় তবে সে ১৬টী বৃষ উদ্ধার পাইবে, অনন্তর অবশিষ্টেরা মাতৃজন্মবর্ণানুসারে ভাগ লইবে।

বৃহস্পতি বলেন যদি ব্রাহ্মণের তিনবর্ণীয়া পত্নীতে তিনটী পুত্র থাকে ও তন্মধ্যে ক্ষত্রিয়াজাত গুণবান্ হয় তবে ব্রাহ্মণীপুত্রের সহিত সমান অংশ পাইবে। বৈশ্যাপুত্র গুণবান্ হইলে সে ক্ষত্রিয়া পুত্রের সমান অংশ পাইবে। বোধায়ন বলেন সবর্ণাতে জাত ও অনন্তর বর্ণাতে

জাত পুত্রদ্বয়ের মধ্যে যদি অনন্তরবর্ণাজাত পুত্র গুণবান্ হয় তবে সে জ্যেষ্ঠের শ্রেষ্ঠ ভাগ পাইবে কারণ ঐ পুত্র অবশিষ্ট সকলের পালনকর্ত্তা হইয়া থাকে। দায়ভাগবিষয়ে মাতার জ্যেষ্ঠতাদি অনুসারে পুত্রদের ঐরূপ ভাগমর্য্যাদা হইত, কিন্তু জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞে জন্মজ্যেষ্ঠ পুত্রেরই মাতৃজ্যেষ্ঠতানির্ব্বিশেষে জ্যেষ্ঠতা হইত। বয়োজ্যেষ্ঠ পুত্রই যজ্ঞে ইন্দ্রকে আহ্বান করায় সম্মান পাইতেন।

"জন্মজ্যেষ্ঠেন চাহ্বানং সুব্রহ্মণ্যাস্বপি স্মৃতম্।
যময়োশ্চৈব গর্ভেষু জন্মতো জ্যেষ্ঠতা স্মৃতা॥" ৯অ ১২৬

সুব্রহ্মণ্য নামক মন্ত্রে জন্মজ্যেষ্ঠ পুত্র কর্তৃক আহ্বানই পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন। যমজপুত্রদ্বয়ের মধ্যেও যে অগ্রে ভূমিষ্ঠ হয় তাহারই জ্যেষ্ঠতা বলিয়াছেন। পত্নীনির্ব্বিশেষে বয়োজ্যেষ্ঠেরই শ্রেষ্ঠতা মনু অন্যান্য স্থলেও বলিয়াছেন যথা—

জ্যেষ্ঠেন জাতমাত্রেণ পুত্রীভবতি মানবঃ।
পিতৃণামনৃণশ্চৈব স তস্মাৎ সর্ব্বমর্হতি॥"

৯অ ১০৬ শ্লো

"জ্যেষ্ঠঃ কুলং বর্দ্ধয়তি বিনাশয়তি বা পুনঃ।
জ্যেষ্ঠঃ পূজ্যতমো লোকে জ্যেষ্ঠঃ সদ্ভিরগর্হিতঃ॥"

৯অ ১০৯ শ্লো

প্রথমপুত্রের জন্মমাত্রেই মনুষ্য পুত্রবান্ হইয়া পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হন। প্রথম পুত্র পিতার মুক্তির কারণ বলিয়া তিনি পিতার সমস্ত বস্তুতেই অধিকারী হইতে পারেন। ১০৬ এই প্রাচীন নিয়ম এখান হইতে পাশ্চাত্য ইংলণ্ডাদি দেশে গিয়া অদ্যাপি আছে।

জ্যেষ্ঠপুত্রই কুলের গৌরববৃদ্ধির বা গৌরবনাশের কারণ হন, (কারণ কনিষ্ঠেরা তদনুসারেই চলিয়া থাকে) সেই হেতু কুলের গৌরববর্দ্ধক জ্যেষ্ঠ পুত্র জগতে পূজিত হইয়া থাকেন। ১০৯

এই সকল প্রমাণ এত পাওয়া যায় যে তৎসমুদয় এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে সংগ্রহ করা অসম্ভব। এক একটী বিষয়ের প্রমাণ দিতে দিতে মূল বক্তব্য বিষয় ক্রমে দূরবর্ত্তী হইয়া পড়ে একারণ মূল বক্তব্য ধরিয়া আমরা আবার দেখাইতেছি যে ব্রাহ্মণের তিন জাতীয় স্ত্রীতে এই ঔরস পুত্রেরাই পিতার বর্ণ ও সংস্কারাদি পাইত।

ভীষ্ম – "ত্রিষু বর্ণেষু পত্নীষু ব্রাহ্মণাদ্ ব্রাহ্মণো ভবেৎ।" ব্রাহ্মণ হইতে তিন বর্ণের পত্নীতে জাত পুত্র ব্রাহ্মণ বর্ণ হয় ইহা বলিয়াই তদনন্তর আরও নিঃসংশয় রূপে বলিয়াছেন –

"ব্রাহ্মণ্যাং ব্রাহ্মণাজ্জতো ব্রাহ্মণঃ স্যাদসংশয়ম্।
ক্ষত্রিয়ায়াঞ্চ যঃ পুত্রো ব্রাহ্মণঃ সোঽপ্যসংশয়ম্।
তথৈব ব্রাহ্মণশ্চ স্যাৎ বৈশ্যায়ামপি ব্রাহ্মণাৎ॥"

অনুশাসন পর্ব্ব ৪০ অ

ব্রাহ্মণ হইতে ব্রাহ্মণ বর্ণীয়া পত্নীতে জাত পুত্র নিঃসংশয় ব্রাহ্মণ হয়, ক্ষত্রিয়া পত্নীতে যে পুত্র হয় সেও নিঃসংশয় ব্রাহ্মণ হয় এবং বৈশ্যা পত্নীকে যে পুত্র হয় সেও নিসংশয় ব্রাহ্মণ হয় অর্থাৎ সকলেই ব্রাহ্মণ বর্ণীয় সংস্কারাদি পাইবার যোগ্য হয়।

ব্রাহ্মণ হইবার কারণ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। অর্থাৎ ক্ষত্রিয়জাতা ও বৈশ্যজাতা কন্যারাও বিবাহ মন্ত্রদ্বারা সংস্কৃত হওয়াতে ব্রাহ্মণের সহিত একাত্মা হইয়া পতিবর্ণতা প্রাপ্ত হয়। তখন উহারা উভয়েই ব্রাহ্মণপত্নী ও ব্রাহ্মণী। ব্রাহ্মণীতে ব্রাহ্মণের উৎপাদিত পুত্র ব্রাহ্মণ অবশ্যই হইবে। তাই হারীত স্বীয় সংক্ষিপ্ত গ্রন্থে বলিয়াছেন—

"ব্রাহ্মণ্যাং ব্রাহ্মণাদেবমুৎপন্নো ব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ।"

তবে যে উহাদিগকে ক্ষত্রিয়া বা বৈশ্যা শব্দে বলা যায় তাহা কেবল উহাদিগের মাতৃজাতি বা পিতৃবর্ণ বুঝাইবার নিমিত্ত।

জাতিসংবন্ধে মনুবচনের এই তাৎপর্য্যে পাছে লোকের সন্দেহ

হয় এই জন্যই ভীষ্ম এই দুরূহ শ্লোক ব্যাখ্যাতে প্রত্যেকেরই নিঃসন্দেহ-সূচক পদ প্রয়োগ করিয়াছেন।

কাহারও কাহারও মনে এরূপ সন্দেহ হইতে পারে যে যদি ব্রাহ্মণের পরিণীতা ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যারও ব্রাহ্মণীত্ব হয় তবে পরিণীতা শূদ্রারও তাহা কেন না হয়। তাহার কারণ "বৈবাহিকো বিধিঃ স্ত্রীণাম্" ইত্যাদি শ্লোকে মন্বাদি সংহিতাকর্ত্তারা দ্বিজাতি স্ত্রীদিগেরই পত্নীত্ব বলিয়াছেন, শূদ্রাদিগের পত্নীত্ব বলেন নাই। কারণ যে মন্ত্রে সংস্কৃত হইলে দ্বিজকন্যাদের পতিজাতিত্ব প্রাপ্তি হয় সে মন্ত্র শূদ্রা পরিণয়ে পাঠ হয় না। ব্যাস বলিয়াছেন—

"ন বৈতাঃ কর্ণবেধান্তা মন্ত্রবর্জ্জং ক্রিয়াঃ স্ত্রিয়াঃ।
বিবাহো মন্ত্রতস্তস্যাঃ শূদ্রস্যামন্ত্রতো দশ॥"

দ্বিজাতি স্ত্রীগণের কর্ণবেধান্ত নয়টী সংস্কার মন্ত্রহীন হয় কেবল বিবাহসংস্কার মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক হয়, আর শূদ্রদের এই দশ সংস্কারই মন্ত্রহীন।

পরন্তু মনু—

"এষ প্রোক্তো দ্বিজাতীনামৌপনায়নিকো বিধিঃ।
উৎপত্তিব্যঞ্জকঃ পুণ্যঃ—"

২অ ৬৮ শ্লো

এই শ্লোকে দ্বিজাতি স্ত্রীগণের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য কন্যা-গণের এই বিবাহসংস্কারকেই উপনয়নের ন্যায় দ্বিতীয়জন্মসূচক বলিয়াছেন। এতদ্দ্বারা স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে দ্বিজাতীয়া স্ত্রীরাই বিবাহে পতিবর্ণতা পান, শূদ্রা স্ত্রীরা তাহা পান না। এই জন্যই প্রসিদ্ধ বৈদ্যপণ্ডিত গঙ্গাধর কবিরাজও পরিস্ফুটরূপে বলিয়াছেন—

"ব্রাহ্মণেন মন্ত্রেণোঢ়া ব্রাহ্মণকন্যা ক্ষত্রিয়কন্যা বৈশ্যকন্যা চ ব্রাহ্মণ্যেব ভবতি ন ক্ষত্রিয়া ন চ বৈশ্যা।"

"ন চ শূদ্রায়া দ্বিজত্বং সম্ভবতি সমন্ত্রক-সংস্কারাভাবাৎ।"

বিবাহে মন্ত্রসংস্কারের পূর্ব্বে কেহই ব্রাহ্মণী ছিলেন না। ব্রাহ্মণ-কন্যাও ব্রাহ্মণী ছিলেন না, কারণ ব্রাহ্মণ-পত্নী না হইলেও তিনিও ব্রাহ্মণী হইতে পারেন না। কারণ বিবাহসংস্কারই সকলের দ্বিতীয় জন্মকারক অর্থাৎ পতিজাতিকারক. উপনয়নের পূর্ব্বে যেমন ব্রাহ্মণাদির সন্তানেরা ব্রাহ্মণ নয় "সহি শূদ্রসম স্তাবদ্ যাবদ্ বেদে ন জায়তে ইত্যাদি বাক্যানুসারে শূদ্রতুল্য, তেমনই ব্রাহ্মণাদির কন্যারাও "সাহি শূদ্রসমা তাবদ্ যাবদ্‌বেদে ন জায়তে"—বিবাহরূপ উৎপত্তিব্যঞ্জক সংস্কারের পুর্ব্বে সকলেই শূদ্রতুল্য। তবে যে ব্রাহ্মণী ক্ষত্রিয়া প্রভৃতি বলা যায় সে কেবল পিতৃজাতির পরিচয়সূচনার্থমাত্র। ইহাদের সম্মানের তারতম্যও পিতার সম্মানহেতুক, অন্য কোনও হেতুক নহে।

সর্ব্বদা স্মরণ রাখা উচিত যে এই সকল বচনে পুত্রদিগকে যে বর্ণার্থে ব্রাহ্মণ শব্দে বলা হইয়াছে তাহা ব্রাহ্মণবর্ণীয় সংস্কারপ্রাপ্তির নিমিত্ত। কারণ কর্ম্মব্যতীত কেহও কখনও ব্রাহ্মণবর্ণ হয় না। জন্মমাত্রই ব্রাহ্মণত্ব কারক নহে ইহা আমরা পুনঃ পুনঃ বলিয়া আসিয়াছি। অতএব যাহাদিগকে আমরা এই সকল স্থলে ব্রাহ্মণ বলিতেছি ইহাদিগের ব্রাহ্মণ শাস্ত্রাদি শিখিবার ও ব্রাহ্মণ কার্য্য করিবার অধিকার জন্ম জন্য হয় ইহাই বুঝিতে হইবে। ব্রাহ্মণ বর্ণনির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম করিলে পরে ইহারা ব্রাহ্মণবর্ণ হইবে ইহাই শাস্ত্রীয় তাৎপর্য্য। কেবল যে ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়াপুত্র ও বৈশ্যাপুত্র সংবন্ধে এই তাৎপর্য্য তাহাও কেহ মনে করিবেন না। ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণীপুত্র ও ঐরূপ জন্ম জন্য অধিকার পায় কিন্তু কর্ম্মব্যতীত ব্রাহ্মণবর্ণ হইতে পারে না।

এক্ষণে ত্রৈবর্ণিক বিবাহ উঠিয়া গিয়াছে। সবর্ণা বিবাহই চলিত আছে। সুতরাং এখনকার লোকে পরিণীতা সবর্ণাকেই পত্নী বলিয়া জানেন, জন্মাবধি তাহাদের এই সংস্কারই আছে। পূর্ব্বে ব্রাহ্মণের

পত্নী বলিলে যে নির্ব্বিশেষে পরিণীতা ব্রাহ্মণকন্যা, ক্ষত্রিয়কন্যা ও বৈশ্য কন্যাকে বুঝাইত এবং ইহারা সকলেই যে তুল্যরূপে ব্রাহ্মণী ছিলেন এ কথা এখনকার সমাজের লোকের পক্ষে আশ্চর্য্য ও অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়, তাই তাঁহারা প্রাচীন শাস্ত্র সকলের অর্থ বুঝিতে মহা সঙ্কটে পড়িয়া থাকেন। প্রাণটী যেন সেরূপ অর্থ বুঝিতেই চায় না, জাতি যাওযার ভয়ে যেন হাঁপাইয়া উঠে। কিন্তু দ্বিজাতি হওয়াতেই যে ইহারা সকলে একই জাতির কন্যা কেবল ইহাদের পিতার অবলম্বিত জীবিকাত্রয়ের ভেদে পরস্পর ভিন্ন নামে আখ্যাত একথাটী তাঁহাদের মনেই আসে না, ইহারা সকলে যে তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষদের পরিবারের মধ্যে থাকিয়া মাতা মাতুলানী মাতৃস্বসা পিতৃস্বসা ভগিনী ভাগিনেয়ী হইয়া রন্ধনাদি করিত এবং এইরূপে ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়াতে বা বৈশ্যাতে উৎপন্ন তাঁহাদের পিতা পিতৃব্যাদি ও জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ ভ্রাতাদি যে পরম প্রীতিসহকারে ঐ অন্নাদি পরস্পর আহার করিত ও করাইত তাহা ভাবিতে যেন ইঁহাদের মন শিহরিযা উঠে। চিরসংস্কারের এমনই মহিমা। তাই বলি, এই সকল প্রাচীন শাস্ত্রের আধুনিক টীকাকারেরা ও এক্ষণকার যাজক ব্রাহ্মণেরা বর্ণ, জাতি, পত্নী প্রভৃতি বহু বহু শব্দের তাৎকালিক অর্থ সম্যক্ রূপে হৃদ্গত না করাতে বর্ণ ও জাতি ব্যাখ্যার সর্ব্বত্রই শাস্ত্রার্থের বিরুদ্ধ বলিয়াছেন। অথবা শাস্ত্রার্থ বুঝিয়াও সম্প্রদাযবিশেষের প্রাত বিদ্বেষবশত তাদৃশ বিরুদ্ধ অর্থের প্রতিপাদনার্থ যত্ন পাইয়াছেন। কিন্তু ঐ শাস্ত্রচিন্তাশীল জাতি শাস্ত্রার্থ বুঝেন নাই ইহা কখনও হইতে পারে না, তবে সম্প্রদায় বিশেষের প্রতি বিদ্বেষবশতই শাস্ত্রার্থের ঐরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে এবং তাহা আমরা পরে প্রমাণিতও করিব। এক্ষণে শব্দার্থের অনভিজ্ঞতাহেতুক ভীষ্মাদির ব্যাখ্যাতেও যে আধুনিক লোকের সন্দেহ হইতে পারে তাহাই প্রদর্শন করিতেছি।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে হাঁ, ব্রাহ্মণেরা ব্রাহ্মণকন্যা ক্ষত্রিয়কন্যা ও বৈশ্যকন্যাকে বিবাহ করিতেন বটে এবং সকলেই ভার্য্যা হইত বটে কিন্তু সকলে পত্নীশব্দবাচ্য হইত না। কারণ পত্নীর অর্থ ধর্ম্মপত্নী। ধর্ম্মার্থ একটী বিবাহই শ্রেয়। দ্বিতীয় তৃতীয় বিবাহ রত্যর্থ। কিন্তু একথা সম্যক্ নয়। এক স্ত্রী ও একমাত্র পুত্রই যদি ধর্ম্মার্থ যথেষ্ট হইত তাহা হইলে একটী পুত্রোৎপাদনের পর ব্রাহ্মণ অপর পুত্রোৎপাদনে যত্ন করিতেন না এবং সেই পুত্রই ব্রাহ্মণ হইত অপরে ব্রাহ্মণ হইত না। শাস্ত্রে স্ত্রীদিগকেই গৃহলক্ষ্মী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং স্ত্রী ও পুত্র কন্যাই সংসারের শোভা সুখ সম্পত্তি বল ও ধর্ম্মের বস্তু বলিয়াছেন। তদ্ব্যতীত সংসারীর সকল ধর্ম্মই বিলুপ্ত হইয়া যায়। এই জন্যই মনু বলিয়াছেন—

"অপত্যং ধর্ম্মকর্ম্মাণি শুশ্রূষা রতিরুত্তমা।
দারাধীনস্তথা স্বর্গঃ পিতৃণামাত্মনশ্চহি॥"

যাহার জন্ম হইলে জন্মদাতা পিতার নরকে পতন নিবারণ হয় এতাদৃশ অপত্য অর্থাৎ ঔরস পুত্র স্বকীয় জায়াতেই জন্মে. সংসারের যাহা কিছু ধর্ম্ম কর্ম্ম তাহাও জায়ার সাহায্যেই হয়, সেবা শুশ্রূষা জায়া হইতেই যেরূপ ভক্তিসহকারে ও অকুণ্ঠিত চিত্তে হয় এরূপ আর কাহারও হইতে হয় না। ধর্ম্মসঙ্গত পবিত্র রতি স্বকীয়া জায়াতেই হয় অতএব এই রতি দ্বারা ও শুশ্রূষাদি দ্বারা ইহকালে নিজের ও অপত্য জন্মদ্বারা ও ধর্ম্ম কর্ম্মদ্বারা নিজেরও পিতৃলোকেরও যে ইহকালে ও পরকালে স্বর্গ সুখ হয় তাহা জায়া হইতেই হয়। অতএব বিবেচনা করিয়া দেখিলে বিধানানুসারে পরিণীতা স্ত্রীমাত্রেই ধর্ম্মপত্নী এবং তিনিই সপুত্রা হইলে জায়া নামে কথিত হন। এই অধ্যায়ের ৪৫ ও ৪৬ শ্লোকে জায়া ও পুরুষের একাত্মতা বলিয়াছেন ও তাহাদের এইরূপ

সংবন্ধ বিধাতৃপ্রেরিত ও অভেদ্য বলিয়াছেন। ইহারা যেমন অভিন্ন তেমনই ইহাদের জাতপুত্রও ইহাদিগের হইতে অভিন্ন ও একাত্মা, অতএব পতি পত্নীও ঔরসপুত্র যে একই বর্ণ হয় তাহা এখানেও স্পষ্ট প্রকাশিত হইয়াছে যথা—

"এতাবানেব পুরুষো যজ্জায়াত্মা প্রজেতি চ।
বিপ্রাঃ প্রাহুস্তথা চৈতদ্ যো ভর্ত্তা সা স্মৃতাঙ্গনা॥"

জায়া ও পুরুষ এবং পুত্র ইহারা একাত্মা ইহা পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন। ভর্ত্তাও যে স্ত্রীও সেই ইহারা অভিন্ন। ভর্ত্তা আপনাতে আপনা হইতে আপনিই হয়। শ্রুতিতেও উহাই বলিতেছে যথা—

"অর্দ্ধোঽহবাএষ আত্মনো যজ্জায়া, তস্মাদ্ যাবদ্ জায়াং ন বিন্দতে নৈতাবৎ প্রজায়তে। অসর্ব্বো হি তাবদ্ ভবতি। অথ যদৈব জায়াং বিন্দতেঽথ প্রজায়তে তর্হি সর্ব্বো ভবতি।"—বাজসনেয় ব্রাহ্মণ।

জায়া পুরুষাত্মার অর্দ্ধাত্মা, সেই হেতুক যে পর্য্যন্ত পুরুষাত্মার জায়াগ্রহণ না হয় সে পর্য্যন্ত তিনি পূর্ণাত্মা হন না, তিনি অপূর্ণই থাকেন। তার পর যখন জায়াগ্রহণ করেন ও তাহাতে পুত্ররূপে হন তখন তিনি পূর্ণ হন। পুরুষাত্মাই যে স্বয়ং পুত্ররূপে জায়াতেই উৎপন্ন হন তাহা শ্রুত্যন্তরে ও স্মৃত্যন্তরেও বলিতেছে যথা—

"আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ"

আত্মাই পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। অর্থাৎ পুরুষে ও পুত্রে প্রভেদ নাই।

"পতির্ভার্য্যাং সম্প্রবিশ্য গর্ভোভূত্বেহ জায়তে।
জায়ায়াস্তদ্ধি জায়াত্বং যদস্যাং জায়তে পুনঃ॥"

মনু

পতি স্বীয় ভার্য্যার জরায়ুমধ্যে প্রবেশ করিয়া শিশু হইয়া পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করেন, সেই জন্যই তাহার নাম জায়া হইয়াছে এস্থলে পুত্রের

জন্মকে ভার্য্যাতে স্বয়ং পতিরই জন্ম বলাতে পিতা ও ঔরস পুত্রে কোনও প্রভেদ নাই বলা হইতেছে। এবং আমরা পূর্ব্বে ও এক্ষণে উঢ়া স্ত্রীর পতি হইতে অভিন্নতা শ্রুত্যাদি হইতেও পুনরায় দেখাইলাম অতএব পতি তাহার উঢ়া স্ত্রী ও তাহাদের জাত পুত্র এ তিনে কোনও প্রভেদ নাই ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে। এখন পত্নী শব্দের অর্থ দেখাইতেছি। "পত্যুর্নো যজ্ঞসংযোগে" এই পাণিনিসূত্রে পতির সহিত যে স্ত্রী দেবার্চ্চনাদি ধর্ম্মকার্য্যে সংযোগ আছে সেই স্ত্রীকে বুঝাইতেই পতি শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে পত্নী এই নকারযুক্ত দীর্ঘ ঈকারান্ত পদ হইবার বিধান আছে। এক্ষণে দেখুন দ্বিজাতিমাত্রের মন্ত্রোঢ়া সবর্ণজা ও অনুলোমজা দ্বিজকন্যামাত্রেরই সেই পত্নীত্ব আছে যথা—

"প্রজনার্থং স্ত্রিয়ঃ সৃষ্টাঃ সন্তানার্থঞ্চ মানবাঃ।
তস্মাৎ সাধারণো ধর্ম্মঃ শ্রুতৌ পত্ন্যা সহোদিতঃ॥"

—মনু

যেহেতু প্রজাপতি প্রজাসৃষ্ট্যর্থ এবং বংশবিস্তারার্থ নারী ও নরের সৃষ্টি করিয়াছেন (অর্থাৎ যেহেতু নরের গর্ভাধান ও নারীর গর্ভধারণ ব্যতিরেকে প্রজা সৃষ্টি হয় না, এবং যেহেতু প্রজাপতিনির্দ্দিষ্ট, প্রজাপতির ইচ্ছায় পরস্পর সহায়ীভূত মন্ত্রপূত পতি ও পত্নী ব্যতীত উৎকৃষ্ট প্রজা উৎপন্ন হয় না।) সেই হেতু পুরুষের অন্যান্য সমস্ত ধর্ম্মকর্ম্মও ঐ পত্নীর সহিত কর্ত্তব্য ইহা শ্রুতিতে বলিয়াছেন। ইনিই সহধর্ম্মিণী। ইনিই ধর্ম্মপত্নী।

এই বাক্যে বিধানানুসারে পরিণীতা স্ত্রীমাত্রেরই পত্নীত্ব কথিত হইয়াছে। বিশেষ করিয়া কেবল পরিণীতা সবর্ণারই পত্নীত্ব বলা হয় নাই। এমন কোনও শাস্ত্র দেখা যায় নাই যাহাতে সবর্ণারই পত্নীত্ব বলে, বরং সকল বর্ণীয়া পরিণীতা দ্বিজাত্মজার পত্নীত্ব অন্যান্য শাস্ত্রেও দেখা যায়।

যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—

"সত্যামন্যাং সবর্ণায়াং ধর্ম্মকার্য্যং ন কারয়েৎ।

সবর্ণাসু বিধৌ ধর্ম্মে জ্যেষ্ঠয়া ন বিনেতরাঃ॥" ১অ, ৮৭ শ্লো

সবর্ণজা স্ত্রী থাকিতে অন্য স্ত্রীকে যজ্ঞাদি ধর্ম্মকার্য্য করাইবে না। সবর্ণজা অনেক থাকিলে তাদৃশ ধর্ম্মানুষ্ঠান কার্য্যে তাহাদিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠাকে ছাড়িয়া কনিষ্ঠাদিগকে করাইবে না। এতদ্দ্বারা সবর্ণজার অভাবে বা তাহার পীড়াদিব্যাঘাতে পরবর্ণীয়ার সহিতও যজ্ঞে সংযোগ দৃষ্ট হইতেছে। অতএব তাহাদেরও পত্নীত্ব সিদ্ধ হইতেছে।

বিষ্ণুও স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন—

"সবর্ণাসু বহুভার্য্যাসু বিদ্যমানাসু জ্যেষ্ঠয়া সহ ধর্ম্মকার্য্যং কুর্য্যাৎ। মিশ্রাসু চ কনিষ্ঠয়াপি সমানবর্ণয়া, সমানবর্ণায়া অভাবে ত্বনন্তরয়ৈবাপদি চ। ন ত্বেব দ্বিজঃ শূদ্রয়া।" এতদ্দ্বারা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে দ্বিজবর্ণীয়া সকল স্ত্রীরই যজ্ঞে সংযোগ থাকাতে সকলেই পত্নীশব্দবাচ্য হইতেছে, কেবল অমন্ত্রসংস্কৃত শূদ্রা স্ত্রীরই পত্নীত্ব নিবারিত হইতেছে। অতএব ব্রাহ্মণ হইতে ব্রাহ্মণপত্নীসম্ভূত মূর্দ্ধাভিষিক্ত ও অম্বষ্ঠের ব্রাহ্মণত্ব সিদ্ধ হওয়াতে তদুভয়জাতীয়া ব্রাহ্মণস্ত্রীরাও যে অন্যান্য ব্রাহ্মণ জাতীয়া স্ত্রীর ন্যায় সবর্ণা বলিয়া উক্ত হইতেন তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ থাকিতেছে না।

কেহ কেহ মনূক্ত অপত্নীভূতাতে জাত কানীন অম্বষ্ঠদর্শনে শ্রেষ্ঠ অম্বষ্ঠকে এবং মূর্দ্ধাভিষিক্তকেও ঐরূপ অপত্নীজাত ও অপসদ মনে করেন। সেটীও তাঁহাদের ভ্রম। মনূক্ত ঐ অম্বষ্ঠ যে পত্নীজাত নয় তাহা তাঁহার স্বীয় উক্তিলক্ষণে, উদাহরণে ও উপজীবিকাদ্বারা জানা যাইতেছে।

মনু যে অম্বষ্ঠের উদাহরণ দিয়া বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিয়াছেন তাহাকে স্পষ্টই কন্যাজাত বলিয়াছেন ঊঢ়াজাত বলেন নাই যথা—"ব্রাহ্মণাদ্

বৈশ্যকন্যায়ামম্বষ্ঠো নাম জায়তে” অ ১০।৮ শ্লো, কন্যাশব্দটী এখানে অনূঢ়া বা পরোঢ়ার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। কন্যাশব্দে অনূঢ়া নবযৌবনা বালিকাকে বুঝায়—“কন্যাত্বজাতোপযমা সলজ্জা নবযৌবনেতি” সেই অনূঢ়া বৈশ্যবালিকাতে ব্রাহ্মণ হইতে উৎপন্ন পুত্রকেই এখানে অম্বষ্ঠ বলাতে এই অম্বষ্ঠ কানীন অম্বষ্ঠ হইতেছে, সুতরাং এই অম্বষ্ঠ অম্বষ্ঠাপসদ, শ্রেষ্ঠ অম্বষ্ঠ নহে। ইহার বৃত্তিও অপসদযোগ্য নিন্দিত-বৃত্তি বিহিত হইয়াছে যথা—

“যে দ্বিজানামপসদা যে চাপধ্বংসজাঃ স্মৃতাঃ।
তে নিন্দিতৈর্বর্ত্তয়েয়ুর্দ্বিজানামেব কর্ম্মভিঃ॥
সূতানামশ্বসারথ্যমম্বষ্ঠানাং চিকিৎসিতম্॥ ৪৬।৪৭

যাহারা দ্বিজাপসদ অর্থাৎ যাহারা দ্বিজ হইতে অবিধিক্রমে দ্বিজাতে উৎপন্ন এরূপ অম্বষ্ঠাদি ও সূতাদি এবং যাহারা অপধ্বংসজ অর্থাৎ যাহারা দ্বিজ হইতে নিষিদ্ধা শূদ্রাতে জাত হওয়ায় পাপজন্মা বা জঘন্য হইয়াছে এরূপ নিষাদাদি ইহারা দ্বিজগণেরই কার্য্যদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে; কিন্তু তাহাদের জন্মের নীচতা অনুসারে সজাতীয় দ্বিজগণের যে কার্য্যগুলি নীচ সেই সকল কার্য্যই জীবিকার্থ অবলম্বন করিবে। সূতনামক ক্ষত্রিয়াপসদেরা ক্ষত্রিয়দিগের সাহায্যার্থ নীচ ক্ষত্রিয়কার্য্য অশ্বচর্য্যা ও সারথ্যকর্ম্ম করিবে, অম্বষ্ঠ নামক ব্রাহ্মণাপসদেরা অম্বষ্ঠজাতীয় ব্রাহ্মণদের সাহায্যার্থ নীচ অম্বষ্ঠ কার্য্য শূদ্রের ও অশ্বগবাদির চিকিৎসা ও অস্ত্রপ্রয়োগাদি কার্য্য করিবে।

সদম্বষ্ঠ ও অম্বষ্ঠাপসদ এই দুইয়ের বৃত্তি তুল্য হইতে পারে না। যদি বল কানীনরূপ অম্বষ্ঠাপসদব্যতীত সদম্বষ্ঠ বলিয়া আর কিছু নাই এজন্য আমরা ব্রাহ্মণপত্নীজাত অম্বষ্ঠনামক সদ্‌ব্রাহ্মণদিগকে দেখাইবার নিমিত্ত যাজ্ঞবল্ক্যের প্রথমাধ্যায়ের ৯০, ৯১, ৯২ শ্লোকে মনোযোগ দিতে বলিতেছি।

"সবর্ণেভ্যঃ সবর্ণাসু জায়ন্তে বৈ সজাতয়ঃ।
অনিন্দ্যেষু বিবাহেষু পুত্রাঃ সন্তানবৰ্দ্ধনাঃ॥৯০
বিপ্রাৎ মূৰ্দ্ধাভিষিক্তোহি ক্ষত্রিয়ায়াং বিশঃস্ত্রিয়াম্।
অম্বষ্ঠঃ শূদ্র্যাং নিষাদো জাতঃ পারশবোঽপিবা॥
বৈশ্যাশূদ্র্যোস্তরাজন্যান্মাহিষ্যোগ্রৌ সুতৌ স্মৃতৌ॥
বৈশ্যাত্তু করণঃ শূদ্র্যাং বিন্নাস্বেষ বিধিঃ স্মৃতঃ॥

সবর্ণ হইতে সবর্ণা স্ত্রীমাত্রে অর্থাৎ কি স্বোঢ়া, কি পরোঢ়া, কি অনূঢ়া সবর্ণা স্ত্রীমাত্রে যে পুত্রেরা জন্মে তাহারা সবর্ণই হয়। কিন্তু অনিন্দ্যবিবাহে অর্থাৎ দোষরহিত পূৰ্ব্বোক্ত ব্রাহ্মাদি বিবাহে উঢ়া পত্নীসকলে যে সকল পুত্র উৎপন্ন হয় তাহারা পিতার বংশবৰ্দ্ধনকর হয় অর্থাৎ তাহারা পিতৃবর্ণীয় হইয়া ঐ বর্ণের সংখ্যা বিস্তার করে, নিন্দিত বিবাহে উঢ়া স্ত্রীতে জাতেরা বংশবৰ্দ্ধন হয় না। যেমন ব্রাহ্মণের অনিন্দিত ক্ষত্রিয়াবিবাহে জাত মূৰ্দ্ধাভিষিক্ত ও অনিন্দিত বৈশ্যাবিবাহে জাত অম্বষ্ঠ বংশবৰ্দ্ধন হয়, কিন্তু শূদ্রাবিবাহ ব্রাহ্মণপক্ষে নিন্দিত হওয়ায় শূদ্রাতে জাত পুত্র নিষন্ন অর্থাৎ পতিত হইয়া নিষাদ নামপ্রাপ্ত ও সন্তান বলিয়া পরিচয় দিতে "পার" অর্থাৎ সক্ষম হইয়াও "শব" তুল্য অর্থাৎ পিতার নরকত্রাণে অসমর্থ হওয়ায় পারশব এই নাম প্রাপ্ত হয়। ঐ বৈশ্যা ও শূদ্রা বিবাহে জাত ক্ষত্রিয়ের দুই পুত্র মাহিষ্য ও উগ্র নামে হয় (তন্মধ্যে উগ্র নিন্দিত বিবাহে জাত)। বৈশ্যের শূদ্রাতে জাত পুত্র করণও নিন্দিত বিবাহে জাত হওয়ায় পতিত ও শূদ্র বলিয়া গণ্য। কারণ দ্বিজের পক্ষে শূদ্রা বিবাহ নিন্দিত।

যাজ্ঞবল্ক্য এস্থলে নিন্দ্য ও অনিন্দ্য বিবাহে উৎপন্ন সকল পুত্রেরই নাম করিয়া শেষে "এই সকল পুত্র বিবাহে জাত পুত্র" বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে অনিন্দ্য বিবাহে জাতেরা সবর্ণ ও নিন্দ্য বিবাহজাতেরা অর্থাৎ শূদ্রাজাতেরা শূদ্রই হইবে ইহা বুঝিয়া লইতে

হইবে। কারণ শূদ্রা বিবাহই দ্বিজপক্ষে নিষিদ্ধ সুতরাং নিন্দনীয়। অন্য বিবাহ নিষিদ্ধ নয় সুতরাং অনিন্দনীয় ইহা যাজ্ঞবল্ক্য স্বয়ংই ইতিপূর্ব্বে ৫৬ ও ৫৭ শ্লোকে বলিয়াছেন যথা—

"যদুচ্যতে দ্বিজাতীনাং শূদ্রাদ্দারোপসংগ্রহঃ।
ন তন্মম মতং যস্মাত্তত্রাত্মা জায়তে স্বয়ম্॥
তিস্রো বর্ণানুপূর্ব্ব্যেণ দ্বে তথৈকা যথাক্রমম্।
ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং ভার্য্যা স্বা শূদ্রজন্মনঃ॥

অর্থাৎ কেহ কেহ দ্বিজগণের শূদ্রাদার পরিগ্রহে মত দিয়াছেন তাহা আমার অভিমত নয় কারণ তাহা হইলে শূদ্রাতে জন্মহেতুক পুরুষকে শূদ্রজন্মা হইতে হয়। অতএব ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের যথাক্রমে সবর্ণা লইয়া তিন দুই ও এক ভার্য্যা বিহিত; শূদ্রজাতির শূদ্রা ভার্য্যাই বিহিত।

এই সুপরিস্ফুট অর্থ গ্রহণ না করিয়া অন্যার্থ করিলে পূর্ব্বোক্ত মনু প্রভৃতি কোনও স্মৃতির সহিত যাজ্ঞবল্ক্যের এবিষয়ে সঙ্গতি হয় না। ভগবান্ ভীষ্মোক্ত মতের সহিতও সঙ্গতি হয় না। অনুশাসনপর্ব্বের ৪০ অধ্যায়ে অশেষধর্ম্মবিদ্ ভীষ্ম মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে এই বিষয়ে উপদেশ দিতেছেন।

"তিস্রো ভার্য্যা ব্রাহ্মণস্য দ্বে ভার্য্যে ক্ষত্রিয়স্য চ।
বৈশ্যঃ স্বজাত্যাং বিন্দেত তাস্বপত্যং সমম্ভবেৎ॥
ব্রাহ্মণী তু ভবেচ্ছ্রেষ্ঠা ক্ষত্রিয়া ক্ষত্রিয়স্য তু।
রত্যর্থমপি শূদ্রা স্যাদিত্যাহুরপরে বুধাঃ॥
অপত্যজন্ম শূদ্রায়াং ন প্রশংসন্তি সাধবঃ।
শূদ্রায়াং জনয়ন্ বিপ্রঃ প্রায়শ্চিত্তীয়তে যতঃ॥
ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যস্ত্রয়ো বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।
এতেষু ধর্ম্মো বিহিতো ব্রাহ্মণস্য যুধিষ্ঠির॥

বৈষম্যাদথবা লোভাৎ কামাদ্বাপি পরন্তপ।
ব্রাহ্মণস্য ভবেচ্ছূদ্রা ন তু ধর্ম্মার্থতঃ স্মৃতা॥
ত্রিষু বর্ণেষু যে পুত্রা ব্রাহ্মণস্য যুধিষ্ঠির।
বর্ণয়োশ্চ দ্বয়োঃ স্যাতাং দ্বৌরাজন্যস্য ভারত॥
একো বিড্ বর্ণএবাথ তথাত্রৈবোপলক্ষিতঃ।
ত্রিষু বর্ণেষু পত্নীষু ব্রাহ্মণাদ্ ব্রাহ্মণোভবেৎ॥
ব্রাহ্মণ্যাংব্রাহ্মণাজ্জাতো ব্রাহ্মণঃস্যাদসংশয়ম্।
ক্ষত্রিয়ায়াঞ্চ যঃ পুত্রো ব্রাহ্মণঃসোঽপ্যসংশয়ম্॥
তথৈব ব্রাহ্মণশ্চ স্যাদ্বৈশ্যায়ামপি ব্রাহ্মণাৎ।"

মহাভারত

ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণ হইতে ভার্য্যা গ্রহণ করিবে, ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়াদি দুইবর্ণ হইতে এবং বৈশ্য স্বজাতি হইতে স্বজাতীয় ভার্য্যা মাত্র গ্রহণ করিবে। ইহাদিগের প্রত্যেকের সকল ভার্য্যাতে যে সকল পুত্র বা কন্যা হইবে তাহারা বর্ণে সকলেই সমান হইবে। এই সকল ভার্য্যার মধ্যে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণী ভার্য্যা অন্য সকল ভার্য্যা হইতে প্রশংসনীয়। ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়া প্রশংসনীয়। কোন কোন ব্রহ্মজ্ঞ বলেন যে ইন্দ্রিয়সুখের নিমিত্ত ইহাদিগের শূদ্রা ভার্য্যাও হইতে পারে কিন্তু সাধুরা শূদ্রাতে পুত্রোৎপাদন ভাল বলেন না, কারণ যে ব্রাহ্মণ শূদ্রাতে পুত্রোৎপাদন করেন তিনি প্রায়শ্চিত্তার্হ হন। হে যুধিষ্ঠির! ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণে বিবাহ ধর্ম্ম-শাস্ত্রবিহিত। বুদ্ধিবৈষম্যহেতুক, লোভহেতুক অথবা কামপ্রবর্ত্তনা-হেতুক ব্রাহ্মণের যে শূদ্রা বিবাহ হয় তাহাকে ধর্ম্মকার্য্যের নিমিত্ত বলা যায় না। হে যুধিষ্ঠির! ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণের স্ত্রীতে যে সকল পুত্র হয়, ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়াদি দুই বর্ণের স্ত্রীতে যে সকল পুত্র হয় এবং বৈশ্যের বৈশ্যবর্ণ স্ত্রীতে যে সকল পুত্র হয় তাহাদিগেরই বর্ণ

বিষয়ে এস্থলে বলিতেছি। ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণের পত্নীতে ব্রাহ্মণ হইতে জাত পুত্রেরা ব্রাহ্মণ হয়। ব্রাহ্মণপত্নীতে ব্রাহ্মণ হইতে জাত পুত্র ব্রাহ্মণ হয় ইহাতে সংশয় নাই; ব্রাহ্মণের স্বোঢ়া ক্ষত্রিয়াও ব্রাহ্মণ পত্নী ও ব্রাহ্মণী অতএব ঐ ক্ষত্রিয়াতে জাত যে পুত্র সেও নিঃসংশয় ব্রাহ্মণ হয়, এইরূপ ব্রাহ্মণের স্বোঢ়া বৈশ্যাও ব্রাহ্মণ-পত্নী ও ব্রাহ্মণী অতএব ঐ বৈশ্যাতে জাত পুত্রেরাও ব্রাহ্মণ হয়।

ইহা অপেক্ষা মনুসংহিতার উৎকৃষ্টতর টীকা আর কি হইতে পারে? এরূপ সন্দেহ ভঞ্জন আর কোথায় হইতে পারে? কেবল এস্থলে নয়, তিনি দায়ভাগপ্রকরণেও এই রূপ সুপরিস্ফুটভাবে বলিয়াছেন। তাহাও সাধারণের দর্শনার্থ নিম্নে প্রকাশ করিতেছি।

"তিস্রঃ কৃত্বা পুরা ভার্য্যাঃ পশ্চাদ্ বিন্দেত ব্রাহ্মণীম্।
সাপি শ্রেষ্ঠা সাপি পূজ্যা সা ভার্য্যা স্যাদ্ গরীয়সী ॥
লক্ষণ্যং বৃষভং যানং যৎ প্রধানতমং ভবেৎ।
ব্রাহ্মণ্যাস্তদ্ধরেৎ পুত্র একাংশং বা পিতুর্ধনাৎ ॥
শেষন্তু দশধা কৃত্বা ব্রাহ্মণস্বং যুধিষ্ঠির।
ততস্তেনৈব হর্ত্তব্যা শ্চত্বারোঽংশাঃ পিতুর্ধনাৎ ॥
ক্ষত্রিয়ায়াশ্চ যঃ পুত্রো ব্রাহ্মণঃ সোঽপ্যসংশয়ম্।
স চ মাতুর্বিশেষাত্তু ত্রীনংশান্ হর্ত্তুমর্হতি ॥
ব্রাহ্মণাচ্চৈব জাতস্তু বৈশ্যায়াং ব্রাহ্মণশ্চ যঃ।
দ্বিরংশস্তেন হর্ত্তব্যো ব্রাহ্মণস্বাদ্ যুধিষ্ঠির" ॥

ব্রাহ্মণ যদি পূর্ব্বে ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণ হইতে দারপরিগ্রহানন্তর আবার ব্রাহ্মণজাতাকে ভার্য্যা গ্রহণ করেন তাহা হইলেও ঐ ভার্য্যা জ্যেষ্ঠার ন্যায় পূজনীয় ও ক্ষত্রিয়াদি জাতা ভার্য্যা হইতে গৌরবান্বিত। ঐ ব্রাহ্মণীর পুত্র পিতার ধন হইতে জ্যেষ্ঠাংশস্বরূপ প্রধান বৃষভ ও যান যাহা থাকে তাহা অগ্রে পাইবে। তাহার পর অবশিষ্ট ধন যাহা

থাকিবে তাহা দশভাগ করিয়া ঐ ব্রাহ্মণজাতার পুত্র তাহার চারি ভাগ লইবে। ক্ষত্রিয়জাতার যে পুত্র সেও নিঃসংশয় ব্রাহ্মণ, কিন্তু ব্রাহ্মণজাতার পুত্র অপেক্ষা সম্মানে ন্যূন বলিয়া তিন অংশ পাইবে আর বৈশ্যজাতাতে যে ব্রাহ্মণ পুত্র জন্মিয়া ব্রাহ্মণ হইয়াছে সে ব্রাহ্মণ ধন হইতে দুই অংশ পাইবে। যে হেতু মাতার জন্ম-বর্ণের বিশেষ-হেতুক পুত্রদেরও বিশেষ হয়।

ইহা অপেক্ষা মনুর সুপরিষ্কৃত প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা আর কি হইতে পারে? এই সকল বাক্যের উত্তরে মহারাজ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরও সংশয় নিরাকরণার্থ যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন এবং ভীষ্মও তাহার যেরূপ উত্তর দিয়াছেন তাহাও এস্থলে লিখিতেছি।

"ব্রাহ্মণ্যাং ব্রাহ্মণাজ্জাতো ব্রাহ্মণঃ স্যান্ন সংশয়ঃ।
ক্ষত্রিয়ায়াং তথৈব স্যাদ্ বৈশ্যায়াঞ্চ তথৈবচ॥
কস্মাত্তু বিষমং ভাগং ভজেরন্ নৃপসত্তম।
যতস্তু তিস্রূণাং পুত্রাস্ত্বয়োক্তা ব্রাহ্মণাইতি॥

ব্রাহ্মণজাতা পত্নীতে ব্রাহ্মণ হইতে জাত ব্রাহ্মণ হয় সন্দেহ নাই। ক্ষত্রিয়জাতা ব্রাহ্মণপত্নীতে উৎপন্ন ব্রাহ্মণ পুত্রও ঐরূপ নিঃসংশয় ব্রাহ্মণ এবং বৈশ্যজাতা ব্রাহ্মণ-পত্নীতে উৎপন্ন ব্রাহ্মণ-পুত্রও ঐরূপ নিঃসংশয় ব্রাহ্মণ। তবে ইহাদের পিতৃধনে ভাগ সমান নয় কেন? আপনি ত বলিয়াছেন যে ঐ তিনের পুত্রই ব্রাহ্মণ। ভীষ্ম যদিও পূর্ব্বেই ব্রাহ্মণী-স্ত্রীর শ্রেষ্ঠতা বলিয়া গিয়াছেন তথাপি তদ্ধেতুক তৎপুত্রেরও ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যা স্ত্রীর পুত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব ও তদনুসারেই এইরূপ দায়ভাগ কি না এই সংশয়ে পূর্ব্বোক্ত প্রশ্ন করিলে ভীষ্ম আবার যেরূপ উত্তর দিতেছেন তাহাও লিখিতেছি যথা—

"দারা ইত্যুচ্যতে লোকে নাম্নৈকেন পরন্তপ।
প্রোক্তেন চৈব নাম্নাঽয়ং বিশেষঃ সুমহান্ ভবেৎ॥

তিস্রঃ কৃত্বা পুরা ভার্য্যাঃ পশ্চাদ্ বিন্দেত ব্রাহ্মণীম্।
সা শ্রেষ্ঠা সা চ পূজ্যা স্যাৎ সা চ ভার্য্যা গরীয়সী ॥

ইত্যাদ্যুক্ত্বা —

ব্রাহ্মণ্যাঃ সদৃশঃ পুত্রঃ ক্ষত্রিয়ায়াশ্চ যো ভবেৎ।
রাজন্ বিশেষো যস্তত্র বর্ণয়োরুভয়োরপি ॥
ন তু জাত্যা সমা লোকে ব্রাহ্মণ্যাঃ ক্ষত্রিয়াত্মজা।
ব্রাহ্মণ্যাঃ প্রথমঃ পুত্রো ভূয়ান্ স্যাদ্রাজসত্তমঃ ॥
ভূয়ো ভূয়োঽপি সংহার্য্যং পিতৃবিত্তং যুধিষ্ঠির।
যতো ন সদৃশী জাতু ব্রাহ্মণ্যাঃ ক্ষত্রিয়াত্মজা ॥
ক্ষত্রিয়াযা স্তথা বৈশ্যা-সুতা ন সদৃশী ভবেৎ ॥

হে শক্রনিবর্হণ, ইহারা সকলেই আদরের পাত্র এই জন্য দারা এই শব্দ দ্বারাই উক্ত হইয়া থাকে ইহা সত্য, কিন্তু ঐ আদর কিংবা সম্মানের কি বিশেষ নাই? প্রত্যুত বিলক্ষণ বিশেষই আছে। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যজাতা স্ত্রীরা পূর্ব্বপরিণীতত্ব হেতুক জ্যেষ্ঠ হইলেও ইহাদের পর পরিণীতা ব্রাহ্মণ কন্যা প্রশংসনীয়া, পূজ্যা ও গৌরবান্বিতা হইয়া থাকে, ইত্যাদি বলিয়া আবার বলিতেছেন ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়া-পত্নীর পুত্র ব্রাহ্মণাত্মজা-পত্নীর পুত্রের সদৃশই বটে কিন্তু উহাদের, জননীর জাত্যংশ ধরিয়া উহাদের বিশেষ হয়। ক্ষত্রিয়জাতা পত্নী জন্মাংশে ব্রাহ্মণাত্মজা পত্নীর তুল্যা নয়, সেই হেতু ব্রাহ্মণীপুত্রের ক্ষত্রিয়ার পুত্রের অপেক্ষা সম্মান অধিক, আবার ঐ ব্রাহ্মণীতে যদি ব্রাহ্মণের প্রথম পুত্র হয় তবে তাহার সম্মান আরও অধিক হয়। সে পিতৃধনে জ্যেষ্ঠাংশ অনেক পায়। এই রূপে ক্ষত্রিয়াত্মজাতে জাত পুত্রও বৈশ্যাত্মজাতে জাত পুত্র অপেক্ষা অধিক সম্মানিত হয় ও তাহার বিত্তাংশ অধিক হয়। যে হেতু ইহাদের জননীদের জন্মবর্ণাংশে পরস্পর বিশেষ আছে। অতএব ভীষ্ম স্পষ্টই বলিতেছেন যে, ইহা

মাতামহবর্ণগত মর্য্যাদা বা কুলমর্য্যাদা যাহা অদ্যাপি অস্মদ্দেশে প্রচলিত আছে। ইহাই অম্বষ্ঠগণের ব্রাহ্মণবর্ণ মধ্যে তৃতীয়া জাতি হইবার হেতু।

ব্রাহ্মণ মহাশয়েরা দেখুন, ইহা অপেক্ষা মনুসংহিতার প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা আর কি হইতে পারে? কে কোথায় দেখাইতে পারেন? কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে মহাভারতের এই সকল বচনের ব্যাখ্যায় টীকাকার নীলকণ্ঠ একস্থলে লিখিয়াছেন যে ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যাপত্নীর পুত্রেরা বধ্য নয় বলিয়াই ইহাদিগকে ব্রাহ্মণ বলা হইয়াছে! নীলকণ্ঠের কি সূক্ষ্ম বুদ্ধি! তাঁহার মতে যেন সকলেই বধ্য, কেবল ব্রাহ্মণ বধ্য নয়, তাই ইহাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া ইহাদের অবধ্যতা খ্যাপন করিয়া ইহাদিগকে বধ হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত ভীষ্ম এই কথাগুলি বলিয়াছেন, যেন বধ্যাবধ্যতা বিষয়েই যুধিষ্ঠিরের সংশয় হইয়াছিল তাই ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরের সেই সংশয় ভঞ্জন করিতেছেন! কি চমৎকার ব্রহ্মজ্ঞান! নীলকণ্ঠ কি গঞ্জিকা-ধূমপানপূর্ব্বক বৈদ্যবধার্থ ত্রিশূল ধারণ করিয়াও কেবল অবধ্য বলিয়াই এখানে নিরস্ত হইয়াছেন না কি? পূর্ব্বপ্রদর্শিত মনু ও ব্যাসের বচনসকলও কি উঁহাদিগের অবধ্যতা সূচনার্থ লিখিত?

যাহাই হউক আমরা নীলকণ্ঠের এ যুক্তিতে আস্থা করিতে পারিতেছি না। মনু, ব্যাস, ভীষ্ম, বাল্মাকি প্রভৃতির বাক্যে ও বেদবাক্যে অনাস্থা করিয়া তাঁহার মতে প্রাধান্য দিতে পারিতেছি না। আমরা তাঁহাদের সহজ সুগম কথাই বুঝিয়া মূর্দ্ধাভিষিক্ত ও অম্বষ্ঠগণকে ব্রাহ্মণই বলিব। যে ভাবে বর্ত্তমান যাজক সম্প্রদায়কে ব্রাহ্মণ বলি সেই ভাবেই ইহাঁদিগকেও ব্রাহ্মণ বলিব, এবং কানীনাম্বষ্ঠের ন্যায় এই পত্নীজাত পুত্রদিগকে কখনও ব্রাহ্মণাপসদ বলিব না। পরাশর উশনঃ প্রভৃতি মুনিরা এই পত্নীপুত্রাদগের জীবিকা নিন্দিত (শূদ্র ও

পশু প্রভৃতির) চিকিৎসা বলেন নাই; প্রত্যুত অতি সম্মানসূচক ব্রাহ্মণাদির চিকিৎসাই নির্দ্ধারিত করিয়াছেন যথা—

"বৈশ্যায়াং ব্রাহ্মণাজ্জাতো হ্যম্বষ্ঠো মুনিসত্তমঃ।
ব্রাহ্মণানাং চিকিৎসার্থং নির্দ্দিষ্টো মুনিপুঙ্গবৈঃ॥"
বৃদ্ধ পরাশর।

ব্রাহ্মণবর্ণ হইতে বৈশ্যাতে বিদ্বান্‌দিগের শ্রেষ্ঠ অম্বষ্ঠ জন্মিয়াছেন। ব্রাহ্মণজাতির অর্থাৎ দ্বিজাতিগণের চিকিৎসার নিমিত্ত সংহিতাকার মুনিরা তাঁহাকে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন।

উশনাও এই অম্বষ্ঠগণের পত্নীজাতত্ব হেতুক সদ্‌ব্রাহ্মণত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন যথা—

"বৈশ্যায়াং বিধিনা বিপ্রাজ্জাতোহম্বষ্ঠ উচ্যতে।"

ব্রাহ্মণ হইতে বিধিপূর্ব্বক সংস্কৃতা বৈশ্যাপত্নীতে জাতপুত্রকে অম্বষ্ঠ বলে।

আমরা উপরি লিখিত বৃদ্ধ পরাশর বচনের "মুনিসত্তমঃ" পদের অর্থ যে 'বিদ্বচ্ছ্রেষ্ঠ' লিখিয়াছি তাহার কারণ এই যে ইহারা মুনিগণের ন্যায় সর্ব্ববেদে পারদর্শী ছিলেন বলিয়াই ইহাদিগকে বৈদ্যশব্দে নির্দ্দেশ করিয়াছেন যথা—

"বেদাজ্জাতো হি বৈদ্যঃ স্যাদম্বষ্ঠো ব্রহ্মপুত্রকঃ"।
শঙ্খ।

অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণের পুত্র। বেদে বিশিষ্ট জ্ঞান হেতুক ঐ বেদশব্দ হইতেই ইহার বৈদ্য নাম হইয়াছে। ইহার টীকাতে ধরণীধর ও লিখিয়াছেন—

"বেদাৎ বেদজ্ঞানাৎ। যথা বেদবাচকব্রহ্মশব্দাৎ ব্রাহ্মণশব্দো ব্যুৎপন্নস্তথা বৈদ্যোঽপি বেদশব্দাদিত্যর্থঃ।" বেদাৎ এই পদের অর্থ— বেদজ্ঞান হেতুক। যেমন বেদবাচক "ব্রহ্মন্" এই শব্দ হইতে ব্রহ্ম-

জ্ঞাননিপুণ এই অর্থে ব্রাহ্মণ শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে সেইরূপ "বৈদ্য" শব্দও বেদজ্ঞাননিপুণ এই অর্থে বেদ শব্দ হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। অদ্যাবধি প্রসিদ্ধ চিরকালাগত এই বৈদ্য শব্দের ন্যায় ইহাদের কবিরাজ সংজ্ঞা ও তাদৃশ অর্থ প্রকাশ করিতেছে। কবি শব্দের অর্থ প্রজ্ঞাবান্, বিদ্বান্ প্রভৃতি। ফলিতার্থ এই যে বিবিধ বিদ্যাতে পারদর্শী না হইলে ও তৎ সহিত আয়ুর্ব্বেদে নিপুণতা না থাকিলে বৈদ্য বা কবিরাজ এ উপাধি পাওয়া যাইত না। কবি অর্থ যে স্বভাববিদ্বান্ ও বাগ্মি-শ্রেষ্ঠ তাহা নিম্নলিখিত অমরাভিধানে পাওয়া যাইবে। সিংহশার্দ্দূল নাগরাজাদি শব্দের শ্রেষ্ঠার্থবাচকতাও উহাতে পাওয়া যাইবে যথা—

"বিদ্বান্ বিপশ্চিদ্দোষজ্ঞঃ সন্ সুধীঃ কোবিদো বুধঃ।
ধীরো মনীষী জ্ঞঃ প্রাজ্ঞঃ সংখ্যাবান্ পণ্ডিতঃ কবিঃ॥"

ইত্যাদি। এই পর্য্যায়টী ব্রহ্মবর্গে "বিপ্রশ্চ ব্রাহ্মণোঽসৌ ষট্কর্ম্মা যাগাদিভির্যুতঃ" এই ষট্কর্ম্মা ব্রাহ্মণের পর্য্যায়ের অব্যবহিত পরেই লিখিত আছে। তদনন্তর শ্রোত্রিয়, ছান্দস, অধ্যাপক, গুরু, আচার্য্য প্রভৃতি উপাধি লিখিত হইয়াছে। উভয় দিকেই ব্রাহ্মণবাচক শব্দ সকল আছে। এখন মধ্যগত এই প্রকৃত ব্রাহ্মণের পরিচায়ক পদ-গুলিকে যদি কেহ ব্রাহ্মণবাচক বলিতে ইচ্ছা না করেন সে তাঁহার স্বতন্ত্র ইচ্ছা, কিন্তু অভিধানকার যথাক্রমেই যথোপযুক্তরূপেই সকল বলিয়াছেন এবং আমরাও সেইরূপ বুঝিয়া থাকি। কারণ শাস্ত্রাদির অনুশাসন অনুসারেই আমাদের জ্ঞান, কুসংস্কার বা বিদ্বেষ অনুসারে আমরা শাস্ত্রের অর্থ অন্যথা ফিরাইয়া দিতে চেষ্টা করি না; এবং তদ্দ্বারা সমস্ত শাস্ত্র দুর্গম ও পরস্পর অসঙ্গত করিয়া শাস্ত্রার্থ বিলুপ্ত করি না। যাহা হউক এখন "কবিষু রাজেব কবিরাজঃ;" এই সমাস পাঠশালার বালকেরাও জানে এবং "সিংহশার্দ্দূল নাগাদ্যাঃ

পুংসি শ্রেষ্ঠার্থবাচকাঃ" এই অমরবাক্যও বোধ হয় অনেকেই জানেন। ইহার অর্থ এই যে সিংহ শার্দ্দূল নাগ প্রভৃতি—সুতরাং ইন্দ্র, রাজন্ প্রভৃতি পুংলিঙ্গ শব্দ সকল শ্রেষ্ঠার্থের বাচক হয়। অতএব কবিরাজ অর্থ বিদ্বান্‌দিগের মধ্যে অর্থাৎ ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। অতএব কবিরাজ অর্থেও বৈদ্যশব্দার্থের ন্যায় ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠ অম্বষ্ঠকেই বুঝাইতেছে। বৈদ্য শব্দটী সর্ব্ববেদসম্পন্ন আয়ুর্ব্বেদবিৎকেই বুঝাইত। পরে ঐ বৈদ্যগত ধর্ম্মকে দুই ভাগে বিভক্ত করাতে "সর্ব্বজ্ঞভিষজৌ বৈদ্যৌ" এই বাক্যে বৈদ্যশব্দের "সর্ব্ববেদজ্ঞ ও ভিষক" এই দুই ভিন্ন অর্থ হইয়াছে। ফলতঃ কবিরাজ শব্দের মুখ্যার্থ যেমন চিকিৎসক, বৈদ্যশব্দের মুখ্যার্থও তেমনই চিকিৎসকে রহিয়াছে। দর্পণকারও বলিয়াছেন যে শব্দের ব্যুৎপত্তিনিমিত্তক অর্থ ও রূঢ়্যর্থ বিভিন্ন হইয়া থাকে, যেমন 'গচ্ছতি' এই অর্থে নিষ্পন্ন 'গো' শব্দে যে চলে তাহাকেই বুঝাইতে পারিত কিন্তু ইহার প্রসিদ্ধ অর্থ কেবল গরুতেই আছে; তেমনই বৈদ্য ও কবিরাজ শব্দ বিদ্বচ্ছ্রেষ্ঠ সমুদায় ব্যক্তিকেই বুঝাইতে পারিত কিন্তু ইহার প্রসিদ্ধ অর্থে চিকিৎসককেই বুঝায়। 'কবিরাজের নিকট যাও' কি 'বৈদ্যের নিকট যাও' বলিলে ব্যাস বা বাল্মীকির নিকট যাইতে হইবে এরূপ কেহ মনে করেন না। এই সকল প্রমাণ দ্বারা অম্বষ্ঠ জন্মাংশে ব্রাহ্মণীপুত্র ও ক্ষত্রিয়াপুত্র হইতে কনিষ্ঠ হওয়াতে ব্রাহ্মণবর্ণের অন্তর্গত তৃতীয়া জাতি হইলেও জ্ঞানাংশে ইনি তৃতীয় নন। কারণ মনু "বিপ্রাণাং জ্ঞানতো জ্যৈষ্ঠম্" বিপ্রগণের মধ্যে জ্ঞানের প্রাধান্যেই প্রাধান্য বলিয়াছেন, অতএব সর্ব্ববেদজ্ঞতা হেতুক জ্ঞানাংশে অম্বষ্ঠেরই প্রাধান্য বলিতে হইবে। অতএব বিদ্যার অসমাপ্তি কাল পর্য্যন্তই ইনি তৃতীয়া জাতি থাকেন অনন্তর বিদ্যাসমাপ্তি হইলে ইনি সকল দ্বিজের উপর ত্রিজ অর্থাৎ দ্বিজাতিমাত্রের মাননীয় বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন। এই জন্যই মহর্ষি চরক বলিয়াছেন—

"বিদ্যাঽসমাপ্তৌ ভিষজস্তৃতীয়া জাতিরুচ্যতে।
অশ্নুতে বৈদ্যশব্দং হি ন বৈদ্যঃ পূর্ব্বজন্মনা॥ ৮১
বিদ্যাসমাপ্তৌ ব্রাহ্মং বা সত্ত্বমার্য্যমথাপি বা।
ধ্রুবমাবিশতি জ্ঞানাৎ তস্মাদ্ বৈদ্যস্ত্রিজঃ স্মৃতঃ॥ ৮২

চিকিৎসিতস্থানে রসায়নাদি কথনং নাম প্রথমাধ্যায়ঃ। বিদ্যার অসমাপ্তিকালে ভিষকেরা তৃতীয়া জাতি বলিয়া কথিত হয়। এই ভিষকই বৈদ্য নাম প্রাপ্ত হন। তাঁহার এই বৈদ্য নাম গর্ভাবতরণরূপ জন্মমাত্রে হয় না, কিন্তু বেদবিদ্যাসমাপ্তি হইলে ব্রাহ্মণ জীবন অথবা আর্য্যজীবন ইহাতে আবিষ্ট হয় সেই জ্ঞানরূপ জীবন হেতুক ত্রিবার, অর্থাৎ একবার গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হওয়াতে, একবার উপনয়ন সংস্কার হওয়াতে ও তৃতীয়বার বেদ সমাপ্তিতে এই তিনবার, জাত হওয়ায় ত্রিজ হইলে ইনি বৈদ্য নাম প্রাপ্ত হন।

যে রসায়নসংযোগা বৃষ্যযোগাশ্চ যে মতাঃ।
যচ্চৌষধং বিকারাণাং সর্ব্বং তদ্বৈদ্যসংশ্রয়ম্॥
প্রাণাচার্য্যং বুধস্তস্মাদ্ ধীমন্তং বেদপারগম্।
আশ্বিনাবিব দেবেন্দ্রঃ পূজয়েদিতি শক্তিতঃ॥

চরক, চিকিৎসিত স্থান। ১অ,

সমস্ত রসায়নযোগ ও বাজীকরণ যোগ এবং সমস্ত রোগনাশক ঔষধ বৈদ্যের আশ্রিত। অতএব ইন্দ্র যেমন অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে পূজা করিতেন পণ্ডিতগণও সেইরূপ ধীমান্ বেদপারগ অর্থাৎ বৈদ্য অম্বষ্ঠকে যথাশক্তি পূজা করিবেন।

"অমরৈরজরৈস্তাবদ্বিবুধৈঃ সাধিপৈ ধ্রুবৈঃ।
পূজ্যেতে প্রযত্নৈরেবমাশ্বিনৌ ভিষজাবিতি॥
মৃত্যুব্যাধিজরাবশ্যৈর্দুঃখপ্রায়ৈঃ সুখার্থিভিঃ।
কিং পুনর্ভিষজো মর্ত্ত্যৈঃ পূজ্যাঃ স্যুর্নাতিশক্তিতঃ॥

শীলবান্ মতিমান্ যুক্তো দ্বিজাতিঃ শাস্ত্রপারগঃ।
প্রাণিভির্গুরুবৎ পূজ্যঃ প্রাণাচার্য্যঃ সহি স্মৃতঃ॥
চরক, চিকিৎসিত স্থান, ১অ।

এক্ষণে পূজার হেতু প্রদর্শন করিতেছেন—যাহাদিগের মৃত্যু নাই, জরা নাই, হ্রাস বৃদ্ধি নাই, এবং যাহারা সর্ব্ববুদ্ধিসম্পন্ন এ প্রকার দেবতারা যখন আপনাদিগের অধিপতি ইন্দ্রের সহিত প্রযতভাবে অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে কেবল চিকিৎসক বলিয়াই পূজা করিয়া থাকেন তখন যাহাদিগের মৃত্যু ব্যাধি ও জরার অধীন হইয়া প্রায়ই দুঃখভোগ করিতে হয়, যাহাদিগের সে দুঃখ দূর করিয়া সুখী হইতে ইচ্ছা হয় এরূপ মানবেরা কেন না বৈদ্যগণকে যথাশক্তি পূজা করিবে? (তবে কি "বৈদ্য" এই নামমাত্রে পশ্বাদির চিকিৎসককেও পূজা করিবে? এজন্য আবার বলিতেছেন) সচ্চরিত্র, বুদ্ধিমান্, যুক্তিজ্ঞ, ব্রাহ্মণ অর্থাৎ অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ (অন্য ব্রাহ্মণ নয়, কারণ যাজক ব্রাহ্মণের চিকিৎসা কার্য্য তাহার পক্ষে অস্পৃশ্য হওয়ার উপযুক্ত পাতিত্যজনক) ও বহুশাস্ত্রজ্ঞ অর্থাৎ এইরূপ অম্বষ্ঠ বৈদ্যই (অম্বষ্ঠাপসদ নয়) প্রাণিগণের গুরুর ন্যায় পূজনীয়। কারণ ইনিই ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চারিবর্গের হেতুভূত প্রাণরক্ষার্থ সৃষ্ট হইয়াছেন এবং তজ্জন্যই প্রাণাচার্য্য বলিয়া কথিত হন।

বৈদ্যজাতি সংবন্ধে অন্যান্য কথা আমরা বৈদ্য পরিচয়াধ্যায়ে সবিশেষ বলিব। এক্ষণে ইঁহার ব্রাহ্মণত্ববিষয়ে অজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগের সন্দেহ দূরীকরণার্থ আমরা মনুসংহিতার টীকা ও অন্যান্য ব্যাখ্যা দেখাইতে অগ্রসর হইতেছি।

ইতি বৈদ্যজাতি বর্ণবিনির্ণয় নামক গ্রন্থে দ্বিতীয় অধ্যায়ে তদ্বিষয়ে শাস্ত্রসাধারণের মত নামক দ্বিতীয় অংশ।

মনুসংহিতার জাতি সংবন্ধে কয়েকটী শ্লোকের শাস্ত্রসঙ্গত ব্যাখ্যা।

এইরূপ শত সহস্র জাজ্বল্যমান প্রমাণ সত্যাদি চারিযুগে প্রসিদ্ধ মনুপ্রভৃতি ঋষিপ্রণীত সমুদায় ধর্ম্মশাস্ত্রের বচনে পাওয়া যায়। এই সকল বচন মেধাতিথি, কুল্লূক, গোবিন্দরাজ অথবা তাহাদের শিষ্যেরা দেখেন নাই. ইহাদের অর্থ জানিতেন না বা মানিতেন না, তাহা আমরা জানি না। দ্বাপর যুগের প্রসিদ্ধ পরাশরাদি ঋষির ও দ্বাপর-কলিতে ব্যাসাদির কৃত সংহিতা দেখিয়াছিলেন কি না এবং তাহার অর্থ গ্রাহ্য করিয়াছিলেন কি না, তাহা আমরা জানি না। কিন্তু জগন্মান্য আদি ব্রাহ্মণ রাজা ও আদি স্মৃতিকর্ত্তা ঋষি অনুপমতেজঃ-সম্পন্ন বৈবস্বত মনু যেমন চারি বেদের সার স্বীয় সংহিতায় প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেই অদ্বিতীয় বেদতত্ত্ববিদ্ ব্যাসদেবও তেমনই চারি বেদের সার স্বীয় সংহিতায় প্রচার করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত মহামান্য ব্রহ্মক্ষত্রিয় গঙ্গানন্দন ভীষ্মদেবের উক্ত সুবিস্তৃত মনুব্যাখ্যাও ব্যাসদেব স্বপ্রণীত মহাভারতের মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। এই ব্যাখ্যা যেমন বিস্তৃত তেমনই প্রাঞ্জল। এই ব্যাখ্যা দর্শনে শাস্ত্রে জন্মান্ধেরও নয়ন উন্মীলিত হয়। এগুলিও ঐ ব্রাহ্মণদিগের নয়নগোচর হইয়াছিল কি না, অথবা ভ্রান্ত বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছিল কি না তাহাও আমরা জানি না, কিন্তু যাঁহারা মহাভারতাদিকে শাস্ত্র বলিয়া জানেন এবং ব্যাসদেবকে অমিততেজঃসম্পন্ন পরম ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন তাঁহাদিগেরই দর্শনের নিমিত্ত ঐ জগন্মান্য ব্যাসদেব স্বয়ং শান্তিপর্ব্বের ৩৭ অধ্যায়ে ভীষ্মের এই সকল ধর্ম্মোপদেশবিষয়ে যে কিরূপ মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন—কিরূপ তাঁহার প্রাধান্য খ্যাপন করিয়াছেন তাহাই এখানে দেখাইতেছি। বিস্তার নিবারণার্থ আমরা অনুবাদমাত্র দেখাইতেছি।

কলিকালের প্রারম্ভে ভারতবর্ষের সম্রাট ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির যখন ব্যাসদেবের নিকট ধর্ম্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন তখন তিনি যুধিষ্ঠিরকে কি বলিয়াছিলেন তাহাই এ স্থলে অবিকল অনুবাদ করিয়া দিতেছি। ব্যাস বলিতেছেন—

"মহারাজ, যদি তোমার সমগ্ররূপে ধর্ম্মতত্ত্ব জানিতে ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে কুরুপিতামহ বৃদ্ধ ভীষ্মের নিকট গমন কর। ধর্ম্মরহস্য বিষয়ে তোমার অন্তঃকরণে যে সকল সংশয় আছে, সর্ব্বধর্ম্মাভিজ্ঞ সর্ব্বজ্ঞ গঙ্গাপুত্র ভীষ্ম তৎসমস্ত ছেদন করিতে সমর্থ হইবেন। সেই পবিত্র-জীবন গঙ্গা যাঁহাকে প্রসব করিয়াছিলেন, যিনি এককালে ইন্দ্রাদি দেবগণ ও বৃহস্পতি প্রভৃতি দেবর্ষিগণের মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া নানা উপচার দ্বারা তাঁহাদিগের অর্চ্চনা পূর্ব্বক সমস্ত রাজনীতি বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন; দৈত্যগুরু শুক্র ও দেবগুরু বৃহস্পতি যে সকল শাস্ত্র ও যে সকল ধর্ম্ম অবগত আছেন কুরুসত্তম ভীষ্ম তাহাদিগের নিকট তৎসমস্ত প্রাপ্ত হইয়াছেন, বিশেষত সেই মহাবাহু ভীষ্ম যথাবিধি ব্রত অবলম্বন করিয়া পরশুরাম, শুক্রাচার্য্য, চ্যবন ও বশিষ্ঠের নিকট সাঙ্গোপাঙ্গ সমস্ত বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন। পূর্ব্বে তিনি অধ্যাত্ম-বিদ্যার সারতত্ত্বজ্ঞ ব্রহ্মার জ্যেষ্ঠপুত্র প্রদীপ্ততেজা মহাত্মা সনৎকুমার ঋষির নিকট সমস্ত আধ্যাত্মবিদ্যা অবগত হইয়াছিলেন এবং মার্কণ্ডেয় ঋষির মুখে সমস্ত যতি ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত এই পুরুষশ্রেষ্ঠ ইন্দ্র ও পরশুরামের নিকট হইতে সমস্ত অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। যিনি মনুষ্যকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও ইচ্ছামৃত্যুত্ব লাভ করিয়াছিলেন এবং অপত্যবিহীন হইলেও যাঁহার পুণ্যপ্রভাব সমস্ত লোকমধ্যে বিশ্রুত হইয়াছে, অধিক কি পবিত্রাত্মা ব্রহ্মর্ষিগণ নিয়ত যাঁহার সভাসদ হইয়া থাকিতেন এবং জ্ঞান ও জ্ঞেয় বিষয়ে যাঁহার কিছুই অবিদিত নাই সেই সূক্ষ্মধর্ম্মার্থতত্ত্বজ্ঞানবিশারদ ভীষ্ম

তোমাকে উপদেশ করিবেন। পরন্তু সেই মহাত্মার জীবনবিসর্জ্জনের পূর্ব্বেই তুমি তাঁহার নিকট গমন কর।" ঐ পর্ব্বেরই ৫৪ অধ্যায়ে সর্ব্বযোগেশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভীষ্মকে বলিয়াছিলেন, "ভীষ্ম, তুমি প্রশ্নানুসারে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে যাহা উপদেশ করিবে এই বসুধাতলে তাহা বেদোক্ত বাক্যের ন্যায় প্রমাণীকৃত হইবে। যে ব্যক্তি সেই প্রমাণানুসারে কার্য্যানুবর্ত্তী হইয়া লোকযাত্রা নির্ব্বাহ করিবে সে পরলোকে সমস্ত পুণ্যফল অনুভব করিতে সমর্থ হইবে।" এই সকল দেখিয়াও যদি কাহারও ভীষ্মবাক্য অমান্য করিয়া মেধাতিথি কুল্লূকাদির বাক্য মান্য করিতে ইচ্ছা হয়, যদি ভগবানের উক্ত অর্থকে ব্যর্থ করিতে কোনও ভগবদ্ভক্তের ইচ্ছা হয়, আমাদের তাহাতে কিছুমাত্র বক্তব্য নাই। অসুরেরা ত চিরকালই সত্যবিদ্বেষী। অতএব আমরা প্রধানত ইঁহাদেরই মত উদ্ধার করিয়া অনুষঙ্গক্রমে অন্যান্য শাস্ত্রেরও মত দেখাইব। মনু ভীষ্ম ও ব্যাসাদি ঋষিগণের এবং স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের উক্তির বিরোধী কোন শাস্ত্রবাক্যকে প্রমাণ বলিয়া অবলম্বন করিব না। বৈশ্যবিদ্বেষী ব্রহ্মজ্ঞানহীন ব্রাহ্মণ নামধারী নাস্তিকেরা ঐ সত্যজ্ঞাননিরাকরণার্থ ও স্বমতসংস্থাপনার্থ যেখানে যেরূপ বাক্যজাল বিস্তার করিয়াছেন তাহা সকলকে দেখাইব। মনুর জাতি ও বর্ণনির্ণায়ক দশম অধ্যায়ের কিয়দংশ ব্যাখ্যা করিয়া কুল্লূকাদির ব্যাখ্যার সহিত তুলনা করিয়া তাহাদের ব্যাখ্যার অসারত্ব সাধারণ জনসমাজে প্রচার করিয়া দিব। সমাজস্থ বিজ্ঞ বিচক্ষণ ব্রাহ্মণ মহাশয়েরা অবলোকন করিবেন।

জাতি ও বর্ণ সংবন্ধে আমরা আর্য্যসমাজে সমাদৃত বেদাদি সমস্ত প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রের মত যথাযোগ্যরূপে দেখাইয়াছি। সর্ব্বপ্রধান ও সর্ব্বপ্রাচীন স্মৃতিশাস্ত্র মনুসংহিতা জাতি ও বর্ণবিষয়ে এবং ধর্ম্মবিষয়ে যাহা একমাত্র অখণ্ডনীয় প্রমাণ এক্ষণে সেই মনুসংহিতার জাতি ও বর্ণ

নির্ণয় স্থানটী সাধারণকে দেখাইব। মনুসংহিতার ব্যাখ্যা টীকা ও টিপ্পনীতে আমরা সর্ব্বসমেত ১৭ খানি গ্রন্থ পাইয়াছি। এই সমুদয়ের মধ্যে ভগবান্ ভীষ্মদেবকৃত ব্যাখ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। এই ব্যাখ্যানুযায়ী মতই যে চিরকালাগত তদানীন্তন প্রাচীন আর্য্যসমাজের অনুমোদিত ও অবিসংবাদিতরূপে স্বীকৃত হইয়া আসিয়াছিল তাহা তাঁহার ব্যাখ্যা দ্বারাই প্রতীতি হয়, ঐ ব্যাখ্যা ভগবান্ বেদব্যাসের লেখনী হইতে বহির্গত ও সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছিল। উহা সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্রের সহিত সম্পূর্ণ সঙ্গত ও বেদের অনুযায়িনী, মনুর অনুযায়িনী। উহা মহাযোগী শ্রীকৃষ্ণেরও অনুমোদিত হওয়ায় উহার বিরুদ্ধে আধুনিক কোনও মত সনাতন আর্য্যধর্ম্মের মত বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে না। ঐ ব্যাখ্যানুসারেই তদানীন্তন ভারতসম্রাট যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক তৎকালের আর্য্যসমাজ শাসিত হইয়াছিল এবং সেই মতই সমস্ত আর্য্য রাজত্বকালে আবহমান চলিয়া আসিতেছিল। অতএব ইহা আর্য্যসমাজে সামাজিক ও লৌকিক ব্যবহারসিদ্ধও হইয়াছিল, কেবল ব্রাহ্মণদের শাস্ত্রচর্চ্চার অভাবে ব্রাহ্মণত্ব লোপের সঙ্গে সঙ্গে ঐ সকল শাস্ত্রার্থ কার্য্যতঃ লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। যাহা হউক যখন মনুসংহিতার এতাদৃশ মহামূল্য ব্যাখ্যা পাওয়া যাইতেছে তখন এই ব্যাখ্যাব্যতীত অন্য ব্যাখ্যা প্রদর্শন প্রয়োজনীয় বলিয়াই বোধ হয় না, তথাপি "অধিকন্তু ন দোষায়" এই প্রচলিত বচন অবলম্বন করিয়া ভীষ্মব্যাখ্যার সহিত অন্যান্য টীকাকারদের টীকাও বর্ত্তমান আর্য্যসমাজকে এই গ্রন্থের পরিশিষ্টে প্রদর্শন করিব। আর্য্যসমাজ—বিশেষত আর্য্যসমাজের শিরোভূষণস্বরূপ ব্রহ্মবেদী ব্রাহ্মণ মহোদয়েরা অনুগ্রহ পূর্ব্বক অবলোকন করিবেন।

জাতি ও বর্ণ বিষয়ক শাস্ত্রমত ও এই সকল টীকাকারদের মত জানিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে মনুসংহিতার অন্ততঃ দশম অধ্যায়ের কতিপয়

শ্লোক ভাল করিয়া বুঝা উচিত। কিন্তু তন্ত্রোক্ত বিষয় সকল তদানীন্তন জনসাধারণের এত সুবিদিত ছিল যে তজ্জন্য বিশেষ বিবৃতি আবশ্যক হয় নাই, সুতরাং কোনও ব্যাখ্যার তাদৃশ বিস্তৃতি দেখিলাম না। এখনকার সমাজের লোকসাধারণ এ সকল বিষয়ে নিতান্ত অজ্ঞ, এজন্য তাঁহাদিগকে সে সকল বিষয় বুঝাইতে হইলে তাঁহাদের উপযোগী করিয়া স্বতন্ত্র টীকা প্রস্তুত করিয়া দিতে হয় সেই জন্য তাঁহাদের পাঠের সুবিধার নিমিত্ত মনুর কয়েকটী শ্লোকের সর্ব্বশাস্ত্র সম্মত ব্যাখ্যা করিয়া অগ্রে এখানেই দিলাম। ১৭ জন টীকাকারের মধ্যে ১৪ জন শাস্ত্রসঙ্গত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ঐ শাস্ত্রসঙ্গত মত সকল সাধারণের পরিদর্শনার্থ গ্রন্থ শেষে সংযোজিত করিলাম, কেবল সর্ব্বশাস্ত্রবিরুদ্ধ মেধাতিথি, কুল্লূক ও গোবিন্দরাজের মত স্বকীয় ব্যাখ্যার পরে একে একে তুলিয়া সমালোচনা সহকারে তাহাদের অযৌক্তিকতা, অসঙ্গতি ও শাস্ত্রবিরুদ্ধতা দেখাইলাম। অন্যান্য শাস্ত্রের বিরুদ্ধ হইলেও, যে মনুসংহিতার টীকা তাঁহারা করিতেছেন, যদি সেই মনুমতেরও বিরুদ্ধ না হইত তাহা হইলেও আমরা যথেষ্ট মনে করিতাম। কিন্তু ইহাদের ব্যাখ্যা মনুরও বিরুদ্ধ, ইহা দেখিয়া বিজ্ঞ সমাজ আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন এবং কি প্রকারে এই মত ব্রাহ্মণ সমাজে প্রচলিত হইল তাহা ভাবিয়াও আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন। যাহা হউক আমরা যথাসাধ্য তাহারও সংক্ষিপ্ত ইতিহাস যথাস্থলে দিব।

ভগবান্ মনু স্বসংহিতার প্রথম হইতে ছয়টি অধ্যায়ে চারিবর্ণের বিশেষতঃ দ্বিজজাতির সামান্য ধর্ম্ম প্রায় সমস্ত বলিয়াছেন। অনন্তর ব্রাহ্মণ ধর্ম্মের মধ্যে যে ধর্ম্মে সকল বর্ণের ও সকল আশ্রমের ধর্ম্ম অবস্থিত সুরক্ষিত ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় সেই সর্ব্বপ্রধান ব্রাহ্মণ ধর্ম্ম যে রাজধর্ম্ম তাহাই সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়ে পৃথক্ রূপে সবিস্তর বলিয়াছেন। নবম অধ্যায়ে চারিবর্ণীয় স্বামী, স্ত্রী, পুত্র ও পরিবারস্থ অন্যান্য লোকদের

পরস্পর কর্ত্তব্য, দায়ভাগ ব্যবস্থা, সমাজ সংশোধনাদি কার্য্যে ব্রাহ্মণাদি বর্ণের ও রাজার পরস্পর কর্ত্তব্য এবং দায়ভাগ ব্যবস্থা এইরূপে সামান্য সমস্ত বর্ণ ধর্ম্ম সাধারণতঃ বলিয়া শেষে পৃথক্ রূপে বৈশ্য ও শূদ্রবর্ণের বিশেষ ধর্ম্মও বলিয়াছেন। কিন্তু এই চারিবর্ণের অন্তর্ভূত জাতিভেদে জীবিকাভেদরূপ বিশেষ ধর্ম্ম এ পর্য্যন্ত বলেন নাই। তাহাই এই দশম অধ্যায়ে বলিবেন। কিন্তু জাতীয় জীবিকাভেদ বলিতে গেলে অগ্রে জাতিভেদ ও বর্ণভেদ বুঝাইয়া দিতে হয়, আবার বর্ণান্তর্ভূত জাতিগুলির ও পরস্পর ভেদ বুঝাইতে হয়। এজন্য দ্বিজাতি ও শূদ্রজাতির মধ্যে সমুদয়ে কত বর্ণ ও সেই সকল বর্ণের প্রত্যেকের মধ্যে কত জাতি ইহা অগ্রে বুঝাইয়া পশ্চাৎ ঐ বর্ণান্তর্গত জাতিগুলির বিশিষ্ট ধর্ম্ম বলিতে ইচ্ছা করিয়া প্রথমতঃই দ্বিজজাতির মধ্যে তিন বর্ণ বলিয়া তাহাদের সামান্য ও বিশেষ ধর্ম্ম বলিতেছেন যথা—

"অধীয়ীরংস্ত্রয়ো বর্ণাঃ স্বকর্ম্মস্থা দ্বিজাতয়ঃ।
প্রব্রূয়াদ্ব্রাহ্মণস্ত্বেষাং নেতরাবিতি নিশ্চয়ঃ॥ *

দ্বিজাতিরা তিনবর্ণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যবর্ণ। তন্মধ্যে যাঁহারা দ্বিজোচিত কর্ত্তব্য নিত্য বেদাধ্যয়ন ও পঞ্চ মহাযজ্ঞাদি করিয়া থাকেন, তাঁহাদের সন্তানেরাই বেদাধ্যয়নাদি করিবেন; কিন্তু বেদের অধ্যাপনাও মন্ত্রদানাদি কার্য্য ব্রাহ্মণবর্ণ + করিবেন; অন্য দুই বর্ণ অর্থাৎ

---

* দ্বিজাতি পিতা হইতে অর্থাৎ জ্ঞানবান্ ও ধর্ম্মবান্ পিতা হইতে অপ্রতিলোমা দ্বিজাতি মাতাতে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া যাঁহারা জ্ঞান ও কর্ম্মের অনুশীলনার্থ পৈতৃক বেদাধ্যয়ন ও কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে এ প্রকার ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সন্তানেরাই স্বকর্ম্মস্থ দ্বিজাতি।

+ ব্রাহ্মণবর্ণ অর্থে এই দ্বিজাতিদের সন্তানগণের মধ্যে যাঁহারা পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণ কার্য্য সকল (মনুসংহিতার এই অধ্যায়ের ৭৪ সংখ্যক শ্লোকোক্ত ব্রাহ্মণবর্ণীয় কার্য্য সকল) অবলম্বন করিয়া যাঁহারা ব্রাহ্মবর্ণ হইয়াছেন তাঁহাদিগকেই বুঝিতে হইবে। নামমাত্রে ব্রাহ্মণদিগকে বুঝিতে হইবে না।

ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকর্ম্মারা তাহা করিবেন না ইহা স্থির সিদ্ধান্ত।

এখানে ব্রাহ্মণের ঊঢ়া মূর্দ্ধাভিষিক্ত দুহিতাতে ও অম্বষ্ঠ দুহিতাতে জাত পুত্রদের অধ্যাপনাদি নিষেধ রূপ কোনও সন্দেহ হইতেছে না, কেননা তাহারা ব্রাহ্মণ বর্ণ। ব্রাহ্মণের ঊঢ়া ক্ষত্রিয় দুহিতাতে ও বৈশ্য দুহিতাতে জাত ঔরসদিগের অধ্যাপনাদি বিষয়েও কোনও সন্দেহ হইতেছে না; কেননা তাহারাও ব্রাহ্মণবর্ণ। [এ বিষয় এই অধ্যায়েই প্রদর্শিত হইবে] এখানে কেবল ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য কর্ম্ম যাহারা অবলম্বন করিয়া ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বর্ণ হইয়াছে তাহাদিগেরই অধ্যাপনাদি ব্রাহ্মণবৃত্তি নিষিদ্ধ হইতেছে। সেই জন্যই মনু 'নেতরৌ' এই দ্বিবচনান্ত পদ প্রয়োগ করিয়াছেন।

এক্ষণে দেখুন বর্ণত্রয়ের সাধারণ ধর্ম্ম যে অধ্যয়ন একথা পূর্ব্বে প্রথম অধ্যায়ে ৮৭ হইতে ৯১ পর্য্যন্ত শ্লোকে ত বলাই হইয়াছে তবে এখানে আবার কেন বলিতেছেন। ইহার কারণ এই যে এখন সাধারণ ধর্ম্ম হইতে বিশেষ করিয়া প্রত্যেকের বর্ত্তনোপায় অর্থাৎ জীবিকা পৃথক্ পৃথক্ নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইতেছেন। অতএব এ শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে ব্রাহ্মণ বর্ণ সকল দ্বিজাতিকে বেদ পড়াইয়া ও মন্ত্রদান করিয়া তাহাদিগের নিকট অর্থ গ্রহণ করিতে পারিবেন ও তদ্দ্বারা তিনি জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন, অন্য কোন জাতি সেরূপ করিতে পারিবেন না। এতদ্দ্বারা ইহাই প্রতীতি হইবে যে জীবিকার জন্য অর্থাৎ জীবিকার্থ অর্থের জন্য ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপর দুই জাতি অর্থাৎ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বেদ অধ্যাপন করিতে পারিবেন না, কিন্তু অর্থ না লইয়া সকল দ্বিজাতিই অধ্যাপনা করিতে পারিবেন তাহাতে কোনও নিষেধ নাই। যদি বলেন ইহার তাৎপর্য্য এরূপ হইতে পারে না; যখন স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে যে 'অধ্যাপনা ও মন্ত্রোপদেশ ব্রাহ্মণ

করিবেন' বিশেষতঃ আবার যখন দৃঢ় করিয়া বলা হইয়াছে 'অন্য দুই বর্ণ তাহা করিবেন না ইহা নিশ্চয়' তখন আপনার এরূপ অর্থ করা অসঙ্গত ও অনুচিত। এরূপ ব্যাখ্যা জোর করিয়া করা হইতেছে। তাহা নহে, এইরূপ ব্যাখ্যাই সঙ্গত ও উচিত। মনু যখন ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকে বেদ অধ্যয়নে বিধি দিয়াছেন; তখন তিনি অধ্যাপনেও বিধি দিয়াছেন; কারণ দক্ষ মনুর সহিত একবাক্যে দ্বিজ মাত্রেরই বেদ অধ্যয়ন নিতান্ত আবশ্যক বলিয়া শেষে কি প্রকারে বেদাভ্যাস করিতে হয় তাহাও বলিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন বেদাভ্যাস পাঁচ প্রকারে করিতে হয়। প্রথম বেদের পাঠগ্রহণ, দ্বিতীয় বিচার পূর্ব্বক তাহা বুঝা, তৃতীয় পুনঃ পুনঃ তাহা আবৃত্তি দ্বারা তাহাকে আয়ত্ত করা, চতুর্থ আয়ত্ত হইলে স্মরণ রাখিবার জন্য ঐ পাঠ পুনঃ পুনঃ জপ করা, ও পঞ্চম শিষ্যদিগকে অধ্যাপনা করা বা উপদেশ করা যথা—

বেদাভ্যাসোহি বিপ্রাণাং পরমং তপ উচ্যতে।
ব্রহ্মযজ্ঞঃ স বিজ্ঞেয়ঃ ষড়ঙ্গসহিতস্তু সঃ ॥ ২৬ ॥
বেদস্বীকরণং পূর্ব্বং বিচারোঽভ্যাসনং জপঃ।
ততো দানঞ্চ শিষ্যেভ্যো বেদাভ্যাসো হি পঞ্চধা ॥ ২৭ ॥

দক্ষ।

অতএব সকল দ্বিজের পক্ষে বেদাধ্যয়নে বিধি হওয়াতে বেদাধ্যাপনেও বিধি হইয়াছে। তবে মনুর ঐ বচনে পুনরায় "নেতরাবিতি নিশ্চয়ঃ" এরূপ বলার এই তাৎপর্য্য যে জীবিকার নিমিত্ত ষট্‌কর্ম্মান্বিত ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কোন দ্বিজ বেদাধ্যাপনে অধিকারী হইবেন না। এই জন্যই মনু এই অধ্যায়েই ৭৬নং শ্লোকে স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন যে ব্রাহ্মণের নির্দ্দিষ্ট ছয়টী কর্ম্মের মধ্যে যাজন, অধ্যাপন,ও বিশুদ্ধ ব্যক্তির নিকট হইতে দান গ্রহণ এই তিনটীই জীবিকা নির্দ্দিষ্ট হইল। যথা—

"ষণ্ণান্তু কর্ম্মণামস্য ত্রীণি কর্ম্মাণি জীবিকা।
যাজনাধ্যাপনে চৈব বিশুদ্ধাচ্চ প্রতিগ্রহঃ॥

নিতান্ত কুসংস্কারাচ্ছন্ন নিরক্ষরেরা এই সকল না বুঝিয়াও যদি বলেন যে "বেদাভ্যাসো হি বিপ্রাণাম্" ইত্যাদি শ্লোকে বিপ্র শব্দটী কেবল যাজনোপজীবী ব্রাহ্মণকেই বুঝাইবে তবে তাঁহাদের এই উক্তি যে নিতান্ত অসঙ্গত তাহা অন্য প্রকারেও দেখান যাইবে। বেদাভ্যাস যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই দ্বিজত্রয়েরই সাধারণ ধর্ম্ম তাহা এই শ্লোকে এবং পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে এবং তাহা সকল সংহিতারই মত। অতএব বেদাভ্যাস বিপ্রগণের কর্ত্তব্য ইহা বলিলে ঐ বিপ্রশব্দের অর্থে দ্বিজমাত্রকে বুঝাইবে। বিপ্র শব্দ যে দ্বিজমাত্রের বাচক হয় তাহা আমরা পূর্ব্বে প্রদর্শন করিয়াছি। তাহাতেও যদি সন্দেহ থাকে তবে পূর্ব্বোক্ত দক্ষবচনের যে স্থলে বিপ্র শব্দের প্রযোগ আছে সেই বিপ্র শব্দ স্থলে যোগী যাজ্ঞবল্ক্য দ্বিজাতি শব্দই প্রয়োগ করিয়াছেন দেখুন।

"যজ্ঞানাং তপসাঞ্চৈব শুভানাঞ্চৈব কর্ম্মণাম্।
বেদ এব দ্বিজাতীনাং নিঃশ্রেয়সকরঃ পরঃ॥

মনুও বলিয়াছেন—

যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমম্।
স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ॥

এ সকল বাক্যেও যদি সন্দেহ হয় তবে প্রত্যেক সংহিতাতে দেখুন স্পষ্ট করিয়া লেখা আছে যে বেদপাঠ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য-মাত্রের কর্ত্তব্য। আমরা এজন্য সর্ব্বপ্রধান মনুর প্রথমাধ্যায়ের ৮৮ হইতে ৯১ পর্য্যন্ত শ্লোক দেখিতে বলি।

যখন ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণের বেদাভ্যাস কর্ত্তব্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে এবং বেদাধ্যাপন বেদাভ্যাসের অঙ্গ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে এবং তাহা সর্ব্বপ্রকারে যুক্তিসঙ্গতও বটে তখন বেদ অধ্যাপন স্বকর্ম্মস্থ

ব্রাহ্মণাতিরিক্ত স্বকর্ম্মস্থ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের পক্ষেও বিহিত, কেবল অর্থ গ্রহণার্থ অধ্যাপন ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের প্রতি বিহিত নহে ইহাই সিদ্ধান্ত হইতেছে। সুতরাং এতাদৃশ অর্থ সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে।

ক্ষত্রিয়াদির অধ্যাপন উপদেশাদির অধিকার না থাকিলে তাদৃশ ব্যবহারপ্রতিপাদক শাস্ত্র এবং পুরাণাদিও থাকিত না। কিন্তু মনু ব্যাস গৌতম প্রভৃতি সকলেই একবাক্যে বলিয়াছেন যে ব্রাহ্মণ বর্ণীয় গুরু না পাইলে ক্ষত্রিয়াদি বর্ণের নিকটেও অধ্যয়ন করিবে তথাপি অধ্যয়নের কাল অতিক্রম করিবে না যেহেতু কালাতিক্রমে জাতিনাশ হয়। মনু বলিয়াছেন—

"অব্রাহ্মণাদধ্যয়নমাপৎকালে বিধীয়তে।
অনুব্রজ্যা চ শুশ্রূষা যাবদধ্যয়নং গুরোঃ॥

২ অ

ব্রাহ্মণগুরুর অভাবে ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য গুরুর নিকট বেদাধ্যয়ন করিবে এবং যাবৎ কাল অধ্যয়ন সমাপ্তি না হয় তাবৎ কাল শিষ্যোচিত গুরুর অনুবর্ত্তন ও সেবা করিবে। এস্থলে শুশ্রূষা শব্দের ব্যাখ্যায় কুল্লুক ভট্টও গুরুর পাদপ্রক্ষালন উচ্ছিষ্টপ্রোঞ্ছনাদি ব্যাপারের অভি-ধান করিয়াছেন।

ব্যাস বলিয়াছেন—

"মন্ত্রদঃ ক্ষত্রিয়ো বিপ্রৈঃ শুশ্রূষ্যোঽনুগমাদিনা।
প্রাপ্তবিদ্যো ব্রাহ্মণস্তু পুনস্তস্য গুরুঃ স্মৃতঃ॥

বেদমন্ত্রদাতা ক্ষত্রিয় গুরুকে সকল জাতীয় ব্রাহ্মণেরা অনুগম-নাদি দ্বারা সেবা করিবে কিন্তু ব্রাহ্মণবর্ণ সমাপ্তবিদ্য হইলেই পুনরায় ক্ষত্রিয়ের গুরুও পূজনীয় হইবেন।

এরূপ দেখা যায় যে ক্ষত্রিয়পুত্র নচিকেতা তাঁহার

পিতাকে ও বহু বহু ব্রাহ্মণকে আত্মবিদ্যার উপদেশ দিয়া পূজনীয় হইয়াছিলেন, ছান্দোগ্য উপনিষদে দেখা যায় প্রাচীনশাল সত্যযজ্ঞ প্রভৃতি ব্রাহ্মণপুত্রেরা কেকয়দেশাধিপতি অশ্বপতির নিকট আত্ম-বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। সামবেদীয় বৃহদারণ্যকে দেখা যায় অরুণবংশীয় উদ্দালক ঋষি প্রবাহন রাজার নিকট পঞ্চাগ্নিবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। মহাভারতে দেখা যায় ক্ষত্রিয় ভীষ্ম ক্ষত্রিয় যুধিষ্ঠিরকে রাজধর্ম্ম ও মোক্ষধর্ম্মাদির উপদেশ দিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত সূর্য্যবংশীয় মান্ধাতা, যুবনাশ্ব, অম্বরীষ প্রভৃতি ও চন্দ্রবংশীয় জহ্নু, বিশ্বামিত্র, সুশ্রুতা ধন্বন্তরি প্রভৃতি ধর্ম্মোপদেশ দিয়াছেন।

ফলত ব্রাহ্মণে ও এই সকল রাজাতে বড় ইতর বিশেষ দেখা যায় না। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় উভয় ধর্ম্মগ্রহণ হেতুক শাস্ত্রে ইহাদিগকেই ব্রহ্মক্ষত্রিয়, ক্ষাত্রোপেত দ্বিজাতি, ক্ষত্রধর্ম্মাবলম্বী ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণবর্ণীয় রাজা বলিয়াছেন। ইহারা পরস্পর পূজনীয় বরং সম্মানাংশে এই রাজারাই জ্যেষ্ঠ।

ক্ষত্রিয় পুত্র হইয়াও রাজধর্ম্মাদি গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণবৃত্তি হওয়ায় গৃৎসমদ, শুনক, বীতহব্য, বৎস, কন্ব, মুদগল, গর্গ, হারিত, দেবল, শালঙ্কায়ন, বাস্কল, শাক্যসিংহের পিতা গৌতম, ত্রয্যারুণ, পুষ্করিণ, বলি, সিন্ধুদ্বীপ, দেবাপি প্রভৃতি ব্রাহ্মণবর্ণ হইয়া ব্রাহ্মণের সমুদয় জীবিকা অবলম্বন করিয়াছিলেন। ক্ষত্রিয়বর্ণ হইয়াও ঐ বর্ণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ বর্ণ হওয়া যাহা জগতে দুর্ঘট বলিয়া বিদিত ছিল তাহাও বিশ্বা-মিত্র অশেষ তপস্যা বলে সম্ভব বলিয়া দেখাইয়াছিলেন। তিনিও যাজনাদি ব্রাহ্মণবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। শূদ্রাগর্ভজাত কক্ষীবৎ, তুর, ঐলুষ প্রভৃতিও প্রথম হইতে ব্রাহ্মণবৃত্তি গ্রহণ করায়, ব্রাহ্মণের জীবিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। এ সকল আমরা প্রথম অধ্যায়েই প্রদর্শন করিয়াছি। অতএব ক্ষত্রিয়াতে ক্ষত্রিয় জাত

পুত্রেরা এবং অপরিসীম তপস্যাবলে শূদ্রা পুত্রেরাও যদি বৈদিক সংস্কার প্রাপ্ত হইয়া ক্ষত্রিয়াদির বৃত্তি অবলম্বন না করিয়া ব্রাহ্মণবৃত্তিই অবলম্বন করেন তবে তাঁহারা ব্রাহ্মণবর্ণ হইয়া ব্রাহ্মণ বর্ণেরই উপজীবিকা গ্রহণ করিতেন ইহা স্থির। পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্রীয় অর্থ ও তদনুযায়ী এই সকল দৃষ্টান্ত দেখিয়া স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে "প্রব্রূয়াদ্ব্রাহ্মণস্তেষাং নেতরাবিতি নিশ্চয়ঃ" এই বাক্যে ক্ষত্রিয়াতে ও বৈশ্যাতে জাত ক্ষত্রিয় পুত্রমাত্রের, বৈশ্যাতে জাত বৈশ্যপুত্রমাত্রের অধ্যাপনাদি জীবিকা এককালে নিষিদ্ধ হয় নাই; যে বর্ণের পুত্রই হউক ক্ষত্রিয়কার্য্যকারী ও বৈশ্যকার্য্যকারী মাত্রের প্রতি তাদৃশ অধ্যাপনাদি নিষিদ্ধ হইয়াছে, ক্ষত্রিয় কার্য্যকারী বলিয়া জনকাদির পক্ষেও তাহা নিষিদ্ধ, কিন্তু সিন্ধুদ্বীপ, দেবাপি বিশ্বামিত্রাদির প্রতি তাহার নিষেধ দেখা যায় না। কারণ দ্বিজাতিগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য দুই বর্ণ বলিলে ক্ষত্রিয়কর্ম্মা ও বৈশ্যকর্ম্মাকেই বুঝায়, ব্রাহ্মণকর্ম্মা হইয়া ব্রাহ্মণবর্ণ বা শূদ্রকর্ম্মা হইয়া শূদ্রবর্ণ যাহারা হইয়াছে তাহাদিগকে বুঝায় না। ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণীতে জাত পুত্রও যদি ষট্কর্ম্মান্বিত না হইয়া অন্য কর্ম্মকে জীবিকা করেন তবে তাঁহারও প্রতি উক্ত অধ্যাপনাদি কার্য্য বৃত্ত্যর্থ নিষিদ্ধ, হইতেছে। কারণ মূলে "স্বকর্ম্মস্থা দ্বিজাতয়ঃ" বলাতে স্বকর্ম্মস্থ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যবর্ণেরই বেদ অধ্যয়নে অধিকার সূচিত হইতেছে, স্বকর্ম্মত্যাগীর অধ্যয়ন বলা হয় নাই। সেইরূপ অধ্যাপনাদির বিধিও স্বকর্ম্মস্থ ব্রাহ্মণের প্রতিই বলা হইয়াছে, কর্ম্মত্যাগীর প্রতি বিধি হয় নাই। যুক্তিতেও স্পষ্ট দেখা যায় যে, যে ব্যক্তি স্বয়ং পড়ে নাই তাহার পড়াইবার ক্ষমতা থাকে না। তাহার প্রতি বেদ পড়াইবার অধিকার কি প্রকারে প্রদত্ত হইবে? আমাদের এই দেশে ব্রাহ্মণ বর্ণ বলিয়া অনেকে পরিচয় দিয়া থাকেন, কিন্তু তাহাদের কি বেদ অধ্যয়নে বা অধ্যাপনে অধিকার আছে? কিন্তু ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যপুত্রও যদি বেদ পড়ে ও

ব্রাহ্মণের ষট্‌কর্ম্ম গ্রহণ করে তবে তাহারও অধ্যাপন ও তদর্থ বৃত্তি গ্রহণে অধিকার থাকিবে; কেন না সে স্বকর্ম্মস্থ দ্বিজাতি হইয়াছে। অর্থাৎ মূল দ্বিজাতির যে কর্ম্ম ছিল ক্ষত্রিয়াদি পুত্ররূপ দ্বিজাতি সেই দ্বিজাতির কর্ম্মগ্রহণ করাতে স্বকর্ম্মস্থই হইয়াছে। অতএব ব্রাহ্মণ-পুত্ররূপ দ্বিজাতি সেই মূল দ্বিজাতির কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে সে স্বকর্ম্মস্থ দ্বিজাতি হয না এবং ব্রাহ্মণবর্ণের অধিকারও পায় না।

এই প্রকৃত অর্থগুলি পরিহারের নিমিত্ত মেধাতিথি এই অত্যাবশ্যক 'দ্বিজাতি' বিশেষণটিকে পাদপূরণার্থ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কুল্লূক ইহার ব্যাখ্যাই কবেন নাই, এবং শিরোমণি মহাশয় ইচ্ছাপূর্ব্বক "স্বকর্ম্মস্থা দ্বিজাতয়ঃ" স্থলে "কর্ম্মস্থা স্বদ্বিজাতযঃ" এই ভুলটী করাইয়া সকল উৎপাত মিটাইয়াছেন।

ভগবান্ মনু এখানে ব্রাহ্মণবর্ণ মাত্র বলিয়া তদ্ভিন্ন দ্বিজাতিদিগের অধ্যাপনা জীবিকা নিষেধ করিযাছেন, কিন্তু কোন্ কোন্ কর্ম্ম করিলে দ্বিজাতিরা সামান্য দ্বিজত্ব হইতে উচ্চতম ব্রাহ্মণবর্ণ হইতে পারে তাহা এই অধ্যায়ের ৭৪, ৭৫, ৭৬ শ্লোকে সুপারিস্ফুট রূপে বলিয়াছেন। সেখানেও "স্বকর্ম্মস্থাঃ" স্থলে "যে স্বকর্ম্মণ্যবস্থিতাঃ" এই কয়টী পদে "ব্রাহ্মণাঃ" এই পদটীকে বিশেষিত করিয়াছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে সেখানেও মেধাতিথি গোঁজামিল দিয়া গিযাছেন প্রকৃত কথা কিছুই বলেন নাই, কুল্লূকও "সম্প্রতি ব্রাহ্মণ দিগের আপদ্ধর্ম্ম বলিবার নিমিত্ত ইহা বলিতেছেন" এই কথা বলিয়া ঐ শ্লোকের ব্যাখ্যা আরম্ভ করিয়া অন্ধের ন্যায়, চক্ষুর চিহ্ন মাত্রও না দেখাইয়া চলিয়া গেলেন। আমরা ঐ তিনটী শ্লোকের ব্যাখ্যা এখানে দিয়া সাধারণকে দেখাইতেছি।

"ব্রাহ্মণা ব্রহ্মযোনিস্থা যে স্বকর্ম্মণ্যবস্থিতাঃ।
তে সম্যগুপজীবেয়ুঃ ষট্‌কর্ম্মাণি যথাক্রমম্॥" ৭৪॥

"যে" যাহারা অর্থাৎ যে দ্বিজেরা 'স্বকর্ম্মণি' আপনাদের অর্থাৎ দ্বিজ জাতির কর্ম্মে 'অবস্থিতাঃ' আছে, অর্থাৎ প্রবৃত্ত আছে, অর্থাৎ যাহারা দ্বিজোচিত নিত্য বেদাধ্যয়নে, নিত্য পঞ্চযজ্ঞে, দেবাদির অর্চ্চনাতে এবং স্নানদানাদি সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে রত আছে তাহারা "ব্রহ্মযোনস্থা ব্রাহ্মণাঃ" ব্রহ্মজাতিতে স্থিত ব্রাহ্মণ অর্থাৎ যাহাদের হইতে সকল প্রকার বর্ণ হইতে পারে এতাদৃশ অনন্য ধর্ম্মাবলম্বী ব্রাহ্মণ। যাহারা যুদ্ধবিগ্রহাদি কার্য্য অবলম্বন করিয়া বর্ণান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে তাহাদিগকে 'ব্রহ্মযোনিস্থ ব্রাহ্মণ' বলা যায় না। কি ব্রাহ্মণপুত্র, কি ক্ষত্রিয়পুত্র, কি বৈশ্যপুত্র—দ্বিজপুত্র মাত্রে যতদিন পর্য্যন্ত স্ব স্ব পৈতৃক বেদাধ্যয়ন ও শ্রৌত স্মার্ত্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র ধর্ম্ম গ্রহণ না করেন ততদিন তাঁহারা স্বকর্ম্মে স্থিত ব্রহ্মযোনিস্থ ব্রাহ্মণ থাকেন এবং ক্রমে পরোক্ত ছয়টী কর্ম্ম করিয়া জীবনযাপন করিলে মূল ব্রাহ্মণজাতিই থাকিয়া যান। এই ব্রহ্মযোনিস্থ ব্রাহ্মণই ক্রমশঃ যাজনাদি কর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ষট্‌কর্ম্মা হইলে তাঁহাকে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণজাতিস্থ ব্রাহ্মণ, অগ্রজন্মা ব্রাহ্মণ, দ্বিজোত্তম ইত্যাদি শব্দে বলা যায়। এই ব্রাহ্মণ সন্তানেরাই জন্মমাত্রে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ সংস্কার পাইবার যোগ্য। এক্ষণে ইহাদের যথাক্রমে করণীয় এই ছয়টি কর্ম্মের নাম করিতেছি।

"অধ্যয়নমধ্যাপনং যজনং যাজনং তথা।
দানং প্রতিগ্রহশ্চৈব ষট্‌কর্ম্মাণ্যগ্রজন্মনঃ ॥৭৫

১ বেদ অধ্যয়ন, ২ বেদ অধ্যাপন, ৩ যজন, ৪ যাজন, ৫ দান, ৬ প্রতিগ্রহ। তন্মধ্যে ১ অধ্যয়ন, ২ অধ্যাপন, ৩ যজন এই তিনটী যথাক্রমে সকল দ্বিজেরই প্রথমাবস্থায় হয়। তদনন্তর ক্রমে অর্থ লইয়া অধ্যাপন, যাজন ও প্রতিগ্রহ সমেত ষট্‌কর্ম্মই গ্রহণ করা হয়। এক্ষণে এই ষট্‌কর্ম্মাবলম্বী ব্রাহ্মণদিগের জীবিকা বলিতেছেন।

"ষণ্ণাং তু কর্ম্মণামস্য ত্রীণি কর্ম্মাণি জীবিকা।
যাজনাধ্যাপনে চৈব বিশুদ্ধাচ্চ প্রতিগ্রহঃ॥ ৭৬

উক্ত ছয়টী কর্ম্মের মধ্যে তিনটী কর্ম্ম এই ব্রাহ্মণের জীবিকা। যাজন, অধ্যাপন ও এই সকল সৎকার্য্যের নিমিত্ত বিশুদ্ধ ব্যক্তি হইতে দান স্বীকার।

ক্ষত্রিয় বৈশ্যকর্ম্মারাও বেদাধ্যয়ন যজ্ঞ ও দান করিবে এই নিয়ম। দ্বিজগণের পক্ষে বেদাধ্যয়নই সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্ম ইহা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি। বেদাধ্যয়ন ব্যতিরেকে দ্বিজত্ব থাকে না, শূদ্রতুল্য হইয়া যায়। কিন্তু মেধাতিথি কুল্লূক প্রভৃতি বেদাধ্যয়নাভাবে আপনাদের জাতিনাশ আশঙ্কা করিয়া মনুবচনের এই সকল তাৎপর্য্য গ্রন্থের সর্ব্বত্র গোপন করিয়াছেন এবং এই জাতি রক্ষার নিমিত্ত বেদাদি সমুদায় অগ্রাহ্য করিয়া শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এরূপ ব্যাখ্যা সমাজে কখনই আদরণীয় হইতে পারে না। তাঁহারা জাতি রক্ষার্থ এরূপে সমুদয় শাস্ত্রার্থ নষ্ট না করিয়া যদি কেবল জ্ঞানার্থক বিদ্ ধাতূৎপন্ন বেদশব্দের অর্থ সত্যজ্ঞান বা বেদমূলক জ্ঞানমাত্র ব্যাখ্যা করিতেন তাহা হইলে বেদমূলক স্মৃতি পুরাণাদি ও বেদান্তাদি দর্শন পাঠেই জাতি রক্ষা অনায়াসে হইত। পরম বিজ্ঞ মহামুনি অত্রিও এজন্য বেদপাঠের কথা না বলিয়া বেদান্ত পাঠের কথা বলিয়াছেন। বেদ যে ভাষায় লিখিত বেদান্ত সে ভাষায় লিখিত নয়। ফলতঃ জ্ঞান লইয়াই কথা, ভাষা লইয়া কথা কি? মাতৃ ভাষায়ও যদি প্রকৃত জ্ঞানলাভ করা যায় তাহাতে কি জাতি রক্ষা ও জাত্যুন্নতি হয় না? আমাদের কিন্তু বোধ হয় মাতৃ-ভাষায় জ্ঞানলাভ ভিন্ন উপায়ান্তর নাই এবং হইতেও পারে না। ব্রাহ্মীভাষা যাহাদের মাতৃভাষা ছিল ব্রাহ্মীভাষায় জ্ঞানলাভই তাঁহাদের জাতিরক্ষাকর ছিল, কিন্তু যাহাদের মাতৃভাষা ব্রাহ্মীভাষা নয় তাহা-দের সে ভাষায় প্রবেশ করিতেও পাঁচ উপনয়নকাল অতীত হইয়া যায়

ও ততদিনে সে কেবল বৃথা বহুযত্ন করিয়াও শেষে একটী অকর্ম্মণ্য ষণ্ডতুল্য হইয়া থাকে। যে বিষয়ে যত্ন এইরূপ দুষ্কর ও অল্পফলজনক মাতৃভাষা শিক্ষান্তে তদ্বিষয়ে জ্ঞান লাভ আত্মোন্নতিকর হইলেও জাতি রক্ষাকর বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। অবস্থাচক্রের অনায়ত্ত আবর্ত্তনে পুনঃ পুনঃ পরিবর্ত্তনশীল জনসমাজের মধ্যে কয়জন ঐকান্তিক আয়াস ও অশেষ কালক্ষয় স্বল্প ফলের নিমিত্ত সহ্য করিতে পারেন? আর সহস্রের মধ্যে একের সামর্থ্যেই কি জাতীয় সামর্থ্য বর্দ্ধিত হয়? অতএব এখন "যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমম্। স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশুগচ্ছতি সান্বয়ঃ॥" একথা বলিয়া প্রাচীনকালের ব্রাহ্মী ও সংস্কৃত ভাষা ভাষীদের ন্যায় এখনকার বঙ্গভাষাভাষীরা বেদ অর্থে ব্রাহ্মীভাষায় লিখিত জ্ঞানজনক বাক্যমাত্রকে বলিতে পারেন না। সত্যমূলক জ্ঞানমাত্রকেই তাঁহাদিগের বেদ বলিয়া জানা উচিত। প্রাচীন ব্রাহ্মণেরাও তাহাই জানিতেন। যে ব্যক্তি নূতন প্রকার অথচ সমাজের উপকারজনক একটীও জ্ঞান প্রকাশ করিতে পারিতেন তিনিই তৎকালে মহামান্য ব্রাহ্মণপদে উন্নীত হইতেন, যিনি এরূপ বহু জ্ঞানের প্রচারক তিনি ব্রহ্মর্ষি হইতেন। আত্মবিষয়ক জ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান অর্থে তাঁহারা সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানকেই বলিতেন আত্মার সহিত বা পরমাত্মার সহিত যাহা কিছু সম্পর্কযুক্ত সে সমস্ত জ্ঞানই তাঁহাদিগের নিকট ব্রহ্মজ্ঞানের বা আত্মজ্ঞানের অঙ্গ ছিল। কিন্তু কোন্ জ্ঞান তাঁহার সহিত সম্পৃক্ত নয়? যিনি চিজ্জড়াত্মক সকলই, যিনি স্বয়ংই জ্ঞান, শ্রুতিতে যাহাকে 'সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম' বলিয়াছেন সেই জ্ঞান যিনি প্রকাশ করিতে পারেন তাঁহার হৃদয়ে ব্রহ্মের আবির্ভাব হয় নাই—তিনি ব্রাহ্মণ হন নাই একথা বেদানুসারে কে বলিতে পারে? একটী সামান্য উদ্ভিজ্জেরও অনন্ত গুণ ও শক্তি আছে সেই অনন্ত গুণ বা শক্তির মধ্যে সাধারণের অবিদিত একটী গুণও যিনি

সমাজের উপকারার্থে প্রচারিত করিতে পারেন তিনিও ব্রাহ্মণ বলিয়া আদৃত হইতে পারেন। যিনি অর্থলোভ পরিত্যাগ পূর্ব্বক এই জাতীয় বিপৎকালে কৃষি বাণিজ্য সহকারে জ্ঞানানুসন্ধানে রত থাকিতে পারেন তিনিও ব্রাহ্মণ বলিয়া বিদিত হইতে পারেন। পরের সেবকত্ব যে ব্রাহ্মণত্বনাশক ইহা বেদোক্ত অমূল্য সত্য; এসত্য যে ত্যাগ করে সে অব্রাহ্মণ। পরমেশ্বর হইতে অভিন্ন প্রকৃতির জ্ঞানই বেদ, প্রকৃতির উপাসনাই ব্রহ্মার্চ্চনা, অধ্যয়নই ব্রহ্মযজ্ঞ ইহা বেদের সর্ব্বত্র লিখিত, প্রদর্শিত ও তৎকালিক ব্যবহারে সূচিত হইতেছে। জ্ঞান ও ক্রিয়াই জাতিরক্ষাকর ইহা স্মৃতির সর্ব্বত্রই লিখিত আছে তথাপি যদি ব্রাহ্মণেরা বেদশাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ ত্যাগ করিয়া প্রকৃতির জ্ঞান দ্বারা পরমেশ্বরের দিকে ধাবিত না হন যদি আত্মত্রাণকর প্রকৃতির সহিত আত্মার সংযোগরূপ যোগ প্রথমে অল্পে অল্পে অভ্যাস না করিয়া এককালে ব্রহ্মযোগ ইচ্ছা করেন তবে তিনি মরীচিকা ভ্রান্ত মৃগের ন্যায় চিরকালই ভ্রমণ করিতে থাকিবেন, এ ভ্রমণকষ্টের আর অন্ত হইবে না। প্রকৃতির উপাসনা ব্যতীত কেহও ব্রহ্মলাভ করিতে পারেন নাই। সমস্ত শাস্ত্রে মুনিগণের বাক্যে কেবল তাঁহাদের অদ্ভুত প্রকৃতির উপাসনাই পরিলক্ষিত হয়। প্রকৃতির এরূপ উপাসনা ব্যতীত কে ব্রহ্ম বুঝিতে পারে? সেকালের সেইরূপ উপাসনা ব্যতীত একালের কোন্ লোক ব্রহ্ম বুঝিতে সক্ষম? যাহারা বুঝিয়াছি বলে বা তদনুরূপ ভান করে তাহারা ভণ্ড প্রতারক ও পরস্বাপহারক। বিদ্বান্ ও বিদ্যাপ্রকাশক কর্ম্মকারীই পূজনীয়, বিদ্বান্ ও কর্ম্মবানই ব্রাহ্মণ। বিদ্যার সহিত ভাষার সম্পর্ক থাকিলেও কোনও ভাষাবিশেষের বিদ্যাতে একাধিকার সত্ব নাই। উচ্চ জ্ঞান ও উচ্চ কর্ম্মই ব্রাহ্মণত্ব, নির্দ্দিষ্ট ভাষাবিশেষে ব্যুৎপত্তি ব্রাহ্মণত্ব নহে। তাই বলি জাতিরক্ষা বেদ শব্দের প্রকৃত অর্থদ্বারাই হইতে পারিত। অষ্টম

বর্ষ বয়ঃক্রম হইতে ১৬শ বর্ষ বয়ঃক্রমের মধ্যে ব্রাহ্মীভাষায় প্রবেশ ও অধিকার লাভ করা সম্ভব নয় এবং তাহা সুফলজনক নয় বলিয়াই লোকেরা নিরুৎসাহ হইয়া এত নিরক্ষর ও দুরাচার হইয়া পড়িতেছে। কাজেই জাতিনষ্ট হইতেছে। বেদের প্রকৃত অর্থ বুঝাইয়া দিলে ও তাহাই জাতিরক্ষাকর এরূপ প্রচার করিলে লোকেরা এরূপ জাতিহারা হইত না। বেদের উদ্দেশ্য যদি ঐরূপ না হইত তাহা হইলে কি বেদকে কখন নিত্য, অনন্ত ও অপৌরুষেয় বলা যাইত? কেবল গ্রন্থ বিশেষে কি সেইরূপ হইতে পারে? বেদপাঠ দূরে থাকুক বেদ শব্দের প্রকৃত অর্থও যাহাদের জ্ঞান নাই তাহাদিগকে ব্রাহ্মণ কে বলিবে? এই কুসংস্কারের সমাজে আমাদের এ কথাগুলি অনেকের ভাল না লাগিতে পারে। কিন্তু কর্দ্দমাক্ত লোকদের গাত্রে আরও কর্দ্দম দিতে আমাদের অভিলাষ নহে, তাই কর্দ্দম না লইয়া পরিষ্কার গঙ্গাজল দ্বারা তাঁহাদিগের সেবা করিতে ইচ্ছা করিতেছি। জল দেখিয়া ভয়ে যদি দূরস্থ না হন, আমরা তাঁহাদের গাত্রের সমস্ত কর্দ্দম ধৌত করিয়া দিতে সাধ্যমত চেষ্টা করিব। তখন দেখিবেন যে জাহ্নবী জলে গুণ আছে কিনা? যাহা হউক এখন বেদশাব্দের অর্থ ছাড়িয়া আমরা মন্বর্থে প্রবৃত্ত হই। আমরা মনুর দশমাধ্যায়ের প্রথম শ্লোকটীর যেরূপ অর্থ করিলাম তাহা এই মনুসংহিতা ও অন্যান্য প্রসিদ্ধ সংহিতা পুরাণাদি শাস্ত্রের দ্বারাই ক্রমে দৃঢ়ীকৃত হইবে। এবং এরূপ অর্থে সমস্ত শাস্ত্রার্থই পরস্পর সঙ্গত হইবে। অন্যথা এক শাস্ত্রেরই মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন স্থল পরস্পর অসংলগ্ন অসংবদ্ধ প্রলপিতের ন্যায় প্রতীত হইবে।

মনুর দশমাধ্যায়ের এই প্রথম শ্লোকের ব্যাখ্যায় আমাদের এত প্রয়াস পাইতে হইত না ও এত কথা বলিতে হইত না, কিন্তু অধুনাতন শাস্ত্রজ্ঞানহীন ব্রাহ্মণেরা প্রায়ই এ সকল না বুঝিয়া ইতরসাধারণের ভ্রম জন্মাইয়া দেন। শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণেরাও অনেক সময়ে সত্যনির্ণয়ে

ইচ্ছা না করিয়া কেবল কোন না কোন পক্ষ অবলম্বন করিয়া বৃথা বাগ্‌বিতণ্ডা করিয়া নিজের জ্ঞানবত্তা প্রকাশ করিতে চেষ্টা করেন এবং তাহাতে তাঁহারই ন্যায় অজ্ঞের নিকট কৃতকার্য্য হওয়াকেই যথেষ্ট মনে করেন। বৈদ্যজাতির নিকৃষ্টতা খ্যাপন করাও অনেক ব্রাহ্মণের উদ্দেশ্য কেন না তাঁহারাই তাঁহাদের একমাত্র সমকক্ষ। অতএব ইঁহারা প্রায়ই বিনাযুক্তিতে ও শাস্ত্রের বিরুদ্ধে বৈদ্যদিগকে বৈশ্যবর্ণের অন্তর্নিবিষ্ট বলিয়া দেখাইয়া থাকেন। নূতন স্মার্ত্ত রঘুনন্দনও তাঁহাদিগের শূদ্রতা প্রমাণার্থ মিথ্যা বচন ব্যবহার করিতেও ত্রুটি করেন নাই। ইহার পরে এবং পূর্ব্বেও শ্রুতিস্মৃতিবিরুদ্ধ অনেক বচন পুরাণমধ্যে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে এবং তজ্জন্য নূতন নূতন পুরাণ নূতন নূতন ব্যাস দ্বারা রচিত হইয়াছে। কিন্তু সে সকল কথা পরে হইবে। এক্ষণে মনুর যে অংশের আনুপূর্ব্বিক ব্যাখ্যা করিয়া দেখাইতে ইচ্ছা করিয়াছি তাহাতেই প্রবৃত্ত হই।

পূর্ব্বোক্ত ষট্‌কর্ম্মগ্রহণে মনু দ্বিজগণের মধ্যে সাধারণতঃ অগৃহীতান্যকর্ম্মাদেরই ব্রাহ্মণত্ব ও রাজ্যপালনযুদ্ধাদি ক্ষত্রিয়াদির কর্ম্মগ্রহণে ক্ষত্রিয়াদি বর্ণত্ব হয় ইহা বলিয়াও সমাজের সাধারণের সুবিধা ও সুশৃঙ্খলা সম্পাদনার্থ ঔরস পুত্রগণের কর্ম্মগ্রহণের পূর্ব্বে তদীয় পিতৃবর্গগত সংস্কারেরই উপদেশ দিয়াছেন। সুবিধা বলিয়া সমাজে এইরূপ ব্যবহার পূর্ব্বাপর চলিয়া আসাতেই তাদৃশ নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। এরূপে যাবৎ পুত্রেরা গৃহীতকর্ম্মা না হইত তাবৎ তাহাদিগকে পিতৃবর্ণই বলা যাইত। ফলে সাধারণতঃ পুত্রেরা পিতৃকর্ম্ম অবলম্বনার্থই শিক্ষিত হইত এবং পিতৃবর্ণই হইত। নিয়মও তাদৃশই ছিল। তবে পিতৃবর্ণ ছাড়িয়া যদি কেহ পিতৃকর্ম্মা না হইয়া উচ্চতর বর্ণে যাইতে পারিতেন তবে তিনি উচ্চতর বর্ণই হইতেন। এইরূপ আপদ্ বিনা নিম্নতর বর্ণের কর্ম্ম অবলম্বন করিলে নিম্নতর বর্ণ হইতেন। ইহা

তখন অসম্ভব বা আশ্চর্য্য ছিল না। এখন যেমন ব্যবসায় অবলম্বনে লোকের স্বাতন্ত্র্য হইয়াছে তখনও ঐরূপ ছিল। কোন বর্ণ বলিয়া প্রতিপন্ন হওয়া কোন ব্যবসায় বিশেষ অবলম্বন করা মাত্র। কেবল ব্রাহ্মণ হওয়াই কঠিন ছিল, কেন না তাহা প্রভূত বিদ্যা ও কষ্টকর নিয়ম সকল পালন ব্যতীত হইত না। নিজের সংসারসুখে জলাঞ্জলি দিয়া যাঁহারা কেবল সমস্ত সমাজের ইষ্টানিষ্ট চিন্তাতেই দিন যাপন করিতেন, ধর্ম্মাধর্ম্ম নির্ণয়ে ব্যাপৃত থাকিতেন এবং কঠোর ব্রত সকল দ্বারা আত্মাকে সুপবিত্র রাখিতেন তাঁহারাই ব্রাহ্মণ হইতে পারিতেন এবং এরূপ অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন হইলে কাজেই সমস্ত সমাজের ও রাজার আদরের পাত্র হইতেন। অশেষ ঐশ্বর্য্য ও সমস্ত বর্ণের উপর প্রভুত্ব পাইয়াও সুখাভিলাষ পরিত্যাগ করিয়া যে ব্রাহ্মণেরা রাজ্য শাসনার্থ কঠোর নিয়ম সকলের অনুবর্ত্তী হইয়া সমস্ত সমাজের মঙ্গল-বিধায়ক কার্য্য সকলের চিন্তা ও অনুষ্ঠান করিতেন,এবং স্বরাষ্ট্র পররাষ্ট্র চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি রাখিয়া প্রজাদিগের পরিত্রাণার্থ সর্ব্বদা উদ্‌যুক্ত থাকিতেন তাঁহাদিগের কার্য্যও তদপেক্ষা অল্প কঠিন নয়, ইহাঁরাই মূর্দ্ধাভিষিক্ত ব্রাহ্মণ। আর যে ব্রাহ্মণেরা সমস্ত ব্রাহ্মণদের সমস্ত বেদরূপ সাগর মন্থন করিয়া দেবগণকে অমর করিবার নিমিত্ত অমৃত লইয়া উত্থান করিয়াছেন, সমাজের রক্ষাকর্ত্তা, পীড়াকালে অম্বতুল্যাস্থিত প্রজাগণের জীবন রক্ষার জন্য যাঁহারা আপনাদের জীবনকেও তুচ্ছ জ্ঞান করেন, লোভশূন্য পিতৃস্থানীয় সেই অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণদের ব্রতও কঠোরতায় তদপেক্ষা ন্যূন নহে। বেদপারগ এই ত্রিবিধ ব্রাহ্মণদেরই সমাজরক্ষার্থ সকলপ্রকার বিদ্যা জানা আবশ্যক। ধর্ম্মরক্ষার ও ধর্ম্মপ্রচারের নিমিত্ত সমাজ তাঁহাদের উপরই বহুলরূপে নির্ভর করে। ইহাঁদের প্রত্যেকে-রই প্রত্যেকজাতীয় জীবিকাদি জানা ও জানান কর্ত্তব্য, বিধানানুসারে স্বয়ং চলা কর্ত্তব্য এবং অন্যান্য জাতিকেও তাদৃশ আচারে চলিতে উপ-

দেশ দেওয়া কর্ত্তব্য। এই বিদ্বান্ জাতিরা যদি সাধারণকে না শিখা-ইবেন তবে আর কে শিখাইবে? এই কথাই মনু সংক্ষেপে এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্লোকে লিখিয়াছেন যথা—

"সর্ব্বেষাং ব্রাহ্মণো বিদ্যাদ্ বৃত্ত্যুপায়ান্ যথাবিধি।
প্রব্রূয়াদিতরেভ্যশ্চ স্বয়ঞ্চৈব তথা ভবেৎ॥ ২
বৈশিষ্ট্যাৎ প্রকৃতিশ্রৈষ্ঠ্যান্নিয়মস্য চ ধারণাৎ।
সংস্কারস্য বিশেষাশ্চ বর্ণানাং ব্রাহ্মণঃ প্রভুঃ॥৩"

ব্রাহ্মণবর্ণ প্রত্যেক জাতির জীবিকা পালনীয় ধর্ম্ম কি তাহা বিহিতরূপে অবগত হইয়া তদনুসারে চলিতে সকলকে উপদেশ দিবেন এবং আপ-নিও তদনুসারে চলিবেন। ২

পূর্ব্বশ্লোকোক্ত বাক্যে ব্রাহ্মণের উপদেশ দানের ও তাদৃশ আচ-রণের হেতু তৃতীয় শ্লোকে প্রদর্শন করিয়া বলিতেছেন বিশিষ্ট জ্ঞান, শ্রেষ্ঠ প্রকৃতি, দশবিধ নিয়মরক্ষা * এবং অনন্য সাধারণ সংস্কার হেতু ব্রাহ্মণবর্ণই সকল বর্ণের প্রভু॥ ৩

দ্বিতীয় শ্লোকে যে সকল জাতির জীবিকা জানা কর্ত্তব্য বলিলেন সেই সকল জাতির পরিচয় পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্লোকে দিবেন। এই অধ্যায়ে কেবল উহাদের বিশেষ বৃত্তি অর্থাৎ জীবিকাই বলা হইবে, তাহাদের সামান্য ধর্ম্ম পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ে বলা হইয়াছে কিন্তু ঐ সকল ধর্ম্মের মধ্যে কোন্ জাতির কোন্ ধর্ম্ম অবলম্বনীয় অথবা কোন্ জাতির কোন্ বর্ণীয় সংস্কারাদি হইবে তাহা জানিতে হইলে প্রত্যেক জাতির বর্ণও জানা আবশ্যক। এজন্য তাহাদের প্রত্যেকের বর্ণও ঐ দুই শ্লোকের মধ্যে বলিয়া দিতেছেন। এই পরিচয়ে পাছে কাহারও এইরূপ ভ্রম

* শৌচমিজ্যা তপোদানং স্বাধ্যায়োপস্থনিগ্রহৌ।
ব্রতমৌনোপবাসাশ্চ স্নানঞ্চ নিয়মাদশ॥ অত্রি॥

হয় যে পূর্ব্বে যে ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণের ধর্ম্ম বলা হইয়াছে এই সকল জাতি তাহার অতিরিক্ত বর্ণ বা জাতি অথবা ইহারা বর্ণই নহে এজন্য এই চতুর্থ শ্লোকটী বলিতেছেন।

"ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যস্ত্রয়ো বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।
চতুর্থ একজাতিস্তু শূদ্রো নাস্তি তু পঞ্চমঃ॥"

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণ দ্বিজাতি অর্থাৎ বেদের উপনয়ন দ্বারা সংস্কৃত জাতি সুতরাং পবিত্র। এতদতিরিক্ত শূদ্র নামে চতুর্থ একটী বর্ণ আছে সে একজাতি * অর্থাৎ উপনয়নাদি দ্বারা সংস্কৃত নহে সুতরাং অপবিত্র। ইহার অতিরিক্ত আর পঞ্চমবর্ণ নাই।

ইতি পূর্ব্বে উদ্ধৃত বেদবচনেও এই চারি বর্ণ প্রদর্শিত হইয়াছে। শূদ্র যে দ্বিজেতর জাতি তাহাও তথায় কথিত হইয়াছে। এইরূপে দেখা যায় যে ব্রহ্মার চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজ সৃষ্টিতে চারি ভিন্ন পঞ্চম বর্ণ নাই। মনু এখানে তাহাই বলিয়া দিলেন।

তথাপি যদি কাহারও বর্ণজ্ঞান না হয় তবেসে ভগবান্ মনুর দোষ নয়। অন্যেও তাহার জন্য দোষী নহে। মনুর ঐরূপ বলার অভিপ্রায় এই যে সমাজস্থ মনুষ্যেরা এই চারিবর্ণেই বিভক্ত হইবে। দ্বিজগণের বিরোধী দস্যু প্রভৃতি জাতিরা চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজের বহির্ভূত অতি নিন্দিত জাতি তাহাদিগকে সামাজিক জাতি বা কোনও বর্ণ বলিয়া ধরা যাইবে না। বেদস্মৃত্যাদি প্রদর্শিত ধর্ম্মের বহির্ভূত

---

* একজাতি যে শূদ্রকে বলা যায় তাহা এই সংহিতার অষ্টমাধ্যায়ের ২৭০ শ্লোকেও দৃষ্ট হইবে যথা "এক জাতিদ্বিজাতীংস্তু বাচা দারুণয়াক্ষিপন্।" জিহ্বায়াঃ প্রাপ্নুয়াচ্ছেদং জঘন্যপ্রভবো হি সঃ॥" শূদ্র যদি আর্য্যজাতিকে কঠোর গালি দেয় তবে সে জিহ্বাচ্ছেদ দণ্ড পাইবে। যেহেতু অতি দুরাচার হইতে তাহার জন্ম, তাহার অসাধ্য কিছুই নাই।

অধার্ম্মিক অনাচারেরা আর্য্যোৎপন্ন হইলেও ঐরূপ দস্যুশব্দবাচ্য এবং তাহাদিগকেও ঐরূপ চাতুর্ব্বর্ণীয় সমাজের বহিভূর্ত বা বাহ্যজাতি বলা যায়। ভগবান্ মনু স্বীয় সংহিতায় উক্ত চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজের নিমিত্ত এবং ঐ অতিনিন্দিত সমাজবাহ্যজাতিদিগের নিমিত্তও ধর্ম্ম বলিয়াছেন। যদি ঐ বাহ্যজাতিরা শৌচাচার রক্ষা পূর্ব্বক মানবধর্ম্ম অবলম্বন করিতে সক্ষম হয় তবে তাহারাও কালে চাতুর্ব্বর্ণ্য মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে। প্রবেশের পূর্ব্বে ইহারা ধর্ম্মশিক্ষার্থ চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজের বাহ্যদেশে বাস করিতে পায়, কিন্তু সমাজমধ্যে স্থান ও সম্মান পায় না। পরে এই সকল লোকও সমাজস্থ হইলে চতুর্ব্বর্ণের অতিরিক্ত পঞ্চমাদি বর্ণ বা অবর্ণ হয় না। সমাজের লোক অবশ্যই ঐ চারিবর্ণের অন্যতম বর্ণ হইবে ও শাস্ত্রনির্দ্দেশ মত ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া বাস করিবে। সমস্ত মনুসংহিতা খানি দশমাধ্যায়ের সহিত পাঠ করিলে এইরূপ অর্থ ও তাৎপর্য্যই গ্রহণ করা যায়। ইহা ভিন্ন অন্যমত হইতে পারে না। যাহারা শাস্ত্র পড়িয়া অম্বষ্ঠ বা বৈদ্যব্রাহ্মণদিগের প্রাধান্য অবগত হইতে পারে না, তাহারাও বৈদ্যগণের চিরাচরিত আচারব্যবহার, বিদ্যাবুদ্ধিতে প্রাধান্য ও সামাজিক পদ দেখিয়া বুঝিতে পারে যে বৈদ্যেরা কখনই সামান্য জাতি নয়, কিন্তু মেধাতিথি কুল্লূক প্রভৃতি শাস্ত্র পড়িয়াও তাহা বুঝেন নাই অথবা বুঝিয়াও আপনার জাতি অপেক্ষা বৈদ্যের প্রাধান্য স্বীকার করিতে হয় দেখিয়া কেবল মনুবচনের ব্যাখ্যাতে চাতুরী নয়, মনুপ্রযুক্ত পদপর্য্যন্ত উঠাইয়া আপনাদের ইচ্ছানুসারে যাহা ইচ্ছা তাহাই বলিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। তাঁহারা ব্রাহ্মণের লক্ষণসূচক পূর্ব্বপ্রদর্শিত অত্যাবশ্যক স্থল সকল দুর্ব্যাখ্যা দ্বারা যেমন আচ্ছন্ন করিয়াছেন বা পাদপূরণার্থ বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন, জাতিবর্ণসূচক মনুর এ অধ্যায়ের পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্লোকের ব্যাখ্যাতেও সেইরূপ করিয়াছেন। আমরা এই দুই শ্লোকের যথাযথ ব্যাখ্যা করিতেছি

দেখুন। এই দুইটী শ্লোকের সংস্কৃত ব্যাখ্যাও আমরা করিয়া দিতেছি। দেখিবেন এই দুই শ্লোকে সবর্ণজ, অনুলোমজ, প্রতিলোমজ সর্ব্বপ্রকার পুত্রের সংস্কারার্থ জন্মজন্য বর্ণ কথিত হইয়াছে যথা—

জাতিভেদ ও বর্ণভেদ বিষয়ে মনুমত।

সর্ব্ববর্ণেষু তুল্যাসু পত্নীষক্ষতযোনিষু।
আনুলোম্যেন সম্ভূতা জাত্যা জ্ঞেয়াস্ত এব তে॥ ৫

সর্ব্ববর্ণেষু ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্রেষু সর্ব্বেষু বর্ণেষু ব্যাপ্যাধারেষু সর্ব্ববর্ণ-ব্যাপকোঽয়ং বিধিরিত্যর্থঃ। পত্নীষু যথাশাস্ত্রং মন্ত্রসংস্কারপূর্ব্বকদ্বিজ-পরিণীতাসু দ্বিজাত্মজাসু, তেন ব্রাহ্মণেনোঢ়ায়াং ব্রাহ্মণাত্মজায়াং ক্ষত্রিয়াত্মজায়াং বৈশ্যাত্মজায়াঞ্চ, ক্ষত্রিয়েণোঢ়ায়াং ক্ষত্রিয়াত্মজায়াং বৈশ্যাত্মজায়াঞ্চ. বৈশ্যেনোঢ়ায়াং বৈশ্যাত্মজায়াঞ্চ পত্নীভূতায়াং যে সম্ভূতাঃ, এবং তুল্যাসু সবর্ণাসু পত্নীভিন্নাসু ইত্যর্থঃ শূদ্রস্য স্বোঢ়াসু পরোঢ়াসু চ যে সম্ভূতাঃ, তথা যাশ্চ ন স্বোঢ়া ন বা পরোঢ়া স্তাদৃশাস্ব-ক্ষতযোনিষু সবর্ণাসু, পুনর্ভূষু কন্যাসু চেত্যর্থঃ যে সম্ভূতাঃ. তথা আনু-লোম্যেন অনুলোমক্রমেণ চ অনন্তরৈকন্তারদ্ব্যন্তরাসু চ পরোঢ়াসু যে সম্ভূতাঃস্বোঢ়াসু শূদ্রাসু চ যে সম্ভূতাঃ তথা আনুলোম্যেনাক্ষতযোনিষু পুনর্ভূষু কন্যাসু চ যে সম্ভূতা জাতা স্তে জাত্যা ত এব যদ্বর্ণীয়াসু জাতা স্তদ্বর্ণা এব ইত্যর্থঃ জ্ঞেয়াঃ। জনকানুক্ত্যা স্ত্রীষু জাতা স্তদ্বর্ণা ইতি ক্রমেণোক্তত্বাৎ জননীবর্ণা এব জ্ঞেয়া ইতি ভাবঃ। তত্র সবর্ণাসু জাতাঃ সবর্ণাঃ অনু লোমাসু চ জাতা অনুলোমবর্ণাঃ ইতি স্পষ্টম্। ন চ পত্নীষু জাতানামনুলোমবর্ণত্বং পতিপত্ন্যোঃ সমানবর্ণত্বাৎ। ন চ, তুল্যাসু জন্মনা সবর্ণাসু, আনুলোম্যেন অনুলোমবিবাহসংস্কারেণ চ তুল্যাসু সবর্ণাসু পত্নীষ্বিত্যাদিক্রমেণ তুল্যাস্বিতি পদেন পত্নীস্বিতি পদং বিশিষ্য ব্যাখ্যেয়ম্, পত্নীত্বেনৈব পত্নীনাং পতিতুল্যত্বাবগমাৎ॥ ৫॥ নারীষ্বিতি পাঠে ব্যাখ্যা উত্তরত্র প্রদর্শিতা।

ইহা সর্ব্ববর্ণব্যাপ্য বিধি যে পত্নীতে যাহারা জাত হয়, অর্থাৎ ব্রাহ্ম-ণোঢ়া ব্রাহ্মণাত্মজাতে, ব্রাহ্মণোঢ়া ক্ষত্রিয়াত্মজাতে এবং ব্রাহ্মণোঢ়া বৈশ্যাত্মজাতে ; ক্ষত্রিয়োঢ়া ক্ষত্রিয়াত্মজাতে, ক্ষত্রিয়োঢ়া বৈশ্যাত্মজাতে ; এবং বৈশ্যোঢ়া বৈশ্যাত্মজাতে যে ছয় পুত্র হয় তাহারা, পত্নী নয় এরূপ সবর্ণা স্বোঢ়াতে অর্থাৎ শূদ্রের স্বোঢ়া শূদ্রাতে এবং সবর্ণা পরোঢাতে যাহারা জাত, আর যাহারা স্বোঢ়াও নয় পরোঢ়াও নয় এরূপ সবর্ণা অক্ষতযোনিতে অর্থাৎ পুনর্ভূতে ও কন্যাতে যাহারা জাত ; অনুলোম-ক্রমে অর্থাৎ অনন্তরা একান্তরা ও দ্ব্যন্তরা পরোঢ়াতে যাহারা জাত এবং ঐরূপ অনুলোমা পুনর্ভূ বা কন্যাতে যাহারা জাত হয় তাহারা তদ্বর্ণাই হয় জানিবে। পতি বা জনক শব্দ প্রয়োগ না করিয়া স্ত্রীতে জাতেরা তদ্বর্ণা হয় ইহা বলাতে সকলকে মাতৃবর্ণাই বলা হইয়াছে ('নারীষু' পাঠ থাকিলে স্বোঢ়া ও পরোঢ়া উভয়ের প্রতীতি হইয়া সেই অর্থই হয়)। তন্মধ্যে সবর্ণাতে জাতেরা সবর্ণ, অনুলোমাতে জাতেরা অনুলোমবর্ণ হয়। পত্নীতে জাতেরা অনুলোমবর্ণ হইতে পারে না কেন না পতি ও পত্নী সবর্ণই হয় ভিন্নবর্ণ হয় না। বাক্যস্থিত তুল্যাসু পদের অর্থ সবর্ণাতে, কিন্তু সবর্ণা দুই প্রকারে হইতে পারে, জন্মে সবর্ণা ও বিবা-হের মন্ত্রসংস্কার দ্বারা সবর্ণা। তন্মধ্যে বিবাহমন্ত্র দ্বারা সবর্ণতাই প্রধান-রূপে গণনীয়, কেন না বিবাহের পূর্ব্বে কি ব্রাহ্মণাত্মজা, কি ক্ষত্রিয়াত্মজা কি বৈশ্যাত্মজা সকলেই শূদ্রতুল্য অর্থাৎ জাতিমাত্রে ব্রাহ্মণ থাকে বা দ্বিজকন্যা মাত্র থাকে। পরে বিবাহসংস্কারে (পতি যে বর্ণের সেই বর্ণে জন্মিলে যেরূপ সগোত্রা ও সবর্ণা হয় সেইরূপ) পত্নীরা পতির সগোত্রা ও সবর্ণা হইয়া যায়। ইহা সকল শাস্ত্র ও ব্যবহারসিদ্ধ ইহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। অল্পাক্ষর এই সূত্রমধ্যে সবর্ণজ ও অনু-লোমজ সকল পুত্রকে আয়ত্ত করিবার নিমিত্ত এবং সর্ব্ববর্ণীয় ঔরসদের বর্ণনির্ণয়ে শব্দের ভ্রম নিবারণের নিমিত্ত মনু পত্নীপদ প্রয়োগ করিয়া

সবর্ণ ও অনুলোমবর্ণজাতা হইলেও পত্নীদের পতিসবর্ণত্ব স্মরণ করাইতেছেন এবং ঐ পত্নীজাতদিগকে মাতৃবর্ণ বলিয়াও কৌশলক্রমে সবর্ণ ই বলিয়াছেন। পত্নীভিন্না সবর্ণা স্ত্রীতে জাতদিগকে সবর্ণ বলিয়াছেন এবং পত্নীভিন্না অনুলোম বর্ণাতে যাহারা জাত তাহাদিগকেই অনুলোমবর্ণা বলিয়াছেন। এই ব্যাখ্যা সর্ব্বশাস্ত্র সঙ্গত। "সবর্ণেভ্যঃ সবর্ণাসু জায়ন্তে বৈ সজাতয়ঃ" ইত্যাদি লক্ষণে যে লোকদের সন্দেহ হইয়া থাকে তাহা ইহারই পরার্দ্ধে ও এই মনুব্যাখ্যা দ্বারা অপনোদিত হয় এবং সমস্ত স্মৃতিশাস্ত্রকে একার্থবাদী বলিয়াই দেখা যায়। অন্যথা সকল স্মৃতি পরস্পর বিসংবাদী হইয়া উঠে। মেধাতিথি কুল্লূকাদির অশাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা কেবল তাঁহাদেরই মনোমত, কোনও শাস্ত্রের সহিত তাঁহাদের মতের ঐক্য হয় না। তাহা পরে প্রদর্শন করিতেছি।

এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় 'তুল্যাসু' অর্থে জন্মে সবর্ণা এরূপ বলিয়া 'আনুলোম্যেন তুল্যাসু' অর্থে অনুলোম বিবাহ সংস্কারে সবর্ণা এরূপ বলিয়া 'পত্নীষু' এই পদের বিশেষণ দেওয়া যাইত, কিন্তু 'পত্নীষু' এই পদ থাকায় তাহা আবশ্যক হইতেছে না. কারণ পত্নী বলাতেই তাহার সবর্ণাত্ব প্রতীতি হইয়া যায়, বরং সবর্ণা এরূপ বিশেষণ দিলে অসবর্ণা পত্নীও হইতে পারে এরূপ অর্থের প্রতীতি হইয়া যায়। অতএব 'পত্নীষু' পদে এরূপ বিশেষণ দিয়া ব্যাখ্যা করা অনুচিত।

"সর্ব্ববর্ণেষু তুল্যাসু নারীষ্বক্ষতযোনিষু।
আনুলোম্যেন সম্ভূতা জাত্যা জ্ঞেয়া স্ত এব তে॥ ৫॥

সর্ব্ববর্ণেষু ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্রেষু সর্ব্বেষু বর্ণেষু ব্যাপ্যাধারেষু ব্যাপকোঽয়ং বিধিরিত্যর্থঃ। তুল্যাসু সবর্ণাসু, আনুলোম্যেন চ নারীষু যে সম্ভূতাঃ, তথা তুল্যাসু, আনুলোম্যেন চ অক্ষতযোনিষু যে সম্ভূতাঃ। অবিশেষেণ নারীষ্বিতি কথনাৎ স্বোঢ়াসু পরোঢ়াসু চ নারীষ্বিতি বোদ্ধব্যম্। তেন চ সবর্ণাসু অনুলোমাসু চ স্বোঢ়াসু, পরোঢ়াসু, অক্ষত-

যোনিষু বা নারীষু যে সম্ভূতা জাতা স্তে জাত্যা যদ্বর্ণীয়াসু জাতা তদ্বর্ণা এবেত্যর্থঃ জ্ঞাতব্যাঃ। নারীষ্বিতি সম্ভূতা ইতি জনন্যা জাতস্য চোক্তত্বাৎ জনকস্য চ অনুক্তত্বাৎ জননীবর্ণা এব জ্ঞাতব্যা ইতি ভগবতোঽভিপ্রায়ঃ। তেন চ যত্র মাতাপিত্রোঃ সবর্ণত্বং তত্র মাতৃবর্ণত্বে কথিতেঽপি পুত্রাণামুভয়সবর্ণত্বাৎ সবর্ণত্বম্। তুল্যাস্বিত্যুক্ত্যা সবর্ণজানামনুলোমবর্ণজানাঞ্চাপিনারীণাং বিবাহাৎ প্রাগেকজাতিত্বান্ন দ্বিজানাং পত্নীনাং তুল্যত্বমিতি নানূঢাসু, অপি তু অনিন্দিত বিবাহেষু ব্রাহ্মাদিষু চতুর্ষু সংস্কৃতানাং তাসাং ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়-বৈশ্যাত্মজানাং দ্বিজপত্নীভূতানাং পতিসবর্ণতয়া পতিসবর্ণাসু তাসু পত্যুর্জাতানাং সর্ব্বেষামেব পুত্রাণাং ঔরসানামিত্যর্থঃ মাতাপিত্রোঃ সবর্ণত্বাৎ সবর্ণত্বম্। ক্ষত্রিয়বর্ণেষু চ প্রশস্ততয়াভিমতেন রাক্ষসেন গান্ধর্ব্বেণ বা বিধিনা, বলেন পরস্পরাভিমতেনবোঢানামিত্যর্থঃ অক্ষতযোননীমপি সবর্ণানামনুলোমানাং বা পত্নীত্বাৎ তাসু জাতানামপি মাতাপিত্রোঃ সবর্ণত্বম্। এবং ধর্ম্মার্থং দেবরাদ্বা-সপিণ্ডাদ্বেত্যাদিশাস্ত্রোক্তনিয়োগবিধিনা সবর্ণাসু অনুলোমাসু বা পরোঢ়াসু জাতানামপি ক্ষেত্রজানাং সবর্ণত্বম্ অন্যাসু পুনঃ সবর্ণাস্বনু-লোমাসু বা জাতানাং মাতুপিতুর্বা বর্ণে অপসদত্ব মিতি তে নাস্য শ্লোকস্য বিষয় ইতি ভাবঃ।

"তুল্যাসু" বলাতে সবর্ণের অথবা অনুলোমবর্ণের অনূঢ়া কন্যাকে বুঝাইবে না, কারণ বিবাহের পূর্ব্বে তাহারা সকলেই দ্বিজত্ব না পাওয়াতে দ্বিজপতিদের তুল্য হয় না। পরন্তু অনিন্দিত ব্রাহ্মাদি বিবাহে সংস্কৃত হইয়া যখন ঐ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকন্যারা দ্বিজপত্নী হইয়া স্ব স্ব পতির সবর্ণা হয় তখনই তুল্য হয়। অতএব এতাদৃশ তুল্যা স্বোঢ়াতে যাহারা জন্মে তাদৃশ পুত্রেরা অর্থাৎ ঔরসেরা মাতা পিতার সমান বর্ণ হওয়ায় সবর্ণ হয়। ক্ষত্রিয় বর্ণের পক্ষে রাক্ষস ও

গান্ধর্ব্ব বিবাহ অর্থাৎ বলপূর্ব্বক পরিণয় বা পরস্পরের অভিমতে পরিণয় প্রশস্ত হওয়াতে তাদৃশ বিধানে ঊঢ়া সবর্ণা ও অনুলোমারাও পত্নীত্ব প্রাপ্ত হয় সুতরাং তাদৃশ স্ত্রীতে যাহারা জাত হয় তাহারাও মাতা পিতার সবর্ণ হয়। তদ্ভিন্ন ধর্ম্মার্থ শাস্ত্রোক্ত নিয়োগ বিধানানুসারে সবর্ণা বা অনুলোমা পরোঢ়াতেও যাহারা জন্মে তাদৃশ ক্ষেত্রজ পুত্রেরাও মাতাপিতার সবর্ণ হয়। এতদ্ভিন্ন অন্য সবর্ণা বা অনুলোমাতে জাতেরা অর্থাৎ এরূপ সম্পর্কে সম্পর্ক রহিতা নারী সবর্ণাই হউক আর অনুলোমাই হউক তাহাতে যাহারা জন্মে তাহারা মাতৃবর্ণের বা পিতৃবর্ণের অপসদ হয়। তাহারা এ শ্লোকের বিষয় নয়। তাহাও দেখাইয়া দিব। এক্ষণে ষষ্ঠ শ্লোকের ব্যাখা করিতেছি।

"স্ত্রীষনন্তরজাতাসু দ্বিজৈরুৎপাদিতান্ সুতান্।
সদৃশানেব তানাহুর্মাতৃদোষবিগর্হিতান্॥ ৬॥

তৎ কি মৌরসানৌরসানাঞ্চৈষাং সর্ব্বেষাং সাম্য মেব ন কশ্চিদ্বিশেষোঽস্তীত্যাহ স্ত্রীষ্বিতি। পত্নীষ্বিতি স্থলে স্ত্রীষ্বিতি পদোপাদানাৎ পরোঢ়াস্বনূঢ়াসু বা সবর্ণাস্বিতি বোদ্ধব্যম্। স্বোঢ়াসু পতিভিরুৎপাদিতানাং পূর্ব্বশ্লোকোক্তানাং মাতৃদোষাসম্ভবাৎ ইহ তু মাতৃদোষবিগর্হিতানামিতি কথনাৎ নতু স্বোঢ়াস্বিতি। ন চ নিযুক্তাস্বপি পরোঢ়াসু; বিধিনা নিযুক্তাসু পরোঢ়াস্বপি নিযুক্তৈ র্যথাবিধ্যুৎপাদিতানাং মাতৃদোষাভাবাৎ, কিন্তু নিযুক্তাস্বপ্যবিধিনোৎপাদিতানা মনিযুক্তাসু চ সধবাসু মাতৃদোষ এব, বিধবাসু চ "বিধবায়াং নিযুক্তস্তু ঘৃতাক্তো বাগ্যতো নিশি। একমুৎপাদয়েৎ পুত্র' ন দ্বিতীয়ং কথঞ্চনেতি বচনাদাপদ্যুপস্থিতায়াং দেবরেণ একস্যৈব যথাবিধ্যুৎপাদিতস্য পুত্রস্য মাতৃদোষাসম্ভবাত্তদিতরাসু বিধবাস্বুৎপাদিতানামেব মাতৃদোষ ইতি বোদ্ধব্যম্। মাতৃদোষাভাবেঽপ্যেতেষাং নত্বৌরসতুল্যত্বমপিতু তস্মান্নিকৃষ্টত্বমেব। এবং পুনর্ভূ ষ্বনূঢ়াসু চ দ্বিজৈঃ সবর্ণৈঃ ব্রাহ্মণীষু ব্রাহ্মণৈঃ,

ক্ষত্রিয়াসু ক্ষত্রিয়ৈঃ, বৈশ্যাসু বৈশ্যৈঃ শূদ্রাসু চ শূদ্রৈঃ। অত্র দ্বিজৈরিত্যু পলক্ষণং শূদ্রাণাং দ্বিজজাতত্বাৎ। জন্মকর্ম্মপরিভ্রষ্টা স্তে দ্বিজাঃ শূদ্রতাং গতা ইত্যাদি বচনাৎ শূদ্রাসু শূদ্রত্বপ্রাপ্তে দ্বিজৈরিতি বোদ্ধব্যমিত্যর্থঃ। অবিধিনোৎপাদিতান্ অতএব মাতৃদোষবিগর্হিতান্ মাতুর্ব্যভিচার-স্বাতন্ত্র্যাদিদোষদূষিতান্ সুতান্। ন তু বিধিনোৎপাদিতান্ ক্ষেত্র-জাদীন্। সদৃশান্ সর্ব্ববর্ণেষু তুল্যাস্বিত্যাদিনা পূর্ব্বশ্লোকে অপত্নীষু সবর্ণাস্বনুলোমাসু চ সম্ভূতানাং মাতৃবর্ণত্বকথনাদস্মিন্ শ্লোকে তদর্থানু-বৃত্ত্যা সদৃশশব্দেন সবর্ণানুলোমজাতানাং সংবন্ধে মাতৃসদৃশবর্ণত্বং বোদ্ধব্যমিতি তান্ মাতৃসদৃশান্ এবাহুঃ প্রাচীনা ইতি শেষঃ। "তৎপ্রাজ্ঞেন বিনীতেন জ্ঞানবিজ্ঞানবেদিনা। আয়ুষ্কামেন বপ্তব্যং ন জাতু পরযোষিতীতি নিষেধবচনাদবিধিনা পরক্ষেত্রে নিন্দিতেভ্য উৎপন্নানাং নিন্দিতত্বং সিদ্ধ মেবেত্যর্থঃ। অতএব ব্রাহ্মণ্যাং ব্রাহ্মণাদেব মুৎপন্নো ব্রাহ্মণঃ স্মৃত ইত্যাদিহারীতাদিমুনিবচনাৎ ব্রাহ্মণ্যাং ব্রাহ্মণা-দুৎপন্নাঃ কুণ্ডগোলকপৌনর্ভবকানীনাদ্যা ব্রাহ্মণা এব কিন্তু ব্রাহ্মণাপ-সদাঃ। নিন্দিতজন্মত্বাদেব তে শ্রাদ্ধে বর্জ্জনীয়ব্রাহ্মণমধ্যে সংহিতাকারৈ-র্দর্শিতাঃ। তথাহি মনুঃ "ন ব্রাহ্মণং পরীক্ষেত দৈবে কর্ম্মণি ধর্ম্মবিৎ পিত্র্যে কর্ম্মণি তু প্রাপ্তে পরীক্ষেতপ্র যত্নত ইত্যুক্ত্বা শূদ্রশিষ্যো গুরুশ্চৈব বাগ্দুষ্টঃ কুণ্ডগোলকাবিতি, পৌনর্ভবশ্চ কাণশ্চেতি চ, পরদারেষু জায়েতে দ্বৌ সুতৌ কুণ্ডগোলকাবিত্যাদ্যুক্ত্বা "এতান্ বিগর্হিতাচারান অপাংক্তেয়ান্ দ্বিজাধমান্ দ্বিজাতিপ্রবরো বিদ্বানুভয়ত্র বিবর্জ্জয়েদিত্যুপ-সংহারাৎ তেষাং ব্রাহ্মণত্বমেব প্রতিপাদিতম্। যাজ্ঞবল্ক্যোঽপি "রোগী হীনাতিরিক্তাঙ্গঃ কাণঃ পৌনর্ভবস্তথা। অবকীর্ণী কুণ্ডগোলৌ কুনখী শ্যাবদান্তকঃ কন্যাদূষীত্যাদ্যুক্ত্বা কর্ম্মদুষ্টাশ্চ নিন্দিতা ইত্যুপসংহরতি ব্রাহ্মণাশ্চেত্যত্রানুবর্ত্ততে। উশনা অপি যশ্চ বেদৈশ্চ বেদ্যা চ বিচ্ছিদ্যেত ত্রিপূরুষম্। স বৈ দুর্ব্রাহ্মণো জ্ঞেয়ঃ

শ্রাদ্ধাদৌ ন কদাচনেত্যুক্ত্বা পৌনর্ভবঃ কুসীদী চ তথা নক্ষত্রদর্শকঃ। কন্যাদ্রোহী কুণ্ডগোলাবভিশস্তোঽথ দেবল ইত্যুক্ত্বা বর্জ্জ্যাঃ শ্রাদ্ধে প্রযত্নত ইত্যুপসংহরতি। "বিষ্ণুরপি অনূঢ়াপুত্রান্ তৎপুত্রা নিত্যাদ্যুক্ত্বা ব্রাহ্মণাপসদা হ্যেতে কথিতাঃ পংক্তিদূষকাঃ। এতান্ বিবর্জ্জয়েদ্ যত্না-চ্ছ্রাদ্ধে কর্ম্মণি পণ্ডিত ইত্যুপসংহারাৎ তেষাং কুণ্ডগোলকপৌনর্ভবকানীনা-দীনাং ব্রাহ্মণবর্ণাপসদত্বমেব দর্শয়তি। মহাভারতে অনুশাসনপর্ব্বণ্যপি "কানীনাধ্যূঢ়জৌ বাপি বিজ্ঞেয়ৌ পুত্রকিল্বিষৌ। তাবপি স্বাবিব সুতৌ সংস্কার্য্যাবিতি নিশ্চয়ঃ। ক্ষেত্রজা বাপ্যপসদা যেঽধ্যূঢ়াস্তেষু চাপ্যুত। আত্মবদ্ বৈ প্রযুঞ্জীরন্ সংস্কারান্ ব্রাহ্মণাদয় ইত্যাদিনা সর্ব্ববর্ণীয়সবর্ণ-জানুলোমজব্রাহ্মণাদীনাং দ্বিজাপসদানাং ক্ষেত্রিবর্ণসংস্কারকথনাৎ তে ব্রাহ্মণবর্ণেষু হীনা এবেতি প্রতিভাতি। যত্তু কুল্লূকাদিভিরুক্তং কুণ্ড-গোলকাদীনাং ব্রাহ্মণত্বশঙ্কাপরিহারার্থং তেষাং শ্রাদ্ধে নিষেধ ইতি তন্ন, জন্মকর্ম্মাদিদুষ্টানাং তেষাং ব্রাহ্মণত্বেঽপি শ্রাদ্ধ ভোজনে কুফল-জনকত্বাৎ পংক্তিদূষকত্বাচ্চ নিষেধ ইত্যেব শাস্ত্রসঙ্গতার্থঃ। ন হি তেষাং ব্রাহ্মণ্যাভাবঃ ব্রাহ্মণজন্মসংস্কারাদিপ্রাপ্তেঃ জ্ঞানাদ্যুৎকর্ষেণ চোৎকর্ষসিদ্ধের্ভারদ্বাজাদিবৎ। অতএব হারীতঃ ব্রাহ্মণ্যাং ব্রাহ্মণাদেব মুৎপন্নো ব্রাহ্মণঃ স্মৃত ইতি এবং অত্র্যাদয়োঽপি সর্ব্ব এব বদন্তি। ইতি পরোঢ়াসু সবর্ণাসু জাতানাং ব্রাহ্মণত্বাদিবর্ণবিধিঃ।

অনন্তর জাতাস্বিতি। অত্র তুল্যাস্বিতি স্থলে অনন্তরজাতাস্বিতি পদোপাদানাৎ আনুলোম্যেনেত্যস্য চ পরিত্যাগাৎ, আনুলোম্যেন প্রাতিলোম্যেন বা অনন্তরজাতাসু ব্যবহিতাব্যবহিতপরবর্ণজাতাসু, আনুলোম্যেন প্রাতিলোম্যেন বা সর্ব্ববর্ণজাতাস্বিত্যর্থঃ। অনন্তর-শব্দোঽত্র পারিভাষিকার্থে প্রযুক্ত ইতি মনুনা স্বয়মেব পশ্চাৎ প্রপঞ্চ-য়িষ্যতে। তেন চ ব্রাহ্মণাদনন্তরা ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা শূদ্রা চ। ক্ষত্রিয়া-দনন্তরা বৈশ্যা শূদ্রা চ। বৈশ্যাদনন্তরা শূদ্রা। এবং প্রাতিলোম্যেনাপি

শূদ্রাদনন্তরা বৈশ্যা ক্ষত্রিয়া ব্রাহ্মণী। বৈশ্যাদনন্তরা ক্ষত্রিয়াব্রাহ্মণী চ। ক্ষত্রিয়াদনন্তরা ব্রাহ্মণী। অতএবানন্তরজাতাস্বিতিপদেন অনুলোমপক্ষে উক্তবর্ণাৎ সর্ব্বাস্বনুলোমবর্ণজাতাসু, প্রতিলোমপক্ষেতু উক্তবর্ণাৎ সর্ব্বাসু প্রতিলোমবর্ণজাতাসু স্ত্রীম্বিতি বোদ্ধব্যম্। তেন চ অনুলোম-পক্ষে ব্রাহ্মণৈঃ ক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্রজাতাসু, ক্ষত্রিয়ৈ বৈশ্যশূদ্রজাতাসু বৈশ্যৈশ্চ শূদ্রজাতাসু অনূঢ়াসু দুহিতৃষু পরোঢ়াসু বা দ্বিজৈরুৎকৃষ্টবর্ণৈ-রপ্যুৎপাদিতান্ সুতান্ পূর্ব্বশ্লোকোক্তানাং মধ্যে মাতৃদোষবিগর্হিতান্ মাতুঃ পতিব্যভিচারাদিদোষাৎ নিন্দিতান্ অতএব সদৃশান্ পূর্ব্ব-শ্লোকার্থানুবৃত্ত্যা যাসূৎপন্না স্তদ্বর্ণসদৃশানেব তদ্বর্ণাপসদানেবেত্যর্থঃ আহুঃ। নতু বিধিনোৎপাদিতান্ ক্ষেত্রজান্, গান্ধর্ব্বরাক্ষসাদি-বিধিনা বোঢ়াসু কন্যাসু ক্ষত্রিয়োৎপাদিতান্ তান্ অনিন্দিতান্ সুতান্ অপসদানাহুঃ। প্রতিলোমপক্ষে তু ক্ষত্রিয়ৈ ব্রাহ্মণজাতাসু অনূঢ়াসু পরোঢ়াসু বা, বৈশ্যৈঃ ক্ষত্রিয়জাতাসু ব্রাহ্মণজাতাসু চ, শূদ্রৈঃ বৈশ্যজাতাসু ক্ষত্রিয়জাতাসু ব্রাহ্মণজাতাসু চ অনূঢ়াসু পরোঢ়াসু বেতি সর্ব্বত্রৈব যোজ্যম্ অনন্তরজাস্বিত্যেবাভিধানাৎ। প্রাতিলোম্যেন দ্বিজৈরিত্যত্র উপলক্ষণেন শূদ্রৈরপি বোদ্ধব্যম্ তেষামপি দ্বিজজাতত্বাৎ। উৎপাদি-তান্ অবিধিনেতি শেষঃ মাতৃদোষবিগর্হিতান্ মাতুর্বর্ণব্যভিচারদোষ-দুষ্টত্বাৎ নিন্দিতান্ সুতান্ সদৃশান্ দ্বিজৈরিতি উৎপাদিতানিতি চ পদাভ্যাং যদ্বর্ণীয়ৈ দ্বিজৈরুৎপাদিতা স্তদ্বর্ণসদৃশান্ এব আহুঃ উৎপাদক-বর্ণানাং মধ্যে নিন্দিতান্ অপসদানিত্যর্থঃ আহুঃ প্রাচীনা ইতি শেষঃ। উক্তঞ্চ যাদৃশং ভজতে হি স্ত্রী সুতং সূতে তথাবিধমিতি।

অত্রোভয়ত্রৈব জননীজনকয়োর্মধ্যে যোঽনন্তরবর্ণঃ নিকৃষ্টবর্ণ ইত্যর্থস্তৎসাদৃশ্যমেব পুত্রাণামিত্যনন্তরনাম্নৈব তেষাং নামানি অতএব তেঽনন্তরনামানঃ। অতএব "তাননন্তরনাম্নস্ত মাতৃদোষাৎ প্রচক্ষত ইতি পশ্চাদুক্তং ভগবতা। এতেভ্য এষামুৎপাদকাঃ পিতরো

ভিন্নবর্ণাঃ বিহিতপুত্রাস্তু মাতাপিত্রোঃ সবর্ণাঃ। অত্র কেষাঞ্চিদনন্তরস্য পিতুঃ সাদৃশ্যে কেষাঞ্চিচ্চানন্তরায়াঃ মাতুঃ সাদৃশ্যে বক্তব্যে সদৃশানিত্যেতাবন্মাত্রস্য গ্রহণং ন তু বিশেষেণ পিতৃসদৃশান্ মাতৃদৃসশান্ বেত্যুক্তমিতি মহৎ কৌশলমত্র প্রদর্শিতং ভগবতা। বশিষ্ঠেনাপ্যেতেষামপসদত্বং দর্শিতং তথাহি "একান্তরদ্ব্যন্তর ত্র্যন্তরাসু জাতা ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যৈরবচ্ছিন্না নিষাদা ভবন্তি" অত্র নিষাদা ইতি পদম্ অপসদার্থপরম্। অবিধিনোৎপাদিতা অপসদা এব নিষাদ্য নিকৃষ্টবর্ণনামানো ভবন্তীত্যর্থঃ। অতএবোক্তং বিষ্ণুনা "অনুলোমাসু মাতৃবর্ণা" ইতি শঙ্খেন চোক্তঃ "ব্রাহ্মণাৎ ক্ষত্রিয়ায়াম্ উৎপাদিতঃ ক্ষত্রিয় এব বৈশ্যায়াং বৈশ্য এব শূদ্রায়াং শূদ্র ইতি।

অনূঢ়ানাং পরিণেতুর ভাবাৎ কন্যাবরয়ো শেচ্ছাসংযোগস্য গান্ধর্ব্ববিবাহত্বাৎ ক্ষত্রিয়েষু চ তাদৃশ বিবাহস্য ধর্ম্ম্যত্বাৎ ভার্য্যাত্বে ক্ষত্রিয়েণ গৃহীতায়াঃ ক্ষত্রিয়াদিকন্যায়াঃ যোগ্যায়া দোষো ন স্যাৎ, তৎপুত্রস্য চ ন স্যাৎ। যথা শকুন্তলায়াং ভরতস্য, ন চ রাক্ষসবিধিনা উঢ়ায়াং জাতস্য সুভদ্রায়ামভিমন্যোঃ। কিন্তু গান্ধর্ব্ববিবাহেঽপি পশ্চাৎ কন্যায়া বরস্য বা ভার্য্যাভর্তৃত্বভাবেঽস্বীকৃতে দোষ.স্যাৎ। অতএব হি শকুন্তলায়াঃ প্রত্যাখ্যানে তদ্বন্ধুভিঃ শকুন্তলায়া দোষ আশঙ্কিতঃ শকুন্তলয়াপি তদাশঙ্কয়োক্তং "সুষ্ঠু তাবৎ গণিকাঽস্মি সংবৃত্তেতি"। কন্যায়া দুষ্টত্বে চ তৎপুত্রস্যাপি দুষ্টত্বং যথা স্বয়মাহূতেন ভাস্করেণ সঙ্গমাৎ কুন্ত্যা দুষ্টত্বং তয়োর্ভার্য্যাভর্ত্তৃভাবে চাস্বীকৃতে পুত্রস্য কর্ণস্য অপসদত্বম্। অতএব কন্যাবরয়োর্বিবাহাস্বীকারাৎ কন্যায়াঃ পুত্রস্যৈব কানীনত্বম্। স্বীকৃতবিবাহায়াস্তু ন তথা, তত্র বিবাহস্য সবর্ণত্বে আনুলোম্যে চ পুত্রস্য সবর্ণত্বং প্রাতিলোম্যেতু পিতৃবর্ণাপসদত্বম্ সঙ্কীর্ণত্বঞ্চ। অস্বীকৃতবিবাহে তু কন্যাবরয়োঃ সবর্ণত্বে সবর্ণাপসদত্বং আনুলোম্যে মাতৃবর্ণাপসদত্বং প্রতিলোম্যে চ পূর্ব্ববদপসদত্বং সঙ্কীর্ণত্বঞ্চ। অস্বীকৃতেঽপি ভার্য্যা-

ভর্ত্তৃত্বভাবে যত্র পুনরুৎপাদকেন অপত্যস্য গ্রহণং তত্র তস্যোৎপাদক-বর্ণাপসদত্বম্। যথা ভার্য্যাত্বে পরাশরেণ অস্বীকৃতায়াং সত্যবত্যামুৎপাদিতস্য ব্যাসস্য কানীনত্বং পিতুর্গ্রহণাচ্চ ব্রাহ্মণাপসদত্বঞ্চেতি দোষঃ। স চ দোষঃ পিতৃবর্ণসংস্কারাৎ তপঃপ্রভবাৎ ব্রহ্মজ্ঞানাচ্চ বিধ্বস্তঃ। তেন হি তস্মিন্ন্দীপ্তমেব ব্রহ্মণ্যমাসীৎ। এবং ক্ষত্রিয়াদেরপি বীর্য্যাস্তিতিশয়াদপসদত্বং নশ্যতি যথা কর্ণস্য বীর্য্যাতিশয়াদ্রাজ্যাধিগমাচ্চ সৎক্ষত্রিয়ত্বম্। উৎপাদকেন বরেণ কন্যায়া গ্রহণাৎ স্বোঢ়ায়া ইব পরিণেতৃবর্ণত্বং পুত্রস্য অপি সবর্ণত্বং অন্যথা তু অনুলোমবর্ণাপসদত্বমিতি ভাবঃ। অতএবোক্তং মনুনা সর্ব্ববর্ণেষ্বিত্যাদি। ব্যাসোদ্ধৃতভীষ্মবচনেনাপি মহাভারতেঽনুশাসনপর্ব্বণি।

"কানীনাধ্যূঢ়জৌ বাপি বিজ্ঞেয়ৌ পুত্রকিল্বিষৌ।
তাবপি স্বাবিব সুতৌসংস্কার্য্যাবিতি নিশ্চয়ঃ॥"
এবং "ক্ষেত্রজা বাপ্যপসদা যেঽধ্যূঢ়াস্তেষু চাপ্যুত।
আত্মবদ্ বৈ প্রযুঞ্জীরন্ সংস্কারান্ ব্রাহ্মণাদয়ঃ"॥

ইতি তেষাং পিতৃবৎ সংস্কারোঽপি উক্তঃ। অতএব মেধাতিথি-কুল্লুকাদিভির্যদুক্তং কানীনাদের্ন ব্রাহ্মণত্বমিতি তন্ন শাস্ত্রসঙ্গাতম্। ব্রাহ্মণাদ্ বৈশ্যকন্যায়া মম্বষ্ঠো নাম জায়তে ইত্যত্র মনুনা যঃ কানীনোঽম্বষ্ঠ উক্ত তস্যাপি ব্রাহ্মণাপসদত্ব মনুমীয়তে চিকিৎসোপজীবিত্বাৎ ভীষ্মব্যাসযাজ্ঞবল্ক্যাদিরুক্তানাং চিকিৎসোপজীবিনাং সদম্বষ্ঠানাং পুনঃ সদ্ব্রাহ্মণত্বং পত্নীজাতত্বাৎ। তেন চ সদ্বৈদ্যানাং ব্রাহ্মণাদিদ্বিজাতিচিকিৎসা কানীনাম্বষ্ঠানাং তু শূদ্রগবাদিচিকিৎসেতি বিশেষঃ। কানীনাম্বষ্ঠানাং ব্রহ্মণ্যাভাবে ব্রাহ্মণবর্ণজীবিকাবিধানং ন স্যাৎ। বৈশ্যভূতা অম্বষ্ঠাস্তু ন চিকিৎসোপজীবিনঃ যথা মগধাদি-প্রদেশেষু দৃশ্যন্তে।

ইত্থং (১) সাবর্ণ্যেনানুলোম্যেন চ স্বোঢ়ায়াং পত্নীভূতায়াং তুল্যায়াং

ষট্ (২) স্বোঢ়ায়ামপত্নীভূতায়াং তুল্যায়াং একঃ (৩) পরোঢায়াং তুল্যায়াং চত্বারঃ (৪) অক্ষতযোন্যাং তুল্যায়াং চত্বার ইতি তুল্যাসু পঞ্চদশ পুত্রাঃ। (৫) আনুলোম্যেন পরোঢ়ায়াং ষট্ (৬) আনুলোম্যেন অক্ষতযোন্যাং ষট্ (৭) আনুলোম্যেন অপত্নীভূতায়াং স্বোঢ়ায়াং ত্রয় ইত্যনুলোমাসু চ পঞ্চদশ পুত্রাঃ। (৮) প্রাতিলোম্যেন চ ষড়িতি সর্ব্বতঃ সংখ্যয়া ষট্-ত্রিংশৎ পুত্রাঃ। এষাং বর্ণনির্ণয়ঃ শ্লোকদ্বয়েনৈব ভগবতা কৃতঃ।

তত্র প্রথমোক্তাঃ ষট্ পুত্রা দ্বিজধর্ম্মিণঃ তদন্যে শূদ্রসম্পর্করহিতা দ্বিজাপসদাঃ শূদ্রসম্পৃক্তাশ্চ শূদ্রা ইতি।

দ্বিজধর্ম্মিণো যথা—("সজাতিজানন্তরজাঃ ষট্ সুতা দ্বিজধর্ম্মিণঃ")

ব্রাহ্মণাদ্ ব্রাহ্মণক্ষত্রবৈশ্যাত্মজাসু পত্নীভূতাসু ব্রাহ্মণীষু জাতা ব্রাহ্মণাঃ	৩
ক্ষত্রিয়াৎ ক্ষত্রিয়বৈশ্যাত্মজয়োঃ পত্নীভূতয়োঃ ক্ষত্রিয়য়োর্জাতৌ ক্ষত্রিয়ৌ	২
বৈশ্যাদ্ বৈশ্যাত্মজায়াং পত্নীভূতায়াং বৈশ্যায়াং জাতঃ বৈশ্যঃ	১
	৬

দ্বিতীয়তয়োক্তঃ শূদ্রাৎ স্বভার্য্যায়ামেকঃ শূদ্রঃ	১
এবং শূদ্রাৎপরোঢ়ায়া মক্ষতযোন্যাঞ্চ শূদ্রায়াং জাতৌ শূদ্রৌ	২
আনুলোম্যেন চ স্বোঢ়াসু শূদ্রাসু জাতাঃ শূদ্রাস্ত্রয়ঃ	৩
" পরোঢ়াসু শূদ্রাসু জাতাস্ত্রয়ঃ	৩
" অক্ষতযোনিষু শূদ্রাসু জাতাস্ত্রয়ঃ	৩
	১২

ইতি দ্বাদশ শূদ্রাঃ

(শূদ্রাণাস্তু সধর্ম্মাণঃ সর্ব্বেঽপধ্বংসজাঃ স্মৃতাঃ। ১০।৪১

অথ দ্বিজাপসদাঃ যথা—

বিপ্রস্য ত্রিষুবর্ণেষু নৃপতেবর্ণয়োর্দ্বয়োঃ।

বৈশ্যস্য বর্ণে চৈকস্মিন্ ষড়েতেঽপসদাঃ স্মৃতা ॥ ১০।১০

ব্রাহ্মণাদ্ অপত্নীভূতায়াং ব্রাহ্মণ্যাং ক্ষত্রিয়ায়াং বৈশ্যায়াং চ জাতাস্ত্রয় ৩

ক্ষত্রিয়াৎ ক্ষত্রিয়ায়াং বৈশ্যায়াঞ্চ জাতৌ দ্বৌ ২

বৈশ্যাদ্ বৈশ্যায়াং জাত শ্চৈকঃ ১

এতে ষট্ দ্বিজাপসদাঃ। এতে চ পরোঢ়াক্ষতযোনিভেদেন দ্বাদশ-প্রকারা ভবন্তি। যথা—

ব্রাহ্মণাৎ পরোঢ়ায়াং ব্রাহ্মণ্যাং ব্রাহ্মণাপসদ একঃ ১

ব্রাহ্মণাৎ ক্ষত্রাচ্চ পরোঢ়ায়াং ক্ষত্রিয়ায়াং ক্ষত্রিয়াপসদৌ ২

ব্রাহ্মণাৎ ক্ষত্রাদ্ বৈশ্যাদ্বা পরোঢ়ায়াং বৈশ্যায়াং বৈশ্যাপসদাস্ত্রয়ঃ ৩

ব্রাহ্মণাদক্ষতযোন্যাং ব্রাহ্মণ্যাং ক্ষত্রিয়ায়াং বৈশ্যায়াঞ্চ জাতা ব্রাহ্মণাপসদাস্ত্রয়ঃ ৩

ক্ষত্রিয়াদক্ষতযোন্যাং ক্ষত্রিয়ায়াং বৈশ্যায়াং চ ক্ষত্রিয়াপসদৌ ২

বৈশ্যাদক্ষতযোন্যাং বৈশ্যায়াং জাতঃ বৈশ্যাপসদ একঃ ১

ইতি অনুলোমজাপসদাঃ ১২

প্রাতিলোম্যেন চ দ্বিজাপসদাস্ত্রয়ঃ যথা—

("বৈশ্যান্মাগধবৈদেহৌ ক্ষত্রিয়াৎ সূত এব তু।

প্রতীপমেতে জায়ন্তে পরেঽপ্যপসদাস্ত্রয়ঃ ॥) ১০।১৭

ক্ষত্রিয়াদ্ ব্রাহ্মণ্যাং জাতঃ ক্ষত্রিয়াপসদঃ ১

বৈশ্যাৎ ক্ষত্রিয়ায়াং ব্রাহ্মণ্যাঞ্চ জাতৌ বৈশ্যাপসদৌ ২

৩

শূদ্রাপসদাস্ত্রয়ঃ যথা—

শূদ্রাৎ বৈশ্যায়াং ক্ষত্রিয়ায়াং ব্রাহ্মণ্যাঞ্চ জাতাস্ত্রয়ঃ শূদ্রাপসদাঃ—৩

আযোগবশ্চ ক্ষত্তা চ চণ্ডালশ্চাধমো নৃণাম্।

প্রাতিলোম্যেন জায়ন্তে শূদ্রাদপসদাস্ত্রয়ঃ ॥

(মনু ১০।১৬)

ইথং ষড় দ্বিজাঃ, পঞ্চদশ দ্বিজাপসদাঃ, দ্বাদশ শূদ্রাস্ত্রয়ঃ শূদ্রাপসদাশ্চেতি ষট্‌ত্রিংশৎ পুত্রাঃ ভবন্তি।

স্ত্রীতে ইত্যাদি।

পঞ্চমশ্লোকের পত্নীশব্দ স্থলে এ শ্লোকে স্ত্রীশব্দ মাত্র গ্রহণ করাতে ঐ স্ত্রীশব্দের অর্থ পরোঢ়া বা অনূঢ়া সবর্ণা বুঝিতে হইবে, স্বোঢ়া বুঝিতে হইবে না, কারণ স্বোঢ়াতে পুত্রোৎপাদিত হইলে ঐ পুত্র মাতৃদোষ দুষ্ট হয় না, যথাবিধি নিযুক্তা পরোঢ়াও বুঝিতে হইবে না, কারণ তাহাতে যথাবিধি উৎপাদিত পুত্রও মাতৃদোষ দুষ্ট হয় না, তবে অবৈধরূপে উৎপাদিত ও অনিযুক্তা সধবা বা বিধবা উভয়েরই পুত্র মাতৃদোষে নিন্দিত হয় অতএব তাদৃশ স্ত্রীকেও বুঝিতে হইবে। এইরূপ বৈধ ক্ষেত্রজ পুত্রদের মাতৃদোষ না থাকিলেও ইহারা স্বোঢ়াতে স্বয়মুৎপাদিত পুত্রের তুল্য নয়। এইরূপ পুনর্ভূ ও অনূঢ়া কন্যাতেও তদ্বর্ণীয় দ্বিজ কর্ত্তৃক উৎপাদিত যে সকল পুত্র অর্থাৎ ব্রাহ্মণীতে ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক, ক্ষত্রিয়াতে ক্ষত্রিয় কর্ত্তৃক, বৈশ্যাতে বৈশ্য কর্ত্তৃক, শূদ্রাতে শূদ্র কর্ত্তৃক (দ্বিজ শব্দে এখানে উপলক্ষণ দ্বারা শূদ্রার্থেরও প্রতীতি হইতেছে, কারণ দ্বিজেরাই ভ্রষ্ট হইয়া শূদ্র হইয়াছে এরূপ শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়) অবৈধরূপে উৎপাদিত মাতার ব্যভিচার ও স্বাতন্ত্র্যাদি দোষে দূষিত সুতদিগকে সদৃশ অর্থাৎ মাতৃসদৃশ বলিয়াছেন। পঞ্চম শ্লোকার্থের অনুবৃত্তি দ্বারা সবর্ণজ ও অনুলোমজেরা মাতৃবর্ণ ইহা পাওয়া যাইতেছে তন্মধ্যে দূষিতেরা এই শ্লোকে মাতৃসদৃশ বর্ণ বলিয়া উক্ত হইল। শাস্ত্রে ধর্ম্মার্থ নিয়োগ ব্যতীত পরদার সেবা নিষিদ্ধ হওয়ায় অবৈধ পুত্রদিগের নিন্দিতত্ব শাস্ত্রাসিদ্ধই আছে। অতএব ব্রাহ্মণীতে ব্রাহ্মণোৎপন্ন কুণ্ড গোলক পৌনর্ভব কানীনাদি বর্ণে ব্রাহ্মণ বটে তবে নিকৃষ্ট ব্রাহ্মণ। ইহাদিগকে ব্রাহ্মণাপসদ বলা যায়। মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, উশনা, বিষ্ণু, ব্যাস, মহাভারতীয় ধর্ম্মশাস্ত্র প্রভৃতি সকল শাস্ত্রেই সবর্ণাতে সবর্ণ

কর্ত্তৃক অবৈধরূপে উৎপাদিত পুত্রদিগকে তদ্বর্ণীয় অপসদ বলিয়াছেন এবং কুণ্ড গোলক পৌনর্ভব কানীন এরূপ নির্দ্দিষ্ট করিয়াও বলিয়াছেন, ইহার প্রমাণ সংস্কৃত টীকাতে উদ্ধৃত দেখিবেন। অতএব মেধাতিথি কুল্লূক প্রভৃতি যে তাহাদের ব্রাহ্মণত্ব স্বীকার করেন না তাহা অনুপযুক্ত। তাহারা অব্রাহ্মণ বলিয়া শ্রাদ্ধাদিতে নিষিদ্ধ নহে তবে শ্রাদ্ধে অতি বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ ভোজনের ব্যবস্থা আছে, কুণ্ডগোলকাদির ভোজনে শ্রাদ্ধফল নষ্ট হয়, তাহারা যে পঁক্তিতে বসে সে পঁক্তিতে সুপবিত্র ব্রাহ্মণ থাকিলেও তাহার ভোজন কুণ্ডগোলকাদি ভোজনের ন্যায় নিষ্ফল হইয়া যায় একারণ নিষিদ্ধ। ঐ সকল ব্রাহ্মণে ব্রহ্মণ্যের অভাব হইলে তাহাদিগের পিতৃবর্ণ সংস্কার শাস্ত্রে উক্ত হইত না। এবং জ্ঞানাদির উৎকর্ষে উহারা ভারদ্বাজের ন্যায় বা ব্যাসের ন্যায় উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণ হইত না।

অনন্তরজাতাতে —পঞ্চমশ্লোকের “তুল্যা” স্থলে অনন্তরজাতা এইপদ গ্রহণ করাতে ও আনুলোম্য পদ পরিত্যাগ করাতে আনুলোম্যে বা প্রাতিলোম্যে ব্যবহিত বা অব্যবহিত বর্ণাতে অর্থাৎ নিকৃষ্ট বর্ণমাত্রে বুঝিতে হইবে। অনন্তর শব্দ এখানে পারিভাষিক অর্থে প্রযুক্ত ইহা মনু স্বয়ংই প্রকাশ করিয়া বলিবেন। তদনুসারে ব্রাহ্মণের অনন্তরজাতা স্ত্রী ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা ও শূদ্রা, ক্ষত্রিয়ের অনন্তর জাতা স্ত্রী বৈশ্যা ও শূদ্রা, বৈশ্যের অনন্তরা শূদ্রা। এইরূপ প্রাতিলোম্যে শূদ্রের অনন্তরজাতা বৈশ্যা ক্ষত্রিয়া ও ব্রাহ্মণী, বৈশ্যের অনন্তরা ক্ষত্রিয়া ও ব্রাহ্মণী এবং ক্ষত্রিয়ের অনন্তরা ব্রাহ্মণী। অতএব অনন্তরজাতা অর্থে যাহার অনন্তরা বলা হইবে তাহার আনুলোম্যে নিকৃষ্ট সমুদায় বর্ণ ও প্রাতিলোম্যে উৎকৃষ্ট সমুদায় বর্ণ বুঝিতে হইবে। এইরূপে আনুলোম্যে ও প্রাতিলোম্যে পূর্ব্বশ্লোকে সামান্যত উক্তদের মধ্যে যাহারা মাতার ব্যভিচারাদি দোষহেতুক নিন্দিত তাহাদিগকেই পণ্ডিতেরা

সদৃশ বলিয়াছেন (অন্যদিগকে অর্থাৎ যথাবিধি উৎপাদিত ক্ষেত্রজ ও গান্ধর্ব্বরাক্ষসাদি বিধানে কন্যাতে উৎপাদিতদিগকে "তানেব" অর্থাৎ মাতা হইতে অভিন্ন জাতিই বলিয়াছেন) তন্মধ্যে আনুলোম্যে পরোঢ়া অনন্তরজাতেরা পূর্ব্বশ্লোকে মাতৃবর্ণ বলিয়া উক্ত হওয়ায় সেই অর্থের অনুবৃত্তি হইয়া এই শ্লোকের সদৃশ শব্দ মাতৃসদৃশবর্ণবোধক হইতেছে এবং প্রাতিলোম্য পক্ষে 'দ্বিজ' ও উৎপাদিত এই দুই পদের সামর্থ্যে যাহা কর্ত্তৃক উৎপাদিত তাহারই সদৃশ বর্ণ বোধ হইতেছে। এখানেও দ্বিজ শব্দে লক্ষণ দ্বারা সকল বর্ণে প্রতীতি করাইতেছে।

এই শ্লোকে কি আনুলোম্যে জাত কি প্রাতিলোম্যে জাত পুত্র উভয়েরই জনকজননীর মধ্যে যে নিকৃষ্ট বর্ণের হয় তাহারই বর্ণনামে পুত্রের বর্ণনাম হয় এজন্য এই পুত্রদের নাম অনন্তরনামা ইহাই ভগবান্ পশ্চাৎ প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাদের পিতারা ভিন্ন জাতীয়। বিহিত পুত্রদের মাতাপিতারা পুত্রের সহিত একজাতীয় হয়।

এই শ্লোকোক্ত কতকগুলির বর্ণ মাতার সদৃশ ও কতকগুলির বর্ণ পিতার সদৃশ বক্তব্য হওয়াতে ভগবান্ সদৃশ শব্দমাত্র প্রয়োগ পূর্ব্বক অতীব কৌশল প্রদর্শন করিয়াছেন ভগবান্ বশিষ্ঠও এইরূপে ইহাদের অপসদত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন যথা "একান্তর দ্ব্যন্তর ত্র্যন্তরাতে জন্মিয়া ইহারা ব্রাহ্মণবর্ণীয় ক্ষত্রিয়বর্ণীয়া ও বৈশ্যবর্ণীয় স্বজাপসদ হয়।" যে নিকৃষ্টবর্ণাতে বা নিকৃষ্ট বর্ণ হইতে জন্মে সে সেই নিকৃষ্টবর্ণেরই নিষন্ন অর্থাৎ অপসদ হয়। বিষ্ণু শঙ্খ প্রভৃতি মুনিরাও এইরূপ বলিয়াছেন।

অনূঢ়াদের পতি না থাকায় তাহারা যাহার সহিত প্রথম সঙ্গম করে সেই পতিতুল্য হয়। বরকন্যার স্বেচ্ছাকৃত সংযোগই গান্ধর্ব্ব বিবাহ বলিয়া উক্ত হইয়াছে এবং তাদৃশ বিবাহ ক্ষত্রিয়দের পক্ষে ধর্ম্মযুক্ত কথিত হওয়াতে ভার্য্যার্থ ক্ষত্রিয় কর্ত্তৃক গৃহীত বিবাহযোগ্যা ক্ষত্রিয়াদি-

কন্যার দোষ হয় না তাহার পুত্রেরও কানীনত্ব হয় না। যেমন শকুন্তলাতে জাত ভরতের কানীনত্ব দোষ হয় নাই। সেইরূপ গান্ধর্ব্ব-রাক্ষস বিধানে ঊঢ়া সুভদ্রাতে জাত অভিমন্যুরও কানীনত্ব দোষ হয় নাই। কিন্তু গান্ধর্ব্ব বিবাহে যদি যোগ্যার বিবাহ না হয় তবে তাহাতে দোষ হয় এবং অপত্যোৎপাদক বা জননী যদি বিবাহ স্বীকার না করে বা ভার্য্যাভর্ত্তৃভাবে থাকিতে না চায় তবে ঐ কন্যার কন্যাকালে উৎপন্নের কানীনত্ব দোষ হয়। এই জন্যই শকুন্তলা প্রত্যাখ্যাত হইলে তাঁহার আত্মীয়েরা তাঁহাতে দোষ আশঙ্কা করিয়াছিলেন, শকুন্তলাও তাদৃশ আশঙ্কায় বলিয়াছেন "তবে ত আমি এখন প্রকৃতই গণিকা হইলাম।" কন্যার দোষ সিদ্ধ হইলে তাহার পুত্রও দূষিত হয়, যেমন কুন্তী সূর্য্যকে স্বয়ং আহ্বান করিয়া তাঁহার সহিত সঙ্গমে দূষিত হইয়াছিলেন এবং সেই হেতুক তাঁহার পুত্র কর্ণেরও অপসদত্ব হইয়াছিল। অতএব কন্যা প্রথম সঙ্গত পুরুষে উপগত না থাকিয়া পুনর্ভূ হইলে ঐ কন্যাকালিক পুত্রেরই কানীনত্ব দোষ হয়, প্রথমসঙ্গত পতিতে রত থাকিলে হয় না। এখানেও স্ত্রী পুরুষের সবর্ণত্ব ছিল, কারণ লোকপালত্বহেতুক সূর্য্যের ক্ষত্রিয়ত্ব শাস্ত্রসিদ্ধ। এই জন্য সত্যবতীতে উৎপাদিত ব্যাসের কানীনত্ব দোষ হইয়াছিল। পরাশর সত্যবতীতে উৎপাদিত পুত্র ব্যাসকে গ্রহণ ও সংস্কার করাতে তাঁহার ব্রাহ্মণত্ব হইয়াছিল; পরন্তু পশ্চাৎ স্বকীয় তপঃ প্রভাবে ও ব্রহ্মজ্ঞানে তাঁহাতে ব্রহ্মণ্য উদ্দীপ্ত হইয়া কানীনত্ব দোষ বিধ্বস্ত করিয়াছিল। এইরূপ বীর্য্যাদির আতিশয্যহেতুক ক্ষত্রিয়াদিরও কানীনত্ব দোষ নষ্ট হয়, যেমন কর্ণের বীর্য্যাতিশয়হেতুক ও রাজত্বলাভহেতুক অপসদত্বনাশ ও শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রতা হইয়াছিল। এখানে এটী দ্রষ্টব্য যে সত্যবতী কন্যা হইলেও পরাশরের ব্রাহ্মণত্ব হেতুক ব্যাসের ক্ষত্রিয়তা না হইয়া তাঁহার স্বোঢ়াজাত পুত্রের ন্যায় ব্রাহ্মণত্ব হইয়াছিল। কারণ বিবাহের উপযুক্তবর্ণা অনূঢ়া কন্যাজাত যে

পুত্র উৎপাদন করে সেই তাহার পতিতুল্য হয় অতএব অনূঢ়া অনুলোমাতে জাতেরা সবর্ণই হয় অনুলোম বর্ণ হয় না। তবে মাতার পুনর্ভূত্ব হইলে পুত্রের উৎপাদক বর্ণেরই অপসদত্ব হয়। অতএব মহাভারতের অনুশাসনপর্ব্বে বলিয়াছেন "কানীন ও অধ্যূঢ়জ এই পুত্রদ্বয় অপবিত্র সন্তান কিন্তু ইহাদেরও পিতারা আপন ঔরস পুত্রদের ন্যায় সংস্কার করিবে।" অন্যত্রও বলিয়াছেন যে, ক্ষেত্রজ অধ্যূঢ়জ ও অন্যান্য অপসদ দিগেরও সংস্কার-কার্য্য স্বীয় বর্ণের যেরূপ সংস্কার-কার্য্য তদনুরূপ করিবে। অতএব ব্রাহ্মণাদির কানীন পুত্রের অপসদত্ব হইলেও ঐ পুত্রের পিতৃবৎ সংস্কার শাস্ত্রবিহিত ইহা দৃষ্ট হইতেছে; অতএব মেধাতিথি কুল্লুক প্রভৃতি যে কানীনাদির ব্রাহ্মণত্ব নাই বলেন তাহা শাস্ত্রসঙ্গত নয়।

অতএব "ব্রাহ্মণ হইতে বৈশ্যের কন্যাতে অম্বষ্ঠ জন্মিয়াছে" এই মনু বচনে যে কানীন অম্বষ্ঠ উক্ত হইয়াছে চিকিৎসা উপজীবিকা বিধান হেতুক তাহারও ব্রাহ্মণবর্ণাপসদত্ব সূচিত হইতেছে—বৈশ্যাবর্ণাপসদত্ব নহে। পত্নীজাত অম্বষ্ঠের ব্রাহ্মণবর্ণত্ব পঞ্চম শ্লোকে স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে। যাজ্ঞবল্ক্যাদি বচনেও তাহা সুপরিস্ফুট রূপে লিখিত আছে। এই প্রকারে (১) সাবর্ণ্যে ও আনুলোম্যে স্বোঢ়া পত্নীভূতা তুল্যাতে ৬ (২) স্বোঢ়া অপত্নীভূতা তুল্যাতে ১ (৩) পরোঢ়া তুল্যাতে ৪ (৪) অক্ষত যোনি তুল্যাতে ৪—এইরূপে তুল্যাতে ১৫টী পুত্র; (৫) আনুলোম্যে পরোঢ়াতে ৬, (৬) আনুলোম্যে অক্ষতযোনিতে ৬, (৭) আনুলোম্যে অপত্নীভূতা স্বোঢ়াতে ৩—এইরূপে অনুলোমাতেও ১৫টী পুত্র; এবং (৮) প্রাতিলোম্যে ৬ পুত্র সর্ব্বশুদ্ধ সংখ্যাতে ৩৬ জাতীয় পুত্র *। ভগবান্ মনু এই ছত্রিশ জাতিরই বর্ণনির্ণয় উপরি

* প্রবাদেও এই ৩৬ জাতির কথা অদ্যাপি শুনা যায়, কিন্তু এই ৩৬ জাতি যে কি তাহা অনেকে অবগত নহেন।

উক্ত ১০ম অধ্যায়ের পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্লোকে করিয়া দিয়াছেন। নিরক্ষর ব্রাহ্মণেরা ইহাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান জাতিদেরও বর্ণ অবগত নহেন। এই জন্যই এই সকল যত্ন হইতেছে।

এই সকল পুত্রদের মধ্যে প্রথমোক্ত যে ছয়টী পুত্র তাহাদিগকেই মনু "সজাতিজাঽনন্তরজাঃ। ষট্ সুতা দ্বিজধর্ম্মিণঃ"অর্থাৎ সবর্ণ হইতে ও অনুলোম বর্ণ হইতে জাত ছয়টী জাতি দ্বিজধর্ম্মা বলিয়া ১০ম অধ্যায়ের ৪১ শ্লোকের পূর্ব্বার্দ্ধ রচনা করিয়াছেন। ৫ম শ্লোকের "পত্নীষু" পদ দ্বারাই ঐ ছয় জাতিকে বুঝাইয়াছেন ঐ শ্লোকেরই অপরার্দ্ধে "শূদ্রাণান্তু সধর্ম্মাণঃ সর্ব্বেঽপধ্বংসজাঃ স্মৃতাঃ" বলিয়া নিম্নলিখিত শূদ্রধর্ম্মাদিগকে বুঝাইয়াছেন, যথা—দ্বিতীয় সংখ্যাতে উক্ত শূদ্রের স্বোঢ়া শূদ্রাতে ১; তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যার মধ্যে উক্ত শূদ্র হইতে পরোঢ়া শূদ্রাতে ও অক্ষতযোনি শূদ্রাতে জাত ২ পুত্র; পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম সংখ্যার মধ্যে উক্ত আনুলোম্যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের স্বোঢ়া শূদ্রাতে জাত ৩; পরোঢ়া শূদ্রাতে ঐ তিনের জাত ৩ এবং অক্ষতযোনিতে ঐ তিনের জাত ৩; এবং অক্ষতযোনিতে ঐ তিনের জাত ৩; সমুদায়ে সজাতিজ ও অনুলোমজ ১২টি জাতি শূদ্র, তন্মধ্যে শেষের নয়টীকেই অপধ্বংসজ বলিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত শূদ্র হইতে বৈশ্যাতে ১ ক্ষত্রিয়াতে ১ ব্রাহ্মণীতে ১ এই তিন শূদ্রাপসদ "আযোগবশ্চ ক্ষত্তা চণ্ডালশ্চাধমো নৃণাম্। প্রাতিলোম্যেন জায়ন্তে শূদ্রাদপসদাস্ত্রয়ঃ" ১০ম অধ্যায়ের ১৬ শ্লোকে বলিয়াছেন।

"বিপ্রস্য ত্রিষু বর্ণেষু নৃপতে বর্ণয়োর্দ্বয়োঃ,
বৈশ্যস্য বর্ণে চৈকস্মিন্ ষড়েতেঽপসদাঃ স্মৃতাঃ।

এই ১০ম অঃ ১০ম শ্লোকে নিম্নলিখিত দ্বিজাপসদগণকে বুঝাইয়াছেন যথা—

ব্রাহ্মণ হইতে অপত্নীভূতা ব্রাহ্মণীতে ক্ষত্রিয়াতে ও বৈশ্যাতে ... ৩

ক্ষত্রিয় হইতে ক্ষত্রিয়াতে ও বৈশ্যাতে জাত ২

বৈশ্য হইতে বৈশ্যাতে জাত ১

সমুদায়ে ছয়টী দ্বিজাপসদ। এই ছয় জাতি অপসদই পরোঢ়া ও অক্ষতযোনিভেদে দ্বাদশ প্রকার হয়। ইহারাই তৃতীয় হইতে অষ্টম সংখ্যায় মধ্যে উল্লিখিত হইয়াছে। ৫ম শ্লোকের 'তুল্যাসু', 'অক্ষত যোনিষু' ও 'আনুলোম্যেন' এই তিনটি পদের দ্বারা তদন্তর্গত দ্বিজগণকে বুঝাইয়াছেন যথা—

ব্রাহ্মণ হইতে পরোঢ়া ব্রহ্মণীতে ব্রাহ্মণাপসদ ১

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্র হইতে পরোঢ়া ক্ষত্রিয়াতে জাত ক্ষত্রিয়াপসদ ... ২

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য হইতে বৈশ্যাতে জাত বৈশ্যাপসদ ... ৩

ষষ্ঠ শ্লোকের 'স্ত্রীষু' 'অনন্তরজাতাসু' ও 'দ্বিজৈঃ' এই পদসামর্থ্যে নিম্নলিখিতেরা উৎপাদকবর্ণ পাইয়াছে—

ব্রাহ্মণ হইতে অক্ষতযোনি ব্রাহ্মণী ক্ষত্রিয়া বা বৈশ্যাতে জাত ব্রাহ্মণাপসদ ৩

ক্ষত্রিয় হইতে অক্ষতযোনি ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যাতে জাত ক্ষত্রিয়াপরদ ২

বৈশ্য হইতে অক্ষতযোনি বৈশ্যাতে জাত বৈশ্যাপসদ ১

এতদ্ভিন্ন প্রতিলোমজ তিন দ্বিজাপসদ আছে ইহাদিগকে মনু— "বৈশ্যান্ মাগধবৈদেহৌ, ক্ষত্রিয়াৎ সূত এব তু। প্রাতিলোম্যেন জায়ন্তে শূদ্রাদপসদাস্ত্রয়ঃ॥" ১০, ১৭ এই শ্লোকে বলিয়াছেন। ইহারা অষ্টম সংখ্যার মধ্যে লিখিত আছে। ইহারা "অনন্তর জাতাসু দ্বিজৈঃ" পদদ্বারা ষষ্ঠ শ্লোকের পূর্ব্বোক্ত শূদ্রাপসদ দিগের সহিত কথিত হইয়াছে। ইহারাও উৎপাদকবর্ণ পাইয়াছে যথা—

ক্ষত্রিয় হইতে ব্রাহ্মণীতে জাত সূত ক্ষত্রিয়াপসদ ১

বৈশ্য হইতে ক্ষত্রিয়াতে মাগধ ও ব্রাহ্মণীতে বৈদেহ বৈশ্যা-পসদ ২

এইরূপে মনু ৬ দ্বিজ, ১৫ দ্বিজাপসদ ও ১২ শূদ্র ও ৩ শূদ্রাপসদ সমুদায়ে ৩৬ জাতির বর্ণনির্ণয় উক্ত ৫ম ও ষষ্ঠ শ্লোকের মধ্যে করিয়া পশ্চাৎ তাহা বিবৃত করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন।

এক্ষণে এইগুলি একদৃষ্টে দেখিবার নিমিত্ত নিম্নে একটী তালিকা দিতেছি।

(ক) সংস্কার্য্য।

১। সজাতিজ ও অনন্তরজ ছয় শ্রেষ্ঠ দ্বিজ জাতি, যথা—

(১) ব্রাহ্মণ হইতে পত্নীভূতা ব্রাহ্মণাত্মজাতে জাত সজাতিজ ব্রাহ্মণ (২) ক্ষত্রিয় হইতে পত্নীভূতা ক্ষত্রিয়াত্মজাতে জাত সজাতিজ ক্ষত্রিয় (৩) বৈশ্য হইতে পত্নীভূতা বৈশ্যাত্মজাতে জাত সজাতিজ বৈশ্য।

(১) ব্রাহ্মণ হইতে পত্নীভূতা ক্ষত্রিয়াত্মজাতে জাত অনন্তরজ ব্রাহ্মণ বা মূর্দ্ধাভিষিক্ত।

(২) ব্রাহ্মণ হইতে পত্নীভূতা বৈশ্যাত্মজাতে জাত অনন্তরজ ব্রাহ্মণ বা অম্বষ্ঠ।

(৩) ক্ষত্রিয় হইতে পত্নীভূতা বৈশ্যাত্মজাতে জাত অনন্তরজ ক্ষত্রিয় বা মাহিষ্য।

২। সজাতিজ ও অনন্তরজ ছয় দ্বিজাপসদ।

(১) ব্রাহ্মণ হইতে ব্রাহ্মণীতে অবৈধরূপে জাত ক্ষেত্রজ, পৌন-

র্ভব, কানীন, গূঢ়োৎপন্ন, কুণ্ডগোলকাদি জাতি সজাতিজ ব্রাহ্মণাপসদ।

(২) ক্ষত্রিয় হইতে ক্ষত্রিয়াতে...ঐ...ঐ...ক্ষত্রিয়াপসদ।

(৩) বৈশ্য হইতে বৈশ্যাতে „ ... „ বৈশ্যাপসদ।

(১) ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়াতে „ ... „ অনন্তরজ ক্ষত্রিয়াপসদ।

(২) ব্রাহ্মণ হইতে বৈশ্যাতে „ ... „ অনন্তরজ বৈশ্যাপসদ।

(৩) ক্ষত্রিয় হইতে বৈশ্যাতে „ ... „ অনন্তরজ বৈশ্যাপসদ।

৩। প্রতিলোমজ তিন দ্বিজাপসদ

(১) ক্ষত্রিয় হইতে ব্রাহ্মণীতে জাত সূত ক্ষত্রিয়াপসদ।

(২) বৈশ্য হইতে ক্ষত্রিয়াতে জাত বৈদেহ বৈশ্যাপসদ।

(৩) বৈশ্য হইতে ব্রাহ্মণীতে জাত মাগধ—বৈশ্যাপসদ।

উপরি উক্ত এই সমস্ত জাতি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ভেদে তিন মাত্র বর্ণের হয়। ইহারাই সজাতিজ ও অনন্তরজভেদে ছয় জাতীয় বলিয়া উপরে কথিত হইয়াছে। ইহা স্থানান্তরে প্রদর্শিত হইবে।

(খ) অসংস্কার্য্য—শূদ্রধর্ম্মা বা অপধ্বংসজ।

শূদ্র বা শূদ্রা সম্পর্কে জাত সমুদায় পুত্র শূদ্র।

এক্ষণে দেখুন আমাদের কৃত মনুর এই ব্যাখ্যা পূর্ব্বোক্ত বেদবচন সকলের সহিত, এবং অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, উশনা, ব্যাস, শঙ্খ, দক্ষ, বশিষ্ঠ প্রভৃতি ধর্ম্মসংহিতাকার ঋষিগণের যে সকল বচন বলিয়াছি তাহাদের সহিত সঙ্গত হইতেছে কিনা, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনুব্যাখ্যা ভীষ্মকৃত ব্যাখ্যার সহিত এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বর্ণবিষয়ক বচনের সহিত সঙ্গত হইতেছে কিনা, আমাদের উক্ত সদাচারমূলক বিবিধ পুরাণবচন সকলের সহিত সঙ্গত হইতেছে কিনা এবং ঐ সকল শাস্ত্র বচনের সহিত আমাদের উল্লিখিত শাস্ত্র ও ন্যায়সঙ্গত যুক্তি সকল আপনাদের হৃদয়গ্রাহিণী হইয়াছে কি না? যদি তাহা হইয়া থাকে

তবে আমাদের উক্ত বচনগুলি মনুধর্ম্মনির্ণয়ার্থ যে চারিটী লক্ষণ বলিয়াছেন "বেদঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ। এতচ্চতুর্ব্বিধং প্রাহুঃ সাক্ষাদ্ধর্ম্মস্য লক্ষণম্" বেদ, স্মৃতি, সদাচার, ও হৃদয়গ্রাহিণী যুক্তি সেই চারিটীর সহিত সঙ্গত হওয়ায় সত্য বলিয়াই প্রতিপন্ন হইতেছে। কেবল এক্ষণে ঐ সকল বচনের সহিত সঙ্গত করিয়া জাতি ও বর্ণ সংবন্ধীয় আচার বা লোকব্যবহার দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইতে পারিলেই এ বিষয়ের সন্দেহ দূর হইয়া ও বিষয়টী পরিস্ফুটরূপে হৃদয়ঙ্গম হইয়া সত্যের মীমাংসা হইয়া যায় এবং প্রত্যক্ষ দৃষ্টের ন্যায় দেখিয়া লোকের প্রতীতি দৃঢ় হইয়া যায়। অতএব আমরা পূর্ব্বে পূর্ব্বে সামান্য ও তাদৃশ ব্যবহার সূচনার্থ পুরাণবচনসকল উদ্ধার করিলেও এক্ষণে তাৎকালিক লৌকিক ব্যবহারসূচক পৌরাণিক জাতি ও বর্ণ বিষয়ক এক একটী ব্যক্তিগত দৃষ্টান্ত সাধারণের অবগত্যর্থ উপস্থাপিত করিতেছি। তাঁহারা দেখুন, সমানবর্ণা সমান জাতীয়াতে জাত পুত্র সবর্ণ হয়, সে বিষয়ে কাহারও আপত্তি নাই।

ব্রাহ্মণ—

১। ব্রাহ্মণ হইতে ব্রহ্মক্ষত্রিয়াত্মজা পত্নীতে জাত বৈশ্য ব্রাহ্মণ যথা—

(ক) বশিষ্ঠ হইতে প্রজাপতি বা ব্রহ্মক্ষত্রিয় কর্দ্দমের কন্যা অরুন্ধতীতে জাত শক্তি ইত্যাদি ব্রাহ্মণ।

(খ) শক্তি হইতে পরাশর ইত্যাদি।

২। ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়াত্মজা পত্নীতে জাত ব্রাহ্মণ যথা—

(ক) ভৃগুবংশীয় ঋচীক হইতে চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় গাধিরাজার আত্মজা পত্নী সত্যবতীতে জাত জমদগ্নি ব্রাহ্মণ ও ব্রহ্মর্ষি ছিলেন, বেদে ইঁহার অনেক সূক্ত আছে। এই

(খ) জমদগ্নি হইতে সূর্য্যবংশীয় রেণুরাজার আত্মজা পত্নী রেণুকাতে পরশুরাম ব্রাহ্মণ। এই জাতীয় ব্রাহ্মণেরাই বলিতে পারিতেন। "উভাভ্যাং চ সমর্থোঽহং শাপাদপি শরাদপি" অর্থাৎ আমাতে ব্রাহ্মতেজ আছে ক্ষাত্রতেজও আছে এবংভূত ব্রহ্মক্ষত্রবংশীয় ব্রাহ্মণ অর্থাৎ মূর্দ্ধাভিষিক্ত ব্রাহ্মণ। এই প্রকার ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ই "ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং ধর্ম্মকোষস্য গুপ্তয়ে" মনু ১ম ৯৯ শ্লোক। সর্ব্বপ্রাণীর ও সর্ব্ববর্ণের ধর্ম্মরক্ষার প্রভু।

৩। ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়াত্মজা ও বৈশ্যাত্মজা পত্নীতে জাত বৈদ্য ব্রাহ্মণ যথা—

(ক) ভৃগুপুত্র দেবর্ষি চ্যবনের ঔরসে ক্ষত্রিয়রাজা শর্যাতির আত্মজা সুকন্যা নাম্নী পত্নীতে সুবর্ণ নামক ভিষক্ ব্রাহ্মণ।

(খ) ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত বিশ্বামিত্রের ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যা পত্নীতে যে সমস্ত পুত্র জন্মিয়াছিলেন যথা মুদ্গল, কাশ্যপ, গর্গ, যাজ্ঞবল্ক্য, বাস্কল, সাঙ্কৃতি গালব, মধুচ্ছন্দ, সুশ্রুত, হারীত প্রভৃতি তাঁহারা সকলেই বৈদ্য-ব্রাহ্মণ ছিলেন।

(গ) দীর্ঘতপা হইতে তাঁহার বৈশ্যা পত্নীতে জাত অম্বষ্ঠ দিবোদাস ধন্বন্তরি রাজধর্ম্মাবলম্বী বৈদ্য বা নৃপবৈদ্য ছিলেন।

(খ) ও (গ) চিহ্নে উক্তদিগের বহু বহু সূক্ত ও ঋক্‌সকল বেদে দৃষ্ট হয়। ইঁহাদের চিকিৎসা শাস্ত্র বা আয়ুর্ব্বেদ ঐ বেদের মধ্যে আছে। ইনি পূর্ব্বোক্ত সুশ্রুত ও হারীতের আয়ুর্ব্বেদ-গুরু।

৪। ব্রাহ্মণ হইতে পরোঢ়া সধবা ব্রাহ্মণীতে জাত কুণ্ডপুত্র ব্রাহ্মণ যথা—

কুণ্ড—

(ক) বৃহস্পতি হইতে সম্বর্ত্ত নামক তদীয় ভ্রাতার অনিযুক্তা পত্নীতে (বিষ্ণুপুরাণ মতে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা উতথ্যের পত্নীতে) জাত

ভরদ্বাজ পূর্ব্বে রাজধর্ম্মাবলম্বী বৈশ্য ব্রাহ্মণ ছিলেন। পুরুবংশের অন্তে ইনিই বৈশ্যত্বহেতুক রাজ্যে অভিষিক্ত হন। শেষে গয়াধামের নিকটবর্ত্তী আশ্রমে বানপ্রস্থ হইয়া ব্রহ্মর্ষি নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। ইহাঁরও অনেক আয়ুর্ব্বেদীয় সূক্ত বেদে দৃষ্ট হয়। ইনি উপরি উক্ত ধন্বন্তরির চিকিৎসা শাস্ত্রের গুরু।

৫।

ক্ষেত্রজ—

(খ) ব্রাহ্মণ হইতে নিযুক্তা ব্রাহ্মণী বিধবাতে রথীতর বংশীয়েরা আঙ্গিরস ব্রাহ্মণ। বায়ু পুরাণ, হরিবংশ ও বিষ্ণুপুরাণ।

(গ) দেবর্ষি চ্যবন হইতে ক্ষত্রিয় মৃত শতধন্বার নিযুক্তা স্ত্রীতে জাত বৈতরণ বৈশ্য ব্রাহ্মণ বা ভিষক্ ব্রাহ্মণ। ইনি ধন্বন্তরির অন্যতম আয়ুর্ব্বেদ শিষ্য ছিলেন।

অনির্দ্দিষ্টপিতৃক সত্যকাম বিধবা ভ্রষ্টা স্ত্রীতে জাত। সত্যনিষ্ঠতাহেতুক তিনি ব্রাহ্মণ পিতা হইতে ঐ স্বৈরিণী জাবালীতে জাত হইলে ও মাতৃনামে জাবাল বলিয়া প্রসিদ্ধ ও ব্রাহ্মণাপসদ হইয়া জন্মিলেও অশেষ জ্ঞানবত্তাহেতুক সদ্ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। তাঁহারই বংশে মহর্ষি জাবালীর জন্ম। ইনি ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ।

ব্রাহ্মণ পরাশর হইতে ক্ষত্রিয়কন্যা সত্যবতীতে অনূঢ়াবস্থায় জাত কানীন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন পরাশর কর্ত্তৃক গৃহীত হওয়ায় ও বেদব্যাস হওয়ায় ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ।

ক্ষত্রিয়।

অযোধ্যাধিপতি দশরথ হইতে দক্ষিণ কোশলাধিপতির দুহিতা কোশল্যাতে জাত রাম, কেকয়াধিপতির দুহিতাতে জাত ভারত—ব্রাহ্মণ জাতীয় বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়।

ব্রাহ্মণ ধর্ম্ম, ক্ষত্রিয় পবন ও ইন্দ্র এবং বৈদ্যব্রাহ্মণ অশ্বিনী তনয়দ্বয় হইতে ক্ষত্রিয় পাণ্ডুরাজার নিযুক্তা স্ত্রী কুন্তীতে যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবেরা ক্ষত্রিয়। ব্রাহ্মণ ব্যাস হইতে মৃত বিচিত্রবীর্য্যের পত্নী নিযুক্তা বিধবাতে ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু ক্ষত্রিয়। ক্ষত্রিয় শান্তনু রাজা হইতে পুনর্ভূ সত্যবতী ভার্য্যাতে জাত পৌনর্ভব বিচিত্রবীর্য্য ক্ষত্রিয়। ক্ষত্রিয় হইতে বিধবা রাজমহিষী ক্ষত্রিয়াতে জাত সগর রাজা ক্ষত্রিয়।

শোভনরাজ কর্ত্তৃক বলাৎকৃতা উগ্রসেনের ক্ষত্রিয়াত্মজা পত্নীতে অসুর ধর্ম্মাক্রান্ত কংস রাজা ক্ষত্রিয়।

ক্ষত্রিয় ধৃতরাষ্ট্র হইতে তাঁহার বৈশ্যাত্মজা দ্বিতীয়া পত্নীতে জাত যুযুৎসু ক্ষত্রিয়। ভাস্কর হইতে ক্ষত্রিয়াত্মজা কুন্তীর কন্যাকালে জাত কানীন কর্ণ পরিত্যক্ত ও সূত জাতি কর্ত্তৃক গৃহীত হওয়ায় সূত।

ক্ষত্রিয় হইতে ব্রাহ্মণীতে জাত সঞ্জয় সূত—

ব্রাহ্মণ ব্যাস হইতে শূদ্রাতে জাত বিদুর পারশব নামক শূদ্র। ক্ষত্রিয় রাজা দশরথ হইতে শূদ্রা ভার্য্যা সুমিত্রাতে জাত লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন উগ্র নামক শূদ্র।

বৈশ্য ভবভূতি হইতে শূদ্রাতে জাত করণ নামক শূদ্র—যথা অহিমিল। এইসকল বংশ হইতে জাত ও তৎসম্পৃক্ত জাতিরাই এক্ষণে ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণাদি জাতি বলিয়া পরিচয় দিতেছেন। নূতন কোন জাতি অন্য কোনও স্থান হইতে আসিয়া ব্রাহ্মণাদি বলিয়া পরিচয় দিতেছে না। ইহা ভিন্ন ভিন্ন গোত্রীয় ব্রাহ্মণাদি বর্ণের স্মরণ রাখা উচিত।

ইতি বৈদ্যজাতির বর্ণনির্ণয় নামক গ্রন্থে দ্বিতীয় অধ্যায়ে মনুমত।

প্রত্যেক জাতির প্রতি শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট কর্ম্মই তাহাদের স্বকর্ম্ম ও তৎপালনই জাতি রক্ষা।

অতি প্রাচীনকালে দ্বিজগণের মধ্যে জন্মভেদজন্য কর্ম্মভেদ নির্দ্দিষ্ট না হইলেও লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে সমাজের সুশৃঙ্খলার নিমিত্ত ঋষিরা ভিন্ন ভিন্ন প্রকার জাতির ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্ম নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন। প্রত্যেক জাতির প্রতি শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট ঐ সকল কর্ম্মই তাহাদিগের স্বকর্ম্ম। যেমন ব্রাহ্মণজাতির স্বকর্ম্ম অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যজন, যাজন, দান ও প্রতিগ্রহ এই ছয়টি কর্ম্ম এইরূপ স্বজাতি নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মের পরিপালনই তজ্জাতীয়দিগের বিশেষ ধর্ম্ম। সেই ধর্ম্মরক্ষাতেই জাতি রক্ষা হয়, অন্যথা পাতিত্য বা সঙ্করতা হয়। ভগবান্ মনু দশমাধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে যে স্বকর্ম্মস্থ ব্রাহ্মণের কথা বলিয়াছেন এবং ঐ অধ্যায়েই ৭৪ সংখ্যক শ্লোকে আবার জাতিস্থ ও স্বকর্ম্মস্থ দ্বিজাতির কথা বলিয়াছেন। এই দুই দ্বিজাতির অর্থে পরস্পর বিশেষ আছে। প্রথম শ্লোকে কেবল "স্বকর্ম্মস্থ দ্বিজাতি" বলাতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সমুদায় বর্ণীয় সমুদায় স্ব স্ব কর্ম্মাবলম্বী দ্বিজাতিকে বুঝাইতেছে, কিন্তু ৭৪ নং শ্লোকে "ব্রহ্মযোনিস্থ স্বকর্ম্মস্থ দ্বিজাতি" বলাতে ক্ষত্রিয়কর্ম্মা ও বৈশ্যকর্ম্মা ব্যতীত যে সকল স্বকর্ম্মস্থ দ্বিজ তাহাদিগকেই বুঝাইতেছে। এইরূপ স্বকর্ম্মস্থ দ্বিজপুত্রেরাই ষট্‌কর্ম্মের অধিকারী হয় এবং ঐ ষট্‌কর্ম্মাদের পুত্রেরাই ষট্‌কর্ম্মা ব্রাহ্মণজাতির বর্ণ ও তদ্বর্ণীয় সংস্কারাদি প্রাপ্ত হয়। যাহারা ঐ ছয় কর্ম্ম করে না তাহারা ধর্ম্মতঃ ষট্‌কর্ম্মে অধিকার পাইবার যোগ্য নয় তাহাদের পুত্রেরাও নয়। ঐ ষট্‌কর্ম্মা ব্রাহ্মণেরাই যাজন অধ্যাপন ও প্রতিগ্রহ দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে অধিকারী, ষট্‌কর্ম্মত্যাগীরা বা ত্যক্তস্বধর্ম্মারা জাত্যন্তর প্রাপ্ত পতিত

বা সঙ্কর হওয়ায় ঐ বৃত্তিগ্রহণে সম্পূর্ণরূপে অনধিকারী। ঐরূপ নির্দ্দিষ্ট ষট্‌কর্ম্মারাই ব্রাহ্মণ বর্ণীয় ব্রাহ্মণজাতি ইহাদিগকে সম্পূর্ণ নামে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ বলা যায়। ব্রাহ্মণ বর্ণ থাকিয়াও অর্থাৎ ব্রাহ্মণ বর্ণীয় সমুদায় কর্ম্ম করিয়াও যাহারা যাজনাস্থলে রাজকার্য্য গ্রহণ করিয়াছে তাহারা ব্রাহ্মণবর্ণীয় রাজজাতি ইহাদিগকে মূর্দ্ধাভিষিক্ত ব্রাহ্মণ বলা যায়। আর যাহারা ব্রাহ্মণবর্ণের সমুদায় কর্ম্ম করিয়াও যাজনা স্থলে চিকিৎসাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে তাহারা ব্রাহ্মণবর্ণীয় ভিষক্‌জাতি। ইহাদিগকে অম্বষ্ঠ বলা যায়। কিন্তু যাহারা কেবল ধনুর্ব্বেদ অধ্যয়ন ও যুদ্ধাদি কার্য্য করিয়া রাজা হইয়াছে তাহারা ক্ষত্রবর্ণ। এই বর্ণমধ্যেও দুই জাতি আছে। এক ক্ষত্রবর্ণীয় ক্ষত্রজাতি ও অপর ক্ষত্রবর্ণীয় মাহিষ্য জাতি। বৈশ্যবর্ণে জাতিভেদ নাই। ইহারাই শাস্ত্রোক্ত ছয় দ্বিজাতি। ভগবান্ মনু দশম অধ্যায়ের পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্লোকে চারি বর্ণান্তর্গত এই সমস্ত দ্বিজাতির ও অন্যান্য বহুবিধ জাতির সমুদায়ে ৩৬ জাতির বর্ণনির্ণয় করিয়া দিয়া শেষে সমাজবাহ্য অতি অপকৃষ্ট জাতিরও পরিচয় করিয়া দিয়াছেন। দ্বিজগণের মধ্যে সমানবর্ণ হইতে সমানবর্ণীয়া কন্যাতে, ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ হইতে ভিন্ন বর্ণীয়া কন্যাতে জন্মিয়া যত প্রকার জাতি হইতে পারে সেই সকল প্রকার জাতির সাধারণ কর্ত্তব্য সূচনার্থ বর্ণ ও বিশিষ্ট কর্ম্ম বা জীবিকা সূচনার্থ জাতি নাম জ্ঞাপন করিয়াছেন। এই জাতি সমুদায়ের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে ব্রাহ্মণবর্ণীয় জাতিত্রয়ের গণনা। এই জাতিত্রয়ের মধ্যে সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ অখিলতত্ত্ববিৎ তপঃপরায়ণ পিতা হইতে জাত তাদৃশ গুণসম্পন্ন পুত্র যদি নিজ পিতার সমান ধর্ম্মাক্রান্ত পিতা হইতে জাতা অথচ ভিন্ন গোত্রীয়া কন্যাকে শাস্ত্রানুসারে বিবাহ করেন তবে ঐ বিবাহে উৎপন্ন পুত্রেরা ব্রাহ্মণ বর্ণান্তর্গত ব্রাহ্মণ জাতি নির্দ্দিষ্ট ষট্‌কর্ম্ম করিবার উপযোগী সংস্কারাদি পাইবে। যদি তাদৃশ

পিতা হইতে জাত তাদৃশ গুণসম্পন্ন পুত্র ঐ বিবাহের পর ক্ষত্রবর্ণীয় কন্যাকে বিবাহ করেন তবে ঐ বিবাহে যে পুত্রেরা জন্মিবে তাহারা মূর্দ্ধাভিষিক্ত নামক ব্রাহ্মণ হইবে। এই ব্রাহ্মণেরা ব্রহ্মণবর্ণীয় সকল কর্ম্মই করিবে, কেবল যাজনাস্থলে রাজকর্ম্ম করিবে, আর ঐরূপ সর্ব্বশাস্ত্র তত্ত্বজ্ঞ ও তপঃপরায়ণ পিতা হইতে বৈশ্যবর্ণীয়া পত্নীতে জাত পুত্রেরা অম্বষ্ঠ নামক ব্রাহ্মণ হইবে। ইহারাও ব্রাহ্মণ জাতির নির্দ্দিষ্ট এই সকল কর্ম্ম করিয়া কেবল যাজনাস্থলে চিকিৎসা করিবেন। উপ-জীবিকাগত প্রভেদভিন্ন ইহাদের ব্রাহ্মণত্ব বিষয়ে পরস্পর প্রভেদ নাই। চিরব্যবহার সিদ্ধ এই বিষয়টী বুঝাইতেই মনু উক্ত দুইশ্লোকে "জাত্যা জ্ঞেয়া" এই স্থলে জাতি শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন। অর্থাৎ এই প্রকার জাতি অর্থাৎ জন্মহেতুকই তাহাদিগকে চিনিয়া লইবে, অর্থাৎ কে ব্রাহ্মণ বর্ণ, কেবা ক্ষত্রিয় বর্ণ ইত্যাদি বুঝিয়া লইবে। কারণ দ্বিজেরা সবর্ণা ও অনুলোমকে অর্থাৎ উৎকৃষ্টবর্ণা নয় এরূপ দ্বিজকন্যাকে যথা-শাস্ত্র বিবাহ করিলেই সে পতির সবর্ণা হয়; এবং সবর্ণ মাতাপিতা হইতে জাতপুত্রই সবর্ণ হয়। কিন্তু মাতাপিতা সবর্ণ হইলেও যদি ব্যভিচারাদি দোষে উৎপন্ন হয় তবে ঐ পুত্র দূষিত হইয়া অপসদ হয় ইহা চির প্রসিদ্ধ! ব্রাহ্মণ বর্ণ হইতে স্বোঢ়া দ্বিজাতে যাহারা জন্মি-য়াছে তাহারা অভ্রান্তরূপে ব্রাহ্মণবর্ণ। তবে জন্মহেতুক কেবল জাতি ভেদসূচক নাম ও তদনুসারী জীবিকা দেওয়া হইয়াছে। মনু ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণেরই কার্য্য প্রথমাধ্যায়ে সামান্যত দেখাইয়াছেন, অনন্তর ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায়ে মূর্দ্ধাভিষিক্তের কার্য্য সবিশেষ বলিয়া-ছেন। অম্বষ্ঠের ব্রাহ্মণ কার্য্য হইতে কেবল চিকিৎসাংশে ভেদ মাত্র। তাহা দশমাধ্যায়ে অম্বষ্ঠাপসদের কার্য্য জ্ঞাপন দ্বারা সূচিত করিয়াছেন। ব্রাহ্মণদের মধ্যে এই জন্মগত উৎকর্ষ নিকর্ষ গণ-নীয়ের মধ্যেই নয়, কারণ ব্রাহ্মণদের বিদ্যোৎকর্ষ এবং স্ব স্ব জাতীয়

কর্ম্মোৎকর্ষহেতুক শ্রেষ্ঠতা ও পূজ্যতা হইয়া থাকে। ক্ষত্রিয়দের বলাধিক্যই স্বশ্রেণীর মধ্যে উৎকর্ষের হেতু এবং ধনধান্যাদির প্রাচুর্য্যই বৈশ্যদের উৎকর্ষহেতুক হয় ইহা মনু বিজ্ঞাপন করিয়াছেন। অতএব মনুর দশমাধ্যায়ের এই দুই শ্লোকে বিবিধ প্রকার বিবাহে জাত পুত্রগণের জাতি ও বর্ণ কথন কেবল তাহাদের বর্ণ ও জাতি বিশেষ সংস্কারাদি জ্ঞাপনার্থ জানিতে হইবে। মনু হইতে যদি জাতি ও বর্ণ জানা না যায় তাহা হইলে মনূক্ত সমস্ত বর্ণধর্ম্ম ও জাতিধর্ম্ম সংবন্ধে বচন বৃথা হইয়া পড়ে। কারণ বর্ণ না জানিলে কাহার ধর্ম্ম ও উপজীবিকা কাহাকে দিবে তাহার নির্ণয় হয় না।

সমবিদ্যদিগের মধ্যে ও সমধর্ম্মাদিগের মধ্যে জন্ম জন্য যে জাতিগৌরব তাহা পরোক্ত ক্রমানুসারে হইয়া থাকে যথা ১ ব্রাহ্মণ, ২ মূর্দ্ধাভিষিক্ত ৩ অম্বষ্ঠ, ৪ ক্ষত্রিয়, ৫ মাহিষ্য, ৬ বৈশ্য। এই ছয় জাতির মধ্যে প্রথম তিন জাতি ব্রাহ্মণ বর্ণ; চতুর্থ ও পঞ্চম জাতি ক্ষত্রিয় বর্ণ; ষষ্ঠ জাতি বৈশ্যের মধ্যে জাতিভেদ নাই। এতদতিরিক্ত অপসদেরা নিন্দিতজন্মহেতুক স্ব স্ব শ্রেণীর মধ্যে নিকৃষ্ট বলিয়া গণ্য হয়; কিন্তু জাতীয় গুণে উৎকর্ষ প্রদর্শন করিতে পারিলে ইহাদেরও উৎকৃষ্টজাতিত্ব প্রমাণ হয়। তখন আর তাহাদের অপসদত্ব থাকে না যেমন ভরদ্বাজ, ব্যাস, বৈতরণ, জাবাল, কক্ষীবৎ প্রভৃতি, বিচিত্র বীর্য্য, পাণ্ডু, যুধিষ্ঠিরাদি, কর্ণ প্রভৃতি অপসদ হইয়াও স্বশ্রেণীস্থ কর্ম্মে উৎকর্ষপ্রদর্শনহেতুক উৎকৃষ্ট জাতিমধ্যে পরিগণিত হইয়াছিলেন।

ইতি বৈদ্যজাতির বর্ণবিনির্ণয় নামক দ্বিতীয়াধ্যায়ে জাতি-
নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মানুসরণে বৈদ্যজাতির ব্রাহ্মণত্ব
নামক অংশ।

ইতি দ্বিতীয়ভাগ সমাপ্ত।

বৈদ্যজাতির-বর্ণ-বিনির্ণয়

তৃতীয় অধ্যায়।

প্রথম ভাগ। বেদহীন ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক শাস্ত্রার্থনাশ ও তাঁহাদের অশাস্ত্রীয় মত খণ্ডন।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ে যাহা যাহা বলিয়া আসিয়াছি তাহা পড়িলে বোধ করি জাতি ও বর্ণ বিষয়ে আর কাহারও সন্দেহ থাকিবে না। মনু যখন প্রত্যেক জাতির উৎপত্তি বলিয়া তাহাদিগের জন্মজন্য প্রত্যেকের বর্ণসংস্কার বলিয়া দিয়াছেন, যখন দ্বিজমাত্র হইতে দ্বিজাত্মজামাত্রে জাতদিগকে দ্বিজ বা দ্বিজাপসদ বলিয়া তাহাদিগের উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট শ্রেণীর দ্বিজই বলিয়াছেন এবং ভীষ্ম যখন "কানীনাধ্যূঢ়জৌ বাপি" ইত্যাদি শ্লোকে ক্ষেত্রজ, পৌনর্ভব, কানীন, সূত, মাগধাদি নিকৃষ্ট দ্বিজাপসদদিগেরও সংস্কার বলিয়াছেন; যাজ্ঞবল্ক্য যখন "অনিন্দ্যেষু বিবাহেষু পুত্রাঃ সন্তানবর্দ্ধনাঃ" বলিয়া অনিন্দিতবিবাহে উৎপন্ন মূর্দ্ধাভিষিক্ত অম্বষ্ঠাদির ব্রাহ্মণবর্ণত্ব বলিয়া দিয়াছেন, ব্যাস যখন "বিপ্রবদ্ বিপ্রবিন্নাসু" ইত্যাদি বলিয়া ব্রাহ্মণ পরিণীত স্ত্রীমাত্রের ব্রাহ্মণসংস্কার স্পষ্ট বলিয়া দিয়াছেন তখন আর মূর্দ্ধাভিষিক্ত অম্বষ্ঠাদি শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণবর্ণীয় সংস্কারাদির বিষয়ে কোনও সংশয় থাকিতে পারিতেছে না। ফলত মনু-যাজ্ঞবল্ক্য-ব্যাসাদি এই সকল ঋষিদের

বচনের বিরুদ্ধ যে সকল বচন কুল্লূকাদি টীকাকারেরা মনুযাজ্ঞবল্ক্য ব্যাসাদির বচন বলিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন সে সকল অবশ্যই আধুনিক জাল মনুযাজ্ঞবল্ক্যব্যাসাদির বচন এবং এই বঙ্গীয় ব্রাহ্মণগণেরই রচিত। এ বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ হইতে পারে না। ইঁহারা যে সকল বচন এই সকল ঋষিদের নামে চালাইয়াছেন তাহার কোনটীও আমরা মূল পুস্তকে দেখিতে পাই না। বঙ্গদেশে যে সকল পুস্তক অব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে তাহাদের প্রতি আমরা কোনও ক্রমে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি না। ইহাদের অসাধ্য কিছুই নাই। ইহারা প্রকৃত বচনসকল পরিত্যাগ, তৎপরিবর্ত্তে অসংলগ্ন, অসংবদ্ধ বিরুদ্ধ বচন সকলের প্রয়োগ এবং স্থলে স্থলে অতিরিক্ত শ্লোক সকল রচনা করিয়া বহু স্মৃতি ও পুরাণ এককালে নষ্ট করিয়াছে। কুব্যাখ্যা দ্বারা গ্রন্থার্থ নষ্ট করিয়াছে বিশেষত মন্বাদি ও মহাভারতাদি প্রসিদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্রসকলের ব্যাখ্যা ঐ সকল শাস্ত্রেরই বিরুদ্ধে করিয়া শাস্ত্রার্থসকল সাধারণের বুদ্ধির অগোচর করিয়া তুলিয়াছে। বহু শাস্ত্র দর্শন না করিলে ইহাদের কুব্যাখ্যাকৃত জটিলতা ভেদ করিয়া সত্যার্থে উপনীত হওয়া যায় না। এই কারণে আমরা সাধারণের প্রত্যয়ের নিমিত্ত ধর্ম্মশাস্ত্রাদি পাঠক ও অধ্যাপকদিগকে সাবধান করিয়া দিতেছি যে তাঁহারা যেন অতঃপর আর মেধাতিথি কুল্লূকাদির ন্যায় শাস্ত্রব্যাখ্যাকারদিগের ব্যাখ্যার উপর নির্ভর না করেন। আমরা তদর্থ, উহাঁদের ব্যাখ্যা এখানে আনুপূর্ব্বিক উদ্ধৃত করিয়া সাধারণকে দেখাইতেছি পশ্চাৎ ঐ সকল ব্যাখ্যা যে কেবল অন্যান্য শাস্ত্রেরই বিরুদ্ধ নয়, পরন্তু যে শাস্ত্রের ব্যাখ্যা তাহারও বিরুদ্ধ তাহা দেখাইয়া দিতেছি।

কুল্লূকাদি ব্রাহ্মণেরা মূর্দ্ধাভিষিক্ত ও অম্বষ্ঠ দিগকে ব্রাহ্মণত্ব হইতে পৃথক্ করিবার নিমিত্ত ঐ পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্লোকের অর্থ অন্য প্রকার

করিয়াছেন। ইহাঁদের ভাব ভঙ্গী দেখিয়াই জানা যায়, যে মনূক্ত আনুলোম্য পদটীকে এই শ্লোকের বলিয়া স্বীকার করিয়া যথাযথ অর্থ করিয়া গেলে ঐ দুই জাতিকে ব্রাহ্মণ বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়। অতএব আনুলোম্য পদটীর অর্থ অন্যথা করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য অথবা এ পদটীকে এককালে পরের শ্লোকে সরাইয়া দিয়া ব্যাখ্যা করা কর্ত্তব্য এই বিবেচনা করিয়া ইঁহারা দুই প্রকারই করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু জাতিবর্ণবিষয়ক ঐ শ্লোকদ্বয় অপরিমেয়বুদ্ধিপ্রভাবসম্পন্ন অদ্বিতীয় ঋষি মনুর প্রণীত সূত্র। ইঁহার প্রত্যেক পদ সার্থক, সন্ধিস্বার্থশূন্য ও অবশ্য প্রযোজ্য। ইহার অর্থান্তরও করা যায় না, অপ্রয়োজনীয় বলিয়া কোনটীকে সরানও যায় না। সেরূপ করিতে চেষ্টা করিয়া ইঁহারা যে কি করিয়াছেন তাহাই এখানে দেখাইতেছি। প্রথমত কুল্লূকের ব্যাখ্যাটীই দেখাইতেছি।

"ব্রাহ্মণাদিষ্ বর্ণেষু চতুর্ষ্পি সমানজাতীয়াসু যথাশাস্ত্রং পরিণীতা-স্বক্ষতযোনিষু স্ত্রীষু আনুলোম্যেন ব্রাহ্মণেন ব্রাহ্মণ্যাং ক্ষত্রিয়েণ ক্ষত্রিয়ায়াং ইত্যনুক্রমেণ যে জাতাস্তে মাতাপিত্রোর্জাত্যা যুক্তাস্তজ্জাতীয়া এব জ্ঞাতব্যাঃ।"

অর্থ। "ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণেই বিবাহকর্ত্তার সমানজাতীয়া যথাশাস্ত্রপরিণীতা অক্ষতযোনি স্ত্রীতে আনুলোম্যে উৎপন্ন অর্থাৎ ব্রাহ্মণ কর্তৃক ব্রাহ্মণীতে, ক্ষত্রিয় কর্তৃক ক্ষত্রিয়াতে ইত্যাদি ক্রমে যাহারা জন্মিয়াছে তাহারা মাতাপিতা উভয়ের জাতিযুক্ত হইয়া তজ্জাতীয়ই হয় জানিবে।"

কুল্লূক্ তুল্যা পদের অর্থ করিয়াছেন সমানজাতীয়া। এরূপ করার অভিপ্রায় এই যে সমানজাতীয়া বলিলে কেবল সবর্ণে জাত স্ত্রীকেই বুঝাইবে অনুলোম বর্ণে জাত স্ত্রীকে বুঝাইবে না। আনুলোম্য পদ থাকিলেও তাহার অর্থ 'ক্রম' ইহা বুঝাইয়া কেবল একটা ক্রম

দেখাইয়া দিলেই চলিবে। কিন্তু ইঁহারা কেহই দেখেন নাই যে তাহা হইতেই পারেনা। প্রথমত ব্রাহ্মণকন্যা, ক্ষত্রিয়কন্যা ও বৈশ্যকন্যা—ইঁহারা সকলেই দ্বিজকন্যাত্ব পুরস্কারে সমানজাতীয়া। বিবাহ হওয়ার পূর্ব্বে ইহাদের কেহই দ্বিজ হইয়া কোন বর্ণীয় হয় নাই। কারণ বিবাহে বৈদিক মন্ত্রসংস্কারেই দ্বিজকন্যা বা দ্বিজা হয় ও যে বর্ণের সহিত বিবাহ হয় সেই বর্ণই হয় পিতৃবর্ণ হয় না এবং তাহার পূর্ব্বেও পিতৃবর্ণ থাকে না। কন্যা অবস্থায় অর্থাৎ দ্বিজ হইবার পূর্ব্বাবস্থায় ঐ তিন বর্ণের কন্যারা একজাতি অর্থাৎ শূদ্রা থাকে। "চতুর্থ একজাতিস্তু শূদ্রো নাস্তি তু পঞ্চমঃ।" "সাহি শূদ্রসমা তাবদ্ যাবদ্ বেদে ন জায়তে" "এষ প্রোক্তো দ্বিজাতীনামৌপনায়নিকো বিধিঃ। উৎপত্তিব্যঞ্জকঃ পুণ্যঃ" "নবৈতাঃ কর্ণবেধান্তাঃ মন্ত্রবর্জ্জং ক্রিয়া স্ত্রিয়াং। বিবাহো মন্ত্রতস্তস্যাঃ শূদ্রস্যামন্ত্রতো দশ॥" ইত্যাদি শ্লোকের বলে বিবাহের পূর্ব্বে সকল বর্ণের কন্যারা দ্বিজকন্যাত্ব পুরস্কারে বা অদ্বিজরূপে সমান জাতীয়াই থাকে আবার বিবাহের পরও ঐ সকল কন্যা যাহার সহিত পরিণীত হয় ব্রাহ্মণাদিকন্যানির্ব্বিশেষে সকলেই পরিণেতার বর্ণ পাইয়া পরিণেতার সমানজাতীয়া হয়। অতএব কি বিবাহের পূর্ব্বে কি বিবাহের পরে সকল সময়েই দ্বিজকন্যারা ও পত্নীরা পরিণেতার সম্বন্ধে সমান জাতীয়া থাকে অতএব তুল্যা অর্থ—সমানজাতীয়া করিয়াও অভিপ্রেত সিদ্ধি হইতে পারিতেছে না। সমান জাতীয়া পত্নী একথা বলিলেও ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণাত্মজা ক্ষত্রিয়াত্মজা পত্নীদিগকে সমভাবেই বুঝাইয়া থাকে। ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়াত্মজা ও বৈশ্যাত্মজা পত্নীকে এবং বৈশ্যের বৈশ্যাত্মজা পত্নীকে পরিণেতার সম্বন্ধে সমানজাতীয়াই বলা যায়। পতি ও পত্নী কখনই অসমানজাতীয় হইতে পারে না।

পত্নীশব্দের প্রতিশব্দ ঠিকই দিয়া বলিয়াছেন যথাশাস্ত্র পরিণীতা স্ত্রী কিন্তু অভিপ্রায়টী দেখিয়া বোধ হয় যেন ইঁহাদের মতে যে বর্ণীয়

পতি সেই বর্ণীয় কন্যার সহিত পরিণয় হইলেই তাহারা পত্নী হইত অন্যবর্ণীয় দ্বিজাতি কন্যারা যথাশাস্ত্র পরিণীতাও হইত না এবং তাহারা পত্নীও হইত না ইহাই নিগূঢ় অভিপ্রায়। সেইজন্যই আনু-লোম্য পদটী এ শ্লোক হইতে সরাইতে ব্যস্ত এবং তাহার অর্থ—ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণীতে ক্ষত্রিয় কর্ত্তৃক ক্ষত্রিয়াতে এইরূপ ক্রম বুঝাইতে অগ্রসর। কিন্তু এ যে কিরূপ ক্রম বলা হইয়াছে তাহা কি কেহ বুঝিলেন? এই আনুলোম্য বা ক্রমের সহিত শ্লোকস্থিত কোন্ পদের সহিত সংবন্ধ? অবশ্যই পত্নীষু বা 'সম্ভূতাঃ' এই দুয়ের অন্যতর পদের সহিত বলিতে হইবে। তন্মধ্যে পত্নীষু পদের সহিত বলিলে আনুলোম্যে ঊঢ়া অনন্তরবর্ণজাতাকেও বুঝায় বলিয়া যদি তাদৃশ অন্বয় পরিত্যাগ করি তাহা হইলে কাজেই সম্ভূতাঃ পদের সহিত অন্বয় বলিতে হইবে। তাহা হইলে জন্ম সংবন্ধেই ঐ ক্রম বুঝিতে হইবে। এখন জন্মসংবন্ধে সে ক্রমটী কি? বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের পুত্র অগ্রে জন্মিলে পর যদি ক্ষত্রিয়াদির পুত্র জন্মে তবেই কি তাহারা সবর্ণ হইবে; অন্যথা হইবে না? অগ্রজন্মার পুত্র অবশ্য তাঁহার অগ্রেই জন্মিতে হইবে কিন্তু কত অগ্রে জন্মিলে তাহারা ব্রাহ্মণ হইবে এবং কত কালেই বা সকল অগ্রজন্মার জন্মশেষ হইয়া ক্ষত্রিয়দের ও বৈশ্যদের জন্মের অবসর হইবে? এ জন্মক্রমটা কেহ বুঝাইয়া দিতে পারেন? একই ব্রাহ্মণের যদি ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণীয়া তিনটী পত্নী থাকে তবে কি ব্রাহ্মণবর্ণ জাতা পত্নীকে অগ্রে প্রসব করিতে হইবে, অন্যথা তাহার পুত্র মাতাপিতার সবর্ণ হইবে না? ঐ ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়াত্মজা পত্নী বা বৈশ্যাত্মজাপত্নীর পুত্র অগ্রে জন্মিলে তাহারা কোন বর্ণের হইবে? "সর্ব্ববর্ণেষু তুল্যাসু পত্নীষক্ষতযোনিষু। আনুলোম্যেন সম্ভূতাঃ" ইত্যাদি বাক্যান্তর্গত আনুলোম্যেন পদের অর্থে যদি আনুলোম্য ক্রমে পরিণীতা পত্নী সকলে জাত এরূপ অর্থ না করিয়া পত্নী সকলে ক্রমে জাত এরূপ অর্থ করা

যায় তবে তাহার অর্থ কি? কুল্লূকোক্ত ক্রম বুঝাইতে পারে এরূপ পদপ্রয়োগ ত মনুবাক্যে নাই। তাহাতে ত ক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বলিয়া পরে ঐ ক্রমে আবার ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা এরূপ উক্ত হয় নাই যে সেই উক্তির ক্রমে তাদৃশ ক্রম বুঝা যাইবে। তবে "পত্নী সকলে ক্রমে জাত ইহার অর্থ কি? কুল্লূকাদি ব্যাখ্যাকারেরা বর্ণের আনুলোম্য বলিলে কি অর্থ বুঝায় তাহা কি জানিতেন না, অথবা জানিয়াও মূর্দ্ধাভিষিক্ত ও অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণবর্ণ বলিয়া পরিচিত হইবার যোগ্য নয় ইহাই প্রতিপাদনের নিমিত্ত ঐ আনুলোম্য শব্দের প্রকৃত অর্থত্যাগ করিয়াছেন? ঐ ব্যাখ্যাকারেরা কি বিবেচনা পূর্ব্বক নির্ব্বোধ বুঝাইবার নিমিত্ত দুই প্রকার পথ অবলম্বন করেন নাই? নির্ব্বোধেরা আনুলোম্য শব্দের এইরূপ 'ক্রম' অর্থ বুঝে ত বুঝুক, যদি না বুঝে, যদি প্রকৃত অর্থই বুঝিতে চায় তবে আনুলোম্য পদটী এ শ্লোক হইতে সরাইয়া পরস্থিত শ্লোকে দিয়া ব্যাখ্যা কবি এই বিবেচনা-তেই কি ব্যাখ্যায় ঐ দ্বিবিধ পথ অবলম্বন করেন নাই? তাঁহারা আনুলোম্যেন পদটীর সহিত এ শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতে কেন পারিলেন না, তাহার হেতু কি কিছু দেখাইয়াছেন? আনুলোম্যেন পদের সহিত কি এই পঞ্চম শ্লোকের ব্যাখ্যা হয় না, অথবা এই পদটী পর-শ্লোকে না দিলে পরশ্লোকেরও ব্যাখ্যা হয় না? এটী প্রযুক্ত পদের দোষ, মনুর দোষ, না অক্ষম ব্যাখ্যাকার মহাশয়দের দোষ? মনে করা যাউক আনুলোম্যেন পদ এ শ্লোক হইতে সরাইয়া না দিলে এ শ্লোকের এবং পর শ্লোকেরও ব্যাখ্যা হয় না। ভাল, সরাইয়া দিয়াই বা তাঁহারা কি ব্যাখ্যা করিতে পারিয়াছেন? সকল শাস্ত্রে সবর্ণা হইতে সবর্ণামাত্রে জাত পুত্রদিগকে যে সবর্ণ বলিয়াছেন তাহা ত ইঁহাদের ব্যাখ্যায় প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে না। কি ক্ষেত্রজ, কি কুণ্ড, কি গোলক—সকল প্রকার পুত্রই যে সমান বর্ণের মাতা পিতা হইতে

জন্মিলে সবর্ণ হয়, তবে অবৈধরূপে জাত হওয়ায় নিন্দিত মাত্র হয়, তাহা ত ইঁহাদের কৃত ব্যাখ্যাতে হইতেছে না। ইহাদের মতে ভরদ্বাজ ব্যাস, পাণ্ডু, যুধিষ্ঠিরাদির বর্ণ নাই বা তাঁহারা কোনও বর্ণের অন্তর্গত নন। ব্রাহ্মণ হইতে স্বীয় পত্নীজাত ঔরস মূর্দ্ধাভিষিক্ত এবং অম্বষ্ঠও কোনও বর্ণ নয় বা তাঁহারা কোনও বর্ণের অন্তর্গত নন! তাহাও হউক, এত করিয়াও তাঁহাদের অর্থে যদি তাঁহাদের বর্ণও সিদ্ধ হইত তাহা হইলেও এ শ্লোকটীর অর্থ-বিকৃতির কিঞ্চিৎ সার্থকতা বুঝিতে পারিতাম, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে ইঁহারা মূর্দ্ধাভিষিক্ত ও অম্বষ্ঠাদি পত্নীজাতদিগকে ও অপরাপর সবর্ণ ও অনুলোমদিগকে নিবারিত করিতে গিয়া সেই সঙ্গে ব্রাহ্মণ হইতে ব্রাহ্মণী পত্নীজাত পুত্রদিগকেও নিবারিত করিয়াছেন। নিজেদের কৃত অর্থের এমনি মাহাত্ম্য যে নিজেরাও কোন বর্ণমধ্যে ধৃত হইতে পারিতেছেন না। তাঁহারা কানীন পুত্রদিগেরও ব্রাহ্মণত্ব নিবারিত করিবার নিমিত্ত 'অক্ষতযোনিষু' এই পদটীকেও পত্নীপদের বিশেষণ করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কারণ কানীন অম্বষ্ঠকে ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকার করিলে পত্নীজাত অম্বষ্ঠকেও সদ্‌ব্রাহ্মণ বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়। আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়া আসিয়াছি যে পত্নী পদে এই দুই বিশেষণ দিবার আবশ্যকতা নাই, কারণ কেবল 'পত্নী' এই মাত্রদ্বারাই, পত্নীত্বকালে তাহাদিগের পতিসবর্ণত্ব ও বিবাহকালে অক্ষতযোনিত্ব এ দুটী স্বতই প্রতিপন্ন হইয়া যায়। এ দুটীকে বিশেষণ করিয়া ব্যাখ্যা করিলে পত্নীব্যতীত অন্য কোনও সবর্ণাজাত পুত্রদিগকে সবর্ণ বলা যায় না এবং আনুলোম্য পদ পরিত্যাগ করিলে অনুলোমজাত কোন পুত্রের বর্ণনির্ণয় হইতে পারে না। পরন্তু অক্ষতযোনি পদটীকে বিশেষণ করিয়া ব্যাখ্যা করিলে পত্নীজাত কোনও পুত্রের বর্ণনির্ণয় হয় না। কারণ আমরা যেরূপ 'অক্ষতযোনি' শব্দের অর্থ কন্যা অর্থাৎ অনূঢ়া যুবতী বলিয়া ব্যাখ্যা

করিয়াছি পত্নী শব্দের বিশেষণ করিলে ইঁহারা সেরূপ ব্যাখ্যা করিতে পারেন না। কারণ পত্নী অর্থ যথাবিধানে ঊঢ়া স্ত্রী, যে ঊঢ়া তাহার বিশেষণে কখন অনূঢ়ার্থ বাচক পদ প্রযুক্ত হইতে পারে না। আমরা দ্বিতীয় অর্থ করিয়াছি পুনর্ভূ; সে অর্থেও ইহা পত্নী শব্দের বিশেষণ হইতে পারে না, কারণ পুনর্ভূর পত্নীত্ব হয় না। শাস্ত্রে কথিত আছে—"পুনর্ভূঃ সংস্কৃতা পুনঃ" যে পুনঃ সংস্কৃতা সেই পুনর্ভূ. পরন্তু ইহাও কথিত আছে যে "পাণিগ্রহণসংস্কারঃ কন্যাস্বেব বিধীয়তে" পাণিগ্রহণসংস্কার অর্থাৎ মন্ত্রাদি পূর্ব্বক বিবাহ সংস্কার দ্বারা অক্ষত-যোনি কন্যারই পত্নীত্ব হয়, পুনর্ভূর হয় না। সুতরাং এ অর্থেও বিশেষণ হইতে পারিতেছে না। যদি অক্ষতযোনি পত্নীতে সম্ভূত এই বাক্যাংশের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ এরূপ করা যায় যে, যে পত্নীর যোনি ক্ষত হয় নাই সেইরূপ পত্নীতে জাত তাহাও হইতে পারে না। কারণ তাদৃশ অক্ষতযোনি পত্নীর পুত্র হওয়াই অসম্ভব, সবর্ণতা কাহার হইবে? যদি এরূপ অর্থ করা যায় যে পুত্র হওয়ার পূর্ব্বে অর্থাৎ প্রথম ক্ষতযোনি হওয়ার পূর্ব্বে যে পত্নী ক্ষতযোনি হয় নাই, তবে দ্বিতীয় তৃতীয়াদি পুত্রের সবর্ণত্ব হয় না. কারণ তখন আর ঐ পত্নী অক্ষতযোনি থাকে না, সুতরাং তাহার অভিপ্রেত জাতিরও বর্ণ নির্ণয় হয় না। যদি বিবাহের কি পূর্ব্বে কি পরে যে পত্নী পরকর্ত্তৃক ক্ষতযোনি হয় নাই, তাহাকেই বুঝান যায়, তাহা হইলেই এই বিশেষণ খাটিতে পারে, কিন্তু তাহা অনাবশ্যক; কারণ বিবাহের পূর্ব্বে পরকর্ত্তৃক ক্ষতযোনি স্ত্রীর যেমন পত্নীত্ব হয় না, তেমনই বিবাহের পরেও পরকর্ত্তৃক ক্ষতযোনি হইলে তাহার পত্নীত্ব নিবারিত হইয়া যায়। অতএব ঐ পদ পত্নীর বিশেষণার্থ কোনও ক্রমে দেওয়া সঙ্গত নয়। মনু অনর্থক অধিক শব্দের প্রয়োগ সূত্রে করেন নাই ইহাই বুঝা উচিত। পরন্তু ইহাকে স্বতন্ত্র পদ স্বীকার না করিলে কানীন ও পৌনর্ভব পুত্রের বর্ণনির্ণয়

হয় না। অতএব কুল্লূকাদির কৃত ব্যাখ্যা বহু দোষাকর। কুল্লূকাদির এরূপ ব্যাখ্যা যে তাঁহাদের অভিপ্রেত অর্থ সিদ্ধ করিতে পারে না তাহা আমরা পূর্ব্বেই প্রদর্শন করিয়াছি। মনুপ্রযুক্ত শব্দ সকলের বলে, তাঁহাদেরই প্রদত্ত তদীয় প্রতিশব্দাদির বলে, ও তাঁহাদেরই উপস্থাপিত প্রমাণের বলে তাঁহাদের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে মূর্দ্ধাভিষিক্ত অম্বষ্ঠাদির ব্রাহ্মণত্ব বলবৎরূপে প্রমাণিত হইয়া যাইতেছে। কেহও কোনও প্রকার যুক্তি বা প্রমাণীভূত শাস্ত্রবলে তাহা নিবারিত করিতে পারেন না। যদি কেহ তাহা পারেন তবে দেখাউন কিরূপে তাহা নিবারিত হইতে পারে, অন্যথা আমাদের প্রদর্শিত এই ব্যাখ্যা তাঁহাকে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

ইহাও দ্রষ্টব্য যে কুল্লূকাদির ব্যাখ্যানুসারে প্রায় বর্ত্তমান কোনও গোত্রীয় ব্রাহ্মণেরা ব্রাহ্মণ বলিয়া কথিত হইতে পারে না। স্বয়ং বশিষ্ঠ মিত্র ও বরুণ এতদুভয়ের এক ভার্য্যাতে জাত। পূর্ব্বকালে স্ত্রীরা যে দুই বা বহুপতির সহিত পত্নীত্ব সংবন্ধে থাকিতেন তাহা প্রাচীন বেদবচনেও জাজ্বল্যমান প্রমাণস্বরূপ আছে এবং ব্যবহারেও দ্রৌপদীতে দৃষ্ট হয়। দ্রৌপদীর পঞ্চপতিত্ব সংবন্ধে একটী ইতিহাস সকলের বিদিত আছে। কথিত আছে যে মিত্র ও বরুণ উভয়ের ধর্ম্মযজ্ঞে বশিষ্ঠ এবং অগস্ত্যের উৎপত্তি হয়। ইহারা উভয়েই মৈত্রাবরুণি বা মৈত্রাবরুণ। কিন্তু নামান্তে ঐ 'ই' বা 'অ' অপত্যার্থে হয় ইহা পাণিনি সূত্রে উপলব্ধি হইবে। অতএব ঐ উভয়ের এক ধর্ম্মপত্নীর সাহায্যে ধর্ম্মকার্য্য করাই যে ঐ ধর্ম্মযজ্ঞ তদ্বিষয়ে সন্দেহ হয় না। দ্ব্যামুষ্যায়ণ পুত্রের অর্থও এইরূপ দুইজনের পুত্র তাহাও ব্যাকরণে ও নিরুক্তাদিতে দৃষ্ট হয়। এবং ঐ পুত্রেরা যে ঐ উভয়েরই পিণ্ডদাতা ও দায়গ্রাহী ছিল তাহাও "উভয়োরপ্যসৌ রিক্‌থী পিণ্ডদাতা চ ধর্ম্মতঃ" এই প্রাচীন স্মৃতি-

বাক্যে দৃষ্ট হইয়া থাকে। বশিষ্ঠকে অপেক্ষাকৃত আধুনিক শাস্ত্রে ব্রহ্মার মানস পুত্র বলেন। যাহা হউক ঐ মিত্র ও বরুণ প্রজাপতি হওয়াতে ক্ষত্রিয়। তাঁহাদের পুত্র বশিষ্ঠ তবে ব্রাহ্মণ হইতে পারিলেন না। মানসপুত্র বলিলেও তাঁহার ব্রাহ্মণত্ব সিদ্ধি হয় না, কেননা তাহা হইলে তিনি কোনও ব্রাহ্মণীতে জাত নহেন, বশিষ্ঠের পত্নী অরুন্ধতী কর্দ্দম রাজার কন্যা। সুতরাং তাহাতে বশিষ্ঠ হইতে জাত শক্তি ও শক্তি হইতে জাত পরাশরও ব্রাহ্মণ হইতে পারিলেন না। সুতরাং বশিষ্ঠ, শক্তি, পরাশর গোত্র প্রবর বলিয়া যাঁহারা পরিচয় দিয়া থাকেন তাঁহারা ব্রাহ্মণ হইলেন না। বিশ্বামিত্র বা কৌশিক গোত্র প্রবর বলিয়া যাঁহারা পরিচয় দিয়া থাকেন তাঁহারাও ব্রাহ্মণ হইতে পারেন না। কারণ বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় জাতীয়, তাঁহার পূর্ব্ব-পুরুষ কুশিকও ক্ষত্রিয় জাতীয়। তাঁহারা যে সকল কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন তাহারা সকলেই ক্ষত্রিয় জাতীয় সুতরাং সেই বংশে উৎপন্ন এবং ভৃগু বংশে উৎপন্ন বিশ্বামিত্র, মরীচি, কৌশিক ; কৌশিক, অত্রি, জামদগ্ন্য ; জমদগ্নি, ঔর্ব্ব, বশিষ্ঠ ; এবং ঔর্ব্ব্য চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্ন্য ও আপ্নুবানের নাম করিয়া যাঁহারা গোত্রের পরিচয় দেন তাঁহারা, এবং যাঁহারা ঐ বংশের শাখান্তরে বাৎস্য, সাবর্ণ্য, মৌদ্গল্য, শাণ্ডিল্য ও সৌপায়ন গোত্রের পরিচয় দেন তাঁহারাও ব্রাহ্মণ হইতে পারেন না। চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় জাতি গৌতম বা দীর্ঘতমা অথবা তৎপুত্র ধন্বন্তরির বংশে যাঁহারা জাত তাঁহারা গৌতম বা ধন্বন্তরি বলিয়া তৎপরে অপ্সার, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য ও নৈধ্রুবের নামে আপনাদের পরিচয় দিয়া আপনাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিতে পারেন না। যাঁহারা চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় জাতি সুনহোত্র বংশে রুরু রাজা হইতে তাঁহার ক্ষত্রিয়া পত্নীতে জাত শুনক ও তদ্বংশীয় শৌনক গৃৎসমদের নামে গোত্রের পরিচয় দেন তাঁহারা ব্রাহ্মণ হইতে পারেন না। ইঁহা-

রাও ভৃগুবংশীয় ও ঔর্ব্ব্যপুত্র প্রমতির বংশজাত। যাঁহারা অঙ্গিরা, বৃহস্পতি, শনি, গর্গ ও ভরদ্বাজ বলিয়া পরিচয় দেন তাঁহারাও ক্ষত্রিয় জাতি হইতে উৎপন্ন হওয়ায় ব্রাহ্মণ হইতে পারেন না। যাঁহাদের মতে কুণ্ড-গোলকাদি ব্রাহ্মণ নয়, অথচ যাঁহারা গোত্রোল্লেখের প্রথমেই বৃহস্পতি-জাত কুণ্ডপুত্র ভরদ্বাজের নাম করিয়া পশ্চাৎ আঙ্গিরস ও বার্হ-স্পত্য বলিয়া পরিচয় দেন তাঁহারাও ব্রাহ্মণ হইতে পারেন না। যাঁহারা কাণ্বায়ণ গোত্রীয় তাঁহারাও ক্ষত্রিয় জাতি হইতে উৎপন্ন হওয়ায় তজ্জা-তীয় কাণ্বায়ণ, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য, ভরদ্বাজ ও অজমীঢ়ের পরিচয় দিয়া আপনাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিতে পারেন না। ফলে এমন গোত্রই দেখা যায় না, এমন ব্রাহ্মণ বংশই দেখা যায় না যাহা ক্ষত্রিয় জাতি হইতে উৎপন্ন না হইয়াছে এবং যাহা ক্ষত্রিয় জাত্যুৎপন্ন ব্রাহ্মণ সন্তান দিগেরই পরিচয় দিয়া আপনাদের মাহাত্ম্য প্রকাশ না করিতেছে। ব্রহ্মজ্ঞানাদি জন্য যদি এই ক্ষত্রিয়েরা ব্রাহ্মণবর্ণ না হইয়া থাকে এবং ইহাদের সন্তানেরাই যদি কর্ম্মভেদে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য নামে দ্বিজ বলিয়া পরিচিত না হইয়া থাকে তবে আজি ব্রাহ্মণেরা ইহাদের পরিচয় ব্যতীত অন্য পরিচয় দিতে না পারেন কেন? কোন্ পুরাণে এই ক্ষত্রিয় বংশকেই ব্রাহ্মণ বংশের গোত্র মূল বলিয়া লিখিত না আছে? ক্ষত্রিয় ভিন্ন আবার বংশাবলী আছে কার? কোন কোন ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণদের প্রাচীন কুলজি পাওয়া যায় না বলিয়া বড় দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু এই পুরাণ সকল অপেক্ষা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের প্রাচীন-তর কুলজি আবার কোথায় কে পাইবে? তাঁহারা যে অর্থে ব্রাহ্মণের বংশাবলী পাইতে চান তাহা অসম্ভব। কারণ ব্রাহ্মণের বংশে সক-লেরই ব্রাহ্মণ হওয়া সম্ভাবিত নহে এবং এরূপ পূর্ব্বেও ছিল না। দ্বিজাতিদের তিন বর্ণ এবং শূদ্রবর্ণ ইহারা জাতিতে ব্রাহ্মণ হইলেও সকলেই বংশপরম্পরায় ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি বর্ণ ছিলেন না। আমরা

পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে দ্বিজসংস্কারসহকারে ব্রাহ্মণোচিত জ্ঞান ও সদাচার না হইলে কেহই ব্রাহ্মণ বর্ণ হইতে পারিতেন না ; সেইজন্য শত শত ব্রাহ্মণ ক্ষত্র ও বৈশ্যপুত্রদিগের মধ্যে এবং কচিৎ শূদ্রপুত্রদিগের মধ্যেও সেকালে ব্রাহ্মণত্ব লাভ হইত ইহাই পুরাণ সকলে দেখা যায়। সেইজন্যই ব্রাহ্মণজাতির পুত্রেরা চারিবর্ণেই বিভক্ত হইয়াছেন দেখা যায়। পিতা পিতামহ প্রভৃতি স্ব স্ব কার্য্যানুসারে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য বা শূদ্র হইয়াছেন ; পুত্র পৌত্রাদিও কার্য্যানুসারে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য বা শূদ্র হইতেন। ব্রাহ্মণের পুত্র বলিয়া কেহ আপনাকে ব্রাহ্মণ-বর্ণ মনে করিতেন না। বিশিষ্ট দৈবজ্ঞান বা দৈববল ভিন্ন ব্রাহ্মণ হওয়া যাইত না। দৈবজ্ঞান ও দৈববলও সকলের পক্ষে সম্ভাবিত নহে সুতরাং ব্রাহ্মণবর্ণের বংশাবলী ঐ ব্রাহ্মণমহাশয়দের উক্ত অর্থানুসারে থাকা সম্ভব ছিল না এবং এক্ষণেও নাই। ঐশ্বর্য্য, বিষয়-সম্পত্তি, রাজ্য ও কৃষিবাণিজ্যাদি পরম্পরাক্রমে কয়েক পুরুষ চলিতে পারে। কিন্তু ব্রহ্মবিদ্যা বা দৈববিদ্যা, সদাচার ও তপস্যা পুরুষানুক্রমে অধিকার করা তত সহজ নহে। ব্রাহ্মণ হইতে হইলে জন্মনক্ষত্রাদিরও আনুকূল্য প্রয়োজন হয়, এজন্য অদ্যাপি কোন্ ক্ষণে জন্মিলে কোন্ বর্ণ হইবে—দ্বিজের ন্যায় সদাচার বা রাক্ষসের ন্যায় অসদাচার হইবে—তাহা জ্যোতিষে ও পঞ্জিকাদিতে দৃষ্ট হইয়া থাকে. কিন্তু সে সকল এখন কথার কথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সেকালে এই বেদবেদাঙ্গাদি সত্য বলিয়া মানিতে হইত ও বেদপাঠ ব্যতীত ব্রাহ্মণ বলিয়া কেহ পরিচয় দিতে পারিত না কিন্তু একালের ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণেরা তাহা অগ্রাহ্য করিয়া আপনাদের জাতিবর্ণ রক্ষা করিতেছেন। এই ব্রাহ্মণদিগের তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও সূক্ষ্ম জ্ঞানের প্রভাবে শাস্ত্রের জ্যোতি মলিন হইয়াছে। তাঁহাদের কৃত টীকা টিপ্পনীরই সম্মান অধিক। সুপরিস্ফুট সরল সত্য শাস্ত্রার্থ সকল বিষময় অশাস্ত্রীয়

ব্যাখ্যায় কলুষীকৃত হইয়াছে। প্রকৃত শাস্ত্রার্থের আর সম্মান নাই। আর্য্যসমাজে ব্রাহ্মণজাতির মধ্যে ব্রাহ্মণবর্ণ ও ক্ষত্রিয় বর্ণেরাই প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, কিন্তু ব্রাহ্মণদের পদ বিদ্যা ও তপস্যা জন্য এবং ক্ষত্রিয়দের পদ রাজত্ব ও বলপ্রকাশ জন্য ; একারণ এদুইয়ের মধ্যে ব্রাহ্মণবর্ণ শ্রেষ্ঠ কিন্তু তাহা হইলেও এই দুই ব্রাহ্মণজাতির বংশাবলীকে ব্রাহ্মণবর্ণীয় বংশাবলী বলিয়া বর্ণনা করা যাইতে পারিত না। এই জন্যই কোনও পুরাণে ব্রাহ্মণের ঐরূপ বংশাবলী লিখিত নাই। ব্রাহ্মণজাতির মধ্যে রাজাদিগের বা ক্ষত্রিয়বর্ণেরই বংশাবলী পুরাণে দৃষ্ট হয় ও তাঁহাদেরই পুত্রগণের মধ্যে কচিৎ এক এক ব্যক্তি ব্রাহ্মণ বলিয়া উক্ত হইয়াছেন দেখা যায়। ব্রাহ্মণ, বৈশ্য এবং কচিৎ শূদ্রবর্ণের মধ্যেও এইরূপে ব্রাহ্মণের উৎপত্তি হইত না এমন নয়, কিন্তু তাহাদিগের পৃথক্ বংশাবলী কুত্রাপি লিখিত হয় নাই ; রাজাদিগের মধ্যে কেহ তাদৃশ হইলে তাহাই পুরাণে লিখিত হইত। আমরা মহাভারতাদি রাজবংশকীর্ত্তনরূপ পুরাণাংশ হইতেই তাহার উদাহারণ পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-অধ্যায়ে প্রদর্শন করিয়াছি। আমাদিগের কথায় প্রত্যয় করিতে সাহস না হয় সমুদায় পুরাণ পড়ুন, দেখুন কোথায় কাহার বংশ কীর্ত্তিত হইয়াছে, ব্রাহ্মণ রাজার বা ব্রহ্মক্ষত্রিয়ের অথবা ক্ষত্রিয়ের এই ভিন্ন ভিন্ন নামের একই বংশ ভিন্ন কোথায় আর কাহার বংশ কোন্ পুরাণে লিখিত আছে ? ব্রহ্মক্ষত্রিয় বা ক্ষত্রিয় ভিন্ন ব্রাহ্মণ বর্ণের মুল পুরুষ কে কোথায় কোন পুরাণ হইতে দেখাইতে পারেন ? সেই ব্রহ্মক্ষত্রিয় বংশমধ্যে কয় জনই বা ব্রাহ্মণ দেখিতে পান তাঁহাদের বংশেই বা ব্রাহ্মণ কয়জন আছেন ? থাকিলেও তাঁহারা রাজা হন নাই বলিয়া পুরাণে তাঁহাদের বংশাবলী স্বতন্ত্র লিখিত হয় নাই।

স্বয়ং ব্রহ্মা চারি বর্ণেরই গুণ ধারণ করেন, অন্যথা তিনি স্বদেহে চারিবর্ণের সৃষ্টি ও পুনরায় তাহাতেই সংহার করিতে পারিতেন না।

যিনি তাঁহার মানস পুত্র বিবস্বান্ তিনিই বিরাট্ বা সম্রাট্, তিনিই ক্ষত্রিয় বা ব্রহ্মক্ষত্রিয় বলিয়া বেদে উক্ত হইয়াছেন। ইনিই স্বায়ম্ভুব মনু বলিয়া কথিত হন। এই বিবস্বান্ আমাদের গায়ত্রীর প্রতিপাদ্য ও নিত্যপূজনীয় প্রজাপতি। তিনি তাঁহার অধিকৃত জগতের (সৌর জগতের) স্থাবর অস্থাবর সমুদায়ের সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের কর্ত্তা ও আমাদিগের প্রত্যক্ষগোচর মহাপ্রভু। যিনি এই বিবস্বানের পুত্র বৈবস্বত মনু তিনি আমাদিগের ইন্দ্রিয়ের অগোচর হইলেও পরিশেষে নররূপে অবতীর্ণ হইয়া প্রজাদিগের অধীশ্বর, রাজা, বিধানকর্ত্তা, সমস্ত বর্ণের ধর্ম্মশিক্ষাদাতা ও দণ্ডকর্ত্তা। তাঁহা হইতেই আমাদিগের এই মানব নাম হইয়াছে। তিনিও ক্ষত্রিয় বা ব্রহ্ম ক্ষত্রিয় বলিয়া বেদে উক্ত হইয়া পুরাণাদিতেও প্রথিত আছেন। সেই জন্যই মহাকবি কালিদাস লিখিয়াছেন "বৈবস্বতো মনুর্ণাম মাননীয়ো মনীষিনাম্। আসীন্ মহীক্ষিতামাদ্যঃ প্রণবশ্ছন্দসামিব" এবং তাঁহাকে আদি রাজা ও মনুষ্যমাত্রের পূজনীয় বলিয়াছেন। এই মনু যে আইন করিয়াছিলেন তাহাই পশ্চাৎ কালসংস্কারে ঋষিগণ কর্ত্তৃক পরিবর্দ্ধিত হইয়া মনুসংহিতা নামে অদ্যাপি প্রচলিত ও সম্মানিত হইয়া আসিতেছে। ক্ষত্রিয় অর্থাৎ রাজা হইলেও তিনি ব্রাহ্মণাদি বর্ণ চতুষ্টয়ের কর্ত্তা প্রভু ও মাননীয়। ব্রহ্মার পৌত্র ও সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা এই মনুকে ব্রাহ্মণ বলিয়াই বা কে না স্বীকার করেন? কুল্লূকাদি টীকাকার মহাশয়দের ন্যায় ব্রাহ্মণগণের এ সকল বিষয়ে দৃষ্টি নাই। এরূপ ব্রহ্মণ্যযুক্ত ক্ষত্রিয় বা রাজাকে পিতৃপুরুষ বলিয়া স্বীকার করিতে তাঁহাদের লজ্জা হয়। তাঁহারা এই মনুকে বোধ হয় পিতৃপুরুষ বলিতে পারেন না। ঐ ব্রাহ্মণদের ব্রাহ্মণত্ব অন্যপ্রকার। তাঁহাদের নিকট ব্রাহ্মণত্ব বড় সুলভ। বোধহয় অধুনা বৈদ্য হইতে পৃথক্‌ভূত বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ নামে পরিচয়দাতাদিগকে দেখিয়াই ব্রাহ্মণের সুলভতা বিষয়ে তাঁহাদের

এরূপ সংস্কার জন্মিয়াছে। তাঁহারা জানিবেন যে ব্রাহ্মণের পত্নী ব্রাহ্মণকন্যা, ক্ষত্রিয়কন্যা বা বৈশ্যকন্যাই হউক তাহার গর্ভে ঐ ব্রাহ্মণের যে পুত্র হয় সে জাতিতে ব্রাহ্মণ হয় বটে কিন্তু ব্রাহ্মণবিহিত কর্ম্মের অভাবে সে বর্ণে ব্রাহ্মণ হইতে পারে না। ব্রাহ্মণের বা ব্রহ্মার পুত্র ত সকলেই সুতরাং সকল মনুষ্যই ত জাতিতে ব্রাহ্মণ। মনুষ্য কি ব্রাহ্মণ জাতি ভিন্ন অপর কোন জাতি হইতে পারে? ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতি কোথা হইতে আসিবে? ব্রহ্মা ত ব্রাহ্মণ ছিলেন, সকলেইত তাঁহারই পুত্র বা তাঁহা হইতে জন্মলাভ করিয়াছেন এজন্য সকলেই ত জাতিতে বা জন্মে ব্রাহ্মণ; কিন্তু ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এই চারি জাতিই বর্ণে ব্রাহ্মণ নহে। স্বয়ং ব্রহ্মার পুত্র হইয়াও সকলে যদি ব্রাহ্মণ হইতে না পারিল, তবে কর্ম্ম-ব্যতীত ব্রাহ্মণ হইতে জন্ম গ্রহণ মাত্রে ব্রাহ্মণ হয় একথা কোথা হইতে সম্ভব? কর্ম্মহীন ব্রাহ্মণের পুত্রই বা কিরূপ ব্রাহ্মণ?

যাহা হউক এখন স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে ব্রাহ্মণ বর্ণ হইতে ব্রাহ্মণবর্ণজাতা অক্ষতযোনি পত্নীতে যাহারা জাত তাহাদিগকেই ব্রাহ্মণবর্ণ বলিতে গেলে পৃথিবীতে কখনও ব্রাহ্মণবর্ণ ছিল এরূপ প্রমাণ হয় না। কারণ কুল্লূকাদি কথিত ব্রাহ্মণবর্ণ এক অলৌকিক পদার্থ। তাহার সত্তা পৃথিবীতে ছিল না এবং এক্ষণেও দেখা যায় না। তাঁহাদের ব্যাখ্যাতে যখন চিরকাল আর্য্যজগতে ব্রাহ্মণ বলিয়া প্রসিদ্ধ বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, ভৃগু, ভারদ্বাজাদি; ধন্বন্তরি, সুশ্রুত, কাশ্যপ, হারীতাদি; ব্যাস গৌতম চ্যবন বৈতরণাদি অমিততেজা ব্রাহ্মণসকলও ব্রাহ্মণ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারিলেন না, অথচ তাঁহারা স্বয়ং স্বকৃত ব্যাখ্যার প্রভাবে ব্রাহ্মণকুলের চূড়ামণি হইয়া দাঁড়াইতেছেন তখন তাঁহাদের ব্যাখ্যামতে ব্রাহ্মণ এক অলৌকিক পদার্থ বলিব বই আর কি? ফল কথা কুল্লূকাদি যেরূপ

ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাতে মনুর ঐ মহা অর্থযুক্ত বর্ণনির্ণায়ক সূত্রটী নিরর্থক হইয়া যাইতেছে। উহা দ্বারা মনুষ্যমধ্যে কোনও জাতির বর্ণনির্ণয় হয় না, সুতরাং কোন্ বর্ণানুযায়ী সংস্কার কাহার গ্রহণীয় তাহা নির্ণয় হয় না। যদি বর্ণনির্ণয় না হইল তবে মনু লিখিত বর্ণ ধর্ম্মজ্ঞাপক গ্রন্থের প্রয়োজনও দৃষ্ট হয় না। কাহার ধর্ম্ম কে গ্রহণ করিবে? পরধর্ম্ম আশ্রয় ভয়াবহ ও সঙ্করকারক। বর্ণনির্ণয় ব্যতিরেকে সংস্কারাদি কার্য্য নির্ব্বাহ কি প্রকারে হইবে? যাহা হউক ঐরূপ ব্যাখ্যার পর কুল্লূকাদি মেধাতিথির সহিত এক মতে "আনুলোম্যের" পদটী মনুর পঞ্চম শ্লোক হইতে উঠাইয়া দিবার নিমিত্ত আবার বলিতেছেন "আনুলোম্যগ্রহণঞ্চাত্রমন্দোপযুক্তম্ উত্তর শ্লোকে তু উপযোক্ষ্যতে। [গবাশ্বাদিবদবয়বসন্নিবেশস্য ব্রাহ্মণত্বাদি-জাত্যভিব্যঞ্জকত্বভাবাদেতদ্ ব্রাহ্মণাদিলক্ষণমুক্তম্।] অত্রচ পত্নী-গ্রহণাদন্যপত্নীজনিতানাং ন ব্রাহ্মণাদিজাতিত্বম্। তথা চ দেবলঃ। দ্বিতীয়েন তু যঃ পিত্রা সবর্ণায়াং প্রজায়তে। অবাবট ইতি খ্যাতঃ শূদ্রজন্মা স জাতিতঃ॥ ব্রতহীনা ন সংস্কার্য্যাঃ স্বতন্ত্রাস্বপি যে সুতাঃ। উৎপাদিতা সবর্ণেন ব্রাত্যা ইতি বহিষ্কৃতাঃ॥ ব্যাসেন তূক্তং—যে তু জাতা সমানাসু সংস্কার্য্যাঃ স্যুরতোঽন্যথেতি। যাজ্ঞবল্ক্যোঽপি-সবর্ণেভ্যঃ সবর্ণাসু জায়ন্তে হি সজাতয় ইত্যভিধায় বিন্নাস্বেষ বিধিঃ স্মৃত ইতি ব্রুবাণঃ স্বপত্ন্যুৎপাদিতস্যৈব ব্রাহ্মণাদি জাতিত্বং নিশ্চিকায়। ৫।"

অর্থ। আনুলোম্য শব্দটীর এখানে প্রয়োগ মূঢ় লোকের উপযুক্ত হইয়াছে। ইহার অর্থ এখানে খাটে না, তবে পরশ্লোকে খাটিবে। [গো অশ্ব প্রভৃতির লক্ষণ দেখিয়া যেমন জাতি জানা যায় ব্রাহ্মণাদির জাতি জানিবার সেরূপ কোনও লক্ষণ নাই। এজন্য এই ব্রাহ্মণাদির লক্ষণ উক্ত হইল] *।

* বন্ধনীর মধ্যস্থিত বাক্যটী উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক তৃতীয় মুদ্রণে

এখানে পত্নীপদ গ্রহণ হেতুক ব্রাহ্মণাদি কর্ত্তৃক পরপত্নীতে উৎপাদিত পুত্রগণের ব্রাহ্মণাদি জাতিত্ব হয় না বুঝিতে হইবে। এখানে দেবল ও তাহাই বলিয়াছেন বলিয়া কুল্লূক একটী জাল দেবল বচন উদ্ধার করিয়াছেন যথা,—যে দ্বিতীয় পিতা কর্ত্তৃক সবর্ণাতে জন্মে সে অবাবট নামে প্রসিদ্ধ শূদ্রজাতি। সবর্ণ কর্ত্তৃক স্বেচ্ছাচারিণী নারীতে যে সকল ব্রতহীন পুত্র উৎপাদিত হয় তাহারা উপনয়নাদি সংস্কারের (যোগ্য) নয়। তাহারা ব্রাত্যত্ব হেতুক জাতি বহিষ্কৃত। কিন্তু ব্যাস বলিয়াছেন 'যাহারা সবর্ণাতে উৎপন্ন হয় তাহারা সংস্কারের যোগ্য তদ্‌ভিন্ন অসংস্কার্য্য।' কুল্লূক কর্ত্তৃক উদ্ধৃত এ বচনটীও জাল ব্যাসের। যাজ্ঞবল্ক্যও বলিয়াছেন সবর্ণ হইতে সবর্ণাতে যাহারা জন্মে তাহারা সবর্ণই হয়। এইরূপ বলার পর তিনি ইহা পরিণীতা বিষয়ক বিধি এই কথা বলিয়া স্বপত্নীতে উৎপাদিত পুত্রেরই ব্রাহ্মণাদি জাতিত্ব হইবে ইহা স্থির করিয়াছেন।

কুল্লূকের উদ্ধৃত কি জাল কি প্রকৃত ঋষিবচন সকলের মধ্যে কোনটীর দ্বারাও মূর্দ্ধাভিষিক্ত ও অম্বষ্ঠের ব্রাহ্মণত্ব নিবারিত হইতেছে না। ইহা আমরা পূর্ব্বেই প্রদর্শন করিয়াছি, তিনি যে অনর্থক কেন এত প্রয়াস পাইয়াছেন বলিতে পারি না। বর্ণ জাতি ও পত্নীশব্দের অর্থ যাহারা না বুঝে, সংস্কৃত যাহারা না বুঝে, স্মৃত্যুক্ত কোনও বচন যাহারা না বুঝে তাহারাই এইরূপ কথা তুলিয়া বৃথা গোল করে। কুটিল বুদ্ধি হইলেও কেহ আপনার অভিপ্রেতার্থ সিদ্ধির নিমিত্ত অভিপ্রেতের বিপরীতার্থ বচন সকল প্রমাণার্থ উপ-

---

প্রকাশিত মনুসংহিতার কুল্লূকব্যাখ্যায় প্রাপ্ত হইলাম অন্য কোনও সংস্করণে পাই নাই। এইটুকু গোবিন্দরাজের ব্যাখ্যা দৃষ্টে কোন মহাত্মা সন্নিবেশিত করিয়া থাকিবেন। যাহা হউক এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য গোবিন্দরাজের ব্যাখ্যা সমালোচনা কালে প্রকাশ করিব।

স্থাপিত করে না। কুল্লূক তাহাই করিয়াছেন ইহা বিজ্ঞব্যক্তিমাত্রেই দেখিলে বুঝিতে পারিবেন। যাহা হউক এ সকল বাক্যের ও কুল্লূকোক্ত অন্যান্য বাক্যের বিস্তৃত সমালোচনা আমরা গোবিন্দরাজের বাক্যের সমালোচনার সহিত করিব। পুনরুক্তিনিবারণার্থই এরূপ করা যুক্তিসিদ্ধ বিবেচনা করিয়াছি। অতঃপর আমরা কুল্লূকের কৃত মনুর ১০ম অধ্যায়ের ষষ্ঠ শ্লোকেরব্যাখ্যা প্রদর্শন করিতেছি।

স্ত্রীম্বিতি। আনুলোম্যেনাব্যবহিতবর্ণজাতীয়াসু ভার্য্যাসু দ্বিজাতিভির্য উৎপাদিতাঃ পুত্রাঃ। যথা ব্রাহ্মণেন ক্ষত্রিয়ায়াং ক্ষত্রিয়েণ বৈশ্যায়াং বৈশ্যেন শূদ্রায়াং তান্ মাতুর্হীনজাতীয়ত্বদোষেণ গর্হিতান্ পিতৃসদৃশান্ নতু পিতৃসজাতীয়ান্ মন্বাদয় আহুঃ। পিতৃসদৃশগ্রহণান্মাতৃজাতেরুৎকৃষ্টাঃ পিতৃজাতিতোনিকৃষ্টা জ্ঞেযাঃ। এতেষাঞ্চ নামানি মূর্দ্ধাভিষিক্তমাহিষ্যকরণানি যাজ্ঞবল্ক্যাদিভিরুক্তানি। বৃত্তয়শ্চৈষামুশনসোক্তাঃ। হস্ত্যশ্বরথশিক্ষা অস্ত্রধারণঞ্চ মূর্দ্ধাভিষিক্তানাং নৃত্যগীতনক্ষত্রজীবনং শস্যরক্ষা চ মাহিষ্যাণাং, দ্বিজাতিশুশ্রূষা ধনধান্যাধ্যক্ষতা রাজসেবা দুর্গান্তঃপুররক্ষা চ পারশবোগ্রকরণানামিতি। ৬॥

কুল্লূক পূর্ব্বশ্লোকের আনুলোম্য পদটী এখানে আনিয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন। "আনুলোম্যে অব্যবহিতবর্ণজাতীয়া ভার্য্যাতে দ্বিজগণ কর্ত্তৃক উৎপাদিত পুত্রেরা, যেমন ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক ক্ষত্রিয়াতে, ক্ষত্রিয় কর্ত্তৃক বৈশ্যাতে ও বৈশ্য কর্ত্তৃক শূদ্রাতে উৎপাদিত পুত্রেরা, মাতার হীনজাতীয়তা দোষহেতুক নিন্দিত অতএব পিতৃসদৃশ কিন্তু পিতার সজাতীয় নহেন, ইহা মনু প্রভৃতি বলিয়াছেন। পিতৃসদৃশ বলা হেতুক মাতার জাতি হইতে উৎকৃষ্ট ও পিতার জাতি হইতে নিকৃষ্ট জানিতে হইবে। এই সকল জাতির নাম মূর্দ্ধাভিষিক্ত মাহিষ্য ও করণ ইহা যাজ্ঞবল্ক্যাদি বলিয়াছেন। ইহাদের জীবিকা উশনা বলিয়াছেন, যথা— হস্তী অশ্ব ও রথ চালনা শিক্ষা ও অস্ত্রধারণ মূর্দ্ধাভিষিক্তদের, নৃত্যগীত

নক্ষত্রাদির গত্যাদিবিষয়ক জ্যোতিষ ও শস্যরক্ষা মাহিষ্যদের, দ্বিজ-সেবা, ধনধান্যের অধ্যক্ষতা, রাজসেবা, দুর্গ ও অন্তঃপুররক্ষা পারশব উগ্র ও করণদিগের জীবিকা। ৬।"

মনুর ষষ্ঠ শ্লোকটী এখানে আবার উদ্ধার করি—

স্ত্রীম্বনন্তরজাতাসু দ্বিজৈরুৎপাদিতান্ সুতান্।
সদৃশানেব তানাহুর্মাতৃদোষবিগর্হিতান্॥৬

এই শ্লোকে এমন কোনও পদ নাই যাহাতে এতদুক্ত স্ত্রী ও অনন্তর-জাতা শব্দের ভার্য্যা অর্থ হইতে পারে। পঞ্চম-শ্লোকোক্ত পত্নী শব্দের অর্থ সংক্ষিপ্ত করিয়া সেখানে ব্রাহ্মণবর্ণজাতা পত্নীমাত্রকে বুঝাইয়াছেন, এ শ্লোকে অনন্তরজাতা ও স্ত্রী এই দুই পদের অর্থ বিস্তৃত করিয়া ভার্য্যাভর্ত্তৃত্ব ঘটাইতেছেন ইহার প্রয়োজন কি? স্বয়ং মনুই কি এই শ্লোকের অর্থ বিস্তার করিয়া স্বয়ং বুঝাইয়া দেন নাই? সদৃশ শব্দের অর্থ পিতৃসদৃশ ইহা কোন্ পদের সামর্থ্যে পাওয়া যায়? দ্বিজাতে উৎপন্ন ব্যক্তি উৎপাদক দ্বিজের সদৃশ হইতে পারে বটে, কিন্তু ঐ দ্বিজ যে পরিণেতা দ্বিজ, এবং স্ত্রীরা যে পত্নীভূতা বা ভার্য্যাভূতা স্ত্রী, এ অর্থের প্রতীতি কোথা হইতে আসে? হীনজাতীয় শব্দের অর্থ কি? ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ইহাদিগকে কোনও শাস্ত্রকার কখনও হীনজাতীয় বলিয়াছেন, ইহা কি কেহ দেখাইতে পারেন? দ্বিজ কি দ্বিজ হইতে হীন জাতি? জাতি শব্দের অর্থ কি? তোমারই মতে যখন জন্মমাত্রই জাতি ও বর্ণ উভয়ই, যখন ক্ষত্র ও বৈশ্যেরও জন্ম ব্রহ্মন্ বা ব্রাহ্মণ হইতে, তখন ক্ষত্র ও বৈশ্যও কি ব্রাহ্মণ জাতি নয়? তবে ক্ষত্র ও বৈশ্য হইতে ব্রাহ্মণ উৎকৃষ্ট হন কোন্ জন্মে, সে জাতিটী কি এখানে একবার বলিতে পার? এ জাতিটী গোপন করিও না। ষট্‌কর্ম্মত্ব হেতুই কি ব্রাহ্মণ ক্ষত্র ও বৈশ্য হইতে উৎকৃষ্ট নয়? এই অধ্যায়ের প্রথম সংখ্যক ও ৪৭ সংখ্যক শ্লোক দুটী একবার সরলরূপে

ব্যাখ্যা করিয়া কি দেখাইতে পার না? সেখানে তোমরা সকলেই ফণা গুটাইয়া সুড়্ সুড়্ করিয়া চলিয়া গিয়াছ, আর এখানে ফণার এত বিস্তৃতি কেন? তখন মেধাতিথি "স্বকর্ম্মস্থা" পদটী পাদপূরণার্থ বলিয়া গেলেন, তোমরাও তথৈবচ করিয়া সে শব্দের একটী প্রতিশব্দও দিলে না। আবার যখন পুনরায় মনু ৪৭ শ্লোকে ঐ কথারই অবতারণা করিয়া বুঝাইতেছেন তখন সকলেই দুটী চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছ। আমরা বলিতেছি, এখন একবার সত্যের অনুরোধে, ধর্ম্মের অনুরোধে বল উহার অর্থ কি, বল ব্রাহ্মণের লক্ষণ কি। ব্রাহ্মণ বর্ণ উৎকৃষ্ট কি হেতুক? ঐ বর্ণটা, ঐ বর্ণরূপ জাতিটা কি কর্ম্ম নহে? কর্ম্মহেতু ব্রাহ্মণ বর্ণ সর্ব্ববর্ণের গুরু ইহা ত সকলেই বলিবে, কিন্তু স্ববর্ণীয় কর্ম্মহীন হইলে কে সেই বর্ণ বলিয়া কথিত হয়? কর্ম্মযুক্ত প্রকৃত ব্রাহ্মণেরা বর্ণে ক্ষত্রিয় বৈশ্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইলেও জাতিতে অর্থাৎ জন্মে কোনও ক্রমে উৎকৃষ্ট হইতে পারেন না। জাতিতে ইঁহারা সকলেই সমান। দ্বিতীয় জন্মহেতুক শূদ্র হইতে এই তিন বর্ণই প্রধান বলিয়াও ঐ দ্বিজত্ব অংশে ঐ তিন বর্ণই পরস্পর সমান। শূদ্রই শাস্ত্রে হীনজাতি বলিয়া কথিত হইয়াছে "হীনজাতিস্ত্রিয়ং মোহাৎ উদ্বহন্তো দ্বিজাতয়ঃ। কুলান্যেব নয়ন্ত্যাশু সসন্তানানি শূদ্রতাম্" মনু। কিন্তু দ্বিতীয় জন্ম প্রাপ্তি নিবন্ধন যাহারা পরস্পর সমান তাহাদের মধ্যে হীনতা হয়, কোন্ শাস্ত্রানুসারে? যদি বল হীনবর্ণতাই হীনজাতীয়তা বলিব, হীন বর্ণই বা কাহাকে বলা যায়? ক্ষত্রিয় বৈশ্যকেও কি কেহ কখন হীনবর্ণ বলিয়াছেন? হীনবর্ণ বলিলে শূদ্রকেই বুঝায়। যথা "হীনবর্ণস্তৃতীয়ায়াং শূদ্র উগ্র ইতি স্মৃতঃ।" মহাভারত অনুশা ৪৮ অঃ। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ইহারা একই জাতির প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর কর্ম্মাবলম্বী ইহা মাত্রই বুঝায়। ইঁহারা হীনকর্ম্মা নন। হীনকর্ম্মত্ব জাতিনাশসূচক শূদ্রত্বসূচক। এই সকল সামান্য তত্ত্ব যাহারা

অবগত নয় তাহাদের মনুসংহিতার অর্থ করিতে প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য নয়। যাহা হউক মনু যে কেমন মূর্দ্ধাভিষিক্তদিগকে পিতৃসদৃশ বলিয়াছেন পিতৃ-বর্ণ বলেন নাই, তাহা আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়া আসিলেও এবার মনুর নিজবচনের দ্বারাই দেখাইব। এইজন্যই আমরা এ অধ্যায়ের কতকগুলি শ্লোক আনুপূর্ব্বিক ব্যাখ্যা করিয়া দেখাইতে চাহিয়াছি। সম্প্রতি মেধাতিথি ও কুল্লূক মহাশয়ের জাতিজ্ঞানটা ও স্মৃতিশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তিটা তাঁহার এই ব্যাখ্যা হইতেই আরও কিছু দেখাইতেছি। ইঁহারা উভয়েই প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকে বলিয়াছেন যে, "অনুলোমজ ও প্রতিলোমজ কোনও পুত্র পিতৃবর্ণ বা মাতৃবর্ণ হয় না। ইহারা বর্ণই নহে। ইহারা কেবল একপ্রকার সঙ্কীর্ণ জাতি।" সম্প্রতি আবার এই ১০ম অধ্যায়ের ষষ্ঠ শ্লোকের ব্যাখ্যায় ইঁহারা উভয়েই বলিতেছেন, পিতৃসদৃশ বলাতে মাতার জাতি হইতে উৎকৃষ্ট ও পিতার জাতি হইতে নিকৃষ্ট জানিতে হইবে। এই সকল জাতির নাম মূর্দ্ধাভি-ষিক্ত ইত্যাদি। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, মনু ষষ্ঠ শ্লোকের কোন্ স্থানে মূর্দ্ধাভিষিক্ত অম্বষ্ঠ প্রভৃতিকে পিতৃসদৃশ বলিয়াছেন? আর যাহাদিগকে তিনি সদৃশ শব্দ দ্বারা বিশেষিত করিয়াছেন, তাহারা যে সকলেই পিতৃসদৃশ তাহা কি প্রকারে বুঝা যাইবে? দ্বিতীয়তঃ মাতার জাতি হইতে উৎকৃষ্ট ও পিতার জাতি হইতে নিকৃষ্ট ইহার অর্থ কি? মনে করুন মূর্দ্ধাভিষিক্তের মাতা ক্ষত্রিয় বর্ণ, পিতা ব্রাহ্মণ বর্ণ। অতএব মূর্দ্ধাভিষিক্ত ক্ষত্রিয় হইতে উৎকৃষ্ট বর্ণ ও ব্রাহ্মণ হইতে নিকৃষ্ট বর্ণ হইবে। সে ব্রাহ্মণও নয়, ক্ষত্রিয়ও নয়, তাহার মাঝামাঝি একটা বর্ণ। তাহা হইলেও মনু যে এই অধ্যায়েরই চতুর্থ শ্লোকে এত করিয়া বুঝাইয়াছিলেন যে চারি বর্ণের অতিরিক্ত আর পঞ্চমবর্ণ নাই, তাহা কুল্লূকের পক্ষে ব্যর্থ হইয়াছে। কুল্লূকের মতে এই চারিবর্ণের পরেও

৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম ইত্যাদি অসংখ্য বর্ণ হইবে। যদি অবশ্যই চারিবর্ণের মধ্যে ইহাদিগকে এক বর্ণের বলিতে হয়, তবে সে বর্ণ কি, তাহার নাম কর, এবং তাহা মনুর কোথায় উল্লিখিত আছে তাহা দেখাইয়া দাও। আবার এই অধ্যায়েরই দশম শ্লোকের ব্যাখ্যায় উভয়েই লিখিয়াছেন, ইহারা সবর্ণ পুত্রাপেক্ষা নিকৃষ্ট, তদনুসারে অম্বষ্ঠাদি ব্রাহ্মণাপসদ। আবার ১৪শ শ্লোকের ব্যাখ্যায় লিখিলেন, ইহারা মাতৃবর্ণ অর্থাৎ মূর্দ্ধাভিষিক্তেরা ক্ষত্রিয় ও অম্বষ্ঠেরা বৈশ্যবর্ণ ও তদনুসারে সংস্কার পাইবে, ধর্ম্মও গ্রহণ করিবে।

এই সকল কথার অর্থ কি, ইহা কি কেহ বুঝিতে পারেন? দুই জনের কেহই জাতি, বর্ণ, ও পত্নীশব্দের শাস্ত্রসঙ্গত প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করেন নাই বলিয়াই কি এরূপ অর্থসঙ্কটে পড়েন নাই? যে অর্থ তাঁহারা নিজেরাই ঠিক করিতে পারেন নাই, সে অর্থ কত দূর গ্রাহ্য, তাহা পণ্ডিত মহাশয়েরা বিবেচনা করুন। তাঁহাদিগের কৃত পরস্পর অসঙ্গত এই অর্থ সকলের মধ্যে কোন্‌টী শাস্ত্রানুসারে গ্রাহ্য হইতে পারে?

মনু সবর্ণা, অনুলোমা ও প্রতিলোমা সমস্ত বর্ণীয়া স্ত্রীদের পতিব্যভিচার, কানীনত্ব প্রভৃতি দোষহেতুক নিন্দিত পুত্রদিগেরই বর্ণ ও অপসদত্ব এই শ্লোকে ব্যক্ত করিয়াছেন। অর্থাৎ তাহাদিগের মাতা পিতার মধ্যে যে নিকৃষ্ট বর্ণ হইবে, পুত্র তাহারই বর্ণীয় অপসদ হইবে—ইহাই বলিয়াছেন। সেই জন্যই তিনি এ শ্লোকে তুল্য, অনুলোম, পতিত্ব বা পত্নীত্ব প্রতিপাদক কোনও শব্দ বলেন নাই। সকল বর্ণে সকল বর্ণেরই অবৈধ রূপে উৎপাদিত পুত্রদিগের বর্ণ এই শ্লোকেই নির্ণীত করিয়াছেন। কেবল যে অনুলোমজাত পুত্রদের কথাই বলিয়াছেন, এমন নয়। অতএব কুল্লূকাদি আনুলোম্য শব্দ এখানে আনিয়া সবর্ণজ ও প্রতিলোমজ নিন্দিত পুত্রদের বর্ণবোধক অর্থ নিবৃত্ত

করিয়াছেন। এ শ্লোকে ভার্য্যাপতিত্ব সম্বন্ধ অর্থ ঘটাইয়া পরোঢ়াতে ও কন্যাতে অবিধিজাত সন্তানদিগের বর্ণবোধক অর্থের নিবৃত্তি করিয়াছেন। এইরূপে তাঁহাদের কৃত মনুর পঞ্চম শ্লোকের ব্যাখ্যাতেও কোনও পুত্রের বর্ণ নির্ণয় হয় নাই, পত্নীতে জাত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔরসদিগেরও বর্ণ নির্ণয় উহা দ্বারা হয় নাই, ব্যাখ্যাতাদিগের স্বাভিপ্রেত ব্রাহ্মণবর্ণজাতা পত্নীতে ব্রাহ্মণ পতির পুত্রদেরও বর্ণ নির্ণয় নাই। এখানে এ শ্লোকটার ব্যাখ্যাতেও সবর্ণজ, অনুলোমজ বা প্রতিলোমজ, স্বভার্য্যাজাত বা পরভার্য্যাজাত কোনও পুত্রের বর্ণ নির্ণয় হইতেছে না। উধোর পিণ্ড বুধোর স্কন্ধে ও বুধোর পিণ্ড উধোর স্কন্ধে দেওয়াতে কাহারও পিণ্ডপ্রাপ্তি হইতেছে না। অতএব তাঁহাদের মতে মনু এ দুটী শ্লোকই ব্যর্থ লিখিয়াছেন। মনু যে মাতৃদোষদুষ্ট পুত্রদিগেরই বর্ণ নির্ণয়ার্থ এই শ্লোকটী লিখিয়াছেন, তাহা তাঁহার এই শ্লোকস্থিত "মাতৃদোষবিগর্হিতান্" এই পদ দ্বারাই স্পষ্ট অবগত হওয়া যাইতেছে। কিন্তু কোন্ কালের কোন্ নূতন পণ্ডিত বিহিত পত্নীজাত বা ভার্য্যাজাত পুত্রদিগকে মাতৃদোষবিগর্হিত বলিয়াছেন? এই শ্লোকের "অনন্তর" শব্দের অর্থে কুল্লূকাদি অব্যবহিত পরবর্ত্তী বর্ণ লিখিয়াছেন। অনন্তর শব্দের প্রকৃত অর্থ তাহাই বটে, কিন্তু মনু যে এখানে অনন্তর শব্দের পারিভাষিক অর্থ করিয়া অনুলোমে ও প্রতিলোমে একান্তর ও দ্ব্যন্তর সকল বর্ণই বুঝাইয়াছেন, তাহা এই ব্যাখ্যাকারদের জ্ঞানগোচর হয় নাই।

'স্ত্রীষু' অর্থ সামান্যতঃ সকল বর্ণীয় স্ত্রীমাত্রে, কিন্তু ঠিক ইহার পরেই 'অনন্তরজাতাসু' এই পদটী থাকায় উহার অর্থ সংকুচিত হইয়া সর্ব্ববর্ণীয় সবর্ণা স্ত্রীতে এইরূপ অর্থের প্রতীতি করে। অনন্তর 'মাতৃদোষবিগর্হিতান্' এই পদটী দ্বারা ভার্য্যাত্ব-সংবন্ধশূন্য সর্ব্ববর্ণীয়া সবর্ণা স্ত্রীতে এইরূপ অর্থ হয়; কারণ স্বভার্য্যায় উৎপাদিত পুত্রকে মাতৃদোষদুষ্ট

বলা যায় না। 'অনন্তরজাতাসু' শব্দের বাচ্যার্থ অব্যবহিত নিকৃষ্ট বা উৎকৃষ্ট বর্ণজাতা মাত্রকে বুঝায়, ভার্য্যাত্ব-সংবন্ধযুক্তাকে বুঝায় না, সুতরাং অনূঢ়া বা পরোঢ়াকে বুঝাইতেছে, স্বোঢ়াকে অর্থাৎ ভার্য্যাকে বুঝাইতেছে না, কারণ স্বোঢ়াতে জাত পুত্র মাতৃদোষবিগর্হিত হইতে পারে না। এই পদটীকে স্ত্রীষু পদের বিশেষণও করা যায় না, কারণ, অনন্তরজাতাসু স্ত্রীলিঙ্গ পদ হওয়ায় এই পদের অর্থেই যখন অনন্তর-বর্ণজাতা স্ত্রী পর্য্যন্ত বুঝায়, তখন তাহাকে স্ত্রীষু পদের বিশেষণ করিয়া সূত্রোক্ত অর্থের সংক্ষেপ করা উচিত নয় ; কারণ, ইহা বুঝা কর্ত্তব্য যে, ভগবান্ মনু কর্ত্তৃক এই সূত্রমধ্যে কখনই ব্যর্থ পদ প্রযুক্ত হয় নাই। অনন্তরজাতাসু পদটীকে যদি স্ত্রীষু পদের বিশেষণ করা যায় তাহা হইলে স্ত্রীষু পদটী অধিক হওয়াতে ইহার প্রয়োগ ব্যর্থ হইয়াছে বুঝিতে হয়। তাহা হইলেই সূত্রে দোষ পড়িল, কারণ তাহা হইলে ইহা "অল্পাক্ষর-মসন্দিগ্ধং সারবদ্‌বিশ্বতোমুখং। অস্তোভমনবদ্যঞ্চ সূত্রং সূত্রবিদো বিদুঃ।" ইত্যুক্ত বচনানুসারে ইহা সূত্রলক্ষণাক্রান্ত হইতেছে না। মনুর বাক্যে এরূপ দোষ হইতে পারে না। অতএব স্ত্রীষু পদটীকে মনু স্বতন্ত্র অর্থসিদ্ধির নিমিত্তই প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহা বুঝা কর্ত্তব্য। সে স্বতন্ত্র অর্থটী তাহা হইলে "সর্ব্ববর্ণেষু তুল্যাসু" এই পূর্ব্ব-শ্লোকোক্ত স্ত্রীসকলকে অর্থাৎ সকল বর্ণীয় সমানজাতীয়া পরোঢ়া বা অনূঢ়া স্ত্রীমাত্রকে বুঝাইতেছে *। এইরূপে 'অনন্তরজাতাসু' অর্থেও আনুলোম্যেন প্রাতিলোম্যেন বা অনূঢ়াসু পরোঢ়াসু চ এই অর্থ হইয়া দাঁড়াইতেছে। কোনও ক্রমে ভার্য্যার্থের আগম হইতেছে না ; বরং 'মাতৃদোষবিগর্হিতান্' এই পদ ভার্য্যার্থকে নিবৃত্ত করিতেছে।

* 'স্ত্রীষু এই পদটীকে স্বতন্ত্র অর্থ সাধক না করিলে, এই অধ্যায়ের ১০ম শ্লোকে যে ছয় দ্বিজাপসদের কথা বলিয়াছেন তাহাও উপলব্ধ হয় না।

অনন্তরজাতা শব্দের বাচ্যার্থে বাধাও দেখা যায় না সুতরাং লক্ষণা করার প্রয়োজনও নাই, অতএব লক্ষণা-বৃত্তিদ্বারাও তাহার ভার্য্যার্থ প্রতীতি হয় না। দ্বিজৈঃ এই পদ দ্বিজমাত্র অর্থের বাচক হইতেছে সুতরাং ঐ পদের দ্বারাও পতিত্বের প্রতীতি হয় না, প্রত্যুত 'মাতৃদোষ-বিগর্হিতান্' এই পদে পুত্রদের মাতৃদোষদুষ্টত্ব বলায় পতিত্ব অর্থের প্রবৃত্তিই হইতে পারে না। অতএব পতি-পত্নীত্ব, ভার্য্যা-ভর্ত্তৃত্ব সংবন্ধ-রহিতদের উৎপাদিত ও প্রসূতদিগের কথাই এখানে হইতেছে বুঝিতে হইবে। অতএব ভার্য্যাত্বসংবন্ধরহিতা সবর্ণাতে ও অসমবর্ণা সমুদায় বর্ণীয়া দ্বিজাত্মজাতে সমুদায় বর্ণীয় দ্বিজগণ কর্ত্তৃক উৎপাদিত সুত এইরূপ অর্থ হইতেছে। তন্মধ্যে সবর্ণাতে সবর্ণীয় নিন্দিত পুত্র হয় এরূপ অর্থ পূর্ব্ব শ্লোকার্থের অনুবৃত্তিতে পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু সূত্রে অনন্তরজাতাসু পদ সনাতন ব্যবহার অনুসারে অনন্তরনামা পুত্রগণকে বুঝাইতে মনু প্রয়োগ করিয়াছেন এবং সেই সনাতন ব্যবহারানুযায়িক অর্থ বুঝাইতে ভগবান্ অনন্তর শব্দের পারিভাষিক অর্থ করিয়াছেন, তাহা পশ্চাৎ ১৪ শ্লোকে স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন। অনন্তর শব্দের পারিভাষিক অর্থ না করিলে কেবল অব্যবহিত পরবর্ত্তী বর্ণজাতাদিগকেই বুঝাইত। এই জন্যই উহার পারিভাষিক অর্থ করার প্রয়োজন হইয়াছে। এই অর্থে অনন্তরজাতাদিগের মধ্যে আনুলোম্যে অনন্তরজাতা অর্থাৎ উৎপাদকের পরবর্ণীয় দুহিতা সকলে দ্বিজগণ কর্ত্তৃক যে সকল মাতৃদোষবিনিন্দিত পুত্র জন্মে তাহারা পূর্ব্ব শ্লোকের অর্থানুবৃত্তিবশে শ্লোকস্থ সদৃশ শব্দ হইতেই মাতৃবর্ণসদৃশ অর্থদ্বারা মাতৃবর্ণীয় অপসদ হইতেছে। এইরূপে সবর্ণা ও অনুলোমা হইতে জাতেরা পূর্ব্বশ্লোকার্থের অনুবৃত্তিতে মাতৃবর্ণের অপসদ হইল। কিন্তু প্রতিলোমাজাতেরা কোন্ বর্ণ হইবে, ইহা ত পূর্ব্ব শ্লোকে নাই। এজন্য অনুবৃত্তি না পাওয়ায় শ্লোকস্থ "দ্বিজৈঃ" এই পদ দ্বারা "যৈ

দ্বিজৈরুৎপাদিতা স্তৈ সদৃশান্” অর্থাৎ যে দ্বিজবর্ণ দ্বারা উৎপাদিত হইয়াছে, তাহারা সেই দ্বিজবর্ণেরই সদৃশ হইয়া সেই বর্ণের দ্বিজাপসদ হইবে, এইরূপ অর্থ সিদ্ধি হইতেছে। পরন্তু শেষার্দ্ধে যে “সদৃশানেব তানাহুর্মাতৃদোষবিগর্হিতান্” আছে তন্মধ্যে “এব তান্” এই দুই পদের সার্থকতা কি, ইহা অনুসন্ধান করিলে জানা যায় যে, মনু পূর্ব্ব-শ্লোকে পত্নীজাত ও অনুলোমে অপত্নীজাত সকল পুত্রেরই বর্ণ সামান্যতঃ বলিয়াছিলেন কিন্তু ইহাদের মধ্যে পরস্পর ইতর বিশেষ বলেন নাই। এ শ্লোকেও তদতিরিক্ত যে প্রতিলোমজাত পুত্রদের বর্ণ বলিলেন, ইহাদেরও অন্যোঽন্যের সহিত ইতর বিশেষ বলা হয় নাই। অপত্নী-জাতদের মধ্যে সেই প্রভেদটুকু ‘মাতৃদোষবিগর্হিত’ ও ‘সদৃশ’ এই দুই শব্দ দ্বারা প্রতিপাদিত করিয়াছেন। এক্ষণে মাতৃদোষরহিত পত্নীজাত, গান্ধর্ব্ব ও রাক্ষস বিবাহে ক্ষত্রিয়দের পত্নীত্বে গৃহীতাতে জাত, ও শাস্ত্রবিধানানুসারে নিযুক্তা পত্নীতে পতিভিন্ন অন্যকর্ত্তৃক উৎপাদিত ক্ষেত্রজ পুত্রেরা সদৃশবর্ণ হইবে কি অভিন্ন বর্ণ হইবে, ইহাই বলা অব-শিষ্ট রহিয়াছে। সেই মাতৃদোষরহিত অনুক্তদিগকে এক্ষণে পূর্ব্ব শ্লোক হইতে অনুবর্ত্তিত করিয়া বুঝাইতেছেন “মাতৃদোষরহিতাংস্তু পত্নীষু জাতান্ নিয়োগেন বা তাসূৎপাদিতান্ তানেবাহুঃ।” মাতৃ-দোষরহিত পত্নীতে পতি হইতে জাত বংশবর্দ্ধন পুত্রেরা, ক্ষত্রিয়গণের পক্ষে অদোষাবহ রাক্ষস ও গান্ধর্ব্ব বিবাহে ঊঢ়া হওয়ায় ব্রাহ্মাদি বিবাহে ঊঢ়ার ন্যায় পত্নীত্বে প্রাপ্তাতে জাত ক্ষত্রিয়-পুত্রেরা, এবং নিয়োগ-বিধান দ্বারা পত্নীতে যথাশাস্ত্র অন্যকর্ত্তৃক উৎপাদিত পুত্রেরা তাহা হইতে অভিন্নই হয়, অর্থাৎ ইহারা সবর্ণস্থ হয়, এইরূপ অর্থই বুঝাইতেছেন।

এই সকল না বুঝিয়া যথেচ্ছ-ব্যাখ্যাকারী মেধাতিথি, গোবিন্দরাজ ও কুল্লূক কেবল আপনাদিগের ভ্রমান্ধতাই প্রকাশ করিয়াছেন। মনুর

এই দুইটী সূত্রেই, তাঁহার ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রবেশার্থে কৃত বর্ণপরিচয়। এই বর্ণপরিচয়েও যাঁহাদের এরূপ জ্ঞান, তাঁহাদের ধর্ম্মশাস্ত্র ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হওয়াই বিড়ম্বনা মাত্র। যদি জ্ঞানসত্ত্বে বিদ্বেষাদি বশতঃ এরূপ করিয়া থাকেন, তবে তাঁহাদের মহান্ দোষ হইয়াছে, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

আমরা পুনঃ পুনঃ বলিতেছি, 'অনন্তর' শব্দ এখানে পারিভাষিক অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। এই জন্যই মনু সাধারণের ভ্রম নিরাসার্থ ৭ম শ্লোকে সেই অর্থ দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া দিয়া বলিয়াছেন যে, এই অনন্তর শব্দের অর্থ যেমন অব্যবহিত বর্ণকে বুঝাইবে, তেমনই একান্তর ও দ্ব্যন্তরকেও বুঝাইবে। এস্থলে এই অনন্তর শব্দের অর্থে পূর্ব্ববর্ত্তী পরবর্ত্তী সকল জাতিকেই বুঝাইবে। অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ের অনন্তর বর্ণ বলিলে তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বর্ণ ব্রাহ্মণও বুঝাইবে এবং নিকৃষ্ট বর্ণ বৈশ্য-শূদ্রও বুঝাইবে। বৈশ্যের অনন্তর বর্ণ বলিলে, তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট বর্ণ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ও বুঝাইবে আবার তদপেক্ষা নিকৃষ্ট বর্ণ শূদ্রও বুঝাইবে। এইরূপ ব্রাহ্মণের অনন্তর বলিলে অবশিষ্ট সমুদায় নিকৃষ্ট বর্ণকে বুঝাইবে এবং শূদ্রের অনন্তর বলিলে অবশিষ্ট সমুদায় উৎকৃষ্ট বর্ণকে বুঝাইবে। এই বিষয়ে যদি কাহারও সন্দেহ হয়, তবে তিনি মনুসংহিতার ঐ স্থলটী বিশিষ্ট সতর্কতার সহিত পাঠ করুন এবং আমাদের প্রদর্শিত অর্থই ঠিক কি না, তাহা বিবেচনা করুন। এই অর্থ ব্যতিরেকে অন্য অর্থ করিতে গেলেই জাতীয় শাস্ত্রের সর্ব্বত্র অসঙ্গতি ও অসামঞ্জস্য হইবে। আমরা এই মন্বর্থের ব্যাখ্যা-স্বরূপ অনুশাসন পর্ব্বের ৪৮ অধ্যায়ে বেদব্যাসের লিখিত ভীষ্মোক্ত মন্বর্থ অবিকল উদ্ধার করিতেছি। পাঠক মহাশয়েরা ইহার সহিত মন্বর্থের তুলনা করিয়া দেখুন এবং ইহা ভিন্ন অন্য অর্থ কি প্রকারে সঙ্গত হইতে পারে, তাহাও বুঝুন।

যুধিষ্ঠির উবাচ।

অর্থলোভাদ্বা কামাদ্বা বর্ণানাঞ্চাপ্যনিশ্চয়াৎ।
অজ্ঞানাদ্বাপি বর্ণানাং জায়তে বর্ণসঙ্করঃ॥
তেষামেতেন বিধিনা জাতানাং বর্ণসঙ্করে।
কো ধর্ম্মঃ কানি কর্ম্মাণি তন্মে ব্রূহি পিতামহ॥

ভীষ্ম উবাচ।

চাতুর্ব্বর্ণ্যস্য কর্ম্মাণি চাতুর্ব্বর্ণ্যঞ্চ কেবলম্।
অসৃজৎ সহি যজ্ঞার্থে পূর্ব্বমেব প্রজাপতিঃ॥
ভার্য্যাশ্চতস্রো বিপ্রস্য তিসৃম্বাত্মাস্য জায়তে।
আনুপূর্ব্ব্যাত্ততো হানো মাতৃজাতৌ প্রসূয়তে॥
পারঃশবো ব্রাহ্মণস্যৈষ পুত্রঃ শূদ্রাপুত্রং পারশবং তমাহুঃ।
শুশ্রূষকঃ স্বস্য কুলস্য স স্যাৎ স্বচারিত্র্যং নিত্যময়ং ন জহ্যাৎ॥
তিস্রঃ ক্ষত্রিয়সম্বন্ধাদ্ দ্বয়োরাত্মাঽস্য জায়তে।
হীনবর্ণ স্তৃতীয়ায়াং শূদ্র উগ্র ইতি স্মৃতঃ॥
দ্বে চাপি ভার্য্যে বৈশ্যস্য স্বস্যামাত্মাঽস্য জায়তে।
হীনবর্ণো দ্বিতীয়ায়াং করণো নাম জায়তে॥
শূদ্রা শূদ্রস্য চাপ্যেকা শূদ্রস্তস্যাঃ প্রজায়তে।
অতোঽবশিষ্ট স্বধমে৷ গুরুদারপ্রধর্ষকঃ॥
পূর্ব্বপূর্ব্বভবাস্বেব কামমোহাৎ পরঃ পরঃ।
বাহ্যং বর্ণং জনয়তি চাতুর্ব্বর্ণ্যবিগর্হিতম্॥
বিপ্রায়াং ক্ষত্রিয়ো বাহ্যং সূতং স্তোমক্রিয়াপরম্।
বৈশ্যো বৈদেহকঞ্চাপি মৌদ্গল্য মপবর্জ্জিতম্॥
শূদ্রশ্চণ্ডাল মত্যুগ্রং বধ্যঘ্নং বাহ্যবাসিনম্।
ব্রাহ্মণ্যাং সম্প্রজায়ন্তে ইত্যেতে কুলপাংসনাঃ॥
এতে মতিমতাং শ্রেষ্ঠ বর্ণসঙ্করজাঃ প্রভো।১১

বন্দী তু জায়তে বৈশ্যান্মাগধো বাক্যজীবনঃ।
শূদ্রাৎ ক্ষত্তা প্রতীহারঃ ক্ষত্রিয়ায়াং ব্যতিক্রমাৎ॥
শূদ্রাদায়োগবাশ্চাপি বৈশ্যায়াং গ্রাম্যধর্ম্মিণঃ।
ব্রাহ্মণৈরপ্রতিগ্রাহ্যা স্তক্ষা স্বধনজীবিনঃ॥
এতেঽপি সদৃশান্ বর্ণান্ জনয়ন্তি স্বযোনিষু।
মাতৃজাত্যাং প্রসূয়ন্তে প্রবরাসু চ যোনিষু॥
যথা চতুর্ষু বর্ণেষু দ্বয়োরাত্মাঽস্য জায়তে।
আনন্তর্য্যাৎ, প্রজায়ন্তে তথা বাহ্যাঃ প্রধানতঃ॥
তে চাপি সদৃশং বর্ণং জনয়ন্তি স্বযোনিষু।
পরস্পরস্য দারেষু জনয়ন্তি বিগর্হিতান্॥
যথা শূদ্রোঽপি ব্রাহ্মণ্যাং বাহ্যং জন্তুং প্রসূয়তে।
এবং বাহ্যতরাদ্বাহ্যশ্চাতুর্ব্বর্ণ্যাৎ প্রজায়তে॥
প্রতিলোমস্ত বর্দ্ধন্তে বাহ্যাদ্ বাহ্যতরাৎ পুনঃ।
হীনাদ্ধীনাঃ প্রসূয়ন্তে বর্ণাঃ পঞ্চদশৈব তু।
অগম্যাগমনাচ্চৈব জায়তে বর্ণসঙ্করঃ॥

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিতেছেন,হে পিতামহ, অর্থলোভ হেতুই হউক, কামপ্রবৃত্তির বশতাপন্ন হইয়াই হউক, বর্ণ নিশ্চয় করিতে না পারা হেতুকই হউক, অথবা বর্ণ না জানা হেতুকই হউক, বিবাহের অযোগ্য বর্ণের যৌন সম্পর্ক হইলে তাহাতে যে পুত্রেরা উৎপন্ন হয় তাহারা বর্ণ-সঙ্কর হয়। এই প্রকারে উৎপন্ন বর্ণসঙ্করদিগের ধর্ম্ম ও জীবিকার্থ অবলম্বনীয় কর্ম্ম কি, তাহা আমাকে বলুন।

ভীষ্ম বলিতেছেন, প্রথমে প্রজাপতি ব্রহ্মা দেবগণের সেবার নিমিত্ত কেবল চারিটী বর্ণ ও তাহাদিগের কর্ম্ম বিধান করিয়াছিলেন। তাহাতে ঐ চারিবর্ণগত এই নিয়ম যে, ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণের স্ত্রীই ভার্য্যা হয়, তন্মধ্যে পূর্ব্বোক্ত তিন স্ত্রীতে

ইঁহার (ব্রাহ্মণের) পুত্র "বিপ্রাত্মা" অর্থাৎ ব্রাহ্মণ হয়। হীনবর্ণা শূদ্রার পুত্র শূদ্র হয়। ঐ পুত্রের নাম পারশব। সে পিতৃকুলের ভৃত্য-স্বরূপ থাকিয়া কার্য্য করিবে, যেন তাহা পরিত্যাগ না করে। ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রা এই তিন ভার্য্যা হয়, তন্মধ্যে ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যা এই দুই স্ত্রীতে যে দুই পুত্র হয় তাহারা ক্ষত্রিয়ই হয়, তৃতীয়া স্ত্রী শূদ্রাতে উগ্রজাতীয় হীনবর্ণ শূদ্রের উৎপত্তি হয়। বৈশ্যের বৈশ্য ও শূদ্র এই দুই ভার্য্যাতে দুই পুত্র হয়, তন্মধ্যে কেবল নিজ জাতীয় স্ত্রীতে যে পুত্র হয় সেই বৈশ্য হয়, দ্বিতীয়া স্ত্রাতে করণ নামে হীনবর্ণ অর্থাৎ শূদ্র জন্মে। তদ্ভিন্ন আর যত পুত্র, নিকৃষ্ট বর্ণের পুরুষ উৎকৃষ্ট বর্ণের স্ত্রীতে উৎপাদন করে তাহারা চাতুর্ব্বর্ণ্যনিন্দিত, গ্রামের বাহিরে থাকিবার উপযুক্ত, অতি হেয় সঙ্কর জাতি নামে প্রসিদ্ধ।

এস্থলে কুল্লূক ভট্ট স্বাভিমত সিদ্ধির নিমিত্ত আমাদের উদ্ধৃত প্রথমার্দ্ধের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত করিয়া লিখিয়াছেন "আনুপূর্ব্ব্যাত্তয়োহীনৌ মাতৃজাত্যৌ প্রসূয়তঃ।" আর চতুর্থ শ্লোকের 'স্বস্যাম্' এই পদের স্থলে "দ্বয়োঃ" এই পদ পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন। কিন্তু এ পাঠ যুক্তিসঙ্গত বা প্রমাদশূন্য হইলে কেবল পরিবর্ত্ত মাত্রে আমরা বিশেষ দোষ বলিতে পারিতাম না। অসদভিপ্রায়ে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে বলিয়াই আমরা দোষ ধরিতেছি, এরূপ পরিবর্ত্তের কোনও যুক্তি দেখা যায় না, প্রত্যুত ইহাতে ভীষ্মের পূর্ব্ব পূর্ব্ব বচনের ও পর পর বচনের সহিত, অন্যান্য সংহিতাবচনের সহিত, বিশেষত কুল্লূক যে মনুসংহিতার ব্যাখ্যা করিতেছেন সেই মনুসংহিতারই সহিত বিশিষ্ট বিরোধ হইতেছে। 'স্বস্যাম্' স্থলে "দ্বয়োঃ" এই পদ বসাইলে তাহার অর্থে বৈশ্যার শূদ্রাপুত্রকেও বৈশ্য বলিতে হয়। কিন্তু ভীষ্ম, কি অন্য কোন ব্যাখ্যাকার বা সংহিতাকার এরূপ বলেন নাই, এজন্য ইহা শাস্ত্রবিরুদ্ধ, পরন্ত ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এই দুই উৎকৃষ্টতর বর্ণের শূদ্রাজাত পুত্র শূদ্র হইবে কিন্তু বৈশ্যের

শূদ্রাপুত্র বৈশ্য হইবে,ইহা অতি অযৌক্তিক কথা। "আনুপূর্ব্ব্যাত্তয়োর্হীনৌ মাতৃজাত্যৌ প্রসূয়তঃ" ইহার অর্থ কি? এখানে দ্বিবচন কেন? বৈশ্যা ও শূদ্রাপুত্রকে মাতৃজাতীয় বলাই কুল্লূকের অভিপ্রায় নয় কি? ইহাও যুক্তি ও ধর্ম্মশাস্ত্রবিরুদ্ধ। আর 'প্রসূয়তঃ' এটীও যে ব্যাকরণ-বিরুদ্ধ, সূ ধাতুর প্রয়োগ ত পরস্মৈপদে হয় না। এটি কি কুল্লূকের নিজের আর্ষ প্রয়োগ নয়?

ধন্য স্মার্ত্ত মহাশয়েরা! আপনাদের কি কখনও কুল্লূকের এই সকল পরিবর্ত্তিত বচনে সন্দেহও উপস্থিত হয় নাই? মনুর ব্যাখ্যায় মনুরই বিরুদ্ধ মত কুল্লূক মেধাতিথি ও গোবিন্দরাজ ইঁহারা পদে পদে প্রতিপাদন করিতেছেন, বেদমত এবং অন্যান্য শাস্ত্রমতও উল্লঙ্ঘন করিতেছেন, আর এইরূপ করিয়া অভিনব ব্যাখ্যা করিলাম বলিয়া আপনাদিগকে প্রকাশ করিতেছেন, তথাপি কি আপনাদের সেই অভি-নবত্বটা কি, ইহা জানিতেও একবার কৌতূহল হয় নাই? এই সকল ভূল আপনারা কি জন্য শিষ্য-পরম্পরায় চালাইতেছেন, আপনারাই জানেন, অধিক কি বলিব। মানবশাস্ত্রের ব্যাখ্যায় এরূপ অমানবত্ব প্রকাশ আর কোথাও দেখি নাই। এক্ষণে ৬ষ্ঠ শ্লোকে অনন্তর শব্দের পারি-ভাষিকার্থ ও তদুক্ত জাতি ও বর্ণগত অর্থ মনু যে স্বয়ংই দৃষ্টান্তাদি দ্বারা দেখাইয়া দিয়াছেন, তাহাই দেখাইতেছি।

স্ত্রীষ্বনন্তরজাতাস্বিত্যুক্তং তেনৈকান্তরজাতানাং দ্ব্যন্তরজাতানাঞ্চ সংবন্ধে কো বিধিরিত্যাশঙ্কয়াঽনন্তরশব্দস্য পারিভাষিকার্থং দ্যোতয়ন্নাহ অনন্তরাস্বিতি।

'স্ত্রীষ্বনন্তরজাতাসু' ইত্যাদি ষষ্ঠ শ্লোকে অনন্তরজাতাদের বর্ণ-সংস্কার উক্ত হইল বটে, কিন্তু একান্তরজাতা ও দ্ব্যন্তরজাতা সংবন্ধে কিরূপ বিধি হইবে এই প্রশ্নাশঙ্কা করিয়া অনন্তর শব্দের পারিভাষিকার্থ প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন—

অনন্তরাসু জাতানাং বিধিরেষ সনাতনঃ।
দ্ব্যেকান্তরাসু জাতানাং ধর্ম্ম্যং বিদ্যাদিমং বিধিম্‌॥

অনন্তরাসু অব্যবধানেন পরবর্ণাসু নিকৃষ্টবর্ণাস্বুৎকৃষ্টবর্ণাসু বেত্যর্থঃ পরোঢ়াস্বনূঢ়াসু চ পাণিগ্রাহভিন্নেভ্যো জাতানাং পুত্রাণাং সংবন্ধে এষ ষষ্ঠশ্লোকোক্তো বিধিঃ, মাতাপিত্রোর্মধ্যে যো নিকৃষ্টবর্ণস্তস্য বর্ণস্য সংস্কারপ্রাপ্তিরূপঃ তেনানুলোমজানাং মাতৃবর্ণসংস্কারপ্রাপ্তিঃ প্রতি-লোমজানাঞ্চ পিতৃবর্ণসংস্কারপ্রাপ্তিরিত্যয়ং বিধিঃ সনাতনঃ শাশ্বতঃ ধর্ম্ম্য ইত্যর্থঃ একান্তরাসু দ্ব্যন্তরাসু চ জাতানামপি পক্ষে ইমং অনুলোম-জানাং মাতৃবর্ণসংস্কারপ্রাপ্তিরূপং প্রতিলোমজানাঞ্চ পিতৃবর্ণসংস্কার-প্রাপ্তিরূপং বিধিং বিধানং ধর্ম্ম্যং ধর্ম্মাদনপেতং বিদ্যাৎ জানীয়াৎ। এতেন স্ত্রীষ্বনন্তরজাতাস্বিত্যাদিশ্লোকেঽনন্তরশব্দঃ পারিভাষিকার্থে প্রযুক্ত ইতি দর্শিতম্‌।

অর্থ। অমন্তরবর্ণীয়া স্ত্রীতে অর্থাৎ অব্যবধানে নিকৃষ্ট বা উৎকৃষ্ট পরবর্ণীয়া পরোঢ়াতে ও অনূঢ়াতে পাণিগ্রাহভিন্ন ব্যক্তি হইতে জাত পুত্রদিগের সংবন্ধে এই ষষ্ঠ শ্লোকোক্ত বিধি অর্থাৎ তাহাদের মাতা পিতার মধ্যে যে নিকৃষ্টবর্ণের হইবে, তাহারই বর্ণের সংস্কার তাহারা পাইবে। অর্থাৎ অনুলোমজেরা পিতৃবর্ণ-সংস্কার পাইবে'। এইরূপ ব্যবস্থা চিরকাল চলিয়া আসিতেছে সুতরাং ইহা ধর্ম্ম্য। একান্তরা ও দ্ব্যন্তরা জাতদিগের পক্ষেও এই বিধি অর্থাৎ অনুলোমজদিগের মাতৃ-বর্ণসংস্কার-প্রাপ্তি ও প্রতিলোমজদিগের পিতৃবর্ণ-সংস্কার-প্রাপ্তিরূপ বিধি ধর্ম্মসঙ্গত বলিয়া জানিবে। অতএব এই শ্লোক দ্বারা 'স্ত্রীষ্বনন্তর-জাতাসু' ইত্যাদি ষষ্ঠ শ্লোকে অনন্তর শব্দটী পারিভাষিকার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে ইহা এই ৭ম শ্লোকে কথিত হইয়াছে। মেধাতিথি কুল্লূ-কাদি এই শ্লোকের অর্থ করিয়াছেন—"অব্যবহিত পরবর্ণীয়া ভার্য্যাতে উৎপন্ন পুত্রদিগের সংবন্ধে পরম্পরাগত এই নিত্যবিধি বলা হইল।

দ্ব্যন্তরাজাত ও একান্তরাজাত পুত্রদিগের পক্ষে যে বিধি বলা হইবে, তাহাই ধর্ম্ম্য জানিবে।" কিন্তু সে বিধি কি এবং কোথায় বলা হইয়াছে বা হইবে, তাহা কেহও বলেন নাই এবং তাহা কুত্রাপি দেখাও যায় না। শব্দের অর্থ বুঝি না বুঝি, প্রতিশব্দ বসাইয়া যাইতে পারিলেই পাণ্ডিত্যের চূড়ান্ত হইয়া যায়। হা অদৃষ্ট!

মাতা পিতা এই দুইজনের মধ্যে যে অনন্তর অর্থাৎ নিকৃষ্ট বর্ণ, তাহারই বর্ণ নামে এই ষষ্ঠ শ্লোকোক্ত জাতিদের বর্ণ নাম হয় বলিয়াই যে লোকে ইহারা অনন্তরনামা বলিয়া প্রসিদ্ধ, এবং সেই অনন্তরনামা পুত্রদিগকেই যে মনু ক্রমে ৮ হইতে ১৩ পর্য্যন্ত শ্লোকে দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইয়া দিয়া ১৪শ শ্লোকটী রচনা করিয়াছেন তদ্দ্বারাও জানা যায় যে, ষষ্ঠ শ্লোকোক্তেরা মাতার ব্যভিচারাদি দোষ হেতুক নিন্দিত পুত্র, তাহারা কোনও ক্রমে ভার্য্যাজাত পুত্র নহে। অতএব কুল্লূকাদি ব্যাখ্যাকারেরা ষষ্ঠ শ্লোকের ব্যাখ্যাতে "আনুলোম্যেনা-ব্যবহিতবর্ণজাতীয়াসু ভার্য্যাসু দ্বিজাতিভির্য উৎপাদিতাঃ পুত্রাঃ" ইত্যাদি বলিয়া তাহাদিগকে যে অনুলোমবর্ণীয়া ভার্য্যাতে জাত বলিয়াছেন, তাহা তাঁহাদিগের সম্পূর্ণ ভ্রমই বলিতে হইবে অথবা তাহা বিদ্বেষোক্তি ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। অনুলোমবর্ণীয়া স্ত্রীরা পরিণীত হইলে যে আর অনুলোমা থাকে না ও তাহাদিগের পুত্রদিগকে মাতৃদোষদূষিত অর্থে যে অনুলোমজ বলা যাইতে পারে না, তাহা মনু নানা প্রকারে বুঝাইয়া দিয়াছেন। এই ৭ম শ্লোকের পরেই ভগবান্ তাঁহার অভিপ্রেত পারিভাষিক অর্থ বুঝাইতে দৃষ্টান্ত দ্বারা একান্তরাজাত ও দ্ব্যন্তরাজাত ঐ মাতৃদোষদূষিত পুত্রদিগকে একে একে দেখাইয়া দিতেছেন। অনন্তরাজাতদিগকে বাচ্যার্থ দ্বারা অনায়াসেই বুঝা যাইবে বলিয়া তাহাদের উল্লেখ করেন নাই।

ব্রাহ্মণাৎ বৈশ্যকন্যায়া * মম্বষ্ঠো নাম জায়তে।
নিষাদঃ শূদ্রকন্যায়াং যঃ পারশব উচ্যতে ॥ ৮ ॥

ব্রাহ্মণ হইতে একান্তরা, অর্থাৎ মধ্যে ক্ষত্রিয়বর্ণ-ব্যবহিতা, বৈশ্য-কন্যাতে অর্থাৎ বৈশ্যের অনূঢ়া দুহিতাতে অম্বষ্ঠ নামে পুত্রের জন্ম হয়। এতদ্দ্বারা কানীন পুত্রের পিতৃবর্ণত্ব প্রদর্শিত হইতেছে।

কন্যাতে জন্মহেতুক এই অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণের কানীন পুত্র। সুতরাং এ অম্বষ্ঠ মনুর প্রথম শ্লোকে সূচিত এবং যাজ্ঞবল্ক্যাদির উক্ত ব্রাহ্মণ পত্নীজাত অম্বষ্ঠ হইতে পৃথক্। এ অম্বষ্ঠ জন্মে কৃষ্ণদ্বৈপায়নাদির ন্যায় ব্রাহ্মণাপসদ। মনু এই অধ্যায়েরই ৪৬ ও ৪৭ শ্লোকে অন্যান্য অপসদদিগের সহিত ইহাকে দ্বিজাপসদ বলিয়া ইহার প্রতি দ্বিজাপসদেরই বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। মেধাতিথি কুল্লূক প্রভৃতি এই অম্বষ্ঠের সহিত পত্নীজাত অম্বষ্ঠের অভিন্নতা মনে করিয়া মহাভ্রমে পড়িয়াছেন এবং অন্যদিগকেও ভ্রমে পাতিত করিয়াছেন। কুল্লূকাদি যে ভ্রমে পড়িয়াছেন, তাহা তাঁহাদের এই শ্লোকের ব্যাখ্যা দেখিলেই অনায়াসে প্রতীত হইবে। এইরূপ পরোঢ়া বৈশ্যাতে জাত অম্বষ্ঠ বৈশ্যবর্ণীয় অপসদ হয়। ব্রাহ্মণ হইতে দ্ব্যন্তরা শূদ্রকন্যাতে নিষাদ বা পারশব জন্মে। †

ব্রাহ্মণের একান্তরা দ্ব্যন্তরাজাত দেখাইয়া দিয়া এক্ষণে ক্ষত্রিয়ের একান্তরা দেখাইতেছেন। ক্ষত্রিয়ের দ্ব্যন্তরা নাই।

ক্ষত্রিয়াচ্ছূদ্রকন্যায়াং ক্রূরাচারবিহারবান্।
ক্ষত্রশূদ্রবপুর্জন্তুরুগ্রো নাম প্রজায়তে ॥

---

* সূত্রে যেমন অনন্তরজাতা বলিয়া ভার্য্যাত্বসম্বন্ধহীনাকে বুঝাইয়াছেন, দৃষ্টান্তে কন্যাশব্দ দ্বারা তাহাই বুঝাইয়াছেন। এই স্থলে কন্যা অর্থ অপত্নী।

† শূদ্রাবিবাহ নিষিদ্ধ। ইহা নিন্দিত বিবাহ। দ্বিজাতির শূদ্রাতে উৎপন্ন সমুদায় পুত্র শূদ্র। শূদ্র হইতে দ্বিজাতি স্ত্রীতে উৎপন্ন পুত্রেরা শূদ্রাপসদ।

ক্ষত্রিয় হইতে শূদ্রকন্যাতে অর্থাৎ পত্নীত্ব-সংবন্ধরহিতা শূদ্রাতে ক্রূরাচার ও ক্রূরচেষ্টিত যে প্রাণীর উৎপত্তি হয়, ক্ষত্র হইতে শূদ্রাতে সম্ভূত সেই পুত্রের নাম উগ্র। এই পুত্রও নিষাদের ন্যায় অপধ্বংসজ। ষষ্ঠ শ্লোকে "স্ত্রীষু" অর্থে যে সবর্ণা দ্বিজাতে উৎপাদিতদিগকে বুঝাইয়াছেন, তাহা অতি সুগম হওয়ায় বুঝাইবার প্রয়োজন হয় নাই। 'অনন্তরাজাতাসু' অর্থে যে অনন্তরাতে একান্তরাতে ও দ্ব্যন্তরাতে জাতদিগকে বুঝাইয়াছেন, তন্মধ্যে অনন্তরাতে জাতেরাও বাচ্যার্থ দ্বারা অনায়াসে বিদিত হইতেছে। এজন্য অনন্তরাতে জাতপুত্রদিগকেও বুঝাইবার প্রয়োজন হয় নাই। এজন্য মূর্দ্ধাভিষিক্ত মাহিষ্য ও করণের নামও করেন নাই। কেবল পারিভাষিক অর্থের দ্বারা লব্ধ একান্তরাজাত ও দ্ব্যন্তরাজাত অপসদ পুত্রদিগকে বুঝাইবার নিমিত্তই অষ্টম ও নবম শ্লোকে অম্বষ্ঠ নিষাদ ও উগ্রের একান্তরাদিজাতত্ব বুঝাইয়া দিলেন। এক্ষণে ঐ ষষ্ঠশ্লোকলব্ধ মাতৃদোষদুষ্ট এই সকল দ্বিজ ও শূদ্রপুত্রদের মধ্যে যাহারা সবর্ণজ ও অনুলোমজ দ্বিজাপসদ বলিয়া কথিত হয়, তাহাদিগকে এই ১০ম শ্লোকে বলিয়া দিতেছেন।

বিপ্রস্য ত্রিষু বর্ণেষু নৃপতের্বর্ণয়োর্দ্বয়োঃ।
বৈশ্যস্য বর্ণে চৈকস্মিন্ ষড়েতেঽপসদাঃ স্মৃতাঃ॥

ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণে অর্থাৎ পত্নীত্ব-সংবন্ধরহিত ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যা স্ত্রীতে, ক্ষত্রিয়ের পত্নীত্ব-সংবন্ধরহিত ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যা এই দুই বর্ণের স্ত্রীতে এবং বৈশ্যের অপত্নী বৈশ্যাতে জাত যে ছয় পুত্র, তাহারা অপসদ অর্থাৎ দ্বিজাপসদ। ১৬শ শ্লোকে শূদ্রাপসদ ও ১৭শ শ্লোকে প্রতিলোমজ দ্বিজাপসদ বলিয়াছেন। এখানে কেবল অপসদ মাত্র বলাতেও অনুলোমজ দ্বিজাপসদ বুঝাইতেছে।

কিন্তু মেধাতিথি কুল্লূক প্রভৃতি, দ্বিজগণের শূদ্রাতে জাত নিষাদ উগ্র ও করণ নামক শূদ্রপুত্রদিগকেও দ্বিজাপসদ বলিয়াছেন। ইহা

সম্পূর্ণ ভ্রম। তাহারা দ্বিজাপসদও নয় শূদ্রাপসদও নয়, তাহারা শূদ্র মাত্র। উহাদিগকে শূদ্রধর্ম্মা সংস্কারহীন ও অপধ্বংসজ বলা যায়। অপসদ বলা যায় না। মনু এই অধ্যায়ের ৪৬ শ্লোকে এই দ্বিজাপসদ ও অপধ্বংসজদিগকে সম্পূর্ণ পৃথক্ বলিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন। মহা-ভারতীয় অনুশাসনপর্ব্বের ৪৮ অধ্যায় পাঠ করিলে ইহার সবিশেষ অবগত হওয়া যাইবে। তাহার কিয়দংশ আমরা পূর্ব্বে উদ্ধার করিয়াছি, দেখিতে পারেন। মনুসংহিতায় ইঁহাদের বর্ণপরিচয়ও হয় নাই বলিয়াই, বর্ণজ্ঞানবিষয়ে ইঁহাদের এরূপ দুর্গতি। মনুর "স্ত্রীষনন্তরজাতাসু" ইত্যাদি ও "অনন্তরাসু জাতানাম্" ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের সহিত এই দশম শ্লোকে ব্রাহ্মণ হইতে পতি-ব্যভি-চারিণী সবর্ণাতে ও আনুলোম্যে অন্তরাতে ও একান্তরাতে জাত-দিগকে, ক্ষত্রিয় হইতে ঐরূপ ব্যভিচারিণী ক্ষত্রিয়াতে ও অনন্তরা বৈশ্যাতে জাতদিগকে এবং বৈশ্য হইতে ঐরূপ ব্যভিচার-দোষ-দূষিতা বৈশ্যাতে জাতকে নির্দ্দেশপূর্ব্বক ছয় দ্বিজাপসদ বলিয়াছিলেন; কিন্তু প্রতি-লোমজ অনন্তরজদিগকে দেখান নাই। পরন্তু ষষ্ঠ শ্লোকটীতে অনন্তর শব্দটী কেবল অনুলোমজ পক্ষেই পারিভাষিকার্থে প্রযুক্ত, প্রতিলোমজ পক্ষে নয় এরূপ পাছে কেহ বুঝে, এজন্য অনন্তরা একান্তরা ও দ্ব্যন্তরা জাত সমুদায় প্রতিলোমজদিগের নাম ১১ও ১২ শ্লোকে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেখাইয়া ঐ ষষ্ঠ শ্লোকটীরই অর্থ স্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। এই পুত্রেরাই আদি বর্ণসঙ্কর। বর্ণসঙ্কর নির্দ্দেশ জন্যই ইহাদের সমুদায়ের নাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন; যথা—

ক্ষত্রিয়াদ্বিপ্রকন্যায়াং সূতো ভবতি জাতিতঃ।
বৈশ্যান্মাগধবৈদেহৌ রাজবিপ্রাঙ্গনাসুতৌ॥ ১১
শূদ্রাদায়োগবঃ ক্ষত্তা চাণ্ডালশ্চাধমোনৃণাম্।
বৈশ্যরাজন্যবিপ্রাসু জায়ন্তে বর্ণসঙ্করাঃ॥ ১২

ক্ষত্রিয় হইতে অনন্তরা ব্রাহ্মণকন্যাতে সূতজাতির উৎপত্তি হয়, বৈশ্য হইতে অনন্তরা ক্ষত্রিয়কন্যাতে মাগধের এবং একান্তরা ব্রাহ্মণকন্যাতে বৈদেহের জন্ম হয়। [এই সঙ্করেরাও দ্বিজাপসদ, ইহা ১৭ শ্লোকে স্পষ্ট বলিয়া দিয়াছেন।] শূদ্র হইতে অনন্তরা বৈশ্যাতে আয়োগব, একান্তরা ক্ষত্রিয়াতে ক্ষত্তা জাতির ও দ্ব্যন্তরা ব্রাহ্মণীতে নরাধম চণ্ডালের উৎপত্তি হয়। [ইহারা প্রতিলোমজ শূদ্রাপসদ, ইহা ১৬শ শ্লোকে স্পষ্ট উক্ত আছে।] ১১ শ ও ১২শ এই দুই শ্লোকোক্ত প্রতিলোমজেরা আদ্য বর্ণসঙ্কর। [ইহারাই বর্ণব্যভিচারহেতুক বর্ণকে প্রথম ভঙ্গ করে। ইহারা আর্য্যনিয়ম উল্লঙ্ঘনে জাত বলিয়া আর্য্যগণের নিন্দিত পুত্র হয়।]

এখানে দ্রষ্টব্য যে, কি দ্বিজাতে কি শূদ্রাতে জাত অনুলোমজ কোনও পুত্র মাতৃদোষদুষ্ট হইলেও, জন্মহেতুক বর্ণসঙ্কর বলিয়া উক্ত হয় নাই। শূদ্রাতে ব্রাহ্মণাদি হইতে জাত অনুলোমজ নিষাদ উগ্র করণকেও বর্ণসঙ্কর বলা হয় নাই। বর্ণসঙ্কর কাহাকে বলে তাহা পশ্চাৎ প্রদর্শন করিব।

এক্ষণে ষষ্ঠশ্লোকগৃহীত অনুলোম ও প্রতিলোমে একান্তর বুঝাইবার নিমিত্ত দ্বিজত্ব-শূদ্রত্ব-নির্ব্বিশেষে ইহাদের তুলনা করিয়া আরও স্পষ্ট করিয়া দেখাইতেছেন, যথা—

একান্তরে ত্বানুলোম্যাদম্বষ্ঠোগ্রৌ যথা স্মৃতৌ।
ক্ষত্তৃবৈদেহকৌ তদ্বৎ প্রাতিলোম্যেঽপি জন্মনি॥ ১৩

অর্থাৎ আনুলোম্যে জাত অম্বষ্ঠ ও উগ্র যেরূপ একান্তর, প্রাতিলোম্যে জাত হইলেও ক্ষত্তা ও বৈদেহককেও সেরূপ একান্তর বলা যায়। প্রাতিলোম্য হেতুক ইহাদিকে অন্তরজ বলা যাইবে না এমন নয়। অর্থাৎ ষষ্ঠশ্লোকে যে অনন্তরজাতের কথা বলা হইয়াছে, তাহা কেবল অনুলোমে নয়, প্রতিলোমেও বুঝিতে হইবে। কিন্তু মেধাতিথি ও

কুল্লূক ষষ্ঠ শ্লোকের অর্থও বুঝেন নাই এবং তাহার সহিত এ শ্লোকের সম্বন্ধও বুঝেন নাই, সেই জন্যই এই শ্লোকের 'তদ্বৎ' শব্দের তাৎপর্য্য না বুঝিয়া অন্য প্রকার অর্থ করিয়াছেন। ইঁহারা বলিয়াছেন যে, অনু-লোমজ অম্বষ্ঠ ও উগ্র জাতি যেমন স্পর্শযোগ্য, তেমনই প্রতিলোমজ হইলেও ক্ষত্তা ও বৈদেহকও স্পর্শযোগ্য জাতি! বেশ অর্থ! পণ্ডিতের মুখ, একটা কথা বলিলেই হইল! অর্থ সকল কি বাতাসে উড়িয়া আসে? মনু স্বয়ং চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া নিজের প্রযুক্ত পারিভাষিক 'অনন্তর' শব্দের অর্থ বুঝাইয়া দিতেছেন, তথাপি যদি ইঁহারা না বুঝেন, তবে এ শাস্ত্রের অর্থ করিতে অগ্রসর হওয়া কি নিমিত্ত? এই কি ইঁহাদের অভিনব ব্যাখ্যা? এই কি তাঁহাদের ব্যাখ্যার সর্ব্বোপকারকত্ব?

এক্ষণে "স্ত্রীষ্বনন্তরজাতাসু" ইত্যাদি শ্লোকে অনুলোম ও বিলোমে জাত পরস্পর পরস্পর বিসদৃশ পুত্রদিগকে কি সাদৃশ্যে একত্র সন্নিবেশিত করিয়াছেন, ইহা বুঝাইবার নিমিত্ত 'অনন্তর' শব্দের স্বীয় পারিভাষিক অর্থ বুঝাইয়া দিতেছেন—

পুত্রা যেঽনন্তরস্ত্রীজাঃ ক্রমেণোক্তা দ্বিজন্মনাম্।
তাননন্তরনাম্নস্তু মাতৃদোষাৎ প্রচক্ষতে॥ ১৪

অর্থাৎ অনন্তরবর্ণীয় স্ত্রীতে জাত দ্বিজাতিদিগের যে সকল পুত্রের কথা ক্রমে বলিয়া আসিলাম, তাহারা মাতৃদোষহেতুক মাতাপিতা উভয়ের মধ্যে যে নিকৃষ্টবর্ণীয়, তাহারই বর্ণ নাম পায়; সেই জন্য তাহাদিগকে লোকে অনন্তরনামা বলে। অনন্তরস্য অনন্তরবর্ণস্য নিকৃষ্টবর্ণস্যেত্যর্থঃ নাম নাম যস্যেতি বহুব্রীহিঃ। নামৈকলোপঃ। এই স্পষ্টার্থ শ্লোকের ব্যাখ্যাতেও মেধাতিথি ও কুল্লূক উন্মত্তবৎ প্রলাপ বকিয়াছেন। ইঁহারা বলিয়াছেন, ইহারা মাতৃবর্ণও নয় পিতৃবর্ণও নয়, এই দুই বর্ণের অতিরিক্ত সংকীর্ণ জাতি। ইঁহাদের বর্ণ নাই। ইঁহাদের এরূপ ধারণা যে, সংকীর্ণ জাতিদের বর্ণ থাকে না। দ্বিতীয় ধারণা এই যে, মূর্দ্ধা-

ভিষিক্ত অম্বষ্ঠাদি জাতিই সংকীর্ণ জাতি। ভাল, আর দশটী শ্লোকের ব্যাখ্যা হইয়া যাউক। তখন দেখাইব, কাহাকে সংকীর্ণ জাতি বলে এবং সংকীর্ণদেরও বর্ণ আছে কি না।

তদনন্তর ১৫ হইতে ১৯ নং শ্লোকে কয়েকটি জাতির উৎপত্তি বলিয়া সাবিত্রীপতিত অর্থাৎ গায়ত্রীভ্রষ্টদিগকেই যে ব্রাত্য বলা যায়, তাহা দেখাইতেছেন। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, "অত উর্দ্ধং ত্রয়োঽপ্যেতে যথাকালমসংস্কৃতাঃ। সাবিত্রীপতিতা ব্রাত্যা ভবন্ত্যার্য্যবিগর্হিতাঃ॥" অর্থাৎ এই দ্বিজাতিরা তিন বর্ণ যথানির্দ্দিষ্ট কালে উপনয়ন-সংস্কার প্রাপ্ত না হইলেই ইহাদিগকে আর্য্যনিন্দিত সংকীর্ণ ব্রাত্য অর্থাৎ শূদ্রদ্বিজাতি বলা যায়।

এক্ষণে ২০ শ্লোকে বলিতেছেন যে, ঐ ব্রাত্যেরা প্রায়শ্চিত্ত ব্যতীত উপনয়নে অধিকারী না হওয়ায় তাহাদিগের সন্তানেরাও উপনয়নে অনধিকারী ও ব্রাত্য হয় অর্থাৎ ব্রতহীন দ্বিজ হয়, অর্থাৎ বর্ণসঙ্কর হয়। শূদ্রেরা যে অব্রতাদি শব্দে কথিত হইত, তাহা পূর্ব্বে প্রথমাধ্যায়ে প্রদর্শিত হইয়াছে।

দ্বিজাতয়ঃ সবর্ণাসু জনয়ন্ত্যব্রতাস্ত যান্।
তান্ সাবিত্রীপরিভ্রষ্টান্ ব্রাত্যা ইতি বিনির্দ্দিশেৎ॥ ২০

এতক্ষণ যে সকল দ্বিজাতির পুত্রের কথা হইতেছিল, তাহারা ব্রতবান্, কিন্তু অব্রত দ্বিজাতিদিগের পুত্রদের কিরূপ বর্ণবিচার হইবে এই আকাঙ্ক্ষায় অব্রত দ্বিজদিগের পুত্রের বিষয় বলিবার পূর্ব্বে ঐ অব্রত দ্বিজদিগকে শাস্ত্রে কি বলে এবং তাহাদিগের পুত্রেরা প্রায়শ্চিত্ত না করিয়া সংস্কার গ্রহণ না করায় কিরূপ কথিত হয়, তাহাই এক্ষণে দ্বিজাতয় ইত্যাদি শ্লোকে লিখিত হইতেছে। মহাভারতের বনপর্ব্বেও কথিত আছে, "কৃতকর্ম্মা পুনর্বর্ণো যদি বৃত্তং ন বিদ্যতে। সঙ্করস্তত্র নাগেন্দ্র বলবান্ প্রসমীক্ষিতঃ॥" যাবৎ উপনয়ন সংস্কার ও বেদপাঠ

না হয়, তাবৎ দ্বিজপুত্রেরা শূদ্রতুল্যই থাকে, সংস্কার হইলে দ্বিজত্ব হয়। যদি দ্বিজ হইয়াও সদ্বৃত্ত না হয়, তবে সে সঙ্কর। আর যে সংস্কার প্রাপ্তই হয় না, সে অবশ্যই শূদ্র। ফলিতার্থ এই যে, ইহারা পূর্ব্বোক্ত সঙ্করবর্ণ অপেক্ষাও হীনতর।

অব্রত দ্বিজেরা সবর্ণাতে যে সকল পুত্র উৎপাদন করে, তাহাদিগকেও ব্রাত্য অর্থাৎ দ্বিজত্ব হইতে ভ্রষ্ট ও শূদ্রতুল্য জাতি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিবে। ২০।

এস্থলে দেখুন, প্রথমতঃ মেধাতিথি ও কুল্লূকের মতে যদি ব্রাহ্মণের ঊঢ়া ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যা পত্নীকে পতির সবর্ণা না বলা যায়, তবে উহাদের পুত্রদিগের ব্রাত্যত্ব দোষ সত্ত্বেও ব্রাত্যত্ব বলা যায় না, কেবল ব্রাহ্মণীতে ব্রাহ্মণজাত, ক্ষত্রিয়াতে ক্ষত্রিয়জাত ও বৈশ্যাতে বৈশ্যজাত পুত্রদেরই ব্রাত্যত্ব বলা যায়; কারণ, তাঁহাদের মতে এইরূপ সবর্ণাতে উৎপন্ন পুত্রদেরই ব্রাত্যত্ব বলা হইয়াছে। এই সকল ব্যাখ্যাকারদের মতে ঐ পত্নীরা সবর্ণা হয় না, পূর্ব্ববর্ণাই থাকে। এইরূপে দেখা যায় যে, ইঁহাদের মত অবলম্বন করিলে গ্রন্থের সর্ব্বত্রই অসঙ্গতি হয়। ভগবান্ মনু জ্ঞান ও তৎকালের ব্যবহারের বিরুদ্ধে এরূপ ভ্রম লিখিয়াছেন, আমরা এরূপ বোধ করিতে পারি না। দ্বিতীয়তঃ মেধাতিথি ও কুল্লূক যে সময়ের লোক, তখন ব্রাহ্মণেরা প্রায়ই অব্রত হইয়া পড়িয়াছেন, সুতরাং তাঁহাদের পুত্রগণও ভূর্জ্জকণ্টক ঝল্লমল্লের ন্যায় জাতি হইয়া পড়েন; এজন্য উভয়েই এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় ফাঁকি দিয়া পাশ কাটাইয়াছেন; অনুবাদকারী ৺ পূজ্যপাদ ভরত শিরোমণি মহাশয়ও তাঁহাদের অনুগামী হইয়াছেন। "শাস্ত্রীয় কথা ঠিক করিয়া বলিতে নাই" এই যাঁহার ধর্ম্মমত, সেই কুল্লুকের কথায় ও তাঁহার অনুগামীদের কথায় কে বিশ্বাস করিতে পারে? এবং এই সহজ সুপরিস্ফুট স্থলের সরল ব্যাখ্যা কেই বা না বুঝিতে পারেন? দেখুন,

ইহার পরেই তিনটী শ্লোকে তিন বর্ণীয় ব্রাত্য দ্বিজগণেরই পুত্রের কথা পৃথক্ পৃথক্ করিয়া উক্ত হইয়াছে। কর্ম্মত্যাগহেতুক এই দ্বিজেরা সঙ্কর ও তাহাদের এই সকল পুত্রেরাও ব্রাত্যদ্বিজ অর্থাৎ দ্বিজ ও শূদ্রবর্ণের সঙ্কর হইয়াছে, ইহাই বলা হইয়াছে।

এখন কি প্রকারে কোন্ শাস্ত্রানুসারে ব্রতবান্ ধর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মণদিগের স্বীয় ঊঢ়া পত্নীতে জাত পুত্রেরা সঙ্কীর্ণ জাতি হইতে পারে? তবে কিজন্য মেধাতিথি ও কুল্লূক মূর্দ্ধাভিষিক্ত অম্বষ্ঠ প্রভৃতিকে সঙ্কীর্ণ জাতি বলিয়া গালি দিয়াছেন, তাহা বেদজ্ঞেরা ও বুদ্ধিমানেরা দেখুন। বৈদ্যেরা অজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগের এইরূপ বিদ্বেষ ও অত্যাচার আর কতকাল সহিবে? তাঁহাদের বিরুদ্ধে একটী কথা না বলিয়া আর কত কাল বাক্সংযম অভ্যাস করিবে? ব্রাহ্মণ মহাশয়েরা দেখুন, জাতিনিন্দা দ্বারা জাতিনাশ চেষ্টা ও এই প্রকারে প্রচলিত অর্থের বিরুদ্ধে ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যাখ্যা করা কি ইঁহাদের সাধারণ অত্যাচার! এই স্পষ্ট বিদ্বেষ দেখিয়াও আপনারা আর কি বলিতে পারেন যে, কুল্লূক যথার্থই "দ্বেষাদিদোষরহিতস্য সতাং হিতায়" ইত্যাদি শ্লোকটী সরল ভাবেই লিখিয়াছেন, আর মেধাতিথি সরল ব্রাহ্মণভাবেই ব্যাখ্যা করিতেছেন? আর্জ্জব অর্থাৎ সরলতা ও সত্য এই দুইটী কি ব্রাহ্মণাদি সকল বর্ণেরই প্রধান ধর্ম্ম নয়? যে ব্যক্তি সত্য ও সরলতা হইতে বিচ্যুত হয়, সে কি আর ব্রাহ্মণশব্দবাচ্য হইতে পারে? যে ব্রাহ্মণের বিশ্বম্ভর মূর্ত্তিতে আমরা নারায়ণকে দেখিয়া স্তম্ভিত ও লোমাঞ্চিত হই, এই দুইজন কি সেই ব্রহ্মধারী ব্রাহ্মণ? ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যাখ্যাকারদের এইরূপ অধর্ম্মাচরণে কি আপনাদেরও চিত্তে ক্ষোভের উদয় হইতেছে না? আপনারা কি ইহাদিগকেই আপনাদের স্বজাতীয় বলিয়া ক্রোড়ে লইতে চান? আর ঐ অজ্ঞান বৃথাসূত্রগর্ব্বিত নামধারী ব্রাহ্মণদের কথায় প্রকৃত ব্রাহ্মণ বৈদ্যমহাত্মাদিগকে

অনর্থক অপমানিত করিতে চান? পৃথিবী কি এককালেই ব্রহ্মণ্যশূন্য হইয়াছে? ধর্ম্ম কি জগৎ হইতে পলায়ন করিয়াছে, মানবহৃদয় কি বজ্রাপেক্ষাও বজ্রসার হইয়াছে!! একি! সহস্রের মধ্যে কি একজনও জ্ঞানবান্ ব্রাহ্মণ নাই? ১০।১২ খানি মনুর টীকা ফেলিয়া এই দুইখানিরই এত আদর? ইহাতে কি ব্রাহ্মণ জাতির জ্ঞান ও মাহাত্ম্য প্রকাশ করিতেছে? আপনারাই আপনাদের জাতির বিচার করুন। মেধাতিথি ও কুল্লূক বর্ণ, জাতি প্রভৃতি শব্দের অর্থও বুঝিতেন না, ব্রাহ্মণাদি বর্ণের লক্ষণ জানিতেন না, পত্নী শব্দের অর্থ বুঝিতেন না এবং বর্ণসঙ্কর শব্দেরও অর্থ বুঝিতেন না -তাহা ইঁহাদের ভাষ্য ও ব্যাখ্যার বহুস্থলেই প্রকাশ পায়। মনুর প্রথমাধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকের ব্যাখ্যা হইতে ইঁহারা সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্রাহ্মণের ঔরস মূর্দ্ধাভিষিক্ত ও অম্বষ্ঠকে বিশেষতঃ অতি বিদ্বেষপাত্র অম্বষ্ঠকে সঙ্কীর্ণ জাতি বলিয়াছেন। যেখানে যেখানে অম্বষ্ঠ বা সংকীর্ণ জাতির নাম আছে, সেখানে সেখানেই ইঁহারা অম্বষ্ঠকে সঙ্কীর্ণ জাতি বলিয়াছেন ও সঙ্কীর্ণ জাতির দৃষ্টান্তস্থলে প্রথমেই অম্বষ্ঠের নাম করিয়াছেন। ইঁহাদের মতে অনুলোমবিবাহজাতেরাও সঙ্করবর্ণ, কর্ম্মবানেরাও সঙ্করবর্ণ। কোন্ স্মৃতিব্যবসায়ী আমাদিগকে উহাদের উক্ত অর্থ বুঝাইয়া দিতে পারেন? জ্ঞানহীন মূর্খেরাও বুঝিতে পারে যে, চিরকাল হইতে বিদ্বান্ এই বৈদ্যজাতি সমাজবহির্ভূত বা বাহ্যজাতি কদাচ নয়, কারণ, বৈদ্য ব্যতীত সমাজ অচল হইয়া যায়, ইহারা সমাজের মধ্যে এক শ্রেষ্ঠ জাতি। ইহারা সমাজের উপকারার্থ অন্যান্য ব্রাহ্মণদের ন্যায় সমাজের উচ্চপদে থাকে এবং শাস্ত্রেও ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য পদ যেমন নিয়ত সহচর, লৌকিক বাক্যপ্রয়োগেও সেইরূপ ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যপদ নিয়ত সহচর। ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য নিতান্ত ঘনিষ্ঠ সংপর্কে সংপৃক্ত জাতি না হইলে প্রাচীন শাস্ত্রে ইহাদের একত্র উক্তি দেখা যাইত না। লৌকিক ব্যবহারেও

অদ্যাপি ব্রাহ্মণ বৈদ্যদিগকে ঘনিষ্ঠ সংপর্কে সংপৃক্ত দেখা যাইতেছে এবং ইহাদের নামও একত্র উক্ত হইতেছে, ইহারা একই সমাজ মধ্যে একত্র বিচরণ করিতেছে *। ইহারা সমাজের বহির্দ্দেশে বা গ্রামান্তে অন্যান্য বাহ্যজাতি চর্ম্মকার চণ্ডালাদির সহিত বাস করিতেছে না, পূর্ব্বকালেও করে নাই। কিন্তু মেধাতিথি ও কুল্লূক ইহাদিগকে বাহ্য-জাতির মধ্যে স্পর্শযোগ্য জাতি বলিয়া অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন, সুতরাং নাপিতকুম্ভকারাদিতুল্য স্পৃশ্য শূদ্রও বলিয়াছেন। অতএব ইহারা বাহ্যজাতিমধ্যে স্পৃশ্য, কি অস্পৃশ্য এ সন্দেহ পর্য্যন্তও তাঁহাদের মনোমধ্যে উদিত হইয়াছিল। ধন্য শাস্ত্রজ্ঞান! ধন্য ভাষ্য! ধন্য ভাষ্য-কার! ধন্য মন্বর্থমুক্তাবলী! ধন্য টীকাকার! আপনাদের এ ব্যাখ্যা নূতন প্রকারের ব্যাখ্যাই বটে। বিদ্বেষাদি বুদ্ধি ইহাতে কিছুই নাই। ইহা সাধুদিগের উপকারার্থ রচিত হইযাছেই বটে! আপনাদের বেদান্তমীমাংসাদি অনেক শাস্ত্রে দর্শন আছে, তাই তাহার এরূপ সুফল ফলিয়াছে। ধর্ম্মশাস্ত্রে আপনারা অদ্বিতীয়, বিশেষতঃ ধর্ম্মজ্ঞান আপনাদের হৃদয়কেও অতিক্রম করিয়া গিয়াছে, তাই ধর্ম্মশাস্ত্রের এই ধর্ম্মব্যাখ্যা। ব্রাহ্মণের ঔরস পুত্রেরা সঙ্কীর্ণ জাতি বই কি? জন্মজন্য না হয়, বেদত্যাগ জন্য হইয়াছে। তাহা না হইলে হৃদয়ে এ সঙ্কীর্ণতা হইবে কেন? মনু বলিয়াছেন "সঙ্করে জাতয়স্ত্বেতাঃ পিতৃ-মাতৃপ্রদর্শিতাঃ। প্রচ্ছন্না বা প্রকাশা বা বেদিতব্যাঃ স্বকর্ম্মভিঃ॥" ১০ অধ্যায় ৪০ শ্লোক। পিতার ও মাতার বর্ণ ও জাতি দেখাইয়া তৎপুত্রভূত এই সকল সঙ্কীর্ণ জাতিদিগকে বুঝাইয়া দিলাম। তাহার পর এমন অনেক লোক আছে, যাহারা নীচজাত হইয়াও ছদ্মবেশে

---

* বৈদ্যপরিচয়াংশে দেখুন।

ব্রাহ্মণাদির ন্যায় প্রকাশ পায় এবং ব্রাহ্মণ হইয়াও নীচ জাতির ন্যায় আপনাকে প্রকাশ করে ; ইহাদিগের জন্ম তাহাদের কর্ম্ম দ্বারাই জানা যাইবে ; অর্থাৎ এ উভয়ের মধ্যে কে সঙ্কীর্ণ জাতি, কেবা অসঙ্কীর্ণ ও সুজাত, তাহা জানিতে পারা যাইবে। অতএব যাহাদের এমন কীর্ত্তি বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহাদিগকে কেননা জানা যাইবে ? কিন্তু সঙ্কীর্ণ অসঙ্কীর্ণ কিপ্রকারে জানিব ? মন্বাদি শাস্ত্রকারেরা তাহা জানিবার কিরূপ লক্ষণ বলিয়া দিয়াছেন ? তাই এক্ষণে ২৪ সংখ্যক শ্লোকেরও এখানে সর্ব্বশাস্ত্রমত ব্যাখ্যা করিয়া দিতেছি। মন্বাদি শাস্ত্রকারেরা তিন প্রকারে বর্ণসঙ্করের উৎপত্তি বলিয়াছেন, যথা—

ব্যভিচারেণ বর্ণানামবেদ্যাবেদনেন চ।
স্বকর্ম্মণাঞ্চ ত্যাগেন জায়ন্তে বর্ণসঙ্করাঃ॥ ২৪

প্রথম, বর্ণব্যভিচার অর্থাৎ নিকৃষ্টবর্ণীয় পুরুষের উৎকৃষ্টবর্ণীয় স্ত্রীগমনে যাহারা জন্মে তাহারা বর্ণসঙ্কর হয়, যেমন সূতমাগধাদি। দ্বিতীয়, অপরিণেয়ার পরিণয়ে অর্থাৎ সপিণ্ড সগোত্র হইতে জাতার বা মাতৃস্বস্রেয়ী পিতৃস্বস্রেয়ী ভগিনী প্রভৃতির বিবাহে যাহারা জন্মে, তাহারা ও বর্ণসঙ্কর এবং তৃতীয়, স্ববর্ণবিহিত কর্ম্মত্যাগে, যেমন বেদাভ্যাস ত্যাগ করিলে ব্রাহ্মণাদি বর্ণসঙ্কর হয়, যুদ্ধবিক্রম ত্যাগ করিলে ক্ষত্রিয়াদি বর্ণসঙ্কর হয় ইত্যাদি।

অতএব জন্মহেতুক দুইপ্রকার ও স্ববর্ণবিহিত কর্ম্মত্যাগহেতুক এক প্রকার এই তিন প্রকার বর্ণসঙ্কর শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। কোনও স্থলে শাস্ত্র বিধান অনুসারে গৃহীত পত্নীতে জাত ঔরস পুত্রের বর্ণসঙ্করত্ব বলেন নাই। পরস্ত্রীজাত মাত্রকেও কোনও শাস্ত্রে বর্ণসঙ্কর বলেন নাই। কিন্তু মেধাতিথি ও কুল্লূক বর্ণব্যভিচার অর্থে পতিব্যভিচার মাত্র অর্থ করিয়া পরস্ত্রীগমনে উৎপাদিত পুত্র মাত্রকেও বর্ণসঙ্কর বলিয়াছেন। পরস্ত্রীগমনে পতির স্ত্রীব্যভিচার ও স্ত্রীর পতিব্যভি-

চার হয় বটে, কিন্তু তাহাতে সর্ব্বত্র বর্ণব্যভিচার ঘটে না। উৎকৃষ্ট-বর্ণা স্ত্রীতে নিকৃষ্টবর্ণ পুরুষের গমনেই বর্ণব্যভিচার হইয়া থাকে, ইহা সকল শাস্ত্রের মত। সমান ও নিকৃষ্টবর্ণার বিবাহ এবং সমান ও নিকৃষ্টবর্ণাতে পুত্রোৎপাদনের বিধি সকল শাস্ত্রেই আছে। সবর্ণা পরস্ত্রীতে জাত, অনুলোম বিবাহে স্বপত্নীতে জাত, অনুলোমাতে নিয়োগবিধানানুসারে পরস্ত্রীতে জাত, অনূঢ়া পরকীয় কন্যাতে জাত পুত্রদিগকে কোনও শাস্ত্রে সঙ্করবর্ণ বলে না। যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন "প্রাতিলোম্যেন যে জাতা স্তে জ্ঞেয়া বর্ণসংকরাঃ।" প্রতিলোমজেরা অর্থাৎ নিকৃষ্টজাতীয় পিতা হইতে উৎকৃষ্টজাতীয়া মাতাতে যাহারা জন্মে, তাহাদিগকে বর্ণসঙ্কর জানিবে। নারদ বলিয়াছেন "আনুলোম্যেন বর্ণানাং যজ্জন্ম স বিধিঃ স্মৃতঃ। প্রাতিলোম্যেন যজ্জন্ম স জ্ঞেয়ো বর্ণ-সঙ্করঃ॥" বর্ণ সকলের আনুলোম্যে যে জন্ম, তাহা শাস্ত্রবিহিত। প্রাতিলোম্যে যে জন্ম, তাহাই বর্ণসঙ্কর জানিবে। ব্যাস বলিয়াছেন "ভার্য্যাজাতাঃ সমানাঃ স্যু র্মাতৃজাত্যা স্তদন্যতঃ। পিতৃজাত্যাঃ প্রতীপাস্তু সঙ্করা স্যুস্ততোঽন্যথা॥" যাহারা ভার্য্যাতে জন্মে তাহারা সবর্ণ হয়, ভার্য্যা ভিন্ন অন্যে অর্থাৎ ভার্য্যা হওয়ার যোগ্য বর্ণের স্ত্রীতে যাহারা জাত তাহারা মাতৃবর্ণ হয়। কিন্তু তাহা হইতে ভিন্ন, প্রতীপ অর্থাৎ ভার্য্যা হওয়ার প্রতিকূল বর্ণে জাতেরা সঙ্করবর্ণ হয়। বিষ্ণু বলিয়াছেন "সমানবর্ণাসু পুত্রাঃ সবর্ণা ভবন্তি, অনুলোমাসু মাতৃবর্ণাঃ প্রতিলোমাস্বার্য্যবিগর্হিতাঃ।" সমানবর্ণাতে যে পুত্রেরা জন্মে তাহারা সবর্ণ হয়, অনুলোমাতে মাতৃবর্ণ হয় এবং প্রতিলোমাতে আর্য্যনিন্দিত সঙ্করবর্ণ সকল (পিতৃবর্ণানুসারে) হয়। ভীষ্মও অনুশাসন পর্ব্বের ৪৮ অধ্যায়ে প্রতিলোমজদিগকেই বর্ণে সঙ্কর বলিয়াছেন এবং এই বর্ণসঙ্করদিগকে মনুর ন্যায় এক একটী করিয়া দেখাইয়া ১৫টী জাতির উল্লেখ করিয়াছেন। এইরূপে সকল শাস্ত্রেই প্রতিলোমজদিগকে

বর্ণসঙ্কর ও পিতৃসদৃশবর্ণ অর্থাৎ পিতৃবর্ণাপসদ বলিয়াছেন, অনুলোম বর্ণে জাতদিগকে কেহও বর্ণসঙ্কর বলেন নাই; ঊঢ়া ও পত্নীভূতা অতএব পশ্চাৎ সবর্ণভূতা অনুলোমবর্ণজাতে উৎপন্ন পুত্রদের সঙ্কীর্ণতা সুদূরপরাহত। তবে বেদত্যাগ হেতুক যাহাকে সঙ্কর বলিতে হয় বলুন, জন্ম জন্য মূর্দ্ধাভিষিক্ত অম্বষ্ঠাদি জাতি কখনই সঙ্কীর্ণ জাতি নয়। পরন্তু এদেশেও অম্বষ্ঠদিগের আয়ুর্ব্বেদ লুপ্ত হয় নাই। অম্বষ্ঠদের অনেকে অদ্যাপি আয়ুর্ব্বেদ ত্যাগ করেন নাই। এজন্য অদ্যাপি তাঁহারাই প্রকৃত ব্রাহ্মণ বর্ণ। যথাবিধি উপনয়নের পর ইঁহারাই অদ্যাপি বেদাধ্যয়ন করিয়া থাকেন। বর্ত্তমান ব্রাহ্মণম্মন্য জাতিদের মধ্যে যাঁহারা মন্বাদি শাস্ত্রেরও অর্থ জানেন তাঁহাদিগকেও ব্রাহ্মণ বলা যাইতে পারে, কিন্তু মেধাতিথি কুল্লূকাদির ন্যায় বেদানুবাদ মনুসংহিতাতেও যাঁহাদের প্রবেশ নাই, তাঁহাদিগকে কোন্ শাস্ত্রানুসারে ব্রাহ্মণ বলা যাইতে পারে? গায়ত্রীর অর্থজ্ঞান দূরে থাকুক, উহার প্রকৃত উচ্চারণ করিতেও যাঁহারা অক্ষম, তাঁহাদিগকে কোন্ শাস্ত্রানুসারে ব্রাহ্মণ বলা যাইতে পারে? মনু স্বয়ং চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া বর্ণসঙ্কর বুঝাইয়া দিলেও যাঁহারা বর্ণসঙ্কর বুঝেন না, তাঁহাদিগকে কি প্রকারে ব্রাহ্মণ মনে করিব? মনু এই অধ্যায়ের ১১ ও ১২ শ্লোকে বর্ণব্যভিচারজাত ছয়টী মূল বর্ণসঙ্করের উৎপত্তি ও তাহাদের জাতি নাম বলিয়া দিয়াছেন। তার পর আবার ২৪ শ্লোকে বর্ণসঙ্করের এই লক্ষণ দিয়া ২৫ শ্লোকে এই মূল বর্ণসঙ্করদিগের অনুলোম ও প্রতিলোমজাত সমুদায় সঙ্কীর্ণজাতি আমি নিঃশেষ রূপে বলিব বলিয়া প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক ২৬ শ্লোকে আবার সূত হইতে আরম্ভ করিয়া ঐ ছয় মূল বর্ণসঙ্কর ও তাহাদিগের অনুলোম-প্রতিলোম-জাত সমুদায় বর্ণসঙ্করের উৎপত্তি ও জাতি নাম একটী একটী করিয়া বলিয়া দিতেছেন ও দেখাইয়া দিতেছেন। তাহাতেও যদি ব্রাহ্মণনাম-

ধাত্রীদের সঙ্কীর্ণ হৃদয়ে সঙ্কীর্ণ জাতির বোধ না হইল, তবে আর কে কি করিবে? ভগবান মনু কি এই জাতি সকলের মধ্যে মূর্দ্ধাভিষিক্ত অম্বষ্ঠাদির উল্লেখ করিয়াছেন? অথবা এখানেও ভগবান্ মন্দবুদ্ধিতা প্রযুক্ত উহাদের নাম করিতে ভুলিয়া গিয়াছেন? ভগবান্ যখন দ্বিজগণের পরস্ত্রী দ্বিজাতে জাত অপসদ পুত্রগণেরও সঙ্কীর্ণতা বলেন নাই, যখন শূদ্রাতে জাত নিষাদ উগ্রকরণেরও সঙ্কীর্ণতা বলেন নাই, তখন দ্বিজগণের পত্নীজাত, ঔরস পুত্রদিগকে—প্রশস্ত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যবর্ণকে—কি প্রকারে কোন্ যুক্তিতে ইঁহারা সঙ্কীর্ণ বলিয়া বুঝিয়াছেন, তাহা ইঁহারাই জানেন।

এই সকল শাস্ত্রসত্ত্বে মূর্দ্ধাভিষিক্ত অম্বষ্ঠাদির পিতৃবর্ণতার বা মাতৃ-বর্ণতার অপলাপ কোন শাস্ত্রজ্ঞ করেন না। ব্রাহ্মণের অল্প লক্ষণও যাহাতে আছে, এরূপ কোনও লোক অনার্য্যের ন্যায় অনার্য্য ভাষায় মূর্দ্ধাভিষিক্ত অম্বষ্ঠাদিকে সঙ্কীর্ণবর্ণ, বর্ণহীন, জাতিহীন, উভয়বর্ণযুক্ত, খরতুরগোৎপন্ন অশ্বতরের ন্যায় নূতন একবর্ণ এরূপ বিদ্বেষপূর্ণ মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ দ্বারা তিরস্কৃত করিয়া শাস্ত্রার্থ পর্য্যন্ত দূষিত করেন না। কিন্তু মেধাতিথি ও কুল্লুকের ধর্ম্মশাস্ত্রের এরূপ অধার্ম্মিক ব্যাখ্যাতে আমরা স্তব্ধ হইয়াছি। এই বিদ্বেষকলুষিত বিদ্যা লইয়াই কি মনু-সংহিতার টীকা লিখিতে অগ্রসরতা!

মেধাতিথি ও কুল্লূক অম্বষ্ঠদিগকে সঙ্কীর্ণবর্ণ বলিতে পারা যাইবে, এই ভ্রান্ত বুদ্ধিতে যেমন বর্ণব্যভিচার পদের অর্থ অন্যথা করিয়া প্রতি-পাদন করিয়াছেন, তেমনই আপনাদিগের সঙ্কীর্ণজাতিতা গোপন করিতে স্বকর্ম্মত্যাগ পদের অর্থও অন্যথা করিয়াছেন। ঐ ব্রাহ্মণেরা মনুর এই অধ্যায়ের ৭৪ সংখ্যক শ্লোকে লিখিত স্বকর্ম্মগুলি পরিত্যাগ করায় কি সঙ্কীর্ণবর্ণ হন নাই? ঐ শ্লোকে লিখিত কর্ম্মগুলিই কি ব্রাহ্মণবর্ণের স্বকর্ম্ম নয়? ঐ সকল কর্ম্ম যাহারা পরিত্যাগ করিয়াছে,

তাহারা কি জাতিমাত্রে ব্রাহ্মণ অর্থাৎ শূদ্র নয়? "তপঃশ্রুতাভ্যাং যো হীনো জাতিব্রাহ্মণ এব সঃ" এই মহাভাষ্যবচনের প্রতিপাদ্য কি ঐ শ্রুতিহীন ব্রাহ্মণেরা নয়? যথাবিধি উপনয়ন-সংস্কার-রহিত ও ব্রত-হীন হওয়ায় উহারা কি ব্রতহীন ও ব্রাত্যশব্দের প্রতিপাদ্য নয়? এবং উহাদের বংশীয়েরা কি এ অধ্যায়ের ২০ শ্লোকের প্রতিপাদ্য ব্রাত্য নয়? এইরূপ ব্রাত্যভূত ব্রাহ্মণ জাতি হইতে সবর্ণাতে জাত ২১শ্লোকের প্রতিপাদ্য ভূজ্জকণ্টক নামক জাতি বর্ত্তমান ব্রাহ্মণম্মন্য অব্রাহ্মণ জাতিরা নয়? মনু যথাক্রমে ব্রাহ্মণ হইতে জাত, ক্ষত্রিয় হইতে জাত ও বৈশ্য হইতে জাত ব্রতহীন জাতিদিগকে দেখাইয়া দিয়াও ইহাদের সবর্ণাতে জাত পুত্রদিগকে যথাক্রমে ভূজ্জকণ্টক আদি, ঝল্লমল্ল আদি, সুধন্বাচার্য্য আদি নাম নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেও ব্রহ্মণ্যহীন ব্রাহ্মণের ব্রহ্মণ্যহীন পুত্রেরা তজ্জাতীয়তা স্বীকার না করেন কেন? মেধাতিথি মনুর মুখ চাপিয়া এখানে "স্মৃত্যন্তরে বৈশ্যায়াং ব্রাহ্মণাজ্জাতো ভূজ্জ-কণ্টকঃ স্মর্য্যতে অতো বিশিনষ্টি পাপাত্মেতি" অর্থাৎ "অন্য স্মৃতিতে ব্রাহ্মণ ব্রাত্য হইতে বৈশ্যাতে জাতকে ভূজ্জকণ্টক বলিয়াছেন, এই জন্যই ইহাদিগকে পাপাত্মা এই বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন," এ কথাটী বলিতেছেন কেন? ব্রাত্য ব্রাহ্মণ হইতে বৈশ্যাতে জাত এরূপ পুত্রের উল্লেখ ত ইহার পরেই রহিয়াছে, তবে এখানে উধোর পিণ্ড বুধোর ঘাড়ে দেওয়া হইতেছে কেন? ব্রাত্য ব্রাহ্মণের বৈশ্যাজাত পুত্রই কি পাপাত্মা, আর ঐরূপে ব্রাহ্মণীজাত পুত্রেরা পাপাত্মা নয়? "স্মৃত্যন্তরে এরূপ বলিয়াছে" সে স্মৃতির নাম কি? এই প্রাচীনজাতি-বিষয়ক মনুর স্মৃতির বিরুদ্ধে বলিতে পারে এমন স্মৃতি কি পৃথিবীতে আছে? বলিলে বা না বলিলেই বা ব্রাত্য ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণীতে জাত পুত্রের ব্রাহ্মণতা ও নিষ্পাপতা কি রূপে হইতে পারে?

যাহা হউক, ঐ কর্ম্মত্যাগহেতুক সঙ্কীর্ণ জাতিরা অন্যান্য সঙ্কীর্ণ

জাতির সহিত মিশ্রণে, নবপ্রবর্ত্তিত কুলীন মৌলিক বংশজাতিগত বিবাহাদিগত বহুবিধ নিয়মে, এবং চৌর্য্যসুরাপানাদি কার্য্য, অভক্ষ্য-ভক্ষণাদি কার্য্য, চর্ম্মপাদুকাবিক্রয়াদি বিবিধ কার্য্য ও শূদ্রভৃত্যাদি কার্য্য নিবন্ধন বর্ণসঙ্করীভূতদিগের সহিত পরস্পর আদানপ্রদানে যে কত বাহ্য অপেক্ষাও বাহ্যতর সঙ্কীর্ণ জাতির সৃষ্টি করিতেছে, তাহা কে বলিতে পারে? এ সকল বর্ত্তমান কালের প্রত্যক্ষ বিষয়ের অপলাপ ও শাস্ত্রবাক্যার্থের অন্যথা প্রতিপাদন করিতে এই কুল্লূক ও মেধাতিথি ভিন্ন কোন সদ্‌ব্রাহ্মণে—কোন্ বিজ্ঞ ব্রাহ্মণে অগ্রসর হইবেন? আপনার জাতি নাই দেখিয়া পরের জাতি নাই বলিলে ব্রাহ্মণ হওয়া যাইবে, এ বুদ্ধিতে অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণগণকে তিরস্কার করিবার প্রবৃত্তি আর কাহারও দেখিতে পাওয়া যায় না।

ইঁহারা স্বকর্ম্মত্যাগ অর্থে লিখিয়াছেন 'উপনয়নরূপ স্বকর্ম্ম ত্যাগ।' উহাই ব্রাহ্মণবর্ণের স্বকর্ম্ম বটে! ভাল, জিজ্ঞাসা করি, সেই উপনয়নই কি বিহিত রূপে হয়? যে উপনয়নকার, সে কোন্ জাতীয়? সে কি গায়ত্রীর ও সন্ধ্যার অর্থ ব্যাখ্যা করিতে পারে? ব্যাখ্যা যাউক, যথাবৎ উচ্চারণও কি করিতে পারে? তবে সে সাপের মন্ত্রে কি মহাপাতকের বিষ নামে? ওঝাও নাই, মন্ত্রও নাই। আবার মন্ত্রগ্রহীতাও নাই, উপনয়ন হবে কার? এবং কি প্রকারেই বা সে উপনয়নকার্য্য সম্পাদন হয়? প্রকৃত বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ অবশ্যই আমার এই সত্য বাক্যে আক্রোশ করিবেন না, নির্ব্বোধ বকধার্ম্মিক, বিড়ালব্রতী, বেদ ও স্মৃতিহীন অন্ধ অব্রাহ্মণদিগকেই আমরা ইহা বলিতেছি, ব্রাহ্মণদিগকে কদাপি নহে। বরং তাঁহাদিগের নিকট আমরা ঐ অব্রাহ্মণদিগের বিরুদ্ধে অভিযোগই করিতেছি। তাঁহারা এ বিষয়ের যথার্থ বিচার করিয়া যাহা বক্তব্য হয়, বলুন।

মনু ২৭ শ্লোকে সূতাদি সঙ্করজাতি হইতে যাহারা জন্মিবে, তন্মধ্যে

কাহারা পিতৃজাতীয়ই থাকিবে আর কাহারাই বা তদপেক্ষা নিকৃষ্ট জাতি হইবে, ইহা বুঝাইবার নিমিত্ত প্রথমতঃ সূতাদি হইতে সূতাদির উৎপত্তিপ্রকার বলিতেছেন।

এতে ষট্ সদৃশান্ বর্ণান্ জনয়ন্তি স্বযোনিষু।
মাতৃজাত্যাং প্রসূয়ন্তে প্রবরাসু চ যোনিষু॥ ২৭

এই ছয় প্রধান সঙ্কর অর্থাৎ সূত, বৈদেহক, চাণ্ডাল, মাগধ, ক্ষত্তা, ও আয়োগব এই ছয় জাতি স্বজাতীয় স্ত্রীতে অর্থাৎ সূত সূতজাতীয় স্ত্রীতে সদৃশ পুত্র অর্থাৎ সূতজাতীয় পুত্রই উৎপাদন করে, বৈদেহক, বৈদেহকজাতীয় স্ত্রীতে যে পুত্র উৎপাদন করে, সে বৈদেহকজাতীয়ই হয় ইত্যাদি। এইরূপে ইহাদিগের মধ্যে যে যে বর্ণের, সে সেই বর্ণের শুদ্ধ বা উৎকৃষ্ট জাতিতেও যে পুত্র উৎপাদন করে, সেও সূতাদি পিতৃজাতীয়ই হয় অর্থাৎ সূত ক্ষত্রিয় বর্ণের অপসদ, সে যদি ক্ষত্রিয়ের উৎকৃষ্ট জাতিতে অর্থাৎ শুদ্ধ ক্ষত্রিয়া স্ত্রীতে পুত্র উৎপন্ন করে, তবে ঐ পুত্রও সূত হইয়া ক্ষত্রিয়াপসদ হয়, উৎকৃষ্ট ক্ষত্রিয় হয় না।

এক্ষণে উপমা দ্বারা এইটী বুঝাইয়া দিবার নিমিত্ত "যথা ত্রয়াণাম্" ইত্যাদি শ্লোকের অবতারণা করিতেছেন।

যথা ত্রয়াণাং বর্ণানাং দ্বয়োরাত্মাঽস্য জায়তে।
আনন্তর্য্যাৎ স্বযোন্যাঞ্চ তথা বাহ্যেষ্বপি ক্রমাৎ॥

যেমন অনন্তরবর্ত্তী তিন বর্ণের মধ্যে দুই বর্ণীয় স্ত্রীতে অর্থাৎ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র এই তিন বর্ণের মধ্যে ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যা পত্নীতে জাত ব্রাহ্মণের পুত্র ব্রাহ্মণই হয়, এবং স্বযোনিতে অর্থাৎ স্ববর্ণে অর্থাৎ ব্রাহ্মণবর্ণীয় পত্নীতে জাতও ব্রাহ্মণ হয়, সেইরূপ বাহ্য জাতিতে অর্থাৎ এই সঙ্কীর্ণ জাতিদের মধ্যেও এইরূপ পূর্ব্বোক্ত নিয়ম। পূর্ব্ব শ্লোকে সুবিহিত রূপেই 'প্রবরাসু চ যোনিষু' শেষে আছে বলিয়া বোধসৌকর্য্যার্থে এখানেও 'স্বযোন্যাঞ্চ' বলিয়া উৎকৃষ্ট বর্ণের উদাহরণ শেষে

দিয়াছেন। এতদ্দারা অনুলোমারা যেমন উচ্চবর্ণ ও স্ববর্ণীয় পতির যোগে পিতৃবর্ণীয় পুত্র প্রসব করে, প্রতিলোমজেরাও তেমনই উচ্চা স্বজাতীয়া ও উচ্চজাতীয়া ক্ষত্রিয়া স্ত্রীর যোগে প্রতিলোমজ স্বজাতিরই উৎপাদন করে, ইহা কথিত হইল।

এই দুইটী শ্লোক এইরূপে পরস্পর সংবদ্ধ ও ইহাদের অর্থ এরূপ প্রাঞ্জল হইলেও, দুর্মেধা মেধাতিথি ও কুল্লূক, পাছে ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যা পত্নীতে জাত ব্রাহ্মণপুত্রের ব্রাহ্মণত্ব স্বীকার করিতে হয় এজন্য ইহাদের দুইটীর ব্যাখ্যা এককালে দুর্ব্যাখ্যার বিষময় ধূমে আচ্ছন্ন করিয়াছেন এবং পূজ্যপাদ ৺ভরত শিরোমণি মহাশয়ও অনুবাদে ততোধিক আচ্ছন্ন করিয়াছেন। ইঁহারা কেহ কি এই সংস্কৃতের অর্থটা বুঝিতে পারেন নাই? অথবা বৈশ্যের প্রতি বিদ্বেষহেতুক শাস্ত্রীয় অর্থের এরূপ বিপর্য্যয় করিয়াছিলেন? ব্রাহ্মণ মহাশয়েরা! আপনারা দেখুন, এর মধ্যে কোন্‌টী সঙ্গত। এই জাতির কি সোজা পথে চলিতেই নাই, ধর্ম্মব্যাখ্যাতেও নয়? জাতিদোষ না হইলে আর্য্যচরণের এরূপ গতি কেন হইল? সংকীর্ণদিগেরও সমান জাতির মিলনে সমান জাতি হয়, এ নিয়ম সর্ব্বত্র সমান। কিন্তু একপ্রকার সংকীর্ণ জাতি অন্যপ্রকার অপসদ ও সংকীর্ণ জাতিতে পুত্রোৎপাদন করিলে তাহারা ঐ পিতৃমাতৃজাতীয় জাতি অপেক্ষাও নিকৃষ্ট জাতি হয়, ইহা ২৯ শ্লোকে বলিয়া ৩০তম শ্লোকে তাহার দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইয়া দিলেন অনন্তর ১৫টী সঙ্কর জাতি, তাহাদের উৎপাদক জাতি ও ব্যবসায়ের সহিত প্রদর্শন করিয়া, অপর সঙ্কর সকল কার্য্য দ্বারা বুঝিয়া লইবে এই রূপ উপদেশ দিয়া জাতিকথন উপসংহার করিলেন।

ভীষ্ম এই সকল বিষয় সুস্পষ্টরূপে যুধিষ্ঠিরকে বুঝাইবার নিমিত্ত যে সকল বাক্য বলিয়াছিলেন, তাহা অনুশাসন পর্ব্বের ৪৮ অধ্যায়ে লিখিত আছে। সেই সকল বাক্য পাঠ করিলে মনুর অর্থে আর কাহারও

সন্দেহ থাকিতে পারে না। আমাদের উদ্ধৃত সেই সকল বাক্যের পূর্ব্বাংশটুকুর আবশ্যকমত ব্যাখ্যা প্রদর্শন করা হইয়াছে। ঐ স্থলের ব্যাখ্যাতে লিখিত আছে যে, ব্রাহ্মণের তিন পত্নীতেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ের দুই পত্নীতেই ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের বৈশ্যপত্নীতে বৈশ্য জন্মে, কিন্তু ঐ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের শূদ্র ভার্য্যাতে শূদ্রই জন্মে, ইহা বলিয়া পারশব উগ্র করণের নাম ও ব্যুৎপত্তি উল্লিখিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতিরিক্ত অর্থলোভবশতঃ, কামান্ধতাপ্রযুক্ত, অজ্ঞতাহেতুক, বা বর্ণ নিশ্চয় করিতে অসমর্থতাহেতুক নিকৃষ্টবর্ণের পুরুষেরা উৎকৃষ্ট বর্ণের স্ত্রীতে যে সকল পুত্র উৎপাদন করে, সেই পুত্রেরাই চাতুর্ব্বর্ণ্য-নিন্দিত, চাতুর্ব্বর্ণ্যের বাহ্যবর্ণ উৎপাদন করে, এ পর্য্যন্ত ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এখানে দেখুন, ভীষ্ম 'চাতুর্ব্বর্ণ্য-বিগর্হিত বাহ্য বর্ণ উৎপাদন করে' ইহা বলিয়া ঐ বাহ্যজাতিরও ক্ষত্রিয়াদি বর্ণাপসদত্ব সূচিত করিয়াছেন। এখন 'বিপ্রায়াং' ইত্যাদি বাক্যের অর্থ জন্মজন্য সঙ্করবর্ণ ও বাহ্য বর্ণ কাহাকে বলে, তাহাই দেখাইতেছেন। ইহার মূল পূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে, এখানে পুনরুদ্ধার অনাবশ্যক। এখানে ঐ মূলের ব্যাখ্যা মাত্র প্রদর্শিত হইতেছে।

ব্রাহ্মণীতে ক্ষত্রিয় কর্ত্তৃক সূত নামক বাহ্যবর্ণ উৎপাদিত হয়, ইহারা জীবিকার নিমিত্ত পুরাণ পাঠ ও বংশাবলীক্রমে নৃপাদির স্তব করে; (ইহারাই পুরাণপাঠক কথক) এবং মন্ত্রিত্ব, অশ্বাধ্যক্ষতা, রথচালনা ইত্যাদি বহুল প্রকার কাজ করে। বৈশ্য কর্ত্তৃক গৃহাদির শোভা ও সজ্জাকারক বৈদেহক (ফরাস) নামে বাহ্যজাতি উৎপাদিত হয় এবং শূদ্র কর্ত্তৃক অত্যুগ্র বধ্যঘাতক (জল্লাদ) চণ্ডাল নামক বাহ্যজাতি উৎপাদিত হয়। ব্রাহ্মণীতে ব্রাহ্মণকুলের কলঙ্কস্বরূপ এই তিন জাতি উৎপন্ন হয়। হে মতিমদগ্রগণ্য প্রভো! ইহারা বর্ণসঙ্কর জাতি। [এইরূপ ক্ষত্রিয়াতে ও বৈশ্যাতেও হয়] ক্ষত্রিয়াতে বৈশ্য কর্ত্তৃক

বাক্যোপজীবী ও স্তুতিকারী অর্থাৎ ভাঁড়ামি ও মোসাহেবি করিয়া খায় এরূপ মাগধ জাতি উৎপাদিত হয় এবং শূদ্র কর্ত্তৃক বর্ণব্যভিচারে দ্বাররক্ষোপজীবী ক্ষত্তা জাতি উৎপাদিত হয় * ; এবং বৈশ্যাতে শূদ্র-কর্ত্তৃক আয়োগব জাতি উৎপাদিত হয়। ইহারা শূদ্রধর্ম্মা, স্বীয় ধনে কাষ্ঠাদি ছেদনপূর্ব্বক তাহা, বা তজ্জাত বস্তু বিক্রয় করিয়া ইহারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। ইহাদের নিকট ব্রাহ্মণেরা দান গ্রহণ করেন না। এই সকল বাহ্যজাতিরাও স্বজাতীয়া স্ত্রীতে আপনাদের সদৃশ (সূতাদি জাতীয় ক্ষত্রিয়াদি) বর্ণের অপসদ উৎপাদিত করে এবং আপনাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ক্ষত্রিয়জাতীয়া স্ত্রীতেও আপনার সদৃশ বর্ণাপসদ উৎপাদন করে। যেমন চারি বর্ণের মধ্যে ক্ষত্রিয় বর্ণের আনুলোম্যে ক্ষত্রিয়াতে ও বৈশ্যাতে ক্ষত্রিয়ই হয়, সেইরূপ ক্ষত্রিয়াপসদ স্ত্রীতে ও প্রধান ক্ষত্রিয়াতেও ইহাদের ক্ষত্রিয়াপসদ সূতই হয় এবং তাহারাও ঐ স্বজাতীয় আপনার স্ত্রীতে স্বজাতীয় পুত্র উৎপাদন করে, কিন্তু অন্যান্য বাহ্যজাতিতে যে সকল পুত্র উৎপাদন করে, তাহারা তদপেক্ষাও হীন বাহ্যজাতি হয়। এইরূপে বাহ্য হইতে বাহ্যতর, প্রতিলোম হইতে বহুপ্রতিলোমক্রমে হীনজাতি উৎপন্ন হইয়া ১৫ প্রকার জাতি হয়। এইরূপে অগম্য ভগিন্যাদিগমনে জাত পুত্রও বর্ণসঙ্কর হয়।

এক্ষণে এই সকল সমানজাতিজ ও অনন্তরজ অপসদ পুত্রগণের মধ্যে কে কোন্ বর্ণের ধর্ম্মপালন করিবে ও কাহার কি জীবিকা অবলম্বন করিতে হইবে, তাহা প্রদর্শন করিতে মনু সামান্যতঃ দ্বিজ ও শূদ্র ভেদ করিতেছেন।

---

* কোনও কোনও গ্রন্থে 'শূদ্রাৎ নিষাদো মৎস্যঘ্নঃ ক্ষত্রিয়ায়াম্ ব্যতিক্রমাৎ' এই পাঠ আছে। তদনুসারে শূদ্র হইতে মৎস্যঘাতোপজীবী নিষাদজাতি বর্ণব্যভিচার হেতু উৎপন্ন হয়, এরূপ অর্থ হইবে।

সজাতিজাঽনন্তরজাঃ ষট্ সুতা দ্বিজধর্ম্মিণঃ।
শূদ্রাণাস্তু সধর্ম্মাণঃ সর্ব্বেঽপধ্বংসজাঃ স্মৃতাঃ॥

সবর্ণাজাত ও অনন্তরবর্ণাজাত (দ্বিজগণের দ্বিজাতে জাত) ছয়টী জাতি দ্বিজধর্ম্মী অর্থাৎ উহারা দ্বিজধর্ম্ম অবলম্বন করিবে। ইহাদের মধ্যে যে যে বর্ণের দ্বিজ, সে সেই বর্ণের সংস্কার পাইবে ও তদীয় ধর্ম্ম অবলম্বন করিবে; কিন্তু অপধ্বংসজেরা অর্থাৎ শূদ্রসম্পর্কজাত সমুদায় অনুলোমজ ও প্রতিলোমজ পুত্রেরা শূদ্রধর্ম্মা অর্থাৎ সংস্কারানর্হ ও দ্বিজ জাতির মধ্যে কোনও বর্ণের ধর্ম্ম অবলম্বন করিবে না। এই ছয়টি দ্বিজ জাতির তালিকা নিম্নে দিতেছি যথা :—

বৈদ্যবর্ণ-বিনির্ণয়।

তৃতীয় অধ্যায়। দ্বিতীয় ভাগ।

বৈদ্যবিদ্বেষীদিগের মতখণ্ডন।

আমরা মনুর অভিপ্রায় সঙ্গতরূপে সাধারণের সমীপে স্বয়ং মনুর বচনদ্বারা অন্যান্য ঋষিদের বচনদ্বারা ও অশেষধর্ম্মবিৎ মহামহাপণ্ডিতগণের বচনদ্বারা ও ব্যাখ্যাদ্বারা প্রদর্শন করিলাম। আধুনিক ব্যাখ্যাকারদের কেহ কেহ যে এই চিরপ্রচলিত প্রসিদ্ধ মত পরিত্যাগ করিয়া, মনুর বচনমাত্র অবলম্বনপূর্ব্বক, কখনও বা মনুর বচন পরিবর্ত্তনপূর্ব্বক মনুর বিরুদ্ধ মতকেই মনুমত বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাও দেখাইলাম। এই ব্যাখ্যাকারদের ব্যাখ্যা যে সম্পূর্ণরূপে অন্যান্য শাস্ত্রের ব্যবহারের ও যুক্তির বহির্ভূত, তাহাও দেখাইলাম। যে বর্ণচতুষ্টয়ের ধর্ম্ম এই সকল সংহিতায় লিখিত হইয়াছে, সেই বর্ণচতুষ্টয়ের কোন্ বর্ণ মধ্যে কত জাতি আছে, তাহা না জানিলে কোন্ জাতির কোন্ ধর্ম্ম পালনীয়, তাহা জানা যায় না। তাহা না জানিয়া যদৃচ্ছাক্রমে ধর্ম্মগ্রহণ করিলে সমাজে মহাধর্ম্মবিপ্লব উপস্থিত হয়। একের কর্ত্তৃক অন্যের ধর্ম্মাশ্রয় অর্থাৎ পরধর্ম্মাশ্রয় মন্বাদি সকল শাস্ত্রেই ভয়াবহ ও বর্ণসঙ্করকারক বলিয়া লিখিত আছে। কিন্তু এই ব্যাখ্যাকারেরা কোন্ জাতির কোন্ বর্ণ তাহা জানিতে না দিয়া সমাজে ধর্ম্মবিপ্লব ঘটাইয়াছেন। এরূপ ধর্ম্মবিপ্লবকার্য্যে কোন্ সদ্‌ব্রাহ্মণের প্রবৃত্তি হইতে পারে? ঐ ব্যাখ্যাকারেরা ব্রাহ্মণের পুত্র হইয়াও যদি ব্রাহ্মণমাত্রের বেদিতব্য এই সকল বিষয় না জানিয়া এরূপ ব্যাখ্যা করিয়া

থাকেন, তাহা হইলে উঁহারা নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণকর্ম্মত্যাগী অব্রত শূদ্র। স্বধর্ম্মে সন্তুষ্ট না হইয়া ও ব্রাহ্মণধর্ম্মগ্রহণেচ্ছু হইয়াই যদি ইঁহারা এই উপদেশরূপ ব্রাহ্মণধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া থাকেন, তবে ইঁহারা বর্ণসঙ্কর। আর যদি জানিয়া এরূপ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন, তাহা হইলেও উঁহারা নিশ্চয় বর্ণসঙ্কর, কারণ স্বধর্ম্মপালনে অশক্ত হইয়া তাহা পরিত্যাগপূর্ব্বক শূদ্রধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াছেন, অথচ এ অবস্থাতেও আপনাদের ব্রাহ্মণত্ব খ্যাপন করিতে ইচ্ছা করিতেছেন। অতএব উভয়তঃই ঐ ব্যাখ্যাকারেরা নিশ্চয়ই বর্ণসঙ্কর বলিয়া প্রতীত হইতেছেন। ইহার অন্যথা কেহও প্রতিপাদন করিতে পারেন না।

এই ব্যাখ্যাকারেরা ব্যাস, দেবল ইত্যাদি মহর্ষিগণের নাম করিয়া যে সকল বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা উক্ত সংহিতাকার দেবল বা ব্যাসের প্রণীত বলিয়া বোধ হয় না। প্রথম কারণ এই যে, যদি গোবিন্দরাজ কুল্লূকাদির পূর্ব্ববর্ত্তী অর্থাৎ বিগত ৫০০ বৎসরের মধ্যবর্ত্তী কালে ব্যাসের বা দেবলের ঐ সকল বচন থাকিত, তাহা হইলে কুল্লূকাদি হইতে প্রাচীন ত্রিলোচন, ইন্দুশেখর, নীলাম্বর, রাঘবানন্দ, নন্দন, রামচন্দ্র এবং কুল্লূকাদির আদর্শভূত ও তাঁহাদের পক্ষীয় সর্ব্বপ্রধান মেধাতিথি অবশ্যই ঐ সকল বচন স্বীয় ব্যাখ্যা বা ভাষ্যের মধ্যে উদ্ধৃত করিতেন। দ্বিতীয় কারণ এই যে, যে ব্যাস দ্বিজমাত্র হইতে দ্বিজদুহিতামাত্রে জাত জাতিগণের বর্ণসংস্কার বুঝাইবার নিমিত্ত অক্ষরে অক্ষরে মনুর অনুগামী হইয়া প্রথমাধ্যায়ের সপ্তমাদিসূত্রে পরিণীতাজাতপুত্রদের পিতৃবর্ণ-সংস্কার বলিয়াছেন এবং আর্য্যবিগর্হিত প্রতিলোমজ দ্বিজপুত্রগণেরও পিতৃবর্ণ-সংস্কার বলিয়াছেন এবং স্পষ্ট করিয়া শূদ্র হইতে বা শূদ্রাতে জাত পুত্রদিগকেই শূদ্র বলিয়াছেন, সেই ব্যাস অনুলোমা পরোঢ়া দ্বিজাতে দ্বিজজাত পুত্রদিগকে শূদ্র বলিবেন, ইহা কখনই সম্ভব হয় না, এবং বর্ত্তমানকালে

প্রচলিত ব্যাস-সংহিতাতেও তাহা দেখা যায় না। যখন কোন ঋষিই অনুলোমাতে ও সবর্ণাতে জাত কোনও দ্বিজপুত্রকে শূদ্র বলেন নাই এবং ব্যাসের অতি সম্মানিত ভীষ্মদেবও তাহা বলেন নাই, তখন এতাদৃশ বচন অবশ্যই বিগত ৫০০ বৎসরের পরে রচিত ও ব্যাসের বলিয়া এই ব্যাখ্যাকারদের মধ্যেই চলিত হইয়া আসিতেছে। নূতন ব্যাসের এই নূতন শ্লোকটীর পাঠও সকলেই সুবিধামতে বা ইচ্ছামতে পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। কেহ বলিয়াছেন "স্বোঢ়াজাতাঃ সবর্ণাঃ স্যুঃ সঙ্করাঃ স্যুস্ততোঽন্যথা," কেহ বলিয়াছেন "ভার্য্যাজাতাঃ সঙ্করাঃ স্যুঃ সঙ্করাঃ স্যুস্ততোঽন্যতঃ," কেহ বলিয়াছেন "যে তু জাতা সমানাস্থু সঙ্করাঃ স্যুস্ততোঽন্যথা," কেহ বা "ভার্য্যাজাতাঃ সমানাঃ স্যুর্মাতৃজাত্যা স্তদন্যতঃ। পিতৃজাত্যাং প্রতীপাস্তু সঙ্করাঃ স্যুস্ততোঽন্যতঃ"—এইরূপ পাঠ বলিয়া থাকেন। বচন যাহারই হউক, ইহার মধ্যে কেবল শেষোক্ত পাঠটীই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়; অন্যপাঠ পরিবর্ত্তিত বা অসম্পূর্ণ। দেবলের নামে যে বচনটী উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাও ভ্রান্ত ও অজ্ঞজনোচিত অশুদ্ধিদোষে দূষিত, এজন্য ঐ বচনকেও ঋষি-বচন বলিয়া বোধ হয় না। "যো দ্বিতীয়েন পিত্রা প্রজায়তে" এরূপ প্রয়োগ কোন বিজ্ঞজনে করেন না; কারণ; পাণিনির "জনিকর্ত্তুঃ প্রকৃতিঃ" এই সূত্রানুসারে জায়মানের যে হেতু অর্থাৎ উপাদান-কারণ হয়, তাহার অপাদানত্ব হয় ও তাহাতে পঞ্চমী বিভক্তি হয়, তৃতীয়া বিভক্তি হয় না। কিন্তু এখানে সেই উপাদানীভূত পিতৃবোধক শব্দে তৃতীয়া বিভক্তি দেওয়াতে 'পিত্রা'পদটী ভ্রান্তপদ হইতেছে। অতএব এ প্রয়োগ কখনই মহর্ষি দেবলের নয়, বরং গোবিন্দরাজের নিজেরই হইতে পারে, কেননা তিনিই প্রথমতঃ স্বীয় টীকাতেও ঐরূপ প্রয়োগ করিয়াছেন; যথা—"আনুলোম্যেন ব্রাহ্মণেন ব্রাহ্মণ্যাং ক্ষত্রিয়েণ ক্ষত্রিয়ায়ামিত্যনুক্রমেণ যে জাতা স্তে মাতাপিত্রোর্জাত্যা যুক্তা

স্তজ্জাতীয়া এব" পশ্চাৎ গড্ডলিকাপ্রবাহন্যায়ে কুল্লূকাদিও সবিশেষ বিবেচনা ব্যতিরেকে তাহাই অবিকল লইয়া আপনার লেখা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। "ব্রাহ্মণেন ব্রাহ্মণ্যাং জাতাঃ" এরূপ অপপ্রয়োগ আমাদিগের ন্যায় অজ্ঞ লোকেরাও করে না, মহর্ষি দেবল এরূপ প্রয়োগ করিবেন, ইহা অসম্ভব কথা। যদি "আনুলোম্যেন" এই পদেরই সহিত "জাতাঃ" এই পদের অন্বয় বলেন, তবে "ব্রাহ্মণেন ব্রাহ্মণ্যাং" এই দুই পদের অন্বয় কাহার সহিত হইবে? "ব্রাহ্মণেন" পদটী যে "জাতাঃ" ও "ব্রাহ্মণ্যাং" এই তিন পদেরই সহিত অন্বিত হইতে পারে এরূপ করিয়া কি সুসংস্কৃত করা যায় না? "ব্রাহ্মণাৎ" বলিলেই ত তাহা হইয়া যাইত। ইহাকে আর্ষ প্রয়োগও বলা যায় না, কারণ এই প্রয়োগের স্থলেও ভুল আছে। যে ব্যক্তি পর-স্ত্রীতে, বা সাধারণ ভার্য্যাতে পুত্র উৎপাদন করেন, তদুৎপন্ন পুত্রের জনক ও প্রথম পিতা তিনিই হন। তিনি ঐ স্ত্রী-সম্পর্কে দ্বিতীয় পতি হইলেও, ঐ পুত্র-সংবন্ধে দ্বিতীয় পিতা হন না। যে ব্যক্তি পরক্ষেত্রে পুত্র উৎপাদন করেন, তিনি স্বোৎপাদিত পুত্রের প্রথম পিতা হইয়া ক্ষেত্রস্বামীকে দ্বিতীয় পিতা করেন, স্বয়ং দ্বিতীয় পিতা হন না। কারণ, সন্তানোৎপত্তির পূর্ব্বে সন্তানাভাবে ক্ষেত্রস্বামীর পিতৃত্বই সম্ভব হয় না। অতএব ক্ষেত্রস্বামীই দ্বিতীয় পিতা, উৎপাদক দ্বিতীয় পিতা নহেন। অতএব 'দ্বিতীয়েন পিত্রা প্রজায়তে' এই জন ধাতুর উপাদান-হেতুভূত উৎপাদক পিত্রর্থপদের বিশেষণ 'দ্বিতীয়েন' এই পদ শাস্ত্র বা যুক্তি অনুসারে হইতে পারে না। তথাপি তাহা স্বীকার করিয়া লইলেও ঐ পুত্র অবশ্যই মাতৃবর্ণীয় অর্থাৎ ক্ষেত্রস্বামীরই বর্ণীয় হইবে। শূদ্র ও অসংস্কার্য্য হইবে, ইহা কোনও শাস্ত্রকার বলেন না। দ্বিতীয়েন এই পদটী পিত্রাপদের বিশেষণ হইয়া এখানে জ্যেষ্ঠতাত কনিষ্ঠতাতা-দিকেও বুঝাইতেছে না, তাহা হইলে কেবল দ্বিতীয়েন এ বিশেষণটী

প্রদত্ত হইত না। তৃতীয়াদি শব্দও থাকিত। দ্রৌপদীর পঞ্চপতির সহিত বিবাহ যুগপৎ হইয়াছিল, সুতরাং দ্রৌপদী পুনর্ভূ হন নাই। তাঁহার প্রথম পতি যুধিষ্ঠির, দ্বিতীয় পতি ভীম, তৃতীয় পতি অর্জ্জুন, চতুর্থ পতি নকুল ও পঞ্চম পতি সহদেব। যুধিষ্ঠিরাদির পুত্রের দ্বিতীয় পিতা ভীম হইতে সবর্ণা দ্রৌপদীতে জাত পুত্রেরা অবাবট ও শূদ্রধর্ম্মা হন নাই। ব্যাস কর্ত্তৃক সবর্ণা ভ্রাতৃজায়াতে উৎপাদিত ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু অবাবট ও শূদ্রধর্ম্মা হন নাই। কামপীড়িত বৃহস্পতি কর্ত্তৃক বলপূর্ব্বক জ্যেষ্ঠভ্রাতৃজায়া সবর্ণা মমতাতে উৎপাদিত ভরদ্বাজ মুনি অবাবট ও শূদ্রধর্ম্মা হন নাই। সবর্ণাতে উৎপাদিত পাণ্ডবেরাও অবাবট ও শূদ্রধর্ম্মা ছিলেন না। সুধন্বার পত্নীতে চ্যবন হইতে জাত বৈতরণ অবাবট ও শূদ্রধর্ম্মা ছিলেন না। কন্যাকালে সবর্ণা ও অনুলোমাতে জাত কর্ণ ও বেদব্যাস অবাবট ও শূদ্রধর্ম্মা ছিলেন না। কর্ম্মজন্য না হইয়া এরূপ জন্মজন্য অবাবট ও শূদ্রধর্ম্মা হওয়ার একটী দৃষ্টান্তও অনুগ্রহ করিয়া দেখাইলে আমরা অনুগৃহীত হইতাম। বহুচারিণীর পুত্র জাবালও যখন অবাবট নয়, তখন তাঁহাদের রচিত অশ্রুতপূর্ব্ব ও অননুভূতপূর্ব্ব অদ্ভুত এক অবাবট শব্দ শুনিয়াই কি আমরা চরিতার্থ হইব? "দ্বিতীয়েন তু যঃ পিত্রাঽসবর্ণায়াং প্রজায়তে" এরূপ পাঠ করিয়া যদি অসবর্ণাতে জাতের শূদ্রত্ব বল, তাহাও হইতে পারে না। তবে অসবর্ণাদিগের মধ্যে শূদ্রাতে জাতেরই শূদ্রত্ব হয়, ইহাই শাস্ত্র। তাহা আমরা স্বীকার করি। এক্ষণে দেখুন, যদি সত্য ত্রেতা দ্বাপর ও কলিকালে ব্যাসাদির সময়ে কেহও অবাবট না হইল এবং এ শব্দও না থাকিল, তবে সবর্ণার পতিব্যভিচারে সবর্ণাতে জাত পুত্র যে অবাবট ও শূদ্র হয় বলিয়া বচন রচিত হইয়াছে, তাহা কি কলির এই অংশে কোনও ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক রচিত হয় নাই? এই

অবাবট শব্দটী কি কোনও রসিকতাপ্রিয় স্বেচ্ছাচারীর রসিকতা-প্রসূত নহে?

কতক ঋষির বিধানানুসারে উৎকৃষ্ট বর্ণ বা সবর্ণ কর্ত্তৃক অথবা মনুযাজ্ঞবল্ক্যাদির বচনানুসারে দেবর বা সপিণ্ড কর্ত্তৃক, নিকৃষ্টবর্ণা বা সবর্ণা নিযুক্তা পরস্ত্রীতে যে ক্ষেত্রজ পুত্রোৎপাদনের বিধি আছে, সেই বিহিত পুত্রেরা অসবর্ণাতে জাত অথবা অপত্নীজাত হওয়াতে কি ক্ষেত্রস্বামীর সবর্ণ হইত না, অথবা মাতার সবর্ণা হইত না? শূদ্রই হইত? ইদানীং কলির এই অংশে নানা কারণে বঙ্গাদি কতিপয় দেশে ঔরস দত্তক ক্রীতক ব্যতীত ক্ষেত্রজাদি পুত্রের ব্যবহার নাই এবং অসবর্ণা বিবাহও প্রচলিত নাই, কিন্তু তজ্জন্য কি চারিযুগের ধর্ম্মশাস্ত্র সর্ব্বপ্রাচীন ও সকলের মাননীয় মনুসংহিতার চির-প্রচলিত অর্থের পরিবর্ত্তন করা যায়? মনুর ঐ সকল শাস্ত্রবচন এখন খাটিবে না ইহা বলিতে ইচ্ছা হয় বলুন, অথবা, ঐ বচনগুলির উক্ত ধর্ম্ম কালগুণে এক্ষণে ব্যবহারে অপ্রচল হইয়াছে, এই সত্য বলিতে ইচ্ছা হয় বলুন, তাহাও ভাল, কিন্তু মনুসংহিতা মানা কর্ত্তব্য বলিয়া তাঁহার অনভিপ্রেত অসৎ অর্থ করা ভাল নয়। চিরপ্রচলিত অর্থের লোপ করিলে ইতিহাস-পুরাণাদি ও তাৎকালিক ঘটনা ও প্রথাসকল সম্পূর্ণ-রূপে পরস্পর অসঙ্গত ও বিসংবাদী হইয়া উঠে। চিরপ্রচলিত প্রকৃত অর্থের অনুসরণ না করিলে প্রাচীন কালের জাত্যুৎপত্তি ও জাতিধর্ম্ম সকলও জানা যায় না। যদি বেদবিরোধী হইয়া সে সকল মানিতে না চান, তবে জাতীয় বিচারও প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্র লইয়া আজিও স্মার্ত্ত মহাশয়েরা বৃথা গোলযোগ করেন কেন? অপ্রমাণ কৃত্রিম বচনগুলিই বা প্রমাণস্বরূপ উপস্থাপিত করেন কেন? ইহাতে কি সমাজের আদালতে কৃত্রিম লেখ্য স্থাপনের দোষ হয় না? অথবা যিনি মনুর চতুর্থ অধ্যায়ের ৭২ সং শ্লোকের "ন বিগর্হ্য কথাং কুর্য্যাৎ" অর্থাৎ

নিন্দনীয় অশ্লীল বাক্যাদি কহিবে না এই সুপরিস্ফুট অর্থের স্থলে "শাস্ত্রীয় কথা বা লৌকিক কথা নিশ্চয় করিয়া কহিবে না" এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া সুনীতির পরিচয় দিয়াছেন, তাঁহার অকথ্য ও অকরণীয় কি আছে?

সংহিতাকারগণের মতে পতি ও পত্নী একগোত্র একবর্ণ এক-পিণ্ড হইলেও মেধাতিথি ও কুল্লূকের নূতন মতে পত্নীরা পতির ভিন্ন গোত্র, ভিন্ন বর্ণ ও অসপিণ্ড হইয়া থাকেন, সুতরাং তাঁহাদের মতে এইরূপ পতি পত্নী হইতে উৎপন্ন পুত্রেরা দুই জনের নিকট হইতে দুইটী জাতির অংশ লইয়া খরতুরগ হইতে জাত অশ্বতরের ন্যায় এক নূতন জাতি বা বর্ণ উৎপন্ন হয়, এবং ঐ মিশ্রবর্ণ বর্ণসঙ্কর নামে কথিত হয়, আবার বর্ণহীনও হয়। বেশ যুক্তি! বেশ ব্যাখ্যা! ঐ পুত্রেরা কার কত খানি জাতি লইয়া উৎপন্ন হয়? ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়াতে ও ক্ষত্রিয়ের ব্রাহ্মণীতে যে পুত্রেরা উৎপন্ন হয়, তাহারা ত তবে তাঁহাদের মতে সমান! কারণ, পূর্ব্বোক্ত মূর্দ্ধাভিষিক্তে যত পরিমাণে উভয়ের জাতি আছে, শেষোক্ত সূত্রেও ত তত পরিমাণে উভয়ের জাতি আছে। যদি মনুর মতানুসারে মনুর ব্যাখ্যায় বিবাহের ফলোপধায়কতা স্বীকার না কর, যদি বীজের প্রাধান্য স্বীকার না করিয়া উভয়েরই সমত্ব স্বীকার কর, তবে ঐ পুত্রদ্বয়ের প্রভেদ কি জন্য হইবে? অনুলোম প্রতিলোম স্বীকারের প্রয়োজন কি? যাউক, পতি পত্নী যেন ভিন্ন গোত্র হইলেন, ঔরস পুত্রও যেন মাতা পিতা উভয়ের ভিন্ন ভিন্ন দুইটী গোত্র লইয়া জন্মিল ও তাহারা সকলেই যেন ভিন্ন ভিন্ন দুইটী বর্ণযুক্ত হইয়া জন্মিল ও সেই জন্য তাহাদিগকে বর্ণসঙ্কর অর্থাৎ মিশ্রবর্ণ বলা গেল, কিন্তু অনূঢ়া অনুলোমাতে জাত পুত্র কোন্ বর্ণীয় হইবে? তাহার জনক জননীর ত পতি-পত্নীত্ব-সংবন্ধ নাই? পরন্তু তাহারা যদি আবার একগোত্রও না হয়, তবে কি তাহাদের পুত্রও

দুই জাতিযুক্ত এক নূতন জাতি হয় অথবা জাতিহীন হয়? তবে অনূঢ়া সত্যবতীর গর্ভে পরাশর হইতে জাত ব্যাস কি প্রকারে ব্রাহ্মণ হইলেন? তিনি কেন দুই জাতিযুক্ত হন নাই বা জাতিহীন হন নাই? গাধি রাজার কন্যা সত্যবতী ক্ষত্রিয়াত্মজা হওয়ায় ব্রাহ্মণের অনন্তরবর্ণীয়া। ঐ অনন্তরবর্ণীয়া সত্যবতীতে ব্রাহ্মণ ঋচীক মুনি হইতে জাত জমদগ্নি কেন উভয়জাতিযুক্ত না হইলেন? ক্ষেত্রজ পুত্রেরা কেন না উভয়জাতিযুক্ত হয়, কেন তাহারা ক্ষেত্রস্বামী পিতার বর্ণ পাইয়া তদীয় বর্ণের সংস্কার পাইত? এরূপ ত সকল শাস্ত্রেই ও প্রাচীন ব্যবহারে দেখা যায়। ইহার অন্যথা ত দেখা যায় না। তবে শাস্ত্রার্থনাশকদের এরূপ অর্থের মূল কোথায়, তাঁহারা বা তাঁহাদের শিষ্যেরা কি তাদৃশ একটীও দৃষ্টান্ত আমাদিগকে দেখাইতে পারেন? আবার দেখুন, শাস্ত্রার্থনাশকদের মতে পঞ্চমশ্লোকস্থ "জাত্যা জ্ঞেয়াস্ত এব তে" এই স্থলের উভয়জাত্যর্থক "তে" এই পদটী "তাশ্চ তে চ" এই দুয়ের সমাহারে একশেষ করিয়া নিষ্পন্ন করিতে হয়; সুতরাং মনুর ব্যাখ্যাতে মনুর মতে বীজপ্রাধান্যহেতুক বৈধ পুত্রদিগকে পিতৃজাতীয় বা মাতাপিতার সবর্ণ বলা এবং যোনিপ্রাধান্যহেতুক অবৈধ পুত্রদিগকে মাতৃজাতীয় বা পিতৃজাতীয় বলা ত তাঁহাদের পক্ষে সুসঙ্গত হয় না. কারণ, তাঁহাদের মতে উভয় প্রকারের পুত্রেরা দুই জনেরই জাতি পায়, সুতরাং তাঁহাদের অর্থ মনুর ও সকল সংহিতার বিরুদ্ধ হইতেছে। ব্যবহারেও বিরুদ্ধ হইতেছে। আবার যদি ঐ পুত্রেরা উভয়ের জাতি অর্থাৎ উভয়ের বর্ণযুক্ত হইয়া এক নূতন জাতি বা নূতন মিশ্রবর্ণ হয়, তবে মনু এই অধ্যায়েই পঞ্চম বর্ণ নাই বলিয়া তদনন্তর সবর্ণজ, অনুলোমজ ও প্রতিলোমজ দ্বিজ ও দ্বিজাপসদদিগকে যে সজাতিজ ও অনন্তরজ ভেদে ছয় জাতি দ্বিজ বলিয়াছেন, ঐ ছয় জাতির মধ্যে কাহাকে কোন্ বর্ণের মধ্যে ফেলিবেন? এই

সজাতীয়েরা কোন্ বর্ণীয় দ্বিজের ধর্ম্মাবলম্বন করিবে এবং অনন্তর-জাতীয়েরাই বা কোন্ বর্ণীয় দ্বিজধর্ম্ম অবলম্বন করিবে? অনন্তরজেরা কি পিতৃবর্ণ ব্রাহ্মণাদির, মাতৃবর্ণ ক্ষত্রিয়াদির এবং "শূদ্রধর্ম্মা স জাতিতঃ" হওয়াতে শূদ্রবর্ণেরও ধর্ম্ম অবলম্বন করিবে? কারণ, তাঁহাদের মতে ইহারা উভয়বর্ণবিশিষ্ট ও শূদ্র অর্থাৎ তিন বর্ণ বিশিষ্ট অথচ বর্ণহীন! যদি এই অনন্তরজেরা চতুর্ব্বর্ণের অন্তর্গত কোন বর্ণই না হন, তবে মনু অত্রি বিষ্ণু প্রভৃতি স্মৃতিকারেরা ও পুরাণকারেরা তাঁহাদিগের বর্ণ বলেন কেন? এবং প্রতিলোমজেরা যদি বর্ণ না হয়, তবে মনু "ষট্ সদৃশান্ বর্ণান্ জনয়ন্তি স্বযোনিষু" একথাই বা বলেন কেন? কেন তিনি ইহাদিগকে দ্বিজধর্ম্মী বলিয়া উদাহরণে "সূতানামশ্বসারথ্য-মম্বষ্ঠানাং চিকিৎসিতম্" এরূপ কথা বলিলেন? কেনই বা সর্ব্বধর্ম্মবিৎ ভীষ্ম মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বের ৪৯ অধ্যায়ে "কানীনাধ্যূঢ়জৌ বাপি বিজ্ঞেয়ৌ পুত্রকিল্বিষৌ। তাবপি স্বাবিব সুতৌ সংস্কার্য্যাবিতি নিশ্চয়ঃ॥ ক্ষেত্রজো বাঽপ্যপসদো যেঽধ্যূঢ়া স্তেষু চাপ্যুত। আত্মবৎ বৈ প্রযুঞ্জীরন্ সংস্কারান্ ব্রাহ্মণাদয়ঃ॥ ধর্ম্মশাস্ত্রেষু বর্ণানাং নিশ্চয়োঽয়ং প্রদৃশ্যতে। এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতম্ কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমর্হসি" এই সকল শ্লোকে ব্রাহ্মণাদি সকল বর্ণীয় কানীন, সহোঢ় ও অবিহিতরূপে উৎপন্ন অপসদ ক্ষেত্রজদিগেরও ব্রাহ্মণাদি সংস্কার লিখিলেন? কেনই বা আদি পর্ব্বের ১৩৭ অধ্যায়ে ভীম যখন অর্জ্জুনসহ যুদ্ধোদ্যত কর্ণকে সূতপুত্র বোধে ক্ষত্রিয়াপসদের উচিত "অশ্বচালনার্থ প্রতোদ গ্রহণ করা" বলিয়া উপহাস করিয়াছিলেন, তখন তাহার উত্তরে মহারাজ দুর্য্যোধন "নিন্দিত ক্ষত্রিয় হইলেও তাহার সহিত যুদ্ধ করা বিহিত" এরূপ উত্তরে কর্ণকে ক্ষত্রিয় বর্ণ বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন? এবং ক্ষত্রিয়দের রাজত্বাদিলাভ-হেতুক বল লাভে যদি অপসদত্ব গিয়া শ্রেষ্ঠবর্ণত্ব না হইত, তবে কর্ণকে অঙ্গরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া অর্জ্জুনের যুদ্ধে আপত্তি

কেন রহিত করিতে পারিয়াছিলেন? ইঁহারা কি সকলে ক্ষিপ্ত হইয়া প্রলাপ করিয়াছেন? কোন শাস্ত্রকারই ত ইহাদিগকে উভয়বর্ণযুক্ত অথচ বর্ণহীন জাতি বলেন নাই। দুই বর্ণ যুক্ত অথচ বর্ণহীন এই বিজ্ঞ বচন ত আর কাহারও মস্তিষ্ক হইতে বহির্গত হয় নাই! মনুর মুখ চাপিয়া মনুরই বিরুদ্ধে কি মনুর ব্যাখ্যা করা উচিত? তাই না হয় করিলে, একটা নজির দেখাও; একটী যুক্তি দেখাও। যাহা হউক, আমাদের ত বোধ হয় "ক্ষত্রিয়াচ্ছূদ্রকন্যায়াং ক্রূরাচারবিহারবান্। ক্ষত্রশূদ্রবপুর্জন্তুরুগ্রোনাম প্রজায়তে॥" মনুর এই শ্লোকোক্ত "ক্ষত্রশূদ্রবপুঃ" এই পদটীতেই ঐ ব্যাখ্যাকারদের মাথা খাইয়াছে। বিজ্ঞ ব্যাখ্যাকারগণ! উহার অর্থ ক্ষত্র ও শূদ্র জাতিযুক্ত শরীর নয়। ঐ পদটী ক্ষত্রাৎ শূদ্রায়ামুৎপন্নং বপুর্যস্য এই বহুব্রীহি সমাসে নিষ্পন্ন হইয়াছে। উহার অর্থ ক্ষত্রিয় হইতে শূদ্রাতে উৎপন্ন শরীরযুক্ত। শূদ্র হইতে উৎপন্ন হইলে পিতৃবর্ণ হইয়া এবং শূদ্রাতে উৎপন্ন হইলে মাতৃবর্ণ হইয়া পুত্র শূদ্রই হয়। ইহাই শাস্ত্র। সেই জন্য অনুশাসন পর্ব্বের ৪৮ অধ্যায়ে ভীষ্মও শূদ্রাতে উৎপন্ন ঐ পুত্রকে শূদ্রই বলিয়াছেন। "তিস্রঃ ক্ষত্রিয়সংবন্ধাদ্দ্বয়োরাত্মাঽস্য জায়তে। হীনবর্ণস্তৃতীয়ায়াং শূদ্র উগ্র ইতি স্মৃতম্॥" তিনি উহাকে উভয়জাতিযুক্ত, অভিনব বর্ণ বা বর্ণহীন বলেন নাই। সেরূপ সূক্ষ্ম বুদ্ধি তাঁহার আত্মাতে ছিল না। যাহা হউক অধিক কি বলিব, মেধাতিথি ও কুল্লুকের ব্যাখ্যা ও তদনুযায়িনী অন্যান্য ব্যাখ্যা শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ ও তদানীন্তন প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধ, বিশেষতঃ মনুরই বিরুদ্ধ ও অসঙ্গত অর্থের প্রতিপাদক হওয়ায় বহুদোষাকর, এজন্য সর্ব্বতোভাবে হেয়। পরন্তু আমাদিগের ব্যাখ্যা সকল ধর্ম্মশাস্ত্রানুমোদিত, বিশেষতঃ মনুর সকল বচনের সহিত সঙ্গত ও বিসংবাদশূন্য হওয়ায় শ্রেষ্ঠ আমাদের মত যে অন্যান্য প্রাচীন ব্যাখ্যাকারদিগের ব্যাখ্যার

সহিত সঙ্গত ও বিশেষ বিসংবাদশূন্য, তাহাও এক্ষণে ক্রমশঃ দেখাইতেছি।

আমরা কুল্লূকের নিজের ও তৎপক্ষীয় সাধারণের ব্যাখ্যার দোষ দেখাইলাম; এক্ষণে কুল্লূক ও মেধাতিথির দোষ দেখাইতেছি।

২। মেধাতিথির ও কুল্লূকের মত খণ্ডন।

পঞ্চম শ্লোকের 'তুল্যাসু' ও 'অক্ষতযোনিষু' পদকে 'পত্নীষু' পদের বিশেষণ করিলে এবং 'আনুলোম্যেন' পদটী পঞ্চম শ্লোকের উপযুক্ত নয়, ইহা মনুর ভ্রান্ত প্রয়োগ এরূপ বলিয়া এখান হইতে ঐ পদটী তুলিয়া ব্যাখ্যা করিলে এ শ্লোকের যে কোনও অর্থ হয় না, তাহা আমরা দেখাইয়াছি। এইরূপ ষষ্ঠ শ্লোকের 'স্ত্রীষু' ও 'অনন্তরজাতাসু' এই পদ দুটীকে পরস্পর বিশেষ্য বিশেষণ ভাবাপন্ন করিয়া স্থাপিত করিলে এবং তদ্দ্বারা ভার্য্যাভর্ত্তৃত্ব বা পতি-পত্নীত্ব-সংবন্ধে সংবদ্ধ স্ত্রী পুরুষ অর্থের প্রতীতি করাইলে, অনন্তর পূর্ব্বশ্লোকোক্ত ঐ 'আনুলোম্যেন' পদটী এই শ্লোকে যোজিত করিয়া সর্ব্বসমেত অনুলোমা অনন্তর বর্ণীয়া ভার্য্যামাত্রে উৎপাদিত পুত্র বুঝাইলে এ শ্লোক দ্বারাও শাস্ত্র ও ব্যবহারসঙ্গত কোনও প্রতীতি হয় না, তাহাও আমরা দেখাইয়াছি। এই দুইটী শ্লোকে এত টানাটানি করিয়া তিনটী মাত্র অপসদ জাতি বুঝাইয়া দেওয়া এই ব্যাখ্যাকারদের অভিপ্রেত হইলেও, তাহা ভগবান্ মনুর অভিপ্রেত নয়। যেরূপ অর্থ ভগবানের অভিপ্রেত এবং যেরূপে যে অর্থসিদ্ধির নিমিত্ত ঐ পদগুলি উপযুক্ত রূপেই প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা স্বয়ং ভগবানেরই উক্তি হইতে এবং অন্যান্য শাস্ত্রের উক্তি হইতেও দেখাইয়াছি। আমাদের প্রদর্শিত অর্থের অনুসরণ ব্যতিরেকে যে কোনও বর্ণের নির্ণয় হয় না, তাহাও দেখাইয়াছি এবং আমাদের প্রদর্শিত অর্থ যে সর্ব্বশাস্ত্রসঙ্গত অর্থ, তাহাও

দেখাইয়াছি। অতএব যে যে ব্যক্তি আমদিগের প্রদর্শিত অর্থ গ্রহণ না করিয়া ঐরূপ অর্থের অনুসরণ করিয়াছেন, সেই সেই ব্যক্তির অর্থ ভ্রান্ত। কুল্লূক, মেধাতিথি, গোবিন্দরাজ—ইঁহারা তিন জনেই ঐরূপ ব্যাখ্যার অনুসরণ করিয়াছেন এজন্য এ তিন জনেরই ব্যাখ্যাকে আমরা ভ্রান্তিদূষিত বলি, এবং এই মতাবলম্বী অন্যান্য ব্যাখ্যাকারদের ব্যাখ্যাও দূষিত বলি। তথাপি সাধারণের প্রত্যয়ের নিমিত্ত আমরা একে একে তাঁহাদিগের ও প্রত্যেকের ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব। কুল্লূকের ব্যাখ্যার সমালোচনাতে তাঁহাদের ব্যাখ্যারও সমালোচনা সাধারণতঃ হইয়াছে, এজন্য ইঁহাদের বিশেষ বিশেষ স্থলই উদ্ধৃত করিব। কথিত দোষের পুনরুল্লেখে অনর্থক গ্রন্থের বিস্তৃতি করিব না। আমরা বলিয়াছি এবং দেখাইয়াছি, মনু এই দুই শ্লোকেই সমস্ত জাতির বর্ণ নির্ণয় করিয়াছেন। কোনও জাতির বর্ণ নির্ণয় তাঁহার গ্রন্থে অবশিষ্ট নাই। কিন্তু মেধাতিথি কুল্লূকাদি সেরূপ অর্থ করেন নাই।

কেহ বলিতে পারেন না যে, মনুর ঐ দুই শ্লোকে সমস্ত জাতিরই বর্ণ নির্ণয় করিতে হইবে, তাহা না হইলে অর্থ ঠিক হইবে না, এরূপ বলা তোমাদের অসঙ্গত, ইত্যাদি। কারণ, সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ ভগবান্ মনু প্রথম অধ্যায়ের ১০৭ হইতে ১১৯ পর্য্যন্ত শ্লোকে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, এই সংহিতায় আমি চারি বর্ণের অন্তর্গত সমস্ত জাতির লক্ষণ, তাহাদের সাধারণ বর্ণধর্ম্ম ও বিশিষ্ট জাতিধর্ম্ম এবং সঙ্কীর্ণ জাতিদের উৎপত্তি ও ধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে বলিব। এরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া বর্ণনির্ণয়কালে পঞ্চম শ্লোকে কিছুই বলিলেন না এবং ষষ্ঠ শ্লোকে কষ্টে সৃষ্টে কেবল মাতৃদোষদুষ্ট অপসদেরই উৎপত্তি বলিলেন, তাহার বর্ণও বলিলেন না, অন্যান্য সমুদায় জাতি ও বর্ণ অনির্দ্দিষ্টই রাখিলেন; এরূপ কখনই হইতে পারে না। পরন্তু এই দুই সূত্রেই যদি জন্মানুসারে সকল জাতিরই বর্ণসংস্কার নিরূপণ না হইয়া থাকে, তাহা হইলে গ্রন্থের আর কুত্রাপি

কোনও জাতির বর্ণ নির্ণয় না হওয়ায়, ভগবান্ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়াছেন, বলিতে হয়। কিন্তু তাহা হইতে পারে না। সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ মনুর এরূপ দোষ কথনই সম্ভব নয়। ইহা কেবল টীকাকারদের দুর্ব্যাখ্যার দোষ।

মেধাতিথি পঞ্চম শ্লোকের ব্যাখ্যার প্রথমেই, যেন এ শ্লোকটী ব্রাহ্মণাদি বর্ণের লক্ষণ বলিতেই রচিত হইয়াছে, এরূপ ভাণ করিয়া বলিতেছেন "কে পুনরমী ব্রাহ্মণাদয়ো নাম" 'ব্রাহ্মণাদি বর্ণই বা কারে বলি? কিরূপে তাহাদিগকে চেনা যায়?' এইরূপে আরম্ভ করিয়াই মূর্দ্ধাভিষিক্ত অম্বষ্ঠাদি জাতির প্রতি অসূচিত বিদ্রূপ করিয়া বলিতেছেন "ইহাদের আকৃতি দ্বারা ব্রাহ্মণাদি বর্ণের সহিত ইহাদের পরস্পর ভেদ বুঝিতে পারা যায় না, গো, অশ্ব প্রভৃতি জন্তুর মধ্যে যেরূপ (মুখলাঙ্গু-লাদিগত) আকারভেদ আছে, ব্রাহ্মণাদি হইতে ইহাদের তাদৃশ আকৃতিভেদও নাই, অতএব ইহাদের আকৃতি দর্শনে জাতি নির্ণয় করা যায় না। ঘৃততৈলাদির প্রভেদও গন্ধ-রসাদি গ্রহণ দ্বারা বুঝা যায়, কিন্তু সে উপায়েও ইহাদের প্রভেদ বুঝা যায় না। ফলে অন্যান্য মনুষ্য হইতে আকৃতিপ্রকৃতিগত ইহাদের এমন কোনও বৈশিষ্ট্য নাই, যদ্দ্বারা ইহাদের পৃথকৃত্ব বুঝা যাইতে পারে। ইহারা আপনারাই আপনাদের জাতি বলে, কিন্তু তাহারা প্রায়ই প্রতারণাতৎপর, অতএব তাহাদিগের মুখেও জাতি নির্ণয় হয় না।" এইরূপ উপহাসের সহিত আড়ম্বর করিয়া মেধাতিথি গ্রন্থমধ্যে বিস্তর ব্যাপকতা করিয়াছেন। তত্ত্ব নির্ণয় করা কাহারও উদ্দেশ্য ছিল না। আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি, একই ব্রাহ্মণজাতি কেবল কর্ম্মভেদে বিভিন্ন হইয়াছে, ইহা সমস্ত প্রাচীন শাস্ত্রে বিশেষতঃ শ্রুতিতে বলিতেছেন। মনুসংহিতার বক্তা ভৃগুও তাহাই বলিয়াছেন এবং বেদাধ্যয়নাদি কর্ম্ম ব্যতীত ব্রাহ্মণ হইতে জাত পুত্রও যে বর্ণসঙ্কর, তাহাও তিনি বলিয়াছেন। অতএব প্রকৃত তত্ত্ব নির্ণয়ে ইচ্ছা থাকিলে কর্ম্মহেতু মনুষ্যগণের ঐ বিভেদটী

হইয়াছে, ইহা বলিলেই মেধাতিথি কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন, এবং কোন্ কর্ম্মে কে অধিকারী ইহা জ্ঞাপনের নিমিত্তই যে এক্ষণে তাদৃশ কর্ম্মবান্ হইতে জাত পুত্রই পিতৃকর্ম্মের অধিকারী হইবে, ইহাই জ্ঞাপনের নিমিত্ত জন্মকেই এখানে জাতি শব্দে নির্দ্দেশ করিতেছেন—ইহা বলিলেই সুপরিস্ফুট সত্য বলা হইত, কিন্তু এত বিচার করিয়াও তিনি এই 'কর্ম্মের' কথাটী একবারও তুলিলেন না, কেবল 'ব্রাহ্মণের পুত্র ব্রাহ্মণ হয়' এই বাক্য দ্বারাই মনু ব্রাহ্মণত্বের লক্ষণ করিয়াছেন ইহা ভাবিয়া তাহাই বহু তর্কের পর বুঝাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। ভাল, ব্রাহ্মণের পুত্র ব্রাহ্মণ হয় বটে, কিন্তু ব্রাহ্মণের পুত্রও ত নানাপ্রকার বিবাহসংস্কারে সংস্কৃতা, অবিবাহিতা বা অবিধিপূর্ব্বক গৃহীতা স্ত্রীতে উৎপন্ন হইতে পারে, সেই জন্যই ত ব্রাহ্মণকর্ম্মে অধিকারী জাতি বুঝাইবার নিমিত্ত এই বর্ণ নির্ণয় হইতেছে, তাহাই ত ব্যাখ্যাকারকে মনূক্ত মতে বুঝাইতে হইবে, কিন্তু তাহা তিনি কই বলিলেন? মনু এবং অন্যান্য সংহিতাকারগণ ও মনুর অন্যান্য ব্যাখ্যাতৃগণ কি দ্বিজাতে জাত ব্রাহ্মণের ঔরস পুত্রগণকে ব্রাহ্মণ বলেন নাই? মন্বাদি ঋষিগণ কি যাজক ব্রাহ্মণ হইতে যাজকব্রাহ্মণ-দুহিতাতে জাত পুত্রগণকেই ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন, ও তাদৃশ জন্ম মাত্রই কি ব্রাহ্মণত্বের লক্ষণ? ইহাই কি ব্যাখ্যাকার বুঝিয়াছেন? অগ্রে ব্রাহ্মণ না বুঝাইয়া ব্রাহ্মণের পুত্র ব্রাহ্মণ হয় ইহা কে বুঝিবে? ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণীতে জাত পুত্রই যদি ব্রাহ্মণবর্ণ হইত, তবে আচার ত্যাগে তাহাদিগকে শূদ্র বর্ণসংকর সংস্কারানর্হ ইত্যাদি বলিয়াছেন কেন? ফলতঃ আচার ত্যাগে স্বয়ং ব্রহ্মার বংশে জন্মিয়াও যখন কেহ বর্ণে ব্রাহ্মণ হইতে পারেন নাই, তখন ব্রাহ্মণের পুত্র ব্রাহ্মণ এ কথা কে শুনিবে? পরন্তু ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয় আকৃত্যাদি সকল বিষয়ে তুল্য হইলেও যে আচারভেদ হেতুক পরস্পর বিভিন্ন হয়, ইহা অগ্রে বুঝান কর্ত্তব্য এবং শূদ্র অনেক বিষয়ে তুল্য

হইলেও পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মাদি হেতুক নিতান্ত অতুল্য, ইহাও মেধাতিথির বুঝান উচিত ছিল। বাজে কথায় ৮ পেজি ফারমার ৫।৬ পৃষ্ঠা পূর্ণ করিলেন, কাজের কথাটার একবারও উল্লেখ করিলেন না কেন? তাহা হইলেই ত ব্রাহ্মণদের ন্যায় ব্যাখ্যা করা হইত। এইরূপ ব্যাখ্যা করা কি সদ্ ব্রাহ্মণের যোগ্য হইয়াছে? এরূপ অন্যায় ও অনর্থক উপহাস-রসিকতা কি প্রকৃত ব্রাহ্মণের কার্য্য? যাহা হউক, তিনি যখন এই ব্যাখ্যাতে বলিতেছেন যে ইহাদের পরস্পর ভেদজ্ঞানের কোনও উপায় নাই, খরতুরগের ন্যায় ইহাদের আকৃতির বিভিন্নতা না থাকায় ইহাদের অন্য বর্ণ হইতে প্রভেদ বুঝান যায় না, তখন কিয়ৎ পংক্তি পরে আবার কোন্ বুদ্ধিতে খরতুরগের সহিত সাদৃশ্যে ইহাদিগের জাত্যাদি বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন? আকৃতি দ্বারা খর ও তুরগের প্রভেদ বুঝা যায়, খরতুরগজাত অশ্বতরেরও তদুভয় হইতে প্রভেদ বুঝা যায়, কিন্তু একাকৃতি দ্বিজাতি পুরুষ, দ্বিজাতি স্ত্রী ও তাহাদের পুত্র-মধ্যে প্রভেদ কিরূপে বুঝাইবেন? মুনিরা সকলে একবাক্যে বলিয়াছেন, কর্ম্ম বা আচারই জাতীয় ভেদ জ্ঞানের উপায়। জীবিকা ভিন্ন ব্রাহ্মণগণের কার্য্য হইতে কি বৈদ্যগণের কার্য্য কিছু ভিন্ন আছে? উহারা কি সংস্কার্য্য নহে, না বেদাদি পাঠে অধিকারী নয়? জীবিকা ব্যতীত অন্যান্য ব্রাহ্মণ হইতে বৈদ্য কোন্ অংশে বিভিন্ন? মনুষ্যজাতির অন্তর্গত এক দ্বিজাতি মধ্যে কার্য্য বা ব্যবসায় হেতু মাত্রে পরস্পর বিভিন্ন দ্বিজ-পুত্রকে যদি সঙ্কর বল, তবে আকৃতি, প্রকৃতি, বর্ণ, বুদ্ধি প্রভৃতির প্রভিন্নতা হেতুক যে সকল প্রভিন্নতা অনায়াসেই উপলব্ধ হয়, সেই প্রভিন্নতা হেতুক স্ব স্ব শ্রেণীর মধ্যেও পরস্পর বিভিন্নদিগের যোগে উৎপন্ন পুত্রেরাও সঙ্কর হউক, তার পর আবার যে স্ত্রীপুরুষের যোগ ব্যতীত পুত্রোৎপত্তিই হয় না, সেই স্ত্রীপুরুষগত লিঙ্গভেদ হেতুকও তবে সঙ্করত্ব হউক। ধন্য মেধাতিথির মেধা! দ্বিজ মধ্যে অনুলোম প্রতি-

লোমের বিধান করা ও প্রতিলোম বিবাহ নিষেধ করা যে কেবল উত্তরোত্তর বীজের উৎকর্ষ বিধানের জন্য, তাহা মনুসংহিতার নবম ও দশম অধ্যায়ে স্পষ্টই উপলক্ষিত হয়। এইরূপে গুণের ও বয়সেরও অনুলোম রক্ষা করা কর্ত্তব্য. তাহাও মনু বলিয়াছেন। সর্ব্বপ্রকারে সমানা অপেক্ষা তুল্যা স্ত্রী বিবাহে যে বীজের আরও উৎকর্ষ হয়, তাহাও সমানগোত্রা-বিবাহ-নিষেধ ও ক্ষত্রিয়াদি-দ্বিজকন্যা-বিবাহবিধিতে সূচিত হইতেছে। সুবিখ্যাত পৃথিবীর শ্রেষ্ঠভূত প্রধান প্রধান ব্রহ্ম-বেদী ব্রাহ্মণগণ ও ব্রহ্মবেদী বৈদ্যগণের উৎপত্তি অনুলোম-বিবাহ-বিধিতেই হইয়াছে! তাঁহারাই তাহার ফল ও নিদর্শনস্বরূপ। এই সকল প্রসিদ্ধ বিষয়ের দর্শন ব্যতীত মেধাতিথি ও কুল্লূক যে অনুলোমা-জাত দ্বিজপুত্রগণকে বেদাদি ও মন্বাদি শাস্ত্রের বিরুদ্ধ বিজাতীয়-মৈথুন-জাত খরতুরগসম্ভূত অশ্বতরবৎ বিভিন্ন জাতি বলিয়া ইহাদিগকে সমাজ-বহির্ভূত জাতি ও ইহাদের বর্ণত্ব নাই বলিয়াছেন, এতদ্দ্বারা তাঁহাদের শাস্ত্রজ্ঞান ও সুরুচি সম্যক্ অববুদ্ধ হইতেছে। পরন্তু এইরূপ উক্তির পরই আবার "এইরূপ শাস্ত্রার্থ শিক্ষা সকলের পক্ষে বড় উপকারক" ইহা বলিয়া সোপহাসকৃতিত্বও প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার পর আবার দৃষ্টান্তস্থলে প্রতিযোগী অম্বষ্ঠগণেরই নাম অযথারূপে সন্নিবেশিত করিয়া বৈদ্যগণের প্রতি কি তিনি বিদ্বেষ প্রকাশ করেন নাই? যদি কাহারও সন্দেহ হয়, মনুর প্রথমাধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকের ও দশম অধ্যায়ের কয়েকটী শ্লোকের টীকায় কুল্লূকের ও মেধাতিথির বচন-ভঙ্গি দেখুন। তার পর সমাজমধ্যে ইহাদের প্রাধান্য সত্ত্বেও কি প্রকারে ইহাদিগকে বাহ্যজাতি বলেন, তাহাও দৃষ্টি করুন।

আমরা মেধাতিথির ব্যাখ্যা অতি বিস্তীর্ণ হওয়ায় উদ্ধৃত করিতে পারি নাই কিন্তু, তাঁহারই ব্যাখ্যার সংক্ষিপ্তসারস্বরূপ কুল্লূকের ব্যাখ্যাটী অবিকল সমস্ত উদ্ধার করিয়াছি। সুতরাং কুল্লূকের ব্যাখ্যা

দর্শনে মেধাতিথির ব্যাখ্যার প্রকৃতি অনায়াসেই পাঠকগণের হৃদয়ঙ্গম হইবে। আমরা উভয়েরই ব্যাখ্যার সাধারণ দোষগুণ এক সঙ্গে প্রদর্শন করিয়াছি। এক্ষণে কেবল মেধাতিথির কতকগুলি বিশিষ্ট দোষ উল্লেখ করিয়া তাঁহার সহিত স্থলে স্থলে কুল্লূকের মতামত প্রদর্শন করিতেছি।

মেধাতিথি এই পঞ্চম শ্লোকের ব্যাখ্যাস্থলে যে শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা মনুশ্লোকের ব্যাখ্যা নয়। তাহা তাঁহার নিজকৃত অসঙ্গত পাঠেরই অসঙ্গত ব্যাখ্যা। তাঁহার মতে 'পত্নীষু' ও 'অক্ষত যোনিষু' ও 'আনুলোম্যেন' পদ সুপ্রযুক্ত হয় নাই। আনুলোম্যেন পদ এককালে এ শ্লোকে থাকিতেই পারে না। উহাকে উঠাইয়া পরবর্ত্তী শ্লোকে সংযোজিত করিতে হইবে। এই শোষোক্ত 'তে' স্থলে 'হি' পদ হইবে।

মেধাতিথি অনেক বিচারের পর অনেক কষ্টে বলিতেছেন "অত্র পূর্ব্বে পত্নীশব্দমপসার্য্য নারীম্বিতি পঠন্তি; তদপি ন কিঞ্চিৎ।" অর্থাৎ প্রাচীনেরা 'পত্নীষু' পদের স্থলে 'নারীষু' এই পাঠ পড়েন, কিন্তু তাহাও কিছু নয়। অর্থাৎ তাহাতেও কোনও প্রকারে মনের মত অর্থটা হইতেছে না, এজন্য দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন। অগত্যা পত্নীশব্দ গ্রহণ পূর্ব্বক ঐ পত্নীপদেরই অর্থ সঙ্কেপ করিয়াছেন। যাহাই হউক, আমরা 'পত্নীষু' ও 'নারীষু' উভয়বিধ পাঠে একইরূপ অর্থ করিয়াছি। মেধাতিথি আপনার মনে মনেই পত্নী শব্দের অর্থ সংক্ষেপ করিয়াছেন। অর্থ পরিবর্ত্তিত করিতে তাঁহার সাধ্য কি? তিনি অনুলোমবর্ণজাতা দ্বিজাত্মজাকে বিবাহসংস্কারেও পত্নী বলিতে চান না, কিন্তু সে সকল বিষয় আমরা পূর্ব্বেই যথেষ্টরূপে প্রদর্শন করিয়াছি। তাঁহার কোনও কথার উত্তর আমরা অবশিষ্ট রাখি নাই। মেধাতিথির মতে মনু এখানে সবর্ণজাতা পত্নীমাত্রে জাত পুত্রেরাই সবর্ণ হয়, ইহাই বলিয়া-

ছেন। সবর্ণজাতা পত্নীমাত্রে জাত পুত্রের সবর্ণত্ব বলা উদ্দেশ্য হইলে মনু "সবর্ণজাসু পত্নীষু জাতাঃ সবর্ণাঃ" বা তাদৃশ কোনও বাক্য প্রয়োগ করিতেন, কেবল পত্নীমাত্রে জাতের সবর্ণত্ব বলা অভিপ্রেত হইলেও "পত্নীষু জাতাঃ সবর্ণাঃ" এইরূপ বা ইত্যাকার তিনটি মাত্র পদ প্রয়োগ করিতেন, "সর্ব্ববর্ণেষু". "তুল্যাসু" "অক্ষতযোনিষু" ও "আনুলোম্যেন" এই চারিটী অনাবশ্যক পদ প্রয়োগ করিতেন না। সূত্রমধ্যে বৃথা বাগাড়ম্বর অজ্ঞ লোকেও করে না। সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ মনু যখন সকলজাতির বর্ণ নির্ণয়ার্থ "সর্ব্ববর্ণেষু" "তুল্যাসু" "পত্নীষু" "অক্ষতযোনিষু" "আনু-লোম্যেন" "সন্ত তাঃ" এ কয়টী পদ প্রয়োগ করিয়াছেন, তখন অবশ্যই ঐ পদগুলির বিশিষ্ট সার্থকতা আছে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। তাঁহারা ঐ সার্থকতা বুঝিতে পারেন নাই বা সহ্য করিতে পারেন নাই বলিয়া মনু মন্দবুদ্ধি, ও তাঁহার প্রযুক্ত পদগুলি মন্দোপযুক্ত এরূপ বলা কেবল ধৃষ্টতার কর্ম্ম। মনু স্বয়ং যে অর্থ দৃষ্টান্ত দ্বারা পরিস্ফুটরূপে দেখাইয়া দিয়াছেন, তাহাও যদি তাঁহারা বুঝিয়া না থাকেন, তবে তাহাও কি মনুর বুদ্ধির দোষ বলিতে হইবে? সবর্ণা বিবাহ মাত্রে যাঁহাদের পরিচয়, অসবর্ণা বিবাহ স্বীকার যাঁহারা মনে কল্পনাও করিতে শিহরিয়া উঠেন, সবর্ণামাত্র বিবাহকালের আধুনিক এই সকল ব্যাখ্যাকার অসবর্ণা-বিবাহকালিক পত্নী শব্দের কিরূপ অর্থ ছিল, তাহা অনুধাবন করিতে না পারিয়াই বোধ হয় এরূপ ভ্রমে পড়িয়া থাকি-বেন। অন্যথা তাঁহাদিগের প্রয়াস যে তাঁহাদিগের কৃত ব্যাখ্যাতেই নিষ্ফল হইয়া গিয়াছে তাহা না দেখিতে পাইয়া বিকারগ্রস্ত রোগীর ন্যায় ঐ শ্লোকদ্বয়ের ব্যাখ্যাতেই পতি হইতে পত্নীতে জাত শ্রেষ্ঠ পুত্র-দিগকে মাতৃদোষবিগর্হিত সঙ্কীর্ণজাতি ও বর্ণবহির্গত জাতি বলিবেন কেন?

মেধাতিথির তর্কপ্রণালীও অতি চমৎকার। মেধাতিথি বিবিধ

বাক্যজাল বিস্তারপূর্ব্বক বহু বাগ্‌বিতণ্ডার পর যখন দেখিলেন যে তাঁহার অভিপ্রেত অর্থ প্রতিপাদনার্থ 'পত্নীষু' পদ রাখা যায় না, 'পত্নীষু' পদ রাখিলে তাঁহার কৃত অর্থানুসারে "অক্ষতযোনিষু" এ বিশেষণ পদের প্রয়োজনই হয় না, ইহার অন্য কোন অর্থও করা যায় না, তখন মীমাংসা করিয়া ধীর ভাবে বলিতেছেন যে, মূর্খেরা পাছে বুঝে যে অক্ষতযোনি স্ত্রীও পুনর্ব্বার বিবাহানন্তর পত্নীশব্দবাচ্য হইতে পারে, এই জন্যই মনু ঐ পদটী বসাইয়াছেন। মনু যেন ঐরূপ কাণ্ড-জ্ঞানহীনের জন্যই নিজেও কাণ্ডজ্ঞানহীন হইয়াছিলেন, তাই মূর্খের বুঝিবার নিমিত্ত যাহা তাহা বলিয়াছেন। মূর্খদের নিমিত্ত মনু এইরূপ অনর্থক বলিয়াছেন বলিয়া টীকাকার আবার শেষে নিজের মূর্খতা কাল্পনিক মূর্খের স্কন্ধে চাপাইয়া মূর্খদের স্বভাব বুঝাইয়া দিতেছেন "মূর্খেরা কি বা না বলে" অর্থাৎ ঐ বিশেষণটীর জন্য কিছু মনে করিও না, ওটা মূর্খদের জন্য মনু একটা পদ বসাইয়াছেন মাত্র। তবে সমুদায় মূর্খদের বলিবার কারণ দেখাইয়া বলিলেন "মূর্খেরা কি বা না বলে"। সমুদায় মূর্খের নিমিত্ত মনু এই শ্লোকেই একটু শিবের গীতও গাহিয়া দিন, কারণ মূর্খেরা যদি তাহাতেও বুঝে। মূর্খদের বুঝাইবার নিমিত্ত তবে এখানেই বলিয়া দিন যে "পত্নীদের দাড়ি নাই, গোঁফ নাই, তাহারা নপুংসকও নয় ইত্যাদি। কারণ, মূর্খেরা যদি স্ত্রীই না বুঝিতে পারে, এজন্য সেটাও এখানে বলিয়া দেওয়া উচিত। মেধাতিথি এইরূপে কত যে ব্যাপকতা, কত যে অনর্থক ও অসংলগ্ন কথা বলিয়া অজ্ঞের ন্যায় বৃথা তর্ক তুলিয়া এইরূপ মীমাংসা করিয়াছেন, তাহা আর কত দেখাইয়া সুধীগণের ধৈর্য্যহানি করিব? সংস্কৃতজ্ঞ বিজ্ঞ মহাশয়েরা একবার মনোযোগের সহিত দৃষ্টি করিলেই সমস্ত বুঝিতে পারিবেন। মেধাতিথি "জাত্যা জ্ঞেয়াস্ত এব তে" এই অংশ স্থলে "জাত্যা জ্ঞেয়াস্ত এব হি" এই পাঠ প্রস্তুত করিয়া 'এব' এই একটী নিশ্চয়ার্থক পদের

পর 'তে' পদের পরিবর্ত্তে 'হি' এই অপর একটী নিশ্চয়বাচক পদ বসাইলেন, কিন্তু অর্থ করিবার সময় এই দৃঢ়নিশ্চয়তাস্থলে ব্যাখ্যা করিলেন "প্রায়েণ মাতাপিত্রো র্যা জাতিঃ সৈবাপত্যস্যোঢ়ায়াং জাতস্য বেদিতব্যা।" ব্যাখ্যাতে এই "প্রায়েণ" পদ কি জন্য? মনু কি 'এব' শব্দ বসাইয়া অর্থাৎ নিশ্চয় বলিতেছি বলিয়াও নিশ্চয় বলিতে পারেন নাই? ফল ইঁহার পূর্ব্বে ভগবান্ মনুর উপর এরূপ ব্যাপকতা আর কেহ করেন নাই। ইনি যে একজন প্রকৃত অহম্মুখ বা অতিমাত্র বাচাল, তাহা ইঁহার টীকাপাঠেই অবগত হওয়া যায়। ব্যাখ্যাকার বলিতেছেন "সম্বন্ধিশব্দত্বাৎ পত্নীগ্রহণস্যাতো বোঢ়া পিতা লভ্যতে।" ব্যাখ্যাকার যেরূপ বলিতেছেন, তাহাতে ত "বোঢ়া পতির্লভ্যতে" ইহা বলাই উচিত ছিল, "পত্নীষু পতিসম্ভূতা জাত্যা পতিজাতীয়া এব জ্ঞেয়া" ইহাই বলা উচিত ছিল। পরন্তু এখানে বিবেচনীয় যে, সম্বন্ধি-পদের মধ্যে এখানে 'পত্নীষু' ও "সম্ভূতাঃ" এই দুই পদেরই সত্তা আছে, অথচ যাহা হইতে সম্ভূত তাদৃশার্থবোধক কোনও পদ নাই। যদি উহা লক্ষণে বলা আবশ্যক হইত, তাহা হইলে মনু অবশ্যই মেধাতিথির মতে অনাবশ্যক "অক্ষতযোনিষু" না বলিয়া "উদ্বাহকৈঃ" বা এইরূপ আবশ্যক একটী পদ বসাইতেন। কিন্তু মনু যখন তাহা করেন নাই 'তুল্যাসু' 'পত্নীষু', 'অক্ষতযোনিষু' ইত্যাদি বলিয়াছেন, তখন তাঁহার প্রযুক্ত প্রত্যেক পদেরই সার্থকতা আছে, বুঝিতে হইবে। সেই সার্থকতা অন্বেষণ করিয়া অর্থ করিতে হইবে, অনর্থক তর্ক করিয়া তাঁহার প্রযুক্ত কোনও পদকে অনুপযুক্ত বলিয়া বাচালতা করিলে হইবে না, যখন ভর্ত্ত্রাদি শব্দের প্রয়োগ করেন নাই, তখন ভর্ত্তৃভিন্ন হইতে জাতেরও সবর্ণতা হয়, ইহা বুঝিতে হইবে। কেহ কেহ পত্নীষু পদ পরিবর্ত্তিত করিয়া তাহার স্থলে 'নারীষু' পাঠ পড়েন। তদনুসারে যদিও আমরা ব্যাখ্যা

করিয়াছি, তথাপি সে পাঠও সম্যক্ নয়। 'নারীষু' পাঠে "তুল্যাসু" ও "অক্ষতযোনিষু" পদ দুটীকে বিশেষণ করা যায় বটে, কিন্তু নারী অর্থেই স্বোঢ়া, পরোঢ়া ও অনূঢ়া তিনেরই প্রতীতি হয়, তবে আবার 'অক্ষতযোনিষু' এ পদের প্রয়োজন কি? একই নারী স্বোঢ়া, পরোঢ়া ও অনূঢ়া হইতে পারে না এজন্য পৃথক্ করিয়া স্বোঢ়া নারী, পরোঢ়া নারী ও অনূঢ়া নারী ইহা বুঝিতে হয়। পরন্তু অক্ষতযোনিশব্দ থাকাতে নারীশব্দের অর্থ সংক্ষিপ্ত করিয়া স্বোঢ়া ও পরোঢ়া মাত্রের বাচক করিয়া লইতে হয়। সুতরাং তাহাতে সম্ভূত বলাতে পতি-উপপতিজাত সমস্ত পুত্রকেই বুঝাইবে। কিন্তু তাহা হইলেও 'নারীষু' ও 'অক্ষতযোনিষু' এই দুই পদই অনর্থক হয়; কারণ, 'তুল্যাসু' বলাতেই সবর্ণা স্বোঢ়া, পরোঢ়া ও অনূঢ়া এই অর্থের প্রতীতি হইত, অতএব 'তুল্যাসু সম্ভূতা' বলিলেই কার্য্যসিদ্ধি হইত। এইরূপে মেধাতিথি প্রভৃতির অর্থে এই সূত্রস্থ বহু পদই অনাবশ্যক হইয়া যায়, অথচ তাঁহাদের অভিপ্রেত অর্থসিদ্ধি কোনও প্রকারে হয় না। 'তুল্যাসু' ও 'অক্ষতযোনিষু' থাকিলেও তুল্যাশব্দের পূর্ব্ববৎ অর্থ সংক্ষেপ করিতে হয়। পরন্তু তুল্যাসু ও অক্ষতযোনিষু ইহারা পরস্পর বিশেষ্য-বিশেষণ-ভাবাপন্ন এরূপ সন্দেহ হইয়া সবর্ণা অক্ষতযোনিতে জাতমাত্র অর্থের প্রতীতি করিয়া দেয়। এই সকল দোষ নিবারণের নিমিত্ত এবং পদগুলিকে অসংদিগ্ধার্থের বাচক করিবার নিমিত্তই মনু তুল্যাসু ও অক্ষতযোনিষু এই দুই পদের মধ্যে পত্নীষু পদ প্রয়োগ করিয়া সকলকেই বিশেষ্যরূপে প্রতিপন্ন করাইয়া পৃথক্ পৃথক্ অর্থের বাচক করিয়াছেন। কারণ, তখন ঐ দুইটী পদকে আর বিশেষণ বলিয়া সন্দেহ হয় না। এইরূপে সবর্ণে-জন্ম-হেতুক-তুল্যা স্বোঢ়া ও পরোঢ়া নারীকে, সবর্ণে-জন্ম হেতুক তুল্যা অক্ষতযোনি বা অনূঢ়া নারীকে এবং সবর্ণে জন্ম হেতুক তুল্যা পত্নীভূতা নারীকে বুঝাইয়া গেলে শেষে

আনুলোম্যেন এই পদটী দ্বারা, আবার আনুলোম্যে দ্বিজাতিতে জন্ম-হেতুক তুল্যা পরোঢ়া নারীকে, আনুলোম্যে দ্বিজাতে জন্ম-হেতুক তুল্যা অক্ষতযোনি নারীকে, এবং আনুলোম্য দ্বিজাতে জন্মের পর বিবাহে পতির সবর্ণে জন্ম-হেতুক পত্নীভূতা অনুলোমা নারীকেও বুঝাইতেছে। কিন্তু মেধাতিথি 'নারীষু' পাঠই রাখিবেন, কি 'পত্নীষু' পাঠই রাখিবেন, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া ও শেষে 'পত্নীষু' এই পাঠ রাখাই স্থির করিয়া তর্কের প্রভাবে তাহার অর্থান্তর করিয়া পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিবেন এরূপ সাহস করিয়াছিলেন। কিন্তু সে সাহস তাঁহার কার্য্যে পরিণত হয় নাই। পত্নীষু পদে পত্নীমাত্রকেই বুঝাই-তেছে শূদ্রাভার্য্যাকে বুঝাইতেছে না, সুতরাং স্বোঢ়াজাত শূদ্রপুত্রদের বর্ণ নির্ণয় হইতেছে না, মেধাতিথি এজন্য ঐ পত্নীষু পদে লক্ষণা করিয়া স্বোঢ়া মাত্র অর্থের প্রতীতি করাইয়াছেন। এইরূপে লক্ষণার কষ্টকল্পনা স্বীকার করিয়া যদি শূদ্রের স্বোঢ়া শূদ্রাতে জাত পুত্রকে শূদ্রবর্ণ বলিতে হইল, তবে লক্ষণাব্যতীত যে, ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়বর্ণজাতা ও বৈশ্যবর্ণজাতা পত্নীতে জাত পুত্রদের ব্রাহ্মণবর্ণত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে, তাহা স্বীকার করার বাধা কি? ইহা কি কেহও দেখাইতে পারেন? যদি শাস্ত্রানুসারে পত্নীভূতা ঐ দুই স্ত্রীকে শাস্ত্রসমুদায়ের বিরুদ্ধে ও তদানীন্তন প্রাচীন প্রথার বিরুদ্ধে পত্নী বলিতেও না চাও, তথাপি ত তাহারা স্বোঢ়া বটে, তবে "পত্নী-শব্দপাঠেন শাস্ত্রীয়েণ বিধিনা যা সংস্কৃতা ভার্য্যাত্বমাপাদিতা সা গৃহ্যতে" ইত্যাদি বৃথা বাক্যাড়ম্বর কেন করিয়াছেন? অনুলোমবর্ণ-জাতা দ্বিজকন্যারা কি শাস্ত্রানুসারে বিবাহসংস্কারে সংস্কৃতা হইয়া ভার্য্যা হইতেন না? শাস্ত্রের বিরুদ্ধে ও বিনা মন্ত্রে শূদ্রার ন্যায় গৃহীত মাত্র হইতেন? ধন্য শাস্ত্রজ্ঞান, ধন্য পাণ্ডিত্য!

পঞ্চমশ্লোকস্থ পত্নী ও আনুলোম শব্দের পরিবর্ত্তে ষষ্ঠশ্লোকে স্ত্রী ও অনন্তরজাতা এই দুইটী শব্দ আছে। ইহাতে তুল্যা ও অক্ষতযোনি

শব্দও নাই। এজন্য এই স্ত্রীশব্দ দ্বারা অনন্তরজাতা নয়, অর্থাৎ সবর্ণা এরূপ ভার্য্যাত্ব-সংবন্ধ-রহিতা স্ত্রী মাত্রকেই বুঝাইতেছে। সুতরাং এ সূত্রে কেবল যথেচ্ছ স্ত্রীপুরুষ-সংযোগ-জাত পুত্রদেরই বর্ণ নির্ণয় করা হইতেছে; কারণ, পতিপত্নীত্ব-ভাবসূচক কোনও পদ এখানে নাই। বিশেষতঃ পঞ্চম শ্লোকে যদি পত্নীষু পদই থাকা স্থির কর, তবে আরও দৃঢ়রূপে বলিতে হইবে যে, এ সূত্রে পতিপত্নীত্ব-সংবন্ধরহিত-দেরই জাতি বলা হইতেছে, অন্যথা 'মাতৃদোষবিগর্হিতান্' বলা হইবে কেন? যাহাদের এইরূপ সামান্য বুদ্ধিও নাই, যাহারা পত্নীতে জাত ঔরস পুত্রদিগকে মাতৃদোষদূষিত বলে, তাহারা আপনাদিগের অদূষিতত্ব কি প্রকারে সপ্রমাণ করিবে? সমান সমান জাতিতে কি ব্যভিচার হয় না; কেবল অনন্তরজাতাতেই হয়? আর অনন্তর-জাতাসু পদকে যদি স্ত্রীষু পদের বিশেষণ কর, তবে সমানজাতীয়াতে মাতৃদোষদূষিতদের বর্ণ নির্ণয় কি প্রকারে করিবে এবং প্রতিলোমাতে জাতদের বর্ণ নির্ণয়ই বা কি প্রকারে করিবে? সদৃশ শব্দের অর্থ মাতৃসদৃশ বা পিতৃসদৃশ কি প্রকারে স্থির করিবে? "দ্বিজৈঃ" পদ থাকাতে ত "দ্বিজৈঃ সদৃশান্" অর্থাৎ পিতৃসদৃশ ইহাই বুঝায়, মাতৃ-সদৃশ এরূপ অর্থ করিবার তোমাদের কি হেতু আছে? যাহা হউক তোমাদের স্বপক্ষে যখন বলিবার কিছুই নাই, এবং যখন পঞ্চম শ্লোকস্থ তুল্যাসু ও অক্ষতযোনিষু পদ ব্যতিরেকেও পত্নীষু শব্দ দ্বারাই উক্ত পদদ্বয়ের অর্থের অবগম হইয়া যাইতেছে, তখন ঐ দুই পদ অন্য বাক্যার্থ সিদ্ধির নিমিত্তই প্রযুক্ত হইয়াছে, ইহা অবশ্যই বুঝিতে হইবে। পরন্তু আনুলোম্য পদের প্রয়োজন যদি এ শ্লোকে না থাকিত, তাহা হইলে ঐ স্থান পূরণার্থ যে অনেক উপায় সংস্কৃতে আছে, বিশেষ চ, বা, তু, হি প্রভৃতির যে তখনও অসদ্ভাব ছিল না, তাহা মনু জানিতেন। জানিয়াও যখন আনুলোম্যেন পদটী বসাইয়াছেন; চ, বা, তু, হি বসান

নাই, এজন্যও বুঝিতে হইবে, ইহারও সার্থকতা আছে। বিজ্ঞ ব্যাখ্যা-কারেরা কোন্ সাহসে এখানে আনুলোম্যেন পদটী অনাবশ্যক ও মূঢ় প্রয়োগ বলিয়া কোন্ উপযুক্ত স্থলে ইহার উপযোগিতা দেখাইতে পারিয়াছেন? এ শ্লোকে যদি এ পদটী না খাটে, তবে ইহা যে গ্রন্থের আর কুত্রাপি খাটে না, তাহা কি তাঁহারা দেখিয়াছেন? পর শ্লোকে এ পদটী বসাইলে যে সে শ্লোকটীর মাথা খাওয়া হয়, তাহা কি বিজ্ঞ ব্যাখ্যাকারেরা দেখিয়াছেন? অথবা দেখিয়াও বৈদ্যের প্রতি বিদ্বেষ বশতঃ মনুকেও মূঢ় বলিয়া আপনারা সর্ব্বজ্ঞ হইতে চেষ্টা করিয়াছেন? ধন্য হে বঙ্গীয় পাণ্ডিত্য! তোমার অসাধ্য কিছুই নাই। তুমিই আবার ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত! বিচক্ষণ শাস্ত্রবিদ্‌গণ দেখুন, এখানে কুল্লূক ও মেধাতিথি কিরূপ আচরণ করিয়াছেন। পূর্ব্ব শ্লোক হইতে আনুলোম্য পদটি উঠাইয়া দিলে পতি-পত্নী অর্থ ঘটাইয়া দ্বিজাদিশব্দের ব্যাখ্যা করিলে অনুলোম-বর্ণীয়া পত্নীতে ব্রাহ্মণ হইতে জাত অম্বষ্ঠগণেরও সবর্ণত্ব নিরাকরণ করা যাইতে পারে ও তাহাদিগকে মাতৃদোষদূষিত বা অপসদ বলা যাইতে পারে, ইহা মনে করিয়াই তাঁহারা এইরূপ চেষ্টা করিয়াছেন কি না? অম্বষ্ঠের প্রতি বিদ্বেষ ও এই ব্যাখ্যা দেখিয়া তাহাই অনুমিত হয় কি না? আবার দেখুন ষষ্ঠশ্লোকে মনু সবর্ণজ, অনুলোমজ ও প্রতিলোমজ সকল প্রকার মাতৃদোষদূষিত পুত্রদের বর্ণ নির্ণয় করিতে-ছেন; ইহাতে পঞ্চদশ জাতির বর্ণাপসদত্ব নির্ণয় করা হইয়াছে, কিন্তু ইঁহাদের মতে সে সকল অর্থ না হইয়া কেবল নির্দ্দোষ অনুলোমবর্ণীয়া-পত্নীজাত যে ঔরসপুত্র মূর্দ্ধাভিষিক্ত অম্বষ্ঠ ও মাহিষ্য তাহাদিগেরই অপসদত্ব বলা হয়। অতএব তাঁহাদের মধ্যে পঞ্চম ষষ্ঠ দুইটী শ্লোকে বিস্তর টানাটানি করিয়া কেবল এই অনুপযুক্ত অশাস্ত্রীয় অর্থটাই হয়। ৩৬ জাতির মধ্যে কেবল ঐ তিন জাতির অপসদত্ব মাত্র বলা হয়, পরন্তু

কোনও জাতির বর্ণ নির্ণয় হয় না। এইরূপ ব্যাখ্যা কি আপনারা গ্রাহ্য করিতে পারেন? ভগবান্ মনু পঞ্চম শ্লোকে স্বীয় পত্নীতে জাত পুত্রদিগকে সবর্ণ বলিয়াছেন কিন্তু মেধাতিথি ও কুল্লূক উভয়েই পঞ্চম শ্লোকের পত্নীষু পদের অর্থে পত্নীমাত্র বুঝাইতে বাধা না থাকিলেও সকল পত্নীকে বুঝাইতে দিলেন না (অম্বষ্ঠের ব্রাহ্মণত্ব পরিহারের নিমিত্ত), অথচ ষষ্ঠ শ্লোকে অপত্ন্যর্থকপদের অর্থে—পত্নী বুঝাইলেন (অম্বষ্ঠকে মাতৃদোষদুষ্ট বলিবার নিমিত্ত), আনুলোম্য পদটি পঞ্চম শ্লোকে থাকিয়া অবাধে প্রকৃতার্থ প্রতিপাদন করিতে পারিলেও ইঁহারা এ পদটি সেখান হইতে নাড়িয়া তাহার অর্থ সন্দিগ্ধ করিলেন এবং ষষ্ঠ শ্লোকে দিয়া এ শ্লোকের প্রকৃতার্থে বাধা দিলেন। কারণ 'অনন্তরজাতাসু' এই পদটি এ শ্লোকে থাকাতে ইহা ব্যবহিত অব্যবহিত, পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী সকল বর্ণকে বুঝাইয়া অনুলোমে ও প্রতিলোমে অপত্নীভূতা একান্তরা ও দ্ব্যন্তরাতে জাত সকল অপসদদিগকে ও অপধ্বংসদিগকে বুঝাইতেছিল। কিন্তু আনুলোম্যেন পদটি এ শ্লোকে দেওয়াতে কেবল অনুলোমজাতদিগকেই বুঝাইল, প্রতিলোমজদিগকে বুঝাইতে পারিল না। পত্নীজাতেরা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔরস পুত্র হইয়াও দূষিত বলিয়া প্রতিপাদিত হইল, অথচ অপত্নীজাত মাতৃদোষদুষ্টদিগের বর্ণের প্রতিপত্তিই হইল না। ভগবান্ মনু এই ষষ্ঠ শ্লোকে ব্যভিচার-জাত পুত্রগণকে মাতৃদোষদূষিত বলিয়াছেন এবং ঐ পুত্রগণের মধ্যে অনুলোমজদিগকে মাতৃবর্ণসদৃশ বলিয়া মাতৃবর্ণাপসদ ও প্রতিলোমজ দিগকে পিতৃসদৃশ বলিয়া পিতৃবর্ণাপসদ বলিয়াছিলেন, কিন্তু ইঁহারা দুই জনে এই শ্লোকের অর্থে পত্নীজাত ঔরস পুত্রদিগকে মাতৃদোষ-দূষিত বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেন এবং শ্লোকস্থ "সদৃশ" অর্থে হেতু-প্রদর্শন ব্যতীত মাতৃসদৃশ এরূপ অর্থ করিলেন। মনু নিকৃষ্ট বর্ণ শূদ্রাদি হইতে উৎকৃষ্টবর্ণা বৈশ্যাদিতে জাতদিগকে, ভগিন্যাদি অপরিণেয়ার

পরিণয়ে জাতদিগকে এবং স্বজাতিবিহিত কর্ম্ম হইতে ভ্রষ্টদিগকে সঙ্কীর্ণজাতি বলিয়াছেন কিন্তু ইঁহারা শাস্ত্রবিধানমতে পরিণেয়ার পরিণয়ে জাতদিগকে সঙ্কীর্ণজাতি বলিতেছেন (অম্বষ্ঠদিগকে সঙ্কীর্ণ বলিবার নিমিত্ত); অথচ স্বজাতিবিহিত কর্ম্মভ্রষ্টদিগকে জাতিচ্যুত বলিতে না চাহিয়া ব্রাহ্মণবর্ণের লক্ষণভূত তদ্বর্ণীয় বিহিত কর্ম্মগুলি যত্নপূর্ব্বক গোপন করিতে চেষ্টা করিতেছেন (আপনাদের জাতি-ভ্রষ্টতা ও বর্ণসঙ্করত্ব গোপনের নিমিত্ত)। এই সকল মিথ্যা চাতুরী অসদভিপ্রায়কৃত ভিন্ন কেহও অজ্ঞানকৃত বলিয়া তাঁহাদের দোষ-স্খালন করিতে পারেন না। ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যাখ্যায় এরূপ অধার্ম্মিকতা কোন্ ধার্ম্মিকে করে?

মেধাতিথি "ব্রাহ্মণাদূঢায়াং ব্রাহ্মণ্যাং জাতো ব্রাহ্মণঃ" ইহা বলিয়া অধিক কি পাইয়াছেন, আমরা কিছু বুঝিতে পারি না। তিনি মনে করিয়াছেন যে, 'ব্রাহ্মণ্যাং' বলাতে অনূঢ়া ব্রাহ্মণদুহিতাকেই সেই অবস্থাতেই প্রকৃত ব্রাহ্মণী অর্থে বলা হইয়াছে। তার পর ব্রাহ্মণ সেই ব্রাহ্মণীকে বিবাহ করিলে তাহাতে যে সন্তান জন্মিবে, সেই সন্তানই ব্রাহ্মণ হইবে, অপরপত্নীজাত পুত্রেরা ব্রাহ্মণ হইবে না। যদি তিনি তাহা বুঝিয়া থাকেন, তবে তাঁহার বিষম ভ্রম হইয়াছে। কারণ, কোন সংহিতাতেই ব্রাহ্মণবর্ণীয়া দুহিতাদিগকে গৌণার্থে ভিন্ন প্রকৃতার্থে ব্রাহ্মণী বলেন নাই, বরং তাহাদিগকে বিবাহের প্রাক্‌কাল পর্য্যন্ত শূদ্রতুল্যাই বলিয়াছেন; এমন কি, উপনয়নের পূর্ব্বে ব্রাহ্মণপুত্র-দিগকেও "স তু শূদ্রসমস্তাবৎ যাবদ্বেদে ন জায়তে" ইত্যাদি বচনে স্পষ্টরূপে শূদ্রতুল্য বলিয়াছেন, এবং বিবাহের পর ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদুহিতাদিগকে ব্রাহ্মণপত্নী ও ব্রাহ্মণী বলিয়াছেন। মেধাতিথির এই সকল বচন দ্বারা স্পষ্টবোধ হয় যে, ব্রাহ্মণের প্রকৃত লক্ষণ স্মরণ না হওয়াতেই তাঁহার এই বিপদ্ ঘটিয়াছে। মনুষ্যমাত্রেই যে জাতিতে

ব্রাহ্মণ; এবং সত্য শৌচ শমদমাদি শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক গুণ ও বেদাধ্যয়নাদি ষট্‌কর্ম্মসম্পন্ন হইলে যে মনুষ্য ব্রাহ্মণশব্দবাচ্য হয়, এই সকল ধর্ম্মই যে ব্রাহ্মণবর্ণের লক্ষণ ও তাদৃশলক্ষণাক্রান্তের পুত্রেরাই যে ব্রাহ্মণবর্ণধর্ম্ম পালনের অধিকারী, তাহা তিনি জানিতেন না; এবং ব্রাহ্মণবর্ণীয় ধর্ম্মের অধিকারী হইয়াও ব্রাহ্মণপুত্রেরা যে তাদৃশগুণের অভাবে ব্রাহ্মণ হন না, পতিত ও সঙ্করবর্ণ হন তাহাও মেধাতিথির স্মরণ ছিল না। এই অর্থ সমুদায় স্মৃতিতে এবং মনুসংহিতার সর্ব্বত্র সুপরিস্ফুট রূপে উক্ত হইয়াছে। পুরাণবচনে ও বেদ বচনেও তাহাই কথিত হইয়াছে। মনু দশম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে "দ্বিজাতয়" পদের বিশেষণে "স্বকর্ম্মস্থাঃ" এই পদ প্রয়োগ করিয়া দ্বিজকর্ম্মই দ্বিজত্বের লক্ষণ বলিয়াছেন। অর্থাৎ আমাদের প্রথম অধ্যায়ে কথিত তিন শ্রেণীর দ্বিজকর্ম্মের মধ্যে যে যে শ্রেণীর কর্ম্ম করিয়া সেই শ্রেণী বা বর্ণ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে, সে সেই শ্রেণীর বা সেই বর্ণের কাজ করিলেই স্বকর্ম্মস্থ দ্বিজাতি হয়। এই রূপে তিন শ্রেণীরই স্বকর্ম্মস্থ দ্বিজেরা কর্ম্মানুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য এই তিন নামে কথিত হন। তাঁহাদের ও তাঁহাদের সুবিহিত পুত্রদেরও সেই রূপ কর্ম্মে অধিকার আছে। এক্ষণে বর্ণবিভাগ ও সেই পুত্রদেরই অধিকারানুসারে সংস্কার জ্ঞাপনার্থ পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্লোক লিখিত হইয়াছে। এই অধ্যায়ের ৭৪ সংখ্যক "ব্রাহ্মণা ব্রহ্মযোনিস্থা যে স্বকর্ম্মণ্যবস্থিতাঃ। তে সম্যগুপজীবেয়ুঃ ষট্‌কর্ম্মাণি যথাক্রমম্"। এই শ্লোকেও ব্রাহ্মণজাতিস্থ অর্থাৎ ব্রাহ্মণকর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট না হইয়া যাঁহারা স্বজাতীয় কর্ম্মেই অবস্থিত আছেন তাঁহারাই, ব্রাহ্মণবর্ণ ও তাঁহারাই ব্রাহ্মণের বেদাধ্যয়নাদি ষট্ কর্ম্মেই অধিকারী হইবেন, ইহা স্পষ্ট লিখিত হইয়াছে। তাঁহাদের পুত্রেরাও পিতার কর্ম্মে অধিকারী। এতদ্দ্বারা ইহাও জানা যাইতেছে যে, যাহারা বেদাধ্যয়নাদি দ্বিজকর্ম্ম

সকল হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে, তাহারা বর্ণ হইতেও ভ্রষ্ট হইতেছে, তাহাদের আর ঐ সকল কর্ম্মে শাস্ত্রানুসারে অধিকার নাই। জন্মিয়া অবধি যাহারা দ্বিজবিহিত জ্ঞান ও কর্ম্মের অনুশীলন করে, তাহারা যদি উপজীবিকার্থ যুদ্ধবাণিজ্যাদি কর্ম্ম না লইয়া ক্রমশঃ বেদাধ্যয়ন, অধ্যাপন ও যজন করে ও পরে ক্রমে যাজন, দান ও প্রতিগ্রহও করিতে অভ্যাস করে, তাহারাই ঐ ছয়টী কর্ম্মের নিমিত্ত ব্রাহ্মণবর্ণ বলিয়া কথিত হয়, অন্যে নহে। জ্ঞান ও কর্ম্মের প্রাধান্য দেখাইতে, ও তাহাই দ্বিজত্বের লক্ষণ ইহা দেখাইতে মনু এই অধ্যায়েই ৬৫ নং শ্লোকে আবার বলিয়াছেন যে, শূদ্রও কর্ম্মহেতুক ব্রাহ্মণ হয় এবং ব্রাহ্মণও কর্ম্মলোপ হেতুক ব্রাহ্মণত্ব হইতে পতিত হয়। এবং ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যেরাও ব্রাহ্মণ কর্ম্মে ব্রাহ্মণ ও স্ব স্ব কর্ম্মলোপে পতিত হয়।

"শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চৈতি শূদ্রতাম্।
ক্ষত্রিয়াজ্জাত মেবন্তু বিদ্যাদ্ বৈশ্যাত্তথৈব চ॥"

২৪শ শ্লোকে এবং কুবিবাহৈঃ ক্রিয়ালোপৈর্বেদানধ্যয়নেন চ। কুলান্যকুলতাং যান্তি ব্রাহ্মণাতিক্রমেণ চ॥" ইত্যাদি শ্লোকে স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়াছেন যে কেবল জন্মদোষে নয়, বিবাহের দোষে এবং স্ববর্ণবিহিত কর্ম্মত্যাগেও বর্ণসঙ্কর হয়। জন্মহেতু বর্ণসঙ্কর দেখাইয়া শেষে বেদত্যাগ ও কর্ম্মত্যাগ হেতুক যে ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াদি জাতি পতিত হয় তাহার দৃষ্টান্তেও দেখাইয়াছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে মেধাতিথি কুল্লুক প্রভৃতি ব্যাখ্যাকারেরা এই সকল দেখিয়াও দেখেন নাই। "অধীয়ীরং স্ত্রয়ো বর্ণাঃ স্বকর্ম্মস্থা দ্বিজাতয়ঃ" ইত্যাদি প্রথম শ্লোকের ব্যাখ্যায় মেধাতিথি অতি প্রয়োজনীয় স্বকর্ম্মস্থাঃ এই পদটীকে পাদপূরণার্থ বলিয়াছেন, তাহার ব্যাখ্যা করেন নাই। তিনি এই শ্লোকের "ত্রয়োবর্ণাঃ" এই দুইটী পদকেও পাদপূরণার্থ বলিয়া দিয়াছেন। এবং এইরূপে এই অধ্যায়ের ৭৪ সংখ্যক ঐ

পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের ও বিশেষতঃ "যে স্বকর্ম্মণ্যবস্থিতাঃ" এই অংশটুকুর ব্যাখ্যাই করেন নাই। এতদ্দ্বারা অনুমান হইতে পারে যে, মেধাতিথি কর্ম্মহেতু বর্ণ হয় ইহা যেমন জানিতেন না, তেমনই ব্রাহ্মণবর্ণের স্বকর্ম্ম কি, তাহাও জানিতেন না; অথবা তাহা জানিয়াও স্বীয় পাতিত্য-গোপনার্থ ঐ দুই স্থলের ব্যাখ্যা করেন নাই। মেধাতিথি ও তদনুবর্ত্তী কুল্লূক এইরূপে অনেক শ্লোকের প্রকৃত ব্যাখ্যা গোপন রাখিয়া অসদর্থের ব্যাখ্যাই করিয়াছেন, বিশেষতঃ জাতি ও বর্ণ-নির্দ্দেশক দশম অধ্যায়টী আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত এককালে কুব্যাখ্যায় পরিপূর্ণ করিয়াছেন। ইঁহারা কি বাস্তবিকই এই সকল বচনের প্রকৃত অর্থ জানিতেন না? বাস্তবিকই কি ইঁহারা জাতি, বর্ণ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, সঙ্কীর্ণজাতি, পতি, পত্নী, কন্যা প্রভৃতি সামান্য শব্দেরও অর্থ না জানিয়া স্মৃতির ব্যাখ্যাতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন? এই সকল অতি প্রয়োজনীয় শব্দের অর্থ না জানাতেই কি তাঁহাদের ঈদৃশ ভ্রম হইয়াছে এবং পদে পদে স্খলন হইয়াছে? মনুষ্যজাতি যে আদি হইতেই ব্রাহ্মণত্ব, ক্ষত্রিয়ত্ব, বৈশ্যত্ব বা শূদ্রত্ব লইয়া জন্মেন নাই এবং এখনও জন্মেন না, তাহা কি এই ব্যাখ্যাকারদের জানা ছিল না? ব্রাহ্মণ পিতা হইতে জন্ম পাইয়া ও ব্রাহ্মণবর্ণীয় কর্ম্মে অধিকার পাইয়াও ব্রাহ্মণ-ক্রিয়ার অভাবে ব্রাহ্মণের পুত্রও যে ব্রাহ্মণ হন না, স্বয়ং ব্রহ্মার পুত্র হইয়াও যে কেবল কর্ম্মের অভাবে সকলে ব্রাহ্মণবর্ণ হন নাই, ইহাও কি ইঁহাদের জানা ছিল না? ব্রাহ্মণবর্ণে জন্ম গ্রহণ করিয়া বেদাধ্যয়নাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক এরূপ অজ্ঞতা প্রকাশ করা অথবা বিদ্বেষকলুষিত চিত্তে জ্ঞানপূর্ব্বক ধর্ম্মশাস্ত্রের মিথ্যা ব্যাখ্যা করিয়া, তৎপ্রমাণার্থ সমাজের নিকট কূটসাক্ষ্য উপস্থাপন করিয়া তদ্দ্বারা শ্রেণীবিশেষের ব্রাহ্মণদের প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তর জাতি কুল ও মানে আঘাত পূর্ব্বক তাঁহাদের জাতিনাশ করার চেষ্টা যে ব্রহ্মহত্যা-

সদৃশ পাতক, তাহাও যে তাঁহারা জানিতেন না, এজন্য দুঃখিত হইতেছি। কারণ, ব্রাহ্মণ এরূপ আচরণ করিলে আর্য্যেরা তাহা দ্বারা তাহার কেবল হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতা নয়, পরন্তু তাহার জন্মেরও সঙ্কীর্ণতা অনুমান করেন। উত্তম জন্ম পাইয়াও যাহাঁরা জাতিবিহিত কর্ম্ম না করে, পরন্তু শূদ্রজাতীয় মিথ্যাচার করে, তাহাদিগকেই তাঁহারা বর্ণসঙ্কর বলেন। মনু "স্বকর্ম্মণাঞ্চ ত্যাগেন জায়ন্তে বর্ণসঙ্করাঃ" বলিয়া তৃতীয় প্রকার সঙ্কীর্ণজন্মার পরিচয় বলিয়া দিয়া শেষে ৫৮ হইতে ৬১ শ্লোক পর্য্যন্ত "অনার্য্যতা নিষ্ঠুরতা ক্রূরতা" ইত্যাদি লক্ষণ দ্বারাও আর্য্যজাতিরূপে প্রকাশিত অনার্য্য লোকদিগকে সঙ্কীর্ণজাতি বলিয়া উপদেশ দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন "যাহাদের জন্মদোষ আছে, তাহারা দুষ্ট পিতা বা মাতা হইতে প্রাপ্ত দুঃস্বভাবকে কখনই গোপন করিয়া রাখিতে পারে না। মহাকুলীনের বংশে জাত পুত্রেরও যদি জন্মদোষ থাকে, তবে সে আত্মাতে জনক বা জননী-গত দুশ্চরিত্র কিছু না কিছু প্রকাশ করিবেই করিবে। যে রাজ্যে বর্ণদূষক এরূপ বহু বর্ণসঙ্করের উৎপত্তি হয়, সেই রাজ্য উৎকৃষ্ট প্রজাবর্গের সহিত শীঘ্রই বিনষ্ট হয়"। এই ব্রাহ্মণদের অসত্যাচরণে যে ব্রাহ্মণ রাজা অনঙ্গপালের রাজ্য উৎসন্ন গিয়াছিল, এবং তদবধি এই বর্ণদূষকদের অত্যাচারেই যে এদেশ ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূন্য হইয়াছে, ইহারা যে কেবল আপনাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া আর আর সকল বর্ণকেই দূষিত ও শূদ্র বলিয়া প্রচার করিয়াছে ও করিতেছে এবং বৈদ্যরাজাদের অন্তে ইহা-দের প্রাধান্য ও অত্যাচারেই যে আজি দেশের শাস্ত্র সকল অর্থশূন্য ও লোক সকল দুর্দ্দশাপন্ন, তাহা অনায়াসেই জানা যাইতে পারে। শাস্ত্রানুসারে এরূপ লোকেরা ব্রাহ্মণশব্দেই বাচ্য হইতে পারে না। ব্যাস স্ব-সংহিতার চতুর্থ অধ্যায়ে বলিয়াছেন "ব্রাহ্মণাতিক্রমো নাস্তি বিপ্রে বেদবিবর্জ্জিতে" এরূপ বেদহীন, কর্ম্মহীন ব্রাহ্মণদিগকে তিরস্কার

করিলে তজ্জন্য দোষ হয় না, প্রত্যুত গুণই হইয়া থাকে মেধাতিথির বোধ ছিল যে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যাদি উপাধি কর্ম্মজন্য নহে, অথবা কোনও প্রাচীন পূর্ব্বপুরুষমাত্রের কর্ম্মজন্য মাত্র। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, ব্রাহ্মণবংশীয় লোকেরা এই সার্থক উপাধি আবহমান কাল নিরর্থক ধারণ করিতে পারে ও তাহার ফল পায়। তিনি জানিতেন না যে, পতিত শূদ্র বা জঘন্য হইলেও যদি কেহ ব্রাহ্মণ নাম গ্রহণ করিয়া আপনাকে গৌরবান্বিত বোধ করেন, তবে তাহাতে সে ব্রাহ্মণ নামেরও গৌরব অস্তমিত হয়। রাজার পুত্র অকর্ম্মণ্য হইয়া ভিক্ষুক হইয়াছে, অথবা ব্রাহ্মণের পুত্র অজ্ঞ ও অসদাচার হইয়াছে বলিয়া দুই এক পুরুষ লোকের দয়ার পাত্র হইতে পারে, কিন্তু তাহা বলিয়া পুরুষানুক্রমে দয়ার পাত্র থাকে না। ঐ দয়া শেষে ঘৃণায় পরিণত হয়। ইহাই যে প্রকৃতি, তাহা কে অস্বীকার করিতে পারে? এই প্রকৃতির বিরুদ্ধে কে বলিতে পারে? তাহা হইলে নিশ্চয়ই সে ঐ প্রকৃতির বলে উচ্ছেদ দশা প্রাপ্ত হইবে। কেহও তাহাকে রক্ষা করিতে পারিবে না। সেই জন্যই বলি, স্বকর্ম্মপ্রদর্শন ব্যতীত কেহও যেন কেবল পূর্ব্বপুরুষের দোহাই দিয়া আপনাকে বড় মনে না করেন। তাদৃশ নীতির অনুসরণেই এই সর্ব্বনাশ হইতেছে, এখনও এই নীতির অনুসরণেই ইচ্ছা! কর্ম্ম ব্যতীত বর্ণনাম পাইবার ইচ্ছা কেবল প্রবল মোহের পরিণাম মাত্র। ইহা বেদাদির বিরুদ্ধ হওয়ায় বহুল অমঙ্গলের কারণ ও নিতান্ত হেয়। আমাদের এই সকল বাক্যের প্রমাণ অনুমান মাত্র নয়, কেবল শব্দেও নয়, প্রত্যক্ষও ইহার যথেষ্ট প্রমাণ। ব্রাহ্মণবর্ণ বলিলে যে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ বা যাজক ব্রাহ্মণ, মূর্দ্ধাভিষিক্ত ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণবর্ণীয় রাজা, অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণ-বর্ণীয় বৈদ্য এই জাতিত্রয়কে বুঝায়, তাহা মেধাতিথি জানিতেন না। এই জন্যই বোধ হয় তিনি "সর্ব্ববিশেষাভাবে চ কুতঃ সামান্যম্" এই

আপত্তি তুলিয়া বিচার করিয়াছেন। উহাতে তিনি বলিতেছেন যে, একজাতীয় অনেকগুলি হইলে সকলেরই বিশেষ বিশেষ নাম থাকে; যেমন বৃক্ষজাতির মধ্যে শাল, তাল, তমাল—ইহারা সকলেই বৃক্ষ, কিন্তু প্রত্যেকেরই উক্তপ্রকার ভিন্ন ভিন্ন নাম থাকে। মূর্দ্ধাভিষিক্তাদি যদি সকলেই ব্রাহ্মণ, তবে একদলেরই নাম ব্রাহ্মণ হইল কেন ও অপর দুই দলের নাম মূর্দ্ধাভিষিক্ত ও অম্বষ্ঠ হইল কেন? মেধাতিথির এই প্রশ্ন দ্বারাই স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, মূর্দ্ধাভিষিক্ত ও অম্বষ্ঠেরাও যে ব্রাহ্মণবর্ণ, তাহা মেধাতিথি জানিতেন না। অন্যথা এমন কথা বলিবেন কেন? এরূপ আপত্তি তুলিবেন কেন? বেদে পুরাণে ও স্মৃতিতে ব্রাহ্মণ ও ক্ষাত্রতেজঃসম্পন্ন ব্রাহ্মণ-বর্ণীয় রাজারা যে ব্রহ্মক্ষত্র বলিয়া বিদিত ছিলেন, তাহা কি তিনি জানিতেন না? ব্রাহ্মণবর্ণ হইতে ক্ষত্রিয়াপত্নীতে জাত তাদৃশ উভয়-তেজঃসম্পন্ন ঋচীক, জমদগ্নি, পরশুরামের জাতীয় ব্রাহ্মণেরা কি ব্রাহ্মণ বলিয়া বিদিত ছিলেন না? ব্রাহ্মণভূত বিশ্বামিত্রের ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যা পত্নীতে জাত সুশ্রুত হারীতাদি ঋষিরা কি বৈদ্য ব্রাহ্মণ ছিলেন না? ইঁহারাই কি অম্বষ্ঠ বলিয়া কথিত হন নাই? যাজ্ঞবল্ক্য-স্মৃতিতে "ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াত্মানো নাবজ্ঞেয়াঃ কদাচন" এই বাক্যে এবং সংস্কৃত শাস্ত্র মাত্রে বৈদ্য শব্দের বিশেষণস্থলে ব্রাহ্মণশব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, এরূপ শত শত দৃষ্টান্তের কি একটাও তাঁহার দৃষ্টিগোচর হয় নাই? মূর্দ্ধাভিষিক্ত ব্রাহ্মণগণেরই অধীন থাকিয়া অন্যান্য ব্রাহ্মণাদি বর্ণেরা কি সমাজরক্ষার্থ স্ব স্ব কার্য্য করেন নাই? ইঁহাদেরই জাতীয় ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণদিগের তেজঃপ্রভাবেই কি এই মূর্দ্ধাভিষিক্ত জগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সর্ব্ববিজয়ী, সভ্য, কার্য্যবান্ ও পুণ্যবান্ ব্রাহ্মণবর্ণ বলিয়া গণ্য ছিলেন না? মনুর দ্বাদশাধ্যায়ের "সৈনাপত্যঞ্চ রাজ্যঞ্চ দণ্ডনেতৃত্বমেব চ। সর্ব্বলোকাধিপত্যঞ্চ সর্ব্বং বেদবিদর্হতি"। ১০০

এই শ্লোকে কি মূর্দ্ধাভিষিক্ত ও অম্বষ্ঠদিগের মহিমা কীর্ত্তিত হয় নাই? মনু কি ইঁহাদিগেরই ধর্ম্ম কীর্ত্তনার্থ গ্রন্থের অর্দ্ধাংশ পূর্ণ করেন নাই? মূর্দ্ধাভিষিক্ত ব্রাহ্মণেরাই কি সমাজের কর্ত্তৃত্ব, নৃপত্ব, শাসনভার, সৈনাপত্য ও সকলের উপর প্রভুত্ব করিতেন না? অম্বষ্ঠেরাও কি উঁহাদিগের ন্যায় ঐ সকল কার্য্য, পৌরোহিত্য, অধ্যাপনা ও চিকিৎসা করিতেন না? ইঁহারা সকলেই পরম বেদবিদ্ ও ব্রহ্মযাজী ও প্রজা-রক্ষক ছিলেন, ইহা কোন্ শাস্ত্রজ্ঞ না জানেন? শ্রুতিস্মৃতিপুরাণা-দিতে উভয়ধর্ম্মাক্রান্ত অর্থাৎ ইচ্ছানুসারে ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মাবলম্বন করিতে পারিতেন বলিয়া কি ইঁহাদিগকে সামান্য ব্রাহ্মণ ও সামান্য ক্ষত্রিয়বর্ণ হইতে বিশেষ করিবার নিমিত্ত ব্রহ্মক্ষত্র বলেন নাই? এরূপ তেজ আর কোন্ ব্রাহ্মণের ছিল? "উভাভ্যাং চ সমর্থোঽহং শাপাদপি শরাদপি" একথা বলিতে পরশুরামের জাতীয় ব্রাহ্মণ ব্যতীত আর কোন্ ব্রাহ্মণ পারিত? এ বসুন্ধরা কোন্ ব্রাহ্মণের অধীন ছিল, সমাজের একেশ্বর কোন্ ব্রাহ্মণ ছিল? ভগবান্ মনু প্রথমাধ্যায়ের ৯৯ ও ১০০ শ্লোকে বলিতেছেন—

ব্রাহ্মণো জায়মানো হি পৃথিব্যামধিজায়তে।
ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং ধর্ম্মকোষস্য গুপ্তয়ে॥
সর্ব্বং স্বং ব্রাহ্মণস্যেদং যৎ কিঞ্চ জগতীগতম্।
শ্রৈষ্ঠ্যেনাভিজনেনেদং সর্ব্বং বৈ ব্রাহ্মণোঽর্হতি॥

আধ্যাত্মিক শারীরিক, মানসিক সমস্ত বলে বলীয়ান্ হওয়াতে পৃথি-বীর সমস্ত প্রাণীর উপর কর্ত্তৃত্ব করিয়া, প্রজাগণকে ধর্ম্মে প্রবৃত্ত ও অধর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করেন সেই জন্যই এই ব্রাহ্মণ (মূর্দ্ধাভিষিক্ত পুত্র) জন্মপরিগ্রহমাত্রে পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীর ঈশ্বর ও ভক্তির পাত্র হন। এইরূপ জন্ম ও সদ্গুণের শ্রেষ্ঠতাহেতুক পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে, সে সকল উপযুক্ত রূপেই তাঁহার হইতেছে।

মনুর এই সকল উক্তিতে কি মেধাতিথির ন্যায় ব্রহ্মজ্ঞানহীন ব্রাহ্মণের বা আমার ন্যায় কর্তৃত্বশূন্য বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব ও মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে? সমাজের অন্যান্য ব্রাহ্মণেরা যে এই মূর্দ্ধাভিষিক্তজাতীয় বিদ্বত্তমদিগের ও এই মূর্দ্ধাভিষিক্ত রাজাদিগের নিম্ন বা সমপদে ছিলেন, ইঁহাদের অপেক্ষা উচ্চপদে কেহ ছিলেন না, তাহাও কি তিনি জানিতেন না? দেখুন দেখি, সমুদায় ব্রাহ্মণপুত্রদের মধ্যে এই ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের প্রাধান্য বেদে ও বেদতুল্য মহাভারতে কীর্ত্তিত হইয়াছে কি না? বেদের প্রমাণ আরণ্যক উপনিষদ্ হইতে উদ্ধৃত অংশে এবং মহাভারতের প্রমাণ পূর্ব্বে উদ্ধৃত বাক্যে দেখুন। আর মনু এই পঞ্চম শ্লোকে যাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন, এবং শ্লোকে "ষট্সুতা দ্বিজধর্ম্মিণঃ" বলিয়া যাহাদিগের গণনা করিয়াছেন, সেই গণিত ছয়টী জাতির মধ্যে কাহার কিরূপ প্রাধান্য ও সম্মান হারীত বলিয়াছেন, তাহাও দেখুন। তিনি বলিয়াছেন "ব্রহ্মা মূর্দ্ধাভিষিক্তশ্চ বৈদ্যঃ ক্ষত্রোবিশোঽপি চ। অমী ষড়্ হি দ্বিজা এষাং যথাপূর্ব্বঞ্চ গৌরবম্॥" এই বচনে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণের পরই মূর্দ্ধাভিষিক্ত ব্রাহ্মণের ও তদনন্তর বৈদ্য ব্রাহ্মণের অর্থাৎ অম্বষ্ঠের সম্মান স্পষ্ট বলিয়া পশ্চাৎ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যবর্ণের সম্মান বলিতেছেন। এখন সকল সংহিতাকারদের মতে ব্রাহ্মণজাতি বা দ্বিজজাতি ছয় জাতিতে বিভক্ত এবং ঐ ছয় জাতির মধ্যে কেহ কেহ ব্রাহ্মণবর্ণের, কেহ কেহ ক্ষত্রিয়বর্ণের ও কেহ বৈশ্যবর্ণের অন্তর্গত। এই তিন বর্ণ ভিন্ন আর দ্বিজ নাই। এখন প্রথমোক্ত ব্রাহ্মণ মূর্দ্ধাভিষিক্ত ও অম্বষ্ঠের পর যদি ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যবর্ণের নাম করা হয় এবং ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যবর্ণ অপেক্ষা পূর্ব্বোক্ত তিনটী জাতিকে গৌরবান্বিত বলা হয়, তবে ঐ পূর্ব্বোক্ত তিনটি জাতিই যে ব্রাহ্মণবর্ণীয়, ইহাই কি বুঝায় না? ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় ইহার অন্তর্গত কোন বর্ণ বলিলে অশাস্ত্রীয় পঞ্চম ও ষষ্ঠ

বর্ণ হইয়া পড়ে। কিন্তু তাহা হইতে পারে না, কারণ "ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্য স্ত্রয়ো বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ। চতুর্থ একজাতিস্তু শূদ্রো নাস্তি তু পঞ্চমঃ॥" মনু। অতএব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, ব্রাহ্মণ-জাতি, মূর্দ্ধাভিষিক্ত জাতি ও অম্বষ্ঠজাতি এই তিন জাতিই ব্রাহ্মণবর্ণ। ব্রাহ্মণবর্ণীয় পতির ব্রাহ্মণাত্মজা, ক্ষত্রিয়াত্মজা ও বৈশ্যাত্মজা পত্নীতে জাত অর্থাৎ ঐ ত্রিবিধ ব্রাহ্মণ-পত্নীতে বা ব্রাহ্মণীতে জাত পুত্রেরা ব্রাহ্মণবর্ণ ও ব্রাহ্মণসংস্কারের যোগ্য। তাহার অন্যথাবাদীরা না জানিয়াই হউক বা বিদ্বেষবশতঃই হউক, অশাস্ত্রীয় কথা বলে।

এস্থলে কেহ কেহ বলেন যে, মাহিষ্যজাতির লোপের পর এই শ্লোকে পরিবর্ত্তিত হইয়া পাঠান্তর হইয়াছে ও পঞ্চ দ্বিজের কথা হইয়াছে। কিন্তু আমরা দেখিতেছি যে, মাহিষ্য ক্ষত্রিয়ের লোপ হয় নাই। অদ্যাপি এক জাতি মাহিষ্য ক্ষত্রিয় বলিয়া আপনাদের পরিচয় দিয়া থাকেন এবং উঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে শূদ্র উগ্রেরাও ক্ষত্রিয়সন্তান বলিয়া আপনাদিগকে উগ্রক্ষত্রিয় নামে পরিচয় দেয়। অতএব আমাদের বোধ হয়, এস্থলে ক্ষত্র ও বিশ্‌ শব্দে বহুবচন দেখিয়াই কেহ ইহাকে "ক্ষত্রবিশাবপি" করিয়া 'অমী ষড্‌টি" এস্থলে "অমী পঞ্চ" করিয়া মিলাইয়া রাখিয়াছেন। বস্তুতঃ এরূপ পাঠ প্রকৃত পাঠ নহে। পূর্ব্বাপরপ্রচলিত "ষট্‌সুতা দ্বিজধর্ম্মিণঃ" দ্বিজজাতি ছয়টী ইহা প্রসিদ্ধ আছে। সুতরাং এক একটী একবচনান্ত পদ প্রয়োগ করিয়া শেষে দুইটী মাত্র শব্দে বহুবচনের বিভক্তি দিলে তাহাতেই পণ্ডিতেরা "ক্ষত্রৌ চ, অর্থাৎ ক্ষত্রমাহিষ্যৌ চ বিট্‌ চ" ইত্যাকার দ্বন্দ্বসমাসে নিষ্পন্ন করিয়া "ক্ষত্রবিশঃ" পদেই দুই জাতি ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যজাতিকে বুঝিয়া সমুদায়ে ছয় দ্বিজাতি বুঝিয়া লইবেন। ইহাই গ্রন্থকারের অভিপ্রায় ছিল বলিয়া বোধ হয়। এরূপ অভিপ্রায়ও অসঙ্গত নয়। তবে মুনিবচনের উপর যদি আধুনিক পণ্ডিতেরা হাত চালান, তাহাতে

আর উপায় কি আছে? যাহা হউক, আমাদের যে পর্য্যন্ত প্রয়োজন, তাহা সুপরিস্ফুটরূপে পাওয়া যাইতেছে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ মূর্দ্ধাভিষিক্ত ও বৈদ্য গণনার পর ক্ষত্র ও বৈশ্যজাতির গণনা হইতেছে; সুতরাং আমাদের উক্ত বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকিতে পারিতেছে না।

এক্ষণে এই সকল জাতির জাতি ও বর্ণ-নাম একত্র বলিতেছি। ইঁহাদের প্রত্যেকের জাতি ও বর্ণ-নাম যথা ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ব্রহ্মবেদী বা ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ, মূর্দ্ধাভিষিক্ত ব্রাহ্মণ অর্থাৎ সর্ব্বোপরি রাজপদস্থ ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য ব্রাহ্মণ অর্থাৎ বেদজ্ঞ চিকিৎসক ব্রাহ্মণ বা অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ, মূর্দ্ধাভিষিক্ত ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ব্রাহ্মণ বা অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ এরূপ যুগ্ম শব্দে এই প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণদিগের নাম করা অসুবিধা বলিয়াই বর্ণত্বসূচক শেষের ব্রাহ্মণশব্দটী পরিত্যাগ করিয়া কেবল প্রথমোক্ত জাতিনামগুলি অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, মূর্দ্ধাভিষিক্ত ও বৈদ্য এই নামগুলিই সমাজে প্রচলিত হইয়াছিল। তাহা বলিয়াই কি ইঁহাদের ব্রাহ্মণত্ব লোপ হইয়া গেল? ব্রাহ্মণদিগের প্রত্যেককে একটী করিয়া সুবর্ণ দেও, বৈদিকদিগকে একটী করিয়া কলসও দেও, একথা বলিলে কি বৈদিকদিগের ব্রাহ্মণত্ব লোপ হয়? ব্রাহ্মণেরা চলিয়া গিয়াছেন, কেবল বশিষ্ঠাদি বৈদ্যেরা আছেন, একথা বলিলে কি বৈদ্যশ্রেণীর ব্রাহ্মণত্ব লোপ হইয়া যায়?—

ভূতানাং প্রাণিনঃ শ্রেষ্ঠাঃ প্রাণিনাং বুদ্ধিজীবিনঃ।
বুদ্ধিমৎসু নরাঃ শ্রেষ্ঠা নরেষু ব্রাহ্মণাঃ স্মৃতাঃ॥
ব্রাহ্মণেষু চ বিদ্বাংসো বিদ্বৎসু কৃতবুদ্ধয়ঃ।
কৃতবুদ্ধিষু কর্ত্তারঃ কর্ত্তৃষু ব্রহ্মবেদিনঃ॥

মনুর এই শ্লোকযুগ্মের মধ্যে ব্রাহ্মণ হইতে আরম্ভ করিয়া যে ব্রহ্মবেদী পর্য্যন্ত বাক্য আছে, তাহার মধ্যস্থ বিদ্বান্, কৃতবুদ্ধি, কর্ত্তা ও ব্রহ্মবেদী ইহারা কি ব্রাহ্মণ নহে, কেবল পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণ শব্দেই ব্রাহ্মণ বুঝাই-

তেছে? এই প্রসিদ্ধ সুপরিস্ফুট বিষয় সকলও না জানিয়া তাদৃশ তর্ক উত্থাপনপূর্ব্বক মেধাতিথি কেবল অজ্ঞতাই প্রকাশ করিয়াছেন, জ্ঞানবত্তা প্রকাশ করেন নাই। আর যদি এই সকল প্রকৃত তত্ত্ব জানিয়াও তিনি শাস্ত্রোপদেশ ও মুনিবচন ছাড়িয়া শাস্ত্রের বিরুদ্ধে, মনুর ব্যাখ্যায় মনুরই বিরুদ্ধে অম্বষ্ঠদিগের প্রতি উপহাস ও বিদ্বেষ-পূর্ণ বাক্য সকল প্রয়োগ করিয়া থাকেন, তবে তাহা অব্রাহ্মণোচিত ও নিতান্ত-নিকৃষ্টবৃত্তি-প্রণোদিত বলিয়াই বোধ করিব। সে মতেও তাঁহাদের কৃত ব্যাখ্যা সমাজের আদরণীয় নহে। এই প্রকার বিবিধ দোষ হেতুক মেধাতিথি ও কুল্লূক পূজ্য হইলেও তাঁহাদের ব্যাখ্যাতে আমরা শ্রদ্ধা করিতে পারিলাম না।

মেধাতিথি যে শাস্ত্রোপদেশ সকল অগ্রাহ্য করিয়াছেন, মনুর উপরও অসূয়াকুটিল কটাক্ষপাত করিয়াছেন, তাহা তাঁহার ব্যাখ্যার বহু স্থলে দেখা যায়। তিনি এই পঞ্চম শ্লোকের ব্যাখ্যাতেই বলিয়াছেন, "স্মৃতির প্রামাণ্য কি প্রকারে স্বীকার করা যায়? ঋষিদের স্মরণই স্মৃতি, তাহা কার্য্য নয়, সুতরাং তাহা ধর্ম্মাধর্ম্মের উপদেশতুল্য প্রমাণ নয়, অর্থাৎ ঋষিরা সকলেই বলিয়া আসিতেছেন, এইরূপ স্মৃতি (স্মরণ) আছে, তাহার যুক্তাযুক্ততার প্রমাণ কেহ দেন নাই, স্মৃতিকারেরা নিজেই স্বীকার করেন, তাহার প্রমাণ নাই। যদি বলেন, প্রাচীন স্মৃতিই তাহার প্রমাণ, তাহা হইলে অর্থাৎ স্মৃতিই স্মৃতির প্রমাণ বলিলে অন্ধপরম্পরা প্রসঙ্গ হয়। অর্থাৎ যুক্তিহীন পুরুষেরা অপর যুক্তিহীন পুরুষের অনুসরণ করায়, অন্ধের অপর অন্ধের অনুসরণতুল্য বিপজ্জনক হয়, তাহা বহু প্রমাণ দ্বারা দেখান গিয়াছে" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা মেধাতিথি এখানে স্মৃতি এই শব্দটী লইয়াই বৃথা বাগাড়ম্বর করিয়াছেন। স্মৃতি শব্দের অর্থ এখানে স্মরণমাত্র নয়, ঋষিগণের বেদবাক্য স্মরণ ও স্মরণানন্তর উপদেশকেই স্মৃতি বলা হইয়াছে। অন্যথা মনুসংহি-

তার আরম্ভেই "ধর্ম্মান্ নো বক্তুমর্হসি" এরূপ বাক্যের উত্তরে "প্রত্যুবাচার্য্য তান্ সর্ব্বান্ মহর্ষীন্ শ্রূয়তামিতি" এরূপ বাক্যের প্রয়োগ করিতেন না এবং মনু শাস্ত্রের সমাপ্তিশ্লোকে এই শাস্ত্রের 'বিশেষণ' "ভৃগুপ্রোক্তম্" এরূপ বলিতেন না। দ্বাদশ অধ্যায়েও ১১৭ শ্লোকে "এবং স ভগবান্ দেবো লোকানাং হিতকাম্যয়া। ধর্ম্মস্য পরমং গুহ্যং মমেদং সর্ব্বমুক্তবান্" এই বাক্যে "মমেদং সর্ব্বমুক্তবান্" আমাকে ধর্ম্মের এই সকল গূঢ়তত্ত্ব বলিয়াছেন, এরূপ বলিতেন না। বলিতে পারেন যে, উপদেশই বা গ্রাহ্য হয় কিসে? যুক্তিই বা কি? বহুকাল বহু প্রকৃত ঘটনা ও সত্যাসত্য কার্য্যকারণতা দর্শনানন্তর পরমযোগিগণ কর্ত্তৃক নিশ্চয়কথনই শাস্ত্র। এইরূপ যোগিগণের এইরূপ নিশ্চিত দর্শন শ্রবণ স্মরণ কথনাদিই শাস্ত্র। এই নিশ্চিত দর্শনাদি তাদৃশ অন্যান্য যোগী ও বুদ্ধিমান্দিগেরও অনুভবনীয়। এইরূপে চিরকাল হইতে যাহা জীবগণের মঙ্গলকর বলিয়া অনুভূত হইয়া আসিতেছে, তাহাই ধর্ম্ম বলিয়া অস্মদাদি সাধারণ মনুষ্যের অনুসরণীয়। মূল সত্য বিষয়ের হেতু কেহ দেখিতে পায় না। পৃথিবীর আকর্ষণশক্তিতে উৎক্ষিপ্ত লোষ্ট্র পুনরায় পৃথিবীতেই আসে, ঊর্দ্ধে যায় না, ইহার প্রমাণ তাদৃশ দৃষ্টান্ত দর্শন ব্যতীত আর কি হইতে পারে? সুতরাং এখানেও দর্শনের প্রমাণ দর্শনই হয়। ইহার উপর আর প্রমাণ কি? তবে অনুপহত ইন্দ্রিয়াদি অতিদূরত্ব, অতিসামীপ্য, অতিসূক্ষ্মতা, ব্যবধান, চিত্তচাঞ্চল্য, ইন্দ্রিয় ও বস্তুর অভিভূততা ও বহু সাম্যতা প্রভৃতি বাধাশূন্য দর্শনকেই প্রমাণ করিতে হয়। তাহাতেও দর্শনের প্রমাণ দর্শনই হয়। এতদ্ব্যতিরিক্ত দর্শনমূলক ত্রিবিধ অনুমানও প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। কারণ, সকলের সকল বিষয় প্রত্যক্ষ করিবার সম্ভাবনা নাই। সেইজন্য এই প্রমাণত্রয়ের মধ্যে উক্তপ্রকার নির্দ্দোষ দর্শন ও অনুমানমূলক আপ্তবচনকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার না করিলে সংসারযাত্রা

নির্ব্বাহ হয় না। সেই আপ্ত ব্রহ্মাদি সূক্ষ্মদর্শী আচার্য্য। তাঁহাদের উক্তি ও তাঁহাদের শ্রুতিই বেদ। সেই ব্রহ্মা হইতে যাহা দেশকাল-পাত্রভেদে যোগিগণ কর্ত্তৃক মীমাংসিত হইয়া ধর্ম্ম বলিয়া বেদে প্রকাশিত আছে, যাহার উপর তর্ক হয় না, যাহাকে মনুর ন্যায় ঋষি তর্কের দ্বারা মীমাংসনীয় নয় বলিয়া উপদেশ দিয়াছেন, যাহার সত্যতাবিষয়ে সন্দেহকারীদিগকে সমাজ হইতে বহিষ্করণীয় বলিয়া জ্ঞাপন করিয়াছেন, সেই বেদেরই অনুপম অনুবাদ বেদতুল্য চিরসম্মানিত এই মনুর স্মৃতিকেও ইনি বিশ্বাস করিতেছেন না। এইরূপে মন্বাদির স্মৃতিকে অমান্য করিয়া শেষে বলিতেছেন যে "যদি অনাদিকাল হইতে এরূপ ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে বলিয়া মানিতে চাও ভাল, কিন্তু তাদৃশ ব্যবহারও ছিল না" ইহা বলিয়া "সবর্ণেভ্যঃ সবর্ণাসু" ইত্যাদি যাজ্ঞবল্ক্য-শ্লোকটী তুলিয়া তাহার প্রকৃত সুস্পষ্ট অর্থ ছাড়িয়া অর্থান্তর করার চেষ্টা পাইয়াছেন। কি দুর্গতি! কলিকালের শাস্ত্রপ্রণেতা ব্যাসাদির বচনও কি তাঁহার দেখা নাই? ভীষ্মাদির বচনও দেখা নাই? সকল শাস্ত্রই কি তাঁহার নিকট অমান্য, অথবা ইঁহাদের বচন এত পরিস্ফুট যে, তাহার আর অর্থান্তর করিবার যো নাই বলিয়া তাহাদের উল্লেখও করেন নাই? এই নাস্তিকেরা বেদও মান্য করেন না, কেবল আপনাদিগের অধর্ম্মপ্রসূত কলুষিত বুদ্ধিকেই যথেষ্ট মান্য বলিয়া প্রচার করিতে উদ্যুক্ত। এরূপ কাণ্ডজ্ঞানহীন ও সর্ব্বজ্ঞন্মন্য না হইলেই বা তিনি ভগবান্ মনুর উপরেও আধিপত্য করিতে চাহিবেন কেন? ভগবানের "সোঽভিধ্যায় শরীরাৎ স্বাৎ" ইত্যাদি প্রথমাধ্যায়ের সপ্তমশ্লোকোক্ত মতের সহিত তদনুযায়ী অন্যান্য মহর্ষিদের মতের একতা সত্ত্বেও তাহার প্রতিবাদ করিবেন কেন? ব্রহ্মার শরীর কি,আর আত্মাই বা কি—ইহা যদি তাঁহার জ্ঞান থাকিত, যদি মনুষ্যদের বুঝিবার নিমিত্ত শব্দমাত্রের দ্বিত্বভিন্ন ঐ শব্দপ্রতি-

পাদ্যের বাস্তবিক ভেদ নাই, ইহা তিনি বুঝিতেন, যদি গীতার "অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে। ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ॥" এই শ্লোকোক্ত ব্রহ্ম ও তাঁহার সৃষ্টির অর্থ বুঝিতেন, তা হইলে তাঁহার আর এ বাচালতা করিতে হইত না। তাহা হইলে মনুর "অভিধ্যায়" "শরীরাৎ" ও "প্রজাঃ" এই পদত্রয় দেখিয়া ঐ পদত্রয়দ্বারা স্ববুদ্ধি অনুসারে অজ্ঞজনোচিত একটি অর্থ প্রস্তুত করিতেন না এবং তাহাই মনুর অভিপ্রেত অর্থ বলিয়া তাহারই প্রতিবাদপূর্ব্বক দেবগুরু বৃহস্পতিরও বন্দনীয় পরমারাধ্য মনুকে অতিক্রম করিয়া তদপেক্ষা উচ্চাসন অভিলাষ করিতেন না। তাই বলি, দাম্ভিক, পিতৃনিন্দক, গুরুনিন্দক এরূপ টীকাকারে ও নাস্তিকে প্রভেদ কি?

বৈদ্যরাজত্বের লোপ ও মুসলমানদিগের রাজত্বাধিকার হইতেই এদেশে শাস্ত্রচর্চ্চার ক্রমশঃই লোপ হইয়া আসিয়াছে। যেখানে সমস্ত বেদ ও অশেষ শাস্ত্র সকল অধ্যয়ন করিয়াও শাস্ত্রসিংহেরা আপনাদিগকে অজ্ঞ মনে করিতেন, এখন সেই সিংহগজস্থানে দুই একটি মূষিক দুই একখানি পুথীর পত্র মাত্র উদরস্থ করিয়াই আপনাদিগকে সেই সকল সিংহগজস্থানীয় মনে করিয়া অভিমানে পূর্ণ হইয়াছেন। কখন কখন বা প্রাচীন ঋষিদিগের বচন লইয়া বিচার করিয়া তাহা তাঁহার মতানুযায়ী নয় বলিয়াই অগ্রাহ্য করিয়াছেন, কখন কখন বা স্বেচ্ছানুসারে বচনগুলি কাটিয়া সংশোধন ও পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। আবার কখন কখন বা সর্ব্বজনবিদিত প্রসিদ্ধার্থ শাস্ত্রবচন সকলকে স্বমতানুযায়ী অর্থে প্রথিত করাই পাণ্ডিত্যের লক্ষণ মনে করিয়া জনসমাজে প্রতিপত্তি লাভের চেষ্টা করিয়াছেন। কেবল সেইজন্যই হউক অথবা জাতীয় বিদ্বেষপরতন্ত্রতাবশতঃই হউক, বৈদ্য রাজার অন্তে আর্য্যরাজবিহীন রাজ্যে সমাজশাসন শাস্ত্র সকল হাতে পাইয়া দেশস্থ

সামান্য ব্রাহ্মণেরা সর্ব্বপ্রাচীন সর্ব্বমান্য শ্রুতিতুল্য মনুসংহিতার যে কি দুর্গতি করিয়াছেন, তাহাই আমরা এই স্থলে দেখাইলাম।

১২০৩ খৃষ্টাব্দে লাক্ষ্মণেয় কেশব সেন দেবের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গেই বঙ্গে মূর্দ্ধাভিষিক্ত রাজার তিরোধান হইল। সেই সময় হইতে সূত্রপাত হইয়া প্রায় দুই শত বৎসরের মধ্যে যাজক বা দৈবজ্ঞ নামক ব্রাহ্মণজাতির জীবিকাও বহু পরিমাণে লুপ্ত হইল। বৌদ্ধদিগের বিরোধিতায় যে বেদ অবজ্ঞাত হইয়াছিল, ম্লেচ্ছরাজার প্রভুত্ব হইলে সে বেদ ক্রমে ব্রাহ্মণজাতি হইতে ম্লেচ্ছদেশে চলিয়া গেল। স্মৃতি-দর্শনাদি আকারে তাহার যে ছায়ামাত্র ছিল, তাহাও প্রকৃত চর্চ্চাদির অভাবে তমঃপূর্ণ হইয়া গেল। সংবৎ পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যে দেশে আর সুপণ্ডিত রহিল না। মেধাতিথির মনুভাষ্য ও কুল্লূকের মন্বর্থ-মুক্তাবলীই তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ। এ সময়ে ব্রাহ্মণদের বেদাধ্যয়নও নাই, অগ্ন্যাধানও নাই। যদি বেদই গেল, অগ্নিও গেল, ব্রাহ্মণধর্ম্মই গেল, ব্রাহ্মণের জীবিকাও গেল, তবে আর যাজকের রহিল কি ? এই-রূপে মূর্দ্ধাভিষিক্ত ও যাজক দুই জাতিরই তিরোধান হইয়া গেল। কেবল বৈদ্যজাতিরই বৃত্তি সমাজস্থ লোকদের দেহপ্রাণের অনুরোধে তিরোহিত হইল না। ইঁহাদের আয়ুর্ব্বেদও তিরোহিত হয় নাই, বরং আয়ুষ্কাম ম্লেচ্ছ রাজগণ কর্ত্তৃকও ক্রমশঃ আদৃত হইতেছিল। এই রূপে ব্রাহ্মণবর্ণের অন্তর্গত জাতিত্রয়ের মধ্যে কেবল বৈদ্যব্রাহ্মণদেরই জাতি অক্ষুণ্ণ রহিল। অপর দুই জাতি ক্রমে বিলুপ্তপ্রায় হইতে লাগিল। ইহাই যাজক ব্রাহ্মণ মহাশয়দিগের বৈদ্যজাতির প্রতি বিদ্বেষের কারণ। ইহাই নিত্য নিত্য নব নব পুরাণ,স্মৃতি ও নূতন প্রকা-রের টীকা প্রভৃতির কারণ, অন্য কিছুই নহে। এই বিদ্বেষবশতঃ ব্রাহ্মণ-জাতি কাণ্ডজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িয়াছিলেন। আর্য্যদিগের প্রধান ধর্ম্ম-শাস্ত্র মনুসংহিতার ও মহাভারতের প্রশস্ত টীকা সত্ত্বেও বঙ্গদেশে বঙ্গীয়

আধুনিক নব্য পণ্ডিতদের টীকার নানা স্থলে অম্বষ্ঠদিগের প্রতি ইঁহাদের বিজাতীয় বিদ্বেষ সূচিত হইয়াছে। রামায়ণখানির যে টীকা সুপ্রসিদ্ধ রামানুজ করিয়া গিয়াছেন এবং মহাভারতের যে টীকা নাগার্জ্জুন করিয়াছেন, তাহাতে এ সকল বিদ্বেষ-লক্ষণ দেখা যায় না। মনুসংহিতার ব্যাখ্যারম্ভ করিতে না করিতেই মেধাতিথি ও কুল্লূক উভয়েই অন্তরপ্রভব শব্দের অর্থ করিতে গিয়া বৈদ্যজাতিকে অনর্থক আক্রমণ করিয়া যারপরনাই গালি দিয়াছেন। মেধাতিথি বলিতেছেন "বর্ণশব্দে ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণকেই বুঝায়, তবে যে সর্ব্ব শব্দ গ্রহণ করিয়াছেন, সে কেবল বর্ণ না হইলেও শূদ্রকে বুঝাইবার নিমিত্ত। মহর্ষিরা জিজ্ঞাসা করিতেছেন বলিয়াও তিন বর্ণের বিষয়েই জিজ্ঞাসা হইয়াছে বুঝিতে হয়; অনন্তর ঐ তিন বর্ণের মধ্যে দুই দুই জাতির মিশ্রণে যে মূর্দ্ধাভিষিক্ত অম্বষ্ঠ বৈদেহকাদি অপূর্ণ জাতি আছে, যাহা পূর্ণরূপে বর্ণও নয়, পূর্ণরূপে জাতিও নয়, তাহাদিগকেই অন্তরে অর্থাৎ বর্ণ ও জাতির মধ্যে প্রভব অর্থাৎ উৎপত্তি যাহাদের, তাহাদিগকেই অন্তরপ্রভব বলিয়াছেন।" দেখুন, এস্থলে দ্বিজদিগের বর্ণত্রয়সংযোগে ও অদ্বিজ অর্থাৎ শূদ্রবর্ণযোগে উৎপন্ন জাতি সকলকে বুঝাইলেও মেধাতিথি কি প্রকারে শূদ্রকে বর্ণমধ্যে না আনিয়া ও তাহাকে পৃথক্ রাখিয়া অন্তরপ্রভব শব্দের অর্থে দ্বিজাতে দ্বিজজাত শূদ্রকেই বুঝাইলেন। আবার দেখুন, "যাহারা পূর্ণরূপে বর্ণও নয় জাতিও নয়" বলিয়া কি একটা অসিদ্ধ কথা কহিয়াছেন। বর্ণ ও জাতির মধ্যে ইহার অর্থই বা কি? তদনন্তর আবার বলিতেছেন, 'তাহাদিগকে না পিতার জাতি না মাতার জাতি বলা যায়। যেমন গর্দ্দভ ও অশ্ব-সংযোগে জাত খর অশ্বও নয় গর্দ্দভও নয়, কিন্তু এই দুই জাতি হইতে পৃথক্ এক জাতি হয়, তেমনই ইহারা দুই জাতির মিশ্রণে জাত্যন্তর হইয়া যায়। বর্ণ শব্দ দ্বারা ইহাদিগকে বুঝান যায় না

বলিয়াই পুনরায় অন্তরপ্রভব শব্দ দ্বারা ইহাদিগকে বুঝাইয়াছেন। যদি বল, অনুলোমজেরা মাতৃজাতীয় হয় ইহা মুনিরা বলিয়াছেন। আমরা বলি, তাহা নয়, "সদৃশানেব তানাহুঃ" ইত্যাদি দশমাধ্যায়ের ষষ্ঠ শ্লোকে তাহাদিগকে মাতার জাতির সদৃশ বলিয়াছেন, মাতার জাতি বলেন নাই। তাহাতেই তাহাদিগকে মাতৃজাতীয় বলা যায়, বস্তুতঃ তাহারা মাতৃজাতীয়ও নহে, তাহাদের ধর্ম্মও যে মাতৃজাতির অনুরূপ বলা যায়, সেও কেবল কথার কথা, বস্তুতঃ তাহাদের কোনও ধর্ম্ম নাই। তবে আর আর প্রমাণের দ্বারা জানা যায় যে, ইহারা কোনও ধর্ম্ম হইতে পতিত, এজন্য শাস্ত্রোপদেশের যোগ্য বটে, কেননা, যাহাদিগকে ধর্ম্মহীন বলা যায়, সেই প্রতিলোমজদিগেরও অহিংসাদি ধর্ম্ম মনুশাস্ত্রে বলা হইবে। তবে যে "ধর্ম্মাদিনা" ইত্যাদি বাক্যে তাহাদিগের ধর্ম্ম নাই জানা যায়, সে কেবল ব্রত উপ-বাসাদি ধর্ম্ম নাই এই অভিপ্রায়েই কথিত হইয়াছে। অতএব এরূপ ব্যাখ্যায় এই মনুশাস্ত্র সকল পুরুষের পক্ষে উপকারী, ইহা দৃষ্ট হইতেছে।" দেখুন, ঐ অসিদ্ধ স্বরচিত কথা অবলম্বন করিয়া কোথা হইতে কোথা কি প্রণালীতে উপনীত হইয়াছেন। এই মেধাতিথির ধর্ম্মজ্ঞান, বর্ণজ্ঞান ও জাতিজ্ঞান, স্মৃতিজ্ঞান এবং শাস্ত্রজ্ঞান!

এক্ষণে এই শ্লোকেরই ব্যাখ্যায় কুল্লূক কি বলিতেছেন, দেখুন। ইনি বর্ণ চারিটা স্বীকার করিতেছেন। ইনি অন্তরপ্রভব অর্থে সঙ্কীর্ণ জাতি লিখিয়া অনুলোমা ও প্রতিলোমাতে জাত অম্বষ্ঠ করণ ক্ষত্তা প্রভৃতিকে তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখাইয়া বলিতেছেন, ইহারা বিজাতীয়-মৈথুন-সম্ভূত হওয়াতে জাত্যন্তরপ্রাপ্ত। বর্ণ শব্দে ইহা-দিগকে বুঝাইল না বলিয়া পুনরায় ইহাদিগকে অন্তরপ্রভব শব্দ দ্বারা পৃথক্ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই অন্ত্যজদিগেরও ধর্ম্ম এই শাস্ত্রে বলা

হইয়াছে বলিয়া এই শাস্ত্র সকলের পক্ষে উপকারী। ইহা বলিয়া অম্বষ্ঠাদি জাতিকে অন্ত্যজ জাতি বলিয়াছেন।

কুল্লূক নিয়তই মেধাতিথির অনুগামী, ইহা ইঁহাদিগের ব্যাখ্যার আদ্যোপান্তে দৃষ্ট হয়। কুল্লূক কেবল মেধাতিথির সঙ্ক্ষিপ্তার্থ মাত্র প্রকাশ করিয়াছেন। গ্রন্থের বহু স্থলে এইরূপে অনেকবার ইঁহারা অম্বষ্ঠজাতির প্রতি তিরস্কারবাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন। গ্রন্থের কোনও স্থলে সঙ্কীর্ণ শব্দ পাইলে অমনই তাহার উদাহরণের প্রথমেই অম্বষ্ঠজাতির নাম করিয়াছেন, আর ইহাদিগের ব্রাহ্মণ হইতে অভিন্নতা সম্বন্ধে মনু যেখানে যাহা বলিয়াছেন, তাহার বিপরীত অর্থ প্রচার করিয়া ইহাদিগকে গালি দিয়াছেন। ইহাদের সঙ্গে সঙ্গে অন্য ব্রাহ্মণবর্ণ ও ক্ষত্রিয়াদি জাতিকেও অযথারূপে বর্ণহীন জাতি-হীন বলিতে সঙ্কুচিত হন নাই। এরূপ অকারণ অস্থলে একটা যে কোনও সূত্র তুলিয়া এরূপ তীব্র ভাবে গালি দেওয়া এবং শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ উল্‌টাইয়া অশাস্ত্রীয় অসঙ্গত অর্থ প্রকাশ করা বিশিষ্ট জাতিবিদ্বেষ ব্যতীত হয় না! যেখানে যে শাস্ত্রে হউক, শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ করিলে বৈদ্যগণের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপন্ন হয়, সেই সকল স্থলেই ইঁহাদের জাতীয় অন্যান্য লোকেরাও সুগম সুস্পষ্ট সর্ব্বশাস্ত্রসঙ্গত অর্থ পরিত্যাগ করিয়া অসঙ্গত অযৌক্তিক অশাস্ত্রীয় অর্থ প্রচার করিয়া-ছেন। বহু বহু স্বরচিত বিরুদ্ধ বচন ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প রচনা করিয়া প্রকৃত পুরাণমধ্যে প্রক্ষিপ্ত করিয়াছেন। অমূলক বচন সকলকেও ইচ্ছাক্রমে ও সুবিধাক্রমে অমুক শাস্ত্রের বা অমুক মুনির বচন বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। এইরূপে রাজহীন ব্রাহ্মণহীন শাসনহীন দেশে শাস্ত্র সকলের প্রতি ও দেশীয় অজ্ঞানাচ্ছন্ন কুসংস্কারাবৃত লোকদের প্রতি এই ব্রাহ্মণবেশধারী ভণ্ড নাস্তিকেরা যথেচ্ছাচার করিয়া দেশ মজাইয়াছে, দেশের দুর্দ্দশা উপস্থিত হইলে প্রকৃত জ্ঞানবান্‌দের

অসম্মান ও এইরূপ প্রগল্ভ ও কাণ্ডজ্ঞানহীনদেরই উন্নতি ও প্রতিপত্তি হইয়া থাকে, সুতরাং প্রকৃত ব্রাহ্মণেরা এবং তদানীং প্রভুত্বহীন বৈদ্য-ব্রাহ্মণেরা সমাজে এই অরাজকতা ও উপদ্রব সহ্য করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কত কত বৈদ্য ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদের প্রাণতুল্য দ্বিজাতিত্ব সূচক যজ্ঞোপবীত পর্য্যন্তও ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এ অরাজকতা, এ উপদ্রব, এ বিদ্বেষের কথা কি বলিব? তাহাদের বিরুদ্ধে কোনও কথা বলিতে পারে এমন সাধ্য কাহারও ছিল না। কারণ তাহা হইলে সে অমনই ভণ্ডদিগের চক্রান্তে জ্ঞাতিবান্ধব সহিত তৎক্ষণাৎ জাতিচ্যুত ও হীন বলিয়া প্রচারিত হইত ও ধর্ম্মাদি অনুষ্ঠানের নিমিত্ত ব্রাহ্মণাদি পাওয়া তাহার পক্ষে দুর্লভ হইয়া উঠিত। বৈদ্য ও ব্রাহ্মণদের এই বিদ্বেষ অদ্যাবধি সমাজের স্থানে স্থানে দৃষ্ট হয় এবং শাস্ত্রের সর্ব্বত্রই সুস্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়। এই বিদ্বেষে যে এক কালে উভয় দলে ঘোরতর সামাজিক জাতীয় যুদ্ধ হইয়া পরিশেষে বৈদ্যেরাই পরাজিত হইয়াছিলেন তাহার সুস্পষ্ট লক্ষণ সকল দেখা যায়। মেধাতিথি ও কুল্লূকের টীকাতে এই বিদ্বেষ এক প্রকার জাজ্বল্যমান রূপে দেখা যায়। মনুর উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট বহু বহু টীকা ও ব্যাখ্যা সত্ত্বেও এরূপ অসৎ টীকা লিখিতে প্রবৃত্তি বস্তুতই কি সাধুদিগের উপকারার্থ, বৈদ্যবিদ্বেষার্থ নহে? আর এইরূপ ব্রাহ্মণত্বহীন অন্যান্য ব্রাহ্মণদিগেরও এই দুই টীকার প্রতিই এত আদর ও যত্ন পূর্ব্বক প্রচার কি এই বিদ্বেষ কার্য্যে তাঁহাদেরও সহানুভূতি প্রকাশ করে নাই? যাহা হউক, অন্যান্য ব্রাহ্মণদের কথা আমরা বলিতে চাই না, শাস্ত্রজ্ঞ বলিয়া পরিচয় দিতে যাহারা উদ্যত—সেই কুল্লূক ও মেধাতিথির কথাই আমরা বলি। কুল্লূকের মতে অম্বষ্ঠ যদি সঙ্কীর্ণ জাতি হয়, তবে মূর্দ্ধাভিষিক্তও কি সঙ্কীর্ণ জাতি হয় না? তবে সঙ্কীর্ণের উদাহরণে অগ্রগণ্য মূর্দ্ধাভিষিক্তের নাম না করিয়া অম্বষ্ঠকে সঙ্কীর্ণের অগ্রগণ্য করিয়া বলা কি অম্বষ্ঠের

প্রতি তাঁহার বিজাতীয় বিদ্বেষ প্রকাশ করিয়া দিতেছে না? অথবা অম্বষ্ঠের প্রতি বিদ্বেষ ও বৈর-নির্য্যাতন একান্ত অভিলষনীয় বলিয়াই কি বেদ, মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, ব্যাস, উশনা, শঙ্খ, হারীত, বিষ্ণু, অত্রি প্রভৃতি সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্রকারদিগের বচন অমান্য করিতে ইহাঁদের প্রবৃত্তি হয় নাই? বৈদ্যদিগকে নীচ বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত এই দুই জন যে কি কাণ্ড করিয়াছেন, শাস্ত্রে যে কি রূপ মিথ্যা বাক্য ও কৃত্রিম বচন সকল ব্যবহার করিয়াছেন তাহা দেখাইয়াছি, সম্প্রতি আপনাদের মাহাত্ম্য ও স্বরচিত গ্রন্থের মাহাত্ম্য প্রদর্শনের নিমিত্ত আবার কিরূপ মিথ্যা ব্যবহার করিয়াছেন তাহাও দেখাইতেছি। কুল্লূক স্বীয় টীকার ভূমিকাতে বলিয়াছেন—

"দ্বেষাদিদোষরহিতস্য—সতাং হিতায়
মন্বর্থ তত্ত্ব কথনায় মমোদ্যতস্য।
দৈবাদ্ যদি কচিদিহ স্খলনং তথাপি
নিস্তারকো ভবতু মে জগদন্তরাত্মা॥"

দ্বেষাদি-দোষ-রহিত হইয়া আমি সাধুগণের হিতের নিমিত্ত এই মন্বর্থ-মুক্তাবলী নামে টীকা লিখিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। ইহাতে যদি দৈবাৎ আমার কোনও ক্রটী হইয়া থাকে, তাহা হইলেও জগতের অন্তরাত্মা আমাকে নিস্তার করুন।

পাঠকেরা দেখুন, এখানে প্রথমেই "দ্বেষাদি-দোষ-রহিত" বলিয়া নিজের বিশেষণ দিয়া ইনি ঠাকুর-ঘরস্থিত কলা চোরের ন্যায় স্বকার্য্যের পরিচয় দিতেছেন কি না। ইনি ধর্ম্ম শাস্ত্রের টীকা লিখিতেছেন, ইহার পূর্ব্বে অনেকেই এই সংহিতার প্রকৃত সদ্ ব্যাখ্যা প্রকাশ করিয়াছেন, কুল্লূক এই ভূমিকার প্রথমাংশেই তাহা স্বীকার করিয়াছেন, সেই সকল ব্যাখ্যা তিনি দেখিয়াছেন এবং তাহাদিগের অর্থ সুন্দর বলিয়াও স্বীকার করিয়াছেন। আপনারও ব্যাকরণ, তর্ক, মীমাংসা,

বেদান্ত প্রভৃতি উত্তম জানা আছে তাহাও বলিয়াছেন। সুতরাং নিজের তাদৃশ জ্ঞান ও প্রাচীন এবং আধুনিক গণের কৃত টীকার সাহায্য পাইয়া তিনি যদি সরলান্তঃকরণে প্রকৃতার্থের অনুসন্ধান পূর্ব্বক এই টীকা খানি লিখিতেন, তাহা হইলে ঐ সকল টীকা অপেক্ষা ইহা উৎকৃষ্ট না হউক, অন্ততঃ ঐ সকল পুস্তকের সমস্ত সদ্‌গুণ ইঁহার এই টীকাতে থাকিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে এই টীকা খানি সম্পূর্ণ রূপে জাতীয় বিদ্বেষ বুদ্ধিতেই লিখিত হওয়াতে জাতিসংবন্ধীয় সমস্ত সদ্‌ব্যাখ্যা ইহা হইতে অপসারিত হইয়াছে এবং স্থলে স্থলে কুনীতির প্রবর্ত্তক কুরুচি পূর্ণ ব্যাখ্যা সকল সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই রূপে সমস্ত মনুসংহিতা খানি আদ্যোপান্ত স্বীয় কুরুচি, কুনীতি ও অসদর্থে পূর্ণ করিয়া সংহিতা খানিকে অতি অসঙ্গত জঘন্যার্থ প্রতিপাদকের ন্যায় প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাঁর স্বজাতি-বিশেষের প্রতি বিজাতীয় বিদ্বেষ আমরা ইহাঁর কৃত ব্যাখ্যাতে প্রদর্শন করিয়াছি, এবং তৎ-সংবন্ধে তাঁহার কুরুচিপূর্ণ কথাও কোন কোন স্থলে দেখাইয়াছি। তাঁহার এতাবন্মাত্র ব্যবহারেও আমরা ক্ষুব্ধ হইতাম না, কিন্তু এই ব্রাহ্মণ সন্তান জগদীশ্বরকে সাক্ষী করিয়া তাঁহার সমক্ষেই নিজ অন্তরাত্মার নিকটেই নিজ পাপ বুদ্ধি গোপন করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছেন। অনায়াসেই লিখিয়াছেন 'দ্বেষাদি-দোষ-রহিতস্থ সতাং হিতায়।' দ্বেষাদি-দোষ-রহিতস্থ এ কথাটী না লিখিলেও চলিত। কেন না তাহা হইলে আমরা তাঁহাকে বাস্তবিকই দ্বেষাদি দোষ রহিত মনে করিতে পারিতাম। কারণ যে ব্যক্তি এক খানি গ্রন্থের ব্যাখ্যা লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, সে আপন প্রকৃতি বুদ্ধি অনুসারেই লিখিবে, এটী স্বতই লোকের মনে উদিত হয়, দ্বেষ করার কথা ইহাতে উত্থাপিতই হইতে পারে না। কিন্তু যে আপনার পাপ গোপন করিতে ইচ্ছা করে, পরমাত্মারা তাহার পাপ তাহার মুখ দিয়াই জগতে প্রচার

করিয়াছেন। তাই ইনি আপনার দ্বেষ-গোপনার্থ আপনিই বলিতেছেন "দ্বেষাদি-দোষ-রহিতস্য"। তার পর আবার পাছে লোকের এরূপ সন্দেহ হয় যে যদি ইনি জাতিবিদ্বেষ বুদ্ধিতে না লিখিয়া থাকিবেন, তবে কি জন্য বহু বহু টীকা সত্ত্বেও ইনি আবার এই টীকা খানি লিখিলেন। এজন্য সে সন্দেহ নিবারণার্থ আবার বলিতেছেন "সতাং হিতায়" সাধুগণের মঙ্গলের নিমিত্ত আমার এই টীকা লেখার প্রবৃত্তি। বেশ, ভূরি ভূরি সৎ ও ন্যায্য টীকা সত্ত্বেও তাঁহার এই ব্যাখ্যার অভাবেই যেন জগতের সাধুগণের মঙ্গলের ব্যাঘাত হইতেছিল. সম্প্রতি শ্রেষ্ঠবর্ণ মূর্দ্ধাভিষিক্ত ও অম্বষ্ঠ জাতির অযথা নিন্দা করাতেই কি সাধুগণের সেই ব্যাঘাত দূরীভূত হইল? তাহা ভিন্ন আর ইহাতে নূতন কি আছে? পাঠকগণ, এখানে 'সাধুগণ' শব্দের অর্থ কি তাহা বুঝিয়াছেন কি? ইহার অর্থ—তাঁহার সম্প্রদায় ভূক্ত, তাঁহারই ন্যায় কুরুচিপূর্ণ, বৈদ্য-বিদ্বেষী জাতিহীন ব্রাহ্মণগণ যাঁহারা এইরূপ ব্যাখারই প্রয়োজন অনুভব করিতেছিলেন। তাই এই ব্যাখ্যা খানি প্রস্তুত করিয়া কুল্লুক দম্ভসহকারে বলিতেছেন—

"মানববৃত্তাবস্যাং জ্ঞেয়া ব্যাখ্যা নবা ময়োদ্ভিন্না।
প্রাচীনা অপি রুচিরা ব্যাখ্যাতৃণাম শেষাণাম্॥"

অর্থাৎ প্রাচীন ব্যাখ্যাকারেরা রুচিরা ব্যাখ্যা করিলেও কেহ এরূপ নূতন প্রকার ব্যাখ্যা করিতে পারেন নাই। আমি এই মনুবৃত্তির নূতন প্রকার ব্যাখ্যার উদ্ভেদ করিলাম।

নূতন প্রকার ব্যাখ্যাই বটে, প্রাচীনেরা সকলেই পরিণীতাজাত মূর্দ্ধাভিষিক্ত ও অম্বষ্ঠকে ব্রাহ্মণ বলিয়া আসিয়াছেন, সদ্‌ব্রাহ্মণ, শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ বলিয়াই আসিয়াছেন, কিন্তু এই নবোদ্ভিন্ন ব্যাখ্যা অনুসারে তাঁহারা বর্ণধর্ম্মহীন, সঙ্কীর্ণ ও বাহ্যজাতি, ইহাঁরা চাতুর্ব্বর্ণ্যের মধ্যে কোনও বর্ণ নয়! এ ব্যাখ্যা যে নূতন ব্যাখ্যা তাহার আর সন্দেহ

কি? মনুবচনের ব্যাখ্যা মনু বচনের বিরুদ্ধে আর কেহই করিতে, পারেন নাই, প্রাচীনেরা গুরুশিষ্য পরম্পরাক্রমে যথাদৃষ্ট, যথা-শ্রুত, যথোপদিষ্ট, যথাপ্রচলিত মন্বর্থ মনুবচন অনুসারেই করিতেন সুতরাং সে সকল অর্থ পুরাতন ও অনাদরের যোগ্য। বেদের ও মনুর অবহেলা করিয়া এরূপ নূতন ব্যাখ্যা কেহও করেন নাই, এই জন্যই কুল্লূকের এই নূতন ব্যাখ্যা ও তাঁহার আদর্শভূত মেধাতিথির ব্যাখ্যা ব্রহ্মহীন ব্রাহ্মণদিগের নিকট বড় আদরের বস্তু হইয়াছে। কিন্তু বিচক্ষণ বেদজ্ঞ, স্মৃতিতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা ইহাদের ব্যাখ্যাতে সমাদর করেন না। মনুকে সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া কুল্লূক যে আপনাকে অসর্ব্বজ্ঞ বলিয়াছেন, সেটী তাঁহার কাপট্যকৃত নম্রতা; বস্তুত তিনিই যে সর্ব্বজ্ঞ এবং মনু যাহা লিখিয়াছেন তাহা মনু যে নিজেই বুঝিতেন না, এইটীই তাঁহার ধারণা। অন্যথা মনুর অবুদ্ধি-কৃত "মন্দোপযুক্ত" পদ সকল এক শ্লোক হইতে উঠাইয়া ও তাহা-দিগকে বিবেচনা মতে যথাস্থলে শ্লোকান্তরে সুপ্রযুক্ত করিয়া নূতন প্রকার ব্যাখ্যা দ্বারা অনুপকারজনক মনুসংহিতাকে সকলের উপকার-জনক করিলাম এ কথা বলিতেন না। মনুর নিজকৃত ব্যাখ্যা সকল অবজ্ঞা করিয়া মেধাতিথির ব্যাখ্যার অবিকল সারাংশটুকু লইয়া আমি এই ব্যাখ্যা লিখিলাম একথা বলিতেন না? কুল্লূক নিশ্চয়ই মেধাতিথির ব্যাখ্যা চুরী করিয়া নিজের মাহাত্ম্য জ্ঞাপনার্থ আমি এই নূতন ব্যাখ্যা করিলাম এ কথা বলিয়াছেন, এবং এই ব্যাখ্যা ১০৭০০ ব্যাখ্যা দেখিয়া তাহার সার ইহাতে লিখিলাম এই সত্য কথা বলিয়া স্বমতের বহুগ্রাহ্যতা সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। যাহা হউক তাঁহার দৃষ্ট দশ সহস্র সপ্ত শত টীকার মধ্যে আমরা ১৮ খানি মাত্র পাইয়াছি। এই সকল টীকার একটুও সার যে তিনি গ্রহণ করেন নাই, অথবা উদ্ধার করিয়াও খণ্ডন করেন নাই, এবং ইহাদের নামও

করেন নাই, তাহা কৌতুহলী পাঠক বুঝিতে পারিবেন। ১০৭০০ শব্দ ব্যাখ্যাকার পণ্ডিতের মতের সার—সুতরাং কুল্লূকের ব্যাখ্যা সারের সার হইয়া সর্ব্বথা প্রতিবাদের অযোগ্য হইয়াছে। সকল পণ্ডিত এক দিকে, একজনে ইহার প্রতিবাদ কি প্রকারে করিবে এবং করিলেই বা গ্রাহ্য হইবে কেন? তাহা ভাসিয়া যাইবে, এই অভিপ্রায়েই কুল্লূকের উপসংহারে এই বিপুল সংখ্যাটী দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার স্থায় জ্ঞানী ও সত্যবাদী লক্ষ লক্ষ লোক যদি বলে যে অগ্নিতে শৈত্য-গুণ আছে, তথাপি প্রত্যক্ষের বিরুদ্ধে যে কেহও তাহাতে বিশ্বাস করিবে না, ইহাও অন্ততঃ তাঁহার জানা উচিত ছিল। শাস্ত্রাদি প্রত্যক্ষ বিদ্যমান থাকিতে ও তাহা তিনি ভিন্ন আর কাহারও অনুভব করিবার যোগ্যতা নাই বা হইবে না, পৃথিবীর সকলেই মূঢ়, মনুও মূঢ়, এরূপ মনে করাও অল্প গর্ব্বের কথা নহে, অল্প মূঢ়তার কর্ম্ম নহে। এই মূঢ়েরা মনুর যথাপ্রযুক্ত পদ স্বীকার না করিয়া ঐ পদকে মূঢ়প্রযুক্ত বলিয়া, শব্দের প্রকৃতার্থ সকল অস্বীকার করিয়া, স্মৃতি বচন সকলের প্রকৃতার্থ গোপন করিয়া ও স্বেচ্ছাক্রমে তাহার ব্যাখ্যা করিয়া সমুদায় শাস্ত্রার্থ নষ্ট করিয়াছে। এই জন্যই শাস্ত্র সকল এত দুরূহ ও দুষ্প্রবেশ্য হইয়া পরস্পর অসঙ্গত হইয়াছে। একই গ্রন্থ মধ্যে দুই বিরুদ্ধ মত দেখা যায়, তন্মধ্যে একটী ঐ গ্রন্থের সর্ব্বস্থলের সহিত সঙ্গত, অপরাপর গ্রন্থের সহিত ও সঙ্গত, অপরটী কুত্রাপি সঙ্গত নহে, ব্যবহারেও দৃষ্ট হয় নাই ও হয় না, তবে ঐরূপ মত গুলি এইরূপ ভণ্ড প্রতারকদের প্রক্ষিপ্ত বলিব না ত আর কি বলিব? এই জাতিহীন ভণ্ডদের অব্রাহ্মণত্ব পাছে প্রকাশিত হয় অথচ বৈদ্যগণের ব্রাহ্মণত্ব শাস্ত্রসিদ্ধই থাকে, এই আশঙ্কাতেই ইহারা চণ্ডালের স্থায় ব্রাহ্মণবধের নিমিত্ত ব্যস্ত হইয়াছিল এবং নিষ্কণ্টকে দ্বিজান্তর শূন্য হইয়া পৃথিবীতে বাস করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল! বৈদ্য কি

ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্যেরা বিদ্যমান থাকিলেও (তাহারাও ইহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইবে এই ভয়ে) ত্রিবর্ণসূচক দ্বিজ নাম মাত্র ভারত হইতে উচ্ছেদ করিতে কৃতসংকল্প হইয়া সকলকেই শূদ্র বলিয়া খ্যাপিত করিয়াছে, তদ্বিষয়ে কিয়দংশে কৃতকার্য্যও হইয়াছে। এই নিমিত্তই সদ্ বৈদ্যেরা অদ্যাপি অন্যান্য সদ্ ব্রাহ্মণগণের সহিত সমাজে পূজিত হইলেও এই শ্রেণীর নীচেরা তাঁহাদের উপর যখন তখন অসূয়াকুটিল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে ও গালি বর্ষণ করিতে বিরত হয় না।

এই মেধাতিথির ও কুল্লূকের ব্যাখ্যার সমালোচনা হইল। এক্ষণে আমরা গোবিন্দরাজের ব্যাখ্যা প্রদর্শন করিব। গোবিন্দরাজের ব্যাখ্যা যদিও ঐ দুই জনের ব্যাখ্যার ন্যায় কঠোর নয়, তথাপি ঐরূপ ভ্রমপূর্ণ। পাঠক মহাশয়গণ, দেখুন গোবিন্দরাজ কি বলিতেছেন।

ইতি মেধাতিথি ও কুল্লূক মত খণ্ডন।

গোবিন্দরাজঃ—সর্ব্ববর্ণেষ্বিতি।

ব্রাহ্মণাদিষু চতুর্ষ্বপি বর্ণেষু সমানজাতীয়াসু অক্ষতযোনিষু যথাশাস্ত্র মনূঢ়াসু আনুলোম্যেন ব্রাহ্মণেন ব্রাহ্মণ্যাং ক্ষত্রিয়েণ ক্ষত্রিয়ায়াং ইত্যেবমনুক্রমেণ যে জাতাঃ তে পিত্রোর্জাতিতজ্জাতীয়া এব বোদ্ধব্যাঃ। সর্ব্ববর্ণেষ্বিত্যুপাদানাদ্ বর্ণত্বমাত্রেণ তুল্যাসু ইত্যাশঙ্কানিবারণার্থ মানুলোম্যগ্রহণম্। ইদমেব চ সকলমাতাপিতৃপ্রবন্ধস্যাপি জাতিলক্ষণমনাদিত্বেন পুনঃ সংসারস্যাস্যৈব ব্যাপকত্বাৎ সর্ব্বত্র চেহ প্রকরণে জাতিলক্ষণপ্রকরণং শাস্ত্রব্যবহারফলজাতিপরিজ্ঞানার্থং গবাশ্বাদিবৎ ব্রাহ্মণাদীনাং জাতিভেদাববোধকস্যাকারবিশেষ্যানুপলব্ধেঃ। এবং চ পত্নীগ্রহণাৎ অপত্ন্যুৎপন্নাণাং নৈব তজ্জাতীয়ত্বম্। তথাচ দেবলঃ "দ্বিতীয়েন তু যঃ পিত্রা সবর্ণায়াং প্রজায়তে। অধরেট ইতি খ্যাতঃ শূদ্রকর্ম্মা স জাতিতঃ॥" "ব্রতহীনা অসংস্কার্য্যাঃ সবর্ণাস্বপি যে সুতাঃ। উৎপাদিতাঃ সবর্ণেন

ব্রাত্যা ইতি বহিস্কৃতা॥" ইত্যাহ। তথা সবর্ণেভ্যঃ সবর্ণাসু জায়ন্তে হি সজাতয়ঃ ইত্যেতদপি যাজ্ঞবল্ক্যবাক্যং মানবৈকবাক্যত্বাৎ বিন্নাস্বেষ বিধিঃ স্মৃত ইতি চোপসংহারাৎ পত্নীবিষয়ম্। এবং ব্যাসঃ। স্বোঢ়া-জাতা সমানাঃ স্যুঃ সঙ্করাঃ স্যুরতোহন্যথা ইত্যাহ। বৌধায়নশ্চৈতান্ ধর্ম্ম্যান্ বিবাহানাহুরেতৈঃ সংস্কৃতাস্বুৎপন্না স্তজ্জাতীয়া ভবন্তি ন ত্বন্য ইত্যাহ। বৃহস্পতিশ্চ প্রাতিলোম্যেন সম্ভূতা নিয়োগেন বিনা চ যে। সাবিত্রীপতিতা জাতা স্তয়ঃ সঙ্করজাতয় ইত্যাহ। অন্যে তু সত্যকামো জাবালো জাবালাং মাতরং আমন্ত্রয়াঞ্চক্রে ভবতি ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ বৎস্যামি কিং গোত্রোঽহমস্মীতি, সা হৈনমুবাচ নাহমেতদ্বেদ যদ্গোত্রস্ত্বমসি, তাত বহ্বহং চরন্তী পরিচারিণী যৌবনে ত্বামলভে। সাহমেতন্ন বেদ যদ্গোত্রস্ত্বমসি। জাবালাতুনামাঽহমস্মি সত্যকামনামাত্বমসি। স সত্যকাম এব জাবালো ব্রবীথা ইতি। সহহারিদ্রুমং তং গৌতম মেত্যোবাচ ব্রহ্মচর্য্যং বৈ ভগবতি বৎস্যাম্যুপেয়াং ভগবন্তমিতি। তং হো বাচ কিংগোত্রো নু সোম্যোঽসীতি। স হোবাচ নাহমেতদ্বেদ ভো যদ্গোত্রোঽহমস্মি, অপৃচ্ছং মাতরং, সা মাং প্রত্যব্রবীৎ বহ্বং চরন্তী পরিচারিণী যৌবনে ত্বাং অলভে, সাহমেতন্ন বেদ যদ্গোত্রস্ত্বমসি। জাবালাতুনামাহমস্মি সত্যকামো নাম ত্বমসি, সোঽহং সত্যকামো জাবালোঽস্মি ভো ইতি, তং হোবাচ নৈতদব্রাহ্মণো বিবক্তুমর্হতি সমিধং সৌম্যাহর উত ত্বা নেষ্য ইতি জাবালশ্রুতিদর্শনাৎ কুণ্ডগোল-কয়োশ্চ শ্রাদ্ধপ্রতিষেধদর্শনাচ্চৈষাং অন্যাপি পিতৃজাতীয়ত্বমিতি। তচ্চাপরেণ সহ তেনাঽহমেতদ্বেদেতি মাতুর্নিশ্চয়াভাবাৎ নৈতদব্রাহ্মণো বিবক্তুমর্হতি পিতৃতোঽপি তস্যোৎপত্তিসম্ভবাৎ। তদভিপ্রায় মেতৎ স্যাৎ যত্তু কুণ্ডগোলকয়োঃ শ্রাদ্ধনিষেধদর্শনং তদুক্তশ্রুতিভ্রমেণ ব্রহ্মণ্যা-শঙ্কায়াঃ পরিহারার্থং স্যান্নতু স্বভ্রষ্টব্রহ্মণ্যজনকম্। ৫।

মেধাতিথি ও কুল্লূকের আদর্শভূত গোবিন্দরাজও তুল্যাসু ও

অক্ষতযোনিষু পদ দুইটীকে পত্নীষু পদের বিশেষণ করিয়াছেন। মেধাতিথি ও কুল্লূক ইহার অনাবশ্যকতা বুঝিয়া অনেক প্রগল্‌ভতা করিয়াছেন, কিন্তু গোবিন্দরাজ এই বিশেষণের অনাবশ্যকতা,উপলব্ধিই করিতে পারেন নাই। ফল, এ দুটী যে বিশেষণ পদ নয়, দুইটী স্বতন্ত্র বাক্যার্থ সিদ্ধির নিমিত্ত প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা এই ব্যাখ্যাকারদের কেহও দেখেন নাই। যাহা হউক, তাঁহাদের কৃত ঐ রূপ অর্থ যদি স্বীকার করা যায় 'তুল্যাসু', ও 'অক্ষত যোনিষু' পদদ্বয়কে যদি পত্নীষু পদের বিশেষণ করা যায়, তাহা হইলে অপত্নীভূতা সবর্ণাতে, অক্ষতযোনি সবর্ণাতে, অপত্নীভূতা অনুলোমাতে এবং অক্ষতযোনি অনুলোমাতে উৎপাদিত সন্তানেরা কোন্ বর্ণীয় হইবে তাহার নির্ণয় করা হয় না। অথচ পত্নী ক্ষতযোনি হইলে পর তদুৎপন্ন পুত্র আর সবর্ণ হইতে পারে না, এই দোষ হইতেছে। ইহা আমরা সবিস্তর পূর্ব্বে দেখাইয়াছি, কিন্তু গোবিন্দরাজের ভ্রমপ্রদর্শনার্থ—আমাদিগকে কোন কোন কথার পুনরুল্লেখ করিতে হইতেছে। ইহাতে পাঠকের নিঃসংশয়ে বুঝিবার পক্ষে সুবিধাই হইবে।

গোবিন্দরাজ তুল্যাসু পদের অর্থে সমানজাতীয়াসু লিখিয়াছেন, কিন্তু দ্বিজকন্যারা ত দ্বিজকন্যাত্বপুরস্কারে সকলেই সমানজাতীয়া; পরন্তু বিবাহজন্যও তাঁহারা সকলেই পতির সমানজাতীয়া হন। তবে 'সমানজাতীয়াসু' অর্থ প্রয়োগ করিয়া সমান বর্ণে জাতা পত্নী মাত্রের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন কেন? দ্বিতীয় জন্মে যে দ্বিজকন্যারা পতির সমানজাতীয়া হয় তাহা কি তাঁহার স্মরণ হয় নাই? তবে অনুলোমবর্ণীয়া যে দুহিতারা বিবাহে পতির সমান জাতীয়া হয় তাহাদের বিষয় দৃষ্টান্ত মধ্যে উল্লেখ না করিলেন কেন? 'তুল্যাসু' অর্থ 'সমানজাতীয়াসু' লিখিয়াও সমানবর্ণজাতা পত্নী মাত্রকে বুঝিয়া তাদৃশ দৃষ্টান্ত দেওয়াতে শেষে 'আনুলোম্যেন' পদের অর্থ সংলগ্ন করিতে পারেন

নাই। তাই গোবিন্দরাজ লিখিলেন আনুলোম্য পদের অর্থ অনুক্রম, এবং সেই অনুক্রমের দৃষ্টান্ত দিলেন যেমন ব্রাহ্মণ পত্নীভূতা ব্রাহ্মণীতে, ক্ষত্রিয় পত্নীভূতা ক্ষত্রিয়াতে ইত্যাদি প্রকার ক্রমে। এখন আমাদের প্রথম জিজ্ঞাস্য এই যে ব্রাহ্মণ পত্নীভূতা ব্রাহ্মণীতে ইহার অর্থ কি? ব্রাহ্মণবর্ণীয় পুরুষ যে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জাতি হইতে পত্নীদ্বয় লইয়াছেন তাহারা কি যথাশাস্ত্র পরিণীতা ও পত্নীভূতা ব্রাহ্মণী নয়? তাহারা কি সগোত্রা ও সবর্ণা হয় না? যদি বলেন তাহারা পরিণীতা ও পত্নী হইলেও সগোত্রা ও সবর্ণা হন না, ভিন্ন গোত্রা ও ভিন্ন বর্ণাই থাকেন তবে তাঁহারা নিতান্ত ভ্রান্ত; ইহার কারণ প্রথমাধ্যায়ে অবলোকন করুন। দ্বিতীয় জিজ্ঞাস্য এই যে "ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীতে, ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়াতে" ইত্যাদি ক্রম বলাতে কিরূপ ক্রম প্রকাশ হইল? এখানে টীকাকার ত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ইত্যাদির নাম করিয়া উক্তির ক্রম প্রকাশ করিয়াছেন? সূত্রস্থ 'আনুলোম্যেন' পদে কি তাহাকেই বুঝাইতেছে? আনুলোম্যেন এই পদের সহিত সূত্রস্থ কোন পদের সংবন্ধ 'সম্ভূতা' 'তুল্যাসু,' অথবা 'পত্নীষু' পদের সহিত ইহার সম্বন্ধ বলিবেন? পত্নীষু পদের সহিত সম্বন্ধ বলিলে তদনুসারে এই অর্থ হইতে পারে যে শাস্ত্রে যে অনুলোম বিবাহের বিধান আছে অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদি বর্ণের যে অগ্রে স্ববর্ণজাতাকে বিবাহ করিয়া পশ্চাৎ অনন্তর জাতাদিগকে ক্রমে বিবাহ করিবার বিধি আছে সেই ক্রম-বিবাহ-বিধানানুসারে ঊঢ়া স্ববর্ণাতে ও তাহার পর পরবর্ত্তি-বর্ণজাতা-পত্নীতে যে পুত্রেরা জন্মে, যেমন ব্রাহ্মণের ১প্রথমোঢ়া ব্রাহ্মণবর্ণজাতা স্ত্রীতে, ২ তৎপরে পরিণীতা ক্ষত্রিয়বর্ণজাতা ৩ তাহারও পরে পরিণীতা বৈশ্যবর্ণজাতা স্ত্রীতে এবং ৪ সকলের শেষে শূদ্রবর্ণজাতা স্ত্রীতে যে পুত্রেরা জন্মে, ব্রাহ্মণের আনুলোম্যে পত্নীতে জাত পুত্রগণ বলিলে ক্রমে পরিণীত এই চারি বর্ণীয়া স্ত্রীতে জাত

পুত্রকেই বুঝায়; কিন্তু ঐ পুত্রগণের মধ্যে যাহারা সমানজাতীয়া স্ত্রীতে অর্থাৎ দ্বিজ বা আর্য্যজাতীয়া স্ত্রীতে জন্মিয়াছে, ইহা বলিলে, শূদ্রাজাত পুত্র ভিন্ন আনুলোম্যে জাত পূর্ব্বোক্ত তিন পুত্রকেই বুঝায়। কারণ পূর্ব্বোক্ত তিন বর্ণীয়া স্ত্রী দ্বিজাতি বা আর্য্যজাতির কন্যাত্ব হেতুক সমানজাতীয়া হইয়াছে; বিবাহহেতুকও উহারা সকলে পতির সমানবর্ণা হইয়া পতির সমানজাতীয়া পত্নী হইয়াছে। অতএব ব্রাহ্মণের তুল্য পত্নী বলিলে ঐ তিন পত্নীকেই বুঝায়। সুতরাং ব্রাহ্মণের সবর্ণজাতা পত্নীতে যেমন তেমনই অনুলোমবর্ণজাতা পত্নীতে জাত পুত্রেরাও ঐ ব্রাহ্মণের সবর্ণ পুত্র হয়। এই রূপ ক্ষত্রিয় বর্ণের পতি হইতে সবর্ণজাতা ও অনুলোমবর্ণজাতা পত্নীতে যাহারা জন্মে তাহারাও ক্ষত্রিয়ের সবর্ণ হয়। ইহাদের মাতাপিতা সবর্ণ বলিয়াই ইহারা সবর্ণ। এইরূপে ভার্য্যাভাবে গৃহীতা অক্ষতযোনিতে জাত পুত্রেরাও পুত্রত্বে গৃহীত হইলে উৎপাদকের সবর্ণ কিন্তু অপসদ হয়। স্বপত্নীতে পর কর্ত্তৃক নিয়োগানুসারে জাতপুত্রও সবর্ণ কিন্তু অপসদ হয়। কিন্তু যাহারা পত্নীভূতা নয়, তাদৃশ স্ত্রীতে অর্থাৎ পরস্ত্রীতে বা শূদ্রাতে অবিধি পূর্ব্বক উৎপাদিত পুত্রেরা পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্লোকানুসারে মাতৃবর্ণের অপসদ হয়। প্রতিলোমাতে উৎপাদিত পুত্রেরা উৎপাদক বর্ণের অপসদ হয়। শূদ্রা স্ত্রীরা উচ্চবর্ণের সহিত বিবাহেও অপরিণেয়ত্ব হেতুক নিষিদ্ধা হওয়ায় পত্নী বা পতির সবর্ণা হয় না। সুতরাং তাহারা অনুলোমা হইলেও তুল্যা নয়, এজন্য কোনও দ্বিজের শূদ্রা স্ত্রীতে জাত পুত্র পিতার সবর্ণ হয় না। তাহারা নিষণ্ণ হইয়া মাতৃবর্ণ ও অপসদ হয়, কিন্তু শূদ্রের ঊঢ়া শূদ্রা স্ত্রীতে জাত পুত্র শূদ্র হইয়া সবর্ণ হয় অতএব মনুর "সর্ব্ববর্ণেষু তুল্যাসু পত্নীষ্বক্ষতযোনিষু। আনুলোম্যেন সম্ভূতা জাত্যা জ্ঞেয়াস্তএব তে॥"

এই সূত্রে স্ত্রীগণে জাতেরা স্ত্রীবর্ণই হয় ইহা উক্ত হইলেও যে স্থানে

স্ত্রীরা পত্নী হইয়া বা পত্নী না হইয়াও সবর্ণা হয়, সে স্থানে তদুৎপন্ন পুত্রেরাও স্ত্রীবর্ণ হইয়াও সবর্ণ হয়, তবে পত্নীজাতেরা সন্তানবর্দ্ধন হয়. অপত্নীজাতেরা অপসদ হয় এই বিশেষ। অক্ষতযোনি স্ত্রীতে অগ্রে পুত্র উৎপাদন করিয়া পশ্চাৎ তাহাকে ভার্য্যাভাবে গ্রহণ করিলেও বা পুত্রমাত্রকে পুত্রত্বে গ্রহণ করিলেও ঐ পুত্রেরা সবর্ণের অপসদ হয়। যে স্ত্রী অনুলোমজা হইয়া বিবাহে পতির বর্ণ পাইয়াছে সেই স্ত্রীতে নিয়োগানুসারে উৎপাদিত হইলে ঐ পুত্র ঐ স্ত্রীর বর্ণ হইয়া তাহার পতির বর্ণ হয়, কিন্তু অনিয়োগে মাতার পিতৃবর্ণ হয়, এই বিশেষ। সেই জন্যেই আবার বলিয়াছেন—

"স্ত্রীষনন্তরজাতাসু দ্বিজৈরুৎপাদিতান্ সুতান্
সদৃশানেব তানাহু র্মাতৃদোষবিগর্হিতান্॥"

এখানে আর পত্নীষু বলেন নাই; অনন্তর-জাতাসু বলিয়াছেন এবং সবর্ণজ স্ত্রীমাত্র বুঝাইতে 'স্ত্রীষু' বলিয়াছেন। অতএব এখানে সবর্ণাপসদ, অনুলোমাপসদ ও প্রতিলোমাপসদ সকলপ্রকার অবৈধ পুত্রকে নিন্দিত বলিয়া উপদেশ দিয়াছেন। এই ব্যাখ্যাকারেরা এই দুই শ্লোকের এই চিরপ্রসিদ্ধ তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারায় অর্থ সংলগ্ন করিতে পারেন নাই। গোবিন্দরাজ যে উদাহরণ দিয়াছেন, ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীতে, ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়াতে, এইরূপ অনুক্রমে যাহারা জন্মিয়াছে, তাহাতে আনুলোম্য শব্দেরই অর্থ অনুক্রম ইহাই বুঝাইতেছে, কিন্তু এই অনুক্রম কাহার সহিত কোন্ সম্বন্ধে তাহা দেখাইয়া দেওয়া আবশ্যক। অনুক্রম শব্দে অবশ্যই পৌর্ব্বাপর্য্য বা উৎকর্ষাপকর্ষ বুঝিতে হইবে। কিন্তু এরূপ বাক্যে কোন্ বিষয় ধরিয়া কাহার সম্বন্ধে সেই পৌর্ব্বাপর্য্য বা উৎকর্ষাপকর্ষ হইবে? পৌর্ব্বাপর্য্য বলিলে কালের বা স্থানের পৌর্ব্বাপর্য্য বুঝায়, কিন্তু সে পৌর্ব্বাপর্য্য কোথায়? একই গৃহে যদি ব্রাহ্মণের তিন বর্ণীয়া তিনটী স্ত্রী থাকে, তবে কি ব্রাহ্মণী অগ্রে

প্রসব না করিলে তাহার পুত্র ব্রাহ্মণ হইতে পারিবে না? যদি অগ্রে ক্ষত্রিয়বর্ণ জাতা বা বৈশ্যবর্ণ জাতা পত্নীর পুত্র হয়, তবে ঐ ক্ষত্রিয়বর্ণ জাতার বা বৈশ্যবর্ণ জাতা পত্নীর পুত্র কোন্ বর্ণ হইবে? আর পরে জন্মিলেই বা কোন বর্ণের হইবে? যদি ব্রাহ্মণের পরিণীতা সবর্ণা ক্রমে পর পর বর্ণীয়া পত্নীকে না ধর এবং নিজ গৃহের পত্নীগণকে না ধর, তবে অবশ্য কোন গ্রামের ব্রাহ্মণীকে অগ্রে প্রসব করিতে হইবে, তাহার পর ক্ষত্রিয়াকে, তাহার পর বৈশ্যাকে পুত্র প্রসব করিতে হইবে। গ্রামমধ্যে এ অনুক্রম না থাকিলে তাহার পিতৃবর্ণ হইতে পারে না! উৎকর্ষাপকর্ষ-জ্ঞানও পদার্থান্তরের সহিত সম্বন্ধেই হয়; সে পদার্থান্তরের প্রতীতিই বা কোথায়? ব্রাহ্মণের সহিত ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়ের সহিত ক্ষত্রিয়ার সাম্যই আছে, উৎকর্ষাপকর্ষ জ্ঞান কোথায়? অতএব গোবিন্দরাজ কুল্লূকাদির কৃত আনুলোম্য পদের এরূপ ব্যাখ্যা বহুল দোষাকর ও অনর্থের প্রতিপাদক। এই সকল দোষ দেখিয়াই পশ্চাদ্বর্ত্তী টীকাকার মেধাতিথি এ কুল্লূক আনুলোম্য পদ লইয়া অনেক গণ্ডগোল করিয়াছেন, কখন বা এ পদটী সমূলে পরিহার করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন, কিন্তু সর্ব্ববিষয়েই ব্যর্থপ্রয়াস হইয়া এবং কোনও ক্রমে সংলগ্ন করিতে না পারিয়া শেষে পরবর্ত্তী শ্লোকে ইহা সংলগ্ন হইবে বলিয়া পরবর্ত্তী শ্লোকে ইহাকে সংযোজিত করিয়া সে শ্লোকটীও নষ্ট ও অসংলগ্ন করিয়াছেন, তথাপি সদ্‌ব্যাখ্যা করেন নাই। এইরূপে জাতিনির্ণায়ক মনুর দুইটী শ্লোকই এই ব্যাখ্যাকারেরা সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করিয়াছেন। তাঁহাদের কৃত অর্থ অবলম্বন করিলে মনুশাস্ত্রদ্বারা বর্ণের বা বর্ণাবলম্ব্য ধর্ম্মের কোনও নির্ণয় হয় না; অথচ মনু তদভিপ্রায়েই ঐ দুইটী শ্লোক বলিয়াছেন! এবং প্রথমাধ্যায়ের শেষে "সমস্ত জাতির বর্ণ ও ধর্ম্ম এই গ্রন্থে কহিয়াছি" বলিয়া অন্যান্য অর্থের সহিত অভিহিত অর্থদ্বয়েরও উল্লেখ করিয়াছেন! তাঁহাদের কৃত অর্থে

যদি বর্ণেরই নির্ণয় না হইল তবে বর্ণধর্ম্ম নির্ণয়ে কি প্রয়োজন? বর্ণ না জানিলে কাহার পিণ্ড কাহার স্কন্ধে আরোপণ করিব? তাই বলি আমাদের প্রদর্শিত অন্যান্য শাস্ত্রের সহিত অবিরুদ্ধ, পরন্তু সর্ব্বশাস্ত্র-সম্মত এবং স্বয়ং মনুবাক্যের সহিত আদ্যোপান্ত পরস্পর সুসংবদ্ধ ও সুসংলগ্ন এই ব্যাখ্যা ভিন্ন যদি অন্য কোনও প্রকার ব্যাখ্যা কেহ দেখা-ইতে পারেন তবে আমরা স্বীকার করিব যে গোবিন্দরাজ, মেধাতিথি ও কুল্লূক মতে যে বর্ত্তমান যাজকেরা, অধ্যাপকেরা ও উপদেশদাতারা চলিতেছেন তাহা অভ্রান্ত, নিষ্কলঙ্ক ও সম্পূর্ণরূপে দ্বেষাদি-দোষ-রহিত, অন্যথা তাহার বিপরীতই মনে করিব।

মনুর "জাত্যা জ্ঞেয়া স্ত এব তে" এস্থলে গোবিন্দরাজ অর্থ করিয়াছেন "তে পিত্রো র্জাতিতজ্জাতীয়া এব" অর্থাৎ মাতার ও পিতার জাতি দ্বারা তজ্জাতীয়ই হয়! এখানে মনে রাখা উচিত যে ভগবান্ মনু এই এক শ্লোকেই সবর্ণজ ও অনুলোমজ প্রত্যেকবিধ পুত্রের সংস্কার নির্ণয়ার্থ বর্ণ-নির্ণয় করিয়াছেন। অতএব এই জাতি শব্দের অর্থ বর্ণ ভিন্ন অন্য কোনও প্রকার পরা বা অপরা জাতি নহে। "পিত্রোর্জাতিঃ" বলিলে মাতা ও পিতার বর্ণ বুঝায়; কিন্তু যাহাদের মতে এই শ্লোকে কেবল সমান বর্ণজাতা পত্নীতে পতি' হইতে উৎপন্ন পুত্রদেরই বর্ণ কথন হইতেছে, অসমানবর্ণ জাতা পত্নীতে পতি হইতে উৎপন্ন পুত্রদের বর্ণ কথন হইতেছে না, সুতরাং পুত্রগণেও উভয়বর্ণ-সংযোগ আশঙ্কা হইতেছে না, তাঁহাদের "পিত্রোঃ" এই দ্বিবচনের পদদ্বারা, "পুত্রেরা মাতাপিতা উভয়ের বর্ণ পাইয়া তাহাদেরই বর্ণ হয়" এই বাক্যে উভয়ের বর্ণপ্রাপ্তি বলার প্রয়োজন কি? যখন ব্রাহ্মণ বর্ণ পুরুষের ব্রাহ্মণবর্ণীয়া পত্নীতে উৎপন্ন পুত্রই ব্রাহ্মণ হয় ইত্যাদি প্রকার বলাই উদ্দেশ্য তখন পিতার অথবা মাতার বর্ণ পাইয়া ব্রাহ্মণ হয় বলিলেই ত কার্য্যসিদ্ধি হইত। বিশেষতঃ মনু যখন পত্নীষু জাতা

স্বজাতীয়াঃ বলিতেছেন, তখন পিতৃবর্ণ ই বা কোন্ বাক্য হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়? অন্যথা বলিতে ইচ্ছা হইলেও মনু যখন বীজেরই প্রাধান্য বলিতেছেন, এবং সর্ব্বভূতপ্রসূতির্হি বীজলক্ষণলক্ষিতা" বলিয়া যেরূপ বীজ সেইরূপই ফল হয় বলিয়াছেন, তখন বীজানুসারি ফল বলিলেই ত হইত—পিতার অনুযায়ী পুত্র বলিলেই ত চলিত, পুনশ্চ বিশেষ এই যে যখন শ্রুতিতেও "আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ" বলিয়া পিতারই পুত্ররূপে জন্ম বলিয়াছেন তখন পিতা যেরূপ গুণান্বিত পুত্রও সেইরূপ গুণান্বিত হইবেন ইহা বলাইত শাস্ত্রসঙ্গত এবং যুক্তি-সিদ্ধ ছিল এবং তাহাই যখন সনাতন ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে তখন তাহাই ত বলা ভাল। তবে পুত্রে মাতাপিতার বর্ণ মিশ্রিত হইয়া এক নূতন বর্ণের উৎপত্তি হয় এ নূতন কথা কেন বলা হইল? যখন মনু প্রভৃতি ঋষিগণ এপ্রকারে সম্ভব আনন্ত্যদোষাপাত পরি-হারার্থ চারিমাত্র বর্ণই স্বীকার্য্য বলিয়া উপদেশ দিয়াছেন এবং তদনুসারে সর্ব্ববিধ পুত্রগণকে চারিবর্ণেরই অন্তর্নিবিষ্ট করিতে বলিতে-ছেন তখন উক্তরূপে বহুবর্ণ স্বীকার করিয়া বেদ স্মৃতি এবং সনাতন ব্যবহার অমান্য করা কি দোষাবহ নহে? সেই জন্য আমরা বলি যে এরূপ অর্থ শাস্ত্রসঙ্গত নহে।

আর একটী কথা এই, যাঁহাদের মতে সমানবর্ণ ও সমানজাতি এই দুইয়ের অর্থগত কোনও প্রভেদ নাই, যাঁহাদের মতে সমানবর্ণ হইলেই সমানজাতি হইতে হইবে ও সমানজাতি হইলেই সমানবর্ণ হইতে হইবে, তাঁহারা তুল্যাসুশব্দের অর্থে সমানবর্ণাসু স্থলে সমান-জাতিষু পদ প্রয়োগ করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে পতি ও পত্নী এই উভয়ের বর্ণ পুত্রে মিলিত হওয়ায় ঐ পুত্র নূতন বর্ণের হয় এরূপ বলা কি প্রকারে সঙ্গত হইতে পারে? তাঁহাদের এই ব্যাখ্যায় ত সমানজাতীয় পত্নীর ভিন্ন বর্ণতা নাই, তবে দুই বর্ণের মিশ্রণ কি

প্রকারে হইবে? তাঁহাদের ব্যাখ্যা ত সমানজাতীয় অথচ বিভিন্ন বর্ণীয় এরূপ হইতেই পারে না। পরন্তু তাঁহাদের মতে বিভিন্ন বর্ণের পতি হইতে অনুলোমা পত্নীতে পুত্রোৎপত্তির কথাও এ শ্লোকে হইতেছে না। আর সমানজাতীয়া কিন্তু বিভিন্ন বর্ণজাতা অনুলোমা দ্বিজকন্যা যথাশাস্ত্র পরিণীতা হইলে পত্নী হইয়া সমানবর্ণা হয় তাহা ব্যাখ্যাকারেরা স্বীকার করেন তাহা হইলেই বা আর উভয়বর্ণ প্রাপ্তি কি প্রকারে সম্ভবে? অপত্নীভূতা বিভিন্নবর্ণীয়া স্ত্রীতে উৎপন্ন পুত্রদের কথা ও ত তাঁহাদের কাহারও মতে ৫ম ও ৬ষ্ঠ এই দুই শ্লোকের কোনটীতেই হইতেছে না। তবে অনর্থক কেন ব্যাখ্যাতে "পিত্রোঃ" মাতা ও পিতার বোধক এই দ্বিবচনের পদ প্রয়োগ করিলেন? অপত্নীভূতা স্ত্রীতে দ্বিজগণ কর্ত্তৃক যথেচ্ছাচারে উৎপাদিত পুত্রেরা অনন্তর নামে কথিত হওয়ায় জননীর বা জনকের মধ্যে যে নিকৃষ্ট বর্ণের হইবে তাহারই বর্ণ পাইবে এরূপ অর্থ ভগবান্ মনু স্বয়ং প্রকটিত করিলেও মাতা পিতা উভয়ের বর্ণ প্রাপ্তিরূপ অর্থ তাঁহারা কেন করিলেন? তাঁহাদের ব্যাখ্যাতে ত পত্নীজাত সকল পুত্রের এবং পতি-ব্যভিচার জাত অনুলোমজ ও বর্ণ-ব্যভিচারজাত প্রতিলোমজ কোনবিধ পুত্রের বর্ণ নির্ণয় হয় না, কেবল পঞ্চম শ্লোকে ভার্য্যাভর্ত্তৃত্ব সংবন্ধে সংবন্ধদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রদিগের এবং ষষ্ঠ শ্লোকে মূর্দ্ধাভিষিক্ত মাহিষ্য ও করণের বর্ণ নির্ণয় করিতে যত্নমাত্র করিয়াছেন, কিন্তু ব্যাখ্যা করিতে না পারায় কাহারও বর্ণ বা জাতি কিছুরই নির্ণয় হয় নাই। তাঁহাদের ব্যাখ্যানুসারে পৃথিবীতে কোনও জাতি বা বর্ণ নাই। অতএব কেবল মেধাতিথি ও কুল্লূক নয় গোবিন্দরাজ প্রভৃতিও নূতন ব্যাখ্যার অবতারণা করিয়াছেন। পঞ্চম শ্লোকের ব্যাখ্যায় তাঁহাদের মতে সমানবর্ণ-জাতা পত্নী যদি অক্ষত-যোনি থাকিয়া পুত্রোৎপাদন করিতে পারে তবেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়,

বৈশ্য ও শূদ্রের উৎপত্তি হইতে পারে কিন্তু অক্ষতযোনি হইয়া পুত্রপ্রসব অসম্ভব। ষষ্ঠ শ্লোকের ব্যাখ্যাতে তাঁহাদের মতে উৎকৃষ্ট-বর্ণীয় দ্বিজেরা শাস্ত্রানুসারে আনুলোম্য বিবাহে অনন্তরজাতা পত্নীতে যে সকল ঔরস উৎপাদন করেন তাহারা মাতার ব্যভিচারে জাত ও নিন্দিত। ইহাও অসম্ভব। পত্নী পতির অনুগমনে যে পুত্রকে ধারণ করেন সে পুত্র যদি ব্যভিচার জাত হয় তবে সৎপুত্রের সম্ভাবনা কোথায়? আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি তাহা হইলে কোনও যুগে পৃথিবীতে ব্রাহ্মণাদি সদ্ বর্ণের সত্তা প্রমাণ করা যায় না। বাদি-শাস্ত্রকারেরা যখন ভারতীয় মনুষ্যগণকে এই চারি বর্ণেরই মধ্যে কোন এক বর্ণের অন্তর্ভূত অথবা সমাজবহির্ভূত বর্ণ বলিয়াছেন তখন গোবিন্দরাজ প্রভৃতি মনুর ব্যাখ্যাকারেরা সামাজিক কোনও জাতিকে চতুর্ব্বর্ণাতিরিক্ত এক নূতন বর্ণ বলিতে পারেন না। যদি তাহাই সিদ্ধান্ত করিতে হইল, তবে মূর্দ্ধাভিষিক্ত অম্বষ্ঠাদি ও সূত মাগধাদি জাতিরা ভিন্ন জাতীয় হইলেও চারি বর্ণের মধ্যে কোনও বর্ণের অন্ত-র্গত হইবে অথবা সমাজের বাহ্যবর্ণ হইবে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু এই ব্যাখ্যাকারদের মতে ইহারা কোনও বর্ণ নহে। তাঁহাদের মতে মনুসংহিতাতে এমন কোনও বচন নাই যাহাদ্বারা তাহাদের বর্ণনির্ণয় হইতে পারে! কিন্তু বচনানুসারে আমাদের ব্যাখ্যায় সকল প্রকার পুত্রেরই বর্ণ নির্ণয় হইয়াছে।

গোবিন্দরাজ আনুলোম্যেন পদ প্রয়োগের হেতু দর্শাইতেছেন এই যে "সর্ব্ববর্ণেষু তুল্যাসু" ইহা বলাতে যদি কেহ মনে করেন যে সকল বর্ণীয়েরাই বর্ণ হওয়াতে পরস্পর তুল্য যেমন ব্রাহ্মণ ও বর্ণ, শূদ্রও বর্ণ অতএব বর্ণত্ব পুরস্কারে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র তুল্য সেই জন্য সেই আশঙ্কানিবারণার্থ আনুলোম্য পদ গ্রহণ করিয়াছেন। এখানে গোবিন্দরাজ প্রকৃতার্থের কাছাকাছি গিয়াও যাইতে পারেন নাই।

তিনি যদি বলিতেন সকল বর্ণের মধ্যে দ্বিজত্ব রূপে বর্ণত্রয়ের পরস্পর তুল্যতা থাকায় প্রাতিলোম্যনিবারণার্থ আনুলোম্য পদটী প্রয়োগ করিয়াছেন এবং আনুলোম্য থাকিলেও তুল্যতা না থাকায় দ্বিজের নিষিদ্ধ শূদ্রাতে উৎপন্ন পুত্রেরও দ্বিজত্ব নিবারণার্থ 'তুল্যাসু' এই পদ প্রয়োগ করিয়াছেন তাহা হইলেই তাঁহার ব্যাখ্যা সর্ব্বশাস্ত্র-সম্মত ব্যাখ্যা হইত। কিন্তু গোবিন্দরাজ তাহা অনুধাবন না করিয়া বলিলেন "বর্ণত্ব-পুরস্কারে জাতি বলিলে সকল মাতা পিতাকেই এক জাতি বলিতে হয়, জাতিভেদ থাকে না,এবং সৃষ্টত্ব পুরস্কারে জাতি বলিলেত পশু পক্ষী তৃণ লতা মৃত্তিকা জল প্রভৃতি সকলকে এক জাতি বলা যায়, কিন্তু সেরূপ অর্থে জাতি শব্দ প্রয়োগ এখানে উদ্দেশ্য নয়। এখানে জাতি শব্দের অর্থ স্বতন্ত্র। এখানে জাতির লক্ষণ কেবল শাস্ত্রে ও ব্যবহারে যাহাকে জাতি বলিতেছে তাহা জানিবার ও জানাইবার নিমিত্ত; কারণ মনুষ্যে গো অশ্বাদির ন্যায় জাতিভেদের অববোধক আকারাদির কোনও প্রভেদ দৃষ্ট হয় না।" হা ব্রহ্মণ্যদেব, তুমি কোথায়! গোবিন্দ-রাজ গুরুর গুরু, ইনি এ কি কথা বলিলেন! শাস্ত্রে কি অনুপলব্ধ ও অনুপলভ্য অননুসরণীয় কোন বিষয়ের উপদেশ দেন? শাস্ত্রোক্ত বিষয়ের সত্তা কি পৃথিবীতে অনুভূত হইবার যোগ্য নহে? ঋষিরা কি যাহা ইচ্ছা তাহাই বলিয়া গিয়াছেন আর তাহা শাস্ত্র বলিয়া মান্য হইয়াছে। এই জাতি বিষয়ে জাতির উৎপত্তি ও বিভাগ এবং জাতির লক্ষণ বিষয়ে শাস্ত্রকারেরা কি কিছুই বলেন নাই? মনু-বাক্য শ্রবণ ও পশ্চাৎ স্মরণ করিয়া মহর্ষি ভৃগু কি এই মনুসংহিতা বলেন নাই? জাতিবিষয়ে এই মনুরই বাক্য শুনিয়া মহর্ষি ভৃগু প্রভৃতি অপরাপর স্থলে কি বলিয়াছেন তাহাও ইনি অবগত নহেন, অথচ এতাদৃশ মনুশাস্ত্রের ব্যাখ্যায় উদ্যুক্ত। পাঠক মহাশয়েরা বোধ করি প্রথমা-ধ্যায়োক্ত জাতিলক্ষণাদি বিষয় বিস্মৃত হন নাই। আপনারা দেখুন

ইনি কি বলিতেছেন। জাতির মধ্যে কি আবার জাতি নাই, এক গো কিংবা অশ্বও কি দেশাদিভেদে বহু জাতীয় হইতে পারে না, এক দেশীয় অশ্ব কি আবার বর্ণাদি ভেদে বহু জাতীয় হইতে পারে না, এক বর্ণীয় অশ্বাদি আবার বেগশক্ত্যাদি অন্যান্য প্রকার গুণ বা ধর্ম্ম-ভেদে কি বহু জাতীয় হইতে পারে না, এবং ঐ সকল ভিন্ন জাতীয়তা কি লক্ষণ দ্বারা বুঝা যায় না ? বিনা লক্ষণেই কি ইহাদের ভিন্ন জাতিত্ব শাস্ত্রে বা মুখে গুরুপরম্পরায় উপদিষ্ট হইয়া আসিতেছে ? আমরাও তাই বুঝিতেছি ? জাতির বোধক লক্ষণ হইতে পারে না ? জাতি-ব্যাখ্যাকার গোবিন্দরাজ এখানেও একটী ভ্রান্ত ও বড় অসিদ্ধ কথা বলিয়া তাঁহার প্রতি আমাদিগের শ্রদ্ধার হ্রাস করিয়া দিতেছেন। একই মনুষ্য জাতি যে কি জন্য এই ভিন্ন ভিন্ন বর্ণীয় বলিয়া পরিগণিত হইতেছেন এবং শাস্ত্রকারেরা তাঁহাদের জাতিভেদ বিষয়ে কি প্রকার শিক্ষা দিয়াছেন তাহা গোবিন্দরাজ জানিতেন না, তাই তিনি এরূপ কথা বলিয়াছেন এবং বর্ণ লক্ষণও জানিতেন না বলিয়াই এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় অকৃতকার্য্য হইয়াছেন। ব্রাহ্মণবর্ণের লক্ষণে "ব্রাহ্মণবর্ণের পুত্র ব্রাহ্মণবর্ণ" এরূপ কোনও শাস্ত্রে বলেন নাই; ইহা কোনও প্রকারে জাতি লক্ষণ বা বর্ণলক্ষণ হইতে পারে না। কিন্তু এখানে জাতিলক্ষণ বলা উদ্দেশ্য নয়, প্রয়োজনও নাই, কোন্ বর্ণীয় সংস্কারাদি কোন্ কোন্ জাতিজাত পুত্রেরা প্রাপ্ত হইবে তাহাই জানাইবার নিমিত্ত এখানে সংস্কারপ্রাপ্তিযোগ্য বর্ণ দেখাইয়া দিতে-ছেন। জাতি কাহাকে বলে তাহা সকলেই জানেন ইহা ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। তাহার পর যে ব্যক্তি যে বর্ণের সংস্কারাদি পাইবে সে সেই বর্ণীয় কর্ম্ম যদি করে তবে সেই বর্ণ বলিয়া গণ্য হইবে অন্যথা শঙ্কর হইবে বা তদ্বর্ণীয় অপসদ, অথবা জাতি মাত্রে ব্রাহ্মণ বা শূদ্র হইবে। ইহাই সকল শাস্ত্রের সর্ব্বত্র উপদিষ্ট হইয়াছে, ইহার

অন্যথা উপদিষ্ট হয় নাই। যখন ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণীতে জাত পুত্র কর্ম্মানুসারে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য অথবা শূদ্রও হইতে পারে তখন এখানে জাতমাত্রের প্রতি এই বর্ণ কথন যে কেবল সংস্কারাদি জ্ঞাপনের নিমিত্ত তাহার আর কোনও সন্দেহই হইতে পারে না। যদি ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণীতে জাত পুত্র শূদ্র না হইতে পারে তবে গোবিন্দরাজ তাঁহারই উদ্ধৃত—"ব্রতহীনা অসংস্কার্য্যা" ইত্যাদি শ্লোকে কেন বলিতেছেন যে "সবর্ণপতি কর্ত্তৃক সবর্ণা পত্নীতে উৎপাদিত হইলেও যে সকল পুত্র ব্রতহীন হয় তাহারা সংস্কার যোগ্য নয়, তাহারা ব্রাত্য এ জন্য সমাজ হইতে বহিষ্কৃত অর্থাৎ বাহ্য জাতি বা শঙ্কর মধ্যে পরিগণিত।" গোবিন্দরাজ নিজের বাক্যের বিরুদ্ধেই সমস্ত প্রমাণ দিয়াছেন। ইহার পরেই তিনি যে যাজ্ঞবল্ক্য বচন প্রমাণ দিয়াছেন তাহাতে স্পষ্টই বলিতেছেন যে "সবর্ণ হইতে সবর্ণাতে যাহারা জন্মে তাহারা সবর্ণ ই হয়, এই যাজ্ঞবল্ক্য বচন মনুবচনের সহিত এক হওয়ায় এবং যাজ্ঞবল্ক্য ইহা পরিণীতাবিষয়ক ইহা বলিয়া স্ববাক্যের উপসংহার করায় এই শ্লোকটী পত্নীজাত পুত্রদের বর্ণনির্ণয়বিষয়ক।" "পত্নীবিষয়ক" অর্থাৎ পত্নীজাত পুত্রের বর্ণনির্ণয়বিয়বক বলিয়াও গোবিন্দরাজ যে পত্নীগণের সবর্ণতা স্বীকার করেন নাই তাহা তাঁহার এই শ্লোকের "পিত্রোঃ" পদদ্বারা এবং অন্যান্য শ্লোকের ব্যাখ্যায় স্পষ্ট উপলব্ধ হইতেছে। তিনি মনুর এই শ্লোকোক্ত বাক্যের ন্যায় যে যাজ্ঞবল্ক্যোক্ত এই শ্লোকের তাৎপর্য্যও বুঝেন নাই তাহাও স্পষ্ট জানা যাইতেছে। যাজ্ঞবল্ক্য সবর্ণ হইতে "সবর্ণাতে জাত পুত্রেরা সবর্ণ ই হয়" ইহা বলিয়াছেন বটে, কিন্তু বিবাহের পর সকল দ্বিজজাতীয় পত্নীই যে পতির সবর্ণ হয় এই স্মৃতিও তিনি বলিয়াছেন তাহা গোবিন্দরাজের স্মৃতিপথে আসে নাই এবং সবর্ণাসু বলাতে সবর্ণ হইতে স্বপরিণীতা পরপরিণীতা ও অপরিণীতা সবর্ণামাত্রে জাতও যে সবর্ণ হয় তাহাও এই শ্লোকে

মনু বাক্যের সহিত একবাক্যে বলা হইয়াছে তাহাও স্মরণ করেন নাই। সংহিতাকারেরা পত্নীর বিশেষণে সবর্ণজাতা ও অনুলোমজাতা বুঝাইতে কখন কখন সবর্ণা শব্দ ও অনুলোমা শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, বোধ হয় তাহাতেই অনেকের ভ্রম হইয়া থাকে যে পত্নী বিবাহের পরও সবর্ণা হয় না অনুলোমাই থাকে। গোবিন্দরাজের উদ্ধৃত যাজ্ঞবল্ক্য বচনের পূর্ব্ববর্ত্তী দুইটী ও পরবর্ত্তী সার্দ্ধ দুইটী শ্লোক দেখিলেই পাঠকদের সে ভ্রম অপনোদিত হইবে এবং সত্যের সবিশেষ উপলব্ধি করিতে পারিবেন ; এ জন্য আমরা এখানে ঐ কয়টী শ্লোক যথাস্থিত উদ্ধার করিয়া এ স্থলে প্রদর্শন করিতেছি।

সত্যামন্যাং সবর্ণায়াং ধর্ম্মকার্য্যং ন কারয়েৎ।
সবর্ণাসু বিধৌ ধর্ম্মে জ্যেষ্ঠয়া ন বিনেতরাঃ॥
দাহয়িত্বাগ্নিহোত্রেণ স্ত্রিয়ং বৃত্তবতীং পতিঃ।
আহরেদ্বিধিবদ্ দারানগ্নীং শ্চৈবাবিলম্বয়ন্॥
সবর্ণেভ্যঃ সবর্ণাসু জায়ন্তে বৈ সজাতয়ঃ।
অনিন্দ্যেষু বিবাহেষু পুত্রাঃ সন্তানবর্দ্ধনাঃ॥
বিপ্রান্ মূর্দ্ধাভিষিক্তোহি ক্ষত্রিয়ায়াং বিশঃ স্ত্রিয়াঃ।
অম্বষ্ঠঃ শূদ্র্যাং নিষাদো জাতঃ পারশবোহপিবা॥
বৈশ্যাশূদ্র্যোস্তু রাজন্যান্ মাহিষ্যোগ্রৌ সুতৌ স্মৃতৌ।
বৈশ্যাত্তু করণঃ শূদ্র্যাং বিন্নাস্বেষ বিধিঃ স্মৃতঃ॥

সবর্ণা স্ত্রী থাকিতে অন্যকে অর্থাৎ ঊঢ়া শূদ্রাকে ধর্ম্ম কার্য্য যজ্ঞাদি করাইবে না। বহু সবর্ণা স্ত্রী থাকিলে তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠা অর্থাৎ পিতৃবর্ণ ধরিয়া যে জ্যেষ্ঠা হইবে তাহাকে ছাড়িয়া অন্যকে ধর্ম্মকার্য্য করাইবে না। অতএব এই শ্লোকে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যবর্ণজাতা সকল পত্নীকেই সবর্ণা বলিয়াছেন। মনুও এইরূপে ভিন্ন বর্ণ জাতা স্ত্রীদের মধ্যে উচ্চবর্ণ জাতিদিগকে বর্ণজ্যেষ্ঠা বলিয়াছেন। পতি, সাধ্বী স্ত্রী

মরিলে তাহাকে আহিত অগ্নি দ্বারা দাহন করিবে, কিন্তু শীঘ্র দার-পরিগ্রহ ও অগ্নি আহরণ করিবে। এতদ্দ্বারা আবার অন্যান্য শাস্ত্রকার-দিগের সহিত একবাক্যে সাধ্বী পতিব্রতা স্ত্রীর জাতি নির্ব্বিশেষে শ্রেষ্ঠতা সূচিত হইতেছে। সবর্ণা স্ত্রীমাত্রেই জাত পুত্র উৎপাদকের সবর্ণ হয়, কিন্তু ব্রাহ্মাদি অনিন্দিত বিবাহে ঊঢ়া পত্নীতে যে সকল পুত্র জন্মে তাহারা সকলেই পিতার বংশ বৃদ্ধিকর হয়। "পিতার বংশ বৃদ্ধিকর হয়" এ কথা বলাতেও যে বর্ণের পিতা সেই বর্ণের পুত্র তাহারা হয় ইহাই বলা হইয়াছে। অনিন্দ্য বিবাহ জাতেরা সন্তানবর্দ্ধন হয় এ কথা বলাতে অপরিনীতা অপত্নীভূতা সবর্ণাতে জাত পুত্র সবর্ণ হইলেও বংশবৃদ্ধিকর হয় না ইহাই বলা হইয়াছে। অপরিণীতা অসবর্ণাতে জাতেরাও ঐরূপ ইহা সিদ্ধ হইতেছে। এখানে বিবাহে অসবর্ণজাতা পত্নীতে উৎপন্ন পুত্রগণের নাম নির্দ্দেশ করিয়া বলিতেছেন ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়জাতা পত্নীতে মূর্দ্ধাভিষিক্ত ও বৈশ্যবর্ণজাতা পত্নীতে অম্বষ্ঠ। শূদ্রাবিবাহ দ্বিজের পক্ষে নিন্দনীয় হওয়াতে শূদ্রজাতেরা বংশবর্দ্ধন হয় না ইহা সিদ্ধ হইয়া স্বোঢ়া দ্বিজাতে জাত সমুদায় পুত্র বংশবর্দ্ধন ইহা স্থির হইতেছে, শূদ্রা ঊঢ়া হইলেও সংস্কাররহিতা সুতরাং পত্নীত্বরহিতা। অসমান বর্ণা শূদ্রাতে জাত পুত্র "ব্রাহ্মণের পুত্র" বলিয়া পরিচয় দিতে "পার" অর্থাৎ সক্ষম হইলেও পুত্রকার্য্য পিণ্ড-দানাদিতে "শব" অর্থাৎ অশক্ত এ জন্য পারশব নামে হীন জাতি শূদ্রাতে জন্ম হেতুক নিষণ্ণ অর্থাৎ পতিত ও শূদ্র হওয়াতে নিষাদ নামে উক্ত হয়। এইরূপ ক্ষত্রিয় হইতে বৈশ্যবর্ণজাতা পত্নীতে জাত মাহিষ্যও ক্ষত্রিয় পিতার সবর্ণ, কিন্তু শূদ্রাবিবাহ নিন্দনীয় হওয়ায় শূদ্রাতে জাত উগ্র শূদ্র হয় এবং বৈশ্য হইতে শূদ্রাতে জাত করণ নামে পুত্রও শূদ্র হয়। এই সকল শ্লোকের এইরূপ শাস্ত্রসঙ্গত সদর্থ, বোধ হয়, গোবিন্দরাজের জ্ঞান গোচর হয় নাই; অন্যথা তিনি "সবর্ণেভ্যঃ"

ইত্যাদি বচনকে পত্নীবিষয়ক বলিয়াও কি প্রকারে পত্নীর পতি-সবর্ণতা অস্বীকার পূর্ব্বক পত্নীতে পতিজাত পুত্রের সবর্ণতা অস্বীকার করিতে চান এবং কোন্ শাস্ত্র বচন অনুসারেই বা অপরিণীতা ও পরপরিণীতা সবর্ণাতে জাত পুত্রের সবর্ণতা স্বীকার করিতে না চান। যাজ্ঞবল্ক্যীয় "সবর্ণেভ্যঃ সবর্ণাসু" ইত্যাদি শ্লোকে সামান্যতঃ সবর্ণামাত্রের উক্তি হইয়াছে, স্বীয় পত্নী, পরপত্নী বা অনূঢ়া বিশেষ করিয়া কিছুই বলেন নাই। বেদ, মনু, ব্যাস, কাশ্যপাদি ঋষির মতের ও তাৎকালিক ব্যবহারের বিরুদ্ধে পূর্ব্বোক্ত দুই টীকাকারের ন্যায় ও গোবিন্দরাজের ন্যায় এরূপ অসঙ্গত কথা কেহ বলেন নাই। সুতরাং তিনি এরূপ কথা বলাতে স্পষ্টই বোধ হয় যে তিনি মনু সংহিতার ন্যায় অন্যান্য শাস্ত্রেরও তাৎপর্য্য বুঝিতে পারেন নাই।

মনু এই পঞ্চম শ্লোকে যাহা বলিতেছেন তাহার সহিত "উঢ়ায়ান্তু সবর্ণায়ামন্যাং বা কামমুদ্বহেৎ। তস্যামুৎপাদিতঃ পুত্রো ন সবর্ণাৎ প্রহীয়তে॥" ইত্যাদি এবং "বিপ্রবদ্ বিপ্রবিন্নাসু" হইতে "জাতঃ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ততঃ শূদ্রাসু শূদ্রবৎ" এই ব্যাসবাক্যের সহিত সম্পূর্ণ ঐক্য আছে। উভয়েই এক অর্থের প্রতিপাদন করিতেছেন। মহাভারতীয় "ভার্য্যাশ্চতস্রো বিপ্রস্য তিসৃষাত্মাহস্য জায়তে" এই বচন এবং মনুর অপর স্থলের "যথা ত্রয়াণাং বর্ণানাং দ্বয়োরাত্মাহস্য জায়তে। আনন্তর্য্যাৎ স্বযোন্যাঞ্চ" ইত্যাদি উপমাস্থলের বচনান্তরের সহিত ও অপরাপর বহুবচনের সহিতও এই শ্লোকোক্ত বাক্যের একতা আছে। যাজ্ঞবল্ক্যোক্ত যে বচনটী তিনি উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহারও প্রকৃত অর্থ করিয়া দেখাইলাম তাহারও সহিত এই সকল বাক্যের একতা আছে। ফল এমন কোন শাস্ত্রীয় বচন নাই যাহার সহিত এই মনুবাক্যের একতা নাই। না থাকিলেও মনুবচন অমান্য হইবে না প্রত্যুত মনুবাক্যের বিরোধি বলিয়া সেই শাস্ত্রই অমান্য ও অপ্রমাণ হইয়া যাইবে।

গোবিন্দরাজ মেধাতিথি ও কুল্লূক এই সকল তত্ত্বের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া তথাপি যে "স্বোঢ়াজাতাঃ সবর্ণাঃ স্যুঃ-সঙ্করাঃ-স্যুরতোঽন্যথা" মনু প্রভৃতির এবং ব্যাসেরও বিরুদ্ধ এই বচনটীকে প্রকৃত ব্যাস বচন মনে করিয়া এস্থলে মন্বভিপ্রেত অর্থের বিপরীত অর্থ সমর্থনের নিমিত্ত উপস্থাপিত করিয়াছেন তাহা তাঁহার বুঝিবারই ভ্রম বলিতে হইবে। ব্যাস নিয়তই মনুর অনুগামী। যে ব্যাস মনুর "সর্ব্ববর্ণেষু" ইত্যাদি এই দশমাধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোকের সহিত এক বাক্যে "উঢ়ায়াস্তু"ইত্যাদি শ্লোক বলিয়াছেন, সেই ব্যাস সেই মনুর "ব্যভিচারেণ বর্ণানাং" ইত্যাদি বচনের সহিত এক বাক্যে "ব্রাহ্মণ্যাং ক্ষত্র-বৈশ্যাভ্যাং" হইতে "অধমাদুত্তমায়াস্তু জাতঃ শূদ্রাধমঃ স্মৃতঃ" এই পর্য্যন্ত বচনে সঙ্কর ও শূদ্র হইতে জাত চণ্ডাল নামক পুত্রকেই শূদ্রাধম বলিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন। সেই ব্যাসের মতে পরোঢ়ামাত্রে জাত সঙ্কর হইলে তিনি সংহিতায় কখনও এরূপ বলিতেন না। কিন্তু গোবিন্দরাজের উদ্ধৃত ব্যাস বচনে স্বপত্নী ভিন্ন অন্য স্ত্রীতে জাত পুত্র মাত্রেই সঙ্কর হয়। অতএব ঐ ব্যাস কখনই সংহিতাকার ব্যাস নন। এই নূতন ব্যাসের বচন মন্বাদি বচনের বিরুদ্ধে এবং সংহিতাকার ব্যাস বচনেরও বিরুদ্ধ, এজন্য প্রামাণ্য নহে। মনু তাঁহার দশমাধ্যায়ের ষষ্ঠ শ্লোকে অর্থাৎ "সর্ব্ববর্ণেষু" ইত্যাদি শ্লোকের অব্যবহিত পর শ্লোকেই এবং ঐ অধ্যায়েই চতুর্দ্দশ ও চতুর্ব্বিংশ শ্লোকে স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন যে অপত্নীভুতা অনন্তরাতে অর্থাৎ ব্যবহিতাব্যবহিত পরবর্ত্তী ও পূর্ব্ববর্ত্তী বর্ণের স্ত্রীতে জাত পুত্রেরা আনুলোম্যে মাতৃবর্ণ ও প্রাতিলোম্যে পিতৃ বর্ণ হইবে এজন্য তাহারা অনন্তরনামা অর্থাৎ নীচ বর্ণের নামে নামপ্রাপ্ত বলিয়া কথিত হইয়াছে। বিষ্ণু প্রভৃতিও এরূপ স্থলে "অনু-লোমাসু মাতৃবর্ণাঃ প্রতিলোমাস্বার্য্যবিগর্হিতাঃ" বলিয়া প্রতিলোমজ দিগকেই আর্য্য-বিগর্হিত সঙ্কর বর্ণ বলিয়াছেন। নাদণ্ডর "আনু-

লোম্যেন বর্ণানাং যজ্জন্ম স বিধিঃ স্মৃতঃ। প্রাতিলোম্যেন যজ্জন্ম স জ্ঞেয়ো বর্ণসঙ্করঃ॥” এই বাক্যে স্পষ্টরূপে আনুলোম্যে জাতের অসঙ্করতা ও প্রতিলোমজাতের সঙ্করতা অভিহিত করিয়াছেন। এই সকল ও এই প্রকার বহুল প্রবল শাস্ত্র বচনের বিরুদ্ধে একটা জাল ব্যাসবচনের অনুরোধে গোবিন্দরাজ বর্ণ-বিষয়ক সমস্ত মনু-বচনটীর অঙ্গ নষ্ট করিয়াছেন। বর্ণ নির্ণয় না হইলে বর্ণ-ধর্ম্ম-নির্ণয়েও কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না। এজন্য কুল্লূকাদির ব্যাখ্যাতে যেরূপ সেইরূপ তাঁহার ব্যাখ্যাতেও মনুশাস্ত্রখানি আদ্যোপান্ত নষ্ট ও অনর্থক হইয়া যাইতেছে। মন্বাদির মতে যে বর্ণ ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্ণীত হইতেছে মনুর এই ব্যাখ্যাকারদের মতে সেই বর্ণ অপধ্বংসজ, সঙ্কর বা শূদ্রাধম বলিয়া নির্ণীত হইতেছে। ইহাঁদের মতে স্বীয় পত্নীতে স্বয়মুৎপাদিত পুত্রেরাও সঙ্কর হয়। অতএব গোবিন্দরাজ মেধাতিথি ও কুল্লূক মনুসংহিতার কিরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা পাঠকবর্গ সহজেই অনুভব করিতে পারিবেন! গোবিন্দরাজ কুণ্ড-গোলকাদির ব্রাহ্মণত্বের প্রমাণ স্বরূপ শ্রুত্যুক্ত জাবালের উপাখ্যান উদ্ধৃত করিয়া ঐ বচন সাধারণ বচনের ন্যায় খণ্ডন করিয়া বলিতেছেন “কুলটার গর্ভজাত জাবালের উৎপত্তি পিতা হইতে সম্ভাবনা করিয়া গৌতম বংশীয় হারিদ্রুম ঋষি তাঁহার ব্রাহ্মণবর্ণীয় সংস্কার করিয়াছিলেন।” “পিতা হইতে উৎপত্তি সম্ভাবনা করিয়া” এই অনুমান গোবিন্দরাজ কোথায় পাইলেন? ব্রাহ্মণ হইতে উৎপত্তি এই অনুমানই কি ব্রাহ্মণ বর্ণীয় সংস্কারের পক্ষে যথেষ্ট নয়? কোন্ সংহিতাকার সবর্ণ হইতে সবর্ণাতে জাত পুত্রকে সবর্ণ বলেন নাই? অপসদ হইলে কি তাহার সবর্ণ হওয়ার কোনও বাধা থাকে? গোবিন্দরাজ বলেন যে শ্রাদ্ধে নিষিদ্ধ ব্রাহ্মণদের সহিত যে কুণ্ড-গোলকেরও শ্রাদ্ধে নিষেধ দেখা যায় তাহা কেবল পাছে কেহ উক্ত জাবাল উপাখ্যান সম্বন্ধীয়

শ্রুতিদর্শনে এরূপ আশঙ্কা করেন যে ব্রাহ্মণ জাত কুণ্ড-গোলকাদিও ব্রাহ্মণ, এজন্য সেই আশঙ্কা পরিহারার্থ তাঁহাদের ব্রাহ্মণত্ব অসত্বেও ঐ নিষেধ বচন উক্ত হইয়াছে। অতএব ঐ বচন ভ্রষ্ট ব্রহ্মণ্যের ব্রাহ্মণত্ব-সূচক হইতে পারে না। গোবিন্দরাজ জানেন না যে যে ব্যক্তি পুত্রের উৎপাদক হয়, সে ঐ পুত্র-জননীর পরিণেতা না হইলেও সেই উৎপন্ন পুত্রের পিতা হয় কিন্তু স্বৈরিণী জাবালা তাহা জানিত, কিন্তু সঙ্গমকারী বহু পুরুষের মধ্যে কোন্ গোত্রীয় কোন্ পুরুষ হইতে তাহার গর্ভ সঞ্চার হইয়াছিল তাহা স্থির করিতে পারে নাই বলিয়াই পুত্রের গোত্র বলিতে পারে নাই, অন্যথা সে পরিণেতার গোত্র জানিত না এমন নহে। কিন্তু হারিদ্রুম ঋষি ঐ স্বৈরিণীর ও স্বৈরিণীবালকের সত্য-নিষ্ঠা দেখিয়াই তাহাকে ব্রাহ্মণী ও তাহার পুত্রকে ব্রাহ্মণোৎপাদিত স্থির করিয়াছিলেন ও ঐ পুত্রের ব্রাহ্মণ সংস্কার করিয়াছিলেন। যদি ঐ স্বৈরিণীর পুত্র-জন্মকালে কেহ পতি থাকিত ও তাহাকেই পুত্রের জনক বলিয়া জানিত তাহা হইলে সে অবশ্যই তাহার নামেই পুত্রের গোত্রের পরিচয় দিত, পুত্রের নিকট আপনাকে বহুচারিণী বলিয়া পরিচয় দিত না। সে সর্ব্বজন বিদিত এক বেশ্যা ছিল। বেশ্যা বলিয়া পরিচয় দিতে তাহার লজ্জা বোধ হয় নাই। যাহা হউক কুণ্ড গোলকাদিরও যে ব্রাহ্মণত্ব হয় তাহা কেবল মনুকৃত ধর্ম্মশাস্ত্রে নয় অন্যান্য সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্রেও কথিত এবং লৌকিক ব্যবহার দ্বারা প্রথিত আছে—তাহা আমরা পূর্ব্বে প্রতিপাদন করিয়াছি। এবং এখনও সংশয়াপন্নদিগকে বলিতেছি যে তাঁহারা মহাভারতীয় অনুশাসন পর্ব্বের নবতিতম অধ্যায়ে ইহা সবিস্তররূপে দেখিতে পাইবেন। ফল গোবিন্দরাজের ব্যাখ্যা যখন মনুর পদানুসারিণী নয় অন্যান্য ঋষিগণ প্রণীত শাস্ত্রানুযায়িনীও নয় এবং প্রসিদ্ধ লৌকিক ব্যবহারের অনুকূল-বর্ত্তিনীও নয় তখন তাঁহার কৃত ব্যাখ্যা সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না।

যাহা হউক গোবিন্দরাজ এইরূপে মনূক্তির বিরুদ্ধ ব্যাখ্যা করিলেও তিনি মূর্দ্ধাভিষিক্ত ও অম্বষ্ঠকে কুল্লূকের ন্যায় সঙ্কীর্ণ জাতি বলেন নাই, অথচ তিনি উহাদিগকে পিতৃজাতীয় অর্থাৎ ব্রাহ্মণবর্ণীয়ও বলেন নাই। তিনি বলিয়াছেন যখন যাজ্ঞবল্ক্যাদি উহাদিগের মূর্দ্ধাভিষিক্তাদি ভিন্ন নাম দিয়াছেন, ব্রাহ্মণ বলেন নাই, এবং যখন (জাল) উশনা উহাদের বৃত্তি হস্তী অশ্ব রথ চালনাদি ও অস্ত্রধারণাদি নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন তখন উহারা কখনই ব্রাহ্মণ জাতীয় নহে। আমরা এই ভ্রান্ত বাক্যের খণ্ডন পূর্ব্বেই করিয়াছি, দেখাইয়াছি যে সমাজ রক্ষার্থ ঐ তিন জাতীয় লোকেরাই ব্রাহ্মণ বর্ণ। তথাপি ইহাদের সবিশেষ পরিচয় চতুর্থ অধ্যায়ে দিব। এখানে পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

মনু একস্থলে ব্রাহ্মণের শূদ্রাপুত্রকে নিষাদ ও পারশব শব্দে নির্দ্দেশ করিয়াছেন (যাজ্ঞবল্ক্যও তাহা করিয়াছেন দেখাইয়াছি) এই দেখিয়া গোবিন্দরাজ মনুকর্তৃক ঐ নিষাদেরই পারশব এই সংজ্ঞান্তর কল্পনা হইয়াছে এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া মনুর ঐ বাক্যকে অশাস্ত্রীয় বলিয়াছেন। কিন্তু তাহা গোবিন্দরাজের ভ্রম বলিতে হইবে, মনুর ভ্রম নহে। কারণ নিষাদ বা পারশবেরা ব্রাহ্মণ কর্তৃক শূদ্রাতে উৎপাদিত পুত্র। উহারা শূদ্রাজাত এজন্য নিষাদ অর্থাৎ পতিত এবং ব্রাহ্মণ পুত্র বলিয়া পরিচয় দিতে পার অর্থাৎ ক্ষম হইলেও পুত্রকার্য্য পিতার সংবন্ধে করিতে অক্ষম এজন্যশবতুল্য এই অর্থে পারশব নামে কথিত হয়। বিশেষ এই যে নিষাদ বা পারশব ভার্য্যাত্বে গৃহীতা স্বকীয়া শূদ্রা স্ত্রীতে জাত হইলে তদপেক্ষা পরকীয়া শূদ্রাতে জাত নিষাদ বা পারশব অধিক দূষিত, কিন্তু মনুমতে ইহারা প্রতিলোমজ বা সঙ্কীর্ণ জাতি নহে যে হেতু অনুলোমাতে জাত। মনু কেবল দ্ব্যন্তরাজাতের উদাহরণ দিতে উহাদের উল্লেখ করিয়াছেন; তুল্যাতুল্যত্ব দেখাইবার নিমিত্ত নহে। দ্ব্যন্তরাজাতত্ব সংবন্ধে উভয়েই সমান, এই জন্যই "নিষাদঃ শূদ্রকন্যায়াং যঃ পারশব উচ্যতে" বলিয়া-

ছেন। গোবিন্দরাজ যদি কোন কোনও গ্রন্থের অনুসরণে নিষাদকেও পারশব না বলেন তবে 'যঃ' এই পদের পর একটী "ঊঢ়ায়াং" পদ উহ্য করিয়া ব্যাখ্যা করিতে পারিতেন। যাহা হউক এই মনু বাক্যের তাৎপর্য্য বুঝিলে বোধ হয় তিনি অষ্টম শ্লোকের ব্যাখ্যাতে মনুকে ভ্রান্ত বলিতেন না। না বুঝিয়া ভগবান্‌কে এরূপ ভ্রান্ত বলা ভ্রান্তগণেরই কার্য্য। 'মনু অশাস্ত্রীয় বলিয়াছেন, এরূপ উক্তিও তাঁহার অসীম প্রগল্‌ভতাসূচক মাত্র। যাঁহার উক্তিই শাস্ত্র তাঁহার বচন অশাস্ত্রীয় এ কি কম আস্পর্দ্ধার কথা! এই জন্যই বলি বৈদ্যবিদ্বেষী ব্রাহ্মণবিদ্বেষী এই সকল লোকে ও অধর্ম্মী নাস্তিকে প্রভেদ নাই।

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য "সবর্ণেভ্যঃ সবর্ণাসু" ইত্যাদি শ্লোকার্দ্ধে সমানবর্ণ হইতে স্বকীয় পরকীয় নির্ব্বিশেষে সমানবর্ণা স্ত্রী মাত্রে সমানবর্ণ পুত্রের উৎপত্তি বলিয়াছেন; সুতরাং বিবাহ জন্য সমানবর্ণ হইয়াছে যে অনন্তর বর্ণজাতা পত্নী তাহাতেও সমানবর্ণীয় পুত্রের উৎপত্তি বলা হইয়াছে। পাছে তাহাতে কাহারও সন্দেহ হয় এজন্য "অনিন্দ্যেষু বিবাহেষু" ইত্যাদি অপরার্দ্ধে অনিন্দ্য সমুদায় বিবাহে জাত পুত্রের উৎকর্ষও নিন্দিত বিবাহে জাত সমুদায় পুত্রের নিকর্ষ বলিলেন। এতদ্দ্বারা শূদ্রা বিবাহ দ্বিজগণের পক্ষে নিন্দিত হওয়াতে ও অনুলোমে বা প্রতিলোমে আসুরাদি বিবাহ বা অজ্ঞান বশত অবৈধ বিবাহ জাত সমুদায় পুত্রের নিন্দিতত্ব সূচিত হইতেছে। এক্ষণে দৃষ্টান্ত দ্বারা অনুলোমে পত্নীজাত ও স্বোঢ়া শূদ্রাজাত অন্তরপ্রভব দ্বিজ পুত্রদিগের নাম নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইবার নিমিত্ত "বিপ্রান্মূর্দ্ধাভিষিক্তোহি" ইত্যাদি শ্লোক বলিলেন। এই পুত্রগণের মধ্যে অনিন্দ্যবিবাহোৎপন্ন পুত্র সকলকে সন্তানবর্দ্ধন বলাতে তাঁহাদের পিতৃবর্ণত্ব এবং নিন্দিত বিবাহোৎপন্ন মাতৃবর্ণীয় পারশব উগ্র ও করণের ভ্রষ্টত্ব সূচিত হইয়াছে। হীনজাতি শূদ্রার বিবাহ উক্ত হইলেও ঐ বিবাহ অমন্ত্রক ও দ্বিজগণের

পক্ষে নিন্দিত; সুতরাং তদুৎপাদক দ্বিজের এবং তদুপন্ন পারশবাদির শূদ্রত্ব ও নিন্দিতত্ব শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। অতএব শূদ্র ভিন্ন অপর তিন বর্ণ হইতে গৃহীত পত্নীর সগোত্রত্ব অর্থাৎ সকুলজাতার ন্যায় সবর্ণত্ব এবং তদুৎপন্ন পুত্রের ও সবর্ণত্ব সিদ্ধান্ত হইয়া যাইতেছে। অতএব ভগবান্ মনু "সর্ব্ববর্ণেষু" বলিয়াও "আনুলোম্যেন তুল্যাসু" বলিয়া যে কার্য্য সিদ্ধ করিয়াছেন, যাজ্ঞবল্ক্য 'সবর্ণেভ্যঃ সবর্ণাসু' বলার পর "অন্দিন্দ্যেষু বিবাহেষু" ও "সন্তান বর্দ্ধনাঃ" বলিয়া সেই কার্য্য সিদ্ধ করিয়াছেন। মনু সর্ব্ববর্ণেষু ইত্যাদি শ্লোকে পত্নীজাত ও অনুলোমে অপত্নীজাত সমুদায় পুত্রের সবর্ণতা নির্ণয় করিয়া, পরবর্ত্তী—'স্ত্রীস্বনন্তর-জাতাসু' ইত্যাদি শ্লোকে অনুলোমে ও প্রতিলোমে অপত্নীজাতের নিন্দিতত্ব বলিয়াছেন। যাজ্ঞবল্ক্য 'সবর্ণেভ্যঃ সবর্ণাসু' ইত্যাদি শ্লোকের পর মূর্দ্ধাভিষিক্ত অম্বষ্ঠ ইত্যাদি সংজ্ঞাগুলি উল্লেখের পর 'বিন্নাস্বেষবিধিঃ স্মৃতঃ" এই বাক্যে ব্রাহ্মণাদির অনুলোম পরিণীতা স্ত্রীতে উৎপন্ন মূর্দ্ধাভিষিক্তাদি জাতিদিগের বিষয়েই এই বিধান ইহা বলাতে, শ্লোকোক্ত পরিণীতা অনন্তর জাত পুত্রে মূর্দ্ধাভিষিক্ত প্রভৃতির সবর্ণতা ইহাই বুঝিতে হইবে। অপরিণীতা অনন্তরাতে জাত হইলে এ বিধান নয় অর্থাৎ ঐ পুত্রেরা পিতৃ সবর্ণতা পাইবে না কিন্তু অনন্তরবর্ণ সমানবর্ণ হইয়া অনন্তরনামা হইবে ইহাই সূচিত হইতেছে। অতএব মনুর ন্যায় যাজ্ঞবল্ক্য ও পারশব উগ্র ও করণ ব্যতীত আর সকল স্বোঢ়াজাত মূর্দ্ধাভিষিক্ত অম্বষ্ঠ প্রভৃতি পুত্রকে পিতৃবর্ণ বলিয়াছেন ইহা সূচিত হইতেছে। ব্রাহ্মণাদির ঊঢ়া ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যা অনুলোমা হইলেও বিবাহের পর সবর্ণা হইয়াছে বলিয়া তিনি তৎপুত্রদিগকে সবর্ণজই বলিয়াছেন অনুলোমজ বলেন নাই। কেন না পুত্রোৎপাদন কালে তাহারা সবর্ণাই ছিল অনুলোমা ছিল না। অতএব অনুলোমে পরোঢ়াতে উৎপন্ন পুত্রদিগকেই অনুলোমজ বলিয়াছেন। এই অনু-

লোমজেরা স্বকীয় জনকের বর্ণ পায় না, জননীর স্বামীর যে বর্ণ তাহা, অথবা জননী স্বামী হইতে অভিন্ন বর্ণ হওয়ায় জননীর সদৃশ বর্ণ পায়, এবং আসুরাদি নিষিদ্ধ বিবাহে উৎপন্ন হওয়াতে আরও নিন্দিত হয়। অতএব যাজ্ঞবল্ক্যের এই বচনে মন্বাদি অন্যান্য শাস্ত্রসঙ্গত এই অর্থেরই প্রতীতি হইতেছে। সুতরাং এই সংক্ষিপ্ত পুস্তকে তাহা সবিস্তর না বলিয়া ইহার পরেই পরোঢ়া প্রতিলোমাজাত প্রধান প্রধান বর্ণসঙ্করের নাম নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইতে "ব্রাহ্মণ্যাং ক্ষত্রিয়াৎ সূতঃ" ইত্যাদি দুইটী শ্লোক বলিয়াছেন। অনন্তর মাহিষ্য নামক অনুলোমজ ক্ষত্রিয় জাতি হইতে করণ নামক 'অনুলোমজ শূদ্রজাতি স্ত্রীতে উৎপন্ন রথকার নামক শূদ্র জাতির উল্লেখ করিয়াছেন। এই রথকার বিমিশ্র বর্ণ দ্বয়ের স্ত্রী ও পুরুষ হইতে জন্মিলেও অনুলোমজ হওয়াতে জন্মে প্রতি-লোমজ সবর্ণ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ইহা জানাইবার নিমিত্ত এই স্থলেই সাধারণত সকল অনুলোমজের উৎকর্ষ ও সকল প্রতিলোমজের নিকর্ষ বলিয়া জাতি কথন উপসংহার করিলেন। এখানেও "আনুলোম্যেন বর্ণানাং যজ্জন্ম স বিধিঃ স্মৃতঃ। প্রতিলোম্যেন যজ্জন্ম স জ্ঞেয়ো বর্ণ-সঙ্করঃ" ইত্যাদি শাস্ত্রের সহিত সঙ্গতরূপেই উক্ত হইয়াছে। অসঙ্গত-রূপে বলা হয় নাই। গোবিন্দরাজেরই মত অসঙ্গত ব্যবহার-বিরুদ্ধ ও অযৌক্তিক এজন্য হেয়।

পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের মতখণ্ডন।

মনু ও যাজ্ঞবল্ক্যের এই সকল বচনের প্রকৃত তাৎপর্য্য এই। কিন্তু ভট্টপল্লি-নিবাসী শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় যেরূপ অনুবাদ করিয়াছেন তাহাতে মূর্দ্ধাভিষিক্ত ও অম্বষ্ঠ যেন ব্রাহ্মণ বর্ণীয় নয় কিন্তু বর্ণসঙ্কর এবং স্বোঢ়া ও পরোঢ়া অনন্তরাতে জাতেরাও যেন সমানরূপে নিন্দ্য এরূপ প্রতীতি হইতেছে। এরূপ ব্যাখ্যা অশাস্ত্রীয় তাহা পূর্ব্বেই

প্রদর্শিত হইয়াছে। তর্করত্ন মহাশয় ৯৫ ও ৯৬ সংখ্যক শ্লোকের যেরূপ অনুবাদ করিয়াছেন তাহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে তিনি মূর্দ্ধাভিষিক্তকে ও অম্বষ্ঠকে ক্ষত্রিয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া ধরিলেও ইহাদিগকে ব্রাহ্মণবর্ণীয় বলেন নাই, অন্যথা ৯৬ সংখ্যক শ্লোকের অনুবাদে "মূর্দ্ধাভিষিক্তত্বাদি হইতে বিপ্রত্বাদি লাভ" ইত্যাদি রূপ অর্থ করিতেন না, এবং "অধরোত্তরম্" এই পদেরও তাদৃশ ব্যাখ্যা করিতেন না। যাহা হউক তাঁহার এই ব্যাখ্যা সমীচীন হয় নাই। যাজ্ঞবল্ক্য পরিণীতাজাত পুত্র সকলের উল্লেখ করিয়া পরবর্ত্তী তিনটী শ্লোকে অপরিণীতা জাতদের কথাই বলিয়াছেন। অতএব অপরিণীতাজাতদের মধ্যেই অনুলোমজেরা সৎ ও প্রতিলোমজেরা অসৎ ইহাই এখানে বুঝিতে হইবে। কারণ পত্নীজাত পুত্রেরা অনিন্দিত ও পিতৃ সবর্ণ ইহা সূচিত হওয়ায় তাহাদিগের কথা ইতিপূর্ব্বেই উপসংহৃত হইয়াছে; এখানে সে কথা উঠিতেই পারে না। "সন্তানবর্দ্ধন" বলিয়া যাহাদের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে তাহাদের সদসত্তা বিষয়ে জিজ্ঞাসাও হয় না। বিশেষত সন্তানবর্দ্ধন রূপে এক শ্রেণীর ঐ সকল পুত্রদিগকে যখন সবর্ণজ ও অনুলোমজ ভেদে তুলনা করিয়া বিচার হইতেছে না, পরন্তু অনুলোমজ ও প্রতিলোমজ মাত্র বলিয়াই তুলনা ও বিচার হইতেছে তখন ইহারা সকলেই পরোঢ়া জাত মাতৃদোষ নিন্দিত রূপে এক শ্রেণীভুক্ত হওয়ায় ইহাদিগেরই বিষয়ে এস্থলে বলা হইতেছে ইহাই বুঝিতে হইবে। এখানে সন্তানবর্দ্ধন অনুলোজকেও যদি সৎ বলিয়া ধরা হইয়াছে এরূপ মনে করা যায়, তবে সবর্ণজদিগকেও কেন সৎ বলিলেন না এরূপ সন্দেহ হয়, ও সে সন্দেহের মীমাংসা পাওয়া যায় না। ফলত তাদৃশ অভিপ্রায় হইলে "সবর্ণজ ও অনুলোমজেরা সৎ ও প্রতিলোমজেরা অসৎ এরূপ বলিতেন। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সবর্ণজের বিষয় গণনার মধ্যেই আনিলেন না এরূপ হইতেই পারে না। তর্করত্ন মহাশয় পত্নীজাত

ও অপত্নীজাত দ্বিবিধ পুত্রের বিভিন্ন বর্ণতা উপলব্ধি করেন নাই। পরপরিণীতা ক্ষত্রিয়াতে ব্রাহ্মণোৎপাদিত পুত্র অনুলোমজ ও সৎ হইলেও মূর্দ্ধাভিষিক্ত নামে ব্রাহ্মণজাতীয় রাজজাতি নয়, প্রত্যুত ক্ষত্রিয় মধ্যেও অধম; এইরূপ পরপরিণীতা বৈশ্যাতে ব্রাহ্মণোৎপাদিত পুত্র অনুলোমজ ও সৎ হইলেও অম্বষ্ঠনামে ব্রাহ্মণ নয়, কিন্তু বৈশ্যবর্ণ মধ্যে অধম। প্রতিলোমজ ক্ষত্রিয় সূতের সহিত ও প্রতিলোমজ বৈশ্য মাগধের সহিত তুলনাতেই ঐ অনুলোমজ ক্ষত্রিয়াধম ও বৈশ্যাধমেরা সৎ, সন্তানবর্দ্ধন পুত্রদিগেব সহিত তুলনায় ইহারা সৎ বা অনিন্দিত নহে, প্রত্যুত নিন্দিত বা অসৎ বলিয়াই কথিত হইয়া থাকে। সেইজন্য তাদৃশ তুলনাতেই মনু বলিয়াছেন "সদৃশানেব তানাহু র্মাতৃদোষবিগর্হিতান্"। ব্রাহ্মণের স্বীয় ও পরকীয় পত্নীজাত ঐ দুই পুত্রকে স্বোঢ়া পরোঢ়া ব্রাহ্মণ দুহিতৃজাত পুত্র হইতে বিশেষ করিয়া করিবার নিমিত্তই মূর্দ্ধাভিষিক্ত ও ও অম্বষ্ঠ নামে দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু তর্করত্ন মহাশয় স্বপত্নীজাত ও পরপত্নীজাত উভয়েরই মূর্দ্ধাভিষিক্ত ও অম্বষ্ঠনাম দেখিয়া উভয়কেই সমান ভাবিয়াছেন, ইহাই তাঁহার ব্যাখ্যার দোষ। তিনি "অধরোত্তরম্" পদের যেরূপ ব্যাখ্যা ও টীপ্পনী দিয়াছেন তাহাতে জন্মমাত্রই যেন বর্ণতার কারণ ইহা প্রতীয়মান হইতেছে, এটী ভ্রম। জন্মে বা জাতিতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য সকলেই সমান; ভৌতিক জন্মে শূদ্রও ইহাদের সমান হইলেও কেবল আধ্যাত্মিক জন্ম না পাওয়াতেই অসমান বা একজাতি বলিয়া কথিত হয়, দ্বিজাতি বলিয়া অভিহিত হয় না। এই দ্বিজজাতীয় লোকেরা ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী বা বর্ণ বলিয়া অভিহিত হইতেছেন, কিন্তু ইহা তাঁহার ব্যাখ্যায় প্রতীত হয় না। ব্রাহ্মণ বা দ্বিজজাতি হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াও ব্রাহ্মণ নির্দ্দিষ্ট ষট্‌কর্ম্মের এক দুই বা ততোধিক প্রধান কর্ম্ম পরিত্যাগ ও বর্ণান্তরের কর্ম্মগ্রহণ হেতুকই যে কেহ

ক্ষত্রিয়, কেহ বৈশ্য ও কেহ শূদ্র হইয়াছেন এই শাস্ত্রার্থ তাঁহার ব্যাখ্যায় প্রতীত হয় না, এবং জন্ম, জ্ঞান ও সদাচার এই তিনটীর উৎকর্ষাপকর্ষ যে যুগপৎ জাতীয় উন্নতি ও অধোগতির কারণ বা বর্ণোৎকর্ষের হেতু তাহা তাঁহার ব্যাখ্যায় প্রতীয়মান হয় না। প্রত্যুত সকল ধর্ম্মশাস্ত্রের বিরুদ্ধে জন্মমাত্রকে তিনি বর্ণের কারণ বলিতেছেন, "তপোবীজ-প্রভাবৈস্তু তে গচ্ছন্তি যুগে যুগে। উৎকর্ষঞ্চাপকর্ষঞ্চ মনুষ্যেষিহ জন্মতঃ॥" এই মনু বাক্যের ও অন্য সমুদায় ধর্ম্মশাস্ত্রের বিরুদ্ধ বলিতেছেন, এবং তাহা দেখিয়াও দেখিতেছেন না। আচার দোষে ব্রাহ্মণ এক জন্মেই চণ্ডালত্ব পাইতে পারে, কারণ অধঃপতন অতি সহজ; আচার দোষ থাকিলে সহস্র জন্মেও কেবল ব্রাহ্মণের পুত্র বলিয়া কেহ ব্রাহ্মণ হয় না। যদি তাহা হইত, তাহা হইলে ত ক্ষত্রিয় বৈশ্যাদি বর্ণের উৎপত্তিই হইতে পারিত না এবং শূদ্র ও বর্ণসঙ্করাদিরও উৎপত্তি হইতে পারিত না। তিনি টিপ্পনীতে একই ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষেত্রের গুণ দোষে জাতির বিভিন্নতা দেখাইয়াছেন, কিন্তু ঐ ব্রাহ্মণের অর্থ কি তাহা দেখান নাই। তাহার ও পুত্রের কর্ম্মদোষে ও কর্ম্মগুণে যে জাতির বিভিন্নতা হয় তাহাও দেখান নাই। কেবল ক্ষেত্রগুণে আম্রাতক হইতে আম্র হয়, ইহা মন্বাদি কোন শাস্ত্রকারই বলেন নাই। তবে ব্রাহ্মণের বীজে নিষাদ্যাদি ক্রমে উত্তরোত্তর উৎকৃষ্ট ক্ষেত্র মাত্রে ব্রাহ্মণ জন্ম কি প্রকারে সম্ভব হয়। কর্ম্মবিহীন হইলেও দুরাচার হইলে যখন ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণীতে জাত পুত্রও ব্রাহ্মণ নয় ইহা শাস্ত্রে পুনঃ পুনঃ কথিত হইয়াছে এবং ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়াতে জাত বৈশ্যাজাত এমন কি শূদ্রাজাত পুত্রেরাও যখন এক জন্মেই তপঃ প্রভাবে ব্রাহ্মণ হইয়াছেন ইহাও শাস্ত্রে পুনঃ পুনঃ দেখা যায়, তখন নিষাদী প্রভৃতি ক্ষেত্র হইতে উত্তরোত্তর উৎকৃষ্ট ক্ষেত্রে জন্ম গ্রহণ মাত্রে কেহ ব্রাহ্মণ হয় এ কথা নিতান্ত শাস্ত্র-বিরুদ্ধ, যুক্তি বিরুদ্ধ, ব্যবহার-বিরুদ্ধ ও মনুষ্য

সাধারণের অগোচর। এতাদৃশ অসিদ্ধ মত জানায় মনুষ্যের কোনও প্রয়োজন সিদ্ধি হয় না। অতএব এতাদৃশ মত সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য। ৺ পূজ্যপাদ ভরত শিরোমণি মহাশয়ের জাত্যুৎকর্ষ বিষয়িণী ব্যাখ্যাও এই কারণে হেয় হইতেছে।

ইতি গোবিন্দ রাজ—পঞ্চানন তর্করত্ন—ভরত শিরোমণি
মত খণ্ডন

স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের মত খণ্ডন।

ভারতবর্ষীয় জাতি বিবরণ সম্পূর্ণরূপে জানিতে হইলে ব্রাহ্মণ জাতিরা এ দেশের কোন স্থলে আসিয়া প্রথম অধিকার করিয়াছিলেন ও মনু কোথায় থাকিয়া ক্রমে রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন, এ দেশের নাম তখন কি ছিল, এবং এখনই বা ইহার নাম ভারতবর্ষ কেন হইল এ সকল জানা আর্য্যমাত্রেরই কর্ত্তব্য এ জন্য যত দূর সংক্ষেপে পারা যায় তাহা এ স্থানেই বলিয়া পশ্চাৎ বক্তব্য বিষয়ে অগ্রসর হইব।

সরস্বতী সিন্ধু ও তাহার পঞ্চ শাখা এই সপ্ত সিন্ধু অর্থাৎ সাতটী নদীর অবস্থান হেতুক তৎসন্নিহিত প্রদেশ মাত্রকে এ দেশের প্রাচীন আর্য্যেরা সপ্তসিন্ধু বা সিন্ধু বলিতেন। এই সিন্ধু শব্দ হইতেই এদেশে এবং এ দেশের অধিবাসিদিগের নাম অনার্য্যেরা ইণ্ড, হিন্দু ও হিন্দুস্তাঁ বলিত *। মুসলমানেরা তাহাদের রাজত্বকালে তদনুসারেই ইহাকে

* যেমন সপ্তাহ মাস প্রভৃতি শব্দের 'স' অক্ষর স্থলে 'হ' করিয়া 'হপ্তাহ' 'মাহ' বলে তদ্রূপ।

হিন্দুস্তাঁ বলিয়া প্রচার করে। তখন হইতে আর্য্যেরা ঐ হিন্দুস্তাঁকে স্বীয়ভাষা অনুসারে হিন্দুস্থান বলিতে আরম্ভ করেন। গ্রীক গ্রন্থকার হিরোডোটাস ঐ দেশকে স্বীয় ভাষার প্রকৃতি অনুসারে বিয়োশিয়া, থেশালিয়া, মেসিডোনিয়া ইত্যাদি নামের ন্যায় ঐ হিন্দু শব্দ হইতে হিণ্ডিয়া বলিয়া স্বগ্রন্থে প্রচার করেন, তদবধি প্রাচীন ইয়ুরোপীয়েরাও ইহাকে হিণ্ডিয়া বলিত, কিন্তু কিছু কাল পরে ইংরাজেরা ইহাদের ভাষার প্রকৃতি অনুসারে হিণ্ডিয়া * স্থানে ইণ্ডিয়া করিয়া লইলেন ও তাঁহাদের এ দেশে আসা অবধি ইণ্ডিয়া বলিয়াই ইহাকে অন্যান্য দেশেও প্রচার করিলেন। এই হিন্দু দেশ প্রাচীন কালে বহু বিস্তৃত না থাকিলেও ইহার সংক্ষেপ ও বিস্তৃতি অনুসারে নামার্থেরও সংক্ষেপ ও বিস্তৃতি হইয়াছে। পুরাণ অনুসারে ইহার নাম পূর্ব্বে নাভিবর্ষ ছিল ও পশ্চাৎ ভরতের নামানুসারে ভারতবর্ষ হইয়াছিল। আমরা অদ্যাপি এ দেশকে ভারতবর্ষ বা হিন্দুস্থান বলি।

মনু ব্রহ্মদিগকে লইয়া প্রথমত এই সপ্তসিন্ধুতেই আসিয়া রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন এবং কালে ইহার নাম ব্রহ্মাবর্ত্ত রাখিয়াছিলেন। ব্রহ্মাবর্ত্ত সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নাম্নী নদীদ্বয়ের মধ্যে পূর্ব্ব পশ্চিমে বিস্তৃত। এই সরস্বতী নদী প্রায় ৭২ দ্রাঘিমাংশে ও ৩৬ অক্ষাংশে গৌরগ্রীব পর্ব্বত হইতে প্রবাহিত হইয়া সিন্ধুনদের সহিত মিলিত হইয়াছে এবং দৃষদ্বতী নদী উত্তর হইতে যমুনার পশ্চিমে প্রবাহিত হইয়া ৭২ দ্রাঘিমাংশে ও ৩১ অক্ষাংশে যমুনার সহিত মিলিত হইয়াছে সুতরাং বর্ত্তমান হিন্দুকুশ হইতে দিল্লির উত্তর পশ্চিমে অম্বালা পর্য্যন্ত ভূভাগ ইহার অন্তর্গত ছিল। পূর্ব্বে সমুদায় ব্রহ্মজাতি ইহাদের

---

* যেমন হম্বল (Humble) হনর (Honur) হোয়ার (Hour) শব্দকে অম্বল, অনার আউয়ার বলিয়া থাকেন।

মধ্যেই বাস করিতেন। অনন্তর কিয়ৎকাল পরে কুরু, মৎস্য, পাঞ্চাল ও শূরসেন প্রভৃতি দেশ সম্বলিত ভুভাগ অধিকার করিয়া তথায় ব্রহ্মর্ষিরা বাস করিতেন ও তজ্জন্য ঐ দেশের নাম ব্রহ্মর্ষিদেশ বলিয়া অভিহিত হইত। এই ব্রহ্মর্ষিদিগের আচার ব্যবহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট হওয়ায় এখন হইতে তাহাই সকলের অনুকরণীয় বলিয়া কথিত হইয়াছিল। তাহার পর আবার কিয়ৎকাল পরে ব্রহ্মদিগের রাজ্য উত্তরে হিমালয় ও দক্ষিণে বিন্ধ্য এবং পূর্ব্ব ও পশ্চিমে সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইল। তখন পশ্চিমে বিনশন, পূর্ব্বে প্রয়াগ, উত্তরে হিমালয় ও দক্ষিণে বিন্ধ্যাচল এই সীমান্তর্ব্বর্ত্তী সমুদায় প্রদেশকে মধ্যদেশ বলিত। তাহার পূর্ব্ব-বর্ত্তী কাশী হইতে বিদেহ রাজ্য পর্য্যন্ত ভূভাগ ও ইহাদিগের অধিকৃত হইয়াছিল। তখন ঐ সকল দেশকে প্রাচ্য দেশ বলিত। অতএব পশ্চিমে ব্রহ্মাবর্ত্ত হইতে পূর্ব্বে কাশী ও বিদেহ রাজ্য পর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং উত্তরে হিমালয় হইতে দক্ষিণে বিন্ধ্য পর্ব্বত পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ সমুদায় ভূভাগকে আর্য্যাবর্ত্ত বলিত। সেই জন্যই প্রাচীনতর মন্বাদি শাস্ত্রে ও অভিধানে বলিয়াছেন "আর্য্যাবর্ত্তঃ পুণ্যভূমির্মধ্যং বিন্ধ্যহিমালয়োঃ।" এই সময়েই মনুসংহিতা বর্ত্তমান আকার প্রাপ্ত হইয়াছে। আর্য্যেরা মনুসংহিতার নিয়মানুসারে ইহারই মধ্যে বাস করিতেন বলিয়া ইহার নাম আর্য্যাবর্ত্ত হইয়াছে। শূদ্রেরা কর্ম্মোপলক্ষে ইহার ভিতরে বা বাহিরে যে কোন দেশে বাস করিতে পারিত। পুরু বংশীয় ভরতের রাজ্যকালে উত্তর সীমায় হিমালয় হইতে দক্ষিণ সীমা সমুদ্র পর্য্যন্ত পূর্ব্ব সীমা কিরাত দেশ ও পশ্চিম সীমা যবন দেশ অর্থাৎ পারস্য ও তুরুস্ক দেশ পর্য্যন্ত ভুভাগ তাঁহার অধীন হয়। ভরতের রাজ্য বলিয়াই এই দেশ তদবধি ভারতবর্ষ বলিয়া কথিত হয়। বর্ষ—অর্থ আধিপত্য বা অধিকার। তখন আর্য্যেরা ও শূদ্রেরা এই সমস্ত দেশে বাস করিতেন। মনুর গ্রন্থকালে আর্য্যেরা সীমা-নির্দ্দিষ্ট আর্য্যাবর্ত্তের বহির্ভাগে

গিয়া বাস করিতেন না; করিলে তাঁহারা আর্য্যবংশোৎপন্নই হউন আর আর্য্যভাষীই হউন তাঁহাদিগকে জাতিভ্রষ্ট ও বর্ণহীন দস্যু বলিয়া পরিগণিত হইতে হইত। কারণ আর্য্যাবর্ত্তকেই পুণ্যভূমি ও যজ্ঞভূমি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু পশ্চাৎ সমস্ত ভারতবর্ষই যজ্ঞভূমি ও পূণ্যভূমি বলিয়া উক্ত হইয়াছে এবং ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণ ইহার অন্তর্গত সমুদায় দেশে বাস করিতে পারিতেন, আমরা তাহার প্রমাণ স্বরূপ এ স্থলে কেবল সার্দ্ধ দুইটী মাত্র বিষ্ণুপুরাণের শ্লোক উদ্ধার করিয়া দেখাইতেছি।

উত্তরং যৎ সমুদ্রস্য হিমাদ্রেশ্চৈব দক্ষিণম্।
বর্ষং তদ্ ভারতং নাম ভারতী যত্র সন্ততিঃ ॥ ১ ॥
পূর্ব্বে কিরাতা যস্যান্তে পশ্চিমে যবনাঃ স্থিতাঃ।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াঃ বৈশ্যাঃ মধ্যে শূদ্রাশ্চ ভাগশঃ ॥ ৮ ॥
ইজ্যাযুদ্ধবাণিজ্যাদ্যৈ বর্ত্তয়ন্তো ব্যবস্থিতাঃ ॥ ৮ ॥

ব্রহ্ম, ব্রহ্মাণ্ড, মৎস্য, মার্কণ্ডেয় প্রভৃতি পুরাণেও অবিকল এই সকল শ্লোক আছে কিন্তু বামণ পুরাণে লিখিত আছে

"পূর্ব্বে কিরাতাঃ যস্যান্তে পশ্চিমে যবনাঃ স্থিতাঃ।
আন্ধ্রা দক্ষিণতো বীর তুরুষ্কাস্ত্বপি চোত্তরে॥
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াঃ বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চান্তর বাসিনঃ॥ ১৩ অধ্যায় ১১।১২

অতএব বামণ পুরাণ কালে বোধ হয় ইহার দক্ষিণ সীমা অন্ধ্র দেশ পর্য্যন্তই ছিল। যাহা হউক বিষ্ণুপুরাণাদি কালে তন্নির্দ্দিষ্ট এই সমগ্র ভারতভূমি পুণ্যভূমি এবং ভারতবাসিরা যজ্ঞশীল ও পুণ্যবান্ বলিয়াও উহাতে কথিত হইয়াছে যথা

তপস্তপ্যন্তি মুনয়ো জুহ্বতে চাত্র যজ্বিনঃ।
দানানি চাত্র দীয়ন্তে পরলোকার্থ মাদরাৎ॥ ২০

পুরুষৈ র্যজ্ঞপুরুষো জম্বুদ্বীপে সদেজ্যতে।
যজ্ঞৈ র্যজ্ঞময়ো বিষ্ণু রন্যদ্বীপেষু চান্যথা ॥ ২১
অত্রাপি ভারতং শ্রেষ্ঠং জম্বুদ্বীপে মহামুনে।
যতো হি কর্ম্মভূরেষা ততোঽন্যা ভোগভুময়ঃ ॥ ২২

অন্যত্র ও "ধন্যাস্ত তে ভারতভূমিভাগে স্বর্গাপবর্গাস্পদমার্গভূতে" ইত্যাদি বলিয়া ভারতবর্ষের পবিত্রতা ও স্বর্গ ও মুক্তির নিমিত্ত যজ্ঞাদি কার্য্যের আধারভূততা প্রতিপাদন করিয়াছেন। এতদ্দ্বারা স্পষ্টই দৃষ্ট হইতেছে যে পূর্ব্বে মনুকালে আর্য্যাবর্ত্ত ছাড়িয়া বাস করা আর্য্যগণের পক্ষে নিষিদ্ধ হইলেও পরে তাহা বিহিত হইয়াছিল। পরন্তু এই সমস্ত ভারতবর্ষ সর্ব্বদা একই রাজা কর্ত্তৃক একই নিয়মে শাসিত হইত এমন নয়। ইহার ভিন্ন ভিন্ন দেশে এখনকার এক এক জেলার তুল্য ভূমিভাগে এক এক রাজা ছিলেন। মনু মত প্রধানত সামান্য হইলেও ভিন্ন ভিন্ন কালের অবস্থা ও ভিন্ন ভিন্ন দেশের প্রকৃতি অনুসারে এবং তন্নিবন্ধন তত্রত্য লোকদিগের ভিন্ন ভিন্ন আচার ব্যবহার ও প্রবৃত্তি অনুসারে সেই রাজ্য তত্তদ্দেশীয় রাজা ও ব্যবস্থাপকগণ কর্ত্তৃক শাসিত হইত। এ কারণ ভিন্ন ভিন্ন দেশের জন্য তদুপযোগী ভিন্ন ভিন্ন সংহিতারও প্রয়োজন হইয়াছিল। ঐ সকল সংহিতা তত্তদ্দেশীয় অমাত্যের সহিত রাজার অভিমতে উপযুক্ত ব্যক্তি দ্বারাই গ্রথিত হইয়াছিল। এই সকল সংহিতায় আচারাদি বিষয়ে মতভেদ থাকিলেও প্রাচীন জাতিদিগের উৎপত্তি, বিভাগ ও বর্ণাদি বিষয়ে কাহারও মতভেদ দৃষ্ট হয় না। তাহার কোন সম্ভাবনাও দৃষ্ট হয় না। কারণ এই সকল প্রাচীন বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন সর্ব্বজ্ঞ মনুর মতই সকলে গ্রহণ করিয়াছিলেন, কেহ স্বতন্ত্র মত প্রকাশ করেন নাই। সুতরাং এ বিষয়ে ভগবান্ মনুর মতই সকলের মত। মনু ব্রাহ্মণের পত্নীতে তদীয় পুত্র

মূর্দ্ধাভিষিক্ত ও অম্বষ্ঠকেও ব্রাহ্মণ বলিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ বলিয়াছিলেন ও রাজধর্ম্ম পৃথক্ বলিয়াছিলেন বলিয়াই মন্বাদি তাহাদিগের স্বতন্ত্র নাম করেন নাই তবে মনু উদাহরণ স্থলে একান্তরাজাত পুত্র কাহাকে বলে তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত ব্রাহ্মণ হইতে অনূঢ়া বৈশ্য কন্যাতে জাত সুতরাং মাতৃদোষ দূষিত যে অম্বষ্ঠ তাহারই উৎপত্তি নাম ও বৃত্তি দেখাইয়া দিয়াছেন। মাতৃ-দোষ-দূষিত বিগর্হিত ঐ অম্বষ্ঠ পুত্রকে দ্বিজাপসদ অর্থাৎ নিকৃষ্ট ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন এবং তাহার জীবিকা শ্রেষ্ঠ অম্বষ্ঠদিগের ন্যায়ই চিকিৎসা বৃত্তি বলিয়াছেন, কেবল তাহাদেরই মধ্যে যে চিকিৎসাগুলি ক্ষুদ্র ও নিকৃষ্ট বলিয়া বিদিত সেই গুলিই ইহাদের জীবিকা হইবে বলিয়াছেন। এ বিষয়ে কথনও কোনও মুনির অন্যথা বলার কোন সম্ভাবনা বা হেতু দৃষ্ট হয় না। এই সকল প্রাচীনতর বিষয়ে বেদার্থ-বক্তা প্রাচীনতম মনু অপেক্ষা কাহারও প্রামাণ্য বলবত্তর হইতে পারে না। মনু যদি মূর্দ্ধাভিষিক্ত ও অম্বষ্ঠকে ব্রাহ্মণ বলিলেন তবে অন্য কোন৩ মুনি তাহাকে অব্রাহ্মণ বলিতে পারেন না। বলিলেও তাহাদিগের বাক্য অবলম্বনশূন্য হওয়ায় অগ্রাহ্য হইয়া যাইত। ফল, এ বিষয়ে মনুর বিরোধে কথন কেহও কোন কথা কহেন নাই, সংহিতাকারেরাও মনুর প্রাধান্য স্বীকার করিয়া তাহারই অনুগমন করিয়াছেন কেবল এক্ষণেই ধর্ম্মজ্ঞান-শূন্য, গুরুনিন্দক, নামধারী, অহম্মুখ ব্রাহ্মণেরাই বৈদ্য-ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব অপলাপ করিয়া আপনাদিগের প্রাধান্য স্থাপনার্থ এই মহানুভব মনুর বাক্যের উপর অসীম প্রগল্‌ভতা প্রদর্শন পূর্ব্বক বাচালতা করিয়া তাঁহারই বচনের বিরুদ্ধে মূর্দ্ধাভিষিক্ত ও অম্বষ্ঠকে অব্রাহ্মণ বলিয়াছেন।

আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে মনু ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের জাতি-রক্ষার্থ জন্মকে কারণ বলেন নাই। উৎকৃষ্ট পিতা মাতা হইতে জন্ম

উৎকৃষ্ট জাতি মাত্র। ভাগ্যক্রমে লব্ধ সেই উৎকৃষ্ট জাতি নষ্ট না করিয়া উহা রাখিতে হইলে জ্ঞানানুশীলন ও জ্ঞানানুযায়ি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হয়। (জ্ঞান অর্থই সত্যমুলক সত্য জ্ঞান ইহা বলা বাহুল্য।) সমুদায় শাস্ত্রকার এক বাক্যে তাহাই বলিয়াছেন। তাঁহাদের সকলেরই মতে বর্ণ সমুদায়ে চারিটী। তন্মধ্যে দ্বিজেরা তিন বর্ণ কিন্তু ছয় জাতি। সুতরাং ঐ ছয় জাতি ঐ তিন বর্ণেরই অন্তর্গত, ইহা বুঝিতে হইবে। এক্ষণে কোন্ বর্ণে কত জাতি আছে এই সুপ্রসিদ্ধ নিত্য ব্যবহারের বিষয় সকল শাস্ত্রকার বিশেষ করিয়া না লিখিলেও মনু, ব্যাস, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ঋষিগণ স্পষ্ট করিয়া লিখিয়াছেন এবং তাহা আমরা দেখাইয়াও আসিয়াছি। ইহাঁরা সকলেই ব্রাহ্মণ মধ্যে তিনটী জাতি, ক্ষত্রিয় বর্ণ মধ্যে দুইটী ও বৈশ্য বর্ণ মধ্যে একটী সমুদায়ে এই ছয়টী দ্বিজজাতি বলিয়াছেন। সুতরাং যেখানে যেখানে ব্রাহ্মণবর্ণের কথা হইয়াছে সেখানে সেখানেই ব্রাহ্মণ, মূর্দ্ধাভিষিক্ত ও অম্বষ্ঠ এই তিন জাতিকেই বুঝিতে হইবে। বিশেষ করিয়া বলিতে হইলেই ইহাঁদের জাতি নাম বলার প্রয়োজন হয়, যথা "ব্রাহ্মণানাং যাজনং, মূর্দ্ধাভিষিক্তানাং সর্ব্বলোকাধিপত্যং দণ্ডনেতৃত্বং সৈনাপত্যঞ্চ, অম্বষ্ঠানাং চিকিৎসিতঞ্চেতি" এই রূপ যাজ্ঞবল্ক্যও জাতি-পরিচয়ার্থ ইহাদের ভিন্ন ভিন্ন নাম নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়াছেন। এই জাতি নামে বিভিন্নতা দেখিয়া অজ্ঞেরা ইহাদিগকে পৃথক্ বর্ণও ভাবে। এই জাতিত্রয়ের মধ্যে এক্ষণে অম্বষ্ঠেরাই "স্বকর্ম্মস্থ" সুতরাং ব্রাহ্মণ বর্ণ মধ্যে এক্ষণে অম্বষ্ঠেরাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই অম্বষ্ঠ জাতিকে ঐ অজ্ঞেরাই ব্রাহ্মণ হইতে পৃথক্ বর্ণ ভাবে। কিন্তু যাহারা আপনাদিগকে শাস্ত্রজ্ঞ ও পণ্ডিত বলিয়া প্রকাশ করে, ব্রাহ্মণ বর্ণ বলিয়া পরিচয় দেয় তাহারা যে তাদৃশ অম্বষ্ঠগণকে বর্ণসঙ্কর এবং বৈশ্য বর্ণেরও অপসদ বলেন

ইহা এই বঙ্গদেশ ব্যতীত আর কুত্রাপি দেখা যায় না। যে বঙ্গদেশে অম্বষ্ঠেরাই মূর্দ্ধাভিষিক্ত ও ব্রহ্মক্ষত্র হইয়া দেশের হর্ত্তা কর্ত্তা ও বিধাতা ছিলেন সেই অম্বষ্ঠ-প্রধান বঙ্গদেশেই অম্বষ্ঠদের এই দুর্দ্দশা কেন? তাঁহাদের রাজত্ব গেল, প্রভুত্ব গেল, সুতরাং রাজকার্য্য-রূপ জীবিকা যাওয়ায় ইহাঁদের ক্ষত্রত্ব গেল, ইহা সত্য বটে, কিন্তু ব্রাহ্মণতেজ ও ক্ষত্রতেজ এই উভয় তেজে তেজস্বী এই ব্রহ্মক্ষত্রদের ব্রাহ্মণত্ব বৃত্তির লোপ হয় নাই, তবে তাঁহাদের ব্রাহ্মণত্বের লোপ কি প্রকারে হইবে? পরন্তু যে অম্বষ্ঠেরা পূর্ব্বাবধি ব্রাহ্মণ কার্য্য করিয়া আসিতেছেন, যাহারা পূর্ব্বাবধি ষঠ্ কর্ম্ম মধ্যে কেবল যাজন স্থলে চিকিৎসা করিয়া ষঠ্ কর্ম্মে নিরত তাঁহাদের বর্ণলোপ কেন হইবে? চিরপ্রভু বৈদ্যগণকে চিরোচিত সম্মান দিতে যাহাদের অনিচ্ছা এবং রাজত্বাপগমেও বৈদ্য গণের তাহা পাইবার ইচ্ছাই কি এই দুই জাতির পরস্পর বিবাদের হেতু নয়? এই বিদ্বেষ হেতু শাস্ত্র সকলকে কলঙ্কিত করা এই ব্রাহ্মণদের কার্য্য নয়? এই বিজাতীয় বিদ্বেষ-বুদ্ধিই কি শেষে মেধাতিথি কুল্লূক প্রভৃতিকে তাদৃশ কলুষিত ব্যাখ্যা সকল লিখিতে প্রবর্ত্তিত করে নাই, আর এই বিদ্বেষবুদ্ধি অথবা সম্পূর্ণরূপ জ্ঞানান্ধতাই কি সদ্ব্যাখ্যা সমস্ত চাপিয়া ঐ দুই তিন খানি ব্যাখ্যাকেই বঙ্গে মুদ্রিত ও প্রচারিত করিতে ব্রাহ্মণদিগকে যত্নবান করে নাই? অদ্যাপি কি এই অজ্ঞেরা বৈদ্যগণকে শূদ্র বলিয়া গালি দিতে উদ্যত হয় না? বিবাদ বিদ্বেষ বশতঃ অশাস্ত্রীয়রূপে যদি এক ব্রাহ্মণ অপর ব্রাহ্মণকে গালি দেন তাহাতেই কি সে ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণ হইবে? যে ব্যক্তিতে ব্রাহ্মণত্বের কোনও লক্ষণ দেখা যায় না, প্রত্যুত যাহাতে শূদ্রত্বহেতু সঙ্করতাই দেখা যায় এতাদৃশ ব্যক্তি কি এইরূপ অপরাধ করিলে মনুর নবম অধ্যায়ে ২৭২ সংখ্যক ব্যবস্থানুসারে আর্য্য রাজার নিকট দণ্ডনীয় হইত না? এবং এক ব্রাহ্মণ অপর ব্রাহ্মণকে এরূপ গালি দিলেও কি ঐ

অধ্যায়ের ২৭৩ সংখ্যক ব্যবস্থানুসারে দণ্ডনীয় হইত না? ৭০০ বৎসর পূর্ব্বে এই বঙ্গে ব্রাহ্মণাদি সকল বর্ণের প্রভু ও শাসনকর্ত্তা কোন্ ব্রাহ্মণ ছিলেন? সেই বৈদ্য-রাজত্বের লোপ হেতুকই আজি ঐ অব্রাহ্মণেরা মনুরই টীকা মধ্যে ঐইরূপ বাক্য লিখিতে সাহস করে নাই? যাহা হউক সে দিন এখন নাই সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। এখন উভয়কেই ম্লেচ্ছের দ্বারে বিচারপ্রার্থী হইয়া দাঁড়াইতে হইতেছে। কিন্তু তাহা বলিয়া আজি জাতি-বিষয়ে বৈদ্য কখনও অন্য জাতির নিকট মীমাংসা চাহিবেন না। বৈদ্য মীমাংসা চান ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য-গণের নিকটে, প্রকৃত ব্রাহ্মণগণের নিকটে। যখন সুদূর প্রাচীন বৈদিক কাল হইতে অম্বষ্ঠেরা ব্রাহ্মণ বলিয়া পূজিত হইয়া আসিতে-ছেন, যখন তাঁহাদের ব্রাহ্মণত্ব-লোপের কোনও হেতু দৃষ্ট হয় না, তখন মেধাতিথি প্রভৃতি বৈদ্যবিদ্বেষীরা তাঁহাদিগকে অহেতুক অশাস্ত্রীয় রূপে অব্রাহ্মণ বলেন কেন? যদি তাঁহাদের ব্যাখ্যাও স্বীকার করা যায়, যদি ব্রাহ্মণ হইতে ব্রাহ্মণীতে উৎপন্নেরা ব্রাহ্মণ হয় তবে অম্বষ্ঠ হইতে অম্বষ্ঠপত্নীতে জন্মমাত্রই অম্বষ্ঠপুত্র ব্রাহ্মণ হয়। অম্বষ্ঠের ব্রাহ্মণত্ব নিবারণ কোন শাস্ত্রানুসারে হয়? যদি অম্বষ্ঠগণের ব্রাহ্মণত্ব লোপের বিশিষ্ঠ কোন কারণ থাকে তবে তাহা যথাশাস্ত্র দেখাইতে হইবে। যদি অম্বষ্ঠদের মধ্যে কেহ জাতিভ্রংশকর অসদাচার করিয়া থাকেন তবে তাহারই বর্ণলোপ হইবে। এক জনের দোষে সমস্ত জাতির বর্ণলোপ হইতে পারে না, এবং সকলের সমান দোষ সত্ত্বেও কেবল এক শ্রেণীর বর্ণলোপ হইতে পারে না। এই সকল সত্য স্থির রাখিয়া তদ্দ্বারা অপর সত্যের নির্ণয় করিতে হইবে। দেশ মধ্যে দুই এক জনের জাতিভ্রংশ সামান্য বৃত্তান্ত, তাহার কোনও নির্ণয় শাস্ত্রে না থাকিতে পারে,. কিন্তু সমাজের শীর্ষস্থানীয় একটী জাতি এককালে বিলুপ্ত হইল, অথচ তাহার প্রমাণ বেদ, স্মৃতি, পুরাণ, ইতিহাস কিছু-

তেই পাওয়া যায় না, জনশ্রুতিতেও পাওয়া যায় না ইহা কখনই হইতে পারে না। বৈদ্য রাজত্ব-লোপের পর, আধুনিক একজন স্মৃতি-সংগ্রহ-কার তাঁহার সংগ্রহের একস্থানে "এবমম্বষ্ঠাদীনামাপি" এই পাঠটী লিখিলেন আর অমনই অম্বষ্ঠ জাতির লোপ হইয়া গেল! প্রত্যক্ষের বিরুদ্ধ এই উন্মত্ত প্রলাপকে প্রমাণ বলিয়া স্থির করা উন্মত্তেরই কার্য্য। বেদাদি শাস্ত্রের অগোচর, প্রত্যক্ষের অগোচর, অনুমানের অগোচর, অশ্রুতপূর্ব্ব এই অসম্ভব কথা সম্ভব এরূপ সিদ্ধান্ত করা মূঢ়ের কর্ম্ম। এই বিষয়েই আমরা এস্থলে বিবেচনা করিব। শাস্ত্রে বলেন যে প্রত্যক্ষ বিষয়ও ইন্দ্রিয়াদির উপঘাতাদি বশতঃ ভ্রান্ত হইতে পারে এজন্য এই শাস্ত্রসিদ্ধ নিত্য প্রত্যক্ষ অভ্রান্ত বিষয়েও আমাদিগকে বঙ্গের পণ্ডিত-গণের বোধনার্থ শাস্ত্রপ্রমাণ দেখাইতে হইল।

প্রায় চারি শত বৎসর অতীত হইল রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য নামে এক জন স্মার্ত্ত পণ্ডিত বাঙ্গালায় প্রাদুর্ভূত হইয়া আর্য্য-কর্ত্তব্য-বিষয়ক সমস্ত স্মৃতি বচনের মীমাংসা করিয়া অষ্টাবিংশতি-তত্ত্ব নামে একখানি স্মৃতি স গ্রহ প্রস্তুত করেন। উহাই এক্ষণে নব্যস্মৃতি নামে বাঙ্গলার পণ্ডিত সমাজে আদৃত হইয়া থাকে। ইনি একজন অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন মহাপুরুষ। বাঙ্গালায় তাৎকালিক সমস্ত স্মার্ত্ত মণ্ডলীর মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠ ছিলেন। বাঙ্গালার যাজক পণ্ডিতগণের অনুরোধেই ইনিই তাঁহাদিগের সুবিধার নিমিত্ত এই গ্রন্থখানি প্রস্তুত করেন। ইঁহার কথায় বাঙ্গলার সকলেই আস্থা করিত এবং বাঙ্গালা ও অন্যান্য দেশের স্মার্ত্ত সমাজেও তাঁহার সুখ্যাতি ছিল। ইনি যে মনুসংহিতার দশমাধ্যায়ের জাতি বিষয়ক শ্লোকগুলি এবং বিষ্ণুপুরাণের বচন গুলি বুঝিয়াছিলেন না এমন নহে; তবে বিদ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া যদি তিনি সত্য গোপন করিয়া মিথ্যাই প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন তাহা হইলে তাঁহার সে নামে কেন না কলঙ্ক অর্পিত হইবে? বাঙ্গালার

পণ্ডিতাগ্রণী ও স্মার্ত্ত-শিরোমণি রঘুনন্দনই যদি এইরূপ কলঙ্কিত হইলেন—যদি এইরূপ কলঙ্কিত হইয়া স্বকীয় পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিলেন তবে তাঁহার মতানুবর্ত্তী কোন্ স্মার্ত্তকে আমরা বিশ্বাস করিতে পারি ? যাহা হউক, ঐ বচন যদি বাস্তবিকই রঘুনন্দনেরই লিখিত হয়, অন্যের প্রক্ষিপ্ত না হয়, তবে রঘুনন্দন সম্মানার্হ হইলেও ইঁহার বিদ্বেষপূর্ণ মিথ্যাবাক্য কোনও প্রকারেই সম্মানার্হ নহে। রঘুনন্দন "ইদানীন্তন ক্ষত্রিয়াণামপি শূদ্রত্বমাহ মনুঃ" এখান হইতে আরম্ভ করিয়া "এবমম্বষ্ঠাদীনামপি" এই পর্য্যন্ত বাক্যে বলিতেছেন যে মনু এক্ষণকার ক্ষত্রিয় ও অম্বষ্ঠাদি সমস্ত দ্বিজাতির শূদ্রত্ব প্রাপ্তি বলিয়াছেন। এই প্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত রঘুনন্দন দেখিলেন যে শাস্ত্রানুসারে তাঁহারা (যাজক ব্রাহ্মণেরা) বাস্তবিকই জাতিহীন। শাস্ত্রানুসারে চলিয়া স্মৃতির ব্যাখ্যা করিলে স্বসম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণত্ব আছে ও অম্বষ্ঠেরা তাঁহাদিগের অপেক্ষা নিকৃষ্ট এ কথা বলা যায় না। এই জন্যই মেধাতিথি কুল্লূকাদি শাস্ত্র পথ ছাড়িয়াছেন, কিন্তু তাহাদিগকে বৈশ্যবর্ণ রাখিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, কারণ তাহাতেও তাহাদের প্রাধান্য থাকে। অম্বষ্ঠ রাজা হওয়াতে মূর্দ্ধাভিষিক্ত ও ব্রহ্মক্ষত্রিয় হইয়াছিল। অন্যান্য মূর্দ্ধাভিষিক্তেরা অদ্যাপি তাহাদিগকে অভিন্ন ভাবিতেছে ও তাহাদিগের সহিত অভিন্ন ভাবেই নানা সম্পর্কে মিলিত আছে। সুতরাং বিষ্ণুপুরাণাদির মধ্যে যে ব্রহ্মক্ষত্রিয়ের লোপ সূচক বচনাবলী সন্নিবেশিত হইয়াছে তদ্দ্বারা ও অম্বষ্ঠের জাতিভ্রংশ সূচিত হয় না কারণ সকল অম্বষ্ঠ মূর্দ্ধাভিষিক্ত বা ব্রহ্মক্ষত্র নহেন। রাজা রাজবংশীয় প্রকৃতি বর্গ, প্রজা পালনার্থ ভূম্যাদি প্রাপ্ত সৈনিকাদি ক্ষত্রকর্ম্মারাই ব্রহ্মক্ষত্র ছিলেন। রাজকার্য্যহীন অথচ বহু শাস্ত্রবিৎ চিকিৎসোপজীবী অম্বষ্ঠও বহুসংখ্যক আছেন। ব্রহ্মক্ষত্র বর্ণচ্যুত বলিতে তাহাদের বর্ণভ্রংশ বুঝায় না। রাজত্ব চ্যুতেরাও চিরকাল বেদাধ্যয়ন ও বহু যাগযজ্ঞাদির

অনুষ্ঠান করিয়া আসিতেছে, ইহারা সকলে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রেও দক্ষ। ইহাদের রাজত্ব লোপ হওয়ায় ক্ষত্রত্ব যাইতে পারে কিন্তু ইহাদিগের ব্রাহ্মণত্ব নাই ইহা শাস্ত্রানুসারে বলা যায় না। কৌশল ক্রমে কতক গুলিকে নিরুপবীত করিয়াও যে বৃহন্নারদীয় পুরাণাদিতে তাহাদিগকে নিরুপবীত ক্ষত্রিয় বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন তাহাও ভাল হয় নাই। মেধাতিথি কুল্লুক প্রভৃতি ইহাদিগকে বৈশ্যাপসদ বলিয়া মনুর ব্যাখ্যা করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহা হইলেও ইহাদের বৈশ্য বর্ণত্ব স্বীকার করা হইল। বৈশ্য বলিয়া স্বীকার করিলেও ইহারা অস্মদাদি পতিত ব্রাহ্মণজাতি হইতে শ্রেষ্ঠ হয়। অতএব স্বসম্প্রদায়কে ব্রাহ্মণ বলিয়া আর সমস্ত জাতিকে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত বলাই শ্রেয়স্কর। এই বিবেচনা করিয়াই তিনি পূর্ব্বোক্ত বাক্যটী স্বীয় গ্রন্থ মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছেন ইহাই প্রতীয়মান হয়। এইরূপে যাঁহারা একদা ব্রাহ্মণ বলিয়া শাস্ত্রে লিখিত হইয়াছে তাহাদিগকেই ইঁহারা কিছুদিন ক্ষত্রিয় বলিয়াছেন, পরে বৈশ্যতার কোনও লক্ষণ ব্যতিরেকে তাহাদিগকে বৈশ্য বলিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহাদের শূদ্রতা প্রতিপাদন করা এই জাতির প্রয়োজন হইতেছে। কিন্তু শাস্ত্রাদি ও ব্যবহার দর্শনে ইহাদিগকে শূদ্র বলিতে পারা যায় না। কোন্ সূত্রে ইহাদিগকে শূদ্র বলা যায়? মেধাতিথি প্রভৃতি যেরূপ মনুর অর্থ বিকৃত করিয়াছেন সেইরূপে এই সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্ম শাস্ত্র মনুর ব্যাখ্যা বিকৃত না করিলে চলিবে না। এই সকল ভাবিয়া মনুর উক্ত কোনও সুদূর প্রাচীন কালের ক্ষত্রিয় বর্ণ মধ্যে কতকগুলি মাত্রের জাতিভ্রংশের প্রমাণ পাইয়া সেই প্রমাণের বলে এবং বিষ্ণুপুরাণে মগধদেশীয় বৃহদ্রথবংশীয় ক্ষত্রিয়ের রাজ্যচ্যুতি লিখিত আছে এই প্রমাণের বলে পৃথিবীর সমস্ত ক্ষত্রিয় জাতির শূদ্রত্ব সিদ্ধান্ত করিলেন। এইরূপ সিদ্ধান্তে ক্ষত্রিয়ের শূদ্রত্ব প্রমাণ হইলে ঐ প্রমাণ বলেই অম্বষ্ঠেরও শূদ্রত্ব হইল ইহা প্রতিপাদন করি-

তেই "ইদানীন্তন ক্ষত্রিয়াণাং শূদ্রত্বমাহ মনুঃ" ইত্যাদি বচন আরম্ভ করিয়া শেষে "এবমম্বষ্ঠাদীনামাপি" এই বচনটী লিখিয়াছেন। হায় রঘুনন্দন, তোমার পবিত্র নামে এ কলঙ্ক কেন অর্পণ করিলে? বাস্তবিকই তুমি 'হয়' কে 'নয়' করিতে পার। আমরা তোমার এই ক্ষমতার কথা কেবল কর্ণে শুনিয়াছিলাম আজি তাহার প্রণালীও দেখিলাম। বঙ্গে পাণ্ডিত্য করা এই প্রকারই বটে। কিন্তু পূজনীয় রঘুনন্দন, তোমার কি মনুসংহিতার "সনকৈস্ত ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ। বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ॥" এই শ্লোকটী পর্য্যন্তই দেখা হইয়াছিল? তাহার পর আর এক পংক্তিও দেখা হয় নাই? "ইমাঃ" এই পদের অর্থ কি "ইদানীন্তন"? মনু "ইমাঃ" এই পদ দ্বারা কোন্ কোন্ ক্ষত্রিয়গণকে লক্ষ্য করিয়াছিলেন তাহা কি তুমি জানিতে না? অথবা তোমার কি তাহা দৃষ্টিগোচর হয় নাই। অথবা জানিয়াও এই সত্য গোপন করিয়া তুমি ভগবান্ মনুকে এই মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়াইতেছ? তুমি কি মনে করিয়াছিলে যে জগতে আর কেহও মনুসংহিতা দেখিতে পাইবে না, বা ইহার অর্থও কেহ বুঝিবে না, তোমার এ দুঃসাহস কি প্রকারে হইল? গোপন করিয়া তুমি ভগবান্ মনুকে এই মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়াইতেছ? তুমি কি মনে করিয়াছিলে, যে জগতে আর কেহও মনু সংহিতা দেখিতে পাইবে না, বা ইহার অর্থও কেহ বুঝিবে না, তোমার এ দুঃসাহস কি প্রকারে হইল? মনু যখন এই শ্লোকের পরেই "ইমাঃ" পদদ্বারা কোন্ কোন্ ক্ষত্রিয়বর্গকে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত বলিতেছেন তাহা সকলের নিকট স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন তখন সে বাক্য গোপন করার চেষ্টা কেন হইল? তাদৃশ নিদারুণ কুল্লূক ভট্ট ও যে এই মনুবচনের টীকায় "ইমাঃ" এই পদের অর্থে 'বক্ষ্যমাণাঃ' লিখিয়া পরশ্লোকোক্ত পুণ্ড্রকাদি দেশবাসী ক্ষত্রিয়দিগেরই অর্থাৎ যাঁহারা তৎকালে আর্য্যাবর্ত্ত

পরিত্যাগ করিয়া পুণ্ড্রকাদি দেশে গিয়া বাস করিতেছিলেন তাহাদিগেরই শূদ্রত্ব হইয়াছে এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মনূক্ত "ইমাঃ" এই সর্ব্বনাম পদের পৌণ্ড্রাদি ব্যতীত অন্য লক্ষ্য না থাকায় তত্তদেশস্থ লুপ্তাচার ক্ষত্রিয় ভিন্ন অন্য দেশীয় ক্ষত্রিয়ের শূদ্রত্ব হইয়াছে এরূপ অর্থ—হইতেই পারে না। মনু যেমন বলিয়াছেন—

পৌণ্ডকাশ্চৌড়দ্রাবিড়াঃ কাম্বোজা যবনাঃ শকাঃ।
পারদাঃ পহ্লবাশ্চীনাঃ কিরাতা দরদাঃ খশাঃ॥
মুখবাহূরুপজ্জানাং যা জাতা জাতযো বহিঃ।
ম্লেচ্ছবাচশ্চার্য্যবাচঃ সর্ব্বে তে দস্যবঃ স্মৃতাঃ॥

এইরূপ মহাভারতে ব্যাসদেবও বলিয়াছেন—

শকা যবন কাম্বোজাস্তাস্তাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং পরিগতা ব্রাহ্মণানামদর্শনাৎ॥
দ্রবিড়াশ্চ কলিঙ্গাশ্চ পুলিঙ্গাশ্চাপ্যুশীনরাঃ।
কোলিসর্পা মাহিষকা স্তাস্তাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ॥

হরিবংশেও লিখিয়াছেন—

শকা যবন কাম্বোজাঃ পারদাঃ পহ্লবা স্তথা।
কোলিসর্পা সমহিষা দার্ব্বাশ্চোলাঃ সকেরলাঃ॥
সর্ব্বেতে ক্ষত্রিয়া স্তাত ধর্ম্মস্তেষাং নিরাকৃতঃ।
বশিষ্ঠ বচনাদ্রাজন্ সগরেণ মহাত্মনা॥

এই সকল বচনে কি রঘুনন্দনকালীন বঙ্গদেশের ক্ষত্রিয়দিগের শূদ্রত্ব বলা হইয়াছে? মনু স্বয়ং কি তৎকালের ঐ ঐ শ্লোকোক্ত দেশস্থিত ক্ষত্রিয়দিগেরই ক্রিয়ালোপ হেতুক শূদ্রত্ব প্রাপ্তি স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই? তিনি কি ইদানীন্তন রঘুনন্দনকালীন বঙ্গীয় ক্ষত্রিয় ও অম্বষ্ঠাদির ভাবী লোপ বলিয়া রাখিয়াছেন? "নিরাকৃত!" প্রভৃতি পদগুলিতে নিষ্ঠাক্ত প্রত্যয় কি ভবিষ্যদর্থে হইয়াছে? এত বড় একটী

দিগ্‌গজ পণ্ডিত এই ক্ত প্রত্যয়গুলি যে অতীতার্থক তাহা কি বুঝিয়াছিলেন না? বর্ত্তমান অর্থেও কচিৎ ক্ত প্রত্যয় হইয়া থাকে, কিন্তু ভবিষ্যদর্থে কোন্ ব্যাকরণে ক্ত প্রত্যয়ের বিধান আছে? পরন্তু ঐ সকল বচন যে সর্ব্বকালবিষয়ক নহে তাহা বিষ্ণুপুরাণের কালে ঐ সকল দেশের পবিত্রতা কথন দ্বারাই জানা যাইতেছে, ইহা পূর্ব্বেই জানাইয়াছি। এই সকল বচন সর্ব্বদেশ-বিষয়ক নহে তাহাও কি তিনি জানিতেন না? যদি মনুর মতে সকল ক্ষত্রিয়ের লোপ হইত তাহা হইলে তিনিই বা কেন সমস্ত পুস্তকে চারিবর্ণের ধর্ম্মবিধান করিলেন এবং দশমাধ্যায়ে এরূপ বলিয়া কেনইবা একাদশ অধ্যায়ে পুনরায় দ্বিজাতিগণের প্রত্যেকের প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিলেন? ফল, এই সকল বচনের সর্ব্বদেশীয় ক্ষত্রিয় বিষয়কত্ব হইলে শ্রুতি স্মৃতি পুরাণাদির সহিত পরস্পর বিরোধ হয়। প্রত্যক্ষ বিষয়ের সহিতও বিরোধ হয়, এবং রঘুনন্দনের স্ববচনের সহিতও বিরোধ হইয়া পড়ে। রঘুনন্দন মনুর ও বিষ্ণুপুরাণের যে বচনের বলে ক্ষত্রিয়াদির শূদ্রত্ব বলিতেছেন তাঁহার উদ্ধৃত সেই মনুবচন ও বিষ্ণুপুরাণের বচন সর্ব্বদেশবিষয়ক বা ইদানীন্তন কাল বিষয়ক নয়। কারণ উভয়েই তত্তদ্দেশ-বিশেষবাসী আচারভ্রষ্ট ক্ষত্রিয়দিগের পাতিত্য বলিয়াছেন, ক্ষত্রিয় মাত্রের পাতিত্য বলেন নাই। পরন্তু, ভগবান্ মনু ঐ স্থানেই আর্য্যাবর্ত্ত-বহির্গত ভ্রষ্টাচার ক্ষত্রিয়দের পাতিত্য বলিয়াই সমুদায় জাতীয়দিগেরই আর্য্যাবর্ত্তের বাহিরে গিয়া বসতি করিলে আচার ভ্রংশ হয় ও আচার ভ্রংশে পাতিত্য হয় ইহা স্পষ্টই বলিয়াছেন। যথা--

মুখবাহূরুপজ্জানাং যে জাতাঃ জাতয়ো বহিঃ।
ম্লেচ্ছরাচশ্চার্য্যবাচঃ সর্ব্বে তে দস্যবঃ স্মৃতাঃ ॥

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য বা শূদ্র ইহাদিগের মধ্যে যাহারা আর্য্যাবর্ত্তের

বহির্ভাগে গিয়া বাস করিতেন, তাহারা ম্লেচ্ছভাষীই হউক আর আর্য্য-ভাষীই হউক,সকলেই দস্যু বলিয়া কথিত হইত। পূর্ব্বপ্রদর্শিত মহাভারত বচনেও রাজা সগর কর্ত্তৃক বশিষ্ঠ-বচনে রক্ষিত ও আর্য্যাবর্ত্ত হইতে নিষ্কাশিত ক্ষত্রিয়সন্তানদিগেরই শূদ্রত্ব হইয়াছিল, ইহাও উক্ত হইয়াছে। অতএব পূর্ব্বোক্ত মনুবচন সকলের সহিত এই শ্লোকের একত্র অর্থ করিলে স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে, মনু তাঁহার কালে কয়েকটী দেশের ক্ষত্রিয়ের জাতিলোপ বিশেষ করিয়া শেষে সামান্যতঃ বলিয়াছিলেন যে, কি ব্রাহ্মণ কি ক্ষত্রিয় কি বৈশ্য কি বা শূদ্র আর্য্যাবর্ত্তের বাহিরে গেলে তাহাদিগকে আর এ চাতুর্ব্বর্ণ্য-সমাজের অন্তর্ভূত বলিয়া ধরা যাইবে না। তাহারা ম্লেচ্ছভাষাই হউক, আর আর্য্যত্বের পরিচায়ক যে আর্য্যভাষা সেই আর্য্যভাষাই হউক, তাহাদিগকে দস্যু বলিয়া জানিতে হইবে। তাহাদিগের সহিত আমাদিগের আচার-ব্যবহার চলিবে না। অতএব আর্য্যাবর্ত্তের বাহিরে গেলে ক্রিয়ালোপ ও বেদবর্জ্জন হেতুক তখন ব্রাহ্মণাদি সকল বর্ণেরই শূদ্রত্ব কথিত হইয়াছিল। রঘুনন্দন দেশের এ বচনগুলি চাপিয়া কেবল সকল দেশীয় সমুদায় অম্বষ্ঠ, সকল ক্ষত্রিয় এবং সকল বৈশ্যের লোপ বলিয়া আনন্দিত হইলেন কেন? যাজক ব্রাহ্মণেরও লোপ বলিলেন না কেন? তিনি কি বিষ্ণুসংহিতার "চাতুর্ব্বর্ণ্যব্যবস্থানং যস্মিন্ দেশে ন বর্ত্ততে। স ম্লেচ্ছদেশো বিজ্ঞেয় আর্য্যাবর্ত্তস্ততঃপরঃ।" এই বচনটী জানিতেন না, এবং চাতুর্ব্বর্ণ্যের অবস্থান যেখানে হয়, সেই দেশই আর্য্যগণের বাসোপযোগী হয়, অন্যথা হয় না, ইহাও জানিতেন না? সেইজন্য এই দেশের দুইটী বর্ণের লোপ বলিতে উদ্যত হইয়াছেন। তিনি কি জানিতেন না যে, ঐ দুই বর্ণের লোপে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব থাকিতে পারে না? তাঁহাদের সময়ের পৌণ্ড্রাদি দেশবাসী ক্ষত্রিয়েরা যদি জাতিচ্যুত হন, তবে তাঁহাদেরও পূর্ব্ব সময়ে বিষ্ণুপুরাণে পৌণ্ড্রাদি-দেশসমন্বিত সমস্ত ভারতবর্ষ

পুণ্যভূমি বলিয়া কেন উক্ত হইবে? মনুসমকালে ব্রাহ্মণাদি অন্য জাতি পুণ্ড্রাদি দেশে ছিলেন না, এজন্য যে ক্ষত্রিয়েরা তখন সেখানে গিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে পতিত বলিয়াছিলেন, কিন্তু পরবর্ত্তী কালে আর্য্যাবর্ত্তের বহির্ভাগে হইলেও কলিঙ্গ, বঙ্গ, উৎকল, মালব, বিদর্ভ, অবন্তী, দ্বারকা, সিন্ধু, কর্ণাট প্রভৃতি দেশবাসীদিগকে কেহও দস্যু বলেন নাই, প্রত্যুত আর্য্যই বলিয়াছেন। অথবা তখন আর্য্যাবর্ত্তই বিস্তৃত হইয়াছিল, বিষ্ণুপুরাণের আর্য্যাবর্ত্তের সীমা নির্দ্দেশে ইহাই প্রতীতি হয়। অতএব পৌণ্ড্রাদি দেশে গেলেই জাতিচ্যুত হয়, ইহা বলা মনুর অভিপ্রেত ছিল না। তখন সেখানে গেলে আচারভ্রষ্ট হইতে হইত বলিয়াই এরূপ বলিয়াছিলেন, ইহা স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে। ফলতঃ আর্য্যাবর্ত্তের অভ্যন্তরবাসী হইলেও যে ক্রিয়ালোপে জাতিলোপ হইয়া থাকে, এবং ক্রিয়াই যে জাতি, তাহা আমরা পুনঃ পুনঃ দেখাইয়াছি, তাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্তও দিয়াছি। অতএব ইদানীন্তন অম্বষ্ঠক্ষত্রিয়াদির ক্রিয়ালোপে জাতিলোপ ইহা বলা যদি রঘুনন্দনের অভিপ্রায় হয়, তবে যাজক ব্রাহ্মণদেরও জাতিলোপ কেন না বলিলেন? ক্রিয়াতে যদি তাঁহারা দৃঢ় ও বলবৎ ছিলেন, তবে এস্থলে বালকের ন্যায় এরূপ লুকাচুরি খেলিলেন কেন? নিজের চক্ষুদুটী বন্ধ করিলে কি সমস্ত জগৎ অন্ধ হয়? স্বজাতিকে চালুনীর ন্যায় শতবৃহচ্ছিদ্র দেখিয়াও ক্ষুদ্রচ্ছিদ্র বা নিশ্ছিদ্র সূচীতুল্য সমাজশ্রেষ্ঠ বৈদ্যকে নিন্দা করিতে ইঁহার কি বিন্দুমাত্রও লজ্জা কি পাপভয় হয় নাই? যদি আচারলোপেও তাঁহাদের ব্রাহ্মণত্ব লোপ না হইল, যদি বেদত্যাগেও তাঁহাদের ব্রাহ্মণত্ব লোপ না হইল, তবে অদ্যাপি বেদবান্ ও বৃত্তস্থিত বৈদ্যগণের ব্রাহ্মণত্ব লোপ কেন হইবে ইহার কারণ কি কেহ দেখাইতে পারেন?

এক্ষণে রঘুনন্দন যে বিষ্ণুপুরাণের বচন অবলম্বন করিয়া ক্ষত্রিয়াদির

লোপ বলিতেছেন, সেই বিষ্ণুপুরাণের বচনটীরও পরীক্ষা করা যাউক এবং তাহার তাৎপর্য্যই বা কি তাহাও দেখা যাউক। বিষ্ণুপুরাণ বলিতেছেন—

"মহানন্দিস্সুতঃ শূদ্রাগর্ভোদ্ভবোঽতিলুব্ধো মহাপদ্মো নন্দঃ পরশুরাম ইহ পরোঽখিলক্ষত্রান্তকারী ভবিতা। ততঃ প্রভৃতি শূদ্রা ভূমিপালা ভবিষ্যন্তি স চৈকচ্ছত্রো মুল্লঙ্ঘিতশাসনো মহাপদ্মঃ পৃথিবীং ভোক্ষ্যতি।"

মহানন্দির শূদ্রাগর্ভসম্ভূত পুত্র নন্দ বহুধন লাভ করিয়া মহাপদ্ম উপাধি পাইবেন। তিনি লোভপ্রযুক্ত পরশুরামের স্থায় সমস্ত ক্ষত্রিয়কুল ধ্বংস করিবেন। এই নন্দ হইতে শূদ্র রাজার রাজত্ব হইবে। শাস্ত্র-শাসন উল্লঙ্ঘনকারী এই নন্দ পৃথিবীর একচ্ছত্র রাজা হইবে। এই পুরাণবাক্যে মহাপদ্ম হইতে শূদ্র রাজা হইবে লিখিত আছে; এবং তিনি সমুদায় পৃথিবীর একমাত্র সম্রাট্ হইবেন ইহাও লিখিত আছে। পরন্তু তিনি পরশুরামের স্থায় সমস্ত ক্ষত্রিয় বিনাশ করিবেন, ইহাও লিখিত আছে। এই তিনটী বাক্যের তাৎপর্য্য কি, বা তাহা কতদূর পর্য্যন্ত সত্য, তাহা প্রথমতঃ দেখা কর্ত্তব্য।

বিষ্ণুপুরাণের এই বচন সমস্ত দেশ বিষয়ে নহে। সমস্ত ক্ষত্রিয়-বিষয়ক নহে। কারণ বিষ্ণুপুরাণকার এই অধ্যায়ের পূর্ব্বে ত্রয়োবিংশাধ্যায়ের প্রারম্ভেই "মাগধানাং বার্হদ্রথানাং ভবিষ্যাণামুপক্রমং কথয়ামি" অর্থাৎ 'আমি মগধদেশের বৃহদ্রথবংশীয় ভবিষ্যৎ রাজগণের কথা বলিতেছি' এই প্রতিজ্ঞা করিয়া তদ্বংশীয় রাজাদিগেরই কথা বলিয়াছেন এবং এই রাজাদের অন্তে উক্ত দেশে মহাপদ্ম নন্দই রাজা হইবেন, ইহাই বলিয়াছেন। সুতরাং যুদ্ধে ঐ দেশেরই রাজার সহিত ঐ দেশেরই বহু বহু ক্ষত্রিয়ের নাশ সূচিত হইতেছে। কারণ, মহাপদ্মের রাজত্বকালে এবং তাহার পরে ঐ দেশে এবং অন্যান্য বহু

রাজ্যে বহু বহু ক্ষত্রিয় রাজা ও বহু বহু ক্ষত্রিয় জাতির অবস্থিতির প্রমাণ বহু বহু শাস্ত্রে ইতিহাসে ও পুরাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। অন্যান্য জাতিদের ইতিহাসে এবং ভূপ্রোথিত পাষাণ ও তাম্রফলকাদির লিখিত বৃত্তান্তেও জানিতে পারা যায়। অতএব "অখিলক্ষত্রান্তকারী" এই স্থানের 'অখিলক্ষত্র' শব্দে যদি বস্তুতই পৃথিবীর সমস্ত ক্ষত্রিয় এবং 'পৃথিবীং ভোক্ষ্যতি' এই স্থলে পৃথিবী শব্দে যদি বস্তুতই সমগ্র ভূমণ্ডল বুঝিয়া রঘুনন্দন সমস্ত ক্ষত্রিয়ের লোপ ও তদবধি সমস্ত পৃথিবী শূদ্রের রাজ্য হইবে এরূপ বুঝিতেন এবং তদনুসারে পৃথিবীতে সমস্ত ক্ষত্রিয় এবং অম্বষ্ঠের লোপ লিখিতেন তাহা হইলে তাঁহার একটী সামান্য ভ্রম ব্যতীত অধিক দোষ হইত না। কিন্তু বোধ হয় তিনি সে ভুল করেন নাই। কারণ, তাহা হইলে তিনি সুবিস্তৃত অষ্টাবিংশতিতত্ত্বের সর্ব্বত্র অনর্থক ক্ষত্রিয় ও অম্বষ্ঠাদির নিমিত্ত স্বতন্ত্র বিধান সকল লিখিয়া ব্যর্থ পরিশ্রম করিতেন না, এবং ঐ ক্ষত্রিয়াদির লোপসূচক বাক্যের অব্যবহিত পরেই "এতেন ক্ষত্রিয়াদীনামপি দশাহমধ্য এব বালকমরণে অঙ্গাস্পৃশ্যত্বযুক্তমশৌচং তদূর্দ্ধন্তু সদ্যং শৌচম্।" ইত্যাদি বিধানে ক্ষত্রিয়াদির দশাহ অশৌচ কথন দ্বারা স্বীয় পূর্ব্ববাক্যের সহিত পর-বাক্যের বিরোধ করিতেন না। যদি তাঁহার সময়ে ক্ষত্রিয় অম্বষ্ঠাদি ছিল না, তবে তিনি কি এমনই নির্ব্বোধ ছিলেন যে, তাহাদিগের শুদ্ধি অশুদ্ধি প্রভৃতি বিষয়ে তাদৃশ তর্কবিতর্কাদির পর অনর্থক বিবিধ বিধান করিয়াছেন? এইজন্যই বোধ হয়, রঘুনন্দনের গ্রন্থের ঐ স্থলটী রঘুনন্দনের লিখিত না হইতেও পারে। তিনি কি তাঁহার সমকালের রাজতরঙ্গিণীতে উল্লিখিত ভিন্ন ভিন্ন রাজাদিগের বিষয় অবগত ছিলেন না? অদ্যাপি বর্ত্তমান ভিন্ন ভিন্ন দেশস্থ ক্ষত্রকুলের ও বৈদ্যকুলের তাৎকালিক পূর্ব্বপুরুষগণের বিষয় অবগত ছিলেন না? নন্দের অনেক পর হইতে অদ্যাবধি অমৃতসর, লাহোর, মুলতান, দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, মথুরা,

বৃন্দাবন, জয়পুর, প্রভৃতি স্থানে ক্ষত্রবংশাবতংস আখণ্ডল, কলশ, হর্ষ, উৎকর্ষ, বিজয় মল্ল, ভুয়ত, বীরসিংহ প্রভৃতি, বঙ্গে বর্দ্ধমানেশ্বর প্রভৃতি এবং ব্রহ্মক্ষত্রিয়বংশে আদিশূর, ভূশূরাদি ও সামন্তসেন বিজয়সেন প্রভৃতি বহু অম্বষ্ঠকুলের বৈদ্যরাজগণ বিদ্যমান ছিলেন, তাহা কি তিনি জানিতেন না? মুসলমানদিগের রাজত্বাধিকারেরও পূর্ব্বে এদেশের নানা স্থানে বহু বহু ব্রহ্মক্ষত্র ও ক্ষত্র রাজগণ ছিলেন, তাহাও কি তিনি অবগত ছিলেন না? এতদ্ভিন্ন শাস্ত্রকার বলিয়া শাস্ত্রে সুপ্রসিদ্ধ শাস্ত্রজ্ঞগণের নিকট সুপরিচিত অদ্বিতীয় বৈয়াকরণ অম্বষ্ঠকুল-তিলক অভিনবগুপ্ত, উজ্জ্বলদত্ত, ত্রিলোচন দাস, সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ বৈদ্য বৈয়াকরণ বোপদেব, সাহিত্যশাস্ত্রকার মাতৃগুপ্ত প্রভৃতি যিনি মহাকবি কালিদাসের স্থানীয় ছিলেন, অলঙ্কার শাস্ত্রের প্রণেতা বিশ্বনাথ কবিরাজ প্রভৃতি, বৈদিক শাস্ত্রকার বাগ্‌ভট গুপ্ত, চক্রপাণি দত্ত, মাধব কর, বিজয় রক্ষিত, শঙ্কর সেন প্রভৃতি সুপ্রতিষ্ঠিত বৈদ্য ব্রাহ্মণদিগের নামও কি তিনি অবগত ছিলেন না? অধিক কি বলিব, যে আদি-শূর ও বল্লালসেনের বিষয় বিবিধভাষাভাষী মনুষ্যজাতির ইতিহাসে, পাষাণক্ষোদে, ও তদপেক্ষাও চিরস্মারকলিপি প্রত্যেক গৌড়বাসীর কুলে ও সমাজের শীর্ষভাগে উজ্জ্বল সুবর্ণাক্ষরে লিখিত আছে, যাঁহা-দের পবিত্রতাবিষয়িনী জনশ্রুতি অদ্যাবধি সমাজের সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া আসিতেছে, তাঁহাদের বিষয়ও কি তিনি অবগত ছিলেন না? তিনি কি সেই ব্রাহ্মণভক্ত কুলাচাররক্ষক ব্রাহ্মণবর্ণীয় বৈদ্য রাজার কাণ্যকুব্জ হইতে যজ্ঞার্থ যাজক ব্রাহ্মণ আনয়নের বৃত্তান্ত অবগত ছিলেন না? তিনি কি তৎকালে এদেশীয় ব্রাহ্মণদেরই হীনতা ও যজ্ঞে অযোগ্যতা হেতুক রাজা ঐ ব্রাহ্মণানয়নে বাধ্য হইয়াছিলেন তাহা বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিলেন, অথবা সেইহেতুও এদেশীয় ব্রাহ্মণগণের ঐ রাজজাতির প্রতি এত বিদ্বেষ? বৈদ্যেরা যে চট্ট ভট্ট জাতিদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়াই

স্বীকার করিতেন না, তাহাও বিশিষ্টরূপে সপ্রমাণ হয়। সেইজন্যই কি মেধাতিথি কুল্লূক ভট্ট প্রভৃতি চিরকালের বিদ্বেষ আজি বৈদ্য-রাজাদের অন্তে তাঁহাদের সন্ততিগণের প্রতি প্রকাশ করিতে পারিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন? আর সেই জন্যই কি এই রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য আজি চতুর্দ্দিকে বৈদ্যমণ্ডলীতে পরিপূর্ণ এই আর্য্যভূমিতে বাস করিয়া তাঁহাদের সত্তা উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন না? নিজে চাতুর্ব্বর্ণ্যের ধর্ম্ম বলিয়া চিরপ্রসিদ্ধ সেই চাতুর্ব্বর্ণ্যের অপলাপ তিনি কি প্রকারে করেন? রঘুনন্দন কি তাঁহার সমকালিক সুপ্রসিদ্ধ মুরারি গুপ্তকে এবং চৈতন্য-শিষ্য বহু বহু অম্বষ্ঠকুলতিলকগণকেও অবগত ছিলেন না? তিনি কি মহাপ্রভুর তৃতীয় কৃপাপাত্র কবি কর্ণপূরকে জানিতেন না? এই ব্রাহ্মণ কাঁচড়াপাড়াতে অম্বষ্ঠকুলে শিবানন্দ সেনের গৃহে জন্মিয়া ১৪৯৯ শাকে মর্ত্ত্যলীলা সংবরণ করেন। ৭ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ইঁহার রচিত—

"শ্রুত্যোঃ কুবলয়মক্ষোরঞ্জন মুরসো মহেন্দ্রমণিদাম।
বৃন্দাবনরমণীনাং মণ্ডনমখিলং হরির্জয়তি"

এই কবিতাটী দেখিয়া তৎকালে কে না বিস্মিত হইয়াছিলেন, তাঁহার সময়ে রচিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও একথার উল্লেখ আছে; যথা—

"সাত বৎসরের শিশু নাহি অধ্যয়ন।
এই শ্লোক করে, লোকে চমৎকৃত হন॥"

কবি কর্ণপূরের রচিত ৬।৭ খানি উৎকৃষ্ট সংস্কৃত গ্রন্থ অদ্যাপি ধরাতলে পণ্ডিত ও বৈষ্ণবসমাজে বিদ্যমান আছে। এই চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থও বাঙ্গালা ভাষাতে একজন প্রসিদ্ধ বৈদ্য শ্রীকৃষ্ণানন্দ গোস্বামীর প্রণীত। ইনি রাঢ়দেশে নৈহাটীর নিকটস্থ আমাটপুর গ্রামের একজন প্রসিদ্ধ চিকিৎসাব্যবসায়ীর পুত্র। কৃষ্ণানন্দের পিতার নাম ভগীরথ সেন দেব ও মাতার নাম সুনন্দা দেবী। ১৪১৮ শাকে ইঁহার জন্ম ও ১৫০৩

শাকে অন্তর্ধান হয়। অমৃত-রত্নাবলী প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা শ্রীমুকুন্দ দেব গোস্বামী এই শ্রীকৃষ্ণানন্দেরই শিষ্য। শ্রীখণ্ডের বিখ্যাত শ্রীদামোদর কবিরাজও অম্বষ্ঠকুলের তিলকস্বরূপ বলিয়া প্রেমবিলাসে উক্ত আছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর ত্রিলোচন দাসও মঙ্গলকোটের নিকট কোগ্রামের নিকট এক প্রসিদ্ধ বৈদ্যকুলে কমলাকর দাসের ঔরসে ও সনন্দা দেবীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনিও বৈষ্ণবগ্রন্থ চৈতন্য-মঙ্গলে উল্লিখিত হইয়াছেন। তিলিবুধরী গ্রামে শ্রীচিরঞ্জীব সেনের জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীরামচন্দ্র সেন ও শ্রীগোবিন্দ সেন উভয়ে অতিশয় বিখ্যাত। রামচন্দ্রের দ্বিতীয় ভ্রাতাও সাতিশয় বিখ্যাত হইয়াছিলেন। প্রেমবিলাসে ও শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকাতে ইহাঁদের উল্লেখ আছে। প্রেমবিলাস-গ্রন্থকার নিত্যানন্দ দাসও শ্রীখণ্ডের একজন অম্বষ্ঠকুল-প্রধান। এতদ্ভিন্ন সুপ্রসিদ্ধ কংসারি সেন, নারায়ণ গুপ্ত, রাজা রাজ-বল্লভ প্রভৃতিকে কে না অবগত আছেন? এই সকল প্রসিদ্ধ ভগবদ্-ভক্তগণ যে শ্রীচৈতন্যদেবের সহিত সকল জাতির বন্দনীয় ছিলেন, তাহাও বৈষ্ণবদিগের অতি সম্মানিত গ্রন্থ পদ-সমুদ্রে দেখিতে পাওয়া যায়; যথা :—

"জয় জয় শ্রীনিবাস রামচন্দ্র কবিরাজ।
জয় জয় শ্রীগতিগোবিন্দরসময় জয়তু সে ভকত সমাজ॥
জয় কবিরাজ রসময় শ্রীযুত গোবিন্দ দাস।
ঐছন কতিহুঁ না হেরই ত্রিভুবনে প্রেমমূরতি পরকাশ॥"

এই সকল বংশোদ্ভুতদের অনেকে অদ্যাপি যাজক ব্রাহ্মণদের মন্ত্র-দীক্ষার গুরু হইয়া আছেন। ইহাও প্রত্যক্ষসিদ্ধ প্রমাণ। শতাধিক বৎসর হইল, যখন কলিকাতায় প্রসিদ্ধ সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত হয়, তখন ইহাতে আর্য্যশাস্ত্রানুসারে কেবল ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যেরা এবং ক্ষত্রিয়েরাও ইহাতে পাঠ করিবার অধিকার এবং ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যেরা অধ্যাপনার অধিকার

পাইয়াছিলেন। অদ্যাপি শাস্ত্রীয় বিচারে সর্ব্বদেশীয় পণ্ডিতেরা বৈদ্যগণকে ব্রাহ্মণবর্ণীয় বলিয়াই সিদ্ধান্ত করেন। সেদিনকার পণ্ডিতাগ্রগণ্য গঙ্গাধর সেন কবিরাজকেই বা কে বিস্মৃত হইয়াছেন? এবং সমাজে বিদ্যমান তাঁহার কৃত মনুসংহিতার টীকা কোন্ পণ্ডিত না জানেন? কোন্ অনন্ধ নরসন্তান এই তেজস্বান্ অম্বষ্ঠসন্তানগণকে দেখিতে না পাইয়াছেন? এই সকল প্রত্যক্ষের অপলাপ যদি কেহ করিতে চান, তবে তাঁহাকে বাতুল বা অজ্ঞান ভিন্ন আর কি বলা যাইবে? বাঙ্গালার ইতিহাসের বিষয় রামকমল সেন, জনপ্রবাদের বিষয় দাতৃবর গৌরী সেন, হরিমোহন সেন এবং জাতিভ্রষ্ট হইলেও জাতীয় প্রাধান্য লক্ষণে লক্ষিত কেশব সেন প্রভৃতি সুবিখ্যাত বৈদ্যগণকে কে না জানেন? আমার বৃদ্ধ প্রপিতামহ ধন্বন্তরিবংশে ধন্বন্তরিকল্প সুবিখ্যাত চিকিৎসক ৺কৃপারাম সেন দেব কবিরাজ ও বহুশাস্ত্রজ্ঞ অশেষগুণালংকৃত রাজবৈদ্য ৺হলধর কবিরাজ অস্মৎপিতৃদেবও অম্বষ্ঠকুলের উজ্জ্বল প্রদীপবৎ অস্মৎকুল আলোকিত করিয়াছিলেন। এইরূপে এক্ষণে বিষ্ণুপুরাণের পূর্ব্বকাল হইতে রঘুনন্দনের কাল ভেদ করিয়া আমাদের কাল পর্য্যন্ত বৈদ্যস্থিতি দেখাইতেছি। পূর্ব্বে বৈদিক কাল হইতে কলির প্রারম্ভকাল পর্য্যন্তও বৈদ্যস্থিতি দেখাইয়াছি। এবং তাহারও পূর্ব্বে মনুষ্যদৃষ্টির সমকাল হইতে অম্বষ্ঠনামক বৈদ্যব্রাহ্মণগণের স্থিতি দেখাইয়াছি এবং জগতের সকলে দেখিয়াছেন ও দেখিতেছেন। চিরকাল শাস্ত্রব্যবসায়ী আমরা আছি, অদ্যাপি লুপ্ত হই নাই, ইহা দেখাইতেছি, আর বেদাদি যদি সত্য হয় লুপ্ত হইব না। তথাপি যদি কেহ আমাদের বিলোপ বলেন, তবে তাঁহাদেরই দৃষ্টিলোপই বলিতে হইবে। মানুষের দুই চক্ষু, এক চর্ম্মচক্ষু ও এক শাস্ত্রচক্ষু; এই দুই চক্ষুই যে হারাইয়াছে, সে কিরূপে বস্তু দেখিবে?

উত্তরপশ্চিমাদি দেশের বহুস্থানে অদ্যাপি সামান্য ক্ষত্রিয়েরা

বিদ্যমান থাকিতেও এবং এতদ্দেশেও বহু সদাচার ও হীনতেজা ক্ষত্রিয় বিদ্যমান থাকিতেও তাহাদের সত্তার অপলাপ করিতে গেলে শাস্ত্র ও প্রত্যক্ষেরও বিরোধ বলা হয়। এবং যে বিষ্ণুপুরাণের বচনবলে ঐরূপে লিখিত হইয়াছে, সেই বিষ্ণুপুরাণেরও বিরুদ্ধ বলা হয়। কারণ, বিষ্ণুপুরাণেই কথিত আছে যে, "যদা যদা সতাং হানি র্বেদমার্গানুসারিণাম্। তদা তদা কলে র্বৃদ্ধি রনুমেয়া বিচক্ষণৈঃ॥" এই বচনে কলির বৃদ্ধি জানিবার নিমিত্ত বেদমার্গানুসারে সাধু বর্ণ সকলের হীনত্ব-লক্ষণই সূচিত হইয়াছে, এককালীন লোপ কথিত হয় নাই। পরন্তু শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধের প্রথমাধ্যায়ের ১১ শ্লোকে মহাপদ্ম নন্দের পরও ক্ষত্রিয় জাতি থাকা স্পষ্ট লিখিত হইয়াছে। ঐ গ্রন্থে নন্দের পর মৌর্য্যবংশীয়, বৈদুর বংশীয়, ও নিষধবংশীয় রাজাদের রাজত্বের পরে আরও ২৪৪০ বৎসর গত হইল, সুতরাং নন্দের পর প্রায় ৩৫০০ বৎসর পরে পুরঞ্জয় নামে এক ব্যক্তি রাজা হইয়া তিনি ও ক্ষত্রিয়দিগকে রাজ্য হইতে অপসারিত করিবেন এরূপ লিখিত আছে। অনন্তর ঐ স্কন্ধেরই দ্বিতীয় অধ্যায়ে কলির বৃদ্ধি উপক্রমে বলিয়াছেন "এবং প্রজাভিদু ষ্টাভির্বাকীর্ণে ক্ষিতিমণ্ডলে। ব্রহ্মবিট্ ক্ষত্র শূদ্রানাম্ যো বলী ভবিতা নৃপঃ॥" এই বচনেও নন্দের বহুকাল পরে ক্ষত্রাদির সত্তা প্রমাণ হইতেছে এবং প্রলয়পর্য্যন্তও যে থাকিবে, তাহাও জাতির নিত্যতা হেতুক প্রমাণিত হয়। সর্ব্বশাস্ত্রার্থতত্ত্বের সাগর রঘুনন্দন কি এ সকল জানিতেন না? অতএব এই সকল বচন রঘুনন্দনেরই হউক কি অন্য কোনও দ্বিজনন্দনেরই হউক, বিজ্ঞ সমাজে বিচেনা করিয়া দেখুন যে, ভাগবতাদির এই সকল বচন বলবত্তর, কি রঘুনন্দনের ক্ষত্রিয়াদি জাতিলোপসূচক বচন বলবত্তর? উভয়ের মধ্যে প্রমাণ কোন্‌টী?

বেদাঃ প্রমাণম্ স্মৃতয়ঃ প্রমাণম্, ধর্ম্মার্থযুক্তং বচনং প্রমাণম্।
ত্যক্ত্বাঽধুনা কালবশেন লোকাঃ প্রমাপয়ন্ত স্বপলাপবাক্যম্॥

যাহা হউক, স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের এই দ্বেষপূর্ণ বাক্য ও এস্থলের উদ্ধৃত মনু-বচনটী ঠিক খাটে নাই দেখিয়া দুঃখিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা যে "শনৈঃ শনৈঃ ক্রিয়ালোপাৎ অম্বষ্ঠা বৈদ্যজাতয়ঃ। কলৌ শূদ্রত্বমাপন্না যথা ক্ষত্রাঃ যথা বিশঃ ॥" এই পরম মনোহর বচনটী রচনা করিয়াছেন, তাহাও এস্থলে স্থান পাইতেছে না। এইরূপে রচিত বাক্য সকল মহাসাগরের নিকট জলগণ্ডুষমাত্র। বেদতুল্য এই শ্রীমদ্ভাগবতের ও মন্বাদি বচনের ও অন্যান্য বিবিধ প্রমাণের দ্বারাও আমরা যমবচন বলিয়া পরিচালিত "যুগে জঘন্যে দ্বে জাতী ব্রাহ্মণঃ শূদ্র এব চ" এই অমূলক বচনেরও এইরূপ অর্থ করিব যে, যাজক ব্রাহ্মণ ও শূদ্র এই দুইটীই কলিকালে নীচ জাতি, বৈদ্যাদি নীচ জাতি নহে। ইহা কলিকালে দুইমাত্র জাতির (বর্ণের) প্রমাপক নহে।* কেননা, ইহার পরার্দ্ধেই তাহার কারণ দেখাইতেছেন "ত্যক্ত্বা স্বধর্ম্মকর্ম্মাণি পরধর্ম্মরতাবুভৌ ॥" যেহেতু স্বীয় বর্ণধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া এই উভয়েই পরধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন। এতদ্বারাও স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, বৈদ্যেরা, ক্ষত্রিয়েরা ও বৈশ্যেরা তখনও ধর্ম্মত্যাগ করেন নাই। আর এখনও ইহাদিগকে স্বধর্ম্মত্যাগী দেখা যায় না। তবে যে স্বধর্ম্মত্যাগী যাজক ব্রাহ্মণেরা আপনাদিগের পবিত্রতা খ্যাপন ও অপরের জাতিভ্রংশ কি প্রকারে বলিতে পারেন, ইহাই বিচিত্র। ফলতঃ কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞানহীন এই ব্রাহ্মণদিগের নিকট বিচিত্র কিছুই নাই। আপনার এক চক্ষু কাণা করিয়া সমস্ত জগত অন্ধে পূর্ণ হয় ইহাও দেখিতে ইঁহারা অভিলাষী। অতুল ধনরত্ন পাইয়াও পরের তদপেক্ষা ধনরত্ন দেখিলে ইঁহারা বড়ই কষ্ট অনুভব করিয়া থাকেন; তাই উক্তরূপ বচন রচনা করিয়াছিলেন। বৈদ্যদিগকে শূদ্র

---

* এখানে জাতিশব্দ আছে, বর্ণশব্দ নাই। অতএব এ জাতিশব্দের অর্থ ব্রাহ্মণ শব্দের সহিত এক করিয়া ব্রাহ্মণবর্ণান্তর্গত ব্রাহ্মণজাতিকেই বুঝাইতেছে।

করিবার নিমিত্ত নিজেরা জঘন্য হইতেও স্বীকার করিয়াছেন, তথাপি বৈশ্যগণকে দ্বিজ বলিতে চান নাই, ব্রাহ্মণ বলিতে ইচ্ছা সুদুর-পরাহিত। ধন্য পরশ্রীকাতরতা!

এক্ষণে যদি বল "এবমুচ্চাবচৈর্ম্মন্ত্রৈ র্ভার্গবেণ মহাত্মনা। ত্রিঃসপ্ত-কৃত্বঃ পৃথিবী কৃতা নিঃক্ষত্রিয়া পুরা॥" এই ভারতীয় শ্লোকে মহাত্মা পরশুরাম কর্ত্তৃক ২১ বার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া করার প্রমাণ আছে। তবে আমরা জিজ্ঞাসা করিব যে, এই নিঃক্ষত্রিয়া করার অর্থ কি? একেবারে ক্ষত্রিয়াপত্যশূন্য করা কি ক্ষত্রিয়নৃপশূন্য করা, অথবা বিরল-ক্ষত্রিয় করা? প্রথম অর্থ যুক্তিবিরুদ্ধ, দর্শনবিরুদ্ধ, প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ, শাস্ত্র-বিরুদ্ধ। যুক্তিবিরুদ্ধ এই যে, যদি একেবারে ক্ষত্রিয়াপত্যশূন্য করাই হইল, তবে আবার ক্ষত্রিয় কোথায় যে পুনরায় নিঃক্ষত্রিয়া করিলেন? দর্শনাবিরুদ্ধ এই যে, জাতি নিত্য। একজনের রাজত্বলোপে জাতি লোপ হয় না। প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ এই যে, অদ্যাপি ক্ষত্রিয় দেখা যায়। শাস্ত্রবিরুদ্ধ এই যে, বিষ্ণুপুরাণ ভাগবতাদিতেও ক্ষত্রিয়াদি-সত্তার প্রমাণ আছে। পরন্তু ঐ ক্ষত্রিয়দর্শন হেতুই বিরোধী পক্ষ হইতে ঐ মহাভারতেই অন্যস্থলে প্রক্ষিপ্ত আছে যে, "এবং নিঃক্ষত্রিয়ে লোকে কৃতে তেন মহর্ষিণা। উৎপাদিতান্যপত্যানি ব্রাহ্মণৈ র্বেদপারগৈঃ॥ পাণিগ্রাহস্য তনয় ইতি বেদেষু নিশ্চিতম্। ধর্ম্মং মনসি সংস্থাপ্য ব্রাহ্মণাংস্তাঃ সমভ্যযুঃ। লোকেঽপ্যাচরিতো দৃষ্টঃ ক্ষত্রিয়াণাং পুনর্ভবঃ। ততঃ পুনঃ সমুদিতং ক্ষত্রং সমভবত্তদা॥" অর্থাৎ এই ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়গণের বিধবা পত্নীতে উৎপাদিত পুত্র মাত্র। বিরোধী-দিগের প্রক্ষিপ্ত এই শ্লোকেও স্পষ্ট সূচিত হইতেছে যে, ক্ষত্রিয়-স্ত্রীরূপ ক্ষত্রিয়াপত্য ছিল, তখন কোনও ক্রমে ক্ষত্রিয় জাতির সম্পূর্ণ লোপ বলা যায় না। এই শ্লোকগুলি যে অজ্ঞদিগের প্রক্ষিপ্ত তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ হয় না। কারণ, তাহারা জানে না যে, বাস্তবিকই পরশুরাম

অশেষ ক্ষত্রিয়বধ করেন নাই, কতিপয় মাত্র ক্ষত্রিয় রাজাকে নিহত করিয়াছিলেন। আর পরশুরামের প্রতিজ্ঞা নৃপবধেই হইয়াছিল, ক্ষত্রিয়মাত্রবধেই নয়; যথা—

"ত্রিঃসপ্তকৃত্বো নির্ভূপাং করিষ্যামি মহীমিমাম্।" গণেশখণ্ড। "আমি এই পৃথিবীকে ২১ বার ভূপতিরহিত করিব।" কোন বিচক্ষণ-রচিত দশাবতার-স্তোত্রেও দেখা যায় "ত্রিঃ সপ্তবারং নৃপতিং নিহত্য যস্তর্পণং রক্তময়ং পিতৃভ্যঃ।" "যিনি একবিংশতি বার নৃপতিগণকে নিহত করিয়া পিতৃগণকে তর্পণ করিয়াছিলেন।" রামায়ণ ও মহানাটকাদিতেও দেখা যায় যে, ক্ষত্রিয়পূর্ণা পৃথিবীতে দশরথ রাজার পুত্র রামচন্দ্রের প্রভাব অবগত হইয়া পরশুরাম তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। এবং তদবধি ক্ষত্রিয় বধ হইতে নিবৃত্ত হইলেন। রামায়ণে উল্লিখিত রামচন্দ্র কর্তৃক পরশুরামের পরাজয় আপামর সাধারণে সকলেই জানেন। এবং তখন পৃথিবী ক্ষত্রিয়-পরিপূর্ণা, তাহাও সকলে অনায়াসেই বুঝিতে পারেন। মহানাটকের বচনটী এখানে বলিতেছি।

"জ্ঞাত্বা প্রভাবং রঘুনন্দনস্য
তদঙ্গমালিঙ্গ্য তাতোহতিগাঢ়ম্!
বিন্যস্য তস্মিন্ জমদগ্নিসূনু
স্তেজো মহৎ ক্ষত্রবধান্নিবৃত্তঃ॥"

যদুবংশীয়, বৃষ্ণিবংশীয় এবং পুরুবংশীয় ক্ষত্রিয়েরা পরশুরামের পূর্ব্ব হইতে তাঁহার শেষ পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণভাবে চলিয়া আসিয়াছিলেন। অদ্যাপি ঐ সকল বংশীয় বহু ক্ষত্রিয় ভারতের নানা স্থানে আছেন। অতএব পরশুরামের প্রতিজ্ঞাপূরণ রাজবধ পর্য্যন্তও হয় নাই বলিতে হইবে। অদ্যাপি ভারতে চারিবর্ণ প্রসিদ্ধ আছে। ত্রিবর্ণীয় দ্বিজাতির সংস্কারকার্য্যও চলিতেছে। অদ্যাপি অমৃতসর, লাহোর, মুলতান,

দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, মথুরা, বৃন্দাবন, জয়পুর, যোধপুর প্রভৃতি স্থানে স্বধর্ম্ম-নিরত বহু বহু ক্ষত্রিয় আছেন। বঙ্গদেশেও প্রসিদ্ধ বর্দ্ধমানাধীশ্বর ও তদ্বন্ধুগণ ব্যতীত অন্যান্য ক্ষত্রিয় বর্দ্ধমান, সিঙ্গুর, গোলগ্রাম, কাশীজোড়, পোড়াদহ, ধনেখালি, বাঁশবেড়ে, কলিকাতা, ঢাকা, মুর্শীদাবাদ, দিনাজপুর, রংপুর, পাবনা, রাণীবন্ধ, মাঝের গাঁ, কুচুটে, বৈজুর, বামনাড়া, গৌরবাজার, গুটুলে, গোপীনাথপুর, গোপীনগর, খাটুরা, কেশবপুর প্রভৃতি বহু বহু স্থানে ক্ষত্রিয় জাতি দেখা যায়। এক্ষণকার বহু বহু ব্রাহ্মণের ন্যায় তাঁহাদিগকেও সম্পূর্ণরূপে আচারহীন বলা যায় না। তবে সকলেই যে প্রকৃষ্টরূপে আচারবান্ তাহাও বলা যায় না। ম্লেছগণের প্রাদুর্ভাবে এই সকল ক্ষত্রিয় প্রভাবহীন হইয়া আছেন, যখন মূর্দ্ধাভিষিক্ত ও ব্রাহ্মণ উভয়েই প্রভাহীন, তখন ইঁহারা যে না হইবেন, তাহার কথা কি? তদ্ভিন্ন অনেক ক্ষত্রিয় সম্প্রতি কায়স্থ নামে পরিচিত হইতেছেন। মিত্র, তিক্ষা, কর্পূর, গোসাই প্রভৃতি জাতীয় সারস্বত ব্রাহ্মণগণ অদ্যাপি যথাবিধানে ক্ষত্রিয়-গণের পৌরোহিত্য কার্য্য করিয়া থাকেন। এতদ্ভিন্ন ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে ও ভিন্ন জাতির অধীন হইয়া কত ক্ষত্রিয় জাতি আছে। এই সকল সমাচার না জানিয়া কি গৃহের কোণে বসিয়া, মনুর সংহিতা-খানি খুলিয়া, আর নিজ গ্রামটী দেখিয়া রঘুনন্দন স্থির করিয়াছিলেন যে পৃথিবীতে ক্ষত্রিয় নাই? স্মার্ত্ত পণ্ডিত কখনই এরূপ অবিবেচক হইবেন না। মনুসংহিতাতেও ত নিত্যকালস্থায়ী জাতি সকলের জন্ম, কর্ম্ম ও জ্ঞান হেতুক সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি এই চারিযুগেরই উৎকর্ষ ও অপকর্ষ কথনই আছে। এককালে জাতি সমেত নাশ ত কোনও সংহিতায় লেখা নাই এবং সম্ভবও নহে। তবে ম্লেচ্ছদের প্রাদুর্ভাবে আর্য্যজাতিরা অপকৃষ্টভাবে অবস্থিতি করিতেছে ইহা, বলা যাইতে পারে। পুরাণ ইতিহাসাদিতেও ত এরূপ অসুরগণের

প্রাদুর্ভাবে দেবগণের মর্ত্ত্যলোকে অবস্থান, দারুণ কষ্ট ও নিস্তেজ ভাবে বাস সূচিত আছে। তারকাসুর প্রভৃতি অসুরগণের প্রাদুর্ভাবে কালিদাস দেবগণের কিরূপ প্রভাব শূন্য অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন, একবার কুমারসম্ভবাদিতে দর্শন করিলেই বিজ্ঞগণ বুঝিতে পারিবেন। বর্ত্তমান কালেও সেই দেবজাতি অসুরজাতির উৎপীড়নে উৎপীড়িত হইয়া এই শোচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহা পরস্পর বিবাদের সময় নহে।

সেদিনের কথা, প্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত শূলপাণি ভট্টাচার্য্যও গ্রন্থারম্ভে "নিত্য প্রত্যুদিত" ইত্যাদি শ্লোকে "কলিকালে লোকেরা সতত শ্রুত্যুক্ত স্বধর্ম্ম পালন না করাতে ও বেদনিষিদ্ধ কর্ম্ম করাতে পাপযুক্ত হইতেছে তাহাদের সেই সকল পাপের প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্ত পণ্ডিত শূলপাণি প্রায়শ্চিত্ত তত্ত্ববিবেক নামে এই গ্রন্থ রচনা করিতেছেন" এই ভূমিকা করিয়া "যাগস্থ ক্ষত্রবিড্ঘাতে চরেদ্ ব্রহ্মহণো ব্রতম্" এই যাজ্ঞবল্ক্য-বচন উদ্ধার পূর্ব্বক যাগস্থিত ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের বধজন্য যে পাতক হয় তাহা ব্রহ্মহত্যার তুল্য হওয়ায় তাহার ধ্বংসের নিমিত্ত ব্রহ্মহত্যাপাপের যে প্রায়শ্চিত্ত তাহাই বিধি বলিয়া ব্যবস্থা দিতেছেন। শূলপাণির সময়ে যাগ যজ্ঞের অনুষ্ঠান ও ক্ষত্রিয় বৈশ্য, না থাকিলে তিনি নিরর্থক এ ব্যবস্থার নিমিত্ত কষ্ট পাইতেন না। এক্ষণে যদি শূলপাণিকালেও ক্ষত্রিয় বৈশ্য থাকিল তবে তাহার দুই দিন পরে কি রঘুনন্দন এককালে পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় ও নির্বৈশ্য দেখিলেন অথবা নিজেই এক লেখনী অস্ত্রে নিঃক্ষত্রিয় নির্বৈশ্য ও নিরম্বষ্ঠ করিলেন। রঘুনন্দন নিজেও ত এই চারিবর্ণেরই ধর্ম্মের ও প্রায়শ্চিত্তাদির বিধান করিয়াছেন। যদি চাতুর্ব্বর্ণ্য তাঁহার সময়ে না থাকিবে তবে তিনি অনর্থক এই কষ্ট স্বীকার করিবেন কেন? এইজন্যই আমরা বলি অষ্টাবিংশতি তত্ত্বের এই অংশটুকু মহামান্য মহামহোপাধ্যায় রঘুনন্দনের রচিত নহে, ইহা

তদানীন্তন বৈদ্যবিদ্বেষী কোনও মহাপুরুষের কীর্ত্তি হইতে পারে। কেন না জাতিহীন অজ্ঞ ব্রাহ্মণেরাই ঐরূপ করিয়া থাকে। সেদিন ও কোনও অজ্ঞ ব্রাহ্মণ অম্বষ্ঠ জাতি নাই, অম্বষ্ঠজাতি দেখি নাই ইত্যাকার নানা কথা দ্বারা শাস্ত্রহীন লোকদিগের মনোরঞ্জন পূর্ব্বক অর্থ চেষ্টা করিতেছিলেন; এই বিষয় প্রকাশিত হইলে পর তিনিই আবার অম্বষ্ঠ জাতির সভার নিকট তাঁহার বাক্য বিদ্বেষকৃত নয়; পরন্তু অজ্ঞতাজন্য হইতে পারে এই বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন। অতএব অর্থচেষ্টার পূর্ব্বে অম্বষ্ঠজাতি আছে ইহা না জানিলেও তিনি পরে তাহা জানিয়াছিলেন। বস্তুতঃ অম্বষ্ঠ জাতির বা বৈদ্যজাতির সত্ত্বা অস্বীকার করিলে সভায় তিনি এরূপ পত্র পাঠাইতেন না। অতএব বিপদবস্থায় অন্যান্য বহুবিধ আপদ্ধর্ম্ম থাকিলেও যে ব্রাহ্মণেরা উদরান্নের জন্য এরূপে স্বজাতির তিরস্কার পূর্ব্বক শূদ্রদিগের মনস্তুষ্টি সাধন করে তাহার অকরণীয় কি আছে? বৈদ্যরাজত্ব যাওয়ার পর হইতে আর্য্যগণ প্রায়ই বিশৃঙ্খল ও বিপর্য্যস্ত হইয়াছে, নীচ ও উচ্চে এবং উচ্চও নীচে যাইতেছে। যাহার যে ইচ্ছা সে তাহাই বলিতেছে, যাহার যে ইচ্ছা সে তাহাই করিতেছে। এইরূপ অজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা আবার মনে করে যে এখন যেন তাহারাই জাতির কর্ত্তা হইয়াছে; তাহাদের কথাতেই যেন জাতির অস্তিত্ব বা নাস্তিত্ব হইয়া যায়। নিজের জাতি না থাকিলেও সে সকল জাতির প্রধান। ব্রাহ্মণবন্ধুরা যেন না ভাবেন যে বৈদ্যজাতি তাঁহাদেরই এক কথায় আছেন ও তাঁহাদেরই এক কথায় নাই হইয়া যাইবেন। বৈদ্যজাতির জলন্ত প্রতাপে তাঁহাদের পিতৃপিতামহেরাও যদি তাদৃশ সম্মান সম্ভ্রম না পাইয়া থাকেন, উপযুক্ত ব্রাহ্মণেরা যথেষ্ট সম্মান পাইয়া ঐ জাতির জয় ঘোষণা করিয়াছেন এবং এক্ষণে অনন্তশয্যায় শয়ান হইয়াও সেই যশ ঘোষণা করিতেছেন। ব্রাহ্মণবন্ধুরা বৈদ্যজাতির সেই যশ

কি নষ্ট করিতে পারিবেন? বৈদ্যজাতি হঠাৎ এককালে একদিনে আকাশ হইতে পড়েন নাই, আর পড়িয়াই মহাতেজা মহাপ্রভাবশালা সর্ব্বজ্ঞ তুল্য শাস্ত্রকার মুনি ঋষি ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণে পরিপূর্ণ, রাজ শাসনে শাসিত, চাতুর্ব্বর্ণিক এই ভারত সমাজের সকলকে ফাঁকি দিয়া শ্রেষ্ঠ জাতি হইয়া উঠেন নাই যে আজি দু এক জন দৃষ্টিহীন ভ্রান্ত লোকের বাক্যমাত্রে তাঁহাদের লোপ হইয়া যাইবে, যদি ঈশ্বরের অস্তিত্ব থাকে, যদি অদ্যাপি জগতে ব্রাহ্মণ বিদ্যমান থাকেন, তবে বৈদ্যজাতির লোপ বা নীচতা সাধন অপর কেহই করিতে পারিবেন না। যাঁহারা বৈদ্যগণকে নীচ বা অব্রাহ্মণ বলিবেন তাঁহারা নিজেই নীচ ও অব্রাহ্মণ ইহা স্পষ্ট জানা যাইবে।

মতখণ্ডনে শাস্ত্রীয় বিচারের উপসংহার।

মন্বাত্রিবিষ্ণুহারীতযাজ্ঞবল্ক্যোশনোঽঙ্গিরাঃ। যমাপস্তম্বসংবর্ত্তাঃ কাত্যায়ন বৃহস্পতী।

পরাশর ব্যাসশঙ্খ লিখিতা দক্ষগৌতমৌ। শাতাতপো বশিষ্ঠশ্চ ধর্ম্মশাস্ত্র প্রযোজকাঃ।

মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, উশনাঃ, যম, অঙ্গিরা, যম, আপস্তম্ব, সম্বর্ত্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, শঙ্খর লিখিত, দক্ষ, গোতম, শাতাতপ, ও বশিষ্ঠ এই বিংশতি মুনির বিংশতি খানি সংহিতা আছে। এই সংহিতাগুলিই স্মৃতি বা ধর্ম্ম শাস্ত্র বলিয়া

ইতি বৈদ্যজাতিরবর্ণমীমাংসাধ্যায়ে রঘুনন্দন মতখণ্ডন।

কথিত ; তন্মধ্যে মনুই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান ও মাননীয়, অত্রি প্রভৃতি অপরাপর সংহিতাকারেরাও মনুর প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহারাই বলিয়াছেন "এনমেকে বদন্ত্যগ্নিং মনুমেকে প্রজাপতিম্। ইন্দ্রমেকে পরে প্রাণমপরে ব্রহ্ম শাশ্বতম্॥" স্বয়ং বৃহস্পতি বলিয়াছেন "মন্বর্থবিপরীতা যা সা স্মৃতি র্ন প্রশস্যতে। বেদার্থোপনিবন্ধৃত্বাৎ প্রাধান্যং হি মনোঃ স্মৃতম্॥" অর্থাৎ মনুসংহিতা সাক্ষাৎ-বেদস্বরূপ ; মনু যাহা বলিয়াছেন, তাহার বিপরীত স্মৃতি-বচন গ্রাহ্য নয়। মনুশাস্ত্রের উপদেষ্টা স্বয়ং ভৃগুও বলিয়াছেন "যঃ কশ্চিৎ কস্যচিদ্ধর্ম্মঃ মনুনা পরিকীর্ত্তিতঃ। স সর্ব্বোঽভিহিতো বেদে সর্ব্বজ্ঞানময়োহি সঃ॥" মনু যাহার যেরূপ ধর্ম্ম বলিয়াছেন, সে সমস্ত বেদে উক্ত হইয়াছে। মনু সর্ব্বজ্ঞত্বহেতুক সেই সমস্ত বেদার্থের অনুবাদ করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ সংহিতাকার অখিল-তত্ত্বজ্ঞ বেদব্যাস মহাভারতে বলিয়াছেন "পুরাণং মানবো ধর্ম্মঃ সাঙ্গো বেদ শ্চিকিৎসিতম্। আজ্ঞাসিদ্ধানি চত্বারি ন হন্তব্যানি হেতুভিঃ॥" পুরাণ, মনূক্ত ধর্ম্মশাস্ত্র, ষড়ঙ্গ-সমন্বিত বেদ এবং চিকিৎসা শাস্ত্র এই চারিটী আজ্ঞাসিদ্ধ অর্থাৎ ঐ সকল শাস্ত্রে যেরূপ অনুশাসন উক্ত হইয়াছে তাহাই ঠিক, তাহারই অনুসরণ করা কর্ত্তব্য। তাহা তর্ক দ্বারা কেহ নষ্ট করিবে না। অর্থাৎ ঐ সকল আজ্ঞায় সন্দেহ করিয়া কেহ তর্ক দ্বারা তাহার মীমাংসা ইচ্ছা করিবে না ; কারণ, উহাতে উক্ত সমস্ত বিষয় মীমাংসিত বিষয়। স্বয়ং ভৃগুও মনুসংহিতার আরম্ভে ১০ম ও ১১শ শ্লোকে বলিয়াছেন "শ্রুতিস্তু বেদো বিজ্ঞেয়ো ধর্ম্মশাস্ত্রন্তু বৈ স্মৃতিঃ। তে সর্ব্বার্থেষ্বমীমাংস্যে তাভ্যাং ধর্ম্মোহি নির্ব্বভৌ। ১০। যোঽবমন্যেত তে মূলে হেতুশাস্ত্রাশ্রয়াদ্দ্বিজঃ। স সাধুভিব র্হিষ্কার্য্যো নাস্তিকো বেদনিন্দকঃ।" শ্রুতিকে বেদ বলিয়া জানিবে এবং স্মৃতিকে ধর্ম্মশাস্ত্র জানিবে। এই সকল শাস্ত্রে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহার আর মীমাংসা করিতে হইবে

না। যেহেতু তদুক্তই মীমাংসিত সত্যধর্ম্ম। যে ব্যক্তি এই দুই শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্মের মূল বচন সকল তর্কশাস্ত্রের আশ্রয় করিয়া অমান্য করিতে চায়, সাধুগণ সেই নাস্তিক বেদনিন্দককে আর্য্যধর্ম্ম হইতে বহিষ্কৃত করিবেন। এই সকল উপদেশ সত্বেও মেধাতিথি কুল্লূক প্রভৃতি মনুকে পুনঃ পুনঃ অমান্য করিয়াছেন, মনুর বচন সকল পরিবর্ত্তন করিয়াছেন ও মনুকৃত প্রয়োগকে "মন্দোপযুক্ত" অর্থাৎ মূঢ় প্রয়োগ বলিয়া তাঁহার অভিপ্রেত অর্থ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অর্থান্তর করিতে চেষ্টা করিয়া শাস্ত্রের বাচ্যার্থ নষ্ট করিয়াছেন, মনুবাক্যের উপর পুনঃ পুনঃ তর্ক করিয়াছেন এবং অপ্রসিদ্ধ আধুনিক লোকের কৃত বা স্বকৃত বচন সকল প্রমাণ স্বরূপ স্থাপিত করিয়া মনুবচনের অর্থ বিকৃত বা তাহার তাৎপর্য্য সম্পূর্ণরূপে উপহত করিয়াছেন। জাতি ও বর্ণ শব্দের অর্থ বেদাদি ধর্ম্মশাস্ত্রে ও রামায়ণ মহাভারতাদি পুরাণে যেরূপ লিখিত আছে, সে অর্থও যে উঁহারা নষ্ট করিয়া বেদাদির বিরুদ্ধ বলিয়াছেন, তাহাও আর্য্যসন্তানগণকে দেখাইয়াছি। তার পর তাঁহারা জাত্যর্থ বিষয়েও যে কেবল মনুশাস্ত্রেরই বিরোধী এমন নহে, পরন্তু অত্রি প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রেরও বিরোধী, তাহা প্রদর্শন করিয়াছি। আর্য্যসন্তানেরা তাহা অবলোকন করিয়াছেন। এক্ষণে বলুন, কোন্ শাস্ত্রানুসারে বর্ত্তমান ব্রাহ্মণম্মন্য জাতিরা ব্রাহ্মণবর্ণীয় এবং কোন্ শাস্ত্রানুসারে মূর্দ্ধাভিষিক্ত ও অম্বষ্ঠেরা ব্রাহ্মণবর্ণীয় নহেন। মন্বাদি সমুদায় শাস্ত্রে ব্রাহ্মণের যে সকল লক্ষণ বলিয়াছেন, তাহার কোনও লক্ষণযুক্ত বর্ণ এক্ষণে দেখা যায় না, তবে স্থানে স্থানে তাদৃশ ব্রাহ্মণত্ব ব্যক্তিগত হইয়া থাকিতে পারে। মনু ১০ম অধ্যায়ের পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্লোকে ব্রাহ্মণের পুত্রই ব্রাহ্মণের ধর্ম্মে অধিকারী বলিয়া যে জাতিদ্বারা ব্রাহ্মণবর্ণের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা কেবল পুত্রগণের জন্মানুসারে বর্ণধর্ম্মের সংস্কারজ্ঞাপনার্থ অর্থাৎ কোন জাতীয় পুত্রকে কোন্ প্রকার

সামাজিক কার্য্যের নিমিত্ত শিক্ষা দেওয়া যাইবে তাহাই জ্ঞাপনার্থ ভিন্ন ভিন্ন প্রকার জন্মের পুত্রদিগের বর্ণসূচনা হইয়াছে। এই প্রকার বর্ণ ও জাতিনির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম অভ্যাস করিলে কর্ম্মজন্য বর্ণসংজ্ঞা থাকিয়া যায়, বর্ণ ও জাতিনির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম ত্যাগ করিলে সে বর্ণসংজ্ঞা আর থাকে না। আচারেও জ্ঞানে অত্যুন্নত হইলে ঐ বর্ণ হইতেই শ্রেষ্ঠবর্ণতা হয় এবং ঐ দুই বিষয়ে অতি অবনত হইলে অপসদ হয়, এবং অনুলোমবর্ণীয় কর্ম্ম গ্রহণ করিলে পতিত ও তদ্বর্ণতা প্রাপ্ত হয়। সংস্কার অর্থাৎ বিধানানুসারে জাতীয় কর্ম্মশিক্ষায় আরম্ভ ও তপস্যা অর্থাৎ গুরুশুশ্রূষা ও সংস্কারানুযায়ী জ্ঞানার্জ্জন ও সৎকার্য্যের নিমিত্ত বিবিধ-কষ্ট-স্বীকার না থাকিলে কেবল জন্মমাত্রে কেহ কোন বর্ণ থাকিতে পারে না। ব্রাহ্মণ হইতে ব্রাহ্মণীতে জন্মিয়াই কেহ ব্রাহ্মণ হয় না, আবার ব্রাহ্মণ হইতে ব্রাহ্মণীতে না জন্মিয়াও লোকে কর্ম্ম ও জ্ঞানবলে ব্রাহ্মণত্বের পরিচয় দিলে দয়াবান্ ব্রাহ্মণ হইতে ব্রাহ্মণ সংস্কার পাইয়া এবং ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মকার্য্য করিয়া ব্রাহ্মণ হয়। ইহা শাস্ত্রীয় বচনে এবং পুরাণাদির প্রসিদ্ধ ব্যবহারেও দেখা যায়। এইজন্যই ভৃগু "শূদ্রোঽপ্যাগমসম্পন্নো দ্বিজো ভবতি সংস্কৃতঃ।" ইত্যাদি বচন মহাভারতে এবং সংহিতাতে ও "শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চৈতি শূদ্রতাম্" ইত্যাদি বচন বলিয়া জ্ঞান ও কর্ম্মেরই প্রাধান্য বলিয়াছেন। ফল, জ্ঞান ও কর্ম্মই সজ্জন্মের পরিচায়ক, জরায়ু হইতে ভূমিষ্ঠ হওয়ামাত্র সজ্জন্মের পরিচায়ক নহে, কারণ নারীতে ভৌতিক জন্ম অতি নিগূঢ় বিষয়। ব্রাহ্মণের নারী হইতে জন্মিল বলিয়া কেহ তাহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া নিশ্চয় করিতে পারেন না,তবে বহু সম্ভাবনা হেতুক সাধারণতঃ তাদৃশ একটী নির্ণয় না করিলে সংসারের কাজ চলে না বলিয়াই জন্মদর্শনে ঐরূপ নির্ণয় করা হইয়াছে, প্রকৃত নির্ণয়,জ্ঞান ও কার্য্যসন্ততি দর্শনেই হইয়া থাকে। মনু প্রভৃতি ঋষিরা ব্রাহ্মণের যেরূপ জ্ঞান ও সদাচার থাকা আবশ্যক বলিয়াছেন ও যেগুলি

ব্রাহ্মণের লক্ষণ বলিয়াছেন, তাহা এক্ষণে অতি বিরল। তাঁহারা বেদহীন, অগ্নিহীন, পঞ্চমহাযজ্ঞের অনমুষ্ঠাতা, বহুযাজক, শূদ্রযাজক, দেবল, গ্রামযাজক, বেতনগ্রাহী অধ্যাপক, বেতনদায়ী শিষ্য, শূদ্রের ছাত্র, মাতাপিতা ও গুরুত্যাগী. যুদ্ধশিক্ষক, তোষামোদজীবী. মিথ্যাসাক্ষ্যদায়ী, কুসীদগ্রাহী, বণিকবৃত্তি, রাজভৃত্য, গ্রামভৃত্য বা অন্য ভৃত্য, মদ্যপায়ী, অনাচার, পতিতের সংস্রবী, গণক, ভিক্ষুক, দাম্ভিক, পাপরোগী. ধনার্থ প্রেতকার্য্যকারী, শঠ, প্রবঞ্চক, লোভী, চোর পরদার-সেবী, বেশ্যাসক্ত,যথেচ্ছভোজী. দুষ্টবাক্,তপঃপ্রভাবরহিত, কুণ্ড, গোলক, পৌণর্ভব, ইত্যাদি বহুবিধ ব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণাপসদ অর্থাৎ নীচজাতীয় অপাংক্তেয় শ্রাদ্ধে অভোজনীয় ব্রাহ্মণমধ্যে গণনা করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ-নামে আমরা যাঁহাদিগকে দেখিতে পাই. তাঁহারা প্রায়ই ঐরূপ অথবা ঐরূপ ব্রাহ্মণের পুত্র পৌত্র প্রপৌত্রাদি। মেধাতিথি কুল্লূক প্রভৃতি যে কুণ্ড গোলকাদিকে অব্রাহ্মণ বলিয়াছেন, মন্বাদি ঋষিরা তাহাদিগেরই সহিত উপরিলিখিতব্রাহ্মণগণের গণনা করিয়াছেন। মনু তৃতীয় অধ্যায়ে ১৫০ হইতে ১৮২ পর্য্যন্ত শ্লোকে এইরূপ সমুদায় ব্রাহ্মণদিগকে দূষিত ও অপাংক্তেয় বলিয়া শ্রাদ্ধে অভোজনীয় বলিয়াছেন। অতএব কুল্লূক, মেধাতিথি, গোবিন্দরাজাদির মতে যদি কুণ্ড গোলকাদি অব্রাহ্মণ হন, তবে কেবল তাঁহারাই অব্রাহ্মণ হইবেন কেন? কুল্লূকাদির নিজ মতে তাঁহারাও অব্রাহ্মণ হউন। শ্রাদ্ধে অভোজনীয় সমুদায় ব্রাহ্মণই অব্রাহ্মণ হউন। আমরা কিন্তু উহাদিগের মধ্যে কতকগুলিকে ব্রাহ্মণাপসদ, কতকগুলিকে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও ঐ জাতীয় অপসদ কতকগুলিকে শূদ্র ও কতকগুলিকে কার্য্যানুসারে শূদ্রাপসদ বলি। মনু প্রভৃতি ঋষিরা বেদান-ধ্যয়নে ও জাতিবিহিত ক্রিয়াত্যাগে পাতিত্য বলিয়াছেন, আমরাও তাহাই বলি। যাহারা আর্য্যশাস্ত্র না জানে ও আর্য্যধর্ম্মরক্ষা না করে, তাহারা পতিত ও শূদ্র। শূদ্রতার আশ্রয় ভিন্ন কাহাকেও ব্রাহ্মণত্ব

ছাড়িয়া এককালে শূদ্রত্বে পতিত বলিব না। জ্ঞানকার্য্যাদি অনুসারে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ভিন্ন ভিন্ন রূপে পতিত হইয়াছেন, তবে নামে মাত্র ব্রাহ্মণ আছেন। মন্বাদিও তাহাই বলিয়াছেন—"যথা কাষ্ঠময়ো হস্তী যথা চর্ম্মময়ো মৃগঃ। তথা বিপ্রোঽনধীয়ানস্ত্রয়স্তে নাম বিভ্রতি ॥"

কাষ্ঠের হস্তী ও চর্ম্মের মৃগ যেমন হস্তী ও মৃগ নাম ধারণ করে, তেমনই ব্রাহ্মণশাস্ত্র যাহারা পড়ে নাই, এরূপ ব্রাহ্মণসন্তানেরা কেবল ব্রাহ্মণ-নাম ধারণ করে। কিন্তু লেখাপড়া শিখিয়া জ্ঞানোন্নত ও সৎ-কর্ম্মা হইলে কুণ্ড-গোলকাদি অপসদেরাও যেমন সদ্‌ব্রাহ্মণ হন, তেমনই এই ব্রাহ্মণদের সন্তানেরাও লেখা পড়া শিখিয়া জ্ঞানোন্নত ও সৎকর্ম্মা হইলে সদ্‌ব্রাহ্মণ হন। কুণ্ড-গোলকাদি বেদহীন ব্রাহ্মণেরা যাবৎ জ্ঞান ও কার্য্যে উন্নত না হন,তাবৎ মন্বাদি যে তাঁহাদিগকে শ্রাদ্ধে অভোজনীয় ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন,তাহা তাঁহাদিগের বচন দ্বারা জানা যায়। মনু কানীন অম্বষ্ঠকে ব্রাহ্মণাপসদ বলিয়া ও সূতকে ক্ষত্রিয়াপসদ বলিয়া দৃষ্টান্ত দিয়া তাহাদিগের তদনুযায়িনী জীবিকা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, অথচ "তপোবীজপ্রভাবৈস্তু তে গচ্ছন্তি যুগে যুগে। উৎকর্ষঞ্চাপকর্ষঞ্চ মনুষ্যেষ্বিহ জন্মতঃ ॥" ইত্যাদি শ্লোকে বিদ্যাদি-প্রভাবে সকলেরই জাত্যুন্নতি সূচিত করিয়াছেন। কানীন বেদব্যাস কুণ্ড ভরদ্বাজ, গোলক জাবাল, নিকৃষ্টযোনিজ ঋষ্যশৃঙ্গ, কক্ষীবান্ তুর প্রভৃতিরও উৎকৃষ্ট-ব্রাহ্মণত্ব-প্রাপ্তি ও তদনুসারিণী বৃত্তিতে অধিকার প্রাচীন সাধু আচারে প্রসিদ্ধ। ইহার প্রমাণ পূর্ব্বপূর্ব্ব অধ্যায়ের উদ্ধৃত পুরাণাদির বচনে প্রদর্শিত হইয়াছে। অতএব স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, জন্মমাত্রই ব্রাহ্মণত্বাদির বর্ণ-প্রাপ্তির কারণ নয়। কিরূপ জাতির পুত্রের কোন্ বর্ণীয় সংস্কার হইবে, তাহা নির্ণয়ার্থই মনু দশম অধ্যায়ে পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্লোকের অব-তারণা হইয়াছে; এবং সেই জন্যই "জাত্যা জ্ঞেয়া স্তএব তে" এস্থলে জাতি দ্বারা বর্ণসংস্কার সূচনার্থ জাতিশব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। এই

সংস্কারেও দ্বিজত্বমাত্র হয়, এককালে ব্রাহ্মণত্ব হয় না। যদি ঐ সংস্কার পাইয়া বেদলাভে প্রতিভা, মেধা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্বাদি দেখাইতে পারে, সদাচার হইতে পারে ও ক্রমে ব্রাহ্মণবর্ণবিহিত সমুদায় কর্ম্ম অভ্যাস করে, লোভাদি বশতঃ ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য-কর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ভ্রষ্ট না হয়, তবেই ঐ পুত্র অগ্রজ ব্রাহ্মণ হইতে পারিবে, অন্যথা নহে। এইরূপ ব্রাহ্মণ হওয়া বড় সহজ ব্যাপার নয়। ব্রাহ্মণ হইলাম বলিলেই ব্রাহ্মণ হওয়া যায় না। তবে ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়জা পত্নীর পুত্র ও বৈশ্যজাতা পত্নীর পুত্র ব্রাহ্মণবর্ণের সংস্কারাদির অধিকারী হয়, ইহা বলিলে ব্রাহ্মণী পুত্রেরা এত ভয় করেন কেন, এত অসহিষ্ণু হন কেন? ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়ের ও বৈশ্যের কানীন অধ্যূঢ়জ, ক্ষেত্রজ প্রভৃতি অপসদদিগের যখন পিতৃবর্ণীয় সংস্কার শাস্ত্রে উক্ত আছে * এবং ব্যবহারেও প্রচলিত ছিল ও অদ্যাপি আছে দেখা যাইতেছে, তখন তাঁহাদের এ শাস্ত্রার্থ নাশের চেষ্টা কেন? যখন ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়াজাত ও বৈশ্যাজাত এবং বৈশ্যের বৈশ্যাজাত পুত্রেরাও যখন জ্ঞান ও কর্ম্ম-বলে ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন এবং তদ্বংশীয় সন্তানেরাও যখন অদ্যাবধি তাঁহাদের মধ্যেই ব্রাহ্মণ হইয়া আছেন, যখন শূদ্রাপুত্রেরও ব্রাহ্মণত্ব সহিতে পরিয়াছেন ও পারিতেছেন, যখন তাঁহাদের নিজের জাতি ও বর্ণ নির্ণয় না জানিয়াও আপনাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিতেছেন, তখন মন্বাদি সর্ব্বশাস্ত্রসিদ্ধ জাতির ব্রাহ্মণত্ব স্বীকার কি এত অসহ্য! তাহারা আজি

* কানীনাধ্যূঢ়জো বাপি বিজ্ঞেয়ো পুত্রকিল্বিষো। তথাপি স্বাবিব সুতো সংস্কার্য্যাবিতি নিশ্চয়ঃ॥ কানীন অর্থাৎ বিবাহের পূর্ব্বে কন্যাবস্থায় অপর পুরুষ কর্ত্তৃক উৎপাদিত পুত্র এবং অধিবিন্নাজাত পুত্র এই দুই পুত্র পুত্রের মধ্যে নিতান্ত অধম। তাহাদিগকেও স্বকীয় ঔরসের ন্যায় সংস্কারযুক্ত করিবে। "ক্ষেত্রজাবাপ্যপসাদা যেহধ্যূঢ়া স্তেষু চাপ্যুত। আত্মবদ্ বৈ প্রযুঞ্জীরন্ সংস্কারা ব্রাহ্মণাদয়ঃ। ক্ষেত্রজ বা অধ্যূঢজ অপসদ পুত্রদিগকেও ব্রাহ্মণাদি বর্ণেরা স্ববর্ণীয়সংস্কারে সংস্কৃত করিবেন।

নূতন ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিতে চাহিতেছে না। তাহারা এক্ষণে ক্ষত্রিয়া বা বৈশ্যার গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইতেছে না। শাশ্বতকালের প্রতিষ্ঠিত, অম্বষ্ঠজাতীয় ব্রাহ্মণ বলিয়া বিদিত যে সম্প্রদায় ভারতে অদ্যাপি চলিয়া আসিতেছে, সেই শ্রেণীরই ব্রাহ্মণের পুত্র ব্রাহ্মণ বলিয়া যাহারা পরিচয় দিতেছে, তাহাদিগকে তোমরা অব্রাহ্মণ বলিতে চাও কোন্ শাস্ত্র বা যুক্তি-বলে? তোমরা জাতীয় বেদ ত্যাগ করিয়াছ—ইঁহারা অদ্যাবধি জাতীয় প্রধান বেদ আয়ুর্বেদ রক্ষা করিতেছেন—ইহাই কি ইঁহাদের অব্রাহ্মণত্বের হেতু, আর তোমাদের জাতীয় বেদত্যাগই কি তোমাদের ব্রাহ্মণত্বের হেতু? এতদ্ব্যতীত আর কোন্ প্রকারে তোমাদের ব্রাহ্মণত্ব সিদ্ধি ও বৈদ্যদের অব্রাহ্মণত্ব হইতে পারে? শাস্ত্রার্থের মস্তকে পদাঘাত না করিলে আর এ অর্থসিদ্ধি হয় না। দ্বেষই যদি এরূপ অস্বীকারের কারণ হয়, তবে ইহাও বলি ব্রাহ্মণ এই নামেই বা ঐ জাতিদের কি লাভ হইবে যে আপনারা তাহা সহ্য করিতে পারেন না? ভাল, আপনারা ত ব্রাহ্মণনামা, কিন্তু তাহাতে আপনাদের কি লাভ হইতেছে? ঐরূপ ব্রাহ্মণ না হওয়াই প্রার্থনীয়। যদি প্রকৃত ব্রাহ্মণোচিত জ্ঞান ও সদাচারসম্পন্ন হইয়া ব্রাহ্মণ-সম্মান সমাজে না পাওয়া যায়, তবে ঐরূপ নামমাত্রে ব্রাহ্মণ-অপসদ ব্রাহ্মণ হওয়ায় কি ফল আছে? সহস্র দ্বিসহস্র বৎসর প্রাচীন কালের পূর্ব্বপুরুষগণের মধ্যে কোনও ধন্য পূজনীয় পুরুষের ব্রাহ্মণত্ব-হেতুক যদি এখন কেহও স্বায় ব্রাহ্মণত্বের বা বৈদ্যত্বের দাবী করেন, তাহা হইলে জাতি কল্পনা নিরর্থক হইয়া যায়। বিদ্যা ও শিষ্টাচারের গৌরব না থাকাতে দিন দিন মনুষ্যেরা অধোগত হইয়া যায়। অসদাচারের দণ্ড না থাকিলে সমাজ বিবাদ, বিদ্বেষ, কলহ ও ম্লেচ্ছাচারে পূর্ণ হইয়া যায়। এখন আমাদের দেশে সে মূর্দ্ধাভিষিক্ত বা ক্ষত্রিয় রাজা নাই, সুতরাং ব্রাহ্মণ-শাস্ত্রের ও ব্রাহ্মণ-ধর্ম্মের গৌরব ও আদর নাই। এখন আমাদের দেশ

ম্লেচ্ছপ্রধান। এখানে ম্লেচ্ছাচার, ম্লেচ্ছব্যবহার ও ম্লেচ্ছবিদ্যারই গৌরব প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। রাজা স্বয়ং ব্রাহ্মণকর্ম্ম ও ক্ষত্রিয়কর্ম্ম গ্রহণ করিয়া অন্য দুই বর্ণকর্ম্ম গ্রহণে বা ত্যাগে সাধারণের স্বাধীনতা প্রচার করায় জাতিবন্ধন বিশৃঙ্খল হইয়াছে। জাতিধর্ম্মে বিশৃঙ্খলতা হওয়ায় সমুদায় জাতির উপজীবিকারূপ প্রধান ধর্ম্মে ব্যাঘাত, জাতিবিপ্লব ও ধর্ম্মবিপ্লব স্বতঃই হইয়াছে। সম্প্রতি বৈশ্য ও শূদ্রবৃত্তি গ্রহণ ব্যতীত ভারতীয় মনুষ্য-সাধারণের আর কি উপায় আছে? এ সময়ে যাঁহারা অসাধারণ জ্ঞান প্রকাশ করিয়া মনুষ্য-সাধারণের বাস্তবিক মঙ্গল করিতে পারেন তাঁহারাই ব্রাহ্মণ-পদবাচ্য ও দেবশর্ম্মা উপাধি পাইবার যোগ্য; কিন্তু এরূপ লোক দেশের মধ্যে কই? সাহস-প্রিয় বলপ্রকাশক ক্ষত্রিয়ই বা কই? এখন্ এদেশীয় লোকে আত্ম-ত্রাণার্থও স্বেচ্ছানুসারে অস্ত্রাদি ধারণ করিতে পারে না। অর্থ দান-পূর্ব্বক রাজার অনুমতি গ্রহণ ব্যতিরেকে কেহ অস্ত্র ধারণ করিলে সে রাজদণ্ডে দণ্ডিত হয়। সুতরাং সে ক্ষত্রিয় জাতি ক্রমশঃ তিরোহিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণবর্ণ বলিয়া যে জাতি বিদিত ছিলেন, রাজার সমুচিত সাহায্য না পাওয়ায় ও তাঁহাদের জাতিধর্ম্মে নানা বিঘ্ন উপস্থিত হওয়ায় সে জাতিও তিরোহিতপ্রায় হইয়াছে। যে শূদ্রজাতির যাজকেরা শূদ্রের যাজনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা শূদ্র ব্রাহ্মণ অর্থাৎ সঙ্কীর্ণ জাতি। অম্বষ্ঠ জাতীয় ব্রাহ্মণেরাও অতি হীন অবস্থায় দিনপাত করিতেছেন। রাজা তাঁহাদের জীবিকা সাধারণভোগ্য করিয়া দিয়াছেন। যে সকল অম্বষ্ঠ অশেষ কষ্ট পাইয়াও জাতি-বর্ণের অনুরোধে জীবিকা-রক্ষা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সেই জীবিকাই এক্ষণে তাঁহাদিগের কতকগুলিকে কথঞ্চিৎ রক্ষা করিতেছে। অধ্যাপকতা দ্বারাও অনেকে জীবিকা রক্ষা করিতেছেন, আর এই বিপৎকালে ক্ষত্রিয়বৃত্তির অভাবে বৈশ্যবৃত্তিও কোনও ব্রাহ্মণের পক্ষে নিষিদ্ধ নয়। যাঁহারা জমিদার

অথবা প্রধান প্রধান রাজকার্য্যে নিযুক্ত, তাঁহাদিগকে ক্ষত্রিয়বৃত্তি বলা যাইতে পারে, তবে রাজার নিকৃষ্ট কর্ম্মচারীরা ক্ষত্রিয়াপসদ বলিয়া গণ্য। এতদ্ভিন্ন সেবক সম্প্রদায় কি ব্রাহ্মণের, কি ক্ষত্রিয়ের, কি বৈশ্যের বংশোদ্ভূত সকলেই বর্ণসঙ্কর। স্ত্রী-পরিবারাদি সত্ত্বে যিনি ভিক্ষাবৃত্তিক, তিনি সঙ্করাধম। যিনি পরপ্রার্থনা ব্যতীত নিয়ত পরান্নোপজীবী, তিনিও সঙ্করাধম। জন্মমাত্রকে বর্ণ মনে করিয়া এই সঙ্কর ও সঙ্করাধমেরা বৈবাহিক আদান প্রদানাদিদ্বারা পরস্পর মিশ্রণে সঙ্কীর্ণ জাতি হইয়া পড়িয়াছে। যতদিন এদেশে পুনরায় ক্ষত্রিয় গুণের আবির্ভাব না হইবে, যতদিন পর্য্যন্ত এদেশের লোকেরা জাতীয়রক্ষার নিমিত্ত ও জাত্যুন্নতির নিমিত্ত জাতীয় মঙ্গলকার্য্যে সর্ব্বস্ব দিতে প্রস্তুত না হইবে, ততদিন এদেশের মঙ্গল নাই। শক্তির উপাসনা ভিন্ন শক্তি পাওয়া যাইবে না। শক্তি-লক্ষণ প্রদর্শন ভিন্ন তিনি সদয় হইবেন না। সহস্র বৎসরের স্তবেও তাহা সুসাধ্য হইবে না। তাই বলি, এ অবস্থায় জাতি-বিবাদ শুভকর নহে। এ সময়ে জাতিবিবাদ পরিত্যাগ করিয়া জাতিরক্ষার্থ উদ্যুক্ত হওয়াই সকলের পক্ষে একমাত্র কর্ত্তব্য ও তাহাই একমাত্র চিন্তনীয় তাহারই নিমিত্ত স্ব স্ব ভাষায় অধ্যয়ন অধ্যাপনাদি প্রচারিত হউক। ভাষার উন্নতি-সাধন হউক। ইহাই জাত্যুন্নতির প্রধান সোপান।

ইতি মতখণ্ডনে

শাস্ত্রীয় বিচারের

উপসংহার

পাষণ্ড-মত-খণ্ডন।

গগনপথে রাশিচক্রের মধ্যস্থিত অশ্বিনী বা অশ্ব নামক অশ্বমুখাকৃতি নক্ষত্রপুঞ্জে যে দুইটী উজ্জ্বল নক্ষত্র দেখা যায়, উহার একটীর নাম ক্ষত্র (castor) ও অপরটীর নাম বলক্ষ (pollux)। ঐ দুটীকেই অশ্বিনীতনয়যুগল বলা যায়। উহারা যখন আশ্বিন মাসে সূর্য্যাস্তের পর পূর্ব্বদিকে আকাশে প্রকাশ পায়,তখন আকাশ বড় নির্ম্মল, পৃথিবী সর্ব্বত্র কর্দ্দমরহিত ও বর্ষাভব-জঙ্গলশূন্য হওয়ায় ঐ কাল দেব, দৈত্য দানব, মানব, পশু, পক্ষী প্রভৃতির বড় স্ফূর্ত্তির সময় হইত। রোগী-রাও ইহাদের উদয়কাল যাবৎ নীরোগ থাকিয়া স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করিত। এই নিমিত্তই ইহাদিগকে স্বর্গীয় বৈদ্য বা আকাশচর বৈদ্য বলিত। অমরাভিধানে "স্বর্বৈদ্যাবশ্বিনীসুতৌ" বলিয়া ইহাদিগকে বুঝাইয়াছেন। আকাশচারী বলিয়া এই দুই বৈদ্যকে খচর বৈদ্যও বলা যায়। বহুকাল হইতে এই দেবাদির বন্দনীয় খচর বৈদ্যের কথা প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু কালক্রমে বঙ্গদেশে খচর শব্দটী অশ্বগর্দ্দভ-সংযোগজাত অশ্বতর নামক জন্তুবিশেষকে বুঝাইতে প্রচলিত হওয়ায় এবং স্বর্গীয় বৈদ্যদ্বয়ের সহিত ঐ খচর শব্দের বর্ণগত সাদৃশ্য থাকায় বৈদ্যবিদ্বেষী বিদ্রূপপ্রিয় ব্যক্তিরা সময়ে সময়ে বৈদ্যগণকে ঐ শব্দ দ্বারা শ্লোক রচনা করিয়া উপহাস করিয়া থাকেন। এদিকে ব্রাহ্মণদিগের তিনটী শ্রেণী বা জাতি পৃথক্ হওয়াতে ও ত্রৈবর্ণিক বিবাহপ্রথা উঠিয়া যাওয়াতে অশাস্ত্রজ্ঞ নিরক্ষর শূদ্রেরাও তাদৃশ ব্রাহ্মণের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভে বৈদ্যের উৎপত্তি শুনিয়া তাদৃশ উৎপত্তি ভিন্নজাতীয়-স্ত্রী-পুরুষ-যোগজাত ও নিন্দনীয় মনে করিয়া থাকে। কিন্তু শাস্ত্রজ্ঞ বিচক্ষণ পণ্ডিতেরা কখন সেরূপ মনে করেন না। তাঁহারা সকলেই জানেন যে, ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের জাতিগত প্রভেদ নাই, কর্ম্মগত প্রভেদ মাত্র।

বেদ, স্মৃতি, পুরাণ, ইতিহাস প্রভৃতি যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র আছে, সেই সমস্ত শাস্ত্রেই মূর্দ্ধাভিষিক্ত ও অম্বষ্ঠ জাতিকে দ্বিজাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও ব্রাহ্মণবর্ণীয় বলিয়াছেন। বিদ্যা ও সদাচার হেতুক ইহাঁরা ব্রাহ্মণী পুত্র অপেক্ষা পূজনীয় ব্রাহ্মণ হন, কারণ বিদ্যা ও সদাচারই ব্রাহ্মণত্ব; জন্ম-মাত্র ব্রাহ্মণত্ব নহে। কিন্তু বিদ্যাহীন সদাচারহীন অজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা জন্ম-মাত্রের প্রাধান্য মনে করিয়া এবং ক্ষত্রিয়পুত্র ও বৈশ্যাপুত্রদিগকে সুখী ও সমাজে সম্মানিত দেখিয়া বৈমাত্রেয় ভ্রাতার ন্যায় অন্যায়রূপে বিদ্বেষপরতন্ত্র হইয়া থাকেন। তাঁহারা তাঁহাদের গৌরব সহ্য করিতে না পারিয়া এই প্রকারে বহুবিধ বিদ্বেষোক্তি ও প্রতিকূলাচরণ করিয়া থাকেন। জন্মমাত্রই যে, ব্রাহ্মণগণের শ্রেষ্ঠতার কারণ নহে, বিদ্যা ও সদাচারই যে শ্রেষ্ঠতার কারণ, ব্রহ্মবিৎগণের এই মহার্থ বচন তাঁহা-দের বিদ্বেষ কলুষিত হৃদয়ে স্থান পায় না। সেই জন্য বৈদ্যদিগের দ্বিজ শব্দের ব্যাখ্যাও তাঁহারা অন্যরূপ করিয়া আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া থাকেন; এবং জ্ঞানবান্দিগের নিকটেও তাহা বলিতে কুণ্ঠিত বা লজ্জিত হন না। পণ্ডিতেরাও এতাদৃশ কথার সহিত স্বীয় কথা মিশ্রিত করিতে আপনাদিগকে অবজ্ঞাত বোধ করেন। এইজন্য বিদ্বেষী-দিগের কথাই তাত্ত্বিক বলিয়া অনক্ষর-সমাজে পরিগৃহীত হইতেছে ও সেই সংস্কার সাধারণের মনে রূঢ় হইতেছে। এমন কি, ইদানীন্তন বঙ্গীয় টীকাকারেরাও মনুর ধর্ম্মশাস্ত্রের টীকা করিতে তাদৃশ বিদ্বেষ প্রকাশ করিতে লজ্জা বোধ করেন নাই। বরং স্বজাতি-সমাজে আদৃত হইবারই আশা করিয়াছেন; এবং মূর্খ সমাজে তাঁহাদের সে আশাও কিয়দংশে ফলবতী হইয়াছে। হিন্দুরাজত্বের লোপের পর ধর্ম্ম-শাস্ত্রাদি কেবল উঁহাদের হস্তেই ন্যস্ত ছিল। ইহাঁরা এইরূপ অসার টীকা মুদ্রিত ও প্রচলিত করিয়া প্রাচীন টীকাগুলি গুপ্ত ও লুপ্তপ্রায় করিয়াছেন। এক্ষণে এদেশে ঐ সকল টীকা পাওয়া সাধারণের পক্ষে

নিতান্ত দুষ্কর। আমরা ঐ সকল টীকার সংগ্রহে সচেষ্ট ছিলাম। সংপ্রতি টীকাতে ও ব্যাখ্যাতে ১৮ খানি গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছি। মহাভারতের মধ্যস্থিত মনুসংহিতার ভীষ্মকৃত ব্যাখ্যা ও তদনুসারী আমাদিগের বিস্তীর্ণ ব্যাখ্যাও এই গ্রন্থ মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছি। বিদ্বেষীদের চেষ্টা অতঃপর আর্য্যসমাজে স্থান না পায়, এ জন্য তাঁহাদের সেই নিন্দিত ও উত্তর দানের অনুপযুক্ত কথাও এস্থলে উত্থাপিত করিয়াছি।

উপরে যে দুইটী তারার কথা বলিয়াছি, শ্রুতিতে ঐ দুই তারাকে নক্ষত্র বলিয়াছেন। তজ্জন্য বিদ্বেষীরা বলেন যে শ্রুতিতে যখন বৈদ্যদিগকে 'নক্ষত্র' অর্থাৎ 'ক্ষত্রিয় নয়' বলিয়াছেন, তখন তাহার বংশীযেরা বা তজ্জাতীয়েরাও ক্ষত্রিয় নয়, ব্রাহ্মণ বা বৈশ্যও নয়, উহারা শূদ্র। কি চমৎকার যুক্তিযুক্ত কথা! যাহা হউক, আমরাও তদনুসারী উত্তর দিব। ঐ দুই তারকা ব্রহ্মা হইতে উৎপন্ন, পরন্তু প্রজারক্ষা হেতু ক্ষত্রধর্ম্মাও বটে, অতএব বৈদ্যগণের ন্যায় ইহাদিগকেও ব্রহ্মক্ষত্র বলা যাইতে পারে। অন্যথা আকাশে সপ্তর্ষি মণ্ডল নমে বিদিত নক্ষত্রপুঞ্জ মরীচি আদি ব্রাহ্মণকেও 'নক্ষত্র' বলিয়াই শূদ্র বলিতে হয়, বৃহস্পতি শুক্র প্রভৃতি ব্রহ্মর্ষি ও প্রজাপতি কশ্যপ প্রভৃতিকেও শূদ্র বলিতে হয়, কেন না, তাঁহারা সকলেই নক্ষত্র বলিয়া কথিত। স্বয়ং ভগবান্ বলিয়াছেন "নক্ষত্রাণামহং শশী" সুতরাং চন্দ্রকে ও নারায়ণকেও শূদ্র বলিতে হয়। এইরূপে বিদ্বেষীর অর্থ সর্ব্বত্র বিপ্রতিপত্তিকর হইতেছে। কিন্তু যদি ঐ নক্ষত্র শব্দের অর্থ বহুব্রীহি সমাসে "নাই ক্ষত্র অর্থাৎ বিপৎত্রাণকর্ত্তা যাহা অপেক্ষা" এইরূপ করা যায়, তাহা হইলে শ্রুত্যাদি সর্ব্বস্থলে সঙ্গতি হইয়া যায়। পরন্তু শ্রুতিতে "স শৌদ্রং বর্ণমসৃজৎ পূষণম্" এই বাক্যে পূষাকেই শূদ্র বলিয়াছেন; নক্ষত্রগণকে শূদ্র বলেন নাই। গ্রহনক্ষত্রাদির, দেবাদির, নিকৃষ্ট

প্রাণ্যাদির ও উদ্ভিজ্জাদিরও যে ঐরূপ ব্রাহ্মণাদি জাতি কল্পনা তাহা মানবজাতি কর্ত্তৃক মানবজাতির কল্পিত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। উহাদিগের সহিত ব্রাহ্মণাদি সমস্ত জাতিরই সমান সম্পর্ক। তবে যে কোন কোন ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক অশ্বিনীকুমার হইতে বৈদ্যের উৎপত্তি লিখিত হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, যত বৈদ্য পৃথিবীতে দৃষ্ট হয় ঐ স্বর্গীয় বৈদ্যদ্বয় তৎসমুদয়েরই পূর্ব্ববর্ত্তী। কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তিতা মাত্রই উৎপত্তির কারণ হয় না। বিবেচনা করিয়া দেখিলে জানা যায় যে, এই মানবগণ কর্ত্তৃকই মানব বৈদ্যের নামানুসারেই অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের গুণদর্শনে বৈদ্য এই নাম হইয়াছে। মানবগণই উহাদের নামকরণের কর্ত্তা; উহারা মানবগণের নাম-কর্ত্তা নয়। ঐ নক্ষত্রদ্বয়কে ক্ষত্র নয় বলিতেছ, কিন্তু আবার ইহাও দেখা কর্ত্তব্য যে, উহাদিগেরই একটীর নাম ক্ষত্র। বিদ্বেষীদের কৃত অর্থে "ক্ষত্র" ও "নক্ষত্র" এক হওয়ায় সদ্ভাব ও অভাব দুইটীই যুগপৎ একত্র হইতেছে তাহা নিতান্ত অসঙ্গত। অতএব তাঁহাদের বিদ্বেষকৃত মত সর্ব্বথা নিরস্ত হইতেছে।

ইতি বৈদ্যজাতির বর্ণ-নির্ণয়াধ্যায়ে
পাষণ্ড-মত-খণ্ডন।



তৃতীয়াধ্যায়ের উপসংহার ও চতুর্থাধ্যায়ের অবতরণিকা।

মেধাতিথি কুল্লূকাদি টীকাকারেরা জানিয়া শুনিয়াও বৈদ্যজাতিকে অব্রাহ্মণ বলিয়া প্রকাশ করাতে কেবল ঐ জাতীয় শাস্ত্রহীন ব্রাহ্মণেরা নয়, অন্যান্য অজ্ঞ জাতিরাও বর্ণ নির্ণয় বিষয়ে, বিষম গোলযোগে পড়িয়াছেন। শাস্ত্র ব্যাখ্যাতে মেধাতিথি ও কুল্লূকের টীকা মাত্র যাঁহাদের সম্বল এবং তাঁহারাই যাঁহাদের শিক্ষাগুরু, তাঁহারাও জাতি-বর্ণনির্ণয়ে বিমূঢ় হইয়াছেন। মনু বলিয়াছেন, ব্রাহ্মণাদি সকল বর্ণের ও সকল জাতির ধর্ম্ম ও উপজীবিকা জানা ব্রাহ্মণবর্ণ মাত্রের কর্ত্তব্য,কিন্তু এই ব্রাহ্মণেরা সশিষ্য কোনও জাতির বর্ণ ও ধর্ম্ম এবং জীবিকা অবগত নহেন। স্বীয় জাতিবর্ণ ও জীবিকা নষ্ট হওয়াতেই ইঁহারা পরধর্ম্মাদিজ্ঞানে বিরত হইয়াছেন এবং আপনাদেরও জাতি,বর্ণ ও ধর্ম্ম গোপন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। কাজেই ইঁহারা স্বয়ং অব্রাহ্মণ হইয়া বৈদ্যজাতিকে ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন না। আবার এদিকে শাস্ত্রেও দেখেন যে, বৈদ্যেরা ব্রাহ্মণবর্ণ ই বটে, তাহার বিপরীত বলা যায় না, এজন্য ঐ শাস্ত্র সমুদায়কে ও ব্যবহার সমুদায়কে সত্যযুগে ফেলিয়া যুগক্রমে ইহাঁদিগের নিকৃষ্টবর্ণতা বলিয়া এক শ্লোক রচনা করিয়া বলেন যে সত্য ও ত্রেতাযুগে বৈদ্যেরা ব্রাহ্মণ ছিলেন, কিন্তু দ্বাপরে ক্ষত্রিয়তুল্য ও কলিতে বৈশ্যতুল্য হইয়াছেন। ফলতঃ সত্যাদি কালের বৈদ্যদিগেরও ব্রাহ্মণত্ব ঐ ব্রাহ্মণেরা সহ্য করিতে পারেন না। কারণ তৎকালের বৈদ্যক গ্রন্থাদি ব্রাহ্মণকৃত, ইহা প্রসিদ্ধ

থাকিলেও ব্রাহ্মণ-নাম-সাহায্যে ঐ ব্রাহ্মণেরা মনে করে যে ইহা তাহাদেরই পূর্ব্বপুরুষ-ভূত, তাঁহাদের ন্যায় ব্রাহ্মণদেরই কৃত অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণদের কৃত নহে। চিকিৎসাকার্য্য তাঁহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ সুতরাং চিকিৎসাগ্রন্থে তাঁহাদের সম্যক্ ব্যুৎপত্তি না থাকিলেও তাঁহারা গ্রন্থকারের যশোলাভ করিয়া ছিলেন আর যাঁহাদের চিকিৎসাই উপজীবিকা জন্মাবধি যাঁহারা তাহাতেই সংস্কৃত, উপদিষ্ট ও দীক্ষিত তাহারা এ শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তিও পান নাই, গ্রন্থ রচনাতেও তাঁহাদের শক্তি ছিল না। যাজক ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদিগকে ঐ সকল গ্রন্থ রচিয়া দিয়াছেন। এই দল তথাপি ভাল, কিন্তু এমন দলও আছেন যাঁহারা বিদ্যার যশ আপনাদের সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণ জাতি ভিন্ন অন্য কোনও দ্বিজে দিতে চায় না। ক্ষত্রিয় কি বৈশ্য গ্রন্থ লিখিয়াছেন ইহা শুনিলে তাঁহারা উন্মত্ত হইয়া উঠেন, আর বৈদ্যগণকে তাহাদিগের অপেক্ষাও নীচ জাতীয় মনে করিয়া বৈদ্যক গ্রন্থ রচনা করিয়াছে একথা শুনিলে একেবারে খড়্গহস্ত হইয়া উঠেন। তাঁহারা আপনারাই আবার বলিয়া থাকেন যে বৈদ্যক শাস্ত্র সমূদায় ব্রাহ্মণেই করিয়াছেন। অমুক অমুক ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলংকার, স্মৃতি, তর্কাদি শাস্ত্র ব্রাহ্মণে করিয়াছেন। কথা ঠিক কিন্তু বুঝিবারই ভ্রম। ঐ সকল ব্রাহ্মণ যে কোন জাতীয় ব্রাহ্মণ তাহা একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলেই সকল স্থির হইয়া যায়, কিন্তু তাঁহাদিগের কুসংস্কার তাঁহাদিগের তাহা করিতে দেয় না। বৈদ্যগণের প্রতি তাঁহাদের স্বাভাবিক ঈর্ষ্যাই ঐরূপ দুর্গতির কারণ। ব্রাহ্মণ সকলকে দেখাইয়া দিলেও কি তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন? পাণিনি কোন শ্রেণীর ব্রাহ্মণ তাহা নিশ্চয় জানা যায় না, কিন্তু পাণিনির প্রসিদ্ধ বার্ত্তিককার উজ্জ্বলদত্ত, বৃত্তিকার অভিনবগুপ্ত, কলাপের পঞ্জিকাকার ত্রিলোচনদাস, কোন শ্রেণীর ব্রাহ্মণ? প্রসিদ্ধ মুগ্ধবোধ কর্ত্তা, যাহার কৃপায় বঙ্গীয় সাধারণ ব্রাহ্ম-

ণেরা চক্ষু পাইতেছেন, তিনি কোন্ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ? কালিদাস বা মাতৃগুপ্ত, বররুচি শ্রীহর্ষ প্রভৃতি প্রধান প্রধান কাব্যকার এবং প্রসিদ্ধ সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ কবিরাজ প্রভৃতি কোন্ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ তাহা অজ্ঞান ব্রাহ্মণেরা জানেন কি? অঙ্গিরা, বৃহস্পতি, ভরদ্বাজ, ধন্বন্তরি বশিষ্ঠ, জনক, যাজ্ঞবল্ক্য, ব্যাস প্রভৃতি ঋষিগণ যাঁহারা চিকিৎসা শাস্ত্রের জন্মদাতা তাঁহারা কোন্ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ তাহা তাঁহারা জানেন কি? অগ্নিবেশ, ভেল, সুশ্রুত, চরক, বাগভটগুপ্ত, মাধবকর, চক্রদত্ত, বিজয় রক্ষিত, শঙ্কর সেন প্রভৃতি বৈদ্যক শাস্ত্রপ্রণেতারা কোন্ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ তাহা তাঁহারা জানেন কি? বর্ত্তমাণ ব্রাহ্মণেরা যে গায়ত্রীটা প্রত্যহ পাঠকরিয়া পবিত্র হইয়া থাকেন সেটা কোন্ শ্রেণীর ব্রাহ্মণের হৃদয়ে প্রস্ফূরিত হইয়াছিল তাহা তাঁহারা জানেন কি? যে ধন্বন্তরিকে প্রত্যহ পূজা করিয়া তবে জলগ্রহণ করিতে হয় তিনি কোন্ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ তাহা তাঁহারা জানেন কি? চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইলেও কি চক্ষুহীনেরা দেখিতে পাইবে? অধিক কথা কি, সেদিন কার কথা ভরত মল্লিক রঘুবংশাদির টীকা করিয়া গেলেন, এখনই এ সকল অজ্ঞেরা বলে ভারত মল্লিক ব্রাহ্মণ বটে; কিন্তু বৈদ্য নহে; কেন না উহাদের ধ্রুব বিশ্বাস যে বৈদ্য ব্রাহ্মণ নয় এবং বৈদ্যগণের গ্রন্থ বা টীকা টীপ্পনী প্রভৃতি করা অসম্ভব। অতএব কল্য পরশ্ব দিবসের কথা যখন ইহাদিগকে বুঝাইয়া উঠা যায় না, তখন প্রাচীন ঘটনার কথায় যে ঐরূপ বলিবে না—তাহার হেতু কি? প্রসিদ্ধ শ্রীমদ্ ভাগবত বৈদ্যেরই রচনা, ইহা বোপদেবের গুরুকৃত পরিচয়ে দেখিয়াও কোন্ ব্রাহ্মণনামধারী ব্রাহ্মণ তাহা বিশ্বাস করিতে পারে? ইহাদিগের নিকট কি এরূপ গ্রন্থকারদের পরিচয় দিয়াও পার পাওয়া যায়? বৈদ্যেরা যদি নিজ পরিচয়ে দ্বিজ শব্দ প্রয়োগ করিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন তবে অমনি তাহারা বলিবে এ দ্বিজ অর্থে,

ব্রাহ্মণ। বৈদ্যে আবার আপনার পরিচয়ে দ্বিজ লিখিবে কি? যদি বলেন বৈদ্য, তাহাতেও পার পাইবেন না, উহারা অমনই বলিবে বৈদ্য অর্থাৎ বেদ নিপুণ ব্রাহ্মণ; বৈদ্য কি আবার জাতি আছে? এইরূপে কোনও ক্রমে পার পাইবার যো নাই। আজি বৈদ্যশব্দের অর্থ বুঝাইতেই আমাদের কত কষ্ট পাইতে হইতেছে। অতএব এ সকল ইহাদিগকে কি প্রকারে অল্প কথায় বুঝান যাইবে? বোপদেবের প্রশংসায় তাঁহার গুরু ধনেশ্বর তাঁহার পরিচয় দিতে কিছুই বাকী রাখেন নাই, তথাপি লোকে বলে বোপদেব ব্রাহ্মণ কিন্তু বৈদ্য নয়। তাঁহার প্রযুক্ত বিপ্রশব্দ দেখিয়াই ইহাঁরা ঠিক করেন যে বোপদেব বৈদ্য নন যেহেতু বিপ্রশব্দ আছে, কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে, বিপ্র ও দ্বিজশব্দ কেবল ব্রাহ্মণ বর্ণকে কি ব্রাহ্মণাদি ত্রিবর্ণীয় সমুদায় ছয় জাতিকে বুঝায়। বিশেষতঃ বিপ্রশব্দের যে বিশিষ্ট অর্থ আছে তাহা বোপদেবেও ছিল, অতএব তাঁহার পরিচয়ে ঐ বিশিষ্ট অর্থে বিপ্রশব্দের প্রয়োগ কেন না হইবে? কিন্তু তাহাতেও ভ্রম হইতে পারে এজন্য আরও একটী বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে, "বেদপদাস্পদম্" ইহার অর্থ জ্ঞানের বা বেদের আধার, সর্ব্ববেদক অর্থাৎ বৈদ্য। বেদাস্পদ বলিলেও চলিত কিন্তু বেদ পদ বলিলে অর্থাৎ বেদ এই পদ হইতে যে জাতি নাম সিদ্ধ হইয়াছে সেই জাতীয় ব্রাহ্মণ ইহা বলিলে আর কোন সন্দেহ থাকিবে না, এজন্য তাহাই বলিয়াছেন। তথাপি লোকের কুসংস্কারাবৃত মন সে দিকে যাইতে চায় না। তাঁহারা বলেন বৈদ্যশব্দের অর্থ সর্ব্ববেদজ্ঞ ও ভিষক্ এই দুইটী হইতে পারে অতএব ইনি ভিষক্ জাতি নন, কিন্তু বেদ নিপুণ ব্রাহ্মণ। তাঁহারা বলেন বৈদ্যের বেদে অধিকার কোথায়? তিনি বৈদ্য হইলে বেদ বাচক শব্দের পরিচয় দিবেন কেন? অতএব এ পরিচয়ে ও কার্য্যসিদ্ধি হইতেছে না। ভাল, তার পরও আর একটী

পদ আছে যাহাতে ঐ বৈদ্যশব্দ ভিষক্ জাতীয় বলিয়াই প্রমাণ হইতে পারে। পরিচয়ে আছে "ভিষক্ কেশব নন্দনঃ" তিনি কেশব নামক ভিষকের পুত্র। তথাপি ইহাঁদের নিকট পার নাই। ইহাঁরা বলেন তাঁহার পিতা চিকিৎসা করিতেন, সে কালে ব্রাহ্মণ চিকিৎসা করিত। এক্ষণে ইহাঁদিগকে বুঝাইবার উপায় কি? আবার সেই পূর্ব্ব কথাতেই আসিলেন। এখন ব্রাহ্মণে ও বৈদ্যে যে ভেদ নাই ইহা কি প্রকারে বুঝাই? কিন্তু এস্থলে একটী বিবেচনীয় আছে। এস্থলে বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যে বোপদেব ত মনুসংহিতার অনেক পরে প্রাদুর্ভূত। অতএব সে সময়ে চিকিৎসা তিনিই করুন আর তাঁহার পিতাই করুন, তাঁহারা যদি যাজক জাতীয় ব্রাহ্মণ হইতেন তাহা হইলে এই চিকিৎসোপজীবিত্ব হেতু তিনি পতিত হইতেন, কেননা যাজকের পক্ষে চিকিৎসা পাতিত্যজনক। পতিতের পুত্রও পতিত। যে ব্যক্তি এত শাস্ত্র জানিতেন সে ব্যক্তি কি ইহা জানিতেন না যে বৈদ্য বা অম্বষ্ঠ ভিন্ন অন্য চিকিৎসক ব্রাহ্মণ অতি হেয় ও নিন্দনীয় হন? যিনি আপনার শিষ্যের প্রশংসাই করিতেছেন তিনি এ পরিচয়টী না দিলেও না দিতে পারিতেন। তিনি নিজে যদি আত্ম পরিচয় দিয়া শ্লাঘা করিয়া থাকেন তাহা হইলেও শ্লাঘাসূচক বচনের মধ্যে এ পদটী দ্বারা আপনার হেয়তা সূচিত করিতেন না। যাজক ব্রাহ্মণের ভিষক্ বলিয়া পরিচয় দেওয়া শ্লাঘার কথা নয় প্রত্যুত নিন্দার কথাই হইয়া থাকে। অতএব বোপদেব যাজক ব্রাহ্মণ হইলে কখনই প্রশংসাস্থলে 'ভিষক্' ও 'বৈদ্য' বোধক পদ দ্বারা পরিচিত হইতেন না। অম্বষ্ঠগণের পক্ষে ইহা প্রশংসাজনক বলিয়াই প্রশংসাস্থলে উহা প্রযুক্ত হইয়াছে। এতদ্দ্বারা আমাদের বোধ হয় যে, বোপদেব অম্বষ্ঠ জাতীয় ব্রাহ্মণই ছিলেন। কিন্তু কেবল আমাদের বোধ হইলে কি হইবে? ইহাতে কি ঐ সম্প্রদায়ের বোধ জন্মিবে? উহাদের

কুসংস্কারের বুদ্ধি আবার কোন দিকে ফিরিবে তাহা কে বলিতে পারে? যাহাই হউক, বর্ত্তমান সমাজস্থিত বৈদ্য মহাশয়দিগকে চিনিতে পারা যখন ব্রাহ্মণনামধারিদিগের দোষে এরূপ দুরূহ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, যখন মেধাতিথি ও কুল্লুকের শিষ্যানুশিষ্যেরা দিন দিন সত্য জ্ঞান হইতে দূরে গিয়া পড়িতেছেন, যখন ব্রাহ্মণেরা স্ব স্ব কর্ত্তব্য পরিত্যাগ করিয়া অবশ্য জ্ঞাতব্য জাতি বর্ণজ্ঞান পর্য্যন্ত হারাইয়াছেন, তখন আমাদের তাহাদিগকে প্রতিবোধিত করা নিতান্ত কর্ত্তব্য হইতেছে। বৈদ্যজাতি এখন পূর্ব্বপদে না থাকিলেও, ব্রাহ্মণকে অব্রাহ্মণ বলিলে তাহার সমুচিত দণ্ড বিধান করার ক্ষমতা এখন তাঁহার না থাকিলেও, তিনি সুহৃদ্‌ভাবে স্বজাতীয় অজ্ঞানদিগকে উপদেশ দিবার অধিকারী তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। শূদ্র ও ম্লেচ্ছগণ হইতে তাহাঁরা এখন বিবিধ বিষয় শিক্ষা করিতেছেন বলিয়া আমরা যদি এখনও তাঁহাদিগকে অনুপদেশার্হ বিবেচনা করি তাহা হইলে দিন দিন তাঁহাদের জ্ঞান আরও কলুষিত হইবে। এজন্য আমরা জন্মহেতুক জ্যেষ্ঠ সোদরতুল্য মাননীয় ব্রাহ্মণ জাতির ও জন্মে কনিষ্ঠ সোদর তুল্য বৈদ্য জাতির পরস্পরের সুপরিচয়ের নিমিত্ত এখন বৈদ্য পরিচয় নামে আর একটী অধ্যায় লিখিয়া আপনাদের পরিচয় দিব। পরিচয় দেওয়া যখন এত প্রয়োজন হইয়াছে তখন আপনার পরিচয় আপনি না দিয়া থাকা আর বৈদ্যজাতির কর্ত্তব্য হইতেছে না।

ইতি তৃতীয়াধ্যায়ে উপসংহারাংশ।

চতুর্থ অধ্যায়।

বৈদ্যজাতির পরিচয়।

আমরা এ অধ্যায়ে বৈদ্যজাতির পরিচয় দিব। বেদাদিতে যে ব্রাহ্মণ জাতিকে প্রথমে অবিভক্ত দেখা যায়, যে ব্রাহ্মণ জাতি পশ্চাৎ তিন বর্ণে বিভক্ত হইয়া ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যবর্ণের উৎপাদন করিয়াছিলেন, যে জাতি সর্ব্বশেষে শূদ্রবর্ণের সৃষ্টি করিয়া স্বীয় সমাজকে চাতুর্ব্বর্ণ্যে বিভক্ত করেন সেই মূল ব্রাহ্মণ জাতিই বৈদ্যজাতি; তিনিই মূর্দ্ধাভিষিক্ত এবং তিনিই ব্রহ্মবিৎ ছিলেন। তাঁহাকেই অগ্রজ বলা যায়। অবিভাগ কালে পশ্চাৎ বিভক্ত এই তিন ব্রাহ্মণ জাতির কোনও প্রভেদ ছিল না, এজন্য পূর্ব্বে ইহারা এক ও একই ব্রাহ্মণ নামে বিদিত ছিলেন। কর্ম্মভেদেই পরে প্রভেদ হইয়াছে, তাই ব্রাহ্মণ মূর্দ্ধাভিষিক্ত ও বৈদ্য এই তিন পৃথক্ নাম হইয়াছে। বিদ্যা-গৌরবে তিনেরই গৌরব, কার্য্য গৌরবে তিনেরই গৌরব এবং আত্মার মহত্ত্বে তিনেরই মহত্ত্ব গ্রথিত ছিল। বিভক্ত হইলেও এই তিন জাতির এ গৌরব ও একতা না থাকিলে তিনেই অকর্ম্মণ্য হইতেন ইহা জানিয়া বেদে ও মন্বাদি স্মৃতিতে ইহাদের অভেদ সূচিত করিয়াছেন। এক সূত্রে তিনেরই কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণয় করিয়া কেবল বিশেষ স্থলে তিনের বিশেষ বৃত্তি বলিয়াছেন। ব্রাহ্মণ বর্ণ বলিলে এই তিন জাতিকেই বুঝায়।

সামান্য ব্রাহ্মণ, সামান্য ক্ষত্রিয় ও সামান্য বৈশ্য কর্ত্তারাও ঐরূপ জাতিতে অভিন্ন কিন্তু জ্ঞান ও কার্য্যের নিকর্ষ হেতু পূর্ব্বোক্ত ত্রিজাতি ব্রাহ্মণ অপেক্ষা নিকৃষ্ট। অব্রত অনাচারেরা হীন জাতি শূদ্র বলিয়া গণ্য ছিল।

বিভক্তাবস্থায়ও পূর্ব্বোক্ত ত্রিজাতীয় ব্রাহ্মণেরা সমাজের শীর্ষস্থানীয় এজন্য ঐ তিন জাতিই সাধারণত ব্রাহ্মণ মাত্র, ব্রহ্মক্ষাত্র বা ক্ষাত্রোপেত দ্বিজাতি বলিয়া উক্ত হইতেন। তাঁহাদিগের কর্ত্তৃকই সমস্ত চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজ চালিত হইত। তাঁহাদিগের মধ্যে আবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদ মূর্দ্ধাভিষিক্তের বা রাজার, দ্বিতীয় পদ অমাত্য, সেনাপতি, পুরোহিত প্রভৃতি প্রকৃতিবর্গের তৃতীয় পদ চিকিৎসক বৈদ্যের। এই ত্রিজাতীয় ব্রাহ্মণেরা উক্ত ত্রিজাতীয় ব্রাহ্মণের কন্যাকে বিবাহ করিলে তদুৎপন্ন সন্তানেরা সবর্ণ ব্রাহ্মণ ক্ষত্র কন্যাদিগকে বিবাহ করিলে তদুৎপন্ন সন্তানেরা সবর্ণ 'মূর্দ্ধাভিষিক্ত ব্রাহ্মণ,' এবং বৈশ্য কন্যাকে বিবাহ করিলে তদুৎপন্ন সন্তানেরা সবর্ণ 'অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ' হইতেন। এইরূপে ব্রাহ্মণ জাতি হইতে তিন জাতীয় ব্রাহ্মণবর্ণ হইত। সামান্য ক্ষত্রিয়েরা ক্ষত্রিয় কন্যা বিবাহ করিলে তদুৎপন্ন সন্তানেরা সবর্ণ "ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়" ও বৈশ্য কন্যা বিবাহ করিলে তদুৎপন্নেরা সবর্ণ "মাহিষ্য ক্ষত্রিয়" হইত। বৈশ্যেরা বৈশ্যকেই বিবাহ করিতে পারিতেন, সুতরাং তদুৎপন্ন সন্তানেরা এক জাতীয় বৈশ্যই হইত। এই রূপে চারিবর্ণে ছয়টী জাতি উৎপন্ন হইত।

বিহিত বিবাহ ব্যতীত নিন্দিতরূপে যে সকল সন্তান উৎপাদিত হইত তাহারা মাতৃ জাতীয় বা পিতৃ জাতীয় নিন্দিত পুত্র হইত। মাতা পিতার মধ্যে যে নিকৃষ্ট বর্ণীয় হইতেন ঐ নিন্দিত পুত্রেরা তাহারই বর্ণের নিন্দিত পুত্র হইত। অতএব শূদ্রামাতাতে বা শূদ্র পিতা হইতে জাত না হইলে সন্তান শূদ্র হইত না। দ্বিজ হইতে দ্বিজাতে জাত সন্তানেরা নিন্দিত জন্মা হইলেও দ্বিজ সংস্কার পাইত ও সদাচার বিনয়াদি সম্পন্ন হইলে দ্বিজ বলিয়াই গণ্য হইত। এই নিন্দিত দ্বিজাতিরা দ্বিজাতির অন্তর্নিবিষ্ট হইলেও জাতিতে পূর্ব্বোক্ত ছয় শ্রেষ্ঠ জাতির তুল্য নহে। ইহারা আনুলোম্যে অনূঢ়াজাত ও

পরোঢ়াজাত ভেদে ১২ প্রকার ও প্রাতিলোম্যে জাত তিন প্রকার, সমুদায়ে ১৫ প্রকার।

এতদ্ভিন্ন শূদ্র ও শূদ্রাপসদ ১৫ জাতি আছে। সুতরাং প্রধানতঃ দ্বিজ ও শূদ্রে ৩৬টী জাতি হইতেছে।

ঐ ছত্রিশ জাতির মধ্যে বৈদ্য প্রথম বর্ণের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ বর্ণের অন্তর্গত তৃতীয় জাতি। ইহাঁর পরেই ক্ষত্রিয় চতুর্থ শ্রেণীর, মাহিষ্য পঞ্চম শ্রেণীর ও বৈশ্য ষষ্ঠ শ্রেণীর দ্বিজাতি। এই ছয় জাতি উৎকৃষ্ট জাতি। এতদ্ভিন্ন নিকৃষ্ট শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণাপসদ, নিকৃষ্ট শ্রেণীর ক্ষত্রিয় বা ক্ষত্রিয়াপসদ, ও নিকৃষ্ট শ্রেণীর বৈশ্য বা বৈশ্যাপসদ এই সমস্ত দ্বিজাতিরাও ঐ তিন বর্ণের অন্তর্গত। সুতরাং দ্বিজদিগের প্রত্যেক বর্ণে তদ্বর্ণীয়া উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট সমুদায় দ্বিজাতির অন্তর্ভাব আছে। ইহারা স্ব স্ব বর্ণের অপসদ শ্রেণীতে গণ্য হয়। ইহারা উৎকৃষ্ট দ্বিজাতি সমুদয়ের পরে গণনীয়। ইহারা দ্বিজ বলিয়া কেবল শূদ্রের পূর্ব্ববর্ত্তী।

বর্ত্তমান সময়ে প্রথম জাতীয় ব্রাহ্মণেরা অদৃশ্য হইয়া আছেন। তাঁহারা সময়ে সময়ে সমাজে বা কুম্ভাদি বৃহতী মেলাতে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। মূর্দ্ধাভিষিক্ত ব্রাহ্মণ ও সমাজ হইতে অন্তর্হিত। ব্রাহ্মণ বর্ণের মধ্যে কেবল এক বৈদ্য ব্রাহ্মণেরা অতি হীন দশায় সমাজে আছেন। ক্ষত্রিয়েরা ভ্রষ্ট দশায় স্থানে স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন। বৈশ্যেরা বেদহীন ও শূদ্রবৎ অবস্থান করিতেছেন। এক্ষণে সঙ্কীর্ণ, শূদ্র ও ম্লেচ্ছজাতি দ্বারা ভারত ব্যাপ্ত হইয়াছে। বর্ত্তমান কালে যাহারা আপনাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিতেছেন তাঁহাদের মধ্যে অল্পই প্রকৃত ব্রাহ্মণ আছেন। তাঁহাদের অধিকাংশই বেদত্যাগহেতুক, ক্রিয়ালোপ হেতুক, কুবিবাহ হেতুক, অভক্ষ্য ভক্ষণাদি বিবিধ অসদাচার হেতুক ও মহাপাতকীদের সহিত ঘনিষ্ঠ সংসর্গ হেতুক সংকীর্ণ জাতিতে পরিণত হইয়াছেন।

এদিকে ক্রিয়ালোপ হেতুক যে দ্বিজেরা পূর্ব্ব হইতে শূদ্র বলিয়া গণিত হইয়া আসিতেছিলেন তাহাদিগের অনেকে বিদ্যা বিনয় ও সদাচারাদি হেতুক দ্বিজবৎ পূজনীয় হইয়া আসিতেছেন। পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণস্মন্যেরা পতিত ও সঙ্কীর্ণ হইলেও বৃথা উপবীত মাত্র ধারণ করিতেছেন, পরোক্তেরা তাহা ধারণ করেন না। এই উপবীতী ও নিরুপবীত দিগের মধ্যে কাহারা প্রধান ও সম্মানার্হ তাহা সমাজস্থ বিচক্ষণেরা বিবেচনা করিবেন। আমরা এক্ষণে ইহাঁদিগের জাতীয় ইতিহাসের অনুসরণ করি।

প্রাচীনকালে চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত ঐ জাতিষট্ক সমন্বিত ত্রিবর্ণীয় দ্বিজগণের মধ্যে ব্রাহ্মণের পরিণীতা ক্ষত্রিয়কন্যা-দিগের ও বৈশ্যকন্যাদিগের এবং তদীয় পুত্রদিগের যে কিরূপ পদ-গৌরব ছিল তাহা বোধ হয় এক্ষণে অনেকেই কিয়দংশ অনুধাবন করিতে পারিয়াছেন। ঐ ব্রাহ্মণীরা ও ব্রাহ্মণ পুত্রেরা যে ব্রাহ্মণ গৃহেই ব্রাহ্মণ ধর্ম্মে পালিত, ব্রাহ্মণের পিণ্ডদ ও ব্রাহ্মণের দায়াংশে অধিকারী ছিলেন তদ্বিষয়ে এখন আর সন্দেহ নাই। এখন দেখা যাউক ঐ ক্ষত্রিয়াপুত্র এবং বৈশ্যাপুত্র কে? এক বর্ণীয় হইলেও স্মৃতি শাস্ত্রে উহাদিগের পরস্পর বিভেদ বুঝিবার নিমিত্ত কোনও বিশিষ্ট নাম আছে কি না? যদি থাকে তবে তাহা কি? তাঁহাদের বৃত্তি কি? এবং বৃত্তি নিবন্ধন তাঁহাদের আর কোনও নাম আছে কি না? যদি থাকে সে নামই বা কি? ঐ বৃত্তি ইচ্ছানুসারে অন্য জাতিতে লইতে পারিত কি না? যদি না পারিত, তবে ঐ সকল উপাধি দ্বারা যে জাতিকে বুঝাইতেছে সে ঐ বিশিষ্ট জাতি ভিন্ন অন্য জাতি হইতে পারে কি না? যদি না পারে তবে ঐ উপাধি বা নাম দ্বারা ঐ জাতিকেই বুঝাইবে কি না? এক্ষণে এই কয়টী বিষয় আমরা এই অধ্যায়ে প্রদর্শন করিব। গ্রন্থ ক্রমেই বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে, কিন্তু

বক্তব্য এখনও বিস্তর আছে ; এজন্য আমরা অতঃপর যতদূর পারা যায় গ্রন্থ সংক্ষিপ্ত করিয়া এ অধ্যায়েই তৎসমস্ত বলিতে চেষ্টা করিব।

বেদস্মৃত্যাদি শাস্ত্রদ্বারা মূর্দ্ধাভিষিক্ত বৈদ্যজাতির পরিচয়।

মনু স্বীয় সংহিতার প্রথমাধ্যাযে সংক্ষেপে সৃষ্টি,মনুষ্য মধ্যে বর্ণ বিভাগ, প্রত্যেক বর্ণের অবলম্বনীয় ধর্ম্ম অর্থাৎ কর্ত্তব্য কর্ম্মের নামোল্লেখ মাত্র করিয়া এবং কর্ম্মেরই মঙ্গলামঙ্গল সাধনে অদ্ভুত শক্তি কীর্ত্তন করিয়া স্বাবিভাগানুসারে এই গ্রন্থোক্ত প্রত্যেক প্রধান প্রধান প্রতিপাদ্যের নাম করিয়াছেন। অনন্তর দ্বিতীয় হইতে ষষ্ঠ পর্য্যন্ত অধ্যায়ে সামান্যতঃ চারি বর্ণেরই ধর্ম্ম বলিয়াছেন। এবং তন্মধ্যে যেখানে যেখানে কোনও বর্ণগত ধর্ম্ম বৈশিষ্ট্য আছে সেই খানেই তাহার বিশেষ করিয়া বলিয়া দিয়াছেন। অনেকে মনে করিয়া থাকেন যে মনু ষষ্ঠ অধ্যায় পর্য্যন্ত কেবল ব্রাহ্মণ বর্ণেরই ধর্ম্ম বলিয়াছেন, কিন্তু বাস্তবিক' তাহা নহে। ইহাতে আদ্যোপান্ত বিমিশ্র ভাবে সকল বর্ণেরই ধর্ম্ম বলিয়াছেন, কেবল দ্বিজাতিত্রয়েরই ধর্ম্ম বাহুল্য হেতুক তাহাদেরই ধর্ম্ম অধিক বলা হইয়াছে। যেখানে কোন বর্ণ বলিয়া বিশেষ নাই অথচ বেদাধ্যয়ন হোম পূজাদি সম্বন্ধীয় কথা হইতেছে সেখানে প্রথমাধ্যায়োক্ত দ্বিজ সাধারণ ধর্ম্ম জ্ঞাপক বাক্যানুসারে শূদ্রকে ছাড়িয়া কেবল দ্বিজত্রয়েরই কথা হইতেছে ইহাই বুঝিতে হইবে। কারণ যাহার পক্ষে যে ধর্ম্ম পূর্ব্বে সাধারণ ভাবে বলিয়াছেন সেই ধর্ম্মের বিশেষোক্তি ও তাহার পক্ষেই বুঝিতে হইবে। অতএব দ্বিতীয়াধ্যায়ে যে ব্রহ্মযজ্ঞ বা ঋষি-

যজ্ঞের কথা বলা হইয়াছে, তৃতীয় অধ্যায়ে যে দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, নর-যজ্ঞ ও ভূতযজ্ঞের কথা বলা হইয়াছে, চতুর্থ অধ্যায়ে গৃহস্থধর্ম্মী দ্বিজাতি-ত্রয়ের ও স্নাতকের যে প্রধান প্রধান কর্ত্তব্য গুলি বলা হইয়াছে, সে সমস্তই বিশেষোক্তি ব্যতিরেকে দ্বিজসাধারণেরই কর্ত্তব্য জানিতে হইবে। পঞ্চমাধ্যায়ে গৃহস্থ মাত্রের শরীর ও মনঃশুদ্ধির নিমিত্ত ভক্ষ্যা-ভক্ষ্য ও অশৌচবিধি এবং সকল বর্ণীয় নারীর সামান্য ধর্ম্ম বলিয়াছেন। এখানে বিশেষোক্তি ব্যতিরেকে চারি বর্ণেরই ধর্ম্ম কথন জানিতে হইবে। এইরূপ ষষ্ঠাধ্যায়েও দ্বিজাতি মাত্রের বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস ধর্ম্ম কথন হইয়াছে। কারণ ব্রহ্মচর্য্য সমাপ্তির পর দ্বিজত্রয়েরই সমাবর্ত্তন স্নান বিহিত হইয়াছে এবং ঐ স্নাতকেরই এক্ষণে গৃহস্থাশ্রমের পর বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাসধর্ম্ম বলা হইতেছে। যদি এখানে দ্বিজ বা ব্রাহ্মণ শব্দ বলিয়া কেহ তাহা ব্রাহ্মণ বর্ণ মাত্র বাচক বলিয়া মনে করেন তবে তাহার সম্পূর্ণ ভ্রম এবং অন্যান্য শাস্ত্র ও ব্যবহার বিরুদ্ধ। এই ষষ্ঠ অধ্যায় পর্য্যন্ত যে সকল কথা হইল তাহা কেবল ব্রাহ্মণ জাতির বা দ্বিজ সাধারণের ধর্ম্ম অধ্যয়ন যজ্ঞ ও দানের কথা। ব্রাহ্মণবর্ণান্তর্গত জাতিত্রয়ের মধ্যে কোনও জাতিবিশেষের বিশেষ ধর্ম্ম এ পর্য্যন্ত পৃথক-রূপে পৃথক্ অধ্যায়ে সবিস্তর বলেন নাই, এবং পরেও বলিবেন না। কেবল একমাত্র সমাজশিরঃস্থিত ব্রাহ্মণবর্ণীয় জাতি বিশেষের ধর্ম্ম ৭ম ও ৮ম অধ্যায়ে সবিস্তর উপদেশ করিয়াছেন। এই জাতি আমাদিগের দ্বিতীয়াধ্যায়ে উল্লিখিত সেই মূর্দ্ধাভিষিক্ত জাতি। তাঁহাদিগেরই ধর্ম্ম এ দুই অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। তবে যে কেহ কেহ "এষ বোঽভিহিতো ধর্ম্মো ব্রাহ্মণস্য চতুর্ব্বিধঃ। পুণ্যোঽক্ষয়ফলঃ প্রেত্য রাজ্ঞাং ধর্ম্মং নিবোধত॥" ষষ্ঠাধ্যায়ের উপসংহারে এই শ্লোকে ব্রাহ্মণ শব্দটী দেখিয়া উহার অর্থ যে ব্রাহ্মণ অর্থাৎ বৃহৎ ব্রাহ্মণ জাতীয় ব্রাহ্মণ বর্ণীয় ব্রাহ্মণ জাতি মাত্র মনে করেন, তাহা তাঁহাদিগের নিতান্ত

ভ্রম, কেননা এতদুক্ত চতুর্ব্বিধ আশ্রম ধর্ম্ম কেবল ব্রাহ্মণ জাতীয় ব্রাহ্মণ-বর্ণান্তর্গত ব্রাহ্মণ জাতিরই নিমিত্ত এরূপ কুত্রাপি উক্ত হয় নাই। ব্রাহ্মণ শব্দে যে মূল ব্রাহ্মণ জাতিকে এবং তদুৎপন্ন ত্রিজাতীয় ব্রাহ্মণ-বর্ণ, দুইজাতীয় ক্ষত্রিয় বর্ণ, ও বৈশ্যজাতীয় বৈশ্যবর্ণকেও বুঝায় অর্থাৎ ত্রিবর্ণাত্মক ছয়টী দ্বিজাতি বা আর্য্যজাতি মাত্রকে বুঝায় তাহা না জানাতেই তাঁহাদের এই ভ্রম হইয়াছে। ব্রাহ্মণ শব্দ যে স্থল ভেদে কখন কখন অচ্যুত মূল দ্বিজাতির, কখন ব্রাহ্মণ বর্ণের, কখন দ্বিজাতির তিন বর্ণান্তর্গত ছয় জাতির, ও কখন চারিবর্ণেরই বাচক হইয়া থাকে তাহা আমরা প্রথমাধ্যায়ে সুস্পষ্টরূপে দেখাইয়াছি। এখানে তন্মধ্যে ছয় জাতির দ্বিজাতি মাত্রকে বুঝাইতেছে। এখাণে ব্রাহ্মণ শব্দটী যে কেবল ব্রাহ্মণ বর্ণের বাচক দ্বিজাতি মাত্রের বাচক নয় ইহা কেহও প্রমাণ করিতে পারেন না এবং রাজ্ঞাং এই পদে যে অস্ত্রধারী সামান্য ক্ষত্রিয় মাত্র বুঝাইতেছে, ক্ষত্রিয় সামান্য বা ক্ষত্রিয় জাতিস্থ ব্যক্তি মাত্রকে বুঝাইতেছে তাহাও কেহ প্রমাণ করিতে পারেন না। এই 'রাজন্' শব্দে ঐ দ্বিজাতিদিগের বর্ণত্রযের মধ্যে ব্রাহ্মণ বর্ণের অন্তর্গত পূর্ব্বে প্রকাশিত মূর্দ্ধাভিষিক্ত জাতিকেই বুঝাইতেছে। সমাজ-মূর্দ্ধাতে অভিষিক্ত বলিয়া ইহারা মূর্দ্ধাভিষিক্ত, প্রজাদিগের সুখ স্বচ্ছন্দ বর্দ্ধনে রঞ্জন কর্ত্তা বলিয়া রাজা, নরগণের পালন কর্ত্তা বলিয়া নরপাল বা নৃপ, সুন্দর বর্ণ বিশিষ্ট বলিয়া সুবর্ণ, ক্ষতত্রাণ হেতুক ক্ষত্র, ব্রহ্মজ্ঞ বলিয়া ব্রাহ্মণ, (বেদজ্ঞ বলিয়া বৈদ্য) এবং ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্র উভয় ধর্ম্মাক্রান্ত বলিয়া ব্রহ্মক্ষত্র—এই সকল ভিন্ন ভিন্ন নামে উক্ত হইয়াছেন। সমাজের শীর্ষস্থানীয় হওয়াতে ইঁহারা ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রগণের শীর্ষস্থানীয়, ইনি সামান্য ক্ষত্রিয় বা সামান্য ব্রাহ্মণ নহেন। ইহাঁরাই সমাজের মঙ্গলার্থে—ব্রহ্মার ইচ্ছায় ষট্‌কর্ম্মের মধ্যে যাজন ধর্ম্মের পরি-বর্ত্তে নৃপধর্ম্ম গ্রহণ করাতে যাজক ব্রাহ্মণ হইতে মূর্দ্ধাভিষিক্ত বলিয়া

বিভিন্ন হইয়াছেন * ইহাঁরাই পৃথিবীর কর্ত্তা, সমাজে প্রভু ও দেব-তুল্য অমিত শক্তি সম্পন্ন মহাপুরুষ। ইহাঁরাই ব্রাহ্মণ তেজ ও ক্ষত্রিয় তেজ উভয়ই ধারণ করিতেন। ব্রাহ্মণ বর্ণান্তর্গত সমাজ-শ্রেষ্ঠ এই মহাপুরুষদের বিশেষ ধর্ম্মই মনু সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায় বিশেষরূপে বিশদ ভাবে বলিয়াছেন। মহাভারতেও শান্তি পর্ব্বের ৬৪ অধ্যায়ের শেষ ভাগে ও ৬৫ অধ্যায়ের প্রথমে সকল ধর্ম্মাপেক্ষা রাজধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা

* "ষট্‌কর্ম্মাণি নিজান্যাহু র্ব্রাহ্মণস্য মহাত্মনঃ। এষামন্যতমাভাবে বৃথাচারো ভবে-দ্বিজঃ। এই হারীত বচনে নৃপদিগের এই যাজনা কর্ম্ম নাই বলিযাও কেহ ইহাদিগকে ষট্‌কর্ম্মা নয় একথা বলিতে পারেন না। কারণ যাজনাস্থলে তাঁহাদের প্রতি উপদিষ্ট রাজকর্ম্ম যাজনা অপেক্ষাও গুরুতর। এবং ইহা দ্বারাই তাঁহাদের ষট্‌কর্ম্মের পূরণ হয়। শাস্ত্রে কথিত আছে যে নৃপতি কর্ত্তৃক সুরক্ষিত হইয়া প্রজাগণ যে সকল ধর্ম্মাচরণ করে সেই সকল ধর্ম্মাচরণে তাঁহার ভাগ আছে। শান্তি পর্ব্বের ৭৫ অধ্যায দেখুন। মনুর ১১শ অধ্যায়ের ২৩ শ্লোকে ও বলিয়াছেন "রাজা হি ধর্ম্মষড্‌ ভাগং তস্মাৎ প্রাপ্নোতি রক্ষিতাৎ" রাজা রক্ষিত প্রজা হইতে রক্ষা জন্য তাহার আচরিত ধর্ম্মের ষষ্ঠ ভাগ প্রাপ্ত হন। বিশ্বাস ও ব্যবহারমূল নাটকেও দেখা যায় যে,ব্যবহারও তাদৃশ ছিল, যথা— শকুন্তলা নাটকে রাজা দুষ্মন্ত "যদুত্তিষ্ঠতি বর্ণেভ্যো নৃপাণাং ক্ষয়ি তদ্ধনম্‌। তপঃ ষড়্‌ভাগমক্ষয্যং দদত্যারণ্যকাঃ হি নঃ॥" "অন্যান্য বর্ণ হইতে রাজারা যে ধন পান তাহা শীঘ্রই ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, কিন্তু এই বনচারীরা আমাদিগকে তপস্যার ষষ্ঠাংশরূপ যে ধন দেন. তাহার ক্ষয় নাই।" শান্তিপর্ব্বের অষ্টম অধ্যায়েও স্পষ্ট লিখিত আছে যে, নরপতি অপরের নিকট হইতে যে সকল ধন আহরণ করেন, তাহাতেই তাঁহাদের শ্রেয়োলাভ হইয়া থাকে, কেন না. অধ্যয়ন অধ্যাপন, যজন, যাজন প্রভৃতি সমুদায় ব্রাহ্মণের সমুদায় কার্য্য, ঐ অর্থ দ্বারাই সম্পন্ন হইয়া থাকে। শান্তিপর্ব্বের এই সকল বচনের পর ঐ অধ্যায়েরই ষষ্টি অধ্যায়ে যজনা কার্য্য রাজার প্রতি নিষিদ্ধ বলিয়া আবার যখন ৭৫ অধ্যায়ে তাঁহার প্রজাদিগের প্রত্যেক কার্য্যে ভাগ বলিতেছেন, তখন নিশ্চয়ই জানা যাইতেছে যে যাজনের পরিবর্ত্তে নৃপবৃত্তিই এই ব্রাহ্মণগণের জীবিকা।

সুতরাং তাদৃশ জাতিরও শ্রেষ্ঠতা বলিয়াছেন। কারণ, সকল ধর্ম্মই রাজ-ধর্ম্মমূলক ও রাজধর্ম্ম দ্বারা রক্ষিত বর্দ্ধিত ও পরিণত হইয়া থাকে। এই আর্য্য রাজার অভাবে আর্য্যজাতীয় সকলেরই ধর্ম্ম নষ্ট হয়, সকল বর্ণের স্বেচ্ছাচারিত্ব সঙ্করত্ব ও দস্যুতুল্যত্ব হইয়া সমাজ নষ্ট হইয়া যায়। অতএব এই ক্ষত্রিয়কর্ম্মা ব্রাহ্মণবর্ণই সকল বর্ণের ধর্ম্মরক্ষার এক-মাত্র সহায় হওয়ায় সকলের পূজনীয় ও শ্রেষ্ঠ। সেইজন্যই যাজ্ঞবল্ক্য ও হারীত বলিয়াছেন, "ব্রাহ্মণা ক্ষত্রিয়াত্মানো নাবজ্ঞেয়া কদাচন। আমৃত্যোর্হিতমাকাঙ্ক্ষেন্ন কঞ্চিন্মর্ম্মণি স্পৃশেৎ॥" ক্ষত্রিয় ধর্ম্মাবলম্বী ব্রাহ্মণদিগকে কেহ কখনও অবজ্ঞা করিবে না। আজীবন তাহা-দিগের মঙ্গল ইচ্ছা করিবে, কাহারও মর্ম্মে ব্যথা দিবে না। এই ক্ষত্রিয়ধর্ম্মাবলম্বী ব্রাহ্মণ বা ব্রহ্মক্ষত্র কাহারা, তাহা পশ্চাৎ প্রদর্শিত হইতেছে।

মনু এই সপ্তমাধ্যায়ের প্রারম্ভেই বলিতেছেন;

রাজধর্ম্মান্ প্রবক্ষ্যামি যথাবৃত্তো ভবেন্নৃপঃ।
সম্ভবশ্চ যথা তস্য সিদ্ধিশ্চ পরমা তথা॥ ১।

এক্ষণে রাজধর্ম্ম ও রাজকর্ত্তব্য কার্য্যগুলি বলিব এবং যে প্রকারে তাঁহার উৎপত্তি ও যে প্রকারে তাঁহার পরমা সিদ্ধি অর্থাৎ ইহকালে কৃতকৃত্যতা ও পরকালে স্বর্গ লাভ হয়, তাহাও বলিব। ১।

ইহার পরেই ইঁহার ব্রাহ্মণত্ব ও ক্ষত্রিয়ত্ব দর্শাইয়া পশ্চাৎ ইহার তদনুযায়ী প্রভাব ও কর্ত্তব্য বলিতেছেন; যথা—

ব্রাহ্মং প্রাপ্তেন সংস্কারং ক্ষত্রিয়েণ যথাবিধি।
সর্ব্বস্যাস্য যথান্যায়ং কর্ত্তব্যং পরিরক্ষণম্॥ ২।

ব্রাহ্মণ-সংস্কার-প্রাপ্ত ক্ষত্রিয়ের অর্থাৎ ব্রাহ্মণবর্ণীয় রাজার ন্যায়ানুসারে এই সমস্ত সমাজের রক্ষা করা কর্ত্তব্য। এক্ষণে দেখুন, এই ক্ষত্রিয় কিরূপ ক্ষত্রিয়! ইনি কি সামান্য ক্ষত্রিয়ের ন্যায় ক্ষত্রিয়-

সংস্কারযুক্ত ক্ষত্রিয় জাতি? আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এ তিন বর্ণই ব্রাহ্মণজাতির অন্তর্গত এবং তন্মধ্যে আবার যাজক মূর্দ্ধাভিষিক্ত ও অম্বষ্ঠ এই তিন জাতি ব্রাহ্মণবর্ণের অন্তর্গত। অতএব ইহারা কেবল ব্রাহ্মণজাতির নয়, ব্রাহ্মণবর্ণেরও অন্তর্গত; এজন্য ইঁহারা সামান্য ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এবং শূদ্র এই চারিবর্ণের উপরিস্থিত প্রধান জাতি। কেবল চতুর্থ একজাতীয় ব্রাহ্মণ আছেন, যাঁহারা এই জাতিরই অধ্যাপক ও উপদেশক গুরু। ইঁহারা সকলে একমূলোৎপন্ন হইলেও শারীরিক ও আধ্যাত্মিক পরাক্রমে এই মূর্দ্ধাভিষিক্তদিগেরই তুল্য, পরন্তু জ্ঞানে বৃদ্ধ বলিয়াই জগতে পূজিত ইঁহারাই এই মূর্দ্ধাভিষিক্তগণের কুলগুরু কুল পুরোহিত ও মন্ত্রী হইয়া রাজকার্য্যে ও সমাজ পরিচালনায় যথেষ্ট সাহায্য করিতেন এবং রাজারাও ইঁহাদিগের যথেষ্ট সম্মান করিতেন। যাহা হউক এক্ষণে এই রাজার কিরূপে উৎপত্তি হইয়াছিল, তাহাই বলিতেছেন, পশ্চাৎ ঐ সকল বলিবেন।

অরাজকেহি লোকেঽস্মিন্ সর্ব্বতো বিদ্রুতে ভয়াৎ।
রক্ষার্থমস্য সর্ব্বস্য রাজানমসৃজৎ প্রভুঃ॥ ৩

পৃথিবীতে (সকলের প্রধান) একজন রাজা না হইলে সকলে স্ব স্ব প্রধান হওয়ায় সর্ব্বত্র নানা ভয়ের সঞ্চার হয়, এইজন্য তাঁহার শাসনাধীন সকলকে রাখিবার নিমিত্ত ঈশ্বরের ইচ্ছায় রাজার সৃষ্টি হইল। শারীরিক আধ্যাত্মিক সর্ব্ববলে বলিষ্ঠতা প্রযুক্ত ব্রহ্মক্ষত্রিয়েরাই সৃষ্টি হইতে রাজপদে অভিষিক্ত হইয়া আসিতেছেন। স্বয়ং মনু হইতে সূর্য্যবংশীয় সমস্ত রাজারা এবং স্বয়ং অত্রি হইতে চন্দ্রবংশীয় সমস্ত রাজারা এইশ্রেণীর ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় অথবা ব্রহ্মক্ষত্রিয় ছিলেন এবং ইহাদেরই বংশ হইতে ভুবনবিখ্যাত ব্রহ্মর্ষিগণ ও রাজর্ষিগণ

জন্ম গ্রহণ করিয়া লোকবিস্ময়কর অদ্ভুত কার্য্য সকল সম্পাদন করিয়া মর্ত্ত্যলীলা সমাপ্ত করিয়া গিয়াছেন। এই বংশদ্বয়ের মধ্যে চন্দ্রবংশ হইতে অনেক ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মক্ষত্রিয় ও ক্ষত্রিয়ের উৎপত্তি হইয়াছিল এবং তন্মধ্যে ব্রহ্মক্ষত্রিয়েরা বৈদ্যনামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। ইহা বেদ, স্মৃতি, পুরাণ, ইতিহাস, যে কোন ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে এবং কাব্যাদি শাস্ত্র হইতেও প্রতিপন্ন হইবে। ইহার অন্যথা কেহও প্রতিপাদন করিতে সমর্থ নহেন। এই ব্রহ্মক্ষত্রিয়দের কর্ম্মজন্য জাতি না থাকিলেও তাঁহাদের বংশ অদ্যাপি জগতে বর্ত্তমান আছেন, অদ্যাপি সমাজের অন্যান্য ভ্রাতাদিগের সহিত অবস্থান করিতেছেন। কলির তমোময় মহাগর্ত্তে পতিত হইয়া নিজেরাও তমোময় হইয়াছেন। তাঁহাদের আর সে তেজ নাই, সে শাস্ত্রজ্ঞানও নাই। তাঁহাদের পতনে সমাজের অন্যান্য ব্রাহ্মণগণেরও পতন হইয়াছে। তাঁহাদের সেই প্রজ্ঞা-চক্ষু মুদ্রিত হইয়াছে, সেই ব্রহ্মতেজ নির্ব্বাণ হইয়াছে, কেবল আধারভূত নির্ব্বাণ অঙ্গারগুলি চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। চতুর্দ্দিকে হাহাকার রব উঠিয়াছে। এখন আর তাঁহারা পরস্পরকে চিনিতে পারিতেছেন না, দেখিয়াও দেখিতে পাইতেছেন না। কখন কখন শত্রুবোধ একে অপরকে বিনষ্ট করিতে চেষ্টা করিতেছেন। হায় কি দুর্দ্দশা! এই কি মহর্ষিগণের বর্ণিত চতুরশীতি প্রকার নরক যন্ত্রণা? ব্যাস বাল্মীকি প্রভৃতি সমুদায় ধর্ম্মাত্মাদিগের ও মনু, অত্রি, প্রভৃতি সমুদায় শাস্ত্রকারদিগের যত্ন তাঁহাদিগের পক্ষে ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। এখন তাঁহাদিগেরই প্রসাদলব্ধ যৎকিঞ্চিৎ মাত্র জ্ঞানে কি আমরা জাতীর কোনও উপকার করিতে পারিব? আমরা কি এত কালের পর, প্রায় ৭০০ বৎসরের পর, আজি তাঁহাদিগের পরস্পর অভিজ্ঞান সম্পাদন করিতে পারিব? মনু এই অধ্যায়েই ক্ষত্রিয় ধর্ম্মা এই ব্রাহ্মণদের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। আমরা তাহা হইতে প্রথমতঃ

তাঁহার প্রভাব তিনি যেরূপ লিখিয়াছেন তাহা প্রদর্শনার্থ এস্থলে তিনটী শ্লোক উদ্ধার করিতেছি।

ইন্দ্রানিলযমার্কাণামগ্নেশ্চ বরুণস্য চ।
চন্দ্রবিত্তেশয়োশ্চৈব মাত্রা নির্হৃত্য শাশ্বতীঃ॥
যস্মাদেষাং সুরেন্দ্রাণাং মাত্রাভি র্নির্ম্মিতো নৃপঃ।
তস্মাদভিভবত্যেষ সর্ব্বভূতানি তেজসা॥

যে হেতু ইন্দ্র, বায়ু, যম, সূর্য্য, অগ্নি, বরুণ, চন্দ্র, ও কুবের দেব-প্রধান এই অষ্ট দিক্‌পালের সারাংশ লইয়া রাজার শরীর ও আত্মা হয় সেই হেতু এই রাজা সকল প্রাণীকে তেজে অভিভূত করেন।

বেদে শতপথ ব্রাহ্মণেও এই ব্রাহ্মণ রাজা বা ব্রহ্ম ক্ষত্রদিগকেই ক্ষত্র বা রাজা বলিয়াছেন যথা—

তচ্ছ্রেয়ো রূপ মত্যসৃজত ক্ষাত্রং যান্যেতানি দেবত্রা ক্ষত্রানি ইন্দ্রো বরুণঃ সোমো রুদ্রঃ পর্জ্জন্যো মৃত্যুরীশান ইতি। তস্মাৎ ক্ষত্রাৎ পরং নাস্তীতি। তস্মাৎ ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়মধস্তাদুপাস্তে, রাজসূয়ে ক্ষত্র এব তদ্ যশো দধাতি। সৈষা ক্ষত্রস্য যোনি র্যদ্ ব্রহ্ম। তস্মাদদ্যাপি রাজা পরমতাং গচ্ছতি।

(ব্রাহ্মণবর্ণ হইতে) তিনিই ক্ষত্র সৃষ্ট হইলেন যিনি ইন্দ্রাদি দশ দিক্‌পালের তেজ ধারণ করেন। এজন্য ক্ষত্রের উপর কেহ নাই। এজন্যই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রের নিম্নপদে থাকেন। রাজসূয়ে ক্ষত্রই সেই গৌরব ধারণ করেন। ব্রহ্ম হইতেই ক্ষত্রের জন্ম সেই জন্য অর্থাৎ ব্রাহ্মণ জাতীয় সর্ব্বগুণসম্পন্ন হওয়াতেই অদ্যাপি রাজারাই সর্ব্বোচ্চ পদস্থ হইয়া থাকেন।

মনু এই ক্ষত্রিয়ের বিষয়ে আবার কি বলিতেছেন দেখুন "বালোঽপি নাবমন্তব্যো মনুষ্য ইতি ভূমিপঃ। মহতী দেবতা হ্যেষ

নররূপেণ তিষ্ঠতি ॥" ৮ এই নৃপ বালক হইলেও ইহাঁকে মনুষ্যজ্ঞানে কেহ অবজ্ঞা করিবেন না। কারণ ইনি দেবশ্রেষ্ঠ কেবল মনুষ্যরূপে অবস্থান করিতেছেন।

এক্ষণে দেখুন তাঁহার চতুর্ব্বর্ণের সমস্ত ধর্ম্মজ্ঞান ও তদনুসারে চারিবর্ণের শাসন ও চারি আশ্রম পালনোপযোগী বিদ্যা ও ক্ষমতা আছে কি না? এবং তাহাদের উপর ইহাঁর প্রভুত্ব আছে কি না?

স্বে স্বে ধর্ম্মে নিবিষ্টানাং সর্ব্বেষামানুপূর্ব্বশঃ।
বর্ণানামাশ্রমাণাঞ্চ রাজা সৃষ্টোঽভিরক্ষিতা ॥ ৩৫

রাজাই স্ব স্ব ধর্ম্ম কর্ম্মে নিবিষ্ট ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণের এবং চারি আশ্রমের রক্ষাকর্ত্তা রূপে অভিষিক্ত হইয়াছেন।

যাঁহাকে চারিবর্ণের প্রভু হইয়া প্রত্যেকের ধর্ম্ম রক্ষা করিতে হয় তাঁহার চারিবর্ণের লক্ষণ এবং তাঁহাদিগের ধর্ম্ম জানা আবশ্যক। এজন্য মনু তাঁহাদিগের শিক্ষণীয় বিদ্যারও পরিচয় দিয়াছেন।

সর্ব্বেষাং ব্রাহ্মণো বিদ্যাদ্ বৃত্ত্যুপায়ান্ যথাবিধি।
প্রব্রুয়াদিতরেভ্যশ্চ স্বয়ঞ্চৈব তথা ভবেৎ ॥
বৈশিষ্ট্যাৎ প্রকৃতি-শ্রৈষ্ঠ্যাৎ নিয়মস্য চ ধারণাৎ।
সংস্কারস্য বিশেষাচ্চ বর্ণানাং ব্রাহ্মণঃ প্রভুঃ ॥

১০ম, ২।৩ শ্লো

ব্রাহ্মণের সকল বর্ণের ধর্ম্ম ও জীবিকা জানা কর্ত্তব্য। তাহা সকলকে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য এবং নিজেরও তদনুসারে কার্য্য করা কর্ত্তব্য। ধর্ম্ম বিশেষ হেতুক এবং প্রকৃতির শ্রেষ্ঠতা হেতুক এবং নিয়ম হেতুক এই ব্রাহ্মণ সকল বর্ণের প্রভু। কাব্যাদিতেও ইহাদিগকে সকল বর্ণের ও সকল আশ্রমের গুরু অর্থাৎ প্রভু বলিয়া-

ছেন। যথা "বর্ণাশ্রমাণাং গুরবে স বর্ণী বিচক্ষণঃ প্রস্তুতমাচচক্ষে"। এক্ষণে রঘু রাজার বিশেষণ "বর্ণাশ্রমাণাং গুরবে" এই পদ দ্বারা প্রযুক্ত হইয়াছে। অতএব ইঁহাদিগকে ব্রহ্মক্ষত্র অর্থাৎ ব্রাহ্মণ রাজা বলিবেন না ত আর কি বলিবেন?

শিক্ষিতব্য বেদাদি দ্বারাও ইঁহাদের ব্রাহ্মণত্ব অনায়াসে বুঝিতে পারা যাইবে। যথা

ত্রৈবিদ্যেভ্যস্ত্রয়ীং বিদ্যাদ্ দণ্ডনীতিঞ্চ শাশ্বতীম্।
আন্বীক্ষিকীঞ্চাত্মবিদ্যাং বার্ত্তারম্ভাংশ্চ লোকতঃ॥ ৪৩
ইন্দ্রিয়াণাং জয়ে যোগং সমাতিষ্ঠেদ্দিবানিশম্।
জিতেন্দ্রিয়ো হি শক্নোতি বশে স্থাপয়িতুং প্রজাঃ॥ ৪৪
মনু।

নৃপ ত্রিবেদজ্ঞ * ব্রাহ্মণগণের নিকট হইতে ঋক্ যজুঃ সাম এই বেদত্রয়, তাদৃশ রাজার নিকট গুরুপরম্পরাগত দণ্ডনীতি বা রাজনীতি, তর্কশাস্ত্র ও অধ্যাত্মবিদ্যা এবং ত্রিবেদজ্ঞ ও কার্য্যজ্ঞ উপযুক্ত বৈশ্যের নিকট হইতে কৃষি, বাণিজ্য ও অর্থবর্দ্ধনবিদ্যা শিক্ষা করিবেন এবং দিবারাত্র ইন্দ্রিয়জয় বিষয়ে যোগানুষ্ঠান করিবেন। কারণ, জিতেন্দ্রিয় রাজাই প্রজাগণকে বশীভূত রাখিতে পারেন।

এতদ্ভিন্ন রাজাদিগকে প্রজারক্ষার্থ ঋগ্বেদেরই অন্তর্গত অথর্ব্ববেদান্তর্গত ধনুর্ব্বেদ ও আয়ুর্ব্বেদ, অস্ত্রবিদ্যা ও চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করিতে হইত। এইরূপে চতুর্ব্বেদসম্পন্ন শারীরিক ও আধ্যাত্মিক বলযুক্ত অথবা বৈদিক ও পৌরাণিক বাক্যে, স্মৃত্যন্তর বাক্যে ও কাব্যবাক্যে, ব্রাহ্ম ও ক্ষাত্র-তেজঃসম্পন্ন এবং ব্রাহ্মণসংস্কারপ্রাপ্ত এই ব্রহ্মক্ষত্রদিগকে সমাজের

---

* অথর্ব্ববেদ পূর্ব্বে ঋগ্বেদের অন্তর্গত থাকায় তিনমাত্র বেদ ছিল। "স্ত্রিয়ামৃক্ সামযজুষী ইতি বেদাস্ত্রয় স্ত্রয়ী" অথর্ব্ববেদের পৃথগুক্তি ছিল না। আয়ুর্ব্বেদ ঋগ্বেদেরই অন্তর্গত বেদাংশ বলিয়া কথিত হইত।

রক্ষাকর্ত্তা, সমাজের প্রভু বা সমাজের শীর্ষস্থানীয় মূর্দ্ধাভিষিক্ত ব্রাহ্মণ বা মূর্দ্ধাভিষিক্ত ক্ষত্রিয় বলিবেন না ত আর কি বলিবেন? ইঁহাদিগকে যদি ব্রাহ্মণ বর্ণ বলিবেন না, তবে আর কি বলিতে চান? শান্তিপর্ব্বের ৮ম অধ্যায়েও রাজাদিগের এইরূপ বৃত্তি লিখিত হইয়াছে।

এক্ষণে এই রাজাদিগেরও পূজনীয় ব্রাহ্মণগণের কথা বলিতেছি। মনুই বলিয়াছেন, রাজা প্রাতঃকালে উত্থান করিয়া ঋক্ যজুঃ সাম এই বেদত্রয় জ্ঞানে বৃদ্ধব্রাহ্মণদিগের উপাসনা করিবেন এবং তাঁহাদিগের শাসনে থাকিয়া রাজ্য পালন করিবেন। এখানে ত্রৈবিদ্যবৃদ্ধান্ এই বিশেষণেই ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। এইরূপ ত্রৈবিদ্য ঐ ব্রাহ্মণপুত্রেরা তবে ব্রাহ্মণ নয়, একথা কে বলিতে পারে? এই রাজারা যে ব্রাহ্মণ, সামান্য ক্ষত্রিয় নন, তাহা শান্তিপর্ব্বের ছাপ্পান্ন অধ্যায়ে নিম্নলিখিত বচনেও জানা যাইতে পারে। "ব্রাহ্মণোঽপি দ্বিজান্ সর্ব্বান্ পূজয়েৎ স বিধানতঃ। নৃপতিঃ প্রকৃতিপ্রীত্যৈ নমস্যা হি দ্বিজাঃ সদা॥" রাজা ব্রাহ্মণ হইলেও প্রকৃতিবর্গের অনুরাগভাজন হইবার নিমিত্ত বিধির অনুবর্ত্তী হইয়া দেবতা ও দ্বিজগণের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি প্রকাশ করিবেন। দ্বিজগণ অবশ্যই নমস্য। রাজা কিরূপ লোককে স্বীয় প্রতিনিধি করিতে পারিতেন, এই বিধি দ্বারাও তিনি কিরূপ ব্রাহ্মণবর্ণ, তাহাও বুঝিতে পারিবেন। যথা—

যদা স্বয়ং ন কুর্য্যাত্তু নৃপতিঃ কার্য্যদর্শনম্।
তদা নিযুঞ্জ্যাদ্ বিদ্বাংসং ব্রাহ্মণং কার্য্যদর্শনে॥

রাজা যখন স্বয়ং রাজকার্য্যদর্শনে অক্ষম হইবেন, তখন কোন বৈদ্য ব্রাহ্মণকে আপন কার্য্যে প্রতিনিধি নিয়োগ করিবেন। (যেমন রামাদি বশিষ্ঠ প্রভৃতিকে নিযুক্ত করিতেন),* কিন্তু তিনিও একাকী রাজকার্য্য

* এখানে অনেকের সন্দেহ হইতে পারে যে, বশিষ্ঠাদি কি চিকিৎসকের ন্যায় বৈদ্য ব্রাহ্মণ ছিলেন? এ সন্দেহ-ভঞ্জন আমরা স্থানান্তরে করিব।

করিতে পারিতেন না। আর তিন জন সভ্যের সহিত একমতে ঐ কার্য্য করিতে হইত। যথা—"সোঽস্য কার্য্যাণি সম্পশ্যেৎ সভ্যৈরেব ত্রিভির্বৃতঃ। সভামেব প্রবিশ্যাগ্র্যামাসীনঃ স্থিত এব বা॥" সেই নিযুক্ত ব্রাহ্মণ তিনজন সভ্যসমেত রাজসভায় প্রবেশ করিয়া আসনে আসীন হইয়া বা সামান্য সভ্যগণের ন্যায় থাকিয়া রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিবেন। (এখানেই রাজার মহিমা দেখুন)।

রাজার আজ্ঞানুবর্ত্তী সকলেরই হইতে হয়। কিন্তু রাজা কাহারও শাসনাধীন নহেন। রাজা কেবল ধর্ম্মাধীন ও সভার ধর্ম্ম্য যুক্তির অধীন হইয়া রাজ্য পালন করেন। তাহাও তাঁহার না করিবার শক্তি আছে, কিন্তু তাহাতে রাজার অযশ হয় ও পুনঃপুনঃ তদ্রূপ করিলে প্রজার অসন্তোষে পরিশেষে রাজ্যও নষ্ট হইতে পারে, ইহা শাস্ত্রে ও ব্যবহারে দৃষ্ট হয়। ফ্রান্স, প্রসিয়া, জর্ম্মাণি, ইংলণ্ড প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশে সম্রাট্ ও মন্ত্রিসভার যেরূপ সংবন্ধ, অস্মদ্দেশেও পূর্ব্বে রাজা ও মন্ত্রিবর্গের সেই-রূপ সংবন্ধ ছিল। ইঁহারা যেমন জ্ঞানবত্তা, কৌলীন্য, বয়োবৃদ্ধত্বাদি হেতুক রাজার মাননীয়, তেমনই রাজাও নৃপত্ব হেতুক ইঁহাদের সকলের সম্মাননীয় ছিলেন। দশরথ প্রভৃতির সহিত বশিষ্ঠাদিরও সেইরূপ সংবন্ধ ছিল। আমরা এস্থলে রামায়ণের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব। দেখিবেন যে, তৎকালে রাজাদিগকে শাস্ত্রানুসারে ১৬ জন মন্ত্রী রাখিতে হইত। তন্মধ্যে ৪জন ব্রহ্মক্ষাত্রেয়, ২জন ক্ষত্রিয়, ১ জন মাহিষ্য ক্ষত্রিয়, ১ জন সূত ক্ষত্রিয়, ২জন ঋত্বিক্ বৈদ্য ব্রাহ্মণ, ২জন ঋত্বিক্ ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ, ২ জন অম্বষ্ঠ বৈদ্য ব্রাহ্মণ, ও দুইজন দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণ থাকিত। *

* রামায়ণে মন্ত্রিসভা ১৬জনে কথিত হইলেও, মহাভারতীয় শান্তিপর্ব্বের ৮৫ অধ্যায়ে মন্ত্রীদিগের সাধারণ সভা ৩৭জনে ও বিশেষসভা ৮জনে কথিত হওয়ায় তৎকালের নীতি কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। এই মতানুসারে বেদজ্ঞ (বৈদ্য) ব্রাহ্মণ, স্নাতক ও পবিত্র ব্রাহ্মণ ও শস্ত্রপাণি বলবান্ ক্ষত্রিয় ৮

মহারাজ দশরথেরও সেইরূপ ছিল। মন্ত্রিগণের বিশেষণেও দেখিবেন, ঐ মূর্দ্ধাভিষিক্তের সহিত মন্ত্রিবর্গের কিরূপ সংবন্ধ ছিল। তাঁহারা রাজার প্রতি কিরূপ অনুরক্ত ও তাঁহার আজ্ঞাপালনে কিরূপ তৎপর ছিলেন। ব্রাহ্মণেরা ঐ রাজার সহিত একজাতীয় না হইলেও একবর্ণীয় ছিলেন কি না, তাহাও ঐ স্থানে জানা যাইবে। মহাভারতেও মন্ত্রী ও পুরোহিত-দিগকে ক্ষত্রিয়ধর্ম্মা ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ব্রহ্মক্ষত্র বলিয়াছেন, যথা—"ঋত্বিক্ পুরোহিতো মন্ত্রী দূতো বার্ত্তাবহস্তথা। অপি ব্রাহ্মণবর্ণেষু পঞ্চৈতে ক্ষত্রবদ্দ্বিজাঃ॥" শান্তিপর্ব্ব ৭৭ অধ্যায়। ব্রাহ্মণবর্ণের মধ্যে ঋত্বিক্, পুরোহিত, মন্ত্রী, দূত, বার্ত্তাবহ—ইঁহারা ক্ষত্রিয়ধর্ম্মযুক্ত ব্রাহ্মণ। অমর-কোষাদিতেও মন্ত্রী পুরোহিত প্রভৃতিকে ক্ষত্রবর্ণ মধ্যে ধরিয়াছেন। মহাভারতের কোন কোন হস্তলিপিতে "অপি ব্রাহ্মণবর্ণেষু" স্থলে "ধর্ম্মা-ধিকরণস্থশ্চ যড়েতে" এইরূপ পাঠ আছে। তদনুসারে ধর্ম্মাধিকরণিক ব্রাহ্মণেরাও ব্রহ্মক্ষত্র হন এবং অমরাভিধানেও প্রাড়্বিবাক্ প্রভৃতিকে ক্ষত্রবর্ণমধ্যে পরিগণিত দেখা যায়। মনুসংহিতাতেও মন্ত্রিত্ব, নৃপত্ব, সৈনাপত্য প্রভৃতি মূর্দ্ধাভিষিক্ত ও অম্বষ্ঠ বৈদ্যেরই জীবিকা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে, যথা "সৈনাপত্যঞ্চ রাজ্যঞ্চ দণ্ডনেতৃত্বমেবচ। সর্ব্বলোকা-ধিপত্যঞ্চ বেদশাস্ত্রবিদর্হতি॥" ১১ অ, ১০০ শ্লোক। অন্যান্য শাস্ত্রেও মন্ত্রীদের যে সকল লক্ষণ লিখিত হইয়াছে,তাহাতে ব্রহ্মক্ষত্রিয় বা ক্ষত্রিয়-

---

জন, বিত্তসম্পন্ন বৈশ্য ২১ জন, নিত্যকর্ম্মনিরত শূদ্র ৩ জন ও সমস্ত-ধীগুণ-সম্পন্ন শ্রুতিস্মৃত্যুক্ত ব্যসনবর্জ্জিত বিনীত সমদর্শী শূর ও পুরাণবিৎ সূত একজন সমুদায়ে ৩৭জনে কল্পিত হইত। মন্ত্রণা স্থির করার জন্য বিশেষ সভায় ব্রাহ্মণজাতীয় (ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি হইতে গৃহীত) ৪ জন, শূদ্র তিন জন ও সূত একজন সমুদায়ে ৮ জন উপ-স্থিত থাকিতেন। উভয় সভাতেই ব্রহ্মক্ষত্রিয় অর্থাৎ ব্রাহ্মণবর্ণীয় রাজা সকলের উপর অধ্যক্ষ থাকিতেন। এতদ্দ্বারাও রাজার পদগৌরব অন্যান্য ব্রাহ্মণ অপেক্ষা উচ্চতর বলিয়া জানা যায়।

সম্ভূত জাতির মধ্যে রাজার তুল্য পুরুষেরাই মন্ত্রী হইতেন, এরূপ দেখা যায়। এস্থলে ইহাও দ্রষ্টব্য যে, রাজার স্বজাতীয় প্রধান মন্ত্রিগণের নামই অগ্রে উল্লিখিত হইয়াছে, বশিষ্ঠাদির নাম অগ্রে উল্লিখিত হয় নাই। রামায়ণে পৌরোহিত্য-কার্য্য হেতুক বশিষ্ঠের ও সারথ্য-কর্ম্ম হেতুক সূত সুমন্ত্রের সর্ব্বদা দর্শন হেতুক ইঁহাদের সহিতই সাধারণের সাবশেষ পরিচয় আছে, ধৃষ্টি প্রভৃতির নামও বোধ হয় অনেকে জানেন না। তাহা বলিয়া ধৃষ্টি প্রভৃতি মন্ত্রীরা বশিষ্ঠাদি হইতে পৌরোহিত্যাদি কার্য্য ব্যতীত মন্ত্রিত্ব অংশে ন্যূন নহেন, বরং সে বিষয়ে তাঁহাদিগেরই বশিষ্ঠাদি হইতে প্রাধান্য ও অগ্রগণ্যতা স্বীকার করিতে হয়। বেদ-জ্ঞানেই বশিষ্ঠাদির প্রাধান্য। এখন ক্ষত্রগুণসম্পন্ন অতীব ক্ষমতাশালী বশিষ্ঠাদি ব্রাহ্মণেরাই যে সমাজের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাহা এই নিম্নে উক্ত পরিষদ্ভূত ব্রাহ্মণদিগের নাম দ্বারাই অনায়াসে বিদিত হওয়া যাইবে।

"তস্যামাত্যগুণৈরাসন্নিক্ষ্বাকোঃ সুমহাত্মনঃ।
মন্ত্রজ্ঞাশ্চেঙ্গিতজ্ঞাশ্চ নিত্যং প্রিয়হিতে রতাঃ॥ ১॥
অষ্টৌ বভূবুর্বীরস্য তস্যামাত্যা যশস্বিনঃ।
শুচয়শ্চানুরক্তাশ্চ রাজকৃত্যেষু নিত্যশঃ॥ ২॥
ধৃষ্টির্জয়ন্তো বিজয়ঃ সুরাষ্ট্রো রাষ্ট্রবর্দ্ধনঃ।
অকোপো ধর্ম্মপালশ্চ সুমন্তশ্চাষ্টমোঽর্থবিৎ॥ ৩
ঋত্বিজৌ দ্বাবভিমতৌ তস্যাস্তামৃষিসত্তমৌ।
বশিষ্ঠো বামদেবশ্চ মন্ত্রিণশ্চ তথা পরে॥
সুযজ্ঞোঽপ্যথ জাবালিঃ কাশ্যপোঽপ্যথ গৌতমঃ।
মার্কণ্ডেয়স্তু দীর্ঘায়ুস্তথা কাত্যায়নো দ্বিজঃ॥ ৪
এতে ব্রহ্মর্ষিভির্নিত্যমৃত্বিজস্তস্য পৌর্ব্বকাঃ।
বিদ্যাবিনীতা হ্রীমন্তঃ কুশলা নিয়তেন্দ্রিয়াঃ॥ ৫

শ্রীমন্তশ্চ মহাত্মানঃ শস্ত্রজ্ঞা দৃঢ়বিক্রমাঃ।
কীর্ত্তিমন্তঃ প্রণিহিতা যথাবচনকারিণঃ ॥ ৬ ইত্যাদি
রামায়ণ, ষষ্ঠ সর্গ, বালকাণ্ড।

ইক্ষ্বাকুনন্দন মহাত্মা দশরথের ষোল জন অমাত্যের মধ্যে আট জন অমাত্য সমুদায় অমাত্যগুণসম্পন্ন, মন্ত্রজ্ঞ, ইঙ্গিতজ্ঞ, রাজার প্রতি অনুরক্ত ও সতত হিতকার্য্যসাধনে তৎপর ছিলেন। ইঁহারা অতি বিখ্যাত, সর্ব্বথা পবিত্র ও সর্ব্বদা রাজকার্য্যে আসক্তচিত্ত ছিলেন। ইঁহাদের নাম—ধৃষ্টি, জয়ন্ত, বিজয়, সুরাষ্ট্র, রাষ্ট্রবর্দ্ধন, অকোপ, ধর্ম্মপাল ও (পুরাণবিৎ) সুমন্ত্র। এতদ্ব্যতীত ঋষিশ্রেষ্ঠ ও অতিপ্রিয় ঋত্বিক্ বশিষ্ঠ ও বামদেব এবং অপর দুই ঋত্বিক্ সুযজ্ঞ ও জাবালি, (অম্বষ্ঠ) কাশ্যপ ও গৌতম এবং দীর্ঘায়ু (দৈবজ্ঞ) মার্কণ্ডেয় ও কাত্যায়ন এই সকল ব্রহ্মর্ষিও তাঁহার অপর মন্ত্রী ছিলেন। ইঁহারা সকলেই বিদ্যা ও বিনয়-সম্পন্ন, ধর্ম্মভীরু, কার্য্য ও নীতিকুশল, বিজিতেন্দ্রিয়, সুরূপ ও সদভিপ্রায়, শস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী, অব্যর্থপরাক্রম, কীর্ত্তিশালী, রাজানুশাসন শ্রবণে প্রণিহিতচিত্ত, এবং অব্যতিক্রমে রাজাজ্ঞার অনুবর্ত্তী ইত্যাদি।

এই সকল বিশেষণের দ্বারা ইঁহাদিগের মাহাত্ম্যের সহিত দশরথের মাহাত্ম্যও অনায়াসেই অনুমিত হইতে পারিতেছে। এই বর্ণনা দ্বারা রাজকার্য্যে রাজার সহিত ব্রহ্মক্ষত্রিয়েরাই যে সমাজের প্রধান, তাহা সূচিত হইতেছে। ভৃগুও "সংসিদ্ধায়াস্তু বার্ত্তায়াং" ইত্যাদি অস্মদুদ্ধৃত মহাভারতীয় শ্লোকে "উপতিষ্ঠন্তি যে তান্ বৈ যাবন্তো নির্ম্মমাস্তথা। সত্যং ব্রহ্ম যথাভূতং ব্রুবন্তো ব্রাহ্মণাস্তু তে ॥" এই শ্লোকে সমস্ত জাতির মধ্যে প্রথমেই ক্ষত্র অর্থাৎ ব্রহ্মক্ষত্র জাতির উল্লেখ করিয়াছেন, পশ্চাৎ ব্রাহ্মণগণের উল্লেখ করিয়া রাগদ্বেষাদিশূন্য হইয়া তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক প্রজাদিগের মঙ্গলসাধনরূপ রাজকার্য্যে সাহায্য করা কর্ত্তব্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আরণ্যক শ্রুতিতেও

রাজকার্য্যের নিমিত্ত রাজাকে ব্রাহ্মণগণেরও মাননীয় বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে এবং শতপথ ব্রাহ্মণেও ব্রহ্মক্ষত্রিয় অপেক্ষা কোনও জাতি শ্রেষ্ঠ নাই, ইহা স্পষ্ট বলিয়াছেন এবং এই ব্রহ্মক্ষত্রিয়েরাই ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন হইলে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ হইয়া রাজাদেরও পূজনীয় হন, ইহা কথিত হইয়াছে। ইঁহারা সকলেই ধনুর্ব্বেদপারদর্শী, রাজনির্দিষ্ট-কার্য্যসাধনতৎপর, রাজার আজ্ঞানুবর্ত্তী। এই বিশেষণগুলি দ্বারাই জানা যায় যে, ঐ সমস্ত ব্রাহ্মণ ব্রহ্মক্ষত্রিয়বংশে জাত ও অন্যান্য সমুদায় প্রকৃতি-বর্গের পূজনীয়; এবং মূর্দ্ধাভিষিক্ত সেই সমস্তের পূজনীয়।

এই ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণদের সর্ব্ববর্ণপূজ্যতা বনপর্ব্বের ১৮৫ অধ্যায়েও স্পষ্ট লিখিত আছে। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এ উভয়ে ভিন্ন না হইয়া পরস্পর মিলিত হইলে ঈশ্বরবৎ কার্য্যকারী, অন্যথা উভয়েই ব্যর্থ হয়, ইহা মন্বাদি সমুদায় শাস্ত্রে কথিত আছে। বেদতুল্য ভারতেও তাহা কথিত আছে এবং ব্রাহ্মণতেজযুক্ত ক্ষত্রিয়েরই প্রাধান্য ও সর্ব্বপূজনীয়তা স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে। যথা

সনৎকুমার উবাচ—

ব্রহ্ম ক্ষত্রেণ সহিতং ক্ষত্রঞ্চ ব্রহ্মণা সহ।
সংযুক্তে দহতঃ শত্রূন্ বনানি বাহগ্নিমারুতৌ॥ ২৫
রাজা বৈ প্রথিতো ধর্ম্মঃ প্রজানাং পতিরেব চ।
স এব শক্রঃ শুক্রশ্চ স ধাতা চ বৃহস্পতিঃ॥ ২৬
প্রজাপতির্বিরাট্ সম্রাট্ ক্ষত্রিয়ো ভূপতি র্নৃপঃ।
য এভিঃ স্তূয়তে শব্দৈঃ কস্তং নার্চ্চিতুমর্হতি॥ ২৭
পুরাযোনি র্যুধাজিচ্চ অভিয়ামুদিতো ভবঃ।
স্বর্ণেতা সহজিদ্বভ্রুরিতি রাজাহভিধীয়তে॥ ২৮
সত্যযোনি র্যুধাজিচ্চ সত্যধর্ম্মপ্রবর্ত্তকঃ।
অধর্ম্মাদৃষয়ো ভীতা বলং ক্ষত্রে সমাদধন্॥ ২৯

আদিত্যো দিবি দেবেষু তমোনুদতি তেজসা।
তথৈব নৃপতির্ভূমাবধর্ম্মান্নুদতে ভৃশম্ ॥ ৩০
ততো রাজ্ঞঃ প্রধানত্বং শাস্ত্রপ্রামাণ্যদর্শনাৎ।
উত্তরঃ সিধ্যতে পক্ষো যেন রাজেতি ভাষিতম্ ॥ ৩১

মহাভারত, বনপর্ব্ব, ১৮৫ অধ্যায়।

ব্রাহ্মণবল ক্ষত্রিয়বলের সহিত অথবা ক্ষত্রবল ব্রাহ্মণবলের সহিত মিলিত হইলে ঐ মিলিত বল সমুদায় শত্রুনাশে সেইরূপ সমর্থ হয়, যেমন অগ্নির সহিত বায়ুর বল মিলিত হইলে ঐ মিলিত বল দাবদাহনে সমর্থ হইয়া থাকে। ২৫। রাজাই চিরকাল সকলের রক্ষাকর্ত্তা হওয়ায় ধর্ম্ম বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়া আসিতেছেন; প্রজাগণের জীবনদাতা ও পালনকর্ত্তা বলিয়া প্রজাপতি বলিয়া কথিত হন। মন্ত্র উৎসাহ ও প্রভাবজাত শক্তিসম্পন্ন বলিয়া শক্র,রাজনীতিজ্ঞানে তেজস্বী বলিয়া শুক্র, সকল বর্ণের ও তত্তদ্ধর্ম্মের সংস্থাপক বলিয়া ধাতা বা ব্রহ্ম এবং উপদেশকর্ত্তা বলিয়া বৃহস্পতি নামে অভিহিত হন। ২৬। ঐ প্রজাপতিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সর্ব্বপালক বলিয়া বিরাট্, সম্রাট্, ক্ষত্রিয়, ভূপতি, নৃপ শব্দে কথিত হন। যাঁহার এই সকল উপাধি, তিনি কাহার না পূজ্য হন? ২৭। সকলের পূর্ব্বে বা অগ্রে জন্ম বলিয়া তাঁহাকে পুরাযোনি অর্থাৎ অগ্রজন্মা বলা যায় অথবা ধর্ম্মরক্ষা হেতুক অগ্রজের ন্যায় সকলের মান্য বলিয়া তাঁহাকে অগ্রজন্মা বলা যায়। প্রজাবর্গের ধর্ম্মকর্ম্ম বিঘ্নশূন্য করণার্থ তিনি যুদ্ধ দ্বারা শত্রু জয় করেন বলিয়া যুধাজিৎ, শত্রুর বিরুদ্ধে অভিযান করেন বলিয়া অভিয়া, এবং প্রজাদিগের রক্ষার্থ কর্ম্মকরণে মুদিত হন বলিয়া মুদিত ও সকলবর্ণের ধর্ম্মশিক্ষাধানাদি হেতুক তাহাদের পিতার ন্যায় প্রভু বলিয়া ভব বা মহাদেব, তিনিই মনুষ্যগণের সুখের হেতুভূত ধর্ম্ম প্রবর্ত্তনের নিমিত্ত স্বর্গদাতা, কামাদি রিপুবর্গের জয়হেতু সহজিৎ, ভরণকর্ত্তা বলিয়া বভ্রু অর্থাৎ বিষ্ণু এবং

শ্রেষ্ঠতা হেতু বিশিষ্ট-শরীর-শোভাপ্রযুক্ত রাজা বলিয়া কথিত হন। ২৮। তিনি সত্যাশ্রয় ও সত্যধর্ম্মপ্রবর্ত্তক ও যুদ্ধে জয়শীল বলিয়াই রাক্ষসাদির অত্যাচারভীত ঋষিরা তাঁহার হস্তে আপনাদের সমুদায় বল বা সমুদায় ব্রাহ্মণজাতির বল সমর্পণ করিয়াছিলেন। ২৯। সেই ব্রাহ্মণবলসম্পন্ন ক্ষত্রিয় পৃথিবীর সমুদায় পাপনাশ পূর্ব্বক পুণ্য-প্রচার করেন, যেমন সূর্য্য অন্ধকার নাশ করিয়া আলোক বিস্তার করেন। ৩০। সেই কারণেই রাজার প্রধানতা, এই উত্তরপক্ষ আর্য্যশাস্ত্রের প্রামাণ্যদর্শনেই সিদ্ধ হইতেছে। এই প্রধানতা হেতুকই তিনি রাজা এই শ্রেষ্ঠতাবাচক শব্দ দ্বারা অভিহিত হন। ৩১।

মহাভারতীয় শান্তিপর্ব্বের ৭৭ অধ্যায়েও ব্রাহ্মণবর্ণীয়দিগকে কর্ম্মানুসারে ছয় ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। তাহা দেখিলেও বুঝিতে পারিবেন যে, মূল ব্রাহ্মণজাতিই জ্ঞান ও কর্ম্মভেদে ব্রহ্ম ব্রাহ্মণ, দেব-তুল্য ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়তুল্য ব্রাহ্মণ, বৈশ্যতুল্য ব্রাহ্মণ, শূদ্রতুল্য ব্রাহ্মণ ও চণ্ডালতুল্য ব্রাহ্মণ বলিয়া উক্ত হইয়াছেন; যথা—

"বিদ্যাশমাদ্যুপেতা যে সর্ব্বত্র সমদর্শিনঃ।
রাজন্ দ্বিজেষু বিজ্ঞেয়া ব্রহ্মবদ্ ব্রাহ্মণা হি তে॥
স্বকর্ম্মণি স্থিতা যে চ ত্রিষু বেদেষু নিষ্ঠিতাঃ।
দ্বিজেষু ত্রিষু তে রাজন্ দেববদ্ব্রাহ্মণা স্মৃতাঃ॥
ঋত্বিক্ পুরোহিতো মন্ত্রী দূতো বার্ত্তাবহস্তথা।
ধর্ম্মাধিকরণস্থশ্চ ষড়েতে ক্ষত্রবদ্দ্বিজাঃ॥
অশ্বিনো গজিনো বাঽপি রথিনশ্চ পদাতয়ঃ।
সর্ব্বে তে ব্রাহ্মণা রাজন্ বৈশ্যবৎ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥
জন্মকর্ম্মবিহীনা যে কদাচারপরায়ণাঃ।
অগ্নিবেদবিহীনাশ্চ বিপ্রাঃ শূদ্রসমাঃ স্মৃতাঃ॥

আহ্বায়কা দেবলকা নক্ষত্রগ্রামযাজকাঃ।
এতে বিপ্রেষু চণ্ডালা মহাপথিকপঞ্চমাঃ॥"

হে রাজন্, দ্বিজমধ্যে যাহাঁরা পরা বিদ্যা অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যা এবং শমদমাদিযুক্ত ও সর্ব্বত্র সমদর্শী তাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞ, ব্রহ্মনিষ্ঠ, ব্রহ্মকর্ম্মাশ্রিত, ব্রহ্মশব্দযুক্ত ব্রহ্মতুল্য ব্রাহ্মণ। ইঁহারা সিদ্ধ যোগী। ইঁহারাই ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ।

১। যে দ্বিজেরা স্বকর্ম্মে থাকিয়া ঋক্ যজুঃ সাম এই বেদত্রয়ের অভ্যাসে রত হন, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই ত্রিবর্ণের মধ্যস্থিত সেই দ্বিজেরা দেবজ্ঞ, দেবনিষ্ঠ, দেবকর্ম্মাশ্রিত, দেবশব্দযুক্ত দেবতুল্য ব্রাহ্মণ। ইঁহাদের মধ্যেই ব্রাহ্মণ মূর্দ্ধাভিষিক্ত ও অম্বষ্ঠ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হওয়ায় প্রথম শ্রেণীর ব্রাহ্মণ এবং ইঁহাদের মধ্যেই মূর্দ্ধাভিষিক্ত বা কর্ত্তা ব্রাহ্মণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কৃতবুদ্ধি ব্রাহ্মণ, বৈদ্যেরা তাহার নিম্নপদে, অসমাপ্ত-বিদ্য বৈদ্যেরা তৃতীয় পদে অবস্থিত।

২। ঋত্বিক্, পুরোহিত, মন্ত্রী, দূত, বার্ত্তাবহ ও ধর্ম্মাধিকরণিক এই ছয় জন ক্ষত্রজ্ঞ, ক্ষত্রনিষ্ঠ, ক্ষত্রকর্ম্মাশ্রিত, ক্ষত্রশব্দযুক্ত ক্ষত্রতুল্য ব্রাহ্মণ। ইঁহারাই কৃতবুদ্ধি ব্রাহ্মণ বৈদ্য।

৩। অশ্বী, গজী, রথী ও পদাতি ইঁহারা সকলে ব্রহ্মক্ষত্রোৎপন্ন হইলেও বিশেষ গুণবত্তা ব্যতীত কেবল অশ্বগজাদি দ্বারা অর্থোপার্জনে রত বলিয়া ইহাদিগকে বৈশ্যকর্ম্মজ্ঞ বৈশ্যকর্ম্মনিষ্ঠ বৈশ্যশব্দযুক্ত বৈশ্যতুল্য ব্রাহ্মণ বলা যায়। সামান্য ব্রাহ্মণেরা এই জাতীয়।

৪। যে ব্রাহ্মণেরা জাতীয় কর্ম্মহীন, অসদাচার, অগ্নিহীন, ও বেদহীন, সে ব্রহ্মণেরা শূদ্রকর্ম্মজ্ঞ; শূদ্রনিষ্ঠ, শূদ্রধর্ম্মাশ্রিত, শূদ্রশব্দযুক্ত শূদ্রতুল্য ব্রাহ্মণ। যেমন বর্ত্তমান কালে ব্রাহ্মণ নামে পরিচয়দাতাদিগের মধ্যে বহু বহু ব্রাহ্মণ

৫। পরের নিমিত্ত নিমন্ত্রণকারী, দেবল, গ্রহবিপ্র, গ্রামপুরোহিত ও মহাপথিক অর্থাৎ মুড়ই পোড়া এই পাঁচ ব্রাহ্মণ চণ্ডালতুল্য।

শান্তিপর্ব্বের ৭৯ অধ্যায়েও ঋত্বিক্‌দিগের কর্ত্তব্য এবং ৮ম অধ্যায়ে

মন্ত্রীদিগের লক্ষণ বলা হইয়াছে। তৎপাঠেও ঋত্বিক্, পুরোহিত, ও মন্ত্রীদিগকে ক্ষত্রজাতীয় ব্রাহ্মণ বলিয়া বোধ হয়। দেখা যায় যে, ষট্ কর্ম্ম ব্রাহ্মণ, মূর্দ্ধাভিষিক্ত ও অম্বষ্ঠেরাই দেববদ্ ব্রাহ্মণ।

এতদ্দ্বারা ক্ষত্রধর্ম্মাশ্রিত ঋত্বিক্, পুরোহিত, মন্ত্রী, দূত, বার্ত্তাবহ এবং ধর্ম্মাধিকরণিক ব্রাহ্মণদিগকে ক্ষত্রতুল্য বলা হইয়াছে। দ্বিজ-জাতীয় ক্ষত্রবর্ণকে দ্বিজাতিত্রয়ের মধ্যে যেমন মধ্যম বর্ণ বলা হইয়াছে সেইরূপ ব্রাহ্মণ বর্ণের মধ্যে ঋত্বিক্ পুরোহিত প্রভৃতিকে ক্ষত্রতুল্য বলাতেও ব্রাহ্মণবর্ণের তিন জাতির মধ্যে মধ্যম শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বলা হইয়াছে, ইহাই বুঝিতে হইবে। এইরূপ যে ব্রাহ্মণদিগকে বৈশ্যতুল্য বলিয়াছেন, তাহাদিগকে নিম্নশ্রেণীর ব্রাহ্মণ বুঝিতে হইবে। অন্য সকল ব্রাহ্মণ অপসদ ও সঙ্কর জাতির তুল্য হীন। দেখুন, এখানে জন্মাজন্মের কথা কিছু নাই। জ্ঞান ও কর্ম্ম হেতু প্রাধান্য, ইহা সকলেই বলিয়াছেন। ইহার অন্যথাবাদ আধুনিক। জ্ঞান ও কর্ম্ম হেতুই জাত্যুৎকর্ষ ও তাদৃশ কর্ম্মবান্ হইতে জন্ম প্রশংসনীয়। উৎকৃষ্ট সংস্কারও জ্ঞানাদির হেতু হয় বলিয়াই তাদৃশ জন্ম প্রশংসনীয় হইয়া থাকে। সুতরাং উৎকৃষ্ট সংস্কার ও জ্ঞানাদি অপেক্ষা জন্ম মাত্রের প্রাধান্য হইতে পারে না। অতএব মন্বাদি ঋষিগণ "বিপ্রাণাং জ্ঞানতো জ্যৈষ্ঠ্যম্" বলিয়া ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে জ্ঞানবত্তাকেই প্রধান্যের হেতু বলিয়াছেন। এই জন্যই সন্ন্যাসী, সর্ব্বত্র সমদর্শী, সামাজিক জাতি কর্ম্ম ও সামাজিক জ্ঞানের উপরিস্থিত, সুতরাং চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজের উপরিস্থিত ব্রহ্মজ্ঞানে জ্ঞানী ব্রাহ্মণগণই মনুষ্য জাতির মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজের মধ্যে স্থিত সামাজিক কর্ম্মে নিযুক্ত যাজক, মূর্দ্ধাভিষিক্ত, ও অম্বষ্ঠ নামক ব্রাহ্মণেরা যাঁহাদিগকে উপরে ১ ও ২ সংখ্যায় প্রদর্শন করিয়াছি, তাঁহারাই সমাজের মধ্যেস্থিত ব্রাহ্মণবর্ণ বলিয়া বিদিত হইয়া আসিয়াছেন। তাঁহারাই সমাজে থাকিয়া স্ব স্ব

উপযোগী কর্ম্ম সকল পালন পূর্ব্বক কালে পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ পদে অধিরূঢ় হইয়া থাকেন। পরন্তু এই সামাজিকদিগের মধ্যে যাঁহারা সমধিক জ্ঞানসম্পন্ন ও যোগে উন্নত হইতেন, তাঁহারাও সমধিক গৌরবের পাত্র ও ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ নামে খ্যাত হইতেন।

এইরূপ যাঁহারা বেদজ্ঞানে শ্রেষ্ঠ শক্তিসম্পন্ন ও সদাচার হওয়াতে রাজপদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন তাঁহারাই মূর্দ্ধাভিষিক্ত। ইহারা জাতিতে ব্রাহ্মণের দ্বিতীয় হইলেও সমাজমধ্যে সর্ব্বোচ্চ। মনু দশমাধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোকে ইহাদিগকেই ব্রাহ্মণবর্ণ হইতে ক্ষত্রিয়াতে জাত পুত্র বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন এবং সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়ে ইহাদিগেরই ধর্ম্ম বিশিষ্টরূপে বলিয়াছেন। জন্ম ও কর্ম্মপরিচয়ের নিমিত্ত অন্যান্য মুনিরাও এই ক্ষত্রিয়াজাত ব্রাহ্মণপুত্রদিগকে মূর্দ্ধাভিষিক্ত সুবর্ণ, নৃপ, বা রাজা সংজ্ঞা দিয়াছেন। এইরূপে যে ব্রাহ্মণেরা চিকিৎসা দ্বারা প্রজারক্ষাহেতুক ব্রহ্মক্ষত্রবৃত্তিক হইয়াছেন, অথচ বৈদ্যদিগের ন্যায় বিবিধ প্রাণহিতকর উদ্ভিজ্জ পালন করিতেন, মুনিরা ব্রাহ্মণবর্ণ হইতে বৈশ্যাতে জাত সেই পুত্রদিগকে জন্মে তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন। কিন্তু ইহারা সর্ব্ববেদবিদ্যায় নিপুণ হওয়ায় বৈদ্য, ভিষক্, ও অম্বষ্ঠ অর্থাৎ পিতৃতুল্য রক্ষাকারক ইত্যাদি নাম প্রাপ্ত ও সকলের মাননীয় হইয়াছেন,এই তিন জাতির পরস্পর পূজ্যা-পূজ্যতা জ্ঞানানুসারেই হইত, জন্ম, বিত্ত, প্রভৃতি পূজ্যাপূজ্যতার অপরাপর কারণ বলিয়াও গণিত হইত কিন্তু তন্মধ্যে জ্ঞানই সর্ব্বাগ্রগণ্য। অন্যান্য বিষয়ে সমান লোকেদের মধ্যে জন্মজন্য প্রাধান্য লইয়া পূজ্যাপূজ্যতা নির্ণীত হয়, জন্মজন্য প্রাধান্য ধরিলে দ্বিজাতির মধ্যে নিম্নলিখিত গৌরব নির্ণীত হয়। যথা—

"ব্রহ্মা মূর্দ্ধাভিষিক্তশ্চ বৈদ্যক্ষত্রবিশোঽপি চ। অমী ষড়্ হি দ্বিজা এষাং যথাপূর্ব্বঞ্চ গৌরবম্॥" হারীত। অর্থাৎ পূর্ব্ব পূর্ব্ব উক্তেরা

পর পর অপেক্ষা গৌরবান্বিত। অর্থাৎ জাতিতে ব্রাহ্মণ প্রথম, মূর্দ্ধাভিষিক্ত দ্বিতীয় ও অম্বষ্ঠ তৃতীয় হইলেও যাজনা কার্য্যে ব্রাহ্মণ সকলের পূজ্য. রাজকার্য্যে মূর্দ্ধাভিষিক্ত সকলের পূজ্য, এবং চিকিৎসাকার্য্যে অম্বষ্ঠ সকলের পূজ্য হন। এক্ষণে মূর্দ্ধাভিষিক্ত সম্বন্ধে অন্য অন্য ঋষিগণ কি বলিয়াছেন, তাহাও এস্থলে প্রদর্শন করিতেছি। যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—"বিপ্রান্ মূর্দ্ধাভিষিক্তোহি ক্ষত্রিয়ায়াম্" ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়া পত্নীতে মূর্দ্ধাভিষিক্তের জন্ম হয়। গৌতম বলিয়াছেন "অনুলোমানন্তরৈকান্তরদ্ব্যান্তরাসুজাতাঃ সুবর্ণাম্বষ্ঠনিষাদমাহিষ্যো গ্রকরণদৌষ্মন্তপারশবাঃ।" ব্রাহ্মণাদি বর্ণের অনুলোম অনন্তরাতে, একান্তরাতে ও দ্ব্যন্তরাতে জাতেরা যথাক্রমে সুবর্ণ, অম্বষ্ঠ, নিষাদ, মাহিষ্য. উগ্র, করণ, দৌষ্মন্ত. ও পারশব সংজ্ঞক হয়।

মহাভারতের শান্তিপর্ব্বের ৯২ অধ্যায়ে বসুমনা রাজার বিশেষণেও এই সুবর্ণ শব্দ হইয়াছে। অতএব মনুর রাজা, নৃপ ও ক্ষত্রিয়, যাজ্ঞবল্ক্যের মূর্দ্ধাভিষিক্ত, গৌতমের ও মহাভারতের সুবর্ণ, মূর্দ্ধাভিষিক্ত ও ক্ষত্রিয়, পুরাণের ব্রহ্মক্ষত্র ও ক্ষত্রোপেত দ্বিজাতি এবং নিম্নোদ্ধৃত উশনার সুবর্ণ ও মূর্দ্ধাভিষিক্ত শব্দ একই জাতিকে লক্ষ্য করিতেছে। কারণ উশনাও বলিতেছেন—

ব্রাহ্মণাৎ ব্রাহ্মণৈর্ম্মন্ত্রৈঃ সংস্কৃতায়াং সুসংস্কৃতঃ।
মূর্দ্ধাভিষিক্ত ইত্যুক্তঃ ক্ষত্রিয়ায়াং কুলাগ্রণীঃ॥
ধারণান্নৃপশক্তীনাং ব্রাহ্মাণাং তেজসাং তথা।
আশ্রমাণাঞ্চ বর্ণানাং সর্ব্বেষাং স ভবেন্নৃপঃ॥
সর্ব্ববেদেষু নিপুণঃ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদঃ।
চিকিৎসাকুশলশ্চৈব স বৈদ্যশ্চাভিধীয়তে॥
সর্ব্বেষাং চ নৃণাং শ্রৈষ্ঠ্যাচ্ছক্তিতো জ্ঞানতোঽপি চ।
স প্রভুঃ সর্ব্বমর্ত্ত্যানাং সুবর্ণশ্চাপি কথ্যতে॥

সোঽগ্নি র্ভবতি বায়ুশ্চ সোঽর্কঃ সোমঃ স ধর্ম্মরাট্।
স কুবেরঃ স বরুণঃ স মহেন্দ্রঃ প্রভাবতঃ ॥
তস্য প্রসাদে পদ্মা শ্রীর্বিজয়শ্চ পরাক্রমে।
মৃত্যুশ্চ বসতি ক্রোধে সর্ব্বতেজোময়ো হি সঃ ॥
শত্রুভ্যো বিপদস্ত্রাণং রোগেভ্যশ্চ নৃণাং সদা।
রাষ্ট্রাণাং পালনঞ্চৈব বৃত্তিং তস্যাদিশৎ প্রভুঃ ॥
অধ্যয়নাধ্যাপনাদি দানং চ যজনস্তথা।
সামান্যধর্ম্মমন্যচ্চ সত্যং শৌচং দমাদিকম্ ॥
রাজসাচিব্য মন্যেষাং রাজধর্ম্মস্য নির্ণয়ঃ।
চাতুর্ব্বর্ণ্যস্য চ তথা তৎপ্রকাশো দ্বিজাতিভিঃ ॥
ব্যবহারক্রিয়াদৃষ্টি র্ধর্ম্মাধিকরণেষু চ।
বৃত্তিঃ সামান্যতো জ্ঞেয়া সুবর্ণানাং মহীভৃতাম্ ॥
এষা ভূর্নিখিলা তেষাং ব্রাহ্মং ক্ষাত্রঞ্চ বিভ্রতাম্।
তৈ র্বিনা শাসিতুং নান্যে ক্ষমা ক্ষৌণীতলে নৃণাম্ ॥
বৈদ্যেষু হি নৃপঃ শ্রেষ্ঠস্তপরে তস্য শাসনাৎ।
বিপ্রাস্তে বৈদ্যতাং যান্তি রোগদুঃখপ্রণাশকাঃ ॥
তে সর্ব্বে ভিষজঃ প্রোক্তা আয়ুর্ব্বেদেষু দীক্ষিতাঃ।
তেষাং বৃত্তিস্তু বিজ্ঞেয়া চিকিৎসাধ্যাপনাদিকা ॥

অর্থাৎ ব্রাহ্মণমন্ত্রে পরিণীতা ক্ষত্রিয়াতে জাত ও ব্রাহ্মণ-সংস্কার-প্রাপ্ত কুলের অগ্রগণ্য পুত্র মূর্দ্ধাভিষিক্ত নামে কথিত হয়। এই মূর্দ্ধাভিষিক্ত ক্ষত্রতেজ ও ব্রহ্মতেজ এই উভয়ের ধারণ হেতুক সকল বর্ণের এবং সকল আশ্রমের মনুষ্যগণের পালনকর্ত্তা। ইঁহাদিগের মধ্যে যাঁহারা সকল বেদে নিপুণ, সর্ব্ব বিদ্যাতে বিশারদ ও চিকিৎসা-কার্য্যে কুশল, সেই মূর্দ্ধাভিষিক্তকে বৈদ্যও বলা যায়। শারীরিক বলে এবং জ্ঞানে তিনি সকল মনুষ্যের শ্রেষ্ঠ হওয়াতে সকলের

প্রভু হইয়াছেন এবং সুবর্ণ এই সংজ্ঞা পাইয়াছেন। তিনি অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য চন্দ্র, যম, বরুণ, কুবের ও ইন্দ্র এই অষ্ট দিক্‌পালের প্রভাব ধারণ করেন। এই শ্লোকটী মনুতেও দৃষ্ট হয়, কামন্দকেও বলিয়াছেন "অষ্টানাং লোকপালানাং বপুর্ধারয়তে নৃপঃ"; মনু "অষ্টাভিশ্চ সুরেন্দ্রাণাং মাত্রাভি র্নির্ম্মিতো নৃপঃ।" এরূপও বলিয়াছেন। তাঁহারই অনুগ্রহে গৃহলক্ষ্মী স্ত্রী, পরাক্রমে বিজয়লক্ষ্মী এবং ক্রোধে যমরাজ বাস করিতেছেন। তিনি সর্ব্বতেজসমন্বিত। শত্রুগণ হইতে উৎপন্ন বিপদ হইতে পরিত্রাণ, রোগ হইতে রক্ষা এবং রাজ্য-পালন এই সকল বৃত্তি পরমেশ্বর তাঁহার প্রতি আদেশ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান, যজন ও সত্য শৌচ দমাদি তাঁহার সাধারণ ধর্ম্ম। অভিষিক্ত নৃপতি ভিন্ন তজ্জাতীয় অন্য সকলেও মূর্দ্ধাভিষিক্ত নামে অভিহিত হয়, তাহাদিগের জীবিকা রাজসাচিব্য, রাজধর্ম্মের নির্ণয়, চাতুর্ব্বর্ণ্যের ধর্ম্মনির্ণয় এবং রাজ্যমধ্যে ব্রাহ্মণগণ দ্বারা তাহার প্রচার, ধর্ম্মাধিকরণে ব্যবহার-কার্য্যদর্শন ইত্যাদি। এই সসাগরা পৃথিবী ব্রাহ্ম ও ক্ষাত্র-তেজোধারী ঐ মূর্দ্ধাভি-ষিক্ত ব্রাহ্মণেরই জানিবে। তাঁহারা ব্যতীত অন্য কোনও জাতি পৃথিবীর নরগণকে শাসন করিতে পারেন না। বৈদ্যের মধ্যে নৃপবৈদ্যই শ্রেষ্ঠ, অপর বৈদ্যেরা ঐ নৃপের শাসনে পীড়া দুঃখ-নিবারক হইয়া বৈদ্য হন। আয়ুর্ব্বেদে দীক্ষিত ঐ সকল বিপ্রগণকে ভিষক্ বলা যায়। তাঁহাদিগের বৃত্তি চিকিৎসা ও আয়ুর্ব্বেদ অধ্যাপনাদি। ইঁহারাই অম্বষ্ঠ হইবেন সন্দেহ নাই। রাজা হইলে এই অম্বষ্ঠেরাও মূর্দ্ধাভিষিক্ত আখ্যা প্রাপ্ত হইতেন।

মনুও সপ্তম অধ্যায়ে প্রায় অবিকল এই কথাই বলিয়াছেন; এমন কি, এ বিষয়ে কতকগুলি শ্লোক ইঁহাদিগের উভয় সাধারণ। তদ্ভিন্ন মনু বলিয়াছেন "সৈনাপত্যঞ্চ রাজ্যঞ্চ দণ্ডনেতৃত্বমেবচ। সর্ব্বলোকা-

ধিপত্যঞ্চ বেদশাস্ত্রবিদর্হতি॥" ১২ অ, ১০০ শ্লো। বেদবিৎ অর্থাৎ বৈদ্যই সৈনাপত্য, রাজ্য, দণ্ডনেতৃত্ব এবং সকল লোকের উপর আধিপত্য করিবার যোগ্য *।

এক্ষণে 'বেদবিৎ' অর্থে কেহ যাজক ব্রাহ্মণ বলিতে পারেন না, বৈদ্য-ব্রাহ্মণকেই বুঝিতে হইবে; কেননা রাজত্ব, সৈনাপত্যাদি, কখনই ব্রহ্মবেদী ব্রাহ্মণের নয়। ফল, বৈদ্যগণের এইরূপ কার্য্য সকল সংহিতাতেই উক্ত আছে। এই পুস্তকের পূর্ব্বাংশ দ্রষ্টব্য। প্রথম অম্বষ্ঠ স্বয়ং ধন্বন্তরিও এই প্রকারে রাজা ও বৈদ্য ছিলেন। বৈদ্যের অভাবে ক্ষত্রিয়াদির রাজকার্য্য কথিত হইয়াছে। যথা "যদি বিপ্রো ন বিদ্বান্ স্যাৎ ক্ষত্রিয়ং তত্র যোজয়েৎ। বৈশ্যং বা ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞং শূদ্রং যত্নেন বর্জ্জয়েৎ॥"—কাত্যায়ন। যদি সর্ব্ববেদে বিদ্বান্ বিপ্র অর্থাৎ বৈদ্য-ব্রাহ্মণ না পাওয়া যায়, তবে ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যকে প্রাড়্বিবাকত্ব-পদে নিয়োগ করিবে। যত্নের সহিত শূদ্রকে পরিত্যাগ করিবে।

কাত্যায়নের এই বচনে 'বিদ্বান্' ও বিপ্র' এই পদ দুইটীও ব্রাহ্মণী-পুত্র ব্রাহ্মণকে বুঝাইতেছে না; কারণ ব্রাহ্মণীপুত্র ব্রাহ্মণগণের এরূপ কার্য্য নিন্দনীয় ও পাতিত্যজনক ইহা মন্বাদি বলিয়াছেন। অতএব এখানে 'বিদ্বান্ বিপ্র' অর্থে 'বৈদ্য ব্রাহ্মণ' ইহাই বুঝিতে হইবে, এবং ক্ষত্রিয় অর্থে 'ব্রহ্ম ক্ষত্রিয়' না হইয়া 'বেদজ্ঞ ও কার্য্যজ্ঞ ক্ষত্রিয়-সামান্য' বুঝিতে হইবে।

উশনাও যেরূপ বলিয়াছেন তাহাতে ব্রহ্মজ্ঞ অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যায় বা পরাবিদ্যায় যাঁহারা নিপুণ, যাঁহারা সংসারে অনাসক্ত, এরূপ অলোক-সাধারণ-গুণসম্পন্ন ভগবান্ ব্রাহ্মণগণের নিম্নপদে অথচ সাধারণ ব্রাহ্মণ,

* এই বৈদ্যেরাই যে লক্ষ্মণসেন পর্য্যন্ত এদেশের রাজা ছিলেন, তাহা কাহারও অবিদিত নহে। এক্ষণে উঁহারা ব্রাহ্মণ ছিলেন কি না এবং এই জাতীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন কি না, তাহা পশ্চাৎ প্রদর্শিত হইবে।

ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চাতুর্ব্বর্ণ্য-সমাজে সকলের উচ্চপদে এই সুবর্ণ বৈদ্যগণের অবস্থান। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে বঙ্গবাসীর মুদ্রিত উশনঃ-সংহিতায় আমরা বর্ণানুসারে ব্যবস্থা সকল মধ্যে বর্ণান্তর্গত জাত্যাদি-বিষয়ক কোন কথাই পাইলাম না। আমরা কুল্লূকভট্ট-ধৃত উশনার বাক্য একপ্রকার ও অপর একখানি মুদ্রিত গ্রন্থে আর একপ্রকার বচন দেখিলাম। কুল্লূক মনুর ১০ম অধ্যায়ের ষষ্ঠ শ্লোকের ব্যাখ্যায় উশনার বচন বলিয়া উদ্ধার করিতেছেন "হস্ত্যশ্বরথশিক্ষা অস্ত্রধারণঞ্চ মূর্দ্ধাভিষিক্তাণাং" এই গদ্যময় বচন। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ের একখানি মুদ্রিত উশনঃসংহিতা নামক গ্রন্থে আমরা এই গদ্যের পরিবর্ত্তে ও অস্মদুক্ত শ্লোকগুলির পরিবর্ত্তে নিম্নলিখিত অশাস্ত্রীয় অসার ও বিবিধ-ভ্রমসঙ্কুল কতকগুলি বচন বিন্যস্ত দেখিলাম। সাধারণের গোচরার্থ আমরা এস্থলে ঐগুলিও অবিকল উদ্ধার করিতেছি।

বিধিনা ব্রাহ্মণাৎ প্রাপ্তা (?) নৃপায়াস্তু সমন্ত্রকঃ।
জাতঃ সুবর্ণ ইত্যুক্তঃ সোঽনুলোম দ্বিজঃ স্মৃতঃ॥
ক্ষত্রবর্ণক্রিয়াং কুর্ব্বন্ নিত্যনৈমিত্তিকীং ক্রিয়াম্।
অশ্বং রথং হস্তিনং বা বাহয়েদ্বা নৃপাজ্ঞয়া॥
সৈনাপত্যঞ্চ ভৈষজ্যং কুর্য্যাৎ জীবেত্ত, বৃত্তিষু।
নৃপায়াং বিপ্রতশ্চৌর্য্যাৎ যো জাতঃ স ভিষক্ স্মৃতঃ॥
অভিষিক্ত নৃপস্যাজ্ঞাং পরিপাল্য তু বৈদ্যকম্।
আয়ুর্ব্বেদমথাষ্টাঙ্গং বেদোক্তং ধর্ম্মমাচরেৎ॥
জ্যোতিষং গণিতং বাপি কায়িকীং বৃত্তিমাচরেৎ।
নৃপায়াং বিধিনা বিপ্রাজ্জাতো নৃপ ইতি স্মৃতঃ॥

যাঁহারা অনুস্বার ও বিসর্গযুক্ত বচন দেখিলেই সংস্কৃত ও মহর্ষি-প্রণীত বচন বলিয়া মনে করিতে পারেন, তাঁহারাই এই মূর্খ ভণ্ডের লিখিত এই বচনগুলিকে উশনঃপ্রণীত বলিয়া আস্থা করিতে পারেন,

কিন্তু যাঁহাদের সংস্কৃতে অল্পও জ্ঞান আছে, তাঁহারা যোগ্যতা-আকাঙ্ক্ষা-আসত্তিহীন এই পদগুলিকে বাক্যই বলেন না, সুতরাং মহর্ষি উশনার প্রণীত ধর্ম্ম-শাস্ত্রের বাক্য বলিয়া মনে করিবেন, ইহা সুদূরপরাহত। এই পদগুলির পরস্পর ব্যাকরণ-সম্বন্ধ নাই, অর্থ নাই, যুক্তি নাই, ন্যায় নাই, ধর্ম্মশাস্ত্রের সহিত সঙ্গতিও নাই। পদগুলির মধ্যে কতকগুলি অভিপ্রেত অর্থের অবাচক। ফল, ইহা যে সংস্কৃতজ্ঞের লেখা নয়, তাহা সংস্কৃতজ্ঞেরা দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন। আমরা এই ভণ্ডপ্রণীত বচনের ভণ্ডতা প্রমাণ করিবার জন্য বিশেষ প্রয়াস পাওয়া অনাবশ্যক বিবেচনা করি; কারণ, অন্বয়াদি করিয়া অর্থ গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিলে সকলেই অনায়াসে ইহার অসারতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। এই বচনগুলির আভাস মাত্রে যেরূপ বুঝা যায়, তাহাতে ইনি মূর্দ্ধাভিষিক্তকে তিন ভাগে বিভক্ত করিতেছেন—সুবর্ণ, ভিষক্ ও নৃপ। তন্মধ্যে নৃপের কোনও বৃত্তি বলা হয় নাই এবং জন্ম বিষয়ে সুবর্ণ ও নৃপে কি প্রভেদ, তাহাও বলা হয় নাই। সুবর্ণ ও ভিষক্ এ উভয়ের জন্ম অতি বিসদৃশ, অথচ উভয়েরই বৃত্তি একরূপ বলা হইয়াছে, বরং বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে, অত্রোক্ত সুবর্ণকে প্রকৃত ব্রাহ্মণ ও ভিষক্‌কে ব্রাহ্মণাপসদ বা অন্ত্যজ বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু গ্রন্থকর্ত্তা সুবর্ণকে প্রতিলোমজ সূতাদির তুল্য জ্ঞান করিয়া তাঁহার বৃত্তিও সূতাদিবৎ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, অথচ ভিষক্‌কে পৈশাচবিবাহজাত অতি জঘন্য জাতি প্রতীত করাইয়াও তাহার প্রতি জাতিশ্রেষ্ঠ বৈদ্যের বৃত্তি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ফল, ইঁহার বচনে ইহারা ব্রাহ্মণ বলিয়া প্রতিপন্ন না হইয়া ক্ষত্রিয় বা ক্ষত্রিয়াপসদ বলিয়া প্রতিপন্ন হন ও অম্বষ্ঠেরা তদপেক্ষাও হীন বলিয়া গণ্য হন, ইহাই অভিপ্রেত বলিয়া বোধ হয়। ব্যবসায়গত পার্থক্য ব্যতীত, প্রকৃতিগত ঔজ্জ্ব ব্যতীত দ্বিজত্রয়ের

মধ্যে কেবল জন্মগত যেন একটা কি মহান্ প্রভেদ আছে, ইহাই লেখকের মনের ধারণা; তাই তিনি পাপকলুষিত চিত্তে ভিন্নজাতি ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক ভিন্ন জাতির স্ত্রীর প্রতি ধর্ষণা মনে করিয়া তদুৎপাদিত পুত্রগণের হেয়তা প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু ক্ষত্রিয়েরা উন্নত হইলেই যে ব্রাহ্মণ হয়, একই মনুষ্য উন্নত প্রকৃতির হইলেই যে ব্রাহ্মণ হয়, তাহা ধারণা করিতে পারেন নাই। তাঁহার গোত্রপুরুষেরা নিজে যে ক্ষত্রিয় হইতে উৎপন্ন, তাহা তাঁহার ধারণা নাই। কোনও ব্যক্তি যেমন ক্রমে বাল্য কৈশোর যৌবন অতিক্রম করিয়া বৃদ্ধ হয়, তেমনই মনুষ্য যে শূদ্রতা বৈশ্যতা ক্ষত্রিয়তা অতিক্রম করিয়া ব্রাহ্মণ হয়, এই বেদ-বচন তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হয় নাই। এই সকল প্রাকৃতবুদ্ধিবশতঃও তাঁহার বচন সর্ব্বতোভাবে নিন্দনীয়। মনে করুন, বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয়, তাঁহার স্ত্রী ক্ষত্রিয়া। তাহার পর যখন বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণ হইলেন, তখন তাঁহার স্ত্রী কি অনন্তরজাতীয়া স্ত্রী বলিয়া নিন্দিত হইয়াছিলেন, অথবা তাঁহাতে উৎপন্ন মুদ্গলাদি ব্রাহ্মণগুণসম্পন্ন হইয়া ব্রাহ্মণ হন নাই, অথবা ব্রাহ্মণ-সংস্কার পান নাই? মনে করুণ বৈশ্য যখন ব্রাহ্মণ হইলেন, তখন তাঁহার পূর্ব্বপরিণীতা ক্ষত্রিয়জাতীয়া স্ত্রী কি পরস্ত্রী হইয়াছিলেন, অথবা তাঁহার পুত্র ব্রাহ্মণ-সংস্কার ও ব্রাহ্মণগুণসম্পন্ন হইয়াও ব্রাহ্মণ হন নাই? যাহা হউক, আমরা এসকল কথায় আর গ্রন্থ বিস্তার করিতে চাই না। আমরা মনু প্রভৃতি সংহিতাকারদিগের মত উদ্ধার করিয়া, কামন্দকীয় নীতির বচনও উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছি। মূর্দ্ধাভিষিক্ত যে রাজা ও বৈদ্য, তাহা মনু-বচনেও দেখাইয়াছি এবং "সৈন্যাপত্যঞ্চ রাজ্যঞ্চ" ইত্যাদি মনু-শ্লোকের ব্যাখ্যায় বেদবিৎ, বেদশাস্ত্রবিৎ প্রভৃতি শব্দের অর্থে যে বৈদ্যজাতীয় অম্বষ্ঠ-ব্রাহ্মণকে বুঝায়, তাহাও দেখাইয়াছি। এই বৈদ্যেরা যে ব্রাহ্মতেজ ও ক্ষাত্রতেজ উভয়ই

ধারণ করেন, তাহাও দেখাইয়াছি এবং এই নিমিত্তই যে পুরাণাদিতে ইঁহাদিগকে ব্রহ্মক্ষত্র বা ব্রহ্মক্ষত্রিয় অথবা ক্ষাত্রোপেত দ্বিজাতি বলিয়াছেন, তাহাও দেখাইব। অমরসিংহ ইঁহাদিগকে ক্ষত্রিয়বৃত্তিত্ব-হেতুক একবার ক্ষত্রিয়বর্গে ও আবার ব্রাহ্মণবৃত্তিত্ব-হেতুক ব্রহ্মবর্গে উল্লেখ করিয়া যথাস্থলে তাঁহাদিগের দ্বিবিধ বৃত্ত্যাদি প্রদর্শন করিয়াছেন। ব্রহ্মবর্গের মধ্যেও অগ্রেই ইঁহাদিগকে উল্লেখ করিয়াছেন এবং ক্ষত্রিয়বর্গ-মধ্যেও অগ্রে ইঁহাদিগের উল্লেখ করিয়াছেন। ইনি ক্ষত্রবর্গে যেমন "মূর্দ্ধাভিষিক্তো রাজন্যঃ" ইত্যাদি বচনে ইঁহাদের ক্ষত্র-শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন, তেমনই ব্রহ্মবর্গেও আবার "বর্ণাঃ স্যু ব্রাহ্মণাদয়ঃ" ইহা বলিয়াই অগ্রে এই মূর্দ্ধাভিষিক্ত ব্রাহ্মণদিগকেই উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন "রাজবীজী রাজবংশ্যঃ" ইত্যাদি। কারণ, সমাজের মূর্দ্ধাতে অভিষিক্ত ব্রহ্মক্ষত্রিয়দিগকে ছাড়িয়া সামান্য ক্ষত্রিয়-দের নাম অগ্রে উল্লিখিত হইতে পারে না। আমরা এ সকল বিষয় আনুপূর্ব্বিক প্রথমাধ্যায়ে দেখাইয়াছি, অতএব এখানে আর ঐ সকলের পুনরুল্লেখ করিব না। স্মরণার্থ কেবল এই মাত্র বলি যে, ব্রহ্মবর্গে কেবল ব্রাহ্মণবর্ণেরই উল্লেখ নাই, পরন্তু ব্রহ্মজাতীয় সমস্ত জাতি, অত্যুচ্চ ঋষি হইতে অক্ষত শূদ্রজাতি পর্য্যন্ত, উহাতে উল্লিখিত হইয়াছে। ঋষি শব্দও এই ব্রহ্মজাতীয় ব্যক্তিদিগের মধ্যে গুণবিশেষ-জন্য উপাধিমাত্র। উপনয়ন ও উপবীত প্রভৃতিও কি ব্রহ্মবর্গে লিখিত আছে বলিয়া কেবল যাজক ব্রাহ্মণেরই অধিকৃত? আর ক্ষত্রিয়বর্গমধ্যে লিখিত পুরোহিত, প্রাড়্বিবাক্, মন্ত্রী প্রভৃতি উপাধি-বিশিষ্ট লোকেরা মহাভারতে ক্ষত্রিয়তুল্য কথিত হইলেও কি ব্রাহ্মণ বলিয়া অদ্যাপি বিদিত নহে? তান্ত্রিক, জ্যোতিষিক, প্রভৃতি উপাধি-ধারী লোকেরা নিকৃষ্টজাতীয় হইলেও কি অদ্যাপি ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত নহে? অমরসিংহ রোগ, চিকিৎসা, ও মহাভারতাদিতে

উল্লিখিত ব্রাহ্মণ ও শূদ্রজাতীয় বৈদ্যদিগকে চিকিৎসাধর্ম্মত্ব-হেতু এক পর্য্যায়ে নরবর্গে লিখিয়াছেন বলিয়া চিকিৎসা-বৃত্তিরা কি কোনও বর্ণের লোক হইবেন না? অম্বষ্ঠ নামে একপ্রকার করণ বা কায়স্থ বেহারাদি পশ্চিম প্রদেশে আছে, তাহারা অম্বষ্ঠজাতি হইতে পতিত শূদ্র। তাহাদিগকেই অমরসিংহ শূদ্রমধ্যে লিখিয়া "অম্বষ্ঠো বৈশ্যাদ্বিজন্মনোঃ" এই পরিচয় দিয়াছেন। অজ্ঞ লোকেরা অমরসিংহের এই বচনের তাৎপর্য্য বুঝেন নাই এবং "অম্বষ্ঠাচ্ছূদ্রকন্যায়াং (শূদ্রবৃত্ত্যাং) কায়স্থো মসীজীবিকঃ" ইত্যাদি শাস্ত্রে কতকগুলি কায়স্থজাতি যে অম্বষ্ঠজাতি হইতে উৎপন্ন হইয়া অম্বষ্ঠ নামই ধারণ করিতেছেন, তাহা জানেন না বলিয়াই তাঁহাদের অজ্ঞতার খাতিরে সমস্ত অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ কি অম্বষ্ঠ, করণ ও শূদ্রবর্ণ হইবেন? দেবল, মড়িপোড়া-ও ব্রাহ্মণ নাম ধারণ করিতেছে বলিয়া কি নদীয়া ভট্ট-পল্লীর প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণেরাও দেবল বা মড়িপোড়া-জাতীয় ব্রাহ্মণ হইবেন? মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, উশনাঃ, শঙ্খ, হারীত, ব্যাস, বিষ্ণু, প্রভৃতি সংহিতাকারেরা অজ্ঞদের ঐরূপ জ্ঞানহেতুকও ঐরূপ ব্যাখ্যাহেতুক কি ভ্রান্ত বলিয়া গণিত হইবেন? এরূপ স্থলে প্রকৃতের বিরোধ হইলে যখন অভিধানকার অমরসিংহই অপ্রমাণ হইয়া যান, তখন ঐ ভ্রান্ত ব্যাখ্যাকারেরাই কি প্রমাণ হইবেন, অথবা ঐ বহু বহু ধর্ম্ম-শাস্ত্রকারেরা—জাত্যাদি নির্ণয় ও জাতীয় ধর্ম্ম নির্ণয়ই যাঁহাদের একমাত্র কার্য্য—তাঁহারা প্রমাণ হইবেন, ইহা বিচক্ষণ মহাশয়েরা বিবেচনা করুন। এই সমুদায় শাস্ত্রকারেরা সঙ্কীর্ণ জাতি কাহাকে বলিয়াছেন, অমরসিংহ তাহা কি জানিতেন না, তাই অম্বষ্ঠমাত্রকেই সঙ্কীর্ণ ও শূদ্র বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন? ব্রাহ্মণত্ব হইতে পতিত ও শূদ্রত্বপ্রাপ্ত অম্বষ্ঠদিগকেই তিনি এস্থলে উল্লিখিত করিয়াছেন। অম্বষ্ঠেরা পতিত হইয়া যে কায়স্থ হইয়াছেন, তাহা বৈদ্যদিগের কুলজী

পাঠেও অবগত হওয়া যায়। দ্বিজপুত্র হইয়া শূদ্রাচার হইলেই তাহাকে সঙ্কীর্ণ জাতি বলা যায়। এইজন্যই অমরসিংহ ঐ অম্বষ্ঠদিগকে সঙ্কীর্ণ জাতি ও শূদ্র বলিয়াছেন।

আমরা উপরে যে মূর্দ্ধাভিষিক্ত ব্রাহ্মণের বা বৈদ্যের বর্ণনা দেখাইলাম, প্রসিদ্ধ বৈদ্য দিবোদাস ধন্বন্তরি সেই বংশীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। ক্ষত্রিয়বংশোৎপন্ন কাশীরাজ দীর্ঘকাল তপস্যা করিয়া মহাতেজা ব্রাহ্মণ হইলে পর ঐ দীর্ঘতপা হইতে তাঁহার উদ্ভিজ্জ-বিদ্যাবতী ক্ষত্রিয়া ভার্য্যাতে এই দিবোদাসের জন্ম হইয়াছিল। এই দিবোদাস সর্ব্ববেদবিৎ ও রাজা ছিলেন। তিনি পৃথিবীতে রাজা ও সর্ব্ববেদাভিজ্ঞ অর্থে অতি প্রধান এই বৈদ্য উপাধি লাভ করিতে পারিয়াছিলেন এবং তিনিই অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ প্রস্তুত করিয়া পৃথিবীতে নূতন কল্প উপস্থিত করেন। বহু বহু ব্রাহ্মণ-সন্তান, রাজপুত্র ও মুনিপুত্রগণ সেই নৃপ ধন্বন্তরির চরণে প্রণত হইয়া তাঁহার নিকট আয়ুর্ব্বেদশিক্ষার্থী শিষ্য হইয়াছিলেন এবং তিনিও পৃথিবীর মঙ্গলার্থ যথাবিধি তাঁহাদিগকে আয়ুর্ব্বেদ উপদেশ করিয়াছিলেন।

অবশ্য ধন্বন্তরিই সমস্ত ঔষধাদির আবিষ্কর্ত্তা নহেন। কারণ, এক সময়ে একজন কর্ত্তৃক তাদৃশ উন্নতি হইতে পারে না। ব্রহ্মপুত্র অথর্ব্বাদি হইতে আয়ুর্ব্বেদের যথাবৎ অনুশীলন হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু ধন্বন্তরিতেই তাহার পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। এইজন্যই ধন্বন্তরি বৈদ্যের মধ্যে প্রথম বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। সেই জাতীয়েরাই পুরুষানুক্রমে এই আয়ুর্ব্বেদের অনুশীলন করিয়া আসিতেছেন ও সেই জাতিরই চ্যবন, জনক, যম, জাজলি, পৈল, অগস্ত্য, কাশ্যপ, মুদ্গল প্রভৃতি বেদবেদাঙ্গপাঠক ব্রাহ্মণেরা বৈদ্য নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের অদ্ভুত বুদ্ধিমত্তা, অসাধারণ মেধা ও আশ্চর্য্য প্রতিভা জগৎকে মোহিত করিয়াছিল।

অল্প কালের মধ্যে অসাধারণরূপে সমস্ত বেদবেদাঙ্গের সহিত আয়ুর্ব্বেদ সমাপ্ত ও অসংখ্য প্রাণিগণকে উৎকট রোগ সকল হইতে আশ্চর্য্যরূপে মুক্ত করিবার নিমিত্ত ধন্বন্তরি বিষ্ণুর অংশ বলিয়াও শাস্ত্রে কথিত হইয়াছেন। পর সময়ের বৈদ্যেরা তাঁহার ন্যায় জ্ঞান বিজ্ঞান ও প্রতিভাশালী হইতে না পারুন, তথাপি তাঁহাদিগকে সাধারণ ব্রাহ্মণগণ অপেক্ষা বিশিষ্ট পরিশ্রম ও জ্ঞানবত্তা দেখাইয়া তবে এ উপাধি লইতে হইত। সেইজন্য বেদানুবাদ ব্যবস্থাশাস্ত্রের প্রধান মনু-সংহিতাতে ও পুরাণ-মধ্যে প্রধান পঞ্চম বেদতুল্য মহাভারতেও সাধারণ ব্রাহ্মণাদি হইতে বৈদ্যগণকে শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। দ্বিতীয় অধ্যায় দেখুন। সেখানে দেখুন, এই বৈদ্য-ব্রাহ্মণ দিগকেই রাজ্য পালন করিতে উপদেশ দিয়াছেন কি না? এবং মূর্দ্ধাভিষিক্ত ও বৈদ্যব্রাহ্মণ একার্থক কি না?

যদি বলেন, মূর্দ্ধাভিষিক্তেরা সর্ব্ববেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ নয়, আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ মাত্র, আয়ুর্ব্বেদও শ্রেষ্ঠ বেদ নয় যে, তদ্ধেতুকও উঁহাদিগকে বৈদ্য বলা যাইতে পারে; আমরা বলি, যাঁহাদিগকে চারি জাতিরই কর্ত্তা হইতে হইবে ও চারি জাতিকেই স্ব স্ব ধর্ম্মাচরণ করাইতে হইবে, তাঁহাদিগকে চারি জাতিরই ধর্ম্ম জানিতে হইবে এবং চারি বেদই পাঠ করিতে হইবে। বৈদ্য অর্থ—যে কেবল আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ নয়, সর্ব্ববেদজ্ঞ, তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি এবং মনুসংহিতার শ্লোক উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছি। কিন্তু আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ না হইলেই বা কে সর্ব্ববেদজ্ঞ হইতে পারে? এবং অপর সমুদায় বেদে বুদ্ধি প্রবেশ না করিলেই বা কি প্রকারে আয়ুর্ব্বেদে ব্যুৎপত্তি হইতে পারে? আয়ুর্ব্বেদে ব্যুৎপত্তি হওয়া সকল বেদজ্ঞানের অধীন এবং সর্ব্ববেদজ্ঞেরাই যে আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ বা বৈদ্য হইতে পারেন, তাহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব পৃষ্ঠায় দেখুন। পরন্তু ব্রহ্মার পুত্রেরা যে সকলেই বৈদ্য বা সর্ব্ববেদজ্ঞ ছিলেন, তদ্বিষয়ে

সন্দেহ নাই। তাঁহারা বেদজ্ঞ ছিলেন, বেদে উপদেশও দিতেন, কিন্তু চতুর্থ বেদ যে আয়ুর্ব্বেদ, তদুক্ত কার্য্যে কেহ তাদৃশ প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারেন নাই। সেইজন্যই তাঁহারা সকলে কৃতবুদ্ধি বৈদ্য ছিলেন; কর্ত্তা বৈদ্য ছিলেন না। মূর্দ্ধাভিষিক্তেরা ও অম্বষ্ঠেরাই কর্ত্তা বৈদ্য ছিলেন। ইঁহারাই সমাজকার্য্যে প্রধান। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণেরা কেবল জ্ঞানযোগে, কিন্তু ইঁহারা জ্ঞান কর্ম্ম উভয় যোগেই মনোনিধান করিয়াছিলেন। এই দ্বিবিধ যোগে প্রসিদ্ধ ব্রহ্মক্ষত্রগণের মধ্যে ধন্বন্তরি চিকিৎসা-বিদ্যায় অসামান্য নৈপুণ্য লাভ করিয়া অমানুষ কার্য্য সকল জগৎকে দেখাইয়াছিলেন। তাহা হইতে দেবগণের রাজত্বে নূতন যুগের উৎপত্তি হইয়াছিল। এইজন্যই তাঁহাকে বিষ্ণুর অংশ বলিয়া নিত্য পূজনীয় দেবতার মধ্যে গণনা করিয়াছিলেন। এইরূপ সর্ব্ববেদজ্ঞ ও চিকিৎসাভিজ্ঞদিগকে প্রকৃতার্থেই বৈদ্য বলা যায়। বিদ্যাতে লব্ধপ্রবেশমাত্র শান্তি-কুশলাচ্ছন-ভিজ্ঞ চিকিৎসাকার্য্যহীন আর্ত্তিহরণাক্ষম ব্রাহ্মণ মাত্রকে বৈদ্য বলা হয় না। বশিষ্ঠাদিকে যে বৈদ্য বলা হয়, তাহাও ঐরূপ বেদজ্ঞতা ও চিকিৎসার কুশলতানিমিত্ত।

রামায়ণে ইঁহার বৈদ্যত্ব স্পষ্ট অভিহিত হইয়াছে; যথা—

ততঃ প্রকৃতিমান্ বৈদ্যঃ পিতুরেষাং পুরোহিতঃ।
বশিষ্ঠো ভরতং বাক্যমুত্থাপ্য তমুবাচ হ॥

রঘুবংশেও প্রথম সর্গে "অথাথর্ব্বনিধেস্তস্য" ইত্যাদি শ্লোকে বশিষ্ঠের বিশেষণে অথর্ব্বনিধি এই শব্দ দ্বারা তাঁহার সর্ব্ববেদজ্ঞতা প্রতিপাদন করিয়াছেন। অথর্ব্বোক্ত ক্রিয়াও তিনি করিতেন এবং তাহা না করিলে যে পুরোহিত হওয়া যায় না, তাহা কামন্দক শাস্ত্রে পুরোহিত-লক্ষণে লিখিয়াছেন; যথা—"ত্রয্যাঞ্চ দণ্ডনীত্যাঞ্চ কুশলঃ স্যাৎ পুরোহিতঃ। অথর্ব্ববিহিতং কুর্য্যান্নিত্যং শান্তিকপৌষ্টিকম্॥" এখানে

শান্তিকপৌষ্টিকম্ বলাতে মন্ত্রাদি বা ঔষধাদি দ্বারা গ্রহপীড়া বা রোগের শান্তি ও ভৈষজ্য প্রয়োগ দ্বারা শরীরের পুষ্টিসাধন এই উভয়-বিধ চিকিৎসাকার্য্য করাও পুরোহিতের কর্ত্তব্য বলা হইয়াছে। বালরোগাধিকারে বৈদ্যকশাস্ত্রেও বলিকার্য্য, (শান্তিকার্য্য ও যজ্ঞ-কার্য্য বৈদ্যেরই কর্ত্তব্য বলিয়া কথিত হইয়াছে ; যথা—"বলিশান্তীষ্ট-কর্ম্মাণি কার্য্যানি গ্রহশান্তয়ে। মন্ত্রশ্চায়ং প্রযোক্তব্য স্তন্ত্রাদৌ সর্ব্বকালিকঃ॥ ওঁ নমো ভগবতে" ইত্যাদি। এই সকল ক্রিয়া অথর্ব্ববেদ-বিহিত। আর ত্রয়ী ও দণ্ডনীতি বিষয়ে কুশল হওয়া বলাতে ঋক্ যজুঃ সাম এই তিন বেদ ও দণ্ডনীতি অর্থাৎ রাজকার্য্য-বিষয়ক বিদ্যাতেও বিশেষজ্ঞ হওয়া পুরোহিতের কর্ত্তব্য, বলা হইয়াছে * এবং মূর্দ্ধাভিষিক্ত-মধ্যে এই পুরোহিতাদি জাতীয় লোকের উল্লেখও মহাভারতে ও অমরকোষে দেখাইয়াছি। অতএব বৈদ্যব্রাহ্মণ ব্যতিরেকে উত্তম পুরোহিত হওয়ার যোগ্য অপর কেহও নয়। বশিষ্ঠ সেইরূপ পুরোহিতই ছিলেন। বশিষ্ঠ যে প্রণালীতে রাজার ও রাণীর বন্ধ্যতা রোগের চিকিৎসা করিয়াছিলেন, তাহা চরকে লিখিত আছে। রাজ্য ত্যাগ করিয়া গোচারণ ও বনভ্রমণ করিতে না পারিলে তাঁহাদের সন্তান হওয়া দুর্ঘট হইত। কিন্তু ঐ কুলবৈদ্য সত্ত্বেও সূর্য্যবংশীয় রাজাদেরও সময়ে সময়ে অপরাপর বৈদ্যগণকেও আনাইতে হইত। এই কারণেই কালিদাস সুদক্ষিণার গর্ভস্থ বালকের পুষ্টির নিমিত্ত অপরাপর বৈদ্যগণের আনয়ন-কথাও বলিয়াছেন ; যথা—

"কুমারভৃত্যাকুশলৈরনুষ্ঠিতে
ভিষগ্ভিরাপ্তৈ রথগর্ভভর্ম্মণি।" ইত্যাদি।

* পূর্ব্বে রামায়ণ হইতে উদ্ধৃত "শ্রীমন্তশ্চ মহাত্মানঃ শস্ত্রজ্ঞা দৃঢ়বিক্রমাঃ" এই শ্লোকার্দ্ধে বশিষ্ঠাদির শরীর সৌন্দর্য্য, অস্ত্র শস্ত্র বিদ্যা ও দৃঢ়বিক্রমতা-রূপ বৈদ্য বা ব্রহ্মক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম উক্ত হইয়াছে।

এখানে দেখুন, বশিষ্ঠও নিন্দিত ব্রাহ্মণ ছিলেন না, বরং ব্রাহ্মণকুলের সর্ব্বাগ্রণীই ছিলেন। ব্রহ্মক্ষত্রবংশীয় না হইলে তাঁহাকে অবশ্যই নিন্দনীয় ব্রাহ্মণ হইতে হইত। তাঁহার ক্ষত্রিয়া-বৈশ্যা-জাত সন্তানেরাও চিকিৎসাকার্য্য-হেতুক নিন্দিত হন নাই। অঙ্গিরাঃ, বশিষ্ঠ, কুশিক প্রভৃতি নির্দ্দিষ্ট কয়েকটী প্রধানবংশীয় ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপর কেহ বৈদ্যকার্য্য করিলেই অনুপযুক্ততা সত্ত্বে তৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া হেতুক মনু তাহাদিগের হেয়তা * প্রতিপাদন করিয়াছেন। ধন্বন্তরি প্রভৃতি বৈদ্যেরা অঙ্গিরোবংশীয়, সেইজন্যই তাঁহাদিগের প্রবর-মধ্যে বার্হস্পত্য আঙ্গিরস ইত্যাদি পঠিত হইয়া থাকে। অন্যান্য বৈদ্যগণের প্রবর দৃষ্টি করিলে তাঁহারাও কোন্ বংশীয়, তাহা জানা যাইবে। অতএব ঐ সকল প্রধান প্রধান বংশোৎপন্ন ব্রাহ্মণপুত্রেরাই বৈদ্য বলিয়া জগতে বিদিত ও সম্মানিত হইয়া আসিতেছেন। সে সম্মান অপর কাহারও পাইবার যোগ্যতা নাই। সাধারণ যাজক ব্রাহ্মণেরা এইজন্যই এই বৈদ্যদিগের প্রতি চিরকাল অসূয়াপরবশ। ইহার উদাহরণ স্থানান্তরে দেখাইব, এক্ষণে বর্ত্তমান প্রসঙ্গের অনুসরণ করি।

এক্ষণে আয়ুর্ব্বেদ যে সর্ব্ব বেদের মধ্যে প্রধান, সংসারে বিশিষ্ট ফলপ্রদ ও ঐহিক, পারত্রিক সকল মঙ্গলের নিদান, তাহা প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হইলেও ঋষিপরম্পরা কর্ত্তৃক ইহা স্বীকৃত ও সম্মানিত কি না, তাহা সংক্ষেপে দেখাইতেছি। মুণ্ডকোপনিষদের প্রথমেই লিখিত আছে "স ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ব্ববেদপ্রতিষ্ঠামথর্ব্বণে জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রাহ"। ব্রহ্মা সর্ব্ববেদের শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবিদ্যা, আয়ুর্ব্বেদ নামে যাহা প্রথিত, তাহা স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র অথর্ব্বকে উপদেশ করিয়াছিলেন। সামবেদের ছান্দোগ্য উপনিষদে কথিত আছে "বেদাহমৃতাঃ" অর্থাৎ

* পৃষ্ঠা দেখুন।

বেদ সকলই অমৃত অর্থাৎ দেবতার যোগ্য ও মৃত্যুনিবারক। আবার চরকে আছে, "আয়ুর্ব্বেদো হ্যমৃতানাং শ্রেষ্ঠঃ" আয়ুর্ব্বেদ সেই অমৃত সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। 'কেন শ্রেষ্ঠ?' এরূপ প্রশ্নের উত্তরও ঐ চরকে আছে; যথা—

তস্যায়ুষঃ পুণ্যতমো বেদো বেদবিদাং মতঃ। *
বক্ষ্যতে যন্মনুষ্যাণাং লোকয়োরুভয়োর্হিতঃ॥

যেহেতু আয়ুর্ব্বেদ ইহকালে পরকালে মঙ্গলজনক হয়, সেই হেতুই বেদবিৎ * অর্থাৎ বৈদ্যগণের প্রিয় সেই পবিত্রতম আয়ুর্ব্বেদ আমি বলিতেছি। কেবল কি অধ্যয়নমাত্রেই ইহার হিতজনকতা? এজন্য সুশ্রুতও বলিয়াছেন "চিকিৎসিতাৎ পুণ্যতমং ন কিঞ্চিদপি শুশ্রুমঃ"। চিকিৎসাকার্য্য ভিন্ন পুণ্যতম কার্য্য আর কিছু শুনি নাই। অতএব চিকিৎসার জগতে উপকারকত্ব ও পুণ্যতমত্ব-হেতুকই আয়ুর্ব্বেদের শ্রেষ্ঠতা; আরও বলিয়াছেন "ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং আরোগ্যং মূলমিত্যতঃ। চিকিৎসিতাদ্ধিততরং নাস্তি লোকে হি দেহিনাম্॥" যেহেতু আরোগ্যই ধর্ম্ম অর্থ বিষয়ভোগ ও মুক্তির কারণ হয়, সেই হেতু

* এখানেও দেখুন 'বেদবিৎ' অর্থে বৈদ্য, ইহা স্বীকার না করিলে এ শ্লোকার্থও সঙ্গত হয় না। কারণ, আয়ুর্ব্বেদ বৈদ্যদিগেরই প্রিয় এবং তাঁহাদের সম্পর্কেই পুণ্যতম, অন্যের সম্পর্কে নয়; কেননা, ইহা অন্যের পাতিত্যজনক হয়। এই আয়ুর্ব্বেদ সকলের পক্ষে ইহলোকে ও পরলোকে হিতজনক, ইহা বলা হইলেও তদুক্ত কার্য্য ব্যতীত কেবল জ্ঞানমাত্র ইহলোকে ও পরলোকে হিতজনক হইতে পারে না। অতএব উক্ত বেদানুযায়ী ক্রিয়াই তাদৃশ হিতজনক হয়, ইহাই উদ্দেশ্য অর্থ হইতেছে; কিন্তু সে অর্থে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণীতে জাত পুত্রের পক্ষে হিতকর হয় না; কেন না, তাদৃশ ক্রিয়া তাহার পক্ষে নিষিদ্ধ ও পাতিত্যজনক। অতএব ঐ ব্রাহ্মণেরা ইহার বক্তা শ্রোতা বা ক্রিয়াকর্ত্তা নহেন; কারণ সুফলোদ্দেশ ব্যতিরেকে কেহ কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না।

রোগপ্রতীকার অপেক্ষা অধিক মঙ্গলকর দেহীর পক্ষে পৃথিবীতে আর নাই। ফলতঃ এই প্রত্যক্ষ স্বতঃসিদ্ধ বিষয়ের প্রমাণার্থ অধিক বলা বাহুল্য। ইহার পরমোপকারিতা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। এক্ষণে আয়ুর্ব্বেদ যদি শ্রেষ্ঠ বেদ হইল, তবে অন্যান্য বেদাধ্যয়নের পর যে দ্বিজ এই শ্রেষ্ঠতম বেদে চিকিৎসার উপযোগী নৈপুণ্য লাভ করিতে পারিবে, সে কেন না সাধারণ ব্রাহ্মণাদি হইতে পূজনীয় হইবে? মহর্ষি চরক চিকিৎসাবিদ্যা-হেতুকই ইঁহাদিগকে চাতুর্ব্বর্ণ্যের পূজ্য বলিয়াছেন। ফলতঃ, ইঁহাদিগের পূজনীয়তা পূর্ব্বকালের ঋজুস্বভাব উদারপ্রকৃতিক মহামহোপাধ্যায় ব্রাহ্মণগণ স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন। কেবল এক্ষণকার অজ্ঞান ব্রাহ্মণেরাই তাহা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হন। প্রকৃত ব্রাহ্মণেরা মাননীয়ের মান রক্ষা করিতে কখনই কুণ্ঠিত হন না। কালের কুটিল গতিতে সাধারণে পূর্ব্বাচারভ্রষ্ট হইলেও আমরা সেরূপ ঋজুস্বভাব উদারচেতা মনস্বী ব্রাহ্মণগণকে অদ্যাপি স্থানে স্থানে দেখিয়া থাকি। যাহা হউক, বৈদ্যেরা আবহমান কাল ঐ সম্মান পাইয়া আসিয়াছেন কি না, তাহা আমরা আর কিঞ্চিৎ পরে প্রদর্শন করিব। এক্ষণে মুনিগণের উক্ত এই মূর্দ্ধাভিষিক্ত সুবর্ণ বা নৃপ বৈদ্যেরা যে বিশিষ্ট সম্মানার্হ, তাহা ইঁহাদিগের নামের ব্যুৎপত্তি দ্বারাই প্রদর্শন করিব।

মূর্দ্ধাভিষিক্ত শব্দের ব্যুৎপত্তি এই যে, মূর্দ্ধ্নি চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজ শিরসি অভিষিক্তঃ শাসনার্থং মন্ত্রৈঃ সংস্কৃতঃ, অর্থাৎ চতুর্ব্বর্ণের শাসনার্থ চাতুর্ব্বর্ণ্য-সমাজের মূর্দ্ধাতে অর্থাৎ সর্ব্বোচ্চ প্রভুত্বপদে যে অভিষিক্ত, তাহাকেই মূর্দ্ধাভিষিক্ত বলা যায়। সেই রাজা চতুর্ব্বর্ণের শক্তিতে সর্ব্বশক্তিমান, চতুর্ব্বর্ণের তেজে সর্ব্বতেজোময়, চাতুর্ব্বর্ণ্যবিদ্যাতে সর্ব্ববিদ্যাসম্পন্ন ও প্রকৃতিতঃ সুশ্রী ও সুন্দরবর্ণ হওয়াতে সুবর্ণ নামে কথিত হয় *।

---

* "শ্রীমন্তশ্চ মহাত্মানঃ শাস্ত্রজ্ঞাঃ দৃঢ়বিক্রমাঃ"।

এই সুবর্ণ শব্দটী এত প্রাচীন যে, এতদর্থে আমাকে কেবল সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে রাশি রাশি প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া দেখাইবার প্রয়োজন হইতেছে না। ফলতঃ, সেরূপ করিয়া দেখাইলেও বোধ হয় সকলের বিশ্বাস জন্মান অস্মদাদির পক্ষে কঠিন হইত। এ কারণ ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে চিরপ্রচলিত বিবাদের মীমাংসার নিমিত্ত অদ্য আমরা পৃথিবীর সমস্ত প্রাচীন ও বর্ত্তমান সভ্য জাতির বাক্যকে প্রমাণস্বরূপ সমাজের নিকট সাক্ষ্য দেওয়াইব। পৃথিবীর সমস্ত জাতিতে একবাক্যে বৈদ্যদের পক্ষে সাক্ষ্য দিলেও যদি বর্ত্তমান যাজক ব্রাহ্মণেরা তাহা স্বীকার না করেন, তবে সে তাঁহাদের এবং আমাদের পক্ষে, সুতরাং সমস্ত ভারতবর্ষের পক্ষেও, অত্যন্ত দুরদৃষ্টের কথা বলিতে হইবে। কারণ. শাস্ত্রেই কথিত আছে যে. যখন ব্রাহ্মণেরা ও ক্ষত্রিয়েরা পরস্পর বিসংবাদী হইয়া বিবাদে প্রবৃত্ত ও পরস্পর অনিষ্টচেষ্টা করিবে, তখনই কলিব পূর্ণতা জানিবে। অতএব কলির পূর্ণতা হইয়াছে কি না, তাহা এই সাক্ষ্য প্রদানের পরই জানা যাইবে। সংস্কৃত সুবর্ণ শব্দটীর অর্থ, শারীরিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক এই ত্রিবিধ শক্তির আতিশয্য হেতুক অনন্য সাধারণ ও সুন্দরবর্ণবিশিষ্ট চক্রবর্ত্তী ভূপতি। এই সুবর্ণ শব্দের অপর অর্থ, যে ধাতুর বর্ণ সুন্দর, যাহার সেবনে সুন্দর বর্ণ হয়, শরীর ধাতু পুষ্ট হয়, বল ও বীর্য্য হয়, এতাদৃশ ধাতু বিশেষ অর্থাৎ সুবর্ণ বা স্বর্ণ। তৃতীয় অর্থ সর্ব্বোপরিস্থ ভূপতির বা সম্রাটের মুখাদি দ্বারা চিহ্নিত তোলক পরিমিত সুবর্ণ। এই সুবর্ণেও শারীরিক ও মানসিক তেজ সঞ্চিত রাখা যায় এবং এতদ্দ্বারা আধ্যাত্মিক বলেরও সঞ্চয় করা যায়। দন্ত্য স দন্ত্যোষ্ঠ্য ব প্রকৃতরূপে উচ্চারিত হইলে সংস্কৃতের ন্যায় ইয়ুরোপীয় বিবিধ জাতির ভাষাতে যথাক্রমে ইংরাজী s (এস্) ও v (ভি) এই দুই বর্ণের ন্যায় উচ্চারিত হয়। সংস্কৃত ভাষা বা তৎপূর্ব্ববর্ত্তিনী ব্রাহ্মী বা ভারতী ভাষা যে বর্ত্তমান প্রায় সমস্ত সভ্যজাতির

ভাষার মাতৃস্বরূপ, ইহা বোধ করি সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। সেই সমস্ত প্রাচীন ও বর্ত্তমান জাতিতে যদি একবাক্যে এই সংস্কৃত ভাষা হইতে স্বভাষায় গৃহীত সুবর্ণ শব্দের ঐ তিন অর্থই প্রকাশ করেন, তাহা হইলেও কি সে বাক্যে প্রত্যয় হইবে না? এ সাক্ষী সকল শিক্ষিত সাক্ষী নয় যে অবিশ্বাসের যোগ্য। সকলেই আমাদের অবিদিত ও অযাচিত রূপে আপনাদিগের নিকটে সাক্ষ্য দিতেছেন। প্রসিদ্ধ Webster কিংবা Worcester কৃত পাশ্চাত্য অভিধান খানি খুলিয়া Sovereign এই শব্দটীর সকল পাশ্চাত্য ভাষায় ব্যুৎপত্তি ও অর্থ আদ্যোপান্ত অবলোকন করিয়া দেখুন, উহাতে কি লিখিত হইতেছে।

Sovereign. (Sŭver-in, vide 22—principles of pronunciation. Here Mr. Smart states that the O in Sovereign had originally the sound as in short ŭ and as it is in 'combat' and 'comrade,' but for the last 20 years has been gradually passing into the short O, until this is now the prevailing sound. But from the Sanscrit root it isclearly seen that the O in the word 'Sovereign' had originally the sound as it has in the words 'bosom' 'wolf' 'woman' &c. as sound which coincides with that of u in 'bull which is also used for 'oo' short. In synopsis 130 it is found that the 'Sove' in the former portion of the word has been differently pronounced by different authorities as is shewn below :—

Webster	Pery	Walker	Knowles	Smart	Worcester	Cooley	Cul
1864	1805	1806	1835	1857	1860	1863	1864
Sŭv´	Sŭv´	Sŭv´	Sŭv´	Sŏv´	Sŭv´ or Sŏv´	Sŏv´	Sŏv´

The first four appear therefore to be right in their opinion regarding the original pronunciation of this word as it is pronounced in সুবর্ণ in the Sanscrit

language, the mother or grand mother of all languages. It was spelt in Old English 'Soveraine,' 'Sovereyne,' Old French 'Soverain,' 'Suverain,' 'Sovrain,' New French Souverain', Prussian 'Sobran,' Spanish and Portugal 'Soberano' Italian 'Sovrano', 'Soprano', Latin as if Superanus from Superno that is above, upper, higher, from Super-above) Greek Suep signifying above Sueraonefeir = to cover and protect with a Shield hence a defender.

As adjective it means :—

1. Supreme in power ; superior to all others ; highest in power ; chief ; independent of, and unlimited by, any other ; possessing, or entitled to, original authority or jurisdiction ; as, a Sovereign prince.

সকলের শ্রেষ্ঠ শক্তিমান্, সর্ব্বপ্রধান, শক্তিতে শ্রেষ্ঠ, স্বাধীন, অনপেক্ষ, মূলশক্তি মূর্দ্ধাভিষিক্ত।

2. Efficacious in the highest degree ; effectual ; utmost ; predominant, "such as a Sovereign influence has this passion upon the regulation of the lines and actions of men."—South.

সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতাবান্, অব্যর্থ, অমোঘশক্তি, বলবৎ।

Sovereign State, a State which administers its own Government and is not dependant on or subject to another power.

As noun it means :—

1. One who exercises supreme control ; specially in a monarchy, a King or Queen. সম্রাট্, রাজা, মূর্দ্ধাভিষিক্ত স্বর্ণ, নৃপ।

2. A gold coin of England, on which the effigy of

of the head of the reigning King or Queen is stamped valued at £1 Sterling, or about 4.84 dollars পাশ্চাত্য ভাষায় সভরন্, সংস্কৃত সুবর্ণ, নৃপমুণ্ড-চিহ্নিত তোলক-পরিমিত সুবর্ণ ইত্যাদি।

Synonym :—King, Prince, Monarch, Potentate, Emperor.

এক্ষণে দেখুন, যখন স্বদেশীয় বিদেশীয়, পরিচিত অপরিচিত, সম্বন্ধ-বিশিষ্ট সম্বন্ধ-রহিত, ঐক্যবান্ ও পরস্পর ঐক্যরহিত, প্রাচীন ও বর্ত্তমান লোকেরা সকলেই এক বাক্যে বলিতেছেন যে, যিনি সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত, সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী নৃপ, রাজা, মূর্দ্ধাভিষিক্ত অর্থাৎ যিনি সমাজের শিরঃস্থিত, যাঁহার শাসনাধীন সকল জাতি শাসিত, রক্ষিত, বর্দ্ধিত ও দণ্ডিত হয়, তিনিই সুবর্ণ-শব্দ-বাচ্য। যখন ভারতে তাদৃশ বহু বহু লোক ভিন্ন ভিন্ন ভূখণ্ডে কর্ত্তৃত্ব করিত, দেখা যাইতেছে এবং সমুদায় আর্য্যশাস্ত্রে তাঁহাদিগের শ্রেণীকে এক জাতি বলিয়াই স্বীকার করিয়াছেন, তখন এ বিষয়ে আর কাহার সন্দেহ হইতে পারে ?

পৌরোহিত্য, রাজমন্ত্রিত্ব, প্রাড়্বিবাকৃত্বাদিধর্ম্মালয়ের কার্য্য ও এই জাতীয়েরাই করিতেন, আবার সৈনাপত্যাদি কার্য্যও ইঁহারাই করিতেন। বলপ্রকাশ ও দণ্ড প্রভৃতি দ্বারা লোক শাসনও প্রজা রক্ষা ইঁহাদের সকলেরই ধর্ম্ম ছিল। এইজন্যই নিম্নস্থ বলোপজীবী সৈনিকাদি সাধারণ শ্রেণীকেও রাজজাতি, মূর্দ্ধাভিষিক্ত ইত্যাদি বলিত; কিন্তু মূর্দ্ধাভিষিক্তেরা যে যুদ্ধমাত্রোপজীবী সাধারণ ক্ষত্রিয় হইতে বিভিন্ন, ব্রাহ্মণ ও চাতুর্ব্বর্ণ্যের মান্য, তাহাতে আর কোনও সন্দেহ নাই। এই মূর্দ্ধাভিষিক্তেরা স্মৃতি ও পুরাণাদিতেও ব্রাহ্মণেরই অন্তর্গত বিভিন্ন জাতি

বলিয়া উক্ত হইয়াছেন ; * এবং পুরাণাদিতেও এই ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ-দিগকে সামান্য ক্ষত্রিয় হইতে বিশেষ করিবার নিমিত্ত ব্রহ্মক্ষত্রিয় বলিয়া বিশেষিত করিয়াছেন। এই সকল ভিন্ন ভিন্ন আর্য্যশাস্ত্রকার-দিগের মুখে ও আর্য্য অনার্য্য পৃথিবীস্থ সমস্ত জাতিরই মুখে অবিসং-বাদিতরূপে একই প্রকার সাক্ষ্য শুনিয়াও এখনও যদি বল যে, মূর্দ্ধাভিষিক্ত বা সুবর্ণ, ভিষক্ বা বৈদ্যেরা ব্রাহ্মণ হইতে হীন জাতি, যদি এখনও তাঁহাদিগেরই সদৃশ গুণবিশিষ্ট বা তাঁহা হইতে অভিন্ন অম্বষ্ঠ বা বৈদ্যদিগকে মনে কর যে, ইঁহারা সাধারণ ব্রাহ্মণগণ হইতে হীন জাতি, যদি সামান্য ব্রাহ্মণ জাতি অপেক্ষা তাঁহাদিগকে উচ্চ জাতি বলিয়া স্বীকার না কর, তবে বৃথা শাস্ত্র ও প্রমাণাদির আর প্রয়োজন নাই ; সকলই নিষ্ফল। কলিতে উচিত ভণ্ড, প্রতারক, প্রবঞ্চক, মূর্খ ও পাষণ্ডদিগেরই প্রাধান্য হউক। বৈদ্যেরা কলিতে যে অবস্থা পাইয়াছেন, তাহা তাঁহারা অস্বীকার করেন না, কিন্তু সামান্য ব্রাহ্মণগণ অপেক্ষা তাঁহারা অদ্যাপি নীচ হন নাই, ইহা প্রত্যক্ষ প্রমাণ-সিদ্ধ। তাঁহাদের জাতীয় চরিত্র অদ্যাপি সম্মানিত, উদার, সুবিমল ও প্রসাদযুক্ত রহিয়াছে। ১৮৮১খ্রীঃ ১৮৯১ ও ১৯০১ অব্দের গবর্ণমেণ্টকৃত সেন্‌সাস্ রিপোর্টেও তাহা দৃষ্ট হইতে পারে। যাহা হউক, তাঁহারা এ

---

* এস্থলে কেহ কেহ বলিতে পারেন যে,মূর্দ্ধাভিষিক্ত দেশের মধ্যে একজনই হইত, সুতরাং তাহার আবার জাতিকল্পনা কি প্রকারে হইতে পারে। কিন্তু অনুধাবন করিলে জানা যাইবে যে, তৎকালের অনেক রাজ্য আয়তনে প্রায় এক্ষণকার এক একটী জেলার তুল্য ছিল। এবং ঐ সমুদয় রাজ্যের রাজবংশ মূর্দ্ধাভিষিক্ত কথিত হইতেন। যাহা হউক, এইজন্যই তাঁহাদের জাতিসংখ্যা নিতান্ত অল্প ছিল এবং মুসলমান-অধিকারের পর রাজকার্য্য লোপ-হেতুক তাঁহাদের লোপও উক্ত হইয়াছে। কারণ, কার্য্যই বর্ণরূপ জাতি, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

দুঃসময়ে চিরাধীন,চিরপোষণীয় ব্রাহ্মণাদি জাতির সহিত এ বিষয় লইয়া বিবাদ করিতে অভিলাষী নহেন। পরস্পর চিরস্নেহ ও চিরকৃতজ্ঞতা পরিত্যাগ করিয়া আজি যদি যাজকেরা অথবা অন্য কোনও জাতি তাঁহাদিগকে গালি দিয়া নিজ বৃত্তি চরিতার্থ করিতে ইচ্ছা করেন, অথবা, শাস্ত্র সকলের ন্যায় আমাদের বচনেরও ব্যর্থতা করিতে প্রয়াস পান, সচ্ছন্দে করুন; আমরাও প্রার্থনা করি, তাঁহারা তদর্থ বিরাট্ পুরুষের ন্যায় সহস্রমুখ ও সহস্রবাহু হইয়া কৃতার্থতা লাভ করুন, আমরা অতঃপর আর কিছুও বলিব না। এক্ষণে আমরা, ব্রাহ্মণের বৈশ্যজাতা পত্নীর পুত্রদিগকে স্মৃতিশাস্ত্রকারেরা কোন্ শব্দ দ্বারা নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, তাহাই প্রদর্শন করিতেছি। স্মৃতিকারেরা তাঁহাদিগকে অম্বষ্ঠ, বৈদ্য ও ভিষজ্ শব্দ দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যাঁহারা নৃপবৃত্তিক না হইয়া চিকিৎসাবৃত্তিমাত্র জীবিকা করিয়াছিলেন, তাঁহারাই যে মুনিগণের বচনে নিম্নোক্তরূপে অম্বষ্ঠ বলিয়া প্রকাশিত, তাহা অনায়াসে বুঝা যাইবে; যথা—

বৈশ্যায়াং ব্রাহ্মণাজ্জাতো হ্যম্বষ্ঠো মুনিসত্তম।
ব্রাহ্মণানাং চিকিৎসার্থং নির্দ্দিষ্টো মুনিপুঙ্গবৈঃ॥ বৃদ্ধ পরাশর।

ব্রাহ্মণবর্ণ হইতে বৈশ্যাতে অম্বষ্ঠ জন্মিয়াছেন। সংহিতাকার মুনিরা তাঁহাদিগকে দ্বিজাতিগণের চিকিৎসার্থ নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন।

বিপ্রান্মূর্দ্ধাভিষিক্তো হি ক্ষত্রিয়ায়াং বিশঃ স্ত্রিয়াম্।
জাতোঽম্বষ্ঠঃ।———————————যাজ্ঞবল্ক্য।

ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়া পত্নীতে মূর্দ্ধাভিষিক্ত এবং বৈশ্যবর্ণজাতা পত্নীতে অম্বষ্ঠ জন্মিয়াছেন।

বৈশ্যায়াং বিধিনা বিপ্রাজ্জাতো হ্যম্বষ্ঠ উচ্যতে—উশনাঃ

ব্রাহ্মণ হইতে বিধিপূর্ব্বক সংস্কৃতা বৈশ্যাপত্নীতে জাত পুত্রকে অম্বষ্ঠ বলে।

বৈদ্যেষু হি নৃপঃ শ্রেষ্ঠস্তু পরে তস্য শাসনাৎ।
বিপ্রাদ্যা বৈদ্যতাং যান্তি রোগদুঃখপ্রণাশকাঃ॥
তে সর্ব্বে ভিষজঃ প্রোক্তা আয়ুর্ব্বেদেষু দীক্ষিতাঃ।
তেষাং বৃত্তিস্তু বিজ্ঞেয়া চিকিৎসাধ্যাপনাদিকা। উশনাঃ।

বৈদ্যগণের মধ্যে রাজবৈদ্য শ্রেষ্ঠ। অপর অম্বষ্ঠাদি বৈদ্যেরা তাঁহার আজ্ঞাক্রমে আয়ুর্ব্বেদে দীক্ষিত হইয়া চিকিৎসক বৈদ্য হন। তাঁহাদিগকে ভিষক্ বলা যায়। চিকিৎসা অধ্যাপনাদি তাঁহাদিগের প্রধান জীবিকা।

ব্রাহ্মণাৎ বৈশ্যকন্যায়ামম্বষ্ঠো নাম জায়তে।
তথা,————————অম্বষ্ঠানাং চিকিৎসিতম্॥

ব্রাহ্মণ হইতে বৈশ্যের কন্যাতে অর্থাৎ অনূঢ়া বা পরোঢ়া বৈশ্য-দুহিতাতে অম্বষ্ঠের জন্ম। ইঁহার জীবিকা চিকিৎসার মধ্যে যেগুলি নিকৃষ্ট চিকিৎসাকার্য্য তাহাই।

এই শ্লোকটী অম্বষ্ঠ সাধারণ সম্বন্ধে নয়, ইহা কেবল কানীন ও পরোঢ়া-জাত অম্বষ্ঠ সংবন্ধে, তাহা পরে প্রদর্শিত হইবে। শ্রেষ্ঠ অম্বষ্ঠ জাতি সংবন্ধে বলিতে হইলে মনু মূর্দ্ধাভিষিক্তেরও উল্লেখ করিতেন। মূর্দ্ধাভিষিক্ত ও শ্রেষ্ঠ অম্বষ্ঠেরা ব্রাহ্মণ হওয়াতে মনু ইঁহাদের কাহারও উল্লেখ করেন নাই, কেবল প্রসঙ্গতঃ ব্যন্তরাজাত পুত্র বুঝাইবার নিমিত্ত ও মাতৃদোষদুষিত পুত্র বুঝাইবার নিমিত্ত এই বচনটী বলিয়াছেন। এই কানীন অম্বষ্ঠাপসদের বৃত্তিও শেষে সূতের সহিত হীনবৃত্তি বলিয়া দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। মনু সকল প্রকার ব্রাহ্মণ বুঝাইলে বা মূর্দ্ধাভিষিক্ত ও অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণদিগকে ব্রাহ্মণ হইতে পৃথক্ বর্ণ বুঝাইলে তাহাদের স্বতন্ত্র উল্লেখ অবশ্যই স্বসংহিতার দশম অধ্যায়ে করিতেন।

শ্রেষ্ঠ অম্বষ্ঠ বিষয়ে অন্যান্য শাস্ত্রকারেরাও এইরূপ বলিয়াছেন; যথা—

"বেদাজ্জাতো হি বৈদ্যঃ স্যাদম্বষ্ঠো ব্রহ্মপুত্রকঃ।" শঙ্খ।

অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণের পুত্র। বেদে বিশিষ্ট জ্ঞানহেতুক ইঁহার নাম বৈদ্য হইয়াছে। "বেদাদ্ বেদজ্ঞানাৎ। যথা বেদবাচকব্রহ্মশব্দাৎ ব্রাহ্মণশব্দো ব্যুৎপন্ন স্তথা বৈদ্যোঽপি বেদশব্দাদিত্যর্থঃ।" শঙ্খটীকা।

বেদহেতুক অর্থাৎ বেদজ্ঞানহেতুক, যেমন বেদবাচক ব্রহ্মন্ শব্দ হইতে ব্রাহ্মণ শব্দ ব্যুৎপন্ন হইয়াছে, সেইরূপ বৈদ্যশব্দও বেদ-শব্দ হইতে ব্যুৎপন্ন হইয়াছে।

ঊঢ়া বৈশ্যাতে ব্রাহ্মণজাত পুত্রকে যে অম্বষ্ঠ বলা হইয়াছে, তাহা যাজ্ঞবল্ক্য ও মিতাক্ষরায় স্পষ্ট বলা হইয়াছে। যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা-বচন পূর্ব্বে দেখাইয়াছি. এস্থলে মিতাক্ষরার বচন দেখাইতেছি।

"বৈশ্যায়াং বিন্নায়ামম্বষ্ঠো নাম ভবতি। বিপ্রাদিতি সর্ব্বত্র অনুবর্ত্ততে"—মিতাক্ষরা।

ব্রাহ্মণ হইতে পরিণীতা বৈশ্যবর্ণীয়া পত্নীতে অম্বষ্ঠ নামে জাতি হয়।

"অম্বস্য মৃতকল্পস্য জনস্য স্থা স্থিতি র্যতঃ।
সোঽম্বষ্ঠঃ কথিতঃ। ইতি
কেচিদ্বদন্ত্যম্বতুল্যং রোগে তিষ্ঠত্যসৌ যতঃ।
পিতৃবচ্চেক্ষতে রুগ্নং তেনাম্বষ্ঠঃ স কীর্ত্তিতঃ॥ ইতি
ব্রাহ্মণো ব্রাহ্মণো জ্ঞানাৎ ক্ষত্রো বীর্য্যাচ্চ দৈহিকাৎ।
রাজা ভুবোঽধিকারাচ্চ সোঽম্বষ্ঠশ্চ চিকিৎসনাৎ॥ ইতি ১

—ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ।

আরও,

ব্রহ্মা মূর্দ্ধাভিষিক্তশ্চ বৈদ্যঃ ক্ষত্রবিশোঽপি চ।
অমী ষড় হি দ্বিজা এষাং যথাপূর্ব্বঞ্চ গৌরবম্॥ হারীত।

এখানে অম্বষ্ঠ শব্দের পরিবর্ত্তে বৈদ্যশব্দ আছে। অতএব অম্বষ্ঠ ও বৈদ্য একার্থবাচী। ইনি ব্রাহ্মণবর্ণের মধ্যে জাতিতে তৃতীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। ইহার পরেই ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যবর্ণের উক্তি আছে।

এক্ষণে এই অম্বষ্ঠ শব্দের প্রকৃত অর্থ কি? এই শব্দ কি আর কোনও অর্থে প্রযুক্ত হয় নাই? বৈদ্যদিগের নাম কেন অম্বষ্ঠ হইল, তাহাই নিম্নে প্রদর্শন করিব। অম্বষ্ঠ শব্দটী প্রথমত একটী ব্যক্তি-বিশেষের উপাধি মাত্র ছিল। এই শব্দের ব্যুৎপত্তি বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মুনির ভিন্ন ভিন্ন প্রকার মত আছে, তাহা পরে প্রদর্শিত হইবে। উঁহা-দিগের প্রায় সকলেরই মতে অম্বষ্ঠের অর্থ চিকিৎসক। চিকিৎসক-দিগের মধ্যে ধন্বন্তরিই অন্যান্য উপাধির সঙ্গে এই মাননীয় উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ক্রমে তদ্ব্যবসায়ী উচ্চ নীচ সমস্ত শ্রেণীর লোকে-রাই এই উপাধি পাইয়াছেন এবং অদ্যাপি অম্বষ্ঠ নামে কথিত হইতে-ছেন। স্মৃতিশাস্ত্রে দায়ভাগাদি নির্ণয়ার্থ ইঁহাদিগকে সামান্যতঃ ব্রাহ্ম-ণোঢ়া ক্ষত্রিয়ার পুত্র ও ব্রাহ্মণোঢ়া বৈশ্যার পুত্র বলিয়া পৃথক্ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু জীবিকা-নির্দ্দেশার্থ অম্বষ্ঠশব্দেই প্রতিপাদন করিয়াছেন। এই অম্বষ্ঠশব্দে ঐ উভয় সম্প্রদায়ের চিকিৎসক ব্রাহ্মণপুত্রগণকে বুঝায়; তন্মধ্যে কুণ্ড, কানীন, পৌনর্ভবাদি পুত্রকে ঐ সম্প্রদায়ের অপসদ বলা হইয়াছে,ব্রাহ্মণোঢ়া ব্রাহ্মণাত্মজারও কানীন, কুণ্ড, পৌনর্ভব বা গোলকাদি পুত্রকেও ঐরূপ অপসদ বলা হইয়াছে। এই পুত্রদিগের পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণোঢ়া বৈশ্যাপুত্রের ন্যায় পিতৃদায়ে অংশ নাই। মনু বলিয়াছেন "ঔরসক্ষেত্রজৌ পুত্রৌ পিতৃরিক্থস্য ভাগিনৌ। দশাপরে তু ক্রমশো গোত্ররিক্থাংশভাগিনঃ॥" মনু অনন্তর-নামা একান্তরজ পুত্রের উদাহরণস্বরূপ "ব্রাহ্মণাদ্ বৈশ্যকন্যায়ামম্বষ্ঠো নাম জায়তে" বলিয়া যে অম্বষ্ঠ বুঝাইয়াছেন, তাহা মাতৃদোষবিগর্হিত কানীন অম্বষ্ঠের উদাহরণ, এইজন্য সুবিবেচিত রূপেই এস্থলে কন্যা-

শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। কুল্লুকভট্ট যাজ্ঞবল্ক্যাদি-উক্ত ব্রাহ্মণ-পরিণীত বৈশ্যাজাত ও ঔরস ব্রাহ্মণপুত্রের সহিত ইহার প্রভেদ না করিয়া নানা গণ্ডগোল বাধাইয়াছেন ও অম্বষ্ঠ মাত্রকেই হেয় করিয়া তুলিয়া কখন খরতুরগবৎ শব্দাদি দ্বারা, কখন মাতাপিতা উভয়ের জাতিযুক্ত নূতন জাতি বলিয়া, কখনও বা বর্ণসঙ্কর বা বর্ণহীন বলিয়া ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যাখ্যায় নানা বিদ্রূপ ও বিদ্বেষ-রসিকতা প্রকাশ করিয়াছেন এবং তাহার প্রমাণার্থ মহাভারতাদির বচন স্বেচ্ছামত পরিবর্ত্তিত করিয়া জনসমাজকে দেখাইযাছেন, কখন বা স্বয়ং বচন প্রস্তুত করিয়া দেবলাদি মহর্ষির নামে প্রমাণস্বরূপ অর্পণ করিয়াছেন। এ সকল আমরা পূর্ব্বাধ্যায়েই প্রদর্শন করিয়াছি এবং ঐ কানীন অম্বষ্ঠগণও যে ব্রাহ্মণবর্ণমধ্যে পরিগণিত, তাহাও প্রদর্শন করিয়াছি। সুবুদ্ধি শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ তাহা বিবেচনা করিবেন, এখানে পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক। এখানে মূর্দ্ধাভিষিক্ত ও অম্বষ্ঠ উভযেই বর্ণে ব্রাহ্মণ হইলেও আমরা এই মাত্র বলিতেছি যে, জাতি-পরিচয়ার্থ কেবল একেরা আপনাদিগকে মূর্দ্ধাভিষিক্ত ও অপরেরা অম্বষ্ঠ বলিতেন। কিন্তু রাজা হইলে উভয়েই মূর্দ্ধাভিষিক্ত। এইরূপে উভয়েরই চিকিৎসাবৃত্তি ও উভয়েই চিকিৎসক হওয়াতে কালক্রমে এ জাতিবিভেদও লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। সকলেই আপনাদিগকে বৈদ্য বলিয়া জানেন, কিন্তু কে ক্ষত্রিয়াপুত্র মূর্দ্ধাভিষিক্ত, কে বা বৈশ্যাপুত্র অম্বষ্ঠ, তাহা বোধ করি এখন কেহই জানেন না; আর কাহারাই বা অপসদ, তাহাও কেহ জানেন না। তবে কর্ম্মের দোষগুণে কোনও বংশ উচ্চ, কোনও বংশ মধ্যম, ও কোন কোনও বংশ নীচ হইয়াছেন। ইহাই পুরুষানুক্রমে বিদিত হইয়া আসিতেছে। ধন্বন্তরি, মৌদ্গল্য, গার্গ্য, কাশ্যপ, কৌশিক, বাৎস্য, শক্তি প্রভৃতি ঋষিরা বৈদ্যবংশের মূলপুরুষ। এই ঋষিরা যে ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয়বংশসংভূত, ও ব্রহ্মক্ষত্রাদি বংশের মূল বলিয়া পুরাণে কথিত

হইয়াছেন, তাহারও বহুল প্রমাণ পুরাণাদিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এস্থলে সে সমস্ত প্রমাণ-সমেত বলা সুবিধা নহে, এজন্য আমরা প্রসিদ্ধ দুই একটী মাত্র বংশের উদাহরণ প্রদর্শন করিতেছি। অন্যান্য বংশের মূল গোত্র ও প্রবর দৃষ্টি করিলেই জানা যাইবে এবং পুরাণেও তাহার বাস্তবিকতা অবগত হইতে পারিবেন। এস্থলে এটাও বলা কর্ত্তব্য যে, ব্রাহ্মণ-নামধারীদের মধ্যে অনেকে বলিয়া থাকেন যে, যাহারা যে মুনির শিষ্য হয় তাহাদের সেই মুনিই গোত্র হন ও যাঁহারা তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী গুরু, তাঁহারা প্রবর হন। এটী তাঁহাদের সম্পূর্ণ ভ্রম এবং বিদ্বিষ্ট ব্রাহ্মণসম্প্রদায়ের রচিত ভ্রান্তবচনমূলক কথা মাত্র। গোত্র অর্থ যখন বংশের মূল মহাপুরুষ ও প্রবর অর্থ যখন ঐ মূল পুরুষদিগের মধ্যে অতি বিখ্যাত মহাপুরুষ জানা যাইতেছে, এবং যখন কর্ম্মানুসারে বর্ণ হইত ইহাও জানা যাইতেছে, যখন চাতুর্ব্বর্ণ্য-মধ্যে ব্রাহ্মাদি বৈধ ও অবৈধ আট প্রকার বিবাহ ছিল—জানা যাইতেছে, যখন প্রত্যেক পুরাণেই দেখা যাইতেছে যে, এক এক জন ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়াদি বর্ণ হইতে ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণেরই পুত্র সকল উৎপন্ন হইয়াছেন, তখন এ ভ্রম তাঁহাদিগের হৃদয়ে কেন স্থান পাইতেছে? একেরই পুত্রেরা কর্ম্মহেতুক ভিন্নবর্ণ হইয়াছেন ও এক বা ভিন্ন বর্ণে থাকিয়াও কুলীন বা অকুলীন হইয়াছেন; সুতরাং একই গোত্রে ও একই প্রবরে সকল বর্ণের ও সকল জাতির কুলীন ও অকুলীন দেখা যাইতেছে; আমরা পূর্ব্বে এ বিষয় বলিলেও এক্ষণে বিশেষ করিয়া এই গোত্র সংবন্ধীয় বিষয়টী সাধারণের সুখবোধার্থ হেতু ও দৃষ্টান্ত সহকারে বলিতেছি। এখন যে জাতির পুত্র যে হয়, সে সেই জাতীয় সেই বর্ণীয় বলিয়াই গণ্য হইয়া থাকে, কিন্তু পূর্ব্বে কর্ম্মানুসারে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদি জাতি হইত, ইহা আমরা পূর্ব্বে প্রমাণ সহকারে দেখাইয়াছি। তখন ব্রাহ্মণ কর্ম্ম ব্যতীত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়কর্ম্ম ব্যতীত

ক্ষত্রিয় বলিয়া কেহ গণ্য হইত না, ইহাও পূর্ব্বে দেখাইয়াছি। এই সকল ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের মধ্যে যাঁহারা সম্মানিত হইতেন, বর্ণের পরিচয়ের সঙ্গে স্বায় কৌলীন্য প্রদর্শনের নিমিত্ত তাঁহারা স্ব স্ব গোত্রের অর্থাৎ সম্মানিত পূর্ব্বপুরুষগণের পরিচয় দিতেন। যে কুলে যত প্রধান প্রধান পুরুষ প্রদর্শিত হইত, সেই কুল তত সম্মানিত হইত। এইরূপে গোত্রের ও প্রবরের পরিচয় দেওয়ার প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। কিন্তু প্রত্যেক গোত্রপুরুষ হইতে চারিবর্ণীয় নানা জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। তাঁহারা সকলেই সেই এক গোত্র-প্রবরাদির পরিচয় দিয়া থাকেন। অতএব এক গোত্রে এক প্রবরে ব্রাহ্মণাদি ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের, জাতির, ও কুলীন ও অকুলীনের থাকা অসম্ভাবিত নহে। ইহা আশ্চর্য্যের বিষয়ও নহে। মনে করুন, বশিষ্ঠগোত্রীয় বশিষ্ঠ-অত্রি-সাঙ্কৃতি-প্রবরীয় কোনও ব্যক্তি নিষেধ সত্ত্বেও কামবশীভূত হইয়া স্বগোত্রা বিবাহ করিলেন ও তাহাতে পুত্র উৎপাদন করিলেন। এক্ষণে ঐ নিষিদ্ধ কর্ম্মহেতুক ঐ ব্রাহ্মণ "সমানগোত্রপ্রবরাং সমুদ্বাহ্যোপগম্য চ। তস্যামুৎপাদ্য চাণ্ডালং ব্রহ্মণ্যাদেব হীয়তে॥" এই স্মৃতিবচন অনুসারে ব্রাহ্মণ্য হীন হইয়া পতিত ও শূদ্র হইলেন, এবং তাঁহার উৎপাদিত ঐ পুত্রও পতিত ও শূদ্রাধম চাণ্ডাল হইল। এখন দেখুন, ঐ চাণ্ডালপুত্র কি পূর্ব্বোক্ত পিতৃগোত্রপ্রবরীয় হইবে না? না, গোত্রপরিচয়ে তাঁহাদের পরিচয় দিবে না? ইহাতে কেবল কীদৃশ মহান্ বংশ হইতে কীদৃশ নীচের উৎপত্তি হইয়াছে, কর্ম্মের কি মাহাত্ম্য, ইহাই জানা যায়। শাস্ত্রে আছে, কোনও ব্রাহ্মণ বেদাদি অধ্যয়ন ও সৎকর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে সে অবশ্যই শূদ্র হয়। এইরূপ কর্ম্মদোষে পতিত ব্রাহ্মণপুত্র শূদ্র হইয়াও কি পিতৃপুরুষের পরিচয় যথানামে দিবে না? না, সে প্রথা চলিত নাই? পিতৃপুরুষেরা ব্রাহ্মণ ছিলেন বলিয়া কি ঐ বেদত্যাগী শূদ্রেরা আপনা-

দিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিবে ও ব্রাহ্মণের পূজা পাইবে ? যেমন একজন চাণ্ডাল অপর চাণ্ডালের পুরোহিত ও যাজক হয়, তেমনই এক শূদ্র অপর শূদ্রের পৌরোহিত্য বা যাজকতা করিলেই কি ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য হয়, অথবা শূদ্রই কথিত হয় ? অবশ্যই সে আপনাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিলেও, বেদত্যাগ ও সদাচারত্যাগ-হেতুক তাহাকে শূদ্রই বলা যাইবে ; এবং তাহার গোত্র ও প্রবর পুরুষেরা যে অতি উচ্চ ও মহাপূজিত ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাহাও জানিতে হইবে। অতএব এরূপ শূদ্রাদির গোত্র প্রবর অর্থে যাঁহারা দীক্ষা গুরু মনে করেন, তাঁহারা নিতান্ত ভ্রান্ত। বংশের পরিচয় দিতে কেহ দীক্ষাগুরুর পরিচয় দেন না। গোত্র ও প্রবর অর্থে দীক্ষাগুরু ইহা কোনও শাস্ত্রে লেখে না। তবে জাতিবিদ্বেষীদের স্বকপোলকল্পিত ভ্রান্ত বচনকে যদি শাস্ত্র বলিয়া স্বীকার করা যায়, তবেই তাহাকে শাস্ত্র-বচন বলা যায়। এই ব্রাহ্মণেরা এত হিংস্রস্বভাব যে, গল্পের ব্যাঘ্র যেমন এক জলাশয়ে জলপায়ী মেষের জলপান সহ্য করিতে না পারিয়া তাহার প্রাণসংহার করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল, তেমনই ইহারাও এক-গোত্রে উৎপন্ন শূদ্রদের গোত্রোল্লেখ সহ্য করিতে না পারিয়া এই বচন রচনা করিয়াছিল। তাহারা জানে না যে, তাহাদের ন্যায় তাহাদের পূর্ব্বপুরুষভূত ঐ ব্রাহ্মণেরা শূদ্রযাজী ও শূদ্রের দীক্ষাগুরু ছিলেন না। যদি ছিলেন এ কথা বলেন, তবে উঁহাদের মতানুসারেই ঐ ব্রাহ্মণেরা পতিত এবং ঐ পতিত ব্রাহ্মণদের পুত্রেরাও পতিত ও শূদ্র। তাহারা ব্রাহ্মণ হইতে পারে না। অতএব দীক্ষাগুরুরাই নিকৃষ্ট জাতিদের গোত্র বা পূর্ব্বপুরুষ, এরূপ ভ্রান্ত মত প্রচারিত করাও ঐ ব্রাহ্মণম্মন্য বেদহীনদেরই কর্ম্ম। এইজন্যই শাস্ত্রে বলে, কুপুত্রেরা কেবল নিজেরাই পতিত হয় না,পিতৃপুরুষগণকেও পাতিত করে। কুলাঙ্গারেরা স্বজাতির সম্মান বাড়াইতে যাইয়া তাহাদের পিতৃগণের গৌরবও নষ্ট করি-

তেছে! একগোত্র ব্রাহ্মণ হইতে জাত পুত্রেরা যে ভিন্ন ভিন্ন চারি বর্ণের হইয়াছেন, তাহা একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা এখানে আবার স্মরণ করাইয়া দিতেছি ; যথা—

পুত্রো ঘৃৎসমদস্যাপি শুনকো যস্য শৌনকাঃ।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াশ্চৈব বৈশ্যাঃ শূদ্রাস্তথৈব চ॥

ঘৃৎসমদেরও শুনক নামে বিখ্যাত গোত্রঋষি হইতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র সন্তানগণের উৎপত্তি হইয়াছিল। অতএব শৌনকগোত্রীয় হইলেই কেবল ব্রাহ্মণ হয় না, ক্ষত্রিয়াদিও হয়। অতএব জানিতে হইবে, যে সকল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র শৌনক-গোত্রীয় বলিয়া পরিচয় দিবে, তাহারা শুনক-নামক ঐ মুনি হইতে ক্রমে বিস্তৃত হইয়া আসিয়াছে এবং কর্ম্মগুণে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের হইয়াছে। কখন কখন কোন কোন প্রবরের বিভিন্নতাও দেখা যায়। এজন্য সেখানে বুঝিতে হইবে যে, ঐ প্রবর শৌনক গোত্রেরই শাখান্তর। যেমন শুনকের বংশে দুই ভ্রাতার দুই সন্তান ধারা চলিয়াছে, তন্মধ্যে এক ধারা একটী ভ্রাতার নাম ও অপর ধারা অপর ভ্রাতার নাম উচ্চারণ করিয়া প্রবর বলে। শুনক নামেও অনেক পুরুষ থাকিতে পারে, এজন্য ঐ বংশীয় ঊর্দ্ধতন বা অধস্তন বিখ্যাত মহাপুরুষগণের নাম করিয়া পরিচয় দিতে হয়। এস্থলে শুনক সহিত এই বিখ্যাত মহাপুরুষদিগকেই প্রবর বলা যায়। বর অর্থ শ্রেষ্ঠ, প্রবর অর্থ অতিশয়িতরূপে শ্রেষ্ঠ। এজন্য যেমন শুনকের পরিচয় দিতে ঘৃৎসমদের নাম করিতে হয়, তেমনই অন্যান্য গোত্রেরও পরিচয় দিতে বহু বহু প্রবরের নাম করিয়া কুলের পরিচয় দিতে হয়। এইরূপ ধন্বন্তরি-সম্ভূতেরাই ধন্বন্তরি-গোত্র। কিন্তু এই ধন্বন্তরির পূর্ব্বে ও পরে ধন্বন্তরি নামে বহু বিখ্যাত ব্যক্তি থাকিতে পারে। বৈদ্যগণের কুলজী দেখিলেও ধন্বন্তরি নামে কত বৈদ্য পাইবেন। এইজন্য এই বিখ্যাত

ধন্বন্তরির পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী বড় বড় ঋষির নাম করিয়া ঐ ধন্বন্তরির পরিচয় সহকারে স্বীয় কুলের ঔজ্জ্বল্য দেখাইতে হয়। যে কুলে যত অধিক প্রবর, সেই কুল তত অধিক সম্মানিত। প্রায় পাঁচের অধিক প্রবরের নাম কেহ করিতে পারেন না। ধন্বন্তরি গোত্রের প্রবর বলিতে, ধন্বন্তরি, অপ্সার, নৈধ্রব, আঙ্গিরস ও বার্হস্পত্য এই পাঁচটী নাম করিতে হয়, অতএব ধন্বন্তরি গোত্রীয়দের এই পঞ্চ প্রবর। যে ধন্বন্তরি সত্যকালে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তিনি আমাদের গোত্রভূত, ইঁহার পিতার নাম অপ্সার, পিতামহের নাম নৈধ্রব, প্রপিতামহের নাম বার্হস্পত্য অর্থাৎ বৃহস্পতিবংশীয় ও তৎপূর্ব্ব পূর্ব্ব পুরুষের নাম আঙ্গিরস অর্থাৎ অঙ্গিরোবংশীয়। অঙ্গিরা ব্রহ্মার দ্বিতীয় পুত্র তাঁহার আর পরিচয় দিতে হয় না। ধন্বন্তরির সময়ে জাতি-বিভাগ ছিল না ইনিই চিকিৎসকগণের মধ্যে সর্ব্বজাত ও অম্বষ্ঠ, ধন্বন্তরি প্রভৃতি উপাধি পাইয়াছিলেন। অনন্তর দ্বাপরযুগে গুণহোত্র বংশীয় দীর্ঘতপার পুত্র দিবোদাসও ধন্বন্তরি এবং অম্বষ্ঠ উপাধি পাইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণের পুত্র ধন্বন্তরি বৈশ্যকার্য্য উদ্ভিজ্জাদি পর্য্যবেক্ষণ ও তদীয় গুণাদি অন্বেষণ তৎপর হওয়াতে তিনি ব্রাহ্মণ বৃত্তির সহিত বৈশ্য বৃত্তিতে জন্মিলেন বলিয়া (উদ্ভিজ্জ জ্ঞানলাভই জন্মলাভ, যেমন বেদজ্ঞান হেতুক দ্বিজপুত্রদের দ্বিতীয় জন্মলাভ বলা যায়) অথবা বৈশ্য জাতার উদ্ভিজ্জ জ্ঞানবতী কন্যাতে জন্মিয়া ছিলেন বলিয়া তদনুসারে ঐরূপে জাত আর আর ব্রাহ্মণ পুত্রদিগকেও তখন অম্বষ্ঠ বলা যাইত। ইহাঁরা ব্রাহ্মণ হইতে ভিন্ন হইতেন না। এইরূপে পরে বৈশ্যবর্ণীয়া ব্রাহ্মণজাতীয়া কন্যাকে বিবাহ করিলে তাহাতে উৎপন্ন ব্রাহ্মণবর্ণের পুত্রও ব্রাহ্মণই হইতেন, অপর বর্ণীয় হইতেন না। এই নিয়ম চিরকাল চলিয়া আসিয়াছিল। তাহাই আমরা পূর্ব্বে প্রদর্শন করিয়া আসিয়াছি। পূর্ব্বকালে জাতি বর্ণীয় কর্ম্ম পরবর্ত্তী কালের

ন্যায় বিভক্ত না হওয়াতে দ্বিজাতিদের ইচ্ছানুসারে কর্ম্ম গ্রহণ ছিল জাতিনির্দ্দিষ্ট ও জন্মানুসারে কার্য্য বিভক্ত না হওয়াতে কোনও দ্বিজাতীয় কর্ম্মে কোনও কোনও দ্বিজাতীর অনধিকার ছিল না এবং তাদৃশ কর্ম্ম গ্রহণে পতিত ও হইতে হইত না। বর্ণ ও জাতিবিভাগে বর্ণ ও জাতীয় কর্ম্ম বিভক্ত হইলে পর আর পরস্পর কার্য্যে হস্তক্ষেপ হইত না। সকলেই স্ব স্ব জাতি নির্দ্দিষ্ট কার্য্যে থাকিতেন, না থাকিলে জাতিভ্রংশাদি সামাজিক দণ্ড বা রাজদণ্ড প্রাপ্ত হইতে হইত। ধন্বন্তরি গোত্রীয়েরা সকলেই সেন দেবোপাধিক। এতদ্ব্যতীত মৌদ্গল্য, কৃষ্ণাত্রেয়, কৌশিক, আঙ্গিরস, শক্তি, আদ্য, ও বৈশ্বানর, গোত্রদের মধ্যে সেন দেবোপাধিকও আছেন। মৌদ্গল্য গোত্রীয় দাসদিগের গোত্রপ্রবরেও ঐরূপ এক বংশেরই ভিন্ন ভিন্ন মহাপুরুষ ক্রমে তাঁহারা উৎপন্ন হইয়াছেন, দেখিবেন কেহ কাহারও দীক্ষাগুরু বলিয়া তাঁহার নাম গোত্রমধ্যে পঠিত হয় না। যথা—

ব্রহ্মার পুত্র ভৃগু, ভৃগুপুত্র চ্যবন, চবনের আরুণী নাম্নী স্ত্রীর ঊরু হইতে ঔর্ব্বের উৎপত্তি হয়। ঐ ঔর্ব্বের পুত্র ঋচীক, ঋচীকের পুত্র জমদগ্নি, এই জমদগ্নির বৈশ্যাস্ত্রীতে আপ্নুবৎ নামে এক পুত্র ছিলেন। এই জন্যই তাঁহারা ঔর্ব্ব, চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্ন্য আপ্নুবান্ বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। কৌশিক বিশ্বামিত্রের পুত্র দেবল, তৎপুত্র অসিত, ও তৎপুত্র শাণ্ডিল্য অতএব এ গোত্রেও কুশিক, বিশ্বামিত্র, দেবল, অসিত ও শাণ্ডিল্য এই পঞ্চ প্রবর। গার্গ্য গোত্রেরও ঊর্দ্ধতন পুরুষ হইতে যথাক্রমে নামিলে অঙ্গিরা, বৃহস্পতি ভরদ্বাজ, গর্গ ও শিনি এই পঞ্চ প্রবর। অতএব গর্গ গোত্রীয়েরাও অতি সম্মানিত বংশ। কাশ্যপ গোত্রীয়েরাও অঙ্গিরা, বৃহস্পতি, নৈধ্রুব, অপসার ও কাশ্যপ এই পঞ্চ প্রবরে সম্মানিত কিন্তু কি নিমিত্ত ইহাঁরা পূর্ব্ব প্রবর দ্বয়ের নাম উচ্চারণ করেন না তাহা বলা

যায় না। কাশ্যপ দ্বাপর যুগে উৎপন্ন। ধন্বন্তরির অনেক পুরুষ পূর্ব্ববর্ত্তী। ইনি শুনহোত্র বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাকে শৌন-হোত্রী, আষ্টিষেণ, কাশি, কাশীকাশ, কাশ্য, কাশ্যক, কশ্যপ ও কাশ্যপ নামেও বলিয়াছেন। এই শুনহোত্রেরও বহুকাল পূর্ব্বে অপ্সার ও নৈধ্রবের উৎপত্তি হয়। কাশ্যপ চিকিৎসক গণের মধ্যে অমানুষ ক্ষমতা পাইয়া মহামান্য হইলেও তিনি ধন্বন্তরির ন্যায় সন্মান প্রাপ্ত হন নাই। কিন্তু ধন্বন্তরির ন্যায় ইনি স্বয়ং বিখ্যাত। ইহাঁর অব্যবহিত কোনও পূর্ব্বপুরুষ তাদৃশ বিখ্যাত ছিলেন না, এজন্য অনেক দূরবর্ত্তী দুই পুরুষের পরিচয় ইহাঁর বংশীযেরা দিয়া থাকেন। এই কারণেই ইহারা ধন্বন্তরি গোত্রীয়দের সমান সন্মানিত হন নাই। শক্তি গোত্রেও তিন প্রবর যথা বশিষ্ঠ, তৎপুত্র শক্তি ও তৎপুত্র পরাশর। বশিষ্ঠ নামে সাত জন গোত্রমূল আছেন, তন্মধ্যে এই বশিষ্ঠই মিত্রাবরুণের পুত্র। ইহাঁকেই ব্রহ্মার মানসপুত্র বলা হইয়াছে। ইনিই বৈদ্য বলিয়া খ্যাতাপন্ন। এতদ্ভিন্ন জমদগ্নির পুত্র ঔর্ব্ব ও ঔর্ব্বের এক পুত্রের নাম বশিষ্ঠ ছিল। ইহাঁরা জমদগ্নি গোত্রীয় ব্রাহ্মণ বলিয়া এক্ষণে পরিচিত হইতেছেন। তৃতীয় বশিষ্ঠের উৎপত্তি অঙ্গিরার বংশে। ইহাঁরা অঙ্গিরা, বৃহস্পতি ও বশিষ্ঠ এই তিন প্রবরের নাম করেন এবং ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত চতুর্থ বশিষ্ঠও এই বংশে ইহাঁদের গোত্রপুরুষের নাম গোতম। ইহাঁরাও ব্রাহ্মণ। পঞ্চম বশিষ্ঠের পুত্র অত্রি, তৎপুত্র সাঙ্কৃতি ইহাঁরা বশিষ্ঠ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত। ষষ্ঠ বশিষ্ঠ কাত্যায়ণ গোত্রীয় যথা, অত্রি, ভৃগু, বশিষ্ঠ, কাত্যায়ণ। সপ্তম বশিষ্ঠ অনারকাক্ষ গোত্রীয় যথা গার্গ্য, গোতম, বশিষ্ঠ। এই প্রকারে ভিন্ন ভিন্ন বশিষ্ঠ গোত্রে পরিচিতেরা আপনাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিতেছেন, কিন্তু বৈদ্য প্রধান বশিষ্ঠের বংশজাত ও শক্তি গোত্র বলিয়া বিদিত ব্রাহ্মণদের মধ্যে কতকগুলিকে ব্রাহ্মণ বলিতেছেন

এবং কতকগুলিকে বৈদ্য বলিয়াও ব্রাহ্মণ বলিতেছেন না, ইহা কি প্রকারে সম্ভব হয়? এখনও কি বলিবেন না যে, উহারা কর্ম্মানুসারে বর্ণভেদ পাইয়াছে? কলির ধর্ম্মশাস্ত্র পরাশরও ত বলিয়াছেন "কলৌ পততি কর্ম্মণা।" কর্ম্মদোষে কলিতে পতিত হয়। যদি কর্ম্মানুসারে বর্ণভেদ আনিতে হয় তবে একবার আনিবেন ও একবার আনিবেন না কেন? এমন কি কোনও বিশিষ্ট শাস্ত্র বচন আছে যাহাতে বেদাদিত্যাগে বৈদ্য ব্রাহ্মণেরই বর্ণভ্রংশ হয় ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণের হয় না? আমরা এ পর্য্যন্ত তাদৃশ কোনও শাস্ত্র দেখি নাই। যদি ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণদের মধ্যে কেহও তাদৃশ শাস্ত্র দেখিয়া থাকেন তবে অনুগ্রহ করিয়া জানাইবেন। এক্ষণে, যে মহাপুরুষের অম্বষ্ঠ উপাধিলাভ প্রথম হইয়াছিল সেই মহাপুরুষ কে, তাঁহার বিষয়ে কি কি জানা যাইতে পারে, তাহাই এক্ষণে লিখিতেছি। সেই অম্বষ্ঠ সত্যযুগের অপরিজ্ঞাত কোন্ সুদূর সময়ে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহার নির্ণয় করা বড় সুকঠিন। কেবল এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে যখন অক্ষরাদির সৃষ্টি হয় নাই, লিখিবার কোনও উপায় ছিল না, যখন শাস্ত্রাদি বিবরণাদি পদ্যে প্রথিত করিয়া কণ্ঠস্থ রাখিতে হইত ও ঐ অধিগত বিদ্যা শিষ্যপরম্পরায় মুখস্থ করাইয়া প্রচার করিতে হইত, যখন ঐতিহাসিক ঘটনা সকল কেবল কবিকল্পনাক্রমে চিত্রিত হইয়া কণ্ঠে আলিখিত হইত, সেই সময়েই এই প্রথম অম্বষ্ঠের উৎপত্তি হইয়াছিল। মহাভারতের সাগর মথনবৃত্তান্তে অতল সাগর হইতে যে অমৃতের সহিত ধন্বন্তরির আবির্ভাব বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায় তাহাই ঔষধের সহিত প্রথম অম্বষ্ঠ বা বৈদ্যের উৎপত্তি। ঐ ধন্বন্তরিই ব্রহ্ম কর্তৃক প্রথম অম্বষ্ঠ নামে অভিহিত হন এবং তিনিই ইতঃপূর্ব্বে অন্যের অপ্রাপ্ত এই উপাধি প্রথম প্রাপ্ত হন। তাহার পর দ্বাপরের দ্বিতীয়াংশে সুহোত্র বংশীয় দিবোদাস আবার এই উপাধি পাইয়া

ছিলেন। ইহাঁর পূর্ব্বে ব্রহ্মার পুত্রদিগের মধ্যে কেবল বশিষ্ঠ, অঙ্গিরা, বা অথর্ব্ব এবং অঙ্গিরার পুত্র স্বয়ং বৃহস্পতি এই বৈদ্য উপাধি পাইয়াছিলেন, কিন্তু অম্বষ্ঠ বা ধন্বন্তরি এ উপাধি পান নাই অসুরগুরু শুক্রাচার্য্য মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা পাইয়াছিলেন পরে বৃহস্পতিও তাহা অধিগত হইয়াছিলেন কিন্তু এ উপাধি ধারণ করেন নাই। বৃহস্পতি পুত্র ভরদ্বাজ যিনি ধন্বন্তরির এই শাস্ত্রে গুরু ছিলেন তিনিও এই অন্য দুর্লভ উপাধি পাইতে পারেন নাই। এই নারায়ণাংশ সম্ভূত ধন্বন্তরি ব্যতিরেকে এরূপ প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্তি ইতিপূর্ব্বে আর কাহারও ভাগ্যে ঘটে নাই। এই জন্যই ইহাঁর জন্মবৃত্তান্তাদি অলৌকিকরূপে নানা পুরাণে কীর্ত্তিত হইয়াছে এবং কোথাও ইনি নারায়ণের অংশ, কোথায় বা পূর্ণ নারায়ণ বলিয়া কথিত হইয়াছেন এবং অদ্যাপি আর্য্যজগতে প্রত্যহ অন্যান্য দেবদেবীর সহিত পূজিত হইয়া থাকেন। দ্বিজগণের নিত্যকর্ত্তব্য বৈশ্বদেব পূজা বলিয়া যে পূজা কথিত আছে, তাহাতেও ইনি দ্বিজাতি কর্ত্তৃক নিত্য-পূজনীয় বলিয়া কথিত আছেন। মহাভারতে, হরিবংশের ২৯ অধ্যায়ে, গরুড় পুরাণে, বিষ্ণু পুরাণে ও ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের কাশীমাহাত্ম্যে ধন্বন্তরি সম্বন্ধে লিখিত আছে, তাহা অতি কৌতুহলজনক। বৃত্তান্ত সংবন্ধে ঐ সকল গ্রন্থ প্রায়ই তুল্য ও একমত। তবে শেষোক্ত গ্রন্থের রচনা অপেক্ষাকৃত প্রাঞ্জল ও প্রসাদগুণবিশিষ্ট, বিশেষতঃ ইহাতে জ্ঞাতব্য অনেক অর্থ সুপরিস্ফুট ব্যক্ত করিতেছে, অতএব তাহাই এস্থলে সাধারণের দর্শনার্থ উদ্ধার করিতেছি। বিজ্ঞ মহাশয়েরা অবলোকন করুন।

জনমেজয় উবাচ।

শ্রুতোঽয়ং বহুশো ধন্বন্তরিঃ ক্ষাত্রকুলেঽভবৎ।
পূজিতশ্চাভবদ্ বিপ্রৈ র্হ্যমূলা জনশ্রুতিঃ॥

পুরা জাতিবিভাগশ্চেন্নাসীৎ কস্মাদিতি শ্রুতিঃ।
তন্মে ব্রূহি মহাভাগ ঘোরসংশয়ভঞ্জনম্॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

প্রজানাং মানবীয়ানাং ব্রহ্মাপত্যতয়া নৃপ।
ব্রাহ্মণত্বং পুনশ্চৈষাং জ্ঞানাচার বিভেদতঃ॥
বিভিন্নত্বমভূৎ কালে সর্ব্বলোকহিতং হিতৎ।
অথোৎপন্নাঃ পরস্মিন্ যে কালে পিতৃগণোদয়ম্।
বিদিৎসবঃ পরং জ্ঞানং লেভিরে মুনিসত্তমাঃ॥
তেষাং যদ্বচনং শ্রুত্যাং তদেবাত্র নিগদ্যতে।
সমাহিতমনা রাজন্ শৃণু গুহ্যতমং পরম্॥

* * *

বিবর্ণবদনা দেবী মহাদেবমভাষত।
নেহ বৎস্যাম্যহং দেব নয় মাং স্বনিবেশনম্॥
অথ তাং দয়িতাং জ্ঞাত্বা কাশীবাসাভিলাষিণীম্।
ভূতেশঃ শ্লক্ষ্ণয়া বাচা প্রত্যুবাচাথ পার্ব্বতীম্॥

মহাদেব উবাচ।

ভাগঃ স্থানং ময়া দত্তং যথাপূর্ব্বপ্রতিশ্রুতম্।
চিকিৎসা চাধিপত্যঞ্চ কাশ্যাং ধন্বন্তরেঃ স্বয়ম্॥
স কথং পুনরাদাস্যে দত্তং প্রাকৃতবৎ প্রিয়ে।
কৈলাসসিখরং রম্যং নয়ামি ত্বাং যদীচ্ছসি॥

পার্ব্বত্যুবাচ।

ইত্যুক্তা পার্ব্বতী প্রাহ কথং নাথ কদাপি বা।
ত্রৈলোক্য দুর্লভা চাসাবমরালয় সন্নিভা॥
পুরী বারাণসী তস্মৈ চিকিৎসা চ গুরুক্রিয়া।
দত্তা তদ্ব্রূহি মেহদ্য ত্বং মহৎ কৌতূহলং হি মে॥

মহাদেব উবাচ।

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি সর্ব্বমেতৎ সমাসতঃ।
যদা যস্মান্ময়া দত্তমম্বষ্ঠায় চিকিৎসনম্॥
আধিপত্যঞ্চ দেশেঽস্মিন্ দেবানামপি বাঞ্ছিতে॥
মথ্যমানেঽর্ণবে দেবি দেবাসুরগণৈঃ পুরা।
আবিরাসীদয়ং দেবো ধন্বন্তরিরিহ শ্রিয়া॥
প্রোবাচ চ হৃষীকেশ মূর্ত্তিং মে বিশ্বপালনীম্।
ব্রূহি নাথ কিমর্থা মে সৃষ্টিঃ কিং সাধয়ামি তে॥
অম্বষ্ঠোঽহং পিতঃ স্থানং যজ্ঞভাগং তথাদিশ।
বিনা তদবনীস্থানাং প্রতিষ্ঠা নহি বিদ্যতে॥
এবমুক্তস্ততস্তেন প্রত্যবোচমহং পুনঃ।
ন শক্তোঽস্মি যথার্হং তে সৎকর্ত্তুং ভুবি সাম্প্রতম্॥
কৃতো যজ্ঞবিভাগঃ প্রাগ্ যজ্ঞিয়ৈরমরৈরয়ম্।
দেবেষু বিনিযুক্তঞ্চ বিধিহোত্রং মহর্ষিভিঃ।
অর্ব্বাগ্ভূতোঽপি দেবানাং পুত্র ত্বমপি মে প্রিয়ঃ।
যজ্ঞশেষো ন শক্যস্তে ভাগঃ কর্ত্তুমথাধুনা॥
ব্রহ্মবিপ্রকুলে তিষ্ঠন্নাচরন্ ব্রাহ্মণৈঃ সহ।
কুরু কার্য্যং হি দেবানাং নৃণাঞ্চ কুরু রক্ষণম্॥
দ্বিতীয়ে দ্বাপরে জন্ম যদা তে সম্ভবিষ্যতি।
তদা ভাগং যথাযোগ্যং স্থানং চাহং করোমি তে॥
ইতি প্রতিশ্রবো ধন্বন্তরয়ে মৎকৃতঃ পুরা।
স চ ধন্বন্তরির্জাতঃ কাশ্যাং দীর্ঘতপঃসুতঃ॥
তস্মৈ দত্তায়ুষো বেদং মম দীর্ঘতপঃ ফলম্।
পুরীং বারাণসীঞ্চৈবাগচ্ছং হৈমবতং বনম্॥

সিসৃক্ষা মে পুনর্নাসীদ্ ধ্যাননির্ম্মগ্নচেতসঃ।
ত্বয়া তু বিশ্বমাত্রাহং পুনরেবংবিধঃ কৃতঃ॥
প্রকৃতিস্ত্বং পরারাধ্যা প্রজাসু স্নেহবৎসলা।
ত্বয়ৈব বিনিযুক্তোঽহং প্রজার্থে পরমেশ্বরি॥
এবমুক্তা মহেশেন ধ্যানস্তিমিতলোচনা।
ত্যক্ত্বা বারাণসীবাসমানসং পুনরব্রবীৎ॥

পার্ব্বতী উবাচ।

তিষ্ঠত্বেষ মহাভাগো ধন্বন্তরিরিহৈব তৎ।
যৎকৃতং ভবতা নাথ কঃ কুর্য্যাদ্বা তদন্যথা॥

জনমেজয় উবাচ।

জাতঃ ক্ষত্রকুলে দেবো ধন্বন্তরিরিতি শ্রুতঃ।
ব্রাহ্মণত্বং কথং প্রাপ বৈশ্যাগর্ভসমুদ্ভবঃ॥
কথং বাঽম্বষ্ঠ ইত্যুক্তঃ কুতো বেদমধীতবান্।
সর্ব্বং তৎ কথয়াস্মাকং মহৎ কৌতূহলং হি নঃ॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

আর্ষ্টিষেণো হি কাশেয় স্তপসা মহতা নৃপঃ।
ব্রাহ্মণ্যং লব্ধবান্ পূর্ব্বং তস্য দীর্ঘতপাঃ সুতঃ।
ধন্বন্তরিঃ সুতস্তস্য দীর্ঘস্য তপসঃ ফলম্।
ধরায়ামমৃতং যেনোপনীতং স্বেন জন্মনা॥
অণিমাদিষু সংসিদ্ধি র্গর্ভস্থস্যাপি তস্য চ।
আসীদ্বিষ্ণুবরাদ্ ধন্বন্তরেরদ্ভুতকর্ম্মণঃ॥
মানুষেণ শরীরেণ দেবত্বং প্রাপ দুর্লভম্।
কিং পুনর্ব্রাহ্মকং তেজো ব্রহ্ম যস্য হৃদি স্থিতম্॥
তথাপি লৌকিকাদ্ধর্ম্মাৎ ভরদ্বাজাদধীতবান্।
সাঙ্গাংস্তাং শ্চতুরো বেদানায়ুর্ব্বেদসমন্বিতান্॥

আয়ুর্ব্বেদঞ্চ মতিমানষ্টধা সংবিভজ্য চ।
অবাপ পরমাং খ্যাতিং প্রতিষ্ঠাঞ্চ গরীয়সীম্॥
মন্ত্রৈর্ব্রতৈর্জপৈর্হোমৈশ্চরুভিস্তং দ্বিজাতয়ঃ।
যজন্তি দেববদ্ ধন্বন্তরিঞ্চামৃতসম্ভবম্॥
ধন্বনো রোগিণো রোগাং স্তরন্তি স্ম প্রভাবতঃ।
তেন ধন্বন্তরিঃ খ্যাতো জগত্যাং সুমহাযশাঃ॥
সোঽসৌ ধন্বন্তরিঃ খ্যাতো যথাঽম্বষ্ঠেতি সংজ্ঞয়া।
তদহং কথয়িষ্যামি যথা মুনিগণোদিতম্॥
অম্বস্য মৃতকল্পস্য জনস্য স্থা স্থিতির্যতঃ।
সোঽম্বষ্ঠঃ কথিতো ধন্বন্তরিরিত্যেব সংজ্ঞয়া॥
কেচিদ্বদন্ত্যম্বতুল্যং রোগে তিষ্ঠত্যসৌ যতঃ।
পিতৃবচ্চেক্ষতে রুগ্নং তেনাম্বষ্ঠঃ স কীর্ত্তিতঃ॥
অম্বেন জগতঃ কাশ্যাং স্থা স্থিতিশ্চাস্য যত্ততঃ।
অম্বষ্ঠো কথিতো হ্যেষ ধন্বন্তরি রিদম্পরে॥

* * * *

জনমেজয় উবাচ।

যদি ব্রাহ্মণপুত্রোঽসৌ ধন্বন্তরিরিহাভবৎ।
কথং ক্ষত্র ইতি প্রোক্তঃ কাশিরাজঃ কথং নু সঃ॥
কথং বা ব্রাহ্মণৈঃ পুণ্যৈরুপজুষ্টঃ স কাশিরাট্।
বেদমন্ত্রগ্রহার্থং হি তন্মে ব্রূহি সমাসতঃ॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

নাসীজ্জাতিবিভাগো হি পুরা রাজন্ যথাধুনা।
এক এব তদা বর্ণো ব্রাহ্মো ব্রহ্মসমুদ্ভবঃ॥
ব্রাহ্মী তু ব্রহ্মণো ভাষা যয়া ব্রহ্ম নিগদ্যতে।
ব্রহ্মণা সৈব তস্যাসীদ্ গম্ভীরললিতোজ্জ্বলা॥

আচারতো ন জাতিত্বং পৃথকৃত্বেঽপি পরস্পরম্।
তস্মাজ্জাতিঃ কথং তস্য নির্ণেয়া স্যাৎ যথাধুনা॥
অধুনা জাতিবিজ্ঞৈর্হি জাতিবিজ্ঞানতৎপরৈঃ।
মুনিভিঃ প্রাক্তনার্য্যাণাং জাতিরন্বিষ্যতে শুভা॥
কেচিদ্বদন্তি তং বিপ্রং কেচিৎ ক্ষত্রমথাপরে।
অম্বষ্ঠঃ কথিতশ্চান্যৈঃ স সর্ব্বা স্তা ন নার্হতি॥
ব্রাহ্মণো ব্রহ্মণো জ্ঞানাৎ ক্ষত্রো বীর্য্যাচ্চ দৈহিকাৎ।
রাজা ভুবোঽধিকারাচ্চ সোঽম্বষ্ঠশ্চ চিকিৎসনাৎ॥
ভিষত্যসৌ যত রোগাং স্তেনাসৌ ভিষগুচ্যতে।
বিদ্যানাং স সমগ্রাণাং ধারণান্মৃতজীবনাৎ॥
অথর্ব্বসহিতানাঞ্চ স বৈদ্য ইতি কথ্যতে।
কাশিরাট্ কথিতশ্চৈব স কাশিকুলরঞ্জনাৎ।
কেচিদ্বদন্তি কাশ্যাং স রাজাসীচ্ছিবসংশ্রয়াৎ॥
চিকিৎসাজ্ঞানতঃ কাশীং লেভে যৎ পরমেশ্বরাৎ॥
দিবোদাসশ্চ স প্রোক্তঃ স্বর্গদানং যতোঽর্হতি।
স্বর্গাদ্বাভ্যাগতো যস্মাঁল্লোকসংস্থিতিহেতবে॥
অমৃতেনোদয়স্তস্যামৃতং তস্য চ ভেষজং।
তস্মায়াচার্য্যতে যোঽসাবমৃতাচার্য্য উচ্যতে॥
ইত্যেবং বহুনামানি প্রাপ ধন্বন্তরি র্নৃপঃ।
জগত্যনুপমা কীর্ত্তিস্তস্যাসীদ্রাজসত্তম॥
যতোঽস্য হি পিতুর্নাম দেবো দীর্ঘতপাঃ শ্রুতঃ।
তেন স ব্রাহ্মণত্বেন বিদিতো ধরণীতলে॥
ওষধীনামশেষাণাং গুণজ্ঞা জননী যতঃ।
তেন বৈশ্যাসমুদ্‌ভূতো ব্রহ্মপুত্রঃ স উচ্যতে॥

তাৎপর্য্যার্থ।—"সাগরমন্থনকালে ধন্বন্তরি অমৃতের সহিত উত্থিত

হইয়া জলস্থিত অবস্থাতেই নারায়ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে প্রভো! কি নিমিত্ত আমার সৃষ্টি করিলেন বলুন, আমি এই ক্ষণেই তাহা সাধন করিব। কিন্তু হে পিতঃ! আমি অম্বষ্ঠ হইয়া আছি, সমাজে আমার স্থান ও সমাজকার্য্যে আমার ভাগ কিরূপ, তাহা আদেশ করুন; যে হেতু তাহা ব্যতিরেকে মর্ত্ত্যগণের প্রতিষ্ঠা হয় না।" নারায়ণ কহিলেন, "বৎস, এক্ষণে আমি তোমার যথাযোগ্য পদ ও বৃত্তিদ্বারা সৎকার করিতে পারিতেছি না। কারণ, অমরগণ ইতিপূর্ব্বেই সেই যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া সকলেই যথাযোগ্য স্থান লইয়া স্ব স্ব উপযুক্ত কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। দেবদিগের যাঁহাকে যাহা দিবার, মহর্ষিগণ তাঁহাদিগকে দিয়া ফেলিয়াছেন। হে প্রিয়পুত্র! তুমি তাহাদিগের পশ্চাৎ উদ্ভূত হইয়াছ। তোমাকে এখন যজ্ঞাবশিষ্ট কি প্রকারে দিই? তুমি এখন ব্রাহ্মণ বিপ্রকুলে ব্রাহ্মণদিগের সহিত সদৃশ আচার ব্যবহার করিয়া থাক এবং ব্রাহ্মণ ও সাধারণ প্রজাগণের রক্ষা কর। অনন্তর যখন দ্বাপরের দ্বিতীয়ভাগে তোমার জন্ম হইবে, তখন তোমার উপযুক্ত যজ্ঞভাগ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিব। অনন্তর দ্বাপরের দ্বিতীয়াংশে সুহোত্রবংশীয় সমস্তদ্বিজগুণসমন্বিত দীর্ঘতপানামক এক মহাপুরুষের ঔরসে ধন্বন্তরির জন্ম হয়। ধন্বন্তরি নারায়ণের কৃপায় আন্বীক্ষিকী, ত্রয়ী, বার্ত্তা ও দণ্ড নীতি এই সমগ্র চতুর্ব্বিদ্যা শিক্ষার পর অথর্ব্ব মুনির শিক্ষিত শান্তিক-পৌষ্টিক-সমন্বিত সমগ্র আয়ুর্ব্বেদও অল্প দিনের মধ্যে শিক্ষা করিলেন এবং তাঁহারই কৃপায় পুণ্যতম পুরী কাশীর রাজা হইলেন। আয়ুর্ব্বেদ ইঁহার এরূপ আয়ত্ত হইয়াছিল এবং ঔষধাদির গুণ-জ্ঞান ও প্রয়োগ এরূপ অলৌকিক ছিল যে, তাঁহার প্রদত্ত ঔষধ ও অমৃতে কোনও বিশেষ ছিল না। মৃতপ্রায় ব্যক্তিও তাঁহার ঔষধে পুনর্জ্জীবিত হইত। তাঁহার এই সকল গুণে ব্রাহ্মণাদি সমস্ত দ্বিজাতি তাঁহাকে নারায়ণাংশ জ্ঞানে

পূজা করিতেন। এখনও আর্য্যেরা নিত্য যজ্ঞে, চরুতে, হোমে, জপে ও মন্ত্রে তাঁহার পূজা করিয়া থাকেন। ধন্বন্তরির প্রকৃত নাম দিবোদাস। ধন্বাকে অর্থাৎ নিধনপ্রাপ্তকেও তিনি তরাইতেন বলিয়া লোকে তাঁহাকে ধন্বন্তরি উপাধি দিয়াছিল। এই কারণে ইঁহাকে অম্বষ্ঠও বলিত; কিন্তু তদ্বিষয়ে নানা মুনির নানা মত। কেহ বলেন অম্ব ধাতু গমনার্থক। এই অম্ব ধাতু হইতে উৎপন্ন অম্ব শব্দের অর্থ গতপ্রায় অর্থাৎ মৃতপ্রায়। স্থা অর্থ স্থিতি অর্থাৎ রক্ষা। এখন অম্বের স্থা ইঁহা হইতে হয় বলিয়া ধন্বন্তরিকে লোকে অম্বষ্ঠ বলে। কেহ বলেন, অম্ব শব্দে পিতাকে বুঝায় ও স্থ অর্থে যে থাকে। অতএব ইনি রোগীর পিতার ন্যায় থাকিয়া তাহাকে রক্ষা করেন বলিয়া ইঁহাকে অম্বষ্ঠ বলিত। কেহ বলেন জগতের অম্ব পিতা হইতে ইঁহার কাশীতে স্থা অর্থাৎ স্থিতি হইয়াছিল, সেইজন্য ইঁহাকে অম্বষ্ঠ বলিতেন। পাণিনি-সূত্রানুসারে অম্ব শব্দের পরস্থিত স্থা ধাতুর স স্থানে ষ এবং থ স্থানে ঠ হয়, স্থা ধাতুর আকার লোপ হয়।) পূর্ব্বকালে, এক্ষণকার ন্যায় অর্থাৎ গ্রন্থকারের সময়ে যেরূপ ছিল, সেরূপ জাতিবিভাগ ছিল না। পুরাকালে এদেশে ব্রাহ্মণ নামে একমাত্র বর্ণ ছিল। ঐ ব্রাহ্মণ বা ব্রহ্মজাতি যে ভাষায় বেদ বলিয়াছিলেন, গম্ভীর, ললিত ও শক্তি-সামর্থ্য সূচক সেই ভাষাকে তাঁহাদের জাতিনামানুসারে ব্রাহ্মী বলিত। তখন ব্যবসায়ে পরস্পর ভিন্ন হইলেও তন্নিবন্ধন জাতিভেদ ছিল না। সুতরাং এখন লোকেরা যেমন ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াদি বলিয়া বিভিন্ন জাতিরূপে জ্ঞাত হয়, তখন সেরূপ হইত না, তবে একই বর্ণের মধ্যে কেহ ব্রাহ্মণকর্ম্মা, কেহ ক্ষত্রিয়কর্ম্মা ও কেহ বৈশ্যকর্ম্মা এবং কেহ বা ব্রতহীন বলিয়া বিদিত হইতেন। তাহা ব্যক্তিগত কর্ম্মনাম মাত্র। ব্রাহ্মণের পুত্র বলিয়া কাহাকে ব্রাহ্মণই হইতে হইবে ক্ষত্রিয়ের পুত্র বলিয়া

কাহাকে ক্ষত্রিয়ই হইতে হইবে, এরূপ নিয়ম ছিল না। যে যে কর্ম্ম অবলম্বন করিত, তাহার তদনুসারেই কর্ম্মনাম হইত। সুতরাং সেকালে কাহারও পিতার কর্ম্ম দর্শনে পুত্রের ধর্ম্ম অনুমান করা যাইত না। সুতরাং এক্ষণকার ন্যায় (গ্রন্থকারের কালের ন্যায়) পিতৃবর্ণানুসারে পুত্রের বর্ণ বলা যাইত না। ফল, কর্ম্মানুসারে বর্ণবিভাগ না হওয়াতেই তদানীং বর্ণভেদের উক্তিমাত্রও ছিল না। কিন্তু এখনকার কালে বর্ণভেদ থাকাতে তাদৃশসংস্কারাপন্ন মুনিগণ স্বভাবতঃই পূর্ব্বতন আর্য্যগণের বর্ণ জানিতে ইচ্ছা করিয়া থাকেন। সেইজন্যই ইদানীন্তন মুনিগণের মধ্যে কেহ তাঁহাকে ব্রাহ্মণ, কেহ ক্ষত্রিয়, কেহ বা অম্বষ্ঠ বলিয়া থাকেন। বস্তুতঃও এখনকার অবস্থা বিবেচনা করিলে তিনি যে ঐ তিন জাতীয় বলিয়াই গণ্য হইতে না পারেন, এমন নয়। তাঁহার বেদজ্ঞান ও পরব্রহ্মজ্ঞান হেতুক তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন। দৈহিক বল বিক্রমাদি দ্বারা প্রজা রক্ষণ হেতুক ক্ষত্রিয়, রাজ্যে অধিকার হেতুক রাজা ও চিকিৎসা হেতুক অম্বষ্ঠ ছিলেন, ইহা কেন না বলা যাইবে? তাঁহার ঊর্দ্ধতন কোন পুরুষের নাম কাশি ছিল, সেই কাশিকুলকে উজ্জ্বল বা শোভিত করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে লোকে কাশিরাজ বলিত। কেহ বলেন, মহাদেব তাঁহাকে চিকিৎসা শিখাইয়া কাশীতে রাজা করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি কাশীরাজ এই নাম পাইয়াছিলেন। তিনি স্বর্গদানের উপযুক্ত পাত্র বলিয়া তাঁহাকে লোকে দিবোদাস বলিত। কেহ বলেন তিনি ইন্দ্রাজ্ঞায় স্বর্গ হইতে আসিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম দিবোদাস হইয়াছে। ভেষজরূপ অমৃত দ্বারাই তাঁহার উন্নতি। সেই অমৃতের নিমিত্ত লোকে তাঁহার সেবা করিত বলিয়া তাঁহাকে অমৃতাচার্য্য বলা যায়। এই প্রকারে ধন্বন্তরি বহু নাম পাইয়াছিলেন। জগতে তাঁহার তুল্য কীর্ত্তি কাহারও নাই। বিখ্যাত

দীর্ঘতপা মুনির পুত্র বলিয়াও তিনি পৃথিবীতে ব্রাহ্মণ বলিয়া বিদিত, আর তাঁহার জননী অশেষ ওষধির গুণ বিদিত ছিলেন, সেই হেতুক তাঁহাকে 'বৈশ্যাতে জাত ব্রাহ্মণের পুত্র' বলিয়া থাকেন।

আধুনিক শাস্ত্রের অমান্যতা } স্কন্দপুরাণ প্রভৃতি আরও কয়েকখানি পুরাণে ধন্বন্তরির জন্মবৃত্তান্ত লিখিত আছে; কিন্তু সেগুলি তাদৃশ প্রাচীন ও প্রামাণিক বলিয়া বোধ হয় না। অনেক অংশই অ-কবির লিখিত ও ভ্রমপ্রমাদযুক্ত বলিয়া বোধ হয়। বোধ হয়, ঐ সকল গ্রন্থের কতকগুলি ইদানীন্তন বৈদ্য মহোদয়েরা ও কতকগুলি ব্রাহ্মণ মহাশয়েরা মুসলমান রাজত্বের সময়েই লিখিয়া থাকিবেন। আমরা সাধারণের পরিদর্শনার্থ দুই তিনটী বিবরণ এস্থলে উদ্ধার করিতেছি। নব্য-আয়ুর্ব্বেদ মধ্যে লিখিত আছে, একদা দেবরাজ ইন্দ্র পৃথিবীতে মনুষ্যগণকে ব্যাধিপীড়িত দেখিয়া ধন্বন্তরিকে অনুরোধ করিয়া বলিলেন—"হে সুরশ্রেষ্ঠ, আপনি স্বর্গ-তুল্য কাশীতে জন্মগ্রহণ করিয়া তত্রত্য রাজত্ব গ্রহণপূর্ব্বক আয়ুর্ব্বেদ প্রকাশ করুন, আমি আপনাকে সমস্ত আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা দিতেছি।" তদনুসারে ধন্বন্তরি ইন্দ্রের নিকট আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়া কাশীতে আসিয়া ক্ষত্রিয়কুলে জন্ম গ্রহণ করিলেন এবং দিবোদাস নামে অভিহিত হইলেন। কিয়ৎ কাল পরে ব্রহ্মা তাঁহাকে কাশীর রাজা করিলেন। অনন্তর ধন্বন্তরি আয়ুর্ব্বেদ প্রস্তুত করিয়া শিষ্যগণ দ্বারা তাঁহার প্রচার করিলেন।

স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে, গালব নামে এক ঋষি কুশকাষ্ঠ আহরণ করিতে বনে গিয়াছিলেন। কুশকাষ্ঠাহরণে পরিশ্রান্ত ও পিপাসার্ত্ত হইয়া বন হইতে প্রত্যাগমনকালে একটী কন্যাকে অরণ্যপ্রান্তবর্ত্তী জলাশয় হইতে কলসে জল লইয়া যাইতে দেখিয়া তাহাকে সংবোধন করিয়া বলিলেন, "বৎসে! আমি পিপাসায় নিতান্ত

কাতর হইয়াছি, আমাকে জল দিয়া আমার প্রাণ রক্ষা কর।” ঋষির এই কথা শুনিয়া কন্যা কলসটী ভূমিতে রাখিয়া দণ্ডায়মান হইলে মুনি সেই জলের অর্দ্ধে স্নান করিয়া অবশিষ্ট হইতে কিঞ্চিৎ পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়া কন্যাকে ‘সৎপুত্রবতী হও’ বলিয়া বরদান করিলেন। কন্যা বলিলেন, হে মুনে! আমার বিবাহ হয় নাই।’ তাহাতে মুনি কহিলেন, ‘তুমি কাহার কন্যা ও কি নাম, বল।’ কন্যা কহিল, ‘আমি বৈশ্যের কন্যা, নাম বীরভদ্রা।’ অনন্তর মুনি তাহাকে লইয়া অন্যান্য ঋষিগণের নিকট গিয়া কন্যার প্রতি স্বীয় বরদান-বৃত্তান্ত জানাইলেন। মুনিগণ এই বৃত্তান্ত শুনিয়া হৃষ্টচিত্তে বলিলেন, ‘হে মুনে! তুমি যখন ইহাকে আনিয়াছ, ভালই করিয়াছ।’ বৈশ্যা বীরভদ্রাতে ধন্বন্তরি জন্ম গ্রহণ করিবেন। এই কথা বলিয়া সেই মুনিরা একটী কুশনির্ম্মিত শিশুমূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া ঐ বালিকার ক্রোড়ে রাখিয়া বেদমন্ত্র উচ্চারণ দ্বারা ঐ পুত্তলিকার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিলেন। তাহাতেই ঐ শিশুমূর্ত্তি তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় গৌরবর্ণ ও সৌম্যাকৃতি দিব্যদেহ ধারণ করিলেন। মুনিরা আহ্লাদিত হইয়া বেদমন্ত্রে জন্মিয়াছে বলিয়া উহাকে বৈদ্য বলিলেন এবং অম্বা অর্থাৎ জননীর কুলে (অর্থাৎ অনূঢ়াত্ব বশতঃ জননীর পিতৃকুলে) থাকিবেন বলিয়া তাহাকে অম্বষ্ঠ বলিলেন। তাহাতেই তিনি অম্বষ্ঠ নামে প্রসিদ্ধ হইলেন। তার পর মুনিগণ দেবরূপী ঐ পুত্রের বৈদ্য-পদবীযুক্ত অমৃতাচার্য্য এই নামকরণ করিয়া বীরভদ্রাকে কহিলেন, “বীরভদ্রে, তুমি এই বালককে লইয়া পিতৃগৃহে গমন কর। তুমি অক্ষতযোনিই রহিলে। ইহা শুনিয়া বীরভদ্রা পিত্রালয়ে গিয়া বিলম্বের কারণ সমস্ত বিবরণ মাতাকে কহিলেন। অনন্তর মুনিরা ঐ পুত্রকে ক্রমে চতুর্দ্দশ সংস্কারস্বরূপ আয়ুর্ব্বেদ পাঠ করাইলেন।

অপরটীর মতানুসারে গাধিনামক বৈশ্যবর্ণীয় মুনি বীরভদ্রা

নাম্নী স্বীয় দুহিতার পুত্রকামনায় তাহাকে অত্রি মুনির সেবায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন। মুনি তাহার সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে চারুশীলে! তুমি কি নিমিত্ত আমার ঈদৃশ পরিচর্য্যা করিতেছ? অনন্তর কন্যার অভিপ্রায় জানিয়া বেদোচ্চারণ পূর্ব্বক তাহার উদরে হাত দিয়া মুনি বলিলেন, 'নিশ্চয়ই তোমার পুত্র হইবে।' অনন্তর কন্যা গর্ভবতী হইয়া পিত্রালয়ে প্রত্যাগমন করিয়া বীরভদ্র নামে এক পুত্র প্রসব করিল। বীরভদ্র মাতৃকুলে থাকিয়াই সংস্কারপ্রাপ্ত হইয়া অম্বাকুলেই পাঠ করিয়াছিলেন এজন্য তাঁহাকে লোকে অম্বষ্ঠ বলিত। অগ্নিবেশাদি ঋষিগণ এই অদ্ভুত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া যত্ন-পূর্ব্বক ঐ ভূবৈদ্য অম্বষ্ঠকে অত্রি মুনির আজ্ঞানুসারে সকল তন্ত্র পাঠ করাইলেন। মুনিরা ইঁহাকে অমৃতাচার্য্য উপাধি দিলেন এবং যোগবলে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের চন্দ্রপ্রভানাম্নী কন্যাকে আনিয়া তাহার সহিত অমৃতাচার্য্যের বিবাহ দিলেন। তাঁহা হইতেই সেন, দাস, গুপ্ত প্রভৃতি ১৩টী পুত্র জন্মিয়াছিল।

অপর একটীর মতে অশ্বিনী-তনয়ের সিদ্ধবিদ্যানাম্নী কন্যাকে ধন্বন্তরি বিবাহ করিয়াছিলেন। তাহাতেই অম্বষ্ঠগণের উৎপত্তি। ব্রহ্মবৈবর্ত্তে বলেন অশ্বিনীপুত্র কামার্ত্ত হইয়া কোনও ব্রাহ্মণীর সতীত্ব হরণ করায় বৈদ্যের উৎপত্তি হয়। কেহ বলিয়াছেন, পাপাত্মারা শত সহস্র নরক ভোগ করিয়া শেষে বৈদ্য হয়। যে ব্রহ্মবৈবর্ত্তে বৈদ্যের অশেষ মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে, সেই বৈবর্ত্তে বৈদ্যের প্রতি এরূপ উক্তি সম্ভবে না। এই অংশ অবশ্যই প্রক্ষিপ্ত বলিতে হইবে। মনুর "ব্রাহ্মণাদ্ বৈশ্যকন্যায়াম্ অম্বষ্ঠঃ" এই বচনস্থ কন্যা শব্দ যে এই সকল উপাখ্যানের উৎপত্তির কারণ, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

এতদ্ভিন্ন আরও ভিন্ন ভিন্ন প্রকার নানা মত আছে, কিন্তু ঐ সকলকে বাহুল্য-শঙ্কায় এখানে আর স্থান দিতে পারিলাম না।

পরন্তু এই সকল বচন যে নিতান্ত যুক্তিহীন ও অকবির ন্যায় লিখিত, তাহা সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তি পাঠমাত্রেই বিবেচনা করিতে পারিবেন। ইঁহাদের উক্তির কোনও স্থল সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। অনেক স্থলে ব্যাকরণের নিয়ম পর্য্যন্তও রক্ষিত হয় নাই। আমরা একটী প্রয়োজনীয় বিষয়ে দেখাইতেছি যে, উপরি উক্ত বচনগুলিতে অম্বা শব্দ হইতে অম্বষ্ঠ পদ সিদ্ধ করা হইয়াছে, কিন্তু পাণিনি-সূত্রমতে তাহা হয় না। কারণ, অম্বা শব্দটী দুর্গা শব্দের ন্যায় নিত্য স্ত্রীলিঙ্গ, এরূপ স্থলে ইহার পুম্বদ্‌ভাব হইবে না, পরন্তু ঐ সূত্রে অম্ব শব্দেরই উল্লেখ আছে, অম্বা শব্দের উল্লেখ নাই। তাহা হইলে, অন্ততঃ উদাহরণস্থলেও তাদৃশ পদ দেওয়া হইত। কিন্তু তাহা হয় নাই। আমরা এস্থলে ভট্টোজি দীক্ষিতের সিদ্ধান্তকৌমুদী হইতে পাণিনির অনুসারী সূত্রাদি দেখাইতেছি। যথা—

"অম্বাম্ব গোভূমি সব্যাপ দ্বিত্রিকুশেকুশঙ্কঙ্গু মঞ্জিপুঞ্জি পরমে বর্হির্দিব্যগ্নিভ্যঃ স্থঃ" অর্থাৎ এই কয় শব্দের পরস্থিত 'স্থ' ষ্ঠ হয়; যথা—অম্বষ্ঠ, আম্বষ্ঠ, গোষ্ঠ, ভূমিষ্ঠ ইত্যাদি।

এস্থলে অম্ব ও আম্ব শব্দ লিখিত হইয়াছে, অম্বা শব্দ লিখিত হয় নাই, তাহা হইলে অম্বাষ্ঠ এইরূপ একটী উদাহরণ প্রদত্ত হইত। আর কুশের পুত্তলিকাকে প্রাণদান করিয়া সজীব মনুষ্য করা বা জঠরে হস্তার্পণ দ্বারা গর্ভাধান করা লোকে মানিতে পারুন, আর না পারুন, আমরা সে বিষয়ে এখন কোনও যুক্তি দিতে প্রবৃত্ত নহি। কারণ, নারায়ণই স্বয়ং মানসী সৃষ্টির পর তাহা স্থগিত রাখিয়া স্বয়ংই স্ত্রীপুরুষরূপে দ্বিধা বিভক্ত হইয়া বর্ত্তমান সৃষ্টিপ্রথা প্রচলিত করিয়াছেন, এরূপ শাস্ত্র আছে। তাহার বিরুদ্ধে মনুষ্যের কৃতিত্বের কথা আমাদের নিকট কবির কল্পনা মাত্র বলিয়াই বোধ হয়। সে যাহা হউক, কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে, স্কন্দপুরাণ প্রভৃতির এই

সকল বচন বৈদ্যজাতির পক্ষ, এইজন্যই আমরা এগুলি উদ্ধার করিয়াছি; বৃহদ্ধর্ম্ম প্রভৃতির বচন তাঁহাদের অনুকূল নয়, এজন্য তাহা উদ্ধার করিলাম না; এজন্য আমরা সেরূপও দুই একটী উদাহরণ প্রদর্শন করিব। আমরা মিথ্যা কোন বচনকেই অনুকূল মনে করি না। আমরা স্কন্দ পুরাণাদির বচনও যেমন অশ্রদ্ধেয় মনে করি, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত বৃহদ্ধর্ম্মাদির বচনও সেইরূপ অশ্রদ্ধেয় মনে করি। এই সকল নব্যপুরাণ বা জালবেদব্যাসের পুরাণলিখিত বচন, নিত্য ও প্রাচীন মন্বাদি সংহিতাকারগণের, বেদব্যাস কৃষ্ণদ্বৈপায়নের ও বাল্মীকি প্রভৃতি দেবতুল্য মুনিগণের বচনের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ এবং নিতান্ত যুক্তিহীন বলিয়া, বিশেষতঃ নানা বিষয়ক অজ্ঞতা ও প্রমাদ-দূষিত এবং জঘন্য প্রকৃতিক লোকের লিখিত বলিয়াই অশ্রদ্ধা পূর্ব্বক ঐ সকল বচন উদ্ধার করি নাই। এই সকল বচন ক্ষত্রিয়-রাজ্য-লোপের পর ম্লেচ্ছরাজ্যকালে রাজবিদ্বেষী ও বৈদ্যবিদ্বেষী অজ্ঞ অপরিণামদর্শী আধুনিক ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক যে ৫০০। ৭০০ বৎসরের মধ্যে রচিত হইয়াছিল, * তাহা সহজেই প্রতীয়মান হইতে পারে; পাঠকগণের সন্দেহ নিবারণ ও মনের তৃপ্তির জন্য আমরা এস্থলে তাদৃশ দুই একটী উদাহরণ প্রদর্শন করিতেছি, দৃষ্টি করুন।'

অস্মাভির্যানি শাস্ত্রাণি কৃতানি সঙ্করোত্তম।
তানি ত্বভ্যঞ্চ দত্তানি ন প্রমাস্থেঃ কদাচন॥
চিকিৎসাকুশলো ভূত্বা কুশলী তিষ্ঠ ভূতলে।
শূদ্রধর্ম্মান্ সমাশ্রিত্য বৈদিকানি করিষ্যসি॥

---

* শেষ অধ্যায়ে দেখাইব যে যে বিষ্ণুপুরাণকে সর্ব্ব প্রাচীন বলিয়া লোকে মানিয়া থাকেন তাহাও ঐরূপ সময়ে রচিত।

আয়ুর্ব্বেদস্তু যো দত্ত স্তভ্যমম্বষ্ঠ ভূসুরৈঃ।
তেন মত্তো ন চৈবান্তৎ পুরাণাদি বদিষ্যসি॥
আয়ুর্ব্বেদাৎ পরং নান্তৎ যুষ্মাকং বাচ্যমর্হতি॥

বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ ১৩ অধ্যায়।

আমাদের পূর্ব্বোদ্ধৃত জাল উশনঃসংহিতার বাক্যে ইহা অপেক্ষাও অধিকতর দোষ থাকিলেও আমরা সেখানে তাহা দেখাইতে ইচ্ছা করি নাই; কিন্তু এস্থলে পাঠকগণের সন্দেহ ও আমাদের প্রতি পক্ষপাত-দোষের নিরাকরণার্থ আমরা ইহার দোষ দেখাইয়া আমাদের বাক্যের যাথার্থ্য প্রতিপাদন করিতে বাধ্য হইতেছি। গ্রন্থকার বেদব্যাস এস্থলে বৈদ্যজাতিকে সংবোধন করিতেছেন। এই বাক্যের প্রথমেই বৈদ্যকে "হে নরোত্তম অম্বষ্ঠ" বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। স্বয়ং মনু বেদব্যাস প্রভৃতি অম্বষ্ঠকে কদাপি সঙ্কর বলেন নাই, ব্রাহ্মণ বর্ণ বলিয়াছেন; কিন্তু ব্রাহ্মণদের যে বেদহীন জাতি মনুর টীকাতে অম্বষ্ঠকে সঙ্কর বলিয়াছে, সেই জাতি এখানেও তাহাই বলিতেছেন এক্ষণে তাহা শ্রবণ করুণ। "যাবতীয় বৈদ্যশাস্ত্র যাহা আমরা অর্থাৎ যাজক ব্রাহ্মণেরা প্রস্তুত করিয়াছি," অর্থাৎ যাহা তোমারা বৈদ্যেরা কর নাই, "সেই সমস্ত তোমাদিগকে দিলাম।" অর্থাৎ এইরূপ আমাদের উদারতা। "দেখিও যেন তাহাতে প্রমত্ত হইও না। উত্তমরূপে চিকিৎসা শিক্ষা করিয়া সুখে কালযাপন কর" অর্থাৎ যদিও আমরা সম্প্রতি জীবিকাবিহীন হইয়া কষ্ট পাইতেছি, তথাপি তোমাদের জীবিকা থাকায় তোমরা যে সুখে আছ সেটা আমাদেরই নিমিত্ত। এখন তোমাদের এ সুখ দেখিয়া আমাদের দারুণ যন্ত্রণা হইতেছে, ইহার উপর যদি আবার আহ্লাদ প্রকাশ কর তাহা হইলে তোমাকে এরূপ গালি না দিয়া আমরা থাকিতে পারিতেছি

না। তাই আবার বলিতেছেন "তোমরা শূদ্রধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া বৈদিক কার্য্য সকল যাহা দ্বিজাতিদিগের নিমিত্ত বিহিত তাহা করিবে"। অর্থাৎ তোমরা দ্বিজাতি বিহিত কর্ম্ম সকল করিতেছ তথাপি তোমরা শূদ্র। শূদ্র হইয়াও যে এরূপ করিয়া থাক, সে কেবল আমাদের এই অনুমতির বলে। এ ব্রাহ্মণও সঙ্কর বর্ণ কাহাকে বলে, শূদ্র কাহাকে বলে, তাহা জানে না। ইহার মনোগত ভাব এই যে তোমরা দ্বিজ ও শূদ্রজাতির সংমিলনে জাত হওয়াতে শূদ্র হইয়াছ। কিন্তু শূদ্র হইলেও দ্বিজেরও কাজ করিতে আমরা তোমাদিগকে অনুমতি দিতেছি। কিন্তু দ্বিজ হইতে শূদ্রাতে জন্মিলেও সঙ্কর বর্ণ হয় না। শূদ্র হইতে দ্বিজাতে জন্মিলেই সঙ্কর হয় ইহা শাস্ত্র সকলের মত। পরন্তু দ্বিজ হইয়া শূদ্রাচার হইলে সঙ্কর হয় ইহাও সকল শাস্ত্রের মত। এই ব্রাহ্মণ জীবিকালোপের শূদ্রকর্ম্ম করিয়া এবং দ্বিজত্বের প্রধান বেদাধ্যয়ন ত্যাগ করিয়া সঙ্কর হওয়াতেই ঈর্ষ্যাপূর্ব্বক আয়ুর্ব্বেদ সম্পন্ন দ্বিজাচার অম্বষ্ঠকেও শূদ্র ও সঙ্কর বলিতেছেন এবং সঙ্করোত্তম বলিয়া সমাদর প্রকাশ করিয়াও অনুগৃহীত করিতেছেন। যাহা হউক, তাঁহার প্রেমের অনুমতিটী দেখিয়া কিন্তু ব্রহ্মার উপরত কিছু বাড়াবাড়ি করা হইয়াছে বোধ হয়। কারণ শূদ্রকে দ্বিজ ও দ্বিজকে শূদ্র বলিতে ব্রহ্মাও পারেন নাই, কিন্তু ইঁহার বাৎসল্য হেতু শূদ্রও দ্বিজ হইতেছে। মনু প্রভৃতি প্রজাপতিগণও একথা বলিতে পারেন নাই, কিন্তু এই ব্রাহ্মণ নামধারী ভণ্ড প্রতারকের আস্পর্দ্ধা দেখুন। জাল বেদব্যাস সাজিয়া বেদ ও বেদব্যাসের বিরুদ্ধ কথা প্রচার করিতেছে। স্বয়ং বেদব্যাস একবার মহাভারতে ভীষ্মোক্ত মানবধর্ম্ম সকল যথাযথ ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহার পর আর একবার স্বীয় সংহিতাতে ঐ মনুর বাক্যার্থের সহিত সুসঙ্গতরূপে প্রকাশমান বেদবাক্যেরই অনুবাদ সুস্পষ্টরূপে

করিয়াছেন। তিনিও মনুর ন্যায় বলিয়াছেন যে ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়াপুত্র ও বৈশ্যাপুত্র তাঁহার ব্রাহ্মণীপুত্র অপেক্ষা হীন নয়। সকলেই ব্রাহ্মণাংশে সমান। সমুদায় সংহিতায় বলিতেছেন যে, কেবল দায়ভাগ প্রাপ্তি বিষয়ে ভ্রাতৃগণের মধ্যে পরস্পর তুলনায় জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠবৎ সম্মানের একটু ইতর বিশেষ হইয়া থাকে, তাহা আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি। কিন্তু এই কুল্লূক শিষ্যের সংস্কার কিরূপ দেখুন। এক্ষণে ধূর্ত্ত আবার কি বলিতেছে শ্রবণ করুন। ধূর্ত্ত বলিতেছে "হে অম্বষ্ঠ, তোমাকে পৃথিবীর দেবতা ব্রাহ্মণ আমরা যে আয়ুর্ব্বেদ দিয়াছি, সেই আয়ুর্ব্বেদ পাইয়া মত্ত হইয়া পুরাণাদি অধ্যয়ন বা অধ্যাপনা করিও না, যেহেতু আয়ুর্ব্বেদ ব্যতীত তোমাদের আর কিছু পঠনীয় বা পাঠনীয় নাই।" অর্থাৎ তোমরা ব্রাহ্মণ ও নও, আয়ুর্ব্বেদ গ্রহণে তোমাদের কোনও অধিকার ছিল না। তোমরা বৈদ্য অর্থাৎ বেদনিপুণ বটে, কিন্তু বেদ জান না, এবং আয়ুর্ব্বেদ সংহিতা সকলও তোমরা কর নাই, যেহেতু বৈদ্যশাস্ত্র জ্ঞান ও চিকিৎসাজ্ঞান না থাকিলেও আমরা তাহা রচনা করিতে পারি, আর তোমরা বংশানুক্রমে আজন্ম এই ব্যবসায় করিলেও তোমরা তাহা কি প্রকারে বুঝিবে, কিরূপেই বা গ্রন্থ প্রণয়ন করিবে? অতএব আমরা তোমাদিগকে যে আয়ুর্ব্বেদসংহিতা রচিয়া দিয়াছি, তাহা পাইয়া বেদাধিকার পাইয়াছ বলিয়া মত্ত হইয়া যেন ব্রাহ্মণ হইয়াছি মনে করিয়া পুরাণাদি পাঠ বা অধ্যাপনা করিও না। অর্থাৎ সূতাদি সঙ্কর জাতির পুরাণ পাঠে অধিকার থাকিলেও তোমাদের তাহাতে অধিকার নাই। তোমাদের আয়ুর্ব্বেদ ব্যতীত আর কিছু পঠনীয় বা পাঠনীয় নাই। কারণ এই রূপই আমার অনুমতি। ভণ্ড এইরূপ বলিতেছে, কিন্তু মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্রকারেরা এবং পুরাণে তিহাস কর্ত্তারা সকলে একবাক্যে অম্বষ্ঠের সকল বেদেই অধিকার

বলিয়া আয়ুর্ব্বেদোক্ত চিকিৎসাকার্য্যে তাহার অনন্যসাধারণ বিশিষ্ট অধিকার খ্যাপিত করিয়াছেন। ইহাও পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে *। এই ত গেল জাল বেদব্যাসের ধর্ম্মশাস্ত্রে অজ্ঞতা ও স্পষ্ট বিদ্বেষ পূর্ণতার কথা। তার পর দেখুন এই টুকু সংস্কৃতের মধ্যে কিরূপ কয়টী দোষ ঘটিয়াছে। প্রথম 'শূদ্র ধর্ম্মান্' ইহার অর্থই অবৈদিকান্, তাহার বিরোধ 'বৈদিকানি' এই ক্লীবলিঙ্গ পদ প্রয়োগ না করিয়া "বৈদিকান্" এই পুংলিঙ্গ পদ প্রয়োগ করিলে ভাল হইত। এস্থলে তাহা আসাধ্যও নয় যে ছন্দের অনুরোধ করা হইয়াছে—"শূদ্র ধর্ম্মান্ সমাশ্রিত্য বৈদিকাংশ্চ" এইরূপ বলিলেই হইত। এখানে বক্তার যুক্তি দেখুন "তোমরা শূদ্রধর্ম্ম অবলম্বন করণান্তর দ্বিজ ধর্ম্ম প্রতি পালন করিবে অথবা শূদ্রধর্ম্ম পালন করিতে করিতে দ্বিজধর্ম্ম পালন করিবে।" ইহা কি সম্ভবপর বা যুক্তিযুক্ত কথা? শূদ্র হইয়া দ্বিজ হইবে বা অম্বষ্ঠ শূদ্রেরা দ্বিজ হইবে এটী বাতুলের কথা। পাথরের বাটী সোনার বাটী হয় না ইহা পুঁটে বাগ্দীও জানে, কিন্তু এ ব্রাহ্মণের সে জ্ঞান নাই, অথচ বেদব্যাস হইতে চলিয়াছেন। আবার শেষ শ্লোকের শেষার্দ্ধে 'পরং ও 'অন্যৎ' এই দুইটী পদ এক অর্থই প্রতিপাদন করিতেছে, একার্থক দুইটী পদ অনর্থক। 'পরং' স্থানে 'ঋতে' প্রয়োগ কর্ত্তব্য ছিল। 'যুষ্মাকং এই ষষ্ঠী বিভক্তিটী কেন? অর্হতি ক্রিয়ার কর্ত্তা কই? 'ন অর্হতি' অর্থ "যোগ্য হইতেছে না," কে কাহার যোগ্য হইতেছে না? বাঙ্গালায় ঐ ভাবটী প্রকাশ করিতে হইলে ইহা বলা যাইতে পারে বটে যে "আয়ুর্ব্বেদ ভিন্ন অন্য বাক্য বলা তোমাদের যোগ্য হইতেছে না" তাই গ্রন্থকার লিখিয়াছেন "আয়ুর্ব্বেদাৎ পরং অন্যৎ বাচ্যং যুষ্মাকং ন অর্হতি"। এই স্থলেই ইনি যে একজন বাঙ্গালী প্রতারক তাহা নিঃসংশয়ে ধরা পড়িতেছে। কারণ এরূপ প্রয়োগ সংস্কৃত প্রয়োগ নয়, ইহাতে ঐ বাঙ্গালা শব্দগুলির

প্রতিশব্দ বসান হইয়াছে মাত্র, ইহা সংস্কৃত হয় নাই, ইহার অর্থও নাই। তার পর আবার দেখুন "যুষ্মাকং" এই বহু বচনের পদ কেন? অম্বষ্ঠ বাচকস্থলে এই শ্লোকগুলিতে পূর্ব্ব হইতে এক বচনের প্রয়োগই চলিয়া আসিতেছে; এখন বাঙ্গালার ন্যায় জাতি আক্রমণের জন্য বহু বচনের প্রয়োগ কি ইঁহার আবশ্যক বোধ হয় নাই? বা তাহাই কি তাঁহার হৃদয়ে সুসংলগ্ন বলিয়া বোধ হয় নাই? যাহা হউক এস্থলে হয় "আয়ুর্ব্বেদাদৃতে বা আয়ুর্ব্বেদাৎ অন্যৎ ত্বয়া ন কিঞ্চিৎ বাচ্যম্ "এইরূপ অথবা "আয়ুর্ব্বেদাদন্যৎ শাস্ত্রং বক্তুং নার্হসি" এইরূপ বলা উচিত ছিল। "আয়ুর্ব্বেদাৎ পরংযুষ্মাকং অন্যৎ বাচ্যং ন অর্হতি" এ একটী অজ্ঞ বাঙ্গালীর মূর্খতা। তার পর 'করিষ্যসি,' 'বদিষ্যসি' এইরূপ ভবিষ্যদর্থ বোধকমাত্র ক্রিয়াপদগুলির প্রয়োগ কেন হইল? এখানে কি ক্রিয়ার ভবিষ্যত্বমাত্র জ্ঞাপন করা উদ্দেশ্য হইতেছে, না উহা দ্বারা কোন কর্ত্তব্য বিধির বা অনুজ্ঞার অবগম করাইতে হইবে? যদি কর্ত্তব্য বিধির বা অনুজ্ঞার অবগম করান উদ্দেশ্য। হয় তবে বিধিলিঙের স্থলে ভবিষ্যৎ প্রয়োগ কেন? বাঙ্গালার বিধি ও ভবিষ্যতের প্রয়োগে ক্রিয়ার আকার একরূপই হইয়া থাকে বলিয়াই কি বাঙ্গালী লেখকের এরূপ ভ্রম হয় নাই? তাই বলি, নিশ্চয়ই এ লেখক বাঙ্গালী ও ব্রাহ্মণ। বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ না হইলে বৈদ্যজাতির প্রতি অকারণ শত্রুতা সাধন করিতে চেষ্টা করা অন্য কোনও দেশে কোনও জাতিতে সম্ভব হয় না। আর একটী দ্রষ্টব্য এই যে, এই অংশ যদি প্রকৃতই বেদব্যাসের কৃত হইত, তাহা হইলে তিনি সম্প্রদায় গত বিবাদসূচক "অস্মাভিঃ," "ভূসুরৈঃ," ইত্যাদি বলিয়া স্বসম্প্রদায়ের অকর্তৃত্ব স্থলে কর্তৃত্বসূচনা করিয়া সম্প্রদায় বিশেষের প্রতি এরূপ বৃথা গর্ব্ব ও অসূয়া প্রকাশ করিতেন না, এবং কখনই বৈদ্যকে সঙ্কীর্ণ জাতি বলিতেন না। ব্রাহ্মণ এরূপ নীচপ্রকৃতি-

সম্পন্ন ও মিথ্যাবাদী হইতে পারেন না। ব্যাস এরূপ হইবেন ইহা নিতান্ত অসম্ভব।

এই ত গেল অতিবিদ্বেষকদিগের কথা। তার পর যে ব্রাহ্মণেরা পরের অনিষ্ট করিতে তাদৃশ কষ্ট স্বীকার করিয়া এতাদৃশ বৃহৎ গ্রন্থ রচনা করিতে পারেন নাই, তাঁহারা আবার কতকগুলি স্বরচিত বা উপরিউক্ত দলের লোকের রচিত শ্লোককে মনু, দেবল, পরাশরাদির বচন বলিয়া চালাইতেও কুণ্ঠিত নয়। তাহাতে দুই একটী দেখাই-তেছি যথা "সত্য ত্রেতা দ্বাপরেষু বর্ণাশ্চত্বার এবচ। ষট্ত্রিংশজ্জাতয়ঃ শূদ্রা কলিকালে কিলাভবন্॥ অম্বষ্ঠোগণকশ্চৈব ভট্টঃ করণ এব চ॥" এই বচনটী পরাশরের বচন বলিয়া চালাইতে চান, কিন্তু পরাশরের কোন্ গ্রন্থের কোন্ অধ্যায়ের কোন্ স্থানে ঐ বচন আছে তাহা কি কেহ দেখাইতে পারেন? তার পর অপর একটী উদাহরণ এই যে বঙ্গদেশের প্রধান একজন স্মার্ত্ত- রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য "শনৈঃ শনৈঃ ক্রিয়ালোপাদথ তাঃ ক্ষত্রজাতয়ঃ। বৃষলত্বং গতালোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ॥" মনুর অন্য বিষয়ক এই শ্লোকটীকে অবলম্বন করিয়া অযথারূপে তদ্দ্বারাই দেশের সমস্ত ক্ষত্রিয় ও তৎসহকারে অহেতুক বৈদ্যজাতিরও শূদ্রত্ব খ্যাপিত করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু তাহা নিতান্ত অসঙ্গত ও অযৌক্তিক হওয়াতে, তদ্দ্বারা বৈদ্য বা ক্ষত্রিয় কোন ও জাতির শূদ্রত্ব সপ্রমাণ না হওয়ায় অজ্ঞ ও বিদ্বেষপরায়ণ জাতিব্রাহ্মণেরা নিতান্ত ক্ষুব্ধ হন। তাঁহাদের নিতান্ত ইচ্ছা যে মনু ঐরূপ না লিখিয়া যদি "শনৈঃ শনৈঃ ক্রিয়ালোপাদথ তা বৈদ্যজাতয়ঃ। বৃষলত্বং গতা লোকে—" ইত্যাদিরূপ লিখিয়া এককালে সমস্ত বৈদ্যের শূদ্রত্ব প্রাপ্তি লিখিতেন তাহা হইলে তাঁহারা জগতে প্রতিদ্বন্দ্বিশূন্য হইয়া সুখে থাকিতে পারিতেন। কিন্তু মনু তাঁহাদের ইচ্ছা জানিতেন না সুতরাং সেরূপ লিখেন ও নাই এজন্য কোন ঋষির নাম দিয়া তাদৃশ একটী

শ্লোক প্রস্তুত করা আবশ্যক হইল। অমনই কান্তিচন্দ্র শর্ম্মা বিষ্ণু ঋষি হইয়া বলিলেন "শনৈঃ শনৈঃ ক্রিয়ালোপাদথ তা বৈদ্যজাতয়ঃ। কলৌ শূদ্রত্বমাপন্না যথা ক্ষত্রা যথা বিশঃ॥" অর্থাৎ কলিতে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যেরা যেমন শূদ্রত্ব পাইয়াছে বৈদ্যেরাও সেরূপ শূদ্রত্ব পাইয়াছে। অতএব মন্বাদির মতে ক্রিয়ালোপ ও বেদাধ্যয়নে অভ্যাস না থাকাই ব্রাহ্মণাদি বর্ণের শূদ্রত্ব প্রাপ্তির কারণ হইলেও ইহাঁদের মতে ব্রাহ্মণের মধ্যে বৈদ্যাদি ব্রাহ্মণের এবং ক্ষত্রিয় প্রভৃতি অপর সমস্ত দ্বিজাতি বর্গের ক্রিয়ালোপ না হইলেও তাহাদের শূদ্রত্ব হইয়াছে কিন্তু ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণদের জাতি এরূপ শক্ত যে ক্রিয়াদি সমস্ত লোপেও তাহাদের শূদ্রত্ব প্রাপ্তি হয় না।

চতুর্থ অধ্যায়।

(দ্বিতীয় ভাগ।)

বৈদ্যজাতির পূজ্যতা।

এক্ষণে আমরা প্রস্তুতের অনুসরণ করি। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ হইতে ইতি পূর্ব্বে আমরা যে অংশ উদ্ধার করিয়াছি তদ্দ্বারা এবং মহাভারত, হরিবংশ, গরুড়পুরাণ প্রভৃতি অন্যান্য প্রাচীন পুরাণ দ্বারা জানা যাইতেছে যে বর্ণবিভাগের অনেক পূর্ব্বে পৃথিবীতে মহাত্মা ধন্বন্তরি বা অথর্ব্বাদি প্রথম বৈদ্যের উৎপত্তি হইয়াছিল। এজন্য তখনকার অন্যান্য লোকের ন্যায় তিনি ব্রাহ্মণ বা আর্য্য বলিয়াই কথিত হইয়াছিলেন। চারিবর্ণের মধ্যে কোনও বর্ণবিশেষের অন্তর্গত বলিয়া কথিত হন নাই, তবে ধন্বন্তরি যে দ্বিজাতির মধ্যে একজন দেবতুল্য শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। এই জন্যই তাঁহাদিগের অনেক পরবর্ত্তী পুরাণ স্মৃতিকারদিগের উল্লিখিত জাতিবিভাগ অনুসারে, আধুনিক লোকদের মধ্যে কেহ তাঁহাকে ব্রাহ্মণ, কেহ ক্ষত্রিয়, কেহ বা তাঁহাকে ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যসম্ভূত জাতি মনে করিয়াছিলেন। ফলতঃ এই অলৌকিক প্রভাবশালী পুরুষকে লোকে দেবাংশ বলিয়াই পূজা করিতেন এবং অদ্যাপি পূজা করিয়া থাকেন। ইহাঁর নাম যেমন ধন্বন্তরি, তেমনই দিবোদাস, অম্বষ্ঠ, অমৃতাচার্য্য প্রভৃতি অপর নাম বা উপাধিও ছিল; বেদেও ইহাঁকে সর্ব্বতাত অর্থাৎ সকল বর্ণের পিতৃস্বরূপ বলিয়া ইহাঁর আদি ব্রাহ্মণত্ব সূচিত করিয়াছেন। এই সকল নামের অর্থ যেরূপ মূলে লিখিত হইয়াছে তাহাতে তিনি অতুল্য গুণসম্পন্ন বৈদ্য ইহাই প্রতীয়মান হয়। এই উপাধি ধন্বন্তরি

মাত্রে থাকিয়া ব্যক্তিগত উপাধি হইলেও কাল ক্রমে তাঁহার সমান গুণাবলম্বি শ্রেণীগত বা জাতিগত হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং এখন ভিষক্ বৈদ্য বলিলে যেমন, তেমনই অম্বষ্ঠ বলিলেও সমস্ত বৈদ্য জাতিকে বা তদন্তর্গত ব্যক্তিবিশেষকে ও বুঝায়। বৈদ্যেরা প্রথমে ব্রাহ্মণ গৃহে পালিত ও ব্রাহ্মণনির্ব্বিশেষে পূজিত ও সৎকৃত হইলেও বিদ্যাবত্তা হেতুক সাধারণ ব্রাহ্মণ অপেক্ষা পূজিত হইতেন এবং সকলেই অম্বষ্ঠ বা বৈদ্য বলিয়া বিদিত হইতেন। অম্বষ্ঠ শব্দের অর্থও বৈদ্য ব্যতীত আর কিছুই নহে। ধন্বন্তরি অর্থ যেমন মৃত প্রায় লোককে উজ্জীবিত কারী *; অম্বষ্ঠ শব্দের অর্থও সেইরূপ। অম্ব অর্থও মৃতপ্রায় এবং স্থা স্থিতি, মৃতপ্রায়ের স্থিতি অর্থাৎ রক্ষা যাঁহা হইতে হয় তিনিই অম্বষ্ঠ। ধন্বন্তরি মৃতপ্রায় রোগীকে রক্ষা করিতেন বলিয়াই তাঁহার নাম অম্বষ্ঠ হইয়াছিল। অন্যান্য মুনিগণেও প্রায় উক্ত রূপেই অর্থ করিয়াছেন কিন্তু অম্বাকুলে ছিলেন এরূপ অর্থ কেহ করেন নাই এই জন্য ঐরূপ অর্থকে আধুনিক ব্রাহ্মণগণের বিদ্বেষ প্রসূত বলিয়া বোধ হয়। ফলতঃ পাণিনিসূত্রে অম্বশব্দ ও স্থা ধাতু হইতেই অম্বষ্ঠ পদ সিদ্ধ হইয়াছে, অম্বা শব্দ হইতে সিদ্ধ হয় নাই। তাহা হইলে অম্বাষ্ঠ এই পদ হইত। তাহা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি। অতএব অম্বাকুলে স্থিতিকারী বলিয়া যে অম্বষ্ঠ পদ সিদ্ধ করা হইয়া থাকে তাহা ভ্রান্ত।

ধন্বন্তরি যে বেদাদিতেও সামান্য ব্রাহ্মণ হইতে বৈদ্যাদি শব্দদ্বারা বিশেষিত হইয়াছেন তাহা আমরা নিম্নে প্রদর্শন করিতেছি।

---

* ধন্ব অর্থাৎ মৃতপ্রায়; তরি অর্থ উদ্ধার কর্ত্তা। মৃতপ্রায় রোগীর রোগ হইতে উদ্ধারকর্ত্তা।

অহং পুরো মন্দসানো ব্যৈরং নবসাকং নবতীঃশম্বরস্য।
শততমং বৈশ্যং সর্ব্বতাতা দিবোদাস মতিতিগ্বং যদাবম্॥

ঋগ্বেদ ৪মণ্ডল ২৬ সূক্ত ৩ঋক্

ইন্দ্র কহিতেছেন—আমি উৎসাহিত হইয়া শম্বরের নিরানব্বইটী নগর ধ্বংস করিয়াছি এবং শততম নগরটী অতিতেজস্বী বৈদ্য ও সকলের পিতৃস্থানীয় দিবোদাসকে রক্ষা করিয়া তাঁহার বাসার্থ প্রদান করিয়াছি। [বোধ হয় এই পুরীই উদ্ধৃত ব্রহ্মাণ্ড পুরাণোক্ত কাশী-পুরীই হইবে] এ স্থানে দিবোদাসকে বৈদ্য ও সকলের পিতৃতুল্য বলা হইয়াছে।

শতমশ্ম ময়ীনাং পুরামিন্দ্রো বাস্যৎ, দিবোদাসায় দাশুষে।
অবগিরের্দাসং শম্বরং হন্ প্রাবো দিবোদাসম্॥

ঋগ্বেদ ৬।২৬।৫

এখানেও দিবোদাস বলা হইয়াছে।

ঋগ্বেদের দ্বিতীয় মণ্ডলের আবিষ্কর্ত্তা গৃৎসমদ ঋষির বংশে দীর্ঘতপা মুনির ঔরসে [বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবতপুরাণ ও গরুড় পুরাণে দীর্ঘ-তপাকে দীর্ঘতমা বলিয়াছেন] জাত ধন্বন্তরিকে গরুড় পুরাণেও বৈদ্য বলিয়াছেন যথা—

গৃৎসমদাচ্ছৌন কোঽভূৎ কাশ্যাং দীর্ঘতমাস্তথা।
বৈদ্যো ধন্বন্তরিস্তস্মাৎ কেতুমাংশ্চ তদাত্মজঃ॥

গরুড় পুঃ ১৩৯ অধ্যায় ১০ শ্লো

"বেদেষু নিষ্ণাতঃ" এই অর্থে বৈদ্যশব্দ নিষ্পন্ন হয়। ধন্বন্তরি সর্ব্ববেদে নিপুণ। সুতরাং ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণেও ধন্বন্তরিকে বৈদ্য বলা হইয়াছে, পরন্তু নারায়ণাংশও বলিয়াছেন।—যথা—

নারায়ণাংশো ভগবান্ স্বয়ং ধন্বন্তরির্মহান্।
পুরা সমুদ্রমথনে সমুত্তস্থৌ মহোদধেঃ॥
সর্ব্ববেদেষু নিষ্ণাতঃ মন্ত্রতন্ত্রবিশারদঃ।
শিষ্যো হি বৈনতেয়স্য শঙ্করস্যোপশিষ্যকঃ॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুঃ ৫১ অধ্যায়।

যে ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে বৈদ্যের এই মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে সেই ব্রহ্মাণ্ড পুরাণেই জঘন্য রুচি ব্রাহ্মণেরা কি অশ্লীল বচনই প্রক্ষিপ্ত না করিয়াছেন!

মহাভারতে ধন্বন্তরিকে দেবতা ও বৈদ্য বলিয়া সূচিত করিয়াছেন।

ধন্বন্তরিস্ততো দেবো বপুষ্মানুদতিষ্ঠত।
শ্বেতং কমণ্ডলুং বিভ্রদমৃতং যত্র তিষ্ঠতি॥

আদিপর্ব্ব—১৭ম অধ্যায় ৩৮ শ্লোক।

রামায়ণে ইহাঁকে রাজগুণ ও ব্রাহ্মণগুণ বিশিষ্ট বলিয়া ইহাঁর ব্রহ্মক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন এবং বৈদ্যত্বও বলিয়াছেন যথা

"অথ বর্ষসহস্রেণ আয়ুর্ব্বেদময়ঃ পুমান্।
উদতিষ্ঠৎ সুধর্ম্মাত্মা সদণ্ডঃ সকমণ্ডলুঃ॥
স হি ধন্বন্তরি র্নাম—"

বালকাণ্ড, ৪৬ সর্গ, ৩১।৩২।

ভাগবতে বলিয়াছেন বৈদ্য ধন্বন্তরি আয়ুর্ব্বেদের প্রকাশক ও তাঁহার যজ্ঞে ভাগ আছে এবং যাবৎ পৃথিবীতে যজ্ঞানুষ্ঠান থাকিবে তাবৎ তাঁহার পূজা হইবে। তিনি বিষ্ণুর অংশরূপে ধরায় অবতীর্ণ হইয়া লোকদিগকে আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা দিয়াছেন যথা—

স বৈ ভগবতঃ সাক্ষাদ্বিষ্ণোরংশাংশসম্ভবঃ।
ধন্বন্তরিরিতিখ্যাত আয়ুর্ব্বেদদৃগিজ্যভাক্॥

৩৪।৩৫ শ্লোকয়োঃ পরার্দ্ধং পূর্ব্বার্দ্ধঞ্চ।

তথা

ধন্বন্তরির্দীর্ঘতম আয়ুর্ব্বেদ প্রবর্ত্তকঃ।
যজ্ঞভুক্ বাসুদেবাংশঃ স্মৃতমাত্রার্ত্তিনাশনঃ॥

নবমস্কন্ধ ১৭অ ৪ শ্লোক।

গরুড়পুরাণে ইহাঁকে আয়ুর্ব্বেদের ও বিশ্বামিত্রের পুত্র সুশ্রুতের উপদেশকর্ত্তা গুরু বলিয়াছেন। সুতরাং ধন্বন্তরির ব্রাহ্মণত্ব সিদ্ধি হইতেছে।

যথা ধন্বন্তরির্বিংশে জাতঃ ক্ষীরোদমন্থনে।
দেবাদীনাং জীবনায় আয়ূর্ব্বেদমুবাচ হ॥
বিশ্বামিত্র সুতায়ৈব সুশ্রুতায় মহাত্মনে॥

১৪৬ অ ৪২ ও ৪২॥০ শ্লোক।

খিলহরিবংশে ইহাঁকে রাজা ও বৈদ্য বলিয়াছেন।

দ্বিতীয়ে দ্বাপরে প্রাপ্তে শৌনহোত্রিঃ স কাশিরাট্।
পুত্রকামস্তপস্তেপে ধন্বো দীর্ঘং মহত্তদা॥
তস্য গেহে সমুৎপন্নো দেবো ধন্বন্তরিস্তদা।
কাশিরাজো মহারাজঃ সর্ব্বরোগপ্রণাশনঃ॥

আয়ুর্ব্বেদে ও ধন্বন্তরিকে রাজা ও বৈদ্য বলিয়াছেন যথা।

দিবোদাসঃ ক্ষিতিপতিস্তপোধর্ম্মশ্রুতাকরঃ।
সুশ্রুতপ্রমুখান্ শিষ্যান্ শশাসাহতশাসনঃ॥

আয়ুর্ব্বেদ—

অগ্নিবেশধৃত আয়ুর্ব্বেদও ধন্বন্তরিকে ক্ষত্রকুলজাত বৈদ্য ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন। যথা—

অধীত্য চায়ুর্যো বেদমিন্দ্রাদ্ধন্বন্তরিঃ পুরা।
আগত্য পৃথিবীং কাশ্যাং জাতো বাহুজবেশ্মনি॥

নাম্না তু সোঽভবৎ খ্যাতো দিবোদাস ইতি ক্ষিতৌ।
ততো ধন্বন্তরির্লোকে কাশিরাজোঽভিধীয়তে॥
হিতায় দেহিনাং স্বীয়া সংহিতা বিহিতাঽমুনা।
অয়ং বিদ্যার্থিনো লোকান্ সংহিতাং তামপাঠয়ৎ॥
পিতুর্বচনমাকর্ণ্য সুশ্রুতঃ কাশিকাং গতঃ।
তেন সার্দ্ধং সমধ্যেতুং মুনিসূনুশতং যযৌ॥
অঙ্গীকৃত্য বচস্তেষাং নৃপতিস্তানুপাদিশৎ।
সুশ্রুতাদ্যাঃ সুসিদ্ধার্থাজর্গ্মুর্গেহং স্বকং স্বকম্॥

যে ব্রাহ্মণ পুত্রেরা তাঁহার নিকট প্রণত হইয়া যথাবিধানে শিষ্যত্ব গ্রহণ করিত তাহারা কি যাজক ব্রাহ্মণ এবং তাহারা কি পতিত হইবার নিমিত্ত চিকিৎসা শিখিতে আসিত? সকল ব্রাহ্মণ অধিক কি প্রধান প্রধান বৈদ্যেরাও যে তাঁহাকে ব্রহ্মাদির সহিত প্রণাম করিত তাহাও সুশ্রুতের প্রারম্ভেই দেখিতে পাওয়া যায় যথা "ওঁ নমো ব্রহ্মপ্রজাপত্যশ্বি-বলভিদ্ ধন্বন্তরি সুশ্রুত প্রভৃতিভ্যঃ। ওঁ অথাতো বেদোৎপত্তিং নামাধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ যথোবাচ ধন্বন্তরিঃ সুশ্রুতায়। অতঃ খলু ভগবন্তম-মরবরমৃষিগণপরিবৃতমাশ্রমস্থং কাশিরাজং দিবোদাসং ধন্বন্তরি মৌপ ধেনববৈতরণৌরভ্রপৌষ্কলাবত করবীর্য্যগোপুররক্ষিতসুশ্রুতপ্রভৃতয় ঊচুঃ ভগবন্নিত্যারভ্য তদ্‌ভগবন্তমুপপন্নাঃ স্ম শিষ্যত্বেনেতি।" ধন্বন্তরি পূজার্হ ব্রাহ্মণ না হইলে কদাপি ব্রাহ্মণদিগের বৈদ্যদিগের ও পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য পুত্রদিগের পূর্ব্বলিখিত আচার ব্যবহার শাস্ত্রে লিখিত হইত না।

এই সকল বচন দ্বারা ও পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ে লিখিত জাতিবিষয়ক বচন সকল দ্বারা অর্থাৎ বেদ স্মৃতি পুরাণ প্রভৃতি সমস্ত শাস্ত্র দ্বারা জানা যাইতেছে যে দিবোদাস ধন্বন্তরি জাতিবিভাগের পূর্ব্বে অর্থাৎ যে কালে যে কোন এক বংশ হইতেই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি চারি বর্ণেরই লোক

উৎপন্ন হইতে পারিত. যখন জাতি বা বর্ণ বিভাগ হয় নাই, সেই প্রাচীনকালে চন্দ্রবংশের ক্ষত্রিয় ভূপালগণের মধ্যে যে সকল ব্যক্তি ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন তাহাদিগেরই অন্যতম দীর্ঘতপা নামে ব্রাহ্মণের ঔরসে উদ্ভিজ্জবিদ্যাবতী জননীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়া বাল্যকাল হইতেই সর্ব্ববেদবিশারদ সর্ব্বরোগনাশনসমর্থ অতুল্য বৈদ্য হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনিই প্রথমে চিকিৎসার অতুল্য প্রভাবহেতুক অম্বষ্ঠ, ধন্বন্তরি, অমৃতাচার্য্য প্রভৃতি অন্যের অপ্রাপ্ত বহু উপাধি পাইয়াছিলেন। এবং ক্ষত্রিয় হইতে উৎপন্ন আর আর ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় ব্রাহ্মণ বলিয়াই উক্ত ও পূজিত হইতেন। এবং শ্রেষ্ঠ দেবতা ও ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় যজ্ঞের অংশ পাইতেন। অধিক কি মনুসংহিতাতেও ব্রাহ্মণাদি সমস্ত দ্বিজগণ কর্ত্তৃক ধন্বন্তরির নিত্য পূজার বিধান আছে। যে তাহা না করে সে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি দ্বিজ বলিয়াই উক্ত হইবে না। এই সকল প্রমাণ ও আমরা এস্থলে ক্রমে ক্রমে প্রদান করিতেছি। শ্রুতি বচন, স্মৃতির বিধান, পুরাণে পুরাকালের ব্যবহার এ সকল দেখান হইয়াছে এক্ষণে বর্ত্তমান ব্যবহার দেখাইলেই বোধ হয় আর সে সন্দেহ থাকিবে না।

অদ্যাপি প্রকৃত আর্য্যাচার দ্বিজেরা নিম্নলিখিত প্রকারে অন্যান্য দেবগণের সহিত প্রত্যহ ধন্বন্তরির পূজা করিয়া থাকেন। তাঁহার পূজা না করিয়া যে জল গ্রহণ করে সে অতিনিন্দিত বা দ্বিজাপসদ।

বৈশ্বদেবস্য সিদ্ধস্য গৃহ্যেঽগ্নৌ বিধিপূর্ব্বকম্।
আভ্যঃ কুর্য্যাৎ দেবতাভ্যো ব্রাহ্মণো হোমমন্বহম্ ॥ ৮৪
অগ্নেঃ সোমস্য চৈবাদৌ তয়োশ্চৈব সমস্তয়োঃ।
বিশ্বেভ্যশ্চৈব দেবেভ্যো ধন্বন্তরয় এব চ ॥ ৮৫
কুহ্বৈচৈবানুমত্যৈ চ প্রজাপতয় এব চ।
সহ দ্যাবা পৃথিব্যোশ্চ তথা স্বিষ্টকৃতেঽন্ততঃ ॥ ৮৬ মনু।

দ্বিজগণের প্রত্যহ কর্ত্তব্য বৈশ্বদেবের হোমমন্ত্র যথা—

অগ্নয়ে স্বাহা, সোমায় স্বাহা, অগ্নীষোমাভ্যাং স্বাহা, বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যঃ স্বাহা, ধন্বন্তরয়ে স্বাহা, কুহ্বৈ স্বাহা, অনুমত্যৈ স্বাহা, প্রজাপতয়ে স্বাহা, দ্যাবাপৃথিবীভ্যাং স্বাহা, অগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে স্বাহা।

বৈদ্যমধ্যে যে কেবল ধন্বন্তরিই এইরূপ সম্মানিত ও পূজিত হইতেন ও হইয়া থাকেন তাহা নয়, তদ্বংশীয় ও অপরাপর বৈদ্যবংশীয় সন্তানেরাও যে তত্তুল্য সম্মান চিরানুক্রমে পাইয়া আসিতেছেন তাহাও দেখিতেছি। যথা—

যত্রৌষধীঃ সমাগমৎ রাজানঃ সমিতাবিব।
বিপ্রঃ স উচ্যতে ভিষক্ রক্ষোহামিব চাতনঃ॥

ঋগ্বেদ ১০ মণ্ডল ৯৭ সূক্ত।

রাজারা যুদ্ধে যে রূপ রক্ষোঘ্ন শর প্রয়োগ করেন, সেইরূপ যে ব্রাহ্মণ রোগনাশক ওষধির প্রয়োগ করেন তাঁহাকে ভিষক্ বলা যায়। এস্থলে ঋগ্বেদে ভিষক্‌কে ব্রাহ্মণ বলা হইয়াছে।

মা বো রিষৎ খনিতা যস্মৈ চাহং খনামি বঃ।
দ্বিপাচ্চতুষ্পাদস্মাকং সর্ব্বমস্তনা তুরম্॥
ওষধয়ঃ সমবদন্ত সোমেন সহ রাজ্ঞা।
যস্মৈ কৃণোতি ব্রাহ্মণস্তং রাজন্ পারয়ামসি॥

ঋগ্বেদ—

হে ওষধি সকল, আমি তোমাদিগকে মূলের নিমিত্ত খনন করিতেছি বলিয়া তোমরা আমার হানি করিও না। পরন্তু এই মূলে আমার উদ্দিষ্ট প্রাণী দ্বিপাদ বা চতুষ্পাদ হউক যেন নীরোগ হয়। ওষধিরা আপনাদিগের রাজা সোমের সহিত কথায় বিজ্ঞাপন করিয়া বলিলেন—হে রাজন্, এই ব্রাহ্মণ যাহার নিমিত্ত মূল গ্রহণ করিতেছে তাহাকে আপনি রোগমুক্ত করুন। (এই মূল যে চিকিৎসার্থ কোন

চিকিৎসক বৈদ্য তুলিয়াছেন ও তিনি যে অম্বষ্ঠ তাহা বলা বাহুল্য।) দেখুন এখানেও বৈদ্যের প্রতি ব্রাহ্মণশব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। এতদ্দ্বারা জানা যাইতেছে যে বেদে বৈদ্যকে ব্রাহ্মণই বলিয়াছেন।

বেদে বৈদ্যকে রাজাও বলিয়াছেন যথা—

ত্বাং গন্ধর্ব্বা অখনং ত্বামিন্দ্র ত্বাং বৃহস্পতিঃ।
ত্বামোষেধ সোমো রাজা বিদ্বান্ যক্ষ্মাদমুচ্যতে॥

হে ওষধে, তোমাকে গন্ধর্ব্বেরা খনন করিয়াছিল, তোমাকে দেবরাজ ইন্দ্র খনন করিয়াছিলেন, তোমাকে দেবগুরু বৃহস্পতি (কোন কোন বৈদ্যের গোত্রভূত) খনন করিয়াছিলেন, এবং বৈদ্য রাজা সোম তোমাকে জানিয়া যক্ষ্মারোগ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। এখানে বিদ্বান্ পদের অর্থ—বৈদ্য।

এখানে গন্ধর্ব্ব জাতিকে, ইন্দ্রকে, বৃহস্পতিকে এবং চন্দ্রকে বৈদ্য বলা হইয়াছে। সর্ব্ববর্ণের নিদান ব্রহ্মা তাঁহার পুত্র অঙ্গিরাকে (যাহাঁর অপর নাম অথর্ব্বা) আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা দিয়াছিলেন এবং অঙ্গিরা স্বীয় পুত্র বৃহস্পতিকে সকল আয়ুর্ব্বেদ শিখাইয়াছিলেন, কোনও বিশেষ কারণে কেবল ইহাঁকে মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা শিক্ষা দেন নাই, তৎপরে কচ দ্বারা শুক্র হইতে তাহা অধিগত হইয়াছিলেন। এই জন্য বৃহস্পতিও বৈদ্য। ব্রহ্মার পুত্র অত্রি ব্রহ্মা হইতে পাইয়া তাহা স্বপুত্র চন্দ্রকে শিখাইয়াছিলেন। তাই চন্দ্র রাজা হইলেও বৈদ্য হইয়াছিলেন। এই চন্দ্রবংশে অনেক বৈদ্য উৎপন্ন হইয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ ধন্বন্তরিও চন্দ্রবংশীয়। ইহাঁরা সকলেই ব্রহ্মার বংশ ও সদ্গুণসম্পন্ন ব্রাহ্মণ।

এখনকার অজ্ঞ ব্রাহ্মণদের ভয় হয় যে পাছে বৈদ্য ব্রাহ্মণকে নমস্কার করিয়া ফেলেন, এজন্য বৈদ্যগণকে তাঁহাদিগের যজ্ঞোপবীত ধারণ না করিয়া সে শঙ্কা হইতে মুক্ত করণার্থ পরামর্শ দিয়া থাকেন।

কিন্তু পূর্ব্বে এই বঙ্গদেশেও এবং অদ্যাপি অন্যান্য দেশে ছয় জাতি দ্বিজ যজ্ঞসূত্র ধারণ করিয়া আসিতেছে, তাহাতে তাঁহাদের এ আশঙ্কা হইত না এবং এখনও হয় না। বিশেষ এই যে অন্যান্য দেশে বৈদ্যব্রাহ্মণকে অতি সম্মানিত ব্রাহ্মণব্রাহ্মণ ব্যতিরিক্ত সকলেই অগ্রে সম্মান করিয়া থাকেন। বৈদ্য পশ্চাৎ তাঁহার প্রতি সম্মান করেন। বৈদ্যব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণব্রাহ্মণ ব্যতিরিক্ত সকলেরই নমস্য। সামান্য ব্রাহ্মণের কথা কি মুনিগণও বৈদ্যগণকে নমস্কার করিয়া থাকেন। ধন্বন্তরিরন্যায় বৈদ্যমাত্র ব্রাহ্মণসাধারণের নমস্য যেহেতু তিনি অম্বষ্ঠ অর্থাৎ পিতৃস্থানীয়। অথর্ব্ব সংহিতাতে এ বিষয় স্পষ্ট লিখিত আছে যথা—

"গুরুবদ্ ভাবয়েদ্রোগী বৈদ্যং তস্য নমস্ক্রিয়াং।
মুনয়ো যদি গৃহ্লন্তি তে ধ্রুবং দীর্ঘরোগিনঃ॥

ঐ সংহিতাতে রূপকমুখেও বৈদ্যের উপকারিতা ও মাহাত্ম্য সূচিত হইয়াছে যথা—

'শরীরে জর্জ্জরীভূতে প্রাণৈঃ কণ্ঠগতৈ রপি।
ঔষধং জাহ্নবীতোয়ং বৈদ্যো নারায়ণঃ স্বয়ম্॥"

শরীর নিতান্ত জীর্ণ ও প্রাণ কণ্ঠাগত হইলে, যখন জীবনের কোনও সম্ভাবনা নাই তখন জাহ্নবী জলই ঔষধ, এবং স্বয়ং নারায়ণই বৈদ্য। এস্থলে রূপ্য রূপক ভাব দ্বারাও বৈদ্যের মাহাত্ম্য প্রতীত হইতেছে।

* মূর্দ্ধাভিষিক্ত, অম্বষ্ঠ, বৈদ্য প্রভৃতি ইহাদিগের জাতি নাম ও ইহাদিগের পূজনীয়তা সূচিত করিতেছে। মূর্দ্ধাভিষিক্ত অর্থ সমাজের সর্ব্বোপরিস্থ। অম্বষ্ঠ অর্থ পিতৃস্থানীয়, বৈদ্য অথাৎ সর্ব্ব বিদ্যায় নিপুণ। যে সমাজের সর্ব্বোপরি গণ্য ও পিতৃস্থানীয় হয় তাহাকে অন্য কোন্ ব্যক্তি নমস্কার করিতে না পারে?

* ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়াতে জাত মূর্দ্ধাভিষিক্ত নহে।

মহামুনি চরক বলিয়াছেন—

ইন্দ্রাগ্নী চাশ্বিনৌ চৈব স্তুয়ন্তে প্রায়শো দ্বিজৈঃ।
স্তূয়ন্তে বেদবাক্যেষু ন তথান্যাহি দেবতাঃ॥
অমরৈরজরৈস্তাবদ্ বিবুধৈঃ সাধিপৈ র্ধ্রু বৈঃ।
পূজ্যেতে প্রযতৈরেব মাশ্বিনৌ ভিষজাবিতি॥
মৃত্যু ব্যাধি জরাবশ্যৈ র্দুঃখ প্রায়ৈঃ সুখার্থিভিঃ।
কিং পুনর্ভিষজো মর্ত্ত্যৈঃ পূজ্যাঃ স্যুর্নাতি শক্তিতঃ॥
শীলবান্ মতিমান্ যুক্তো দ্বিজাতিঃ শাস্ত্রপারগঃ।
প্রাণিভিগু´রুবৎ পূজ্যঃ প্রাণাচার্য্যঃ সহি স্মৃতঃ॥
বিদ্যাঽসমাপ্তৌ ভিষজস্তৃতীয়া জাতি রুচ্যতে।
অশ্নুতে বৈদ্যশব্দং হি ন বৈদ্যঃ পূর্ব্বজন্মনা॥
বিদ্যা সমাপ্তৌ ব্রাহ্মং বা সত্ত্বমার্য্যমথাপি বা।
ধ্রুবমাবিশতি জ্ঞানাৎ তস্মাদ্ বৈদ্যস্ত্রিজঃ স্মৃতঃ॥
নাভিধ্যায়েন্ন চাক্রোশেদহিতং ন সমাচরেৎ।
প্রাণাচার্য্যং বুধঃ কশ্চিদিচ্ছন্নায়ুরনি ত্বরম্॥

বেদবাক্যে দেখা যায় দ্বিজগণ ইন্দ্রকে অগ্নিকে এবং অশ্বিনী-তনয়যুগলকে যেরূপ বহুলরূপে পূজা করিয়া থাকেন এরূপ আর কোনও দেবতাকে করেন না। যাহাদের মৃত্যু নাই, জরা নাই, হ্রাস বৃদ্ধি নাই এবং যাহারা বিশিষ্টরূপ বুদ্ধি সম্পন্ন এরূপ দেবতারা যখন তাঁহাদিগের অধিপতি ইন্দ্রের সহিত প্রযতভাবে অশ্বিনী-কুমারদ্বয়কে ভিষক্ বলিয়াই পূজা করিয়া থাকেন তখন যাহাদিগের মৃত্যু, ব্যাধি ও জরার অধীন হইয়া প্রায়ই দুঃখ ভোগ করিতে হয়, যাহারা সুখী হইতে ইচ্ছা করে, এরূপ মানবেরা কেন না বৈদ্যগণকে যথাশক্তি পূজা করিবে? প্রাণের নিমিত্ত সচ্চরিত্র বুদ্ধিমান্ যুক্তিজ্ঞ বহু শাস্ত্রজ্ঞ যে ব্রাহ্মণের শরণাপন্ন হইতে হয় তিনি অবশ্যই প্রাণি-

গণের গুরুর ন্যায় পূজ্য। বিদ্যার অসমাপ্তিকালে ভিষকেরা ব্রাহ্মণবর্ণের মধ্যে—তৃতীয় জাতি বলিয়া কথিত হন বটে, কিন্তু তাঁহার যখন বৈদ্য এই উপাধি (বিদ্যাসমাপ্তি হেতুক) হয়, তখন তাঁহার পুনরায় আর একটী জন্ম হয়। বিদ্যাসমাপ্তিতে ঐ জন্ম হয় এবং ব্রহ্মতেজ বা আর্য্যতেজ তাঁহাতে অনুপ্রবিষ্ট হয়; তিনি তখন ত্রিজ হন অর্থাৎ সামান্য দ্বিজগণ অপেক্ষা সমধিক শ্রেষ্ঠ ও সকলের পূজনীয় হন। যিনি দীর্ঘ আয়ু কামনা করেন তিনি কদাপি ঐ বৈদ্যের অনিষ্ট চিন্তা করিবেন না, তাঁহার প্রতি পরুষ ভাষা ব্যবহার করিবেন না, এবং তাঁহার কোনও অনিষ্ট চেষ্টা করিবেন না।" অতএব বৈদ্যকে নমস্কার করিতে যাহারা সঙ্কুচিত হয় তাহারা অজ্ঞ, অশাস্ত্রজ্ঞ ও আর্য্যাচার বিরোধী। যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতার ১৫৩ শ্লোকেও লিখিত আছে "বিপ্রা হি ক্ষত্রিয়াত্মানো নাবজ্ঞেয়াঃ কদাচন। আমৃত্যোঃ শ্রিয়মাকাঙ্ক্ষেন্ ন কঞ্চিন্ মর্ম্মণি স্পৃশেৎ॥" রক্ষাকারী ব্রাহ্মণগণকে কদাপি অবজ্ঞা করিবে না। যাবৎ কাল বাঁচিবে তাবৎকাল তাঁহাদিগের মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা করিবে। কখনও তাঁহাদের মর্ম্মপীড়া দিবে না। বৈদ্যেরা যে ব্রহ্মক্ষত্রিয় বা রক্ষাকর্ত্তা ব্রাহ্মণ তাহা গ্রন্থের সর্ব্বত্রই প্রতিপন্ন হইবে। কাহারও কাহারও যদি এখনও সন্দেহ থাকে তাহাও শীঘ্র অপনোদিত হইবে।

মহাভারত, মনু প্রভৃতিতেও সামান্য ব্রাহ্মণ অপেক্ষা বৈদ্যগণকে শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। (পূর্ব্বপূর্ব্ব পৃষ্ঠা দেখুন)

বৈদ্যদিগের জাতীয়সম্মান বিষয়ে শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণ বচন সকল দেখাইলাম এক্ষণে প্রচলিত ব্যবহার ও প্রত্যক্ষ প্রমাণ সকল দেখাইতেছি। সংস্কার মাত্রেই হোমকার্য্যে বৈদ্যের পূজা করার প্রথা শাস্ত্রে আছে এবং তদনুসারে ব্যবহারও আর্য্যসমাজে প্রচলিত আছে। তাহা দেখিয়াও যদি কেহ বুঝিয়া না থাকেন এজন্য শাস্ত্র

সহকারে দেখাইতেছি। স্মৃতিতে বিধান আছে যে উপনয়নাদিকালে তদর্থকৃত বেদিতে ব্রাহ্মণও বৈদ্যগণকে আলিখিত করিয়া তাহাদিগকে স্নান করাইয়া পূজাদি করিতে হয় এবং তাদৃশ করার প্রথাও আছে লোকে দেখিয়া থাকেন। যথা সুশ্রুত সংহিতা।

"প্রশস্ত তিথি করণ মুহূর্ত্তনক্ষত্রেষু প্রশস্তায়াং দিশি শুচৌদেশে চতুর্হস্তং গোময়েন স্থণ্ডিলমুল্লিখ্য দর্ভৈঃ সংস্তীর্য্য পুষ্পৈর্লাজ ভক্তৈ রত্নৈশ্চ দেবতাঃ পূজয়িত্বা বিপ্রান্ ভিষজশ্চ তত্রালিখ্যাভ্যুক্ষ্য চ দক্ষিণতো ব্রাহ্মণং স্থাপয়িত্বাঽগ্নিমুপসমাধায়" ইত্যাদি সুশ্রুত বচনানুসারে প্রশস্ত তিথি করণ মুহূর্ত্ত ও নক্ষত্রে প্রশস্ত দিকে পবিত্র স্থানে চারি হস্ত পরিমিত বেদি গোময়দ্বারা লিপ্ত করিয়া তদুপরি কুশ বিস্তার করিয়া পুষ্প, আর্দ্র আতপতণ্ডুলের অন্ন ও অন্যান্য খাদ্য দ্রব্যদ্বারা দেবতাদিগকে পূজা করিয়া ব্রাহ্মণ ও ভিষক্‌দিগকে তথায় আলিখিত ও জলদ্বারা অভিষিক্ত করিয়া তাহার দক্ষিণ দিকে ব্রাহ্মণকে বসাইয়া অগ্ন্যাধান পূর্ব্বক ইত্যাদি বলিয়া শেষে শিষ্যের উপনয়ন সংস্কার করিবে। কেবল যে উপনয়ন কালেই বৈদ্যের এইরূপ পূজার বিধান আছে এরূপ নয়, সংস্কার মাত্রেই এইরূপ বিধান স্মার্ত্তেরা করিয়াছেন। রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যও মলমাসতত্ত্বে বলিয়াছেন যে "উদগয়নে আপূর্য্যমাণে পক্ষে পুণ্যাহে" ইত্যাদি পারস্কর বচন কর্ম্ম মাত্রে পরিভাষিত। ফল, তাহা ব্যতিরেকে "আপূর্য্যমাণে পক্ষে কল্যাণে নক্ষত্রে চূড়াকর্ম্মোপনয়ন গোদান বিবাহাঃ" এই আশ্বলায়নের বচনটী সঙ্গতই হয় না। এক্ষণে দেখুন যখন পৃথিবীর সমস্ত শাস্ত্রে বৈদ্যমাত্রের এত সম্মান ও গৌরব প্রাচীনেরা করিয়াছেন এবং মন্বাদিও যখন সেই সমস্ত বেদবাক্যেরই অনুবাদ করিয়াছেন তখন তাঁহাদিগের হেয়তা মন্বাদি শাস্ত্র হইতে কেহই প্রতিপাদন করিতে পারেন না। আধুনিক কুল্লূকভট্টাদি বৈদ্যের

প্রতি বিদ্বেষবশতঃ তাদৃশ ব্যাখ্যার চেষ্টা করিয়া নিজেরই মন্দবুদ্ধিতা প্রদর্শনপূর্ব্বক মহামান্য ভগবান্ মনুর সমস্ত বচনকে পরস্পর বিরোধী ও সমস্ত গ্রন্থখানিকে অসঙ্গত, প্রমাদদোষে দূষিত ও নিজের ন্যায় অসার-রূপে প্রতীয়মান করাইয়াছেন। কেবল মনুসংহিতাকে নয়, তাঁহারা মনুর এই ব্যাখ্যা দ্বারা সমস্ত শাস্ত্রের অর্থ দূষিত করিয়াছেন এবং সকল শাস্ত্রকে পরস্পর বিসংবাদী, দুর্জ্ঞেয় ও অতীব জটিল করিয়া তুলিয়াছেন।

প্রচলিত ব্যবহারের আরও একটী উদাহরণ দেখাইতেছি। বহু-কাল হইতে প্রচলিত প্রথানুসারে বর্ত্তমান কালেও অনেক অনেক বৈদ্যমণ্ডলী দেশের সর্ব্বত্র ব্রাহ্মণ বলিয়াই চলিয়া আসিতেছেন, বরং ব্রাহ্মণদের মধ্যে প্রধান বলিয়াই বিদিত আছে। পশ্চিম প্রদেশের ও উত্তর পশ্চিম প্রদেশের বৈদ্ ব্রাহ্মণেরা বা বৈদ্যেরা এইরূপ। বঙ্গীয় বৈদ্যদিগকে হিন্দুস্থানী শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা ব্রাহ্মণ বলি-য়াই জানেন। অদ্যাপি তাঁহাদিগের অন্যান্য ব্রাহ্মণদিগের সহিত ভোজ্যান্নতা চলিত আছে। তাঁহারা আপনাদিগকে পরস্পর বিভিন্ন বলিয়া মনে করেন না। আমার একজন প্রিয়বন্ধু শ্রীযুক্ত গোপাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ফুলের মুখটী, বিষ্ণু ঠাকুরের সন্তান সুতরাং শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর কুলীন। ইনি স্বধর্ম্মে বিশিষ্ট নিষ্ঠাবান ও ধর্ম্মজ্ঞ বলিয়া সাধুজন সমাজে বিদিত আছেন। প্রয়োজন বশতঃ তিনি অনেক দিন পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। একদা রায় লছমীপৎ বাহাদুর তাঁহার জমীদারির মধ্যে বাতাসন পরগণায় উচ্ছৃঙ্খলতা-নিবন্ধন নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইলে, তিনি তাঁহার ঐ পরগণা সুশাসিত করিয়া তাঁহার উপকার করিতে ইচ্ছা করিয়া বলিলেন, দেখ আমি তোমার জমিদারির সুশৃঙ্খলা করিয়া দিব কিন্তু তুমি আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কর্ত্তৃত্ব প্রকাশ করিবে না। আমি যাহা বলিব তাহাই তোমাকে স্বীকার করিতে হইবে। রায় লছমীপৎ তাঁহার প্রকৃতি

বিশিষ্টরূপে অবগত ছিতেন ও তাঁহাকে গুরুর ন্যায় সম্মান করিতেন. একারণ তাহাতেই সম্মত হইলে তিনি অল্পদিনের মধ্যেই প্রজাদিগের প্রতি যথোচিত ব্যবহারে ঐ পরগণা শাসিত করিয়া বিস্তর লাভ উৎপাদন করিয়া দিলেন। ঐ উপলক্ষে তাঁহাকে সময়ে সময়ে তৎপ্রদেশীয় নানা স্থানে গমন করিতে হইয়াছিল। একদা যখন তিনি প্রথমে এক বৈদ্য ব্রাহ্মণের গৃহে অন্যান্য ব্রাহ্মণগণের সহিত মধ্যাহ্ন-ভোজনে নিমন্ত্রিত হন তখন তিনি তৎপ্রদেশীয় ও বঙ্গদেশীর আর আর ব্রাহ্মণগণের সহিত গমন করিলেন, কিন্তু ভোজনকালের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে যখন শুনিলেন ঐ নিমন্ত্রকেরা বৈদ্য অথচ লুচি তরকারি প্রভৃতি আপনারাই প্রস্তুত করিয়া পরিবেশন করিতেছেন তখন তিনি সাতিশয় বিস্ময় সহকারে সেখানে আহার করিবেন কি না এ বিষযে সন্দি-হান হইলেন। শ্রীমান্ গোপালের নিবাস বঙ্গদেশে বলিয়াই তাঁহার ঐরূপ সন্দেহ হইয়াছিল। এস্থলে ইহা মনে রাখিবেন যে ঐ প্রদেশে পক্ক তণ্ডুলান্ন অপেক্ষা অব্রাহ্মণের ব্যঞ্জন আহা-রই জাতি নাশের কারণ হইয়া থাকে। গোপালের এইরূপ দ্বিধা দেখিয়া তত্রত্য ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে 'এদেশে বঙ্গ দেশের ন্যায় ব্রাহ্মণ হইতে বৈদ্যকে প্রভেদ করার প্রথা নাই। এই প্রথা তাঁহাদিগের চিরকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। এদেশীয় বড় বড় কুলীন ব্রাহ্মণেরাও ইহঁাদিগের অন্ন গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইহঁারা সকলের অন্ন গ্রহণ না করিলেও শাস্ত্রানুসারে বৈদ্যব্রাহ্মণদের অন্ন সকল ব্রাহ্মণেই গ্রহণ করিতে পারেন।' ঐ দিন হইতে তিনি পশ্চিম প্রদেশীয় বৈদ্যদিগের অন্ন গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। আমার পরম মিত্র ঐ দেশীয় অপর একজন সুব্রাহ্মণ আমার জ্যেষ্ঠ পুত্রের সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহ সংবন্ধ করিতে চাহিয়াছিলেন। ফলতঃ পশ্চিমপ্রদেশস্থ লোকেরা বৈদ্যদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়াই জানেন।

তাঁহারা এদেশীয় ব্রাহ্মণদের ন্যায় শাস্ত্রহীন ও বিদ্বেষবান্ নহেন। মহারাষ্ট্রের বৈদ্যগণের মধ্যেও ধন্বন্তরি গোত্রীয় উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণ বলিয়া বিদিত আছেন। তাঁহারাও এক্ষণে নিরগ্নি হওয়াতে প্রায় সকলেই দশাহ অশৌচগ্রহণ করিয়া থাকেন। উত্তর-পূর্ব্বে আসাম প্রভৃতি দেশে আমি কার্য্যোপলক্ষে বহুদিবস ছিলাম। সে প্রদেশের বৈদ্যেরা বৈদ্যশব্দের অপভ্রংশ 'ব্যাজ' নামে প্রসিদ্ধ এবং বৈদ্যমধ্যে প্রধান ব্রাহ্মণ বর্ণীয় বৈদ্যেরা 'ব্যাজবড়ুয়া' নামে প্রসিদ্ধ। এই ব্যাজ-বড়ুয়ারা উত্তম চিকিৎসক এবং ব্রাহ্মণগণের মধ্যে অদ্যাপি প্রধান হইয়াই আছেন। ইহাঁরাও ধন্বন্তরি গোত্রীয় এবং দেবশর্ম্ম উপাধি ধারণ করেন। যদি কাহারও জানিতে ইচ্ছা হয় তবে গৌহাটীর শ্রীযুক্ত কবিরাজ সূর্য্যকুমার দেবশর্ম্মা বা চন্দ্রকুমার দেবশর্ম্মা ব্যাজবড়ুয়া মহাশয়দিগের নিকট অথবা তত্রত্য অধিবাসীদের নিকট জানিতে পারেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে রাজ্যভার না লইলে ইহাঁরা সেন, গুপ্ত, প্রভৃতি ব্রহ্মক্ষত্রিয় উপাধি ধারণ করিতেন না, সুতরাং কেবলমাত্র চিকিৎসা কর্ম্মাবলম্বী এই অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণেরা অদ্যাপি প্রাচীন প্রথাক্রমে ব্রাহ্মণ সাধারণ দেবশর্ম্মা উপাধিই ধারণ করিতেছেন। উপরি উক্ত এই সমস্ত বৈদ্যেরা আপনাদিগের নামান্তে দেব ও শর্ম্ম শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন। পঞ্জাবের সন্নিহিত সুকেতমুণ্ডী নামক প্রদেশের ব্রাহ্মণেরা অম্বষ্ঠ এবং আপনা-দিগকে ব্রহ্মক্ষত্রিয় বা ক্ষত্রিয় ধর্ম্মাবলম্বী ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। বঙ্গে শ্রীখণ্ডের অনেক বৈদ্য অদ্যাপি ব্রাহ্মণকর্ম্ম করিয়া থাকেন ও ব্রাহ্মণসম্মান পাইয়া থাকেন। তাঁহারা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি শিষ্যদিগকেও মন্ত্র উপদেশ করিয়া থাকেন। ঐ শিষ্যেরা ইহাঁদের প্রসাদও অকুণ্ঠিত চিত্তে গ্রহণ করেন। ঐ নদীয়া জেলার ভাজনঘাট ও যশোহর জেলার বোধখানা গ্রামের বৈদ্যেরাও ব্রাহ্মণা-

চারস্থিত ও ব্রাহ্মণবৎ পূজিত হইয়া থাকেন। তাঁহাদিগের প্রায় সকলেরই ব্রাহ্মণ জাতীয় শিষ্য সম্প্রদায় আছে। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন বৈষ্ণবগুরু গুরুই নয়, ও তাঁহারা জাতি মানেন না, এটী তাঁহাদের বুদ্ধিরই ভ্রম বলিতে হইবে। তাঁহারা সকলেই জাতিবাদ বিশিষ্টরূপে মানিয়া থাকেন এবং বিষ্ণুর উপাসনা যে সনাতন ব্যবহার সিদ্ধ তাহা বিজ্ঞ লোকে অস্বীকার করেন না। বিষ্ণুপাসক গুরু যদি গুরু নন তবে কি ভূতোপাসক বা অর্থোপাসক গুরুরাই গুরু? মেদিনীপুর জেলার বৈদ্যেরা তদ্দেশবাসিগণ কর্ত্তৃক যথার্হরূপে বৈদ্যব্রাহ্মণ বলিয়া কথিত হন। উড়িষ্যা প্রদেশেও বৈদ্যেরা ব্রাহ্মণ হইতে পৃথক্ বর্ণ বলিয়া গণিত হয় না। এই সমস্ত বৈদ্যগণের গোত্র ও বঙ্গের বৈদ্যগণের গোত্র সকল ভিন্ন নহে। ক্বচিৎ অন্য গোত্রীয়ও দৃষ্ট হয় যাহা বঙ্গে দেখা যায় না। মেদিনীপুর ও উড়িষ্যার বৈদ্যদিগের উপাধিও এখানকার ন্যায় কর, ধর, গুপ্ত ইত্যাদি দৃষ্ট হয়। ইহাঁরা তদতিরিক্ত শর্ম্মা উপাধিও ব্যবহার করিয়া থাকেন। বোধ হয় নিম্নোক্ত চারিপ্রকার বৈদ্যদিগেরই কিয়দংশ ব্রাহ্মণদের উৎপীড়নে এদেশ পরিত্যাগ করিয়া উক্তদেশে আশ্রয় লইয়া ছিলেন। উহাঁদের কুলপঞ্জিকায় পূর্ব্ব প্রথাক্রমে অদ্যাপি নিম্নলিখিত শ্লোক পঠিত হয় যথা "করশর্ম্মা ভরদ্বাজাদ্ধরশর্ম্মা পরাশরাৎ। মৌদ্গল্যাদ্ দাসশর্ম্মাচ গুপ্তশর্ম্মা চ কাশ্যপাৎ ॥" অর্থাৎ করোপাধিক বৈদ্যেরা ভরদ্বাজ গোত্রীয়, ধরোপধিকেরা পরাশর গোত্রীয়, দাসোপাধিকেরা মৌদ্গল্য গোত্রীয়,ও গুপ্তোপাধিকেরা কাশ্যপ গোত্রীয়। এখানকার করধরাদির গোত্রও উহাদের সহিত অভিন্ন। কিন্তু দুই স্থলে দুইদল সম্পূর্ণ ভিন্নদশাপন্ন। তাঁহারা ব্রাহ্মণ বলিয়া বিদিত, কিন্তু ইহাঁরা দুষ্ট ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক অন্যায়রূপে জাতিভ্রষ্ট বলিয়া খ্যাপিত। ইহাঁদের আনীত ব্রাহ্মণসন্তানেরাই ইহাঁদের এই দুর্গতি করিয়াছে।

আর্য্যরাজত্বাবসানে বৈদ্যব্রাহ্মণদের প্রতি অপর সাধারণ ব্রাহ্মণদের কৃত অত্যাচার, পূর্ব্বদেশস্থ বহু বৈদ্যের জাত্যন্তর প্রবেশ, দেশত্যাগ অথবা উপবীত ত্যাগে

আত্মত্রাণ।

এইরূপে দেখা যায় যে ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্র বৈদ্য ও যাজক উভয় সম্প্রদায়ই চিরকাল হইতে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত ও পূজিত হইয়া আসিতেছেন। বঙ্গদেশেও বৈদ্যরাজত্ব পর্য্যন্ত তদ্বিষয়ে বিসংবাদ ছিল না, কেবল বৈদ্যগণের রাজত্ব লোপের পর হইতে এই বিসংবাদ উপস্থিত হইয়া আসিতেছে। অদ্যাপি বৈদ্যেরা ব্রাহ্মণত্বের দাবি করিয়া থাকেন কিন্তু ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদিগকে সে সম্মান দিতে চাহেন না, প্রত্যুত অব্রাহ্মণ বলিয়া প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেন। ইহাঁদের রাজত্ব নাশের পর ইহাদিগের প্রতি যাজক ব্রাহ্মণদের অত্যাচার ও তাঁহাদের জাতিনাশের চেষ্টা হইয়াছিল। যজ্ঞার্থ তাঁহাদিগেরই আনীত ও সংকৃত বঙ্গের ব্রাহ্মণ সন্তানগণ হইতেই তাঁহাদের জাতি লোপের চেষ্টা হইয়াছিল ও হইতেছে। যজ্ঞকার্য্যে অপারগ তদানীং অপমানিত দেশীয় ব্রাহ্মগণও তাহাতে সহায়তা করিয়া আসিতেছেন। যাঁহারা রাজকুলের যত নিকটবর্ত্তী তাহাঁরাই ইহাদের নিকট তত অধিকতররূপে তিরস্কৃত হইয়াছেন। পূর্ব্ব প্রদেশের অনেকে ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যে পলায়ন করিয়া জাতিরক্ষা করিয়াছেন, অনেকে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া রক্ষা পাইয়াছেন। বল্লালকুলের বৈদ্যেরা শূদ্রেবৎ নিরুপবীত হইয়া তবে ত্রাণ পাইয়াছেন। এইরূপে বৈদ্যেরা মুসলমান আক্রমণের পর

১০।১২ বৎসর অরাজকতার বাহিরে মুসলমানদেরও ভিতরে পূর্ব্ব দেশীয় যাজকদের তাড়না সহ্য করিয়াছিলেন। মুসলমানদের প্রভুত্ব স্থাপিত হইলে এবং বৈদ্যেরা তাহাদের অধীন হইয়া রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইলে ব্রাহ্মণেরা আর তাঁদের প্রতি সেরূপ দৌরাত্ম্য করিতে পারেন নাই বটে, কিন্তু তাহা হইতে নিবৃত্তও হন নাই তাঁহারা কথকতামুখে আপনাদের উচিত মিথ্যা শাস্ত্র প্রচার দ্বারা বৈদ্যগণের লোপ বলিতে ও তাঁহাদের জাতিনাশ সাধন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই উপদ্রব ক্রমে পশ্চিমস্থ বৈদ্যদের প্রতিও আরম্ভ হইয়াছিল কিন্তু ইঁহাদের উপর তাদৃশ অত্যাচার করিতে পারেন নাই।

নৃপবংশীয় ও তৎ সংপর্কীয় বৈদ্যেরা এইরূপে উপদ্রুত পলায়িত ও বর্ণান্তর্নিবিষ্ট হওয়াতে বঙ্গে বৈদ্যের সংখ্যা এত অল্প হইয়াছে। যাঁহারা আছেন তাঁহাদিগকে ঐ ব্রাহ্মণদেরই কেহ কথন ক্ষত্রিয়, কেহ কেহ বৈশ্য ও কেহ কেহ বা শূদ্র পর্য্যন্ত ও বলিতে ক্রটী করেন না। বিজ্ঞ, শাস্ত্রজ্ঞ, ও প্রকৃত ব্রাহ্মণ ধর্ম্মাক্রান্ত ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কোনও ব্রাহ্মণ বৈদ্যগণকে ব্রাহ্মণ বলিতে চান না। বঙ্গে এরূপ প্রকৃত ব্রাহ্মণদের সংখ্যাও নিতান্ত অল্প। যাহা হউক ভারতের অন্যান্য সমস্ত দেশে যদি ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য অভিন্ন; আর যদি সর্ব্ব প্রধান বৈদ্যস্থান বঙ্গেই ব্রাহ্মণ হইতে বিভিন্ন, অথচ ব্রাহ্মণাকার বৈদ্য নামে এক জাতি থাকে, তবে যে বৈদ্যেরা আর্য্যরাজত্বের শেষ পর্য্যন্ত বঙ্গেও ব্রাহ্মণ বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন সেই বৈদ্যেরাই যে বঙ্গের যাজকগণ কর্ত্তৃক আজ হীনবর্ণ বলিয়া কথিত হইতেছেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ হয় না; কারণ সেই বৈদ্য ব্যতীত অন্য কোনও জাতি এখন বৈদ্য জাতি বলিয়া বিদিত নহেন। পরন্তু এতাদৃশ বৈদ্যের সংখ্যাই পৃথিবীতে অল্প। জাতিহীন সূত্রধারী ভণ্ডেরা অল্পে অল্পে এই বৈদ্যগণের সন্তানগণকে বৈশ্য কায়স্থাদি

জাতিতে ভ্রষ্ট করিয়াছেন। বঙ্গে কায়স্থ ও ব্রাহ্মণের সংখ্যা এত অধিক ও বৈদের সংখ্যা এত অল্প হইবার কারণ এই সকল প্রত্যক্ষ প্রমাণ ব্যতীত আর কি হইতে পারে? আমরা মিষ্টার রিপ্‌লি সাহেব কৃত ইংরাজি ১৮৮১খৃঃ অব্দের ভিন্নভিন্ন জাতির লোকসংখ্যার তালিকায় দেখিলাম সমুদায় বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণের সংখ্যা ২৮,০৪,৮০৫ ; কায়স্থ সংখ্যা ১৪,৪৯,১৩৬ ; বঙ্গের অন্তর্গত বেহার দেশের বাভন জাতির (সম্ভবতঃ মূর্দ্ধাভিষিক্ত ও অম্বষ্ঠ জাতির) সংখ্যা ১১,০০,৪২৩ ; কিন্তু বঙ্গীয় বৈদ্য-জাতির সংখ্যা সমুদায়ে ৭৮,৩৪৫ মাত্র *। অতএব ব্রাহ্মণসংখ্যা বৈদ্য সংখ্যার প্রায় ৩৬ গুণ ; কায়স্থ সংখ্যা বৈদ্য সংখ্যার প্রায় ১৮৷৷০ গুণ এবং বাভন সংখ্যা বৈদ্য সংখ্যার প্রায় ১৪৷৷০ গুণ। বাভন, বৈদ্য ও কায়স্থ সংখ্যা একত্র করিলেও ব্রাহ্মণ সংখ্যার তুল্য হয় না। তথাপি ব্রাহ্মণ ২৬,১৮,৫০৪ সংখ্যার, অধিক থাকে। সকল জাতিই একটা নির্দ্দিষ্ট সময় হইতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছে। যখন বৈদ্যরাজা কর্ত্তৃক কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণেরা আনীত হইয়াছিলেন তখন তাঁহাদের সংখ্যা ৫ মাত্র ছিল, তদ্দেশীয় কায়স্থ সংখ্যাও ৫ মাত্র ছিল। ঐ সময়ে এ দেশের বৈদ্যসমাজ যে বহু বিস্তৃত ও বহু সংখ্যক লোকে সংগঠিত ছিল তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। অথচ এক্ষণে বৈদিক, মধ্যশ্রেণী

---

* এই সংখ্যা মধ্যে নিম্নলিখিত বঙ্গদেশীয় সমুদায় জেলার লোকসংখ্যা আছে, যথা—

বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান, বীরভূম, মেদিনীপুর, হুগলি, হাওড়া, ২৪ পরগণা, নদীয়া, যশোর, খুলনা, মুরশিদাবাদ, দিনাজপুর, রাজসাহী, রঙ্গপুর, বগুড়া, পাবনা, দার্জ্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কুচবেহার, ঢাকা, ফরিদপুর বাকরগঞ্জ, চাটগাঁ, নওয়াখালি, টিপারা, চাটিগাঁ পর্ব্বত্যদেশ, পাটনা, গয়া, সাহাবাদ, মজঃফরপুর, দ্বারভাঙ্গা, সারঙ্গ, চম্পারণ, মুঙ্গের, ভাগলপুর, পূর্ণিয়া, মালদ, সাঁওতাল পরগণা, কটক, পুরী- বালেশ্বর, করদ-রাজ্য, হাজারিবাগ, লোহারডগা, সিংহভূম, করদরাজ্য, মৈমনসিংহ।

ও সপ্তশতী ব্রাহ্মণ বাদেও কেবল রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণসংখ্যাও ১২০০,০০০ বার লক্ষ হয়। এই কাল মধ্যে ইহাঁদের সংখ্যা এত অধিক হইল অথচ বৈদ্য সংখ্যা এককালে অল্প (পৌনে এক লক্ষ মাত্র) হইয়া গেল, ইহা নিতান্ত অসম্ভব। কেবল বৈদ্যজাতির মধ্যে কখন এমন মারীভয় হয় নাই বা জন্ম সংখ্যাও এত অল্প হয় নাই যে সংখ্যা বিষয়ে এরূপ বৈসাদৃশ্য ঘটিতে পারে। পাঁচ মাত্র ব্রাহ্মণের সন্তান সংখ্যায় এত অধিক হইল অথচ বহু সহস্র বৈদ্যের সন্তান সংখ্যা এরূপ মুষ্টিমেয় হইল এ ঘটনার কারণ কোন জাতির মধ্যে ইহাদের অন্তর্নিবেশ ভিন্ন কোন ক্রমেই ঘটিতে পারে না। সকল জাতি অপেক্ষা ব্রাহ্মণের সংখ্যাই অধিক, আর সে দিনও বৈদ্যদিগকে ব্রাহ্মণবর্ণের অন্তর্নিবিষ্ট দেখা গিয়াছে, এবং অদ্যাপি কত কত স্থলে দেখা যায়, সুতরাং এক্ষণে ইহাঁদের বঙ্গ ভিন্ন অন্যান্য দেশে ব্রাহ্মণ বর্ণেরই অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া থাকাই অধিকাংশে সম্ভব। এইরূপে বঙ্গদেশের বৈদ্যগণ স্বজাতীয়গণ হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়াতে এবং ঐ স্বজাতিগণ কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণ-দল পুষ্ট হওয়াতেই ব্রাহ্মণজাতির এত আধিক্য বোধ হয়। যাঁহারা রাজ-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহারা তদ্ধেতুক ক্ষত্রধর্ম্মাবলম্বী ব্রাহ্মণ,-ক্ষাত্রোপেত দ্বিজাতি, ব্রহ্মক্ষত্র বা ব্রহ্মক্ষত্রিয় বলিয়াই উক্ত হইতেন এবং তাহাদিগকে ব্রাহ্মণধর্ম্মীয় রাজা বলিয়াই সকলে স্বীকার করিতেন, ইহা পূর্ব্বাবধি দেখাইয়া আসিতেছি। চন্দ্রবংশীয় ধন্বন্তরিও এইরূপ ব্রাহ্মণ রাজা ছিলেন। চিকিৎসাবলম্বী অথচ রাজা নয় এরূপ অম্বষ্ঠেরাও যে চিরকাল ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ বলিয়া পূজিত তাহাও প্রদর্শন করিয়াছি। অম্বষ্ঠ শ্রেণীর বংশে জাত অনেক ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণ হইয়া মন্ত্রোপদেশ প্রভৃতি কার্য্যও করিতেন এবং অদ্যাপি কোন কোন স্থলের বৈদ্যেরা ব্রাহ্মণ শিষ্যদিগকেও উপদেশ করেন তাহাও দেখাইয়াছি। অম্বষ্ঠ ও মূর্দ্ধাভিষিক্তের বংশে জাত ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণেরাই

যে অদ্যাপি ধরাতলে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিতেছেন তাহাও দেখাইয়াছি। কেবল ইঁহারা বৈদ্য (ব্রাহ্মণ) বলিয়া সাধারণ ব্রাহ্মণ হইতে বিশিষ্ট হইতে চান এইমাত্র। অতএব ব্রাহ্মণ মূর্দ্ধাভিষিক্ত ও অম্বষ্ঠ এ তিনে বাস্তবিক কোনও প্রভেদ নাই। কেবল দুষ্কর্ম্মতা হেতুকই ইহাঁরা নিন্দিত বা পতিত হইয়া থাকেন। পাতিত্যাপাতিত্যনির্ণয় কার্য্য দর্শনেই হইয়া থাকে। কিন্তু বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ জাতির মধ্যে যত প্রকার দুষ্কর্ম্ম ও নীচতা প্রবেশ করিয়াছে, সদ্ ব্রাহ্মণ বলিয়া বিদিতেরাও যেরূপ নীচ ও দুষ্কর্ম্মা, বৈদ্য মধ্যে অতি নিকৃষ্টও তাদৃশ : নীচাশয়, দুষ্কর্ম্মা বা মূর্খ নহে। ইহাই ইহাদের শ্রেষ্ঠতার জাজ্বল্যমান প্রমাণ অদ্যাপি বর্ত্তমান। আর নীচ-কর্ম্মতাই ব্রাহ্মণদের নিকৃষ্টতার কারণ। বৈদ্য ব্রাহ্মণের তেজ, আত্মমর্য্যাদা, জ্ঞান ও আত্ম-নির্ভরতা প্রভৃতি সদ্‌গুণ আজও তাঁহাকে দীপ্ত মণির ন্যায় দেখাইয়া দেয়। এই জন্যই আমরা অব্রাহ্মণোচিত,দুষ্কর্ম্মা বলিয়া বিদিত, জাতিবিদ্বেষী মেধাতিথি কুল্লুক প্রভৃতিরই দুর্ব্রাহ্মণত্ব বলিতেছি। সাধু ব্রাহ্মণের নিন্দা করি নাই। বল্লাল সেন প্রভৃতি অম্বষ্ঠেরা যে কতদূর উচ্চাশয় মূর্দ্ধাভিষিক্ত ব্রাহ্মণ ছিলেন তাহা তাঁহাদের রাজত্ব দ্বারাই জানা যাইবে। তাঁহাদের সাধুতা সর্ব্বত্র প্রথিত।

ফলতঃ এই ব্রহ্ম ক্ষত্রিয়েরা ব্রাহ্মণ না হইলে ও ব্রাহ্মণ বলিয়া সর্ব্বত্র বিদিত না হইলে কখনই ভিন্ন ভিন্ন দেশের ব্রাহ্মণদের সহিত মিলিত হইতে পারিতেন না, এবং অনেক অনেক দেশে সর্ব্বোচ্চ পদের ব্রাহ্মণ বলিয়া আদৃত হইতেন না। এক্ষণে বল্লালবংশীয় সেনোপাধিক বৈদ্য রাজারা যে ব্রাহ্মণ বর্ণ ই ছিলেন, তাঁহারা যে অগ্রজ ব্রাহ্মণ অর্থাৎ প্রথম শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন তাহাই এ স্থলে প্রদর্শন করিতেছি—সর্ব্বদেশীয় পণ্ডিতসমাজ ও আর্য্যসমাজ সমীপে যে তাঁহারা তদ্রূপই পরিচিত ও বিশিষ্ট সম্মানিত ছিলেন তাহাই এস্থানে দেখাইতেছি, এই বঙ্গদেশে

বর্ত্তমান ব্রহ্মণ্যহীন ব্রাহ্মণদের পূর্ব্বপুরুষভূত সুব্রাহ্মণগণেরও পূজিত ছিলেন তাহাও দেখাইতেছি একটু ধৈর্য্যসহকারে শুনিতে হইবে।

রাজসাহী জেলায় ভূগর্ভ হইতে প্রাপ্ত একখানি ও বাখরগঞ্জ জেলায় ভূগর্ভ হইতে প্রাপ্ত দুইখানি সমুদায়ে ৩ খানি ক্ষোদিত অনুশাসনলিপি কলিকাতা এসিয়াটিক মিউজিয়মে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক আনীত হয়। ঐ অনুশাসন গুলি যথাক্রমে গৌড়েশ্বর বিজয় সেনের লক্ষ্মণসেনের ও কেশবসেনের অনুমত্যানুসারে তাঁহাদের রাজত্ব সময়ে ক্ষোদিত বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। দৈববশে প্রাপ্ত এই অনুশাসন গুলিতে যে সকল শ্লোক লিখিত আছে তন্মধ্যে ইহাঁদের জাতি বর্ণাদি ও কীর্ত্তি লিখিত আছে। ঐ অনুশাসনলিপি হইতে আমরা কয়েকটী শ্লোক উদ্ধার করিয়া সাধারণকে দেখাইতেছি। ইহাতে দেখিতে পাইবেন যে, যে বৈদ্যেরা মহাভারত পুরাণাদি শাস্ত্রে ব্রাহ্মণবর্ণীয় বলিয়া উক্ত হইয়াছেন বিজয় বল্লালাদি বৈদ্যেরাও সেই ব্রাহ্মণবর্ণীয় বৈদ্য।

বল্লালসেন বংশের ও অন্যান্য বৈদ্যবংশের ব্রাহ্মণত্ব হেতুক পূজ্যতা ও দানপাত্রতা।

আমরা পূর্ব্বে মনুবচনে ও উশনার বচনে দেখিয়াছি যে মূর্দ্ধাভিষিক্তাপর নামক বৈদ্য ব্রাহ্মণেরাই রাজা হইবার যোগ্য এবং তাঁহারাই প্রাচীন কাল হইতে রাজত্ব করিয়া আসিতেছেন, তাঁহারাই সমস্ত জগতের একমাত্র কর্ত্তা ও প্রভু বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। তাঁহারাই বেদস্মৃতি পুরাণাদি প্রাচীন প্রামাণিক গ্রন্থে বৈদ্যও ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয় নামে উক্ত হইয়াছেন। অধুনা ভূপ্রোথিত অধিগত প্রস্তরাদি ফলকলিখিত বৃত্তান্ত দ্বারাও তাহা প্রদর্শন করিতেছি।

প্রথিত বৈদ্যবংশীয় সেন রাজারা যে অত্রিপুত্র চন্দ্র হইতে উৎপন্ন

ও চন্দ্রবংশীয় রাজা তাহার পরিচয় রাজসাহী গোদাগারি থানার অন্তর্গত দেবপাড়া গ্রামের নিকটবর্ত্তী বারিন্দা নামক একটী ক্ষুদ্র গ্রামে (গৌড় হইতে ৪০ মাইল দূরে) প্রাপ্ত একটী প্রস্তর ফলকের ৩য় ও ৪র্থ শ্লোকে প্রদত্ত হইয়াছে। আমরা এখনও তাহাই দেখাইতেছি যথা—

"যৎসিংহাসনমীশ্বরস্য কনকপ্রায়ং জটামণ্ডলং
গঙ্গাশীকরমঞ্জরীপরিকরৈর্যচ্চামরপ্রক্রিয়া।
শ্বেতোৎফুল্লফণাঞ্চলঃ শিবশিরঃসন্তানদামোরগ-
শ্ছত্রং যস্য জয়ত্যসাবচরমো রাজা সুধাদীধিতিঃ ॥৩

মহাদেবের কনকপ্রায় জটামণ্ডল যাঁহার রত্নসিংহাসন, গঙ্গারশীক-মঞ্জরী যাঁহার শ্বেত চামর, শিব শিরে সন্তানপুষ্পমালাকারে বেষ্টিত সর্পরাজের বিস্তারিত শ্বেতফণামণ্ডল যাঁহার শ্বেতচ্ছত্র সেই আদি রাজা চন্দ্র সকলের পূজনীয়।" চন্দ্রের দেবত্ব, ব্রাহ্মণত্ব ও ক্ষত্রিয়ত্ব পূর্ব্বে বেদবচনে প্রদর্শিত হইয়াছে এই জন্যই তাঁহার একটী নাম রাজা ও আর নাম দ্বিজরাজ।

বংশে তস্যামরস্ত্রীবিততভরতকলাসাক্ষিণো দাক্ষিণাত্য—
ক্ষৌণীন্দ্রৈর্বীরসেন প্রভৃতিভিরভিত কীর্ত্তিমদ্ভির্বভূবে।
যচ্চারিত্রাম্বুচিন্তাপরিচয়শুচয়ঃ সূক্তিমাধ্বীকধারাঃ
পারাশর্য্যেণ বিশ্বশ্রবণপরিসরপ্রীণনায় প্রণীতাঃ ॥ ৪।

অমরস্ত্রীদিগের নৃত্যগীতাদিদর্শী সেই ভগবান্ চন্দ্রের বংশে

* দাক্ষিণাত্যে বর্ত্তিমান সম্বলপুরের পশ্চিমে বর্ত্তমান নাগপুরের কিয়দংশ লইয়া অম্বষ্ঠ রাজ্য ছিল, অম্বষ্ঠ নামক ব্রহ্মেণ রাজাদিগের অধিকৃত বলিয়াই এই দেশের নাম অম্বষ্ট বা আম্বষ্ট হইয়াছিল। এই অম্বষ্ঠ রাজারা ক্রমে দাক্ষিণাত্যের সমস্ত স্থানে বিস্তৃত হইয়াছিলেন। বীরসেন তন্মধ্যে কর্ণাট দেশের রাজা ছিলেন। কর্ণাট অতি প্রাচীন দেশ। কাশ্মীরের নিকট ও এক অম্বষ্ঠ দেশ ছিল।

বীরসেন প্রভৃতি দিগন্তবিস্তৃতকীর্ত্তি দাক্ষিণাত্য প্রদেশীয় রাজারা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। পরাশর পুত্র ব্যাস জগজ্জনের শ্রবণ-রঞ্জনার্থ এই রাজাদিগের চরিত্রবর্ণনায় স্বীয় সদুক্তিকে পবিত্র ও মধুর করিয়াছিলেন।

এই শ্লোকদ্বারা বীরসেনাদি যে কর্ণাট্ প্রভৃতি দাক্ষিণাত্য প্রদেশের রাজা ছিলেন এবং তাহাদের মধ্যে বীরসেনাদি কেহ কেহ যে ব্যাসের পূর্ব্ব কালিক বা সমকালিক ছিলেন তাহা সূচিত হইতেছে।

তস্মিন্ সেনান্ববায়ে প্রতিসুভটশতোৎসাদনব্রহ্মবাদী—
স ব্রহ্মক্ষত্রিয়াণা মজনি কুলশিরোদামসামন্তসেনঃ।
উদ্‌গীয়ন্তে যদীয়াঃ স্খলদুদধিজলোল্লাসশীতেষু সেতোঃ
কচ্ছান্তেষপ্সরোভি র্দশরথতনয়স্পর্দ্ধয়া যুদ্ধগাথাঃ॥৫।

সেই সেনবংশে শত শত শত্রুকুলনাশন ব্রহ্মবাদী (সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ "কৃতবুদ্ধিষু কর্ত্তারঃ কর্ত্তৃষু ব্রহ্মবাদিনঃ"—মনু) সামন্তসেন ব্রহ্মক্ষত্রিয় কুলের শিরঃশোভা মাল্যের স্বরূপ হইয়াছিলেন। অপ্সরোগণ সাগর তরঙ্গসঙ্গমে শীতল দাশরথিকৃত সেতুর ধারে ঐ দাশরথির যুদ্ধের সহিত তুলনা করিয়া যাঁহার যুদ্ধ সম্বন্ধীয় গীতাবলী গান করে।

এই সামন্তসেন ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণ বর্ণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অগ্রজন্মা ব্রাহ্মণ, এবং ব্রহ্মক্ষত্রিয়বংশ জাত অর্থাৎ প্রাচীন ব্রাহ্মণ রাজার বংশসম্ভূত তাহা সুপরিস্ফুটরূপে উক্ত হইয়াছে এবং ইনি যে পিতৃকুলাগত কর্ণাট রাজ্যের রাজা ছিলেন তাহাও ৮ম শ্লোকে সূচিত হইতেছে।

দুর্ব্বৃত্তানামায় মরিকুলাকীর্ণকর্ণাটলক্ষ্মী-
লুণ্ঠাকানাং কদনমতনোত্তাদৃগেকাঙ্গবীরঃ।
যস্মাদদ্যাপ্যবিহতবসামাংসমেদঃসুভিক্ষাং
হৃষ্যৎপৌর স্ত্যজতি ন দিশং দক্ষিণাং প্রেতভর্ত্তা॥

এই অদ্বিতীয় বীর সামন্তসেন কর্ণাটরাজ্য আক্রমণকারী অরিকুলকে এরূপ দমন করিয়াছিলেন যে তাঁহার যুদ্ধে মৃত শত্রুসেনার মাংস মেদ ও বসা প্রচুর পরিমাণে পাওয়ায় প্রেতরাজ যম পুরোবর্ত্তি গৃধ্র শৃগালাদির সহিত হৃষ্ট হইয়া অদ্যাপি দক্ষিণ দিক্ ত্যাগ করিতে পারেন নাই। তাহাতেই লোকে তাঁহাকে দক্ষিণদিকের অধিপতি কহে।

অনন্তর ১০ম শ্লোকে এই সামন্তসেনের পুত্র হেমন্তসেনের উল্লেখ হইতেছে যথা—

অচরমপরমাত্মজ্ঞাননিষ্ঠাদমুষ্মা
ত্রিজভুজমদমত্তারাতি মারাঙ্কবীরঃ।
অভবদনবসানোদ্ভিন্ননির্ব্যক্তিতত্তদ্-
গুণনিবহমহিম্নাং বেশ্ম হেমন্তসেনঃ॥

চরম অর্থ অন্তিম। ন চরম অচরম। অচরম অর্থে অন্তিম না; অর্থাৎ প্রথম। আমাদের পূর্ব্ব ব্যাখ্যাত ফলকের তৃতীয়সংখ্যক শ্লোকেও এই কবি কর্ত্তৃক এই রাজ প্রশস্তিতে অচরম শব্দ 'প্রথম' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। অন্যান্য কবিরাও এইরূপ ব্যবহাব করিয়াছেন। পরমাত্মা অর্থ ব্রহ্ম। পরমাত্মজ্ঞান অর্থ ব্রহ্মজ্ঞান ও পরমাত্মজ্ঞাননিষ্ঠ অর্থ ব্রহ্মজ্ঞাননিষ্ঠ, ব্রহ্মজ্ঞ বা ব্রাহ্মণ।" "অচরম পরমাত্মজ্ঞাননিষ্ঠ" এই সমস্ত পদটীর অর্থ প্রথম শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বা অগ্রজ ব্রাহ্মণ। মূর্দ্ধাভিষিক্ত যে প্রথম শ্রেণীর ব্রাহ্মণ তাহা পূর্ব্বে স্মৃত্যাদি বচনে ও পুরাণ প্রমাণে প্রদর্শিত হইয়াছে।
প্রথম শ্রেণীর ব্রাহ্মণ সামন্ত সেন হইতে হেমন্ত সেনের জন্ম হইয়াছিল। হেমন্ত সেন স্ব স্ব বাহুবল গর্ব্বিত অরাতি সমূহের বিনাশার্থ যুদ্ধ-সজ্জা

করিয়া কৃতকার্য্য হওয়ায় যৌবন কালোদ্ভিন্ন পিতার সেই সেই মহাগুণ সমূহের আধার স্বরূপ হইয়া ছিলেন।*

এখানে সামন্ত সেনকে প্রথম শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বলিয়া অগ্রজ ব্রাহ্মণ বলা হইয়াছে। বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র প্রভৃতি ব্রহ্মজেরাও এইরূপ প্রথমশ্রেণীর ব্রাহ্মণ বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছেন—পূর্ব্বে দেখুন। অতএব ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়া স্ত্রীতে, ব্রাহ্মণ হইতে বৈশ্যা স্ত্রীতে উৎপন্নেরা যথাক্রমে মূর্দ্ধাভিষিক্ত ও অম্বষ্ঠ এরূপ অর্থ না করিয়া কেহ কেহ ব্রাহ্মণধর্ম্ম হইতে ব্রাহ্মণ কার্য্য পরিত্যাগ না করিয়াই ক্ষত্রিয়াবৃত্তিতে গতকে মূর্দ্ধাভিষিক্ত ও চিকিৎসাবৃত্তিতে গতকে অম্বষ্ঠ বলিয়াছেন। যাহা হউক আমরা প্রচলিত অর্থেরই অনুসরণ করিয়াছি, কিন্তু যেখানে প্রকৃত অর্থের সঙ্গতি হয় না সেখানে কাজে কাজেই এই প্রাচীন অর্থ দ্বারা সমন্বয় করিতে হইবে। কর্ম্মই যে সর্ব্বত্র বর্ণ বাচক এবং জন্ম জাতি বাচক তাহা পূর্ব্বাপর স্বীকার করিয়া আসিয়াছি। জন্মে ব্রাহ্মণ হইলেও ব্রাহ্মণ কর্ম্মের সহিত ক্ষত্রিয়কর্ম্ম অবলম্বন করাতেই ইঁহারা ব্রহ্ম ক্ষত্রিয় উক্ত হইয়াছেন। যজুর্বেদোক্ত ব্রাহ্মণ মন্ত্রেও তাঁহাদিগের এই উভয়বিধ তেজের নিমিত্ত প্রার্থনা দৃষ্ট হয়, যথা—

"ওঁ ঋতসাড়ৃতধামাগ্নি র্গন্ধর্ব্বঃ সন্নিদং ব্রহ্ম ক্ষত্রং পাতু, তস্মৈ স্বাহাবাট্"

সত্যের সহচর সত্যাশ্রয় অগ্নি গন্ধের সহিত প্রজ্বলিত হইয়া আমাদিগের এই ব্রহ্মতেজঃ ও ক্ষাত্রিয়তেজঃ রক্ষা করুন। কেন না তিনিই স্বাহা বহন করিয়া সত্যের নিকট উপস্থাপিত করেন।

---

* পূর্ব্বোক্ত শাসন ফলকাংস্কিত তৃতীয় শ্লোকেও এই কবিরই প্রযুক্ত 'অচরম' শব্দ প্রথম এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে দেখুন। (সংস্কৃত ভাষায় বহুবিধ স্থলেই "প্রথম" এই অর্থ বুঝাইতে এইরূপ উপায় অবলম্বিত হয়) মন্বাদি শাস্ত্রানুসারেও ইহারা প্রথম শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। মহাভারতাদিতেও তাই। এক্ষণে এই কবিকৃত শ্লোকেও তাহাই প্রতিপাদিত হইতেছে।

এই ব্রাহ্মণেরা যে এই বৈদ্য-ব্রাহ্মণ তাহা বলা বাহুল্য। অনন্তর ১৫ শ্লোকে হেমন্ত সেনের পুত্র বিজয় সেনের কথা হইতেছে যথা—

তত্তস্ত্রিজগদীশ্বরাৎ সমজনিষ্ট দেব্যাস্ততোঽপ্যরাতিবলশাতনো
জ্জ্বল কুমার কেলিক্রমঃ।
চতুর্জলধি মেখলা বলয়সীম বিশ্বম্ভরা বিশিষ্ট জয়সান্বয়ো
বিজয় সেন পৃথীপতিঃ॥

ত্রিজগতের ঈশ্বর (মহাদেব) হইতে মহাদেবীগর্ভে শক্রসৈন্য নাশন কার্ত্তিক যেমন জন্মিয়াছিলেন তেমনই পর্ব্বতভাগ, ভূভাগ ও জলভাগরূপ ত্রিজগতের অধীশ্বর হেমন্ত সেন হইতে মহা দেবী যশো-দেবীর গর্ভে কার্ত্তিকের তুল্য শক্রনাশন এক পুত্রের জন্ম হইয়াছে। চতুঃসাগরবেষ্টিত বসুন্ধরাকে বিশিষ্টরূপে জয় করা হেতুক যাঁহার নাম বিজয় সেন হইয়াছে।

এই যুদ্ধবীর বিজয় সেনই তদানীন্তন গৌড়রাজ, মদ্ররাজ, কাম-রূপেশ্বর ও কলিঙ্গপতিকেও পরাজিত করিয়া সেই সেই দেশ অধিকার পূর্ব্বক দাক্ষিণাত্যের সহিত সুবিস্তৃত গৌড়রাজ্যের অধিপতি হইয়া-ছিলেন তাহাও ১৫শ ও ২০শ শ্লোকে সুপরিস্ফুটরূপে জানা যাইতেছে। যথা—

গণয়তু গণশঃ কো ভূপতীং স্তাননেন
প্রতিদিন রণভাজা যে জিতা বা হতা বা।
ইহ জগতি বিষেহে স্বস্য বংশস্য পূর্ব্ব-
পুরুষ ইতি সুধাংশৌ কেবলং রাজশব্দঃ॥

ইনি প্রতিদিন যুদ্ধে যে কত রাজাকে রাজ্যচ্যুত বা নিহত করিয়া-ছেন তাহা কে গণনা করিতে পারে। এইমাত্র বলিলে পর্য্যাপ্ত হয় যে এই বিজয় সেন স্বীয় বংশের পূর্ব্বপুরুষ বলিয়াই কেবল সুধাংশুর 'রাজ' শব্দ নষ্ট করেন নাই।

চন্দ্রের একটী নাম রাজা। কবি এখানে প্রৌঢ়োক্তি দ্বারা বলিতেছেন যে ঐ চন্দ্রের নাম যে তখনও রাজা ছিল সে কেবল তাঁহার পূর্ব্বপুরুষত্ব নিবন্ধন, অন্যথা অন্য সমস্ত রাজার রাজশব্দ অপনোদন করিয়াছিলেন; অর্থাৎ, অন্যান্য রাজাদিগকে যুদ্ধে হত বা রাজ্যচ্যুত করিয়াছিলেন। ফলিতার্থ এই যে বিজয় সেন একজন প্রসিদ্ধ যোদ্ধা নরপতি ছিলেন এবং অনেক রাজ্য অধিকার করিয়া স্বীয় রাজত্ব বিস্তার করিয়াছিলেন। পৈত্রিক রাজ্য দাক্ষিণাত্য ব্যতীত ইনিই যে গৌড় প্রভৃতি রাজ্য অধিকার করিয়া **শেষে এদেশে বৈদ্যবংশীয় বিখ্যাত গৌড়েশ্বর** হইয়াছিলেন তাহা নিম্নলিখিত এই বিংশ শ্লোকে স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে, যথা—

ত্বং নান্যবীরবিজয়ীতি গিরঃ কবীনাং
শ্রুত্বাঽন্যথা মনসি রূঢ়নিগূঢ়রোষঃ।
গৌড়েন্দ্রমদ্রবদপাকৃতকামরূপ
ভূপং কলিঙ্গমপি যস্তরসা জিগায়॥ ২০

তুমি অন্তঃকরণস্থ কাম ক্রোধাদি রিপুর বিজয়ী বলিয়া বিজয় সেন অর্থাৎ কোন বীরকে জয় করিয়া তোমার নাম বিজয় সেন হয় নাই— কবিদিগের এইরূপ ব্যাজস্তুতিতে মনে সঞ্জাত ক্রোধ গূঢ় রাখিয়া ঐ বাক্য অন্যথা করিবার নিমিত্ত যিনি মহাবলবিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক গৌড়াধিপতি, মদ্রাধিপতি, কামরূপেশ্বর ও কলিঙ্গাধিপকে জয় করিয়াছিলেন। অর্থাৎ তিনি যেমন জিতেন্দ্রিয় তেমনই বীর।

এই প্রস্তর-ফলকাঙ্কিত শ্লোকাবলীতে যেমন ক্রমান্বয়ে বীরসেন বংশীয় সামন্ত সেন, হেমন্ত সেন ও বিজয় সেন এই তিনপুরুষের রাজত্ব সূচিত হইয়াছে তেমনই বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত মজিলপুর গ্রামে প্রাপ্ত একখানি তাম্রফলকেও লক্ষ্মণ সেন রাজাজ্ঞামত খোদিত অনুশাসনের চতুর্থ পঞ্চম ও ষষ্ঠ কবিতায় দেখা যায় যে লক্ষ্মণ সেন স্বীয়

পূর্ব্বপুরুষের উল্লেখে এই হেমন্ত ও বিজয় সেনের নাম করিয়া পশ্চাৎ তদীয় পুত্র ও স্বীয় পিতা বল্লাল সেনের নাম ও স্বনাম উল্লেখ করিয়াছেন, যথা—

আকৌমারবিকস্বরৈর্দিশি দিশি প্রস্যন্দিভি র্দোর্যশঃ
প্রালেয়ৈ রবিরাজবক্ত্রনলিনম্লানীঃ সমুন্মীলয়ন্।
হেমন্তঃ স্ফুটমেব সেনজননক্ষেত্রৌঘপুণ্যাবলী—
শালিশ্লাঘ্যবিপাকপীবরগুণস্তেষামভূদ্বংশজঃ ॥৪

চন্দ্রবংশীয় শত্রুসন্তাপন সেই রাজগণের বংশে হেমন্ত নামে এক বীর জন্মিয়া ছিলেন, যিনি তাঁহার হেমন্ত এই নামটী পশ্চাৎ প্রকৃত অভিধেয়ার্থে যুক্ত করিয়াছিলেন। কেননা এই হেমন্ত কৌমার-কালাবধি চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত বাহুবলরূপ হিম দ্বারা সূর্য্য ও চন্দ্রের মুখ-নলিনের ম্লানতা সম্পাদন করিয়া সেন বংশীয় ক্ষেত্র সমূহের পুণ্যাবলী স্বরূপ শালিসন্তানের উৎকৃষ্ট পুষ্টি সাধনপূর্ব্বক বহু সুফল পাইয়াছিলেন।

তদনন্তর ইনিও হেমন্ত সেনের পর তৎপুত্র বিজয় সেনের উল্লেখ করিতেছেন, যথা—

যদীয়ৈরদ্যাপি প্রচিতভুজতেজঃসহচরৈ-
র্যশোভিঃ শোভন্তে পরিধিপরিণদ্ধাঃ কিল দিশঃ।
ততঃ কাঞ্চীলীলাচতুরচতুরম্ভোধিলহরী—
পরীতোর্ব্বী ভর্ত্তাহজনি বিজয়সেনঃ স বিজয়ী ॥৫

যে হেমন্তের প্রবৃদ্ধভুজবল-সহচর যশ দিক্ সকলকে অতিক্রম করিয়া অদ্যাপি তাহাদের পরিধি হইয়া আছে। সেই হেমন্তের পুত্র বিজয়ী বিজয় সেন মেখলাতুল্য সাগর চতুষ্টয়ের লহরী দ্বারা পরিবেষ্টিতা এই পৃথিবীর অধিশ্বর হইয়াছিলেন।

এই রাজা বোধ হয় শেষে মগধের বা গৌড়ের সম্রাট্ ছিলেন।

বোধ হয় এখানে তাহারই উল্লেখ হইয়াছে। অনন্তর এই বিজয় সেনের পুত্র প্রসিদ্ধ বল্লাল সেনের উল্লেখ হইতেছে, যথা—

প্রত্যক্ষঃ কলিসম্পদামনলসো বেদায় নৈকাধ্বগঃ
সদ্গ্রাম শ্রিত জঙ্গমাকৃতিরভূৎ বল্লাল সেনস্ততঃ।
যশ্চৈতো যমমেব শৌর্য্যবিজয়ী দত্ত্বৌষধং তৎক্ষণা-
দক্ষীণা রচয়াঞ্চকার বশগাঃ স্বস্মিন্ পরেষাং শ্রিয়ঃ ॥ ৬

সাধুগণ তাঁহাকে নিরন্তর আশ্রয় করিয়া থাকায় যিনি কলিকালের মনুষ্যদিগের প্রত্যক্ষযোগ্য বিশ্বম্ভরমূর্ত্তি নারায়ণস্বরূপ, যিনি দুষ্ট-গণকে দমন করিতে অনলস এবং যিনি সংসার গমনে বেদমাত্র অব-লম্বন না করিয়া শৌর্য্য দ্বারা মৃত্যুরূপ ঔষধ দানে শত্রুগণের প্রার্থিতা লক্ষ্মীকে আপনার বশীভূত করিয়াছিলেন সেই বল্লাল উক্ত বিজয় সেন হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন।

এখানে কেবল বেদ অর্থাৎ বৈদিক ব্রাহ্মণ ধর্ম্ম যাঁহার সংসার যাত্রার অবলম্বন নয় পরন্তু ক্ষত্রবীর্য্যও যাঁহার অবলম্বন ইহা বলাতে বল্লালের ব্রহ্মক্ষত্রিয়ত্ব স্পষ্ট উক্ত হইতেছে। পরন্তু ঔষধ দান এই কথায় ইহাঁর বৈদ্যত্বও সূচিত হইতেছে। কেবল এই কবিতায় নয়, এই তাম্র ফলকের তৃতীয় কবিতায় ও পরোক্ত কবিতাদিতেও এবং অন্যান্য বহু স্থলেও ইহাঁরা সকলেই যে বৈদ্যবংশীয় তাহা ব্যক্ত করা হইয়াছে, যথা—

সেবাবনম্রনৃপকোটিকিরীটরোচি-
রম্বুল্লসৎপদনখদ্যুতিবল্লরীভিঃ।
তেজো বিষজ্বরমুষো দ্বিষতা মভূবন্
ভূমিভুজঃ স্ফুটমোষধিনাথবংশে।

সেবানম্র কোটি কোটি নৃপের কিরীটরত্নের প্রভাতে যাঁহাদের পদরূপ বৃক্ষ হইতে দশনখের প্রভা দশবল্লরীর ন্যায় পতিত হইয়া

শত্রুগণের তেজোরূপ বিষজ্বর নষ্ট করে, তাদৃশ রাজগণ এই চন্দ্রবংশে জন্মিয়াছেন। এস্থলেও তোজোরূপ বিষজ্বর নাশ করার কথা কবি কেবল তাঁহাদের বৈদ্য জাতিত্বের সার্থকতা প্রতিপাদনার্থ বলিয়াছেন। অন্যথা পুনঃ পুনঃ 'ঔষধদান' 'বিষজ্বর নাশ' এরূপ বাক্যের কোনও প্রয়োজন ছিল না।

পশ্চাৎ বল্লালসেনের পুত্র লক্ষ্মণসেনের উল্লেখ হইতেছে, যথা—

সম্ভুক্তান্যদিগঙ্গনাগুণগণাভোগপ্রলোভাদ্দিশা-
মীশৈরংশসমর্পণেন ঘটিত স্তত্তৎপ্রভাবঃ স্ফুটম্।
দোরুষ্মক্ষপিতারিসঙ্গররসো রাজন্য-ধর্ম্মাশ্রয়ঃ
শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনভূপতিরতঃ সৌজন্য সীমাঽজনি ॥

শাস্ত্রে আছে যে, ইন্দ্রাদি দিক্‌পালেরা এক এক দিকের রাজা। ইহাও উক্ত আছে যে, যে রাজা হয় সে সমুদায় দিক্‌পালের অংশ অর্থাৎ গুণ ও তেজ ধারণ করে। তাই কবি প্রৌঢ়োক্তিতে তাহার কারণ বলিতেছেন যে, দিগঙ্গনা দিগের রূপগুণ দেখিয়া দিক্‌পাল-দিগের প্রত্যেকেরই লোভ হইল যে অন্য দিক্‌পালদিগকে জয় করিয়া তাহাদের দিক্‌রূপ অঙ্গনাগুলিকে ভোগ করেন। কিন্তু তাঁহারা কেহও স্ব স্ব অধিকার ছাড়িয়া যাইতে না পারায় সে আশা পূর্ণ করিতে পারেন না; শেষে আশা পরিতৃপ্তির জন্যই যেন দিক্‌পালেরা অংশতঃরাজা বল্লালসেনের শরীরে আবির্ভূত হইলেন, তাহাতেই তিনি সর্ব্বদিক্‌পাল গুণসমন্বিত হইয়াছেন, ও সেইজন্যই তাঁহার পুত্র লক্ষ্মণসেনও সমস্ত দিক্‌পাল গুণান্বিত হইয়াছেন, কারণ তিনিও ক্ষত্রিয় ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন এবং তাঁহার বাহুবলরূপ উষ্মাতে শত্রুদিগের যুদ্ধের লালসা শুকাইয়াছে। আবার এ দিকে ইনি সৌজন্যেরও চূড়ান্ত দৃষ্টান্তস্থল হইয়াছেন।

এখানে বিশেষ করিয়া 'রাজন্য-ধর্ম্মাশ্রয়ঃ' এইরূপ বলাতে তাঁহারা

যে জাতিতে ক্ষত্রিয় ছিলেন না তাহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। ইহাঁরা সামান্য ক্ষত্রিয় ছিলেন না, কারণ ইহাঁর পূর্ব্বপুরুষেরা ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, ও ব্রহ্মক্ষত্রিয় বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। অতএব ব্রাহ্মণবর্ণ বলিয়া ইহাঁকে এই শব্দ দ্বারা কেবল ক্ষত্রিয় ধর্ম্মাবলম্বী মাত্র বুঝাইয়াছেন।

এই লক্ষ্মণসেনের পৌত্রেরও এক তাম্রানুশাসন বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত, কলিকাতার ৺ ঈশ্বর কানাইলাল ঠাকুরের জমিদারিতে, ইদিলপুর পরগণার এক কৃষক ভূমি খনন করিতে করিতে পায়। উহাও উক্ত কলিকাতার এসিয়াটিক মিউজিয়মে প্রেরিত হয়। ইহাতেও যেরূপ পরিচয়াদি আছে, তাহাও পূর্ব্বোক্তের সহিত অবিসংবাদী।

এই তাম্র শাসনের ৪র্থ শ্লোকার্দ্ধ যথা—

... .

অবাতরদথান্বয়ে মহতি তত্র দেবঃ স্বয়ং
সুধাকিরণশেখরো বিজয়সেন ইত্যাখ্যয়া ॥"

এই চন্দ্রসংবন্ধীয় মহাবংশে স্বয়ং চন্দ্রশেখর বিজয়সেন এই নামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

সপ্তম শ্লোকার্দ্ধ যথা—

"খেলৎখড়্গলতাপমার্জ্জনহৃতপ্রত্যর্থিদর্পজ্বর-
স্তস্মাদপ্রতিমল্লকীর্ত্তিরভবদ্ বল্লালসেনো নৃপঃ ॥"

ক্রীড়াচঞ্চল খড়্গলতার আঘাতে শত্রুর দর্পজ্বরাপহারী অতুল্য প্রতিদ্বন্দ্বী বল্লালসেন সেই বিজয় সেন হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। এ শ্লোকেও দেখুন 'দর্পজ্বর' নাশক বলাতে ইহাঁর বৈদ্যত্ব সূচিত হইতেছে।

অষ্টম শ্লোকের শেষ চরণ যথা—

তস্মাল্লক্ষ্মণসেনভূপতিরভূদ্ ভূলোককল্পদ্রুমঃ।"

সেই বল্লাল সেন হইতে পৃথিবীর কল্পবৃক্ষ তুল্য রাজা লক্ষ্মণ সেন জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন।

১০ম শ্লোক যথা—

নূনং জন্মশতেষু ভূমিপতিনা সন্ত্যজ্য মুক্তিগ্রহং
নূনং তেন সুতার্থিনা সুরধুনীতীরে ভবঃ প্রীণিতঃ।
এতস্মাৎ কথমন্যথা রিপুবধূবৈধব্যবত্তব্রতো
বিখ্যাতঃ ক্ষিতিপালমৌলিরভবৎ শ্রীবিশ্ববন্দ্যো নৃপঃ॥

নিশ্চয়ই রাজা লক্ষ্মণ সেন মুক্তিপথ পরিত্যাগ করিয়া পুত্রার্থী হইয়া গঙ্গাতীরে শতজন্ম তপস্যা করিয়া মহাদেবকে প্রসন্ন করিয়াছিলেন। ইহা ব্যতিরেকে শত্রু স্ত্রীগণের বৈধব্য সাধনব্রত বিখ্যাত ক্ষিতিপালদিগের শিরোভূষণ স্বরূপ রাজা বিশ্ববন্দ্য কি প্রকারে ইহা হইতে উৎপন্ন হইবেন?

এই বিশ্ববন্দ্যও ব্রহ্মক্ষত্রিয় বৈদ্য অর্থাৎ ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় উভয় ধর্ম্মাবলম্বী বৈদ্য ছিলেন তাহা ত্রয়োদশ শ্লোকে লিখিত আছে, যথা—

বেলায়াং দক্ষিণাব্ধেমু ষলধরগদাপাণিসংবাসবেদ্যাং
ক্ষেত্রে বিশ্বেশ্বরস্য স্ফুরদসিবরণাশ্লেষগঙ্গোর্ম্মিভাজি।
তীরোৎসঙ্গে ত্রিবেণ্যাঃ কমলভবমখারম্ভনির্ব্যাজপূতে
যেনোচ্চৈর্যজ্ঞযূপৈঃ সহ সমরজয়স্তম্ভমালান্যধায়ি॥ ১৩॥

যে বিশ্ববন্দ্য নৃপতি মুষলধারী এবং গদাপাণি বিষ্ণুমূর্ত্তিসংবেদ্য দক্ষিণ সমুদ্রের বেলাভূমিতে, বরণা ও অসি নদীর সঙ্গমে তরঙ্গযুক্ত গঙ্গা বিশ্বেশ্বরের যে ক্ষেত্রকে পবিত্র করিতেছে সেই বারাণসী নামক ক্ষেত্রে, এবং ব্রহ্মার যজ্ঞানুষ্ঠান হেতু সম্পূর্ণরূপে পবিত্র ত্রিবেণীর তীরে উচ্চ উচ্চ যজ্ঞীয় যূপের সহিত যুদ্ধের জয়স্তম্ভ সকল নিহিত করিয়া ছিলেন।

এস্থলে যজ্ঞ ব্রাহ্মণত্বেরও যুদ্ধ ক্ষত্রিয়ত্বের পরিচায়ক।

১৪ শ্লোকের অন্ত্য চরণে বিশ্ববন্দ্যের মহিষীর নাম যে শ্রীমতী বসুদেবী তাহাও উল্লিখিত হইয়াছে, যথা—

"রাজ্ঞী শ্রীবসুদেবিকাখ্য মহিষী যাভূচ্চিরায়ার্চ্চিতা"

এই বসুদেবীর গর্ভে বিশ্ববন্দ্যের ঔরসে রাজা কেশব সেনের জন্ম হয় যথা—

"এতাভ্যাং শশিশেখরগিরিজাভ্যামিব বভূব শক্তিধরঃ।
শ্রীকেশবসেনদেবোঽপ্রতিমভূপালমুকুটমণিঃ॥

হর গৌরী হইতে যেমন শক্তিধর সেনানীর উৎপত্তি এই স্ত্রীপুরুষ-দ্বয় হইতে ভূপতিদিগের শিরোরত্নস্বরূপ অতুল্যমণি এই কেশব সেনের উৎপত্তি হইয়াছিল।

অনন্তর এই কেশব সেনের দানপত্রের পাঠেও পদ্যে বিজয় সেন হইতে ক্রমে বল্লাল সেন, লক্ষ্মণ সেন, বিশ্ববন্দ্য ও কেশব সেন এই পাঁচ পুরুষের নাম উল্লিখিত হইয়াছে।

এই সকল ভূমিনিহিত শ্লোকাবলীতেও দেখা যাইতেছে যে এই সেনবংশীয় রাজারা অগ্রজন্মা ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মক্ষত্রিয় ও বৈদ্য বলিয়া উক্ত হইয়াছেন, বাখরগঞ্জের তাম্র ফলকের ৭ম কবিতায় লক্ষণসেনের একটী যে বিশেষণ আছে তাহাতেও ক্ষত্রিয়ধর্ম্মাশ্রয় অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ধর্ম্মা-বলম্বী মাত্র বুঝাইতেছে, ক্ষত্রিয়জাতি এরূপ বুঝাইতেছে না, কারণ এই বংশীয়েরা ব্রাহ্মণ হইতে জন্মিয়া ব্রাহ্মণধর্ম্মের সহিত ক্ষত্রিয়ধর্ম্মের আশ্রয় করিয়া ছিলেন বলিয়া ইহাঁদিগকে ক্ষত্রিয়ধর্ম্মাবলম্বী ব্রাহ্মণ, মূর্দ্ধাভিষিক্ত, নৃপ বা সুবর্ণ বলিত, চতুর্ব্বেদসমন্বিত কর্ত্তা ব্রাহ্মণ বলিত, এবং যেমন বিক্রম দ্বারা সেইরূপ ঔষধাদি বিতরণ দ্বারাও প্রজা রক্ষা করিতেন এজন্য বৈদ্যও বলিত। বৈদ্য বলিয়া শেষে কুলপঞ্জিকাকারেরা ইহাঁদিগকে অম্বষ্ঠ ও বলিয়াছে যথা, "পুরা বৈদ্যকুলোদ্ভূত বল্লালেন মহীভুজা। ব্যবস্থাপি চ কৌলীনং দ্বিহিসেনাদিবংশজে"॥ কাব্যকণ্ঠহার।

"অথ বল্লালভূপশ্চ অম্বষ্ঠকুলনন্দনঃ।
কুরুতেঽতি প্রযত্নেন কুলশাস্ত্রনিরূপনম্॥"

'অম্বষ্ঠকুলসম্ভূত আদিশূরো নৃপেশ্বরঃ"—দেবীবর। অতএব মূর্দ্ধাভিষিক্ত ও অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণেরা শেষে মিলিত হইয়াছিলেন তাহা এস্থলেই লক্ষিত হইতেছে ফলকথা অম্বষ্ঠ বলিলেও ইহাঁদিগকে বৈদ্য ও ব্রাহ্মণ বলা হয়। উঢ়া ক্ষত্রিয়াতে ও বৈশ্যাতে ব্রাহ্মণের পুত্র ব্রাহ্মণ হয় বিন্নাঃস্বেষবিধিঃ স্মৃতঃ" এই যাজ্ঞবল্ক্য বচনে স্পষ্ট অভিহিত হইয়াছে। "ব্রাহ্মনাদ্ বৈশ্যকন্যায়ামম্বষ্ঠো নাম জায়তে" এই মনুবচনেও অনূঢ়াজাত ব্রাহ্মণ পুত্রকে অম্বষ্ঠ বলা হইয়াছে, এবং "সর্ব্ববর্ণেষু তুল্যাসু" ইত্যাদি শ্লোকে "অক্ষতযোনিষু আনুলোম্যেন" বলাতে ঐ কানীন অম্বষ্ঠেরও পিতৃবর্ণত্ব অর্থাৎ ব্রাহ্মণ বর্ণত্ব বলা হইয়াছে। পরোঢ়া বৈশ্যাতে জাত ব্রাহ্মণ পুত্রকে অম্বষ্ঠ বলা হয় নাই। সে মনুর "স্ত্রীষ্বনন্তর জাতাসু" ইত্যাদি বচনানুসারে মাতৃজাতীয় হইয়া বৈশ্য হয়। বৈশ্যাতে অব্রত পিতৃক বা ব্রাত্যপিতৃক পুত্রকে পরাশর ও ব্যাস আর্দ্ধিক ও শূদ্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। "বৈশ্যকন্যা সমুৎপন্নো ব্রাহ্মণেন তু সংস্কৃতঃ। আর্দ্ধিকঃ স তুবিজ্ঞেয়োভোজ্যো বিপ্রৈর্ণ সংশয়ঃ॥" পরাশর। বৈশ্যকন্যাতেজাত ব্রাত্যের পুত্র যদি বেদমন্ত্রে সংস্কৃত হয় তবে তাহাকে আর্দ্ধিক বলিয়া জানিবে; ব্রাহ্মণাদি বর্ণে তাহার অন্নগ্রহণ করিতে পারেন, ইহারা শূদ্রের মধ্যে ভোজ্যান্ন। পরাশর ও ব্যাস। এই আর্দ্ধিকেরা বর্ত্তমান কালের ব্রাহ্মণম্মন্য ভূজ্জকণ্টকদের সদৃশ। রাহুত, ভাট, প্রভৃতি এই জাতীয়। এক্ষণকার ব্রাহ্মণদেরও অনেকে এইরূপ হইয়াছেন। বৈদ্যেরা সেরূপ হন নাই তবে কোন্ শাস্ত্রানুসারে এই সুপরিস্ফুট ব্রাহ্মণ বর্ণীয় মূর্দ্ধাভিষিক্ত বা অম্বষ্ঠদিগকে বিদ্বেষীরা বৈশ্যবর্ণ বলেন এবং কোন্ বিধান অনুসারেই বা ইহাদিগের অশৌচাদি বিধান ও উপনয়নাদি সংস্কার বৈশ্যবৎ করাইতেছেন তাহা তাঁহারা বিবেচনা

করুন। তাঁহাদের কৃত এই বিধান অনুসারে কার্য্য করিয়া কেবল তাঁহারাই পতিত হন নাই, তাদৃশ বিধানদাতা ও কর্ম্মকর্ত্তারাও পতিত হইয়াছেন। আমরা এ বিষয় স্থানান্তরে প্রকাশ করিব। এক্ষণে বল্লালাদি এই বৈদ্য ব্রাহ্মণেরা যে ক্ষত্রিয়ধর্ম্মাশ্রয় হেতুই ব্রহ্মক্ষত্রিয় বলিয়া বিখ্যাত হইতেন ও যাঁহারা ক্ষত্রধর্ম্মাবলম্বী হন নাই তাঁহারা যে ব্রাহ্মণ বলিয়াই পূজিত ও সম্মানিত হইতেন, তাহাও আমরা এই খোদিত লিপি প্রমাণে এবং পূর্ব্বোক্ত ও পরোক্ত শাস্ত্রবাক্যের সহিত ব্যবহারে ও একতা প্রদর্শনে স প্রমাণ করিব।

"ইত্থং চতুঃ সীমাবচ্ছিন্নঃ * * * * মণ্ডনগ্রামীয়ঃ কিয়ানপি ভূভাগঃ * * * জগদ্ধরদেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রায়, নারায়ণধর দেবশর্ম্মণঃ পৌত্রায়, নরসিংহধর দেবশর্ম্মণঃ পুত্রায়, গার্গ্যগোত্রায়, অঙ্গিরোবৃহস্পতিশিনি-গর্গভরদ্বাজপ্রবরায় ঋগ্বেদাশ্বলায়নশাখাধ্যায়িনে শান্ত্যশাবিক শ্রীকৃষ্ণ-ধরদেবশর্ম্মণে পুণ্যেঽহনি বিধিবদুদকপূর্ব্বকং ভগবন্তং শ্রীমন্নারায়ণ ভট্টারকমুদ্দিশ্য মাতাপিত্রোরাত্মনশ্চ পুণ্যযশোঽভিবৃদ্ধয়ে উৎসৃজ্য চন্দ্রার্কস্থিতিসমকালং যাবৎ ভূমিচ্ছিদ্রান্যায়েন তাম্রশাসনীকৃত্য প্রদত্তোঽস্মাভিঃ" * * সং ২ মাঘ দিনে দশমান শতাশীতিঃ (?)

এই প্রকার চতুঃসীমাবিশিষ্ট মণ্ডলগ্রামীয় কিয়ৎপরিমাণ ভূভাগ জগৎধরদেবশর্ম্মার প্রপৌত্র নারায়ণধরদেবশর্ম্মার পৌত্র, নরসিংহধর দেবশর্ম্মার পুত্র, গার্গগোত্রীয়, অঙ্গিরা বৃহস্পতি শিনি গর্গ ভরদ্বাজ এই পঞ্চ প্রবর দ্বারা বিখ্যাত, ঋগ্বেদীয় আশ্বলায়ন শাখাধ্যায়ী, শান্ত্যশাবিক শ্রীকৃষ্ণধর দেবশর্ম্মাকে—পবিত্র দিনে বিধিবৎ উদকক্রিয়াপূর্ব্বক ভগবান্ নারায়ণের উদ্দেশ্যে, মাতাপিতা ও আপনার পবিত্র যশোবৃদ্ধির নিমিত্ত উৎসর্গ করিয়া—চন্দ্রসূর্য্যের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত ভূমি চিহ্নিত করা, দান করা যুক্তি সিদ্ধ এই ন্যায়ানুসারে তাম্র-শাসনে লিখিয়া প্রদান করিলাম। ২ মাঘ সম্বৎ ১০৮০ বা ৮০০ সম্বৎ।

এখানে দেখা যাইতেছে যে লক্ষ্মণসেন এক ব্রাহ্মণকে ভূমি দান করিতেছেন। যাঁহাকে দান করিতেছেন তাঁহার নামের সহিত তাঁহার পিতার ও পিতামহের নামও এবং গোত্র ও প্রবরও ঐ দানপত্রে লিখিত আছে। ইহাঁরা কোন্ বেদের কোন্ শাখাধ্যায়ী তাহাও উহাতে লিখিত আছে। লক্ষ্মণ সেনের নিজের উপাধি সেন ও ইহাঁর উপাধি ধর। এই উপাধি বৈদ্য ব্রাহ্মণ ব্যাতিরেকে অন্য কোনও ব্রাহ্মণের নাই। পরন্তু তাহার অন্তে ব্রাহ্মণত্ব পরিচয়ার্থ দেব ও শর্ম্মন্ শব্দ ও ব্যবহৃত হইয়াছে। কবি উমাপতি ধরও এই জাতীয় ব্রাহ্মণ এবং লক্ষ্মণের নামান্তেও রাজত্বসূচক সেনা শব্দ ও ব্রাহ্মণত্ব বাচক দেব-পদ প্রয়োগ করা হইয়াছে। এই সকল দেখিলে অনায়াসেই বুঝা যায় যে উভয়েই একজাতীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। ইহাঁরা কেবল কর্ম্মহেতুক, ধর দেবশর্ম্মা ও সেনদেব এই ভিন্ন ভিন্ন ব্রাহ্মণোপাধি ব্যবহার করিতে-ছেন। ধরোপাধিক ব্যক্তি ষট্‌কর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে দেবশর্ম্মা বলিয়াছেন এবং সেনোপাধিক ব্যক্তি প্রজারক্ষা কর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া শর্ম্মা পদ ব্যবহার না করিয়া কেবল দেবসেন পদ গ্রহণ করিয়া নৃপত্বের পরিচয় দিয়াছেন। বল্লাল সেন স্বরচিত দান-সাগরগ্রন্থেও আত্ম পরিচয়ে নামান্তে সেন শব্দের পর দেব শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, যথা—ইতি পরম-মাহেশ্বর-মহারাজাধিরাজ-নিঃশঙ্কশঙ্করঃ শ্রীমদ্বল্লালসেনদেববিরচিতঃ শ্রীদানসাগরঃ সমাপ্তঃ। ইহাঁদিগের এই সেনাশব্দ বলবাচক ও দেব শব্দ ব্রাহ্মণ বাচক তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

এতদ্দ্বারা দেখা যাইতেছে যে সামন্ত সেন হইতে কেশব সেন পর্য্যন্ত ঐ বৈদ্যরাজাদের তাম্র শাসনাদিতে লিখিত বৃত্তান্তে পণ্ডিতেরা ঐ রাজাদের ব্রাহ্মণত্বের পরিচয় দিয়াছেন এবং রাজারা স্বয়ং ও তাহার অনুমোদন করিয়াছেন, সুতরাং তাহাই তাঁহাদের উক্তিস্বরূপ গ্রহণ করা

যাইতে পারে। তাঁহাদের স্বকৃত গ্রন্থাদিতেও তাদৃশ পরিচয় তাঁহারা স্বয়ং দিয়াছেন। বহু বহু রাজাধিরাজগণ পরিবৃত, নানাদিগ্‌ দেশীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতমণ্ডলী পরিমণ্ডিত আর্য্যসমাজের মধ্যে একটী প্রসিদ্ধ রাজবংশ—পৃথিবীতে অব্রাহ্মণ হইয়াও ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত হইয়া যাইবে, আর কোনও দেশের কোনও রাজারা এবং পণ্ডিতেরা তাহাতে কোনও আপত্তি করিবেন না, ইহা কোনও ক্রমে হইতে পারে না। তাঁহাদিগের সহিত নানাসম্বন্ধে সম্বদ্ধ ব্যক্তিরা, তাহাদিগের মধ্যে কতকগুলি রাজপদ পাইয়া ব্রাহ্মণ হইল ও তাহাদিগের প্রতি অব্রাহ্মণবৎ ব্যবহার করিল, ইহা সহ্য করিয়া নীরব রহিলেন, অন্যান্য ব্রাহ্মণেরা ও ব্রাহ্মণরাজারা তাহাদিগের সহিত কন্যাদি আদানপ্রদান করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইলেন না, ইহা কখনই হইতে পারে না। রাজারাও স্বয়ং এত নীচ হন নাই, এত কাণ্ডজ্ঞানশূন্য ও নাস্তিক হন নাই যে, অব্রাহ্মণ হইয়াও ব্রাহ্মণত্বের পরিচয় দেওয়াইয়াছেন, স্বীয় গ্রন্থাদিতে অযথা পরিচয় দিয়াছেন, এবং শ্রাদ্ধাদিতে আপনাদিগের সমস্ত ক্রিয়া কাণ্ড পণ্ড করিয়া কেবল বৃথা অর্থব্যয় করিয়াছেন। পরন্তু এই রাজারা যে শাস্ত্রজ্ঞানহীন ছিলেন না, অধার্ম্মিক নাস্তিক ছিলেন না পরন্তু পরম পণ্ডিত, অশেষ শাস্ত্রজ্ঞ পরমধার্ম্মিক ও আর্য্যধর্ম্মের রক্ষক ছিলেন তাহা ইতিহাসবিদেরা সকলেই অবগত আছেন। তাঁহাদের রচিত কবিত্বসূচক সংস্কৃতগ্রন্থ ও বহুবিধ বচনাবলী অদ্যাবধি ধরাতলে তাঁহাদের পাণ্ডিত্যের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। তাঁহাদের কৃত নিত্য ক্রিয়াদি ও বহু ব্যয়সাধ্য এবং ব্রাহ্মণসম্পাদ্য যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান বৃত্তান্ত তাঁহাদের ব্রাহ্মণত্বের অখণ্ডনীয় প্রমাণ প্রদান করিতেছে। তাঁহাদের প্রসিদ্ধ যজ্ঞানুষ্ঠানার্থ পশ্চিম প্রদেশ হইতে সুব্রাহ্মণ আনয়ন বৃত্তান্ত লিপিতে ও জনশ্রুতিতে অদ্যাপি দিগ্‌দিগন্তে সঞ্চারিত হইতেছে। তাহাদিগের দেবসেন এই উপাধিতেও

তাঁহাদের ব্রহ্মক্ষত্রিয়তার অর্থাৎ ব্রাহ্মণত্ব ও রাজপদের পরিচয় প্রদান করিতেছে।

কেহ কেহ বলিয়াছেন যে কবি উমাপতি ধর অত্যুক্তিপ্রিয়, তিনি অত্যুক্তি করিয়া যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন তাহা বিশ্বাস্য নয়। অবশ্য সকলদেশীয় কবিরা যশঃ প্রভৃতির বর্ণনায় অত্যুক্তি করিয়া থাকেন, সেটী কেবল কবিপ্রৌঢ়োক্তি মাত্র। তদ্দ্বারা এমন বলা যায় না, যে তাঁহারা প্রকৃত ঘটনা ব্যতীত কেবল কবিত্বের অনুরোধেই জাত্যাদি-বিষয়ক সমস্ত বর্ণনাই অতি রঞ্জিত করিয়াছেন। উক্ত সেনদেবেরা প্রকৃত ব্রাহ্মণ বর্ণ না হইলেও তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণ ও চিকিৎসকজাতি বা বৈদ্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কেবল উমাপতি ধর নয়, সুপ্রসিদ্ধ হলায়ুধ ভট্টও তাঁহাকে ব্রহ্মক্ষত্রিয় অর্থাৎ ব্রাহ্মণরাজা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তখনকার এইরূপ ব্রাহ্মণেরা এক্ষণকার ব্রাহ্মণদের ন্যায় এত নীচপ্রকৃতিক হন নাই যে অর্থাদি পুরস্কার পাইয়া অব্রাহ্মণকেও ব্রাহ্মণ বলিয়া খ্যাপিত করিয়াছেন,অবৈদ্যকে বৈদ্য বলিয়া ঘোষিত করিয়াছেন। হলায়ুধ ভট্ট অশেষ শাস্ত্রজ্ঞ অদ্বিতীয় পণ্ডিত ও ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য বলিয়া অদ্যাপি বিদিত আছেন। সেই হলায়ুধ তাঁহার স্বরচিত গ্রন্থে তাঁহার নিজেরই পরিচয় স্থলে লক্ষ্মণসেনের কিরূপ পরিচয় দিয়াছেন দেখুন—

বাল্যে খ্যাপিত রাজপণ্ডিতপদং শ্বেতাংশুবিম্বোজ্জ্বল
চ্ছত্রোৎসিক্ত মহামহত্তমপদং দত্ত্বা নবে যৌবনে।
যস্মৈ যৌবনশেষযোগ্যমখিলং ক্ষ্মাপাল-নারায়ণঃ
শ্রীমল্লক্ষ্মণসেননৃপতির্ধর্ম্মাধিকারং দদৌ॥

তিনি এই শ্লোকের তৃতীয় চরণের শেষভাগে “ক্ষ্মাপাল নারায়ণঃ” এই বিশেষণ দ্বারা লক্ষ্মণ সেনকে ক্ষত্রিয় ধর্ম্মাক্রান্ত ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণরাজা বলিয়াছেন। ‘ক্ষ্মাপাল’ অর্থ রাজা বা ক্ষত্র ও নারায়ণ অর্থ ব্রহ্ম বা

ব্রাহ্মণ। সুতরাং হলায়ুধ ইহাকে ব্রাহ্মণ বর্ণীয় রাজা বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। এই হলায়ুধ অশেষ ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ, বেদজ্ঞ ও প্রমানীভূত পণ্ডিত শ্রেষ্ঠ মধ্যে পারগণিত। ইঁহার কথাতে এককালে এদেশের ধর্ম্মাধর্ম্মের নির্ণয় ও মীমাংসা হইত। ইনি মনূক্ত লক্ষণাক্রান্ত পরিষদ্ ব্রাহ্মণ এবং বহুগুণে বিভূষিত হওয়ায় ক্রমে রাজার প্রধান পরিষদ ও রাজ পণ্ডিত হইয়াছিলেন। ইনি যে রাজ্যের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ পদস্থ পণ্ডিত ছিলেন, রাজার নিকট মহা মহা পণ্ডিত উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং ধর্ম্মাধি-ধিকরণে সর্ব্বপ্রধান প্রাড়্বিবাক পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহাও এই শ্লোকে ব্যক্ত আছে। এই হলায়ূধের প্রযুক্ত লক্ষ্মণ সেনের ব্রাহ্মণত্ব সূচক উক্ত বিশেষণ এবং পূর্ব্বোক্ত তাম্রাদি ফলকাঙ্কিত অনুশাসন বাক্য সকল এবং অস্মদুক্ত শাস্ত্র বাক্য সকল এবং তৎকালের লোকদিগের ব্যবহার এই সমস্ত অবিসম্বাদে একই বিষয় বলিতেছে। সকলেই একমতে অম্বষ্ঠ দিগকে ব্রাহ্মণ এবং অম্বষ্ঠজাতীয় রাজাদিগকেও ব্রাহ্মণ বলিতেছে। অতএব এ সকল বচনের বিরোধে এবং চিরপ্রচলিত ব্যবহারের বিরোধে ইঁহাদিগের প্রতি অশাস্ত্রীয় বৈশ্যতার আরোপ ও তদ্বংশীয়দিগের প্রতি বৈশ্যোচিত ধর্ম্মাদির ব্যবস্থা নিতান্ত ভ্রান্তি-সঙ্কুল তাহার সন্দেহ নাই।

ব্রহ্মক্ষত্র লোপসূচক বাক্যের অসত্যতা।

চন্দ্রবংশীয় এই ব্রাহ্মণ রাজারা যে অতি প্রাচীনকাল হইতে ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয়রূপে পৃথিবীতে রাজত্ব করিয়া আসিতেছেন তাহা পূর্ব্বে প্রথমাধ্যায়ে দেখাইয়াছি। পূর্ব্বাপর প্রসিদ্ধ বিদেশীর ইতিহাসাদি গ্রন্থেও এই বৈদ্যরাজাদিগকে, বৈদ্য, ব্রহ্ম-পুত্র ও ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন, মুসলমানদিগের আক্রমণ সময়েও লাহোরের রাজা অনঙ্গপাল দেব প্রভৃতিও ব্রাহ্মণ বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। ক্ষত্রিয়ত্বের পরিচায়ক 'পাল' পদ দেখিয়াই এক্ষণকার ব্রাহ্মণদের ন্যায় কেহ তাঁহাদিগকে কুম্ভকার বা অন্য জাতি মনে করেন নাই, তাঁহারা তাঁহাদের দেব উপাধিও অবগত ছিলেন এবং ইহাদিগকে ব্রহ্মক্ষত্র বা বৈদ্য রাজা বলিয়াই জানিতেন। অতএব মনু তাঁহার কালেও "সৈনাপত্যঞ্চ রাজ্যঞ্চ দণ্ডনেতৃত্ব মেব চ। সর্ব্বলোকাধিপত্যঞ্চ সর্ব্বং বেদবিদর্হতি॥" এই শ্লোকে যে বৈদ্যের রাজ্যপালন ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, মুসলমানদের প্রথম আক্রমণ কালেও সেই বৈদ্যেরা এ দেশে রাজত্ব করিয়া আসিতেছিলেন এবং মুসলমানদের শেষ আক্রমণেও এ দেশে বৈদ্য রাজারই রাজত্ব ছিল। মন্বাদির সমান প্রাচীনকালে অযোধ্যাদি প্রদেশে সূর্য্যবংশীয় ব্রহ্মক্ষত্রিয় ও ক্ষত্রিয় রাজারা থাকিলেও পরে ঐ সকল রাজ্য চন্দ্রবংশীয় এই বৈদ্য-রাজাদেরই অধীন হইয়াছিল। গাজিপুর, কাশী ও প্রয়াগের পূর্ব্বে ও দক্ষিণে চিরকালই চন্দ্রবংশীয় রাজারা রাজত্ব করিয়াছেন ইহা পুরাণ ইতিহাসাদির সর্ব্বত্র পরিলক্ষিত হইবে। মহামুনি বেদব্যাস কৃত পুরাণাংশ লইয়া যে বিষ্ণুপুরাণ রচিত হইয়াছে তাহা যে মুসলমানদের বঙ্গরাজ্যাধিকারের পর প্রণীত তাহা আমরা নানা প্রকারে সপ্রমাণ করিয়া দিতে পারি। ঐ মহামুনি ব্যাস স্বয়ং ভবিষ্যৎ কথা বলেন

নাই, এই অংশমাত্র রচনাকারী ব্রাহ্মণ ভবিষ্যদ্বাণীর ভান করিয়া বঙ্গাদিদেশে মুসলমানদিগের রাজত্বও বর্ণনা করিয়াছেন এবং তাঁহার সমকালিক অন্যান্য রাজ্যেরও বৃত্তান্ত বিশৃঙ্খলভাবে ও ভ্রান্তরূপে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের ন্যায় আর কোনও বৈদ্য-বিদ্বেষী ভট্টাচার্য্য এই গ্রন্থে ক্ষেমক রাজার লোপেই ব্রহ্মক্ষত্রিয় বংশের লোপ প্রচার করিয়াছেন যথা—

ব্রহ্মক্ষত্রস্য যো যোনি র্বংশো রাজর্ষি সংকৃতঃ।
ক্ষেমকং প্রাপ্য রাজানং স সংস্থাং প্রাপ্স্যতে কলৌ॥

বিষ্ণু পুঃ ৪ অং ২১ অঃ ৪ শ্লো।

রাজর্ষিগণ সংকৃত এই ব্রহ্মক্ষত্র বংশ ক্ষেমক রাজার পর কলিকালে অবসান পাইবে। সত্যের সহিত সঙ্গতার্থ করিতে হইলে এই বাক্যের অর্থ মগধদেশ সম্বন্ধে এই রাজবংশের অবসান হইবে এইরূপ করিতে হইবে।* অন্যথা মুসলমান রাজত্বের আরম্ভ কালে রচিত এই গ্রন্থ ব্যাসের ন্যায় প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞের রচিত নয় বলিয়া অগ্রাহ্য হইবে। যাহা হউক ব্রহ্মক্ষত্রদের এই বংশ যে অতিশয় সম্মানিত বংশ ছিল তাহা অন্যান্য পুরাণেও লিখিত হইয়াছে, যথা—

ঋষ্যন্তরবিবাহ্যাশ্চ কৌশিকা বহবঃ স্মৃতাঃ।
পৌরবস্য মহারাজ মহর্ষেঃ কৌশিকস্য চ।
সংবন্ধোঽপ্যস্য বংশেঽস্মিন্ ব্রহ্মক্ষত্রস্য বিশ্রুতঃ॥

হরিবংশ ৭অঃ ১৪৬৮।

* এখানে মগধদেশীয় রাজাদেরই বর্ণনা করিব বলিয়া মগধদেশীয় বৃহদ্রথবংশীয় রাজাদেরই বর্ণনা করিয়াছেন, সুতরাং অবসানও তাহাদেরই বলা হইয়াছে। পৃথিবীতে কেবল এই বংশীয়েরাই ব্রহ্মক্ষত্র ছিলেন না, সুতরাং বৃহদ্রথবংশীয় ব্রহ্মক্ষত্রের রাজত্ব লোপমাত্রে বৃহদ্রথবংশীয়েরও সকলের লোপ হইতে পারে না, অন্যান্য ব্রহ্মক্ষত্র বংশের লোপ সুদূর পরাহত।

"বহু বহু কৌশিক গোত্রীয় ব্রাহ্মণদিগের *সহিত ব্রহ্মর্ষিরা ও রাজর্ষিরা কন্যার আদান প্রদান করেন। হে মহারাজ, ব্রহ্মক্ষত্র মহর্ষি কৌশিক বিশ্বামিত্রের এবং পুরুবংশীয় ব্রহ্মক্ষত্রদিগের + এই বংশে যে এইরূপ সম্বন্ধ আছে, ইহা সকলে জানেন"॥ তাৎপর্য্য এই যে, এ বংশ সামান্য নয়। যে ব্রহ্মক্ষত্রবংশীয়দের সহিত সংবন্ধ থাকায় বড় বড় ব্রহ্মর্ষিরা ও রাজর্ষিরা আপনাদিগের গৌরব বিবেচনা করিতেন সে বংশ অতি প্রভাবান্বিত।

বিষ্ণুপুরাণের ঐ অধ্যায়েই ক্ষেমক রাজার পূর্ব্ববর্ত্তী সেনোপাধিক অনেক ব্রাহ্মণ রাজার উল্লেখ আছে। এই সেনোপাধিক ব্রাহ্মণ রাজারাও পুরুবংশীয় ছিলেন এবং তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের ও অনেকে সেনোপাধিক ছিলেন যথা—

"অতঃপরং ভবিষ্যানহং ভূমিপালান্ কীর্ত্তয়িষ্যে। যোঽয়ং সাম্প্রত মবনীপতি স্তস্যাপি জনমেজয়শ্রুতসেনোগ্রসেন ভীমসেনপুত্রা শ্চতারো ভবিষ্যন্তি। তস্যাপরঃ শতানীকো ভবিষ্যতি যোঽসৌ যাজ্ঞবল্ক্যাৎ বেদমধীত্য কৃপাদস্ত্রাণ্যবাপ্য বিষয়বিরক্ত চিত্তবৃত্তিঃ শৌণকোপদেশা-দাত্মবিজ্ঞানপ্রবণঃ পরং নির্ব্বাণ মাপ্স্যতি।

বিষ্ণু ৪ অং ২১ অধ্যায়।

অতঃপর ভবিষ্যৎ রাজাদিগের নাম করিব। অর্জ্জুনের পৌত্র, অভিমন্যুর পুত্র পরীক্ষিত যিনি এক্ষনকার রাজা তাঁহারও জনমেজয়, শ্রুতসেন, উগ্রসেন ও ভীমসেন নামে চারিটী পুত্র হইবে। ইহাঁর শতানীক নামে আরও একটী পুত্র হইবে, ইনি যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট বেদ পাঠ করিয়া এবং কৃপাচার্য্যের নিকট অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করিয়া শেষে বিষয়ে বৈরাগ্য হওয়ায় শৌনক জৈমিনির শিষ্য হইয়া তাঁহার উপদেশে

+ ধন্বন্তরি গোত্রীয় বৈদ্যেরা যে পুরুবংশীয় ব্রহ্মক্ষাত্রেয় তাহা পরে প্রদর্শিত হইবে।

যোগমার্গাবলম্বনপূর্ব্বক পরমাত্মতত্ত্ব পাইয়া নির্ব্বাণ লাভ করিবেন।' এক্ষণে পাঠকবর্গ দেখুন, ইহাঁর জ্যেষ্ঠেরা রাজত্বাদি কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় ব্রহ্মক্ষত্র হইয়া প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ পদ পাইয়াছিলেন, কিন্তু শতানীক যোগমার্গাবলম্বী হওয়ায় কেবল প্রথম শ্রেণীর নয় পরন্তু প্রথম শ্রেণীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। অতএব একই বৈদ্য ব্রাহ্মণ যে কর্ম্মভেদে ব্রহ্মবেদী ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় ধর্ম্মাবলম্বী ব্রাহ্মণ হইতেন তাহা এ স্থলের দৃষ্টান্তেও দেখা যাইতেছে।

এখন এই ব্রহ্মক্ষত্রিয়েরাই যে অন্যান্য পুরাণে ক্ষাত্রোপেত দ্বিজাতি অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ধর্ম্মাবলম্বী ব্রাহ্মণ বলিয়া উক্ত হইয়াছেন তাহাও প্রদর্শন করিতেছি।

এতে ক্ষত্রপ্রসূতা বৈ পুনশ্চাঙ্গিরসঃ স্মৃতাঃ।
রথীতরানাং প্রবরাঃ ক্ষাত্রোপেতাঃ দ্বিজাতয়ঃ॥
বায়ুপুরাণ, হরিবংশ, বিষ্ণু পুরাণ ৪ অং ২ অঃ ২ শ্লোঃ।

বিষ্ণুপুরাণের টীকায় শ্রীধর স্বামী লিখিয়াছেন "এতে রথীতরস্য প্রবরাঃ রথীতরগোত্রজাঃ ক্ষত্রপ্রসূতাঃ ক্ষত্রিয়াঃ অপ্রজস্য রথীতরস্য ভার্য্যায়া মঙ্গিরসো জাতত্বাৎ। তথাপি তয়োর্যোগাৎ পুনঃ আঙ্গিরসো ব্রাহ্মণাঃ স্মৃতাঃ, অতঃ ক্ষাত্রোপেতা দ্বিজাতয় ইত্যন্বয়ঃ॥ অর্থাৎ এই রথীতর বংশীয়েরা, অঙ্গিরা হইতে ক্ষত্রিয় জাতীয় নিঃসন্তান রথীতরের ভার্য্যাতে জাত হওয়াতে ক্ষত্রিয়, তথাপি ঐ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ার যোগে জাত হেতুক তাহাদিগকে অঙ্গিরো বংশীয় ব্রাহ্মণ বলা যায়। অতএব ক্ষত্রিয় হইয়াও ব্রাহ্মণ হওয়াতে ইহাদিগকে ক্ষত্রিয়াশ্রয় ধর্ম্ম ব্রাহ্মণবর্ণ বলা যায়। ভাগবতেও এইরূপ বলিয়াছেন যথা "রথীতরস্যা প্রজস্য ভার্য্যায়াং তন্তবেঽর্থিতঃ। অঙ্গিরা জনয়ামাস ব্রহ্মবর্চ্চস্বিনঃ সুতান্॥ এতে ক্ষত্র প্রসূতা বৈ পুনস্ত্বাঙ্গিরসাঃ স্মৃতাঃ। রথীতরাণাং প্রবরাঃ ক্ষাত্রোপেতা দ্বিজাতয়ঃ॥" এখানে

শ্রীধরস্বামী ব্যাখ্যাতে ইহাদের শ্রেষ্ঠত্বের হেতু এই বলিয়া প্রদর্শন করিতেছেন যথা—"যতঃ ক্ষাত্রোপেতা ব্রাহ্মণা ইত্যর্থঃ। যে হেতু ইহারা ক্ষত্রিয় ধর্ম্মাবলম্বী ব্রাহ্মণ।

বৃহস্পতিবীর্য্যাদুতথ্যপত্নীমমতাসমুৎপন্নো ভরদ্বাজাখ্যঃ,
তস্য চ পৌত্রা গর্গাদ্যাঃ। গর্গাচ্ছিনিস্ততো গার্গ্যা শৈন্যাঃ
ক্ষাত্রোপেতা দ্বিজাতয়ো বভূবুঃ।

বৃহস্পতিবীর্য্যে উতথ্যপত্নী মমতাতে ভরদ্বাজের জন্ম হয়। গর্গাদি তাঁহার পৌত্র। সেই গর্গ হইতে শিনি; এই শিনিবংশীয়েরা গার্গ্য ও ক্ষাত্রোপেত ব্রাহ্মণ।

"গর্গাচ্ছিনি স্ততো গার্গ্যঃ ক্ষত্রাৎ ব্রহ্ম হ্যবর্ত্তত।"—ভাগবত। গর্গ হইতে শিনি ও শিনিবংশীয় ক্ষত্রিয় হইতে যে সকল ব্রাহ্মণ হইয়াছেন তাহারা গর্গগোত্রীয় ব্রাহ্মণ বলিয়া উক্ত হন।

মুদ্‌গলস্য তু দায়াদো মৌদ্‌গল্যঃ সুমহাযশাঃ।
এতে সর্ব্বে মহাত্মানঃ ক্ষাত্রোপেতা দ্বিজাতয়ঃ।
এতে হ্যঙ্গিরসঃ পক্ষং সংশ্রিতাঃ কণ্বমুদ্‌গলাঃ॥
মৌদ্‌গল্যস্য সুতো জ্যেষ্ঠো ব্রহ্মর্ষি সুমহাযশাঃ॥
ইন্দ্রসেনঃ * * * হরিবংশ—

কণ্বের পুত্র মেধাতিথি বংশীয়েরা যেমন কাণ্বায়ণ ব্রাহ্মণ সেইরূপ মুদ্‌গলবংশীয় মহাত্মা মৌদ্‌গল্য ও ব্রাহ্মণ। ইহাঁরা সকলে ক্ষাত্রোপেত ব্রাহ্মণ। কণ্ব ও মুদ্‌গল বংশীয়েরা আদান প্রদানার্থ অঙ্গিরোবংশীয়.দিগকে আশ্রয় করিয়াছিলেন। মৌদ্‌গল্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র ইন্দ্রসেন মহাযশঃশালী ব্রহ্মর্ষি হইয়াছিলেন। ইন্দ্রসেন ব্রাহ্মণ না হইলে কখনই ব্রহ্মর্ষিপদ বাচ্য হইতেন না। বর্ত্তমান কালের ব্রাহ্মনেরা এই সকল বংশেরই পরিচয় দিয়া থাকেন। অন্যান্য জাতিরাও এইরূপ পরিচয় দেন।

এই সকল বচনে স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে যে, ক্ষত্রিয় বংশ হইতে যে সকল ব্রাহ্মণ উৎপন্ন হইয়াছেন অথবা যে সকল ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ধর্ম্মের সহিত ব্রাহ্মণধর্ম্মও পালন করিতেন তাহাদিগকেই ব্রহ্মক্ষত্র বা ক্ষাত্রোপেত ব্রাহ্মণ বলা যাইত। বৈদ্যেরাও যে সেই ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ এখনও কি সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ আছে? ব্রহ্ম অর্থ ব্রাহ্মণ আর ক্ষত্র অর্থ—রাজা; ইহাঁরা ব্রাহ্মণ রাজা। এতদ্বারা এই প্রতিপন্ন হইতেছে যে পুরাকালে পৃথিবীতে যে সকল রাজা ছিলেন তাঁহারা সকলেই ব্রাহ্মণ রাজা। ক্ষত্র ও রাজা একার্থ, কিন্তু কি আশ্চর্য্য ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় বলিলেই অনেকের মনে বড় সঙ্কট উপস্থিত হয়। কিন্তু ব্রাহ্মণ রাজা বলিলে এক কালে সকল গোল মিটিয়া যায়। তাঁহাদের বোধে জাতি যেন কি একটা অদ্ভুত পদার্থ; কার্য্যই যে জাতি তাহা কি আমরা পূর্ব্বে দেখাই নাই? ব্রাহ্মণে রাজকার্য্য—করিলেই সে ব্রাহ্মণ-রাজা বা ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় বা ব্রহ্মক্ষত্র হয়।

বৈদ্যেরা সেই রাজা। যে বৈদ্য রাজকার্য্য—করে না তিনি কেবল ব্রাহ্মণ। আমরা এই সকল শাস্ত্রীয় বচনে, পাষাণাদি লিখিত লিপিতে এবং ব্যবহারেও দেখাইয়াছি যে এই বৈদ্যেরাই কর্ম্ম-ভেদে ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ অথবা ব্রহ্মক্ষত্রিয় হন। এক্ষণে দেখুন ধরো-পাধিক শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণ বৈদ্য কি না; এই উপাধি এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কোনও শ্রেণীর ব্রাহ্মণে দেখা যায় না। অথচ ব্রহ্মক্ষত্রিয়েরাও শর্ম্ম শব্দ ব্যবহার করে না, তবে অবশ্যই ঐ বংশীয় ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ হইবেন। এদিকে উৎকলে ও দেখা যায় যে ঐ ব্রহ্ম ক্ষত্রিয় গোত্রীয়েরাই কর ধর ইত্যাদি উপাধির সহিত শর্ম্মা শব্দ ও ব্যবহার করিয়া থাকেন এবং তাহাদের তাদৃশ শাস্ত্রও ব্যবহার ও আছে। কামরূপ প্রদেশীয় ধন্বন্তরি গোত্রীয় বৈদ্যগণকেও নামান্তে

দেব পূর্ব্বক শর্ম্মা শব্দ ব্যবহার করিতে দেখিয়াছি। অতএব শ্রীকৃষ্ণ ধর যে বৈদ্য জাতীয় ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বৈদ্যেরা ও রাঢ়ীয় বৈদিকাদি অন্যান্য ব্রাহ্মণেরা যে এইরূপে পুরু-বংশের মূলীভূত চন্দ্রবংশে উৎপন্ন তাহা কয়েকটী প্রাচীন দৃষ্টান্ত দ্বারা পরিচয় দিয়া দেখাইতেছি। যথা—

ভরদ্বাজ উতথ্যের মমতা নাম্নী স্ত্রীতে বৃহস্পতি হইতে জাত। চন্দ্র-বংশীয় মহাপ্রভাব দুষ্মন্ত পুত্র ভরতের পুত্র না হওয়াতে এই ভরদ্বাজই বৈদ্যত্ব হেতুক (মন্বাদি শাস্ত্রে আছে যে পৃথিবী অরাজক হইলে বৈদ্যকে রাজা করিবে) ভরতের রাজ্য শাসন করিয়া অন্তে বানপ্রস্থ আশ্রম অবলম্বন করিয়া প্রয়াগের নিকটবর্ত্তী এক তপোবনে তপস্যা করিতেন। ভরদ্বাজ চিকিৎসাশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ঋগ্বেদের মধ্যে ইহাঁর নিকট প্রকাশিত ব্রহ্মবিদ্যা ও চিকিৎসাবিদ্যা সম্বন্ধীয় বহু বহু সূত্র আছে। এই ভরদ্বাজই অম্বষ্ঠকুলশিরোমণি দিবোদাস ধন্বন্তরির গুরু। এই ভরদ্বাজই সূর্য্যবংশাবতংস রামচন্দ্রের এবং ধন্ব-ন্তরি ও তৎপুত্র প্রতর্দ্দনের সমকালবর্ত্তী। ঐ ভরদ্বাজের পুত্র ভবমন্যু, ভবমন্যুর পুত্র গর্গ, গর্গ পুত্র শিনি। ইহাঁর সন্তানেরা অসাধারণ চিকিৎসক এবং কেহ কেহ রাজা ছিলেন। ইহাঁরাই ক্ষাত্রোপেত দ্বিজাতি বলিয়া উপরি উক্ত শ্লোকে উক্ত হইয়াছেন।

চন্দ্রবংশীয় জয়ৎসেনের বংশে দীর্ঘতপা নামে এক ঋষির পুত্র ধন্বন্তরি। কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে যে কাশীরাজ সুবিভু আহূত হইয়াছিলেন তিনি ধন্বন্তরির নিম্নবর্ত্তী ১১শ পুরুষ, এই বিভুর কন্যা গান্দিনীকে সুপ্রসিদ্ধ অক্রূরের পিতা শ্বফল্ক বিবাহ করেন। যদুবংশীয় স্বয়ম্ভোজের পুত্র যে কৃতবর্ম্মা ও শতধন্বার নাম মহাভারতে দেখা যায় তন্মধ্যে এই শতধন্বার পুত্র ভিষক্ বৈতরণ ধন্বন্তরির এক শিষ্য ছিলেন। ইনি চ্যবনগোত্রীয় বৈদ্য ছিলেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্ব্বে জতুগৃহদাহের

পর ভগবান্ কৃষ্ণ এই সুধন্বাকে স্যমন্তকাপহারী বলিয়া নিহত করেন। (অধুনা মহারাণী ভিক্টোরিয়ার মুকুটে যে কোহিনুর নামে মণি আছে, সেই মণিটীরই পূর্ব্বনাম স্যমন্তক, জেতৃরাজ পরম্পরায় উহা মুসলমান রাজাদিগের হস্তগত হইয়া কোহিনুর নাম প্রাপ্ত হয়)। পুরুপুত্র যদু এই কৃষ্ণ ও সুধন্বা উভয়েরই পূর্ব্ব পুরুষ। বিশ্বামিত্র পুত্র সুশ্রুত ও ধন্বন্তরির এক শিষ্য ছিলেন। ইনি কৌশিক গোত্রীয়। বৈদ্যদিগের গোত্রভূত শালঙ্কায়ন ও শাণ্ডিল্য ও বিশ্বামিত্রের পুত্র ছিলেন। ধন্বন্তরির বংশ হইতেই সুবিখ্যাত মহাতেজা কাশ্যপ ঋষির উৎপত্তি হয়। চন্দ্রবংশীয় জয়ৎসেনের বংশে যে ক্ষত্রধর্ম্মা নামে এক মুনি হইয়াছিলেন তাঁহারই বংশে সুহোত্রের পুত্রহস্তী নামে পুত্র ছিলেন। ইনিই হস্তিনাপুরের পত্তনকর্ত্তা কুরুপাণ্ডবের পূর্ব্বপুরুষ। তাঁহারই অজমীঢ় নামে এক পুত্র ছিল। ইহাঁরই এক স্ত্রীতে কণ্ব ও তৎপুত্র প্রসিদ্ধ মেধাতিথির জন্ম হয়। এই কণ্ব প্রসিদ্ধ শকুন্তলোপাখ্যানের শকুন্তলার পালকপিতা। ইহাঁরই নামে ইহাঁর বংশীয় ব্রাহ্মণেরা কাণ্বায়ন ব্রাহ্মণ বলিয়া বিখ্যাত। ঐ অজমীঢ়ের নিলিনী নাম্নী অপরা স্ত্রীতে যে বংশ বিস্তার হয় তন্মধ্যে মুদ্গল নামে এক মহাতেজা ঋষি জন্মিয়াছিলেন। তাঁহা হইতে মৌদ্গল্য গোত্রীয় বৈদ্যেরা উৎপন্ন হন। এতৎপূর্ব্বেও স্থানান্তরে আর কতকগুলির উদাহরণ দিয়াছি। এই ক্ষুদ্র পুস্তকে এই সকল প্রমাণই সাধারণের প্রত্যয়ের পক্ষে যথেষ্ট হইবে। আমাদের বচনোক্তের প্রামাণ্যার্থ কতকগুলি মূল উদ্ধার করিয়া সংপরিশিষ্টে দিতেছি।

—স্বয়ম্ভোজাদ্ধৃদিকঃ সং বভূব হ
তস্য পুত্রা বভূবুর্হি সর্ব্বে ভীমপরাক্রমাঃ॥
কৃতবর্ম্মাগ্রজ স্তেষাং শতধন্বাতু মধ্যমঃ।

দেবর্ষে শ্চ্যবনাত্তস্য ভিষগ্ বৈতরণশ্চয়ঃ।
সুদন্তশ্চাতিদন্তশ্চ কামদা কামদন্তিকা॥

—হরিবংশ, স্যমন্তকোপাখ্যান।

বৎসস্য বৎসভূমিস্তু ভার্গভূমিস্ত ভার্গবাৎ
এতেত্বঙ্গিরসঃ পুত্রা জাতা বংশেঽথভার্গবে॥
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা শূদ্রাশ্চ ভরতর্ষভ॥

হরিবংশ।

ঋগ্বেদে বর্ত্ততে চাগ্র্যা শ্রুতির্যস্য মহাত্মনঃ।
যত্র গৃৎসমদো ব্রহ্মন্ ব্রাহ্মণৈঃ স মহীয়তে॥
স ব্রহ্মচারী বিপ্রর্ষিঃ শ্রীমান্ গৃৎসমদোঽভবৎ॥

মহাভারত।

মণ্ডলদ্রষ্টা গৃৎসমদ ঋষিঃ। স আঙ্গিরসঃ শৌণহোত্রো ভূত্বা ভার্গবঃ শৌনকোঽভবৎ। স গৃৎসমদো দ্বিতীয় মণ্ডলম্ পশ্যৎ তস্মাৎ মণ্ডল দ্রষ্টা শৌনকো গৃৎসমদ ঋষিঃ।

ঋগ্বেদে সায়নটীকা।

শতর্চ্চিনো মাধ্যমা গৃৎসমদো বিশ্বামিত্রোঽত্রি ভ'রদ্বাজো বশিষ্ঠঃ প্রগাথাঃ পঠ্যমানাঃ ক্ষুদ্রসূক্তা মহাসূক্তাঃ।

আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র।

মুদ্গলো গোকুলো বাৎস্যঃ শৈশিরঃ শিশিরস্তথা।
পঞ্চৈতে শাকলাঃ শিষ্যাঃ শাখাভেদপ্রবর্ত্তকাঃ॥
ততো ব্রাহ্মণতাং যাতো বিশ্বামিত্রো মহাতপাঃ।
ক্ষত্রিয়ঃ সোঽপ্যথ তথা ব্রহ্মবংশস্য কারকঃ॥
তস্য পুত্রা মহাত্মানো ব্রহ্মবংশ বিবর্দ্ধনাঃ।
তপস্বিনো ব্রহ্মবিদো গোত্রকর্ত্তার এব চ॥

মধুচ্ছন্দশ্চ ভগবান্ দেবরাতশ্চঃ বীর্য্যবান্।
অক্ষীণশ্চ শকুন্তশ্চ বভ্রুঃ কালপথস্তথা॥

*　　*　　*　　*

শ্যামায়ণোঽথ গর্গশ্চ জাবালিঃ সুশ্রুতস্তথা।
বিশ্বামিত্রাত্মজাঃ সর্ব্বে মুনয়ো ব্রহ্মবাদিনঃ॥

মহা, অনুশা, প ৪ অ।

বিশ্বামিত্রস্য সুতা দেবরাতাদয় স্তথা।
তেষাং খ্যাতানি গোত্রাণি কৌশিকানাং মহাত্মনাম্॥
পাণিনো বাভ্রবশ্চৈব ধ্যানজপ্যাস্তথৈব চ।
পার্থিবা দেবরাতাশ্চ শালঙ্কায়ন বাস্কলাঃ॥

হরিবংশ।

এই সকল বৃত্তান্ত দ্বারা যেমন ব্রহ্মক্ষত্রিয়কুল বল্লালকুলের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে, তেমনই একটী কিংবদন্তীমূলক ভ্রান্তবচনের উদ্ভাসিত অর্থদ্বারাও তাঁহার ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে। "বেদাজ্জাতো হি বৈদ্যঃ স্যাদম্বষ্ঠো ব্রহ্মপুত্রকঃ" এই বচনে যেমন অম্বষ্ঠদিগকে ব্রহ্মপুত্র বলা হইয়াছে তেমনই তৎকালের লোকেরাও ইহাঁদিগকে ব্রহ্মপুত্র অর্থাৎ ব্রাহ্মণ সন্তান ও ব্রাহ্মণ বলিয়া জানিতেন। সম্ভবতঃ ইহাদের পূর্ব্বপুরুষদের কাহাকে কেহ কোথাও ঐরূপ ব্রহ্মপুত্র বলিয়াছিলেন ও সেই বংশে ইহাঁদের জন্ম বলিয়াছিলেন। সুতরাং ইহাঁরা ব্রহ্মপুত্রের বংশ বলিয়া কথিত হইতে পারেন। কিন্তু এই ব্রহ্মপুত্র কে, তাঁহার নাম কি, ইত্যাদি প্রকৃতার্থ না জানিয়া অজ্ঞেরা বিজয় সেনকে ব্রহ্মপুত্রনদের সন্তান বলিয়া ব্যাখ্যা করায় সাহেবেরাও তাঁহাদের কৃত ইতিহাসে এবং বাঙ্গালীরা পুনর্ব্বার তাহার অনুবাদে ইহাঁদের বংশীয় ঐ রাজাকে ব্রহ্মপুত্রনদের সন্তান বলিয়া থাকেন। যদি বল্লাল ব্রহ্মপুত্র অর্থাৎ ব্রাহ্মণের পুত্র ব্রাহ্মণ বা অম্বষ্ঠ না হইতেন তাহা

হইলে এই শাস্ত্রোদ্ভূত ভ্রান্তিমূলক কিংবদন্তী ও ইতিহাস লিখিত ঐ ভ্রান্তবাক্য অজ্ঞসমাজে এরূপ চলিয়া আসিত না।

যাহা হউক, এস্থলে আমরা বলিতে বাধ্য যে বিষ্ণুপুরাণে যে ভবিষ্যদ্বাণীমুখে ব্রহ্মক্ষত্রিয়ের লোপ বলা হইয়াছে তাহা সেনবংশীয় রাজত্বের অনেক পরে রচিত। ব্রহ্মক্ষত্রিয় লোপ পৌরাণিক বা শাস্ত্র সিদ্ধ হইলে, হলায়ূধ, উমাপতিধর প্রভৃতি সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা বিশেষতঃ স্মৃতি শাস্ত্রে ও পুরাণতত্ত্বে অদ্বিতীয় পণ্ডিত হলায়ূধ তাহা অবশ্যই জানিতেন এবং লক্ষ্মণসেনাদি রাজাকে কখনই ব্রহ্মক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিতেন না। ফলতঃ বিষ্ণুপুরাণের অন্তত ঐ সকল অংশ যে মুসলমান আক্রমণেরও তাঁহাদের অধিকারের অনেক পরে রচিত তাহা আমরা বিষ্ণু পুরাণাদির বাক্যেই সপ্রমাণ করিয়া দিতে পারি। যদি আবশ্যক হয় পশ্চাৎ তাহা প্রদর্শন করিব। উহাতে আধুনিকত্বের এরূপ জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ সকল নিহিত আছে যাহা কোনও ক্রমে খণ্ডনীয় নহে।

—বৈদ্যের উপাধি—

আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়া আসিয়াছি যে এই বৈদ্যরাজাদের বা ব্রহ্ম-ক্ষত্রদের পুত্র ও সহোদরেরা রাজকার্য্য না করিয়া যোগ ধর্ম্ম অবলম্বন করিলে ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ নামে কথিত হন। যেমন জনমেজয়ের সহোদর শতানীক, কাশীরাজের সহোদর গৃৎসমদ, মৌদ্গল্য রাজার পুত্র ইন্দ্রসেন, শান্তনু রাজার সহোদর দেবাপি ইত্যাদি। কেবল ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ নন, ইহাঁরা সকলে ব্রহ্মর্ষি নামেও অভিহিত হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ না হইলে ইহা কখনও সম্ভব হইত না। এক্ষণে আমার বক্তব্য এই যে যখন পূর্ব্ব যাজনোপজীবিক বা মন্ত্রোপদেশকারী বৈদ্যেরা ধরাদি উপাধির সহিত দেব শর্ম্মন্ শব্দ ব্যব-হার করিতেন এবং অদ্যাপি এদেশেও অন্যান্য দেশে এই প্রথা প্রচলিত

রহিয়াছে দেখা যায়, এবং রাজকার্য্যাবলম্বী বৈদ্যেরা সেন দেব উপাধি ধারণ করিতেন এবং অদ্যাপি ইহাঁদিগের সহধর্ম্মিণীরা নামান্তে দেবী শব্দ ব্যবহার করিয়া পূর্ব্ব প্রথা রক্ষা করিতেছেন "দেব্যন্তাশ্চ স্ত্রিয়ঃ স্মৃতাঃ" ইত্যাদি শাস্ত্র বচনেও তাঁহাদের দ্বিজপত্নীত্বের পরিচয় সূচক দেবীপদ ব্যবহারের কর্ত্তব্যতা প্রতিপালিত হইতেছে তখন বৈদ্য মাত্রেরই নামান্তে সেন, দাস, গুপ্ত প্রভৃতি রাজত্ব সূচক উপাধির পর দ্বিজত্বের পরিচয় সূচক দেবশব্দ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, এবং মন্ত্রোপদেশকারী বৈদ্য-ব্রাহ্মণগণের তজ্জাতীয় অন্যান্য ব্রাহ্মণগণের ন্যায় দেব-শব্দের পর শর্ম্ম শব্দ ব্যবহার করা শাস্ত্রসিদ্ধ। পরন্তু ইদানীং যেরূপ জাতি পরিচয়ার্থ ধর দেবশর্ম্মা, কর দেবশর্ম্মা ইত্যাদি ব্যবহার প্রচলিত হইয়া আসিয়াছিল সেইরূপ ব্যবহারও যুক্তি ব্যবহার ও শাস্ত্র বিরুদ্ধ নহে। শাস্ত্রেও বলিয়াছেন "দেব পূর্ব্বং নরাখ্যং হি শর্ম্মবর্ম্মাদি সংযুতম্" অর্থাৎ আর্য্যজাতিরা শর্ম্মবর্ম্মাদি বর্ণ বাচক শব্দের পূর্ব্বে দেবশব্দ প্রয়োগ করিবেন, অতএব এমতেও শাস্ত্রব্যবসায়ীদের সেন দেব শর্ম্মা, দাস দেব শর্ম্মা, গুপ্ত দেবশর্ম্মা, সোম দেবশর্ম্মা ইত্যাদি উপাধি ব্যবহার করা যুক্তি সঙ্গত, শাস্ত্রসঙ্গত ও ব্যবহার সঙ্গত। কি ব্রাহ্মণ, কি বৈদ্য শাস্ত্রজ্ঞান হীন অজ্ঞ লোকদিগের শর্ম্ম উপাধি ব্যবহার শাস্ত্র ও যুক্তি বিরুদ্ধ। "দেবপূর্ব্বং" ইত্যাদি শাস্ত্র বচনানুসারে ব্রাহ্মণ-বর্ণত্বের পরিচায়ক শর্ম্মন্ শব্দ ব্রাহ্মণ মাত্রের ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, কিন্তু বল্লালাদির পরিচয়ে আমরা 'সেন দেব' এই পর্য্যন্ত উপাধি লিপি-মধ্যে পাইতেছি। এই উপাধির সেন শব্দটী বল সূচক হওয়াতে ইহা ক্ষত্রিয়ত্বের বা রাজত্বের পরিচায়ক, ও দেব শব্দটী দ্বিজত্বের পরিচায়ক। ব্রাহ্মণ বর্ণত্বের পরিচায়ক শর্ম্মন্ শব্দটী ইহাঁদের উপাধিতে দেখিতে পাইতেছি না, কিন্তু যখন ইহাঁরা ব্রাহ্মণ বলিয়া কথিত হইতেছেন তখন বোধ হয় ইহাঁদের শর্ম্ম শব্দ ব্যবহার, উক্ত "দেব পূর্ব্বং" ইত্যাদি

বচনানুসারে যুক্তি সিদ্ধ হইতে পারে এবং প্রাচীন ব্যবহারে তাদৃশ প্রথা থাকিলে তাঁহারা অবশ্যই তাহা ব্যবহার করিতেন। কিন্তু আমরা প্রাচীন কোনও নামে এ প্রথার অনুসরণ দেখিতে পাই না। ব্যাসদেব বিরচিত, শ্রীমন্মহামহোপাধ্যায় শঙ্করদেব বিরচিত, কপিল দেব বিরচিত, ঈশ্বর কৃষ্ণ বিরচিত, বৃহস্পতি প্রণীত, ভট্টোজী দীক্ষিত বিরচিত, শঙ্কর সেন বিরচিত, কালিদাস প্রণীত, বররুচি কৃত ইত্যাদি প্রকারই দেখিতে পাই। অতএব নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে এই প্রথাও তৎ-সূচক শ্লোকগুলি ইদানীন্তনকালের রচিত ও সংহিতাদি মধ্যে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। যাহা হউক বৈদ্য মহাশয়েরা ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে জাতি বিশেষ কৃত তৎপরিচয়ার্থ গৃহীত শর্ম্ম শব্দটী তাঁহাদের নিমিত্তই রাখিয়া প্রাচীন প্রথাই রক্ষা করেন ইহা নিতান্ত যুক্তি সিদ্ধ, শাস্ত্রসিদ্ধ এবং চিরন্তন ব্যবহার সিদ্ধ। ব্রাহ্মণজাতীয় বিদ্বিষ্ট শ্রেণীর কল্পিত এই শর্ম্মন্ শব্দ তাঁহারা নিজেরাই ব্যবহার করুন। বৈদ্যেরা দ্বিজত্বের পরিচায়ক দেব শব্দ উঠাইয়া যে কেবল সেনাদি শব্দ ব্যবহার করিতে-ছেন ও কেহ কেহ সেনাদি শব্দের সহিত গুপ্তাদি শব্দ ব্যবহার করিতে-ছেন তাহা অন্যায্য। কি প্রাচীনকালে, কি বর্ত্তমানকালে, পশ্চিম্যাদি কোনও প্রদেশে এ প্রথা দেখা যায় না। কেবল বৈদ্যরাজাদিগের গৌড় রাজ্যেই দেখা যায়। গুপ্ত উপাধিটী সুপরিস্ফুট ক্ষত্রিয় উপাধি, ধন ধান্যাদি সূচক উপাধিই বৈশ্যোপাধি হইতে পারে, কিন্তু বিদ্বিষ্ট অজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা বৈদ্যগণকে বৈশ্য বলিয়া প্রচার করিবার নিমিত্ত গুপ্ত উপাধিটী বৈশ্যত্ব সূচক বলিতেছেন। যদি উহা বৈশ্য উপাধিই হয় তাহা হইলেও তৎপূর্ব্বে দ্বিজত্ব সূচক দেব শব্দটী ঐ শ্লোক অনুসারে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য, কিন্তু তাহাই বা এই দ্বিজাতিগণের নামে কোথায়? আর যদি বল বর্ম্মাদি সূচক পদ ক্ষত্রিয়তা সূচক ও গুপ্তাদি পদ বৈশ্যতা সূচক হয়, তবে দেব শব্দেরই প্রয়োজন কি? দেব শব্দ

দ্বারা ত দ্বিজত্ব মাত্র অনুমিত হইতেছে কিন্তু সেনাদি শব্দ দ্বারা যখন ক্ষত্রিয়ত্ব সূচিত হইতেছে তখন অবশ্যই তদ্দ্বারা দ্বিজত্বও সূচিত হইতেছে; অতএব ঐ দেব শব্দ নামান্তে কেবল দ্বিজত্ব বাচক নয় পরন্তু ঐ পদ ব্রাহ্মণত্বেরই বাচক এইজন্য প্রযুক্ত হইয়াছে। ইহাঁরা ব্রহ্ম ক্ষত্র ছিলেন বলিয়াই ব্রাহ্মণত্ব ও ক্ষত্রিয়ত্ব উভয় লক্ষণই ধারণ করিতে হইত, সুতরাং ইহাদেরই কেবল এই দুই উপাধি ধারণ কর্ত্তব্য ছিল। যেন শব্দটী রাজত্বের পরিচায়ক এবং দেব শব্দটী ব্রাহ্মণত্বের পরিচায়ক ছিল, এই দেব শব্দটী বৈদ্যেরা কেন পরিত্যাগ করিতেছেন জানেন কি? ইহাও কি এই কুটিলমতি ব্রাহ্মণদের কৃত প্রাচীন শাস্ত্রার্থ নাশ ও প্রাচীন প্রথা উন্মূলন করিয়া নব্য শাস্ত্র ও নূতন মত চালাইবার ইচ্ছাতেই হইতেছে, এরূপ অনুমিত হইতেছে না? উহারাই কি এই প্রথা উঠাইবার মূলীভূত নয়? উহারাই কি নিজকৃত এই সকল শাস্ত্র বচন দেখাইয়া উহাদিগকে নিরস্ত করে নাই? ইহা কি মনুপাঠে কুল্লুকাদির টীকা মাত্র সংবল ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যগণের অজ্ঞতার ফল নয়? অতি বিদ্বেষী ব্রাহ্মণগণের বিদ্বেষের ফল নয়? এবং অতি বিশ্বাসী বৈদ্যগণের ঐরূপ ব্রাহ্মণে বিশ্বাসের ফল নয়? অতঃপর অন্ততঃ শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে দ্বিজত্বের পরিচায়ক দেব শব্দ ব্যবহার করা নিতান্ত কর্ত্তব্য হইতেছে।

—বৈদ্যের বৈশ্যত্ব খ্যাপন অযৌক্তিক।

আমরা এপর্য্যন্ত যে সকল ব্রাহ্মণ ও রাজাদিগের উদাহরণ দিলাম ইহাঁরা সকলেই চন্দ্রবংশীয়। বল্লালসেন, লক্ষ্মণসেন প্রভৃতি উক্ত সেনবংশীয়েরাও চন্দ্রবংশীয়। চন্দ্র হইতে লক্ষ্মণসেন ও তৎপুত্র বিশ্ববন্দ্য ও তৎপুত্র লাক্ষ্মণেয়, কেশবসেন পর্য্যন্ত এই ব্রহ্মক্ষত্রিয় বৈদ্য-বংশের লোপ হয় নাই ইহা শাস্ত্রে ও পাষাণক্ষোদে দেখা যাইতেছে। লক্ষ্মণের পৌত্র অতিবৃদ্ধ এই কেশবসেনই বক্তিয়ার খিলিজির আক্র-

মণকালে রাজ্য ত্যাগ করিয়া কটকে পলায়ন করিয়া ছিলেন। তিনি ১২৬০ সংবৎ পর্য্যন্ত এই বঙ্গদেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই লক্ষ্মণসেনের বংশীয়েরা ও অন্যান্য অম্বষ্ঠেরা অদ্যাপি বঙ্গে বিস্তীর্ণ হইতেছেন এবং লোকেরাও পুরুষ পরম্পরায় উহাঁদিগকে দেখিয়া ও শুনিয়া আসিতেছেন। তথাপি যদি কেহ এই ব্রহ্মক্ষত্রিয় জাতির লোপ বলিতে চান অথবা বিষ্ণুপুরাণে লিখিত মগধদেশের বৃহদ্রথ বংশীয় ব্রহ্মক্ষত্র রাজাদের রাজ্যভ্রংশ দেখিয়া যদি কেহ পৃথিবীতে ব্রহ্মক্ষত্রিয় ও অম্বষ্ঠজাতির লোপ সিদ্ধান্ত করিতে চান তাঁহাকেই বা আমরা কি বলিতে পারি? আর শাস্ত্রদর্শনহীন যে সকল লোক চন্দ্রবংশীয় বলিয়া বল্লালসেন প্রভৃতিকে ব্রাহ্মণ বা ব্রহ্মক্ষত্রিয় না বলিয়া সামান্য ক্ষত্রিয় মাত্র বা অন্য কোন জাতি বলিয়া নিশ্চয় করিতে চান তাঁহাদিগের প্রতিই বা আমাদিগের কি বক্তব্য আছে? তাঁহারা যদি জানিতেন যে চন্দ্রবংশে ব্রাহ্মণাদি সকল বর্ণেরই উৎপত্তি হইয়াছে তাহা হইলে এরূপ সিদ্ধান্ত করিতেন না। এস্থলে আমাদের বক্তব্য এই যে, কর্ম্মলোপে যদি বর্ণলোপ বলা যায়, তাহা হইলে বৈদ্যের রাজত্ব লোপের সহিত ব্রহ্মক্ষত্র বর্ণের লোপ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু তাহা হইলে, সেইরূপে ব্রাহ্মণবর্ণও লুপ্ত হইয়াছে ইহাও অবশ্য স্বীকরণীয় হইতেছে। ব্রাহ্মণধর্ম্ম রক্ষক ব্রাহ্মণ রাজার অভাবে ব্রাহ্মণধর্ম্মের রক্ষা হয় না ইহা স্বতঃসিদ্ধ কথা, প্রত্যক্ষতও তাহা দৃষ্ট হইতেছে, কিন্তু ব্রাহ্মণেরা তাহা স্বীকার করিতে চান না। ইহাঁরা জন্মমাত্রকে বর্ণত্বের কারণ বলিয়া ৫৬ পুরুষের পূর্ব্বের পূর্ব্বপুরুষ কেহ ব্রাহ্মণ ছিলেন বলিয়া আপনাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিতে চান। যদি তাহাই হয়, তবে অদ্যাপি আয়ুর্ব্বেদ ব্যবসায়ী শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণসন্তানগণ যাঁহারা বৈদ্য নামে প্রথিত হইতেছেন তাঁহারা কোন দোষে ব্রাহ্মণত্ব বর্জ্জিত হইবেন, তাহা কি কোনও ব্রাহ্মণ দেখাইতে পারেন? ক্রিয়ালোপহেতুক

কেবল পৃথিবীপতি অথবা চিকিৎসক ব্রাহ্মণসম্প্রদায়ের পাতিত্য হইবে, যাজকসম্প্রদায়ের ক্রিয়ালোপ হেতুক পতন হয় না ইহা কোনও শাস্ত্রে লেখা নাই, তবে অভিনব টীকাকার মহাশয়দিগের কেবল বৈদ্য ব্রাহ্মণকে বৈশ্যত্ব প্রাপ্ত বলিবার হেতু কি? যদি বলেন রাজধর্ম্ম গ্রহণ হেতুক ইহাঁরা ক্ষত্রিয় হইয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে নৃপত্ব যাওয়ায় ক্ষত্রিয়-বৃত্তি ও নাশ হওয়াতে জাতি নাশ হইয়া উহাঁরা বৈশ্য হইয়াছেন। ভাল, গুণ ও ক্রিয়াই জাতি ইহা স্বীকার করিয়া বিবেচনা করিলেও ব্রহ্মক্ষত্রিয়ের রাজত্ব গেলেই সে বৈশ্যজাতি হইবে ইহা কোন্ শাস্ত্রে লেখা আছে? ইহাঁরা ব্রাহ্মণধর্ম্ম ও ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম এই উভয় ধর্ম্মই গ্রহণ হেতুক ব্রহ্মক্ষত্রিয়, ক্ষত্রধর্ম্ম নষ্ট হইলে ব্রাহ্মণধর্ম্ম ত অবশিষ্ট থাকিবে, তবে ইহাঁদের ব্রাহ্মণত্ব থাকিতে, বৈশ্যধর্ম্ম অবলম্বন ব্যতীত ইহাঁরা কি প্রকারে বৈশ্য হন? শাস্ত্রজ্ঞ মহাশয়েরা উহা বিবেচনা করুন। যদি ব্রাহ্মণত্ব জাতিই অক্ষয় নিত্য ও অন্য জাতি লোপপরায়ণ অনিত্য হয় তবে ইহাঁদের ব্রাহ্মণত্ব যাইবে কিসে? এবং তাহাঁদেরই ব্রাহ্মণত্ব থাকে কিসে? বলকারিত যজ্ঞোপবীত ত্যাগ ভিন্ন সেনবংশীয় এক সম্প্রদায়ের এমন কোনও দোষ দৃষ্ট হয় না যে তাহাদিগকে জাতিচ্যুত করা যাইতে পারে। বিশেষতঃ পিতৃপুরুষ পরম্পরায় তাঁহারা সকল জাতির কুলাকুলের উৎকর্ষ নিকর্ষের পরিমাণকর্ত্তা ছিলেন। তাঁহারা ব্রাহ্মণ কৌশলে এইরূপে নির্দ্দয়রূপে নিরুপবীত হইলেও তদানীন্তন বৈদ্য ও ব্রাহ্মণসমাজ তাঁহাদিগকে অনুপবীত ক্ষত্রিয়বৎই বিবেচনা করিয়াছিলেন এবং ব্রহ্মবৈবর্ত্ত নামে তাদৃশ শাস্ত্রও প্রস্তুত করিয়া বলিয়াছিলেন "উপবীতঃ ক্ষত্রিয়শ্চ দ্বাদশাহেন শুধ্যতি। মাসেনানুপ-বীতশ্চ ক্ষত্রিয়ঃ শুধ্যতে তথা॥" অর্থাৎ উপবীত ক্ষত্রিয় দ্বাদশাহে শুদ্ধ হয় এবং অনুপবীত ক্ষত্রিয় একমাসে শুদ্ধ হয়। তাঁহারা কখনও ইহাঁদিগকে শূদ্রবৎ বিবেচনা করেন নাই। তদবধি তাঁহারা অনুপ-

নীত ক্ষত্রিয়বৎই হইয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু কিছুকাল পরে যখন রাজা রাজবল্লভ ভারতবর্ষস্থ ভিন্ন ভিন্ন দেশের সমস্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও বৈদ্যগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া প্রায়শ্চিত্তানন্তর পুনরায় উপবীত গ্রহণের ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন তাঁহাদিগের উপবীত গ্রহণ করা মীমাংসিত হইয়া ছিল বটে, কিন্তু তাঁহারা আর ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় বলিয়া গণ্য হইলেন না, বৈশ্য বলিয়াই নির্দ্দিষ্ট হইলেন। ইহাই কি ইহাঁদের ব্রাহ্মণত্ব হইতে ক্রমে বৈশ্যত্ব খ্যাপনার মূল নয়? ইহাই কি ইহাঁদের "সত্যে বৈদ্যাঃ" ইত্যাদি বচন রচনার হেতু নয়? অম্বষ্ঠাচার চন্দ্রিকা নামক গ্রন্থে এই সকল বিষয় পণ্ডিতগণের বিচারে জানা যাইতে পারে। এরূপ বিচারের মূল কারণ কি কুল্লূক ও মেধাতিথিকৃত মনুসংহিতার টীকা নয়? ইহার কারণ কি জাল বেদব্যাস ও ঐরূপ জাল যম, দেবল প্রভৃতির যুক্তিহীন ও শ্রুতি স্মৃতিবিরুদ্ধ অসংস্কৃত অসংবদ্ধ বচনাবলী নয়? এবং শ্রুতি স্মৃতি ও প্রকৃতপূজার্হ পুরাণাদি অমান্য করিয়া ইহাদিগেরই ভ্রান্ত বচনের অনুসরণ করিতে বর্ত্তমান অজ্ঞ ব্রাহ্মণ-গণের বলবতী প্রবৃত্তিই কি ইহার কারণ নয়? এখন ইহাঁদিগের ক্রিয়াকলাপের ব্যবস্থার কিছুরই স্থিরতা নাই, ব্রাহ্মণেরা কতকগুলিকে বৈশ্যবৎ ও কতকগুলিকে শূদ্রবৎ বিবেচনা করিতেছেন। বৈশ্যকালে কতকগুলির পঞ্চদশাহ অশৌচ ও কতকগুলির একমাস অশৌচ ব্যবস্থা করিতেছেন, কিন্তু কার্য্য প্রায় সকলেরই শূদ্রবৎ করিতে-ছেন।* অনেক স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায় যজ্ঞের আয়োজন উপবীতাদি সংগ্রহ করিতে আদেশও হয়, যাজকের কিঞ্চিৎ প্রাপ্তিও হয়, কেবল কার্য্য যথাবিহিত না হইয়া সূত্রটা গলদেশে দিয়া যজমান-গণতে চরিতার্থ করা হয়। ইহা অপেক্ষা যাজকের প্রবর্ত্তিত প্রতারণা

---

* আমরা শাস্ত্রানুযায়ী কার্য্য করাই বটে কিন্তু পুরোহিতগণকে শিখাইয়া লইতে হয়, তাঁহারা প্রকৃত সংস্কার কার্য্য জনেন না।

ও প্রবঞ্চনার কথা আর কি বলিব? যাহাকে ব্রাহ্মণ বলিতে স্বীকার করিতেছি, তাহাকে অজ্ঞ কিপ্রকারে বলিব? আবার উহাঁরা এই উভয়দলের সামাজিক সমস্ত কার্য্যে বিধি দেন এবং তাহাতে পৌরোহিত্য ও করেন এবং পরিতোষ সহকারে আহারাদি ও দানাদি গ্রহণ করিয়া থাকেন, কিন্তু তথাপি তাঁহারা কোনও প্রকারে পতিত নহেন, তাঁহাদের আজ্ঞানুবর্ত্তী ঐ বৈদ্যেরাই পতিত বলিয়া গণ্য হইতেছেন। এদিকে এতৎপ্রদেশেও অর্থাৎ কলিকাতা ও তন্নিকটস্থ প্রদেশে এবং রাঢ়াদি দেশে বৈদ্যদিগের মধ্যে কতক-গুলির ব্রাহ্মণবৎ, কতকগুলির বৈশ্যবৎ ও কতকগুলির নাম-মাত্রে সংস্কার হইতেছে। অথচ তাঁহাদের পূর্ব্ববৎ পরস্পর আদান প্রদানও চলিতেছে। জাতীয় এই দুর্দ্দশা কে করিল? এখন-কার ব্রাহ্মণেরা যে কি "বৃত্ত্যপায়" জানিতেছেন ও কি শিক্ষা দিতেছেন তাহা তাঁহারাই জানেন। বৈদ্যদের এ বিষয়ে কোনও দোষ নাই। কেননা বৈদ্যরাজত্বের অন্তে এসকল ভার সম্পূর্ণরূপে তাঁহাদেরই হস্তে গিয়াছে। যে ব্রাহ্মণ না জানিয়া এরূপ কর্ম্মে ব্যবস্থা ও উপদেশ দেয় বা এরূপ কর্ম্ম করায়, ঐ কর্ম্মদোষ শতগুণ হইয়া তাহাকে আক্র-মণ করে ইহা মনু বলিয়াছেন। যাহাই হউক পূর্ব্ববঙ্গীয় কতকগুলি বৈদ্যের যজ্ঞোপবীত ত্যাগভিন্ন অন্য কোনও দোষ দৃষ্ট হয় না। কেননা অন্য সকল অংশে এদেশীয় সাধারণ বৈদ্যগণ সাধারণ ব্রাহ্মণগণ অপেক্ষা অধিক সদাচার ও বিনয় সম্পন্ন বলিয়াই বোধ হয়। তথাপি যাজক ব্রাহ্মণেরা কেবল নিরুপবীততা মাত্র দোষ ধরিয়া তাঁহাদিগকে হীন-দশাপন্ন করিতেছেন। বাহ্য লক্ষণ অপেক্ষা আন্তর লক্ষণকে উপেক্ষা করিতেছেন, প্রায়শ্চিত্তে ও তাঁহাদের নিষ্কৃতি দিতে চান নাই। শাস্ত্রোক্ত আচার রক্ষা ও আচার ত্যাগরূপ যে সর্ব্বপ্রধান জাতীয় গুণ ও দোষ তাহার প্রতি দৃষ্টিপাতও করিলেন না। স্মার্ত্ত রঘুনন্দন আচার

ত্যাগই জাতি লোপের কারণ ইহা জানিয়াও স্বশ্রেণীর যাজনোপজীবী ব্রাহ্মণদের আচার লোপের কথা মুখেও আনিলেন না, কিন্তু কোনও দেশের কতকগুলি বৈদ্যের কৌশলকারিত যজ্ঞোপবীত ত্যাগহেতুক তাঁহাদিগের সহিত সংস্পৃষ্ট অসংস্পৃষ্ট সমুদায় বৈদ্যজাতির শূদ্রত্ব প্রতিপাদনে যত্ন করিয়াছিলেন। অভিমানী লোকেরা প্রায়ই অন্য লোককে তৃণতুল্য দেখে এজন্য শাস্ত্রজ্ঞানাভিমানী রঘুনন্দন ব্রাহ্মণ বৈদ্যাদি সমস্ত ব্রাহ্মণ জাতিকে তৃণতুল্য জ্ঞানকরিয়া একটী অপ্রমাণকে প্রমাণ বলিয়া খ্যাপিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ঐ প্রমাণে জ্ঞানীরা অদ্যাবধি সকলেই অনাস্থা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। এই জাতীয় অন্যান্য কার্য্যের সহিত তাঁহার এই কার্য্যটীতে তাঁহাদের জাত্যন্তর্গত শ্রেণীবিশেষের প্রতি নিদারুণ ঈর্ষাও লক্ষিত হইয়া থাকে। কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে, কালসহকারে শাস্ত্রজ্ঞানের চর্চ্চা গেল,মহা অজ্ঞানে দেশ পূর্ণ হইল, শাস্ত্র-ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ বৈদ্যদিগের পুত্রেরাও ক্রমে শাস্ত্র ত্যাগ করিল, এখন আর সে সকল কে দেখে, এখন যাঁহারা শাস্ত্র ব্যবসায়ী বলিয়া প্রসিদ্ধ তাঁহাদেরও বল ভরসা কেবল ঐ বিদ্বেষভ্রান্ত ঈর্ষা-কলুষিত কুল্লূকের টীকা ও রঘুনন্দনের বাক্য। এই ঘোর দুর্দ্দিনের সময় পরের নিমিত্ত এই দুরূহ বিষয় লইয়াই বা কে অগ্রসর হয়? কাজেই কালে উহাঁদি-গেরই রচনানুসারে অধিকাংশ মূর্খপূরিত বঙ্গদেশে বৈদ্যেরা হীনজাতি বলিয়াই মূর্খদিগের নিকট বিদিত হইয়া আসিতেছেন। এমন কি এখন অনেক বৈদ্য সন্তানেরাও জানেন না যে তাঁহারা কোন্ মহান্ আর্য্যগণ সম্ভূত কোন্ শ্রেষ্ঠবর্ণের অন্তর্গত। তাঁহারা জানেন না যে বিদ্বেষিগণ কর্তৃকই তাঁহাদের কিয়দংশ লোক সদ্‌বৃত্তি সত্বেও এইরূপ বাহ্য লক্ষণভ্রষ্ট ও নীচপদস্থ বলিয়া খ্যাপিত হইয়া আসিতেছেন। এখন তাঁহাদের উদ্ধার তাঁহারা ভিন্ন আর কে করিবে? উদ্ধারই বা কিসে হয়? যজ্ঞোপবীতের জন্যই সকলকে উৎসুক দেখি, কিন্তু

যাহাতে যজ্ঞোপবীতের যোগ্য হওয়া যায় এমন আচার রক্ষার জন্য কে যত্ন করিতেছেন? কেবল যজ্ঞোপবীতের মান কখন কোথায় হইয়াছে? দেখিয়াও দেখিতেছেন না কেন? কেবল যজ্ঞোপবীতে কি চতুর্ভুজ হওয়া যায়? আচার না থাকিলে তাহা ভণ্ডতার চিহ্ন বলিয়াই গণ্য হয়, নীচতা ও অজ্ঞতার পরিচয় মাত্র হয়। কেবল যজ্ঞোপবীত-ধারীর দ্বেষ বা নিন্দা করিলেও বড় হওয়া যায় না অথবা আপনাদিগকেও ঐ পূজিত বংশের দুরাচারদিগের তুল্য দেখিয়া বা তাহা অপেক্ষা কিঞ্চিন্মাত্র উৎকর্ষ লাভ করিয়া বড় হওয়া যায় না। ইহা যেন নিশ্চয় অবধারিত থাকে। আর ঐ দুরাচারদের দোষে যেন ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণের নিন্দাও কেহ করেন না এখনও জগতে অনেক ব্রাহ্মণ বিরাজমান আছেন যাঁহাদের পুণ্যে জগৎ ধৃত রহিয়াছে। আপনারা অদৃষ্টের নিন্দা করিয়া এখন পুরুষকারের অবলম্বন করুন। পুরুষকার ত্যাগ ও বৃথা অহংকার করাতেই এ দুর্গতি হইয়াছে। নিরহংকার হইয়া কর্ত্তব্য পালন করুন, সদ্গতি পাইবেন। গুরুপুরোহিতদিগকেও বলি, যদি বৈশ্যগণকে আপনাদিগের যজ্ঞোপবীত ও বৈদিক মন্ত্রাদি দেওয়া বিহিত বোধ না হইয়া থাকে তবে তাহাদিগকে এতাবৎকাল প্রতারিত করিয়া আসিতেছেন কেন? তাঁহারা ত জানেন যে এ আমার পুরোহিত অনু-মত সূত্রও এই গুরুদত্ত মন্ত্র, সুতরাং তাহাদিগের তাহাতে অফল হইবে না, বরং ভক্তি থাকিলে ফল হইবারই সম্ভাবনা, কিন্তু আপনারা এই অবিহিত কার্য্য করিয়া কি করিতেছেন? এই পাপ যে শতগুণ হইয়া আপনাদিগকে আক্রমণ করিতেছে ও আপনারা ক্রমেই অধোগত হইতেছেন, তাহা কি আপনাদের বিদিত হইতেছে না। "যং বদন্তি তমোভূতা মূর্খাধর্ম্মতদ্বিদঃ। তৎ পাপং শতধা ভূত্বা তদ্বক্তৃননুগচ্ছতি॥" আপনারা যদি শাস্ত্র বিদিত না থাকেন, শিষ্য যজমানের মঙ্গলার্থ তাহা বিজ্ঞ লোকের নিকট শিক্ষা করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হউন। অর্থ গ্রহণ

যদি শিষ্য যজমানদিগকে পতিত বিবেচনা হইয়া থাকে তবে তাহাদিগকে পরিত্যাগ করুন। পতিতের প্রতি পাতিত্যজনক ক্রিয়া করিয়া গুরুশিষ্যে উভয়েই পতিত হইবেন না। যদি যজমান শিষ্যের মঙ্গলার্থী হইয়া কার্য্য করিতে হয়, তবে শাস্ত্রানুসারে যথাবিহিত কার্য্য করুন। দৈবকার্য্যে ব্রাহ্মণ পরীক্ষণীয় নয়, কিন্তু শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে ত পরীক্ষণীয় বটে; কোন্ দ্বিজ, শূদ্রযাজী শূদ্রপ্রতিগ্রাহী শূদ্রভৃত্য ব্রতবহিত ভ্রষ্ট ব্রাহ্মণদ্বারা এই সমস্ত কার্য্য করিতে ইচ্ছা করেন? কিন্তু আপনাদিগের প্রতি গুরুভক্তি বশতই তাঁহারা আপনাদিগকে কিছু বলিতে পারেন না, আপনাদিগের সেরূপ শিষ্যস্নেহ কই? শাস্ত্রোক্ত আচারই বা কই? যথেষ্ট অর্থব্যয় স্বীকার করিলেও কি একজন শাস্ত্র বিহিত ব্রাহ্মণ দেশ মধ্যে কেহ ব্রাহ্মণ-ভোজনার্থ পাইয়া থাকেন? সে সকল আচার কি বৈদ্যেরা নষ্ট করিয়াছে, না আপনারাই নষ্ট করিয়াছেন; তবে বৈদ্যগণের প্রতি এত নির্য্যাতন কেন? বৈদ্যকে ও ক্ষত্রিয়কে এবং বৈশ্যদিগকে আপনারা যত নীচ করিবেন, আপনারাও যে তত নীচ হইবেন ইহা কি আপনাদের অনুধাবন হয় না? স্ব-শ্রেণীর মধ্যে ব্রাহ্মণ পাইলেন না, বৈদ্যও পাইলেন না, ক্ষত্রিয় পাইলেন না, বৈশ্যও পাইলেন না, তবে কাহার যাজনা করিয়া কাহারে অবলম্বন করিয়া সমাজে থাকিবেন? বেদ গেল, অগ্নি গেল, বিহিত সংস্কার জ্ঞান গেল, যজন গেল, দানও গেল, সৎপাত্রে প্রতিগ্রহও গেল, তবে আর ব্রাহ্মণের রহিল কি? বৈদ্যের অসংস্কারেই কি আপনারা বড় হইতে পারিতেছেন? অবশ্য যথাবিহিত সংস্কার পাইলে,আপনাদিগের অপেক্ষা শাস্ত্রজ্ঞ চিকিৎসক বৈদ্যমহাশয়েরা আরও বড় হইতেন বটে, ও সেই জন্যই আপনারা তাহাদিগের ক্রিয়ালোপ করিতেছেন, কিন্তু এই কার্য্যেই যে একেবারে তাঁহাদের অপেক্ষা শতগুণে পাতকী হইয়া তাঁহাদিগের শতগুণ নিম্নে পড়িতেছেন, তাহা

কি দেখিতেছেন না? আপনাদিগেরই বা যথাবিহিত সংস্কার কোথায়, আপনাদিগের ব্রাহ্মণত্ব কোথায়, তাহাও একবার ভাবিয়া দেখিবেন। অতঃপর এখনও সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। বৈদ্য মহাশয়েরা আপনাদিগের সম্মান ব্যতীত কখনও অসম্মান করেন না, কিন্তু আপনারা শাস্ত্র দর্শনে অথবা শাস্ত্রের অদর্শনে যে ঘটনার ভয় করিতেছেন তাহাই ঘটিয়া উঠিতেছে। আপনারাই সমস্ত সমাজ নষ্ট করিলেন। আপনারা উত্তরোত্তর বৈদ্যগণের প্রতি অযথা ব্যবহার করিতেছেন। ইহা কাহারও পক্ষে মঙ্গলকর নয়। অথবা কেনই বা আপনাদিগকে তিরস্কার করি? আমাদের নিজের মঙ্গলার্থ নিজেদেরই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। যাবৎ বিবাদ বিসংবাদ শূন্য, ক্রোধ লোভাদি শূন্য হইয়া পরস্পর আঘাত প্রতিঘাতে বিরত না হইব, যাবৎ এই বিপৎকালে সকলে সকল বাধা বিঘ্ন অতি-ক্রম করিয়া ঐক্যসূত্রে বদ্ধ না হইব তাবৎ আমাদের উপায়ান্তর নাই। যাবৎ আমরা রাজাকে আমাদের অন্তরৈক্য ও অন্তর্ব্বল দেখাইতে না পারিব তাবৎ আমাদের মঙ্গল নাই। যাবৎ আমরা একবাক্যে উত্থিত হইয়া আমাদের বাহুশক্তি রাজার গোচর করিতে না পারিব তাবৎ আমাদের প্রকৃত উন্নতির আশা কোথায়?

অন্ন যোনি বিষয়ক বর্ত্তমান প্রথা ও শাস্ত্রের অনৈক্য—

সত্য ত্রেতা দ্বাপরে যে দ্বিজাতিদিগের পরস্পর ভোজ্যান্নতা ছিল তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। দ্বাপর যুগের শেষ ভাগে ও কলিযুগের প্রথমাংশে কতকগুলি সৎশূদ্রের প্রদত্ত পক্কান্নাদিও দ্বিজেরা গ্রহণ করিতেন। যথা—

ক্ষত্রিয়ো বাপি বৈশ্যো বা ক্রিয়াবন্তৌ শুচিব্রতৌ।
তদ্‌গৃহেষু দ্বিজৈর্ভোজ্যং হব্যকব্যেষু নিত্যশঃ॥ ১৩
ঘৃতং তৈলং তথা ক্ষীরং গুড়ং তৈলেন পাচিতম্‌।
গত্বা নদীতটে বিপ্রো ভুঞ্জীয়াচ্ছূদ্রভোজনম্‌॥ ১৪
দাসনাপিতগোপালকুলমিত্রার্দ্ধসীরিণঃ।
এতে শূদ্রেষু ভোজ্যান্না যশ্চাত্মানং নিবেদয়েৎ॥ ২০

পরাশর ১১ অধ্যায়।

নাপিতান্বয়মিত্রার্দ্ধসীরিণো দাসগোপকাঃ। ৫১
শূদ্রাণামপ্যমীষান্তু ভুক্তান্নং নৈব দুষ্যতি॥
ধর্ম্মেণান্যোঽন্য ভোজ্যান্না দ্বিজাস্তু বিদিতান্বয়াঃ। ৫২

ব্যাস ৩ অধ্যায়।

অর্থাৎ ব্রাহ্মণেরা পরিচিত শুদ্ধবংশ দ্বিজাতিদের (ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যদিগের) গৃহে শ্রাদ্ধাদিতে অন্ন ভোজন করিতে পারেন। এবং শূদ্রদের মধ্যে দাস, নাপিত, গোপাল, কুলক্রমাগত ভৃত্য, আর্দ্ধিক, বৈশ্য কর্ম্মোপজীবীও আপনার বলিয়া গৃহীতের অন্ন ভোজনেও দোষ হয় না; এবং সামান্য শূদ্র দিগের ঘৃত, তৈল, ক্ষীর, গুড় ও তৈল পক্ক ভোজ্য নদীতটে গিয়া ব্রাহ্মণাদি বন-ভোজন করিতে পারেন। পরস্পরের কুল জানিয়া দ্বিজগণ ধর্ম্মানুসারে পরস্পরের অন্ন ভোজন করিবেন।

পরাশরের ও ব্যাসের এই শাস্ত্র যে কলিকাল বিষয়ক তাহাতে সন্দেহ নাই এবং এই ব্যবহার যে কলিকালে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছিল তাহাতে ও সন্দেহ নাই। কিন্তু বৈদ্যরাজার লোপ ও মুসলমান রাজার সময় হইতে ক্রমে এই সকল ব্যবহার অপ্রচল হইয়া আসে, বোধ হয় এই সময়েই বৈদ্য ও ব্রাহ্মণেরা অন্ন ও

যোনিতে পৃথক হইয়া ছিলেন। কিন্তু অন্ন যোনিতে পৃথক্ হইলেও বৈদ্যেরা ব্রাহ্মণ গুরু গৃহে আহার করিতেন এবং পূর্ব্বপ্রথানুসারে অন্যান্য আত্মীয় ব্রাহ্মণ গৃহেও নিমন্ত্রিত হইয়া আহার করিতেন। কালক্রমে জাতি ভ্রংশকর নানা দোষে ব্রাহ্মণেরা দূষিত হওয়াতে পরস্পর গৃহে অন্নাহার স্থগিত করিলেন। এই সময়ে বৈদ্যেরাও ব্রাহ্মণ মাত্রের গৃহে আহার পরিত্যাগ করিয়া ছিলেন। পরন্তু অন্তর্বিদ্বেষী ব্রাহ্মণেরা যদিও বাহ্য সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক বৈদ্য দিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন করাইতেন তথাপি তাঁহারা ভক্তান্ন ভোজনে বৈদ্যের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতেন না। হীন বৈদ্যেরা অবিচারে হীন ব্রাহ্মণদের গৃহে ভোজন করেন এবং তাহাদের নিকট শূদ্রোচিত সাদর সম্ভাষণ পাইয়া পরিতৃপ্ত হইয়া আপনাদিগকে ধন্য মনে করেন; বঙ্গদেশের কোন কোন স্থানের ঐ শূদ্রাচার বৈদ্যগণকে দেখিয়াই অজ্ঞসমাজে বৈদ্যগণের জাতি বিচার হইয়া থাকে আমরা ঐ বৈদ্যদিগকে ও ঐ ব্রাহ্মণদিগকে শূদ্রতুল্যই বলিয়া থাকি। যে সদ্ বৈদ্যেরা না জানিয়া এরূপ করিয়াছেন ও করিতেছেন, প্রায়শ্চিত্তানন্তর তাঁহাদের এরূপ অকার্য্য হইতে বিনিবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য। বৈদ্যবংশে এরূপ হীনতা স্বীকার অতি দুঃখজনক। অথবা কালের গুণে সকলই হইতে পারে। যেখানে ম্লেচ্ছের রাজত্ব, যেখানে কোন বর্ণই ধর্ম্মাধর্ম্ম মানিতেছে না, জাতিবন্ধন উঠিয়া যাওয়াই যাঁহারা শ্রেয়স্কর বিবেচনা করেন তাঁহাদের দ্বারা এরূপ কার্য্য হওয়া বিচিত্র নহে, কিন্তু যাঁহারা জাতি ও বর্ণ ধর্ম্ম মানিয়া থাকেন, তাঁহারা অনেক ব্রাহ্মণকে আচারে শূদ্র অপেক্ষা হীন দেখিয়া কি প্রকারে তাহাদের অন্ন গ্রহণ করিয়া থাকেন তাহা বুঝিতে পারি না। বংশানুক্রমে যাহারা হীন হইয়া শূদ্রই হইয়াছে, নাম মাত্রে কেবল ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিতেছে ও এক খণ্ড বৃথা সূত্রে

গলদেশে ধারণ করিতেছে তাহাদিগের অন্ন গ্রহণ করিতে কি প্রকারে লোকের প্রবৃত্তি হয়? বিশেষতঃ যাঁহারা আমূল বৈদ্যজাতির প্রতি বিদ্বেষ ও ঘৃণা প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন তাহাদিগের প্রদত্ত অন্ন কি প্রকারে তাঁহাদের উদরস্থ হয়? পৃথিবীর কোন জাতি ঘৃণাকারী বিদ্বেষীর অন্ন গ্রহণ করিয়া থাকেন? কোন আর্য্যশাস্ত্রে এরূপ অন্ন গ্রহণে বিধান দিয়াছেন? এখন অনেক ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য-গণ অনেকস্থলে কতকগুলি ব্রাহ্মণের ভোজনের পর ভোজন করিয়া তৃপ্ত হন, কিন্তু শাস্ত্রানুসারে ও সাধু ব্যবহার অনুসারে ব্রাহ্মণগণের যুগপৎ আহার গ্রহণ করা বিধেয়। কতকগুলি ব্রাহ্মণের আহার হইয়া গেলে পর তথায় নিমন্ত্রণ কর্ত্তা গৃহস্থ ব্যতীত অন্য ব্রাহ্মণের আহার বিধেয় নয়। কারণ ঐ ব্রাহ্মণদের ভোজনাবশিষ্ট যাহা কিছু থাকে তাহা উচ্ছিষ্ট বলিয়াই গণ্য হয়। তবে যদি পশ্চাৎ আগত ব্যক্তিরা স্বতন্ত্র রন্ধন করিয়া বা করাইয়া আহার করিতে পারেন তাহা হইলে কোন দোষ হয় না। কিন্তু অধুনা অনেকে-রই সে সকল নিয়মের প্রতি দৃষ্টি নাই, কিন্তু কোনও প্রকারে উদর পূর্ণ করিতে পারিলেই লাভ বিবেচনা করেন। কেহ কেহ মনে করিতেছেন যে আমাদের এই সকল বচন কুসংস্কার কলুষিত ও ভ্রান্তি মূলক, কিন্তু একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলে ইহার যাথার্থ অবগত হইতে পারিবেন। কেহ বা মনে করিবেন এটী বৈদ্যগণের তেজের কথা এবং নিতান্ত অযৌক্তিক, কিন্তু সনাতন ধর্ম্ম সংহিতা সকলে ও পুরাণাদি বৃত্তান্তে এই আর্য্য নিয়মের অবশ্য পালনীয়তা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। যথাগতরূপে উদর পূরণ মাত্র হব্যকব্যাদিতে ভোজনের উদ্দেশ্য নয়।

প্রাচীনকালে কুশিকবংশ, যাহা বিশ্বামিত্রের প্রাদুর্ভাবের পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ বর্ণ বলিয়া প্রসিদ্ধ হয় নাই, সেই কুশিক বংশের—সেই

ক্ষত্রিয় মাত্রের বংশের—প্রভাবও তখন বড় বড় ব্রাহ্মণেরা স্বীকার করিয়াছিলেন কিন্তু এখন সেই মহাপ্রভাব বংশ হইতে উৎপন্ন জগতের পূজনীয় অদ্বিতীয় ব্রহ্মর্ষি বিশ্বামিত্রের বংশজাত ব্রহ্মক্ষত্রিয়েরাও এখন আপনাদের না জানিয়া নামধারী ব্রাহ্মণ-দের পদানত হইতেছেন। কালে আর কত দেখিব! যখন প্রসিদ্ধ ভৃগুবংশীয় ঋচীক মুনি নৃপবংশীয় গাধীরাজার সত্যবতী নাম্নী কন্যাকে বিবাহার্থ প্রার্থনা করেন তখন তিনি ভৃগুবংশীয় ঋচীক মুনিকেও সামান্য ব্রাহ্মণ জানিয়া ইতস্ততঃ করিয়া তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিবার নিমিত্ত বলিলেন দেখ 'আমরা কুশিক বংশীয়, তুমি যদি আমার কন্যার নিমিত্ত এরূপ সহস্র অশ্ব দিতে পার, যাহা-দের প্রত্যেকের শরীর চন্দ্রতুল্য প্রভাশালী অথচ যাহাদের একটী করিয়া কান শ্যামবর্ণ, তাহা হইলে তোমাকে আমি কন্যা দিতে পারি"। গাধির অভিপ্রায় বুঝিয়া ঋচীকমুনি বরুণের নিকট যাচ্ঞা পূর্ব্বক তাদৃশ সহস্র অশ্ব আনিয়া, গাধিকে দিয়া, সত্যবতীকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

"গাধিরাসীৎ কুশাম্বুজঃ।
অস্য সত্যবতীং কন্যা মৃচীকোঽযাচত দ্বিজঃ॥
বরং বিসদৃশং মত্বা গাধির্ভার্গবমব্রবীৎ।"
ভাগবত নবমস্কন্দ ১৫ অ

মহাভারতেও ইহা সবিস্তর আছে। এস্থলে শ্রীধর স্বামী শুল্ক কথন স্থলে টীকা লিখিয়া আরও নিঃসংশয়ে বুঝাইতেছেন। যথা "ন চেদ মপিপর্য্যাপ্তমস্মৎকন্যায়াঃ যত কুশিকা কৌশিকাঃ বয়ম্"। এই শুল্কও আমাদের ঘরের কন্যার পক্ষে যথেষ্ট নয়, যেহেতু আমরা কুশিক গোত্রীয়। এরূপ ভূরি ভূরি প্রমাণ দেওয়া যায় কিন্তু গ্রন্থ ক্রমে বিস্তৃত হইতেছে অথচ প্রধান প্রধান সকল বিষয়ে কিছু কিছু বলা

আবশ্যক এজন্য ইহার উপর আর দেখাইলাম না। এ বিষয়ে আমাদের পূর্ব্বোক্ত পৃষ্ঠা দেখিতে পারেন।

এক্ষণে আমরা ব্রাহ্মণদিগেরও অন্যান্য দ্বিজাতিদিগের অশৌচের বিষয় বলিতেছি। এ সম্বন্ধে বুঝিতে হইলে, প্রথমতঃ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই তিন জাতির প্রতিই যে নিত্য বেদ পাঠ ও হোমাদি বিধান আছে তাহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। তিন বর্ণেরই প্রতি যে আহিতাগ্নি ও স্বাধ্যায় হইবার বিধি আছে তাহা জানা কর্ত্তব্য। কেন না তদনুসারে অশৌচদিনের হ্রাস বৃদ্ধির ব্যবস্থা ঘটিয়া থাকে। শাস্ত্রে বর্ণনির্ব্বিশেষে সপিণ্ড মরণে কিম্বা সপিণ্ডজন্মে আহিতাগ্নির প্রতি যে বিশেষ বিশেষ অশৌচব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা পশ্চাৎ প্রদর্শিত হইবে। এক্ষণে একটা চলিত ভ্রান্তমত দেখাইতেছি।

বৈদ্যের অশৌচ ব্যবস্থা।

কেহ কেহ বলেন যে ব্রাহ্মণেরা ১০ দিন ও বৈদ্যেরা ১৫ দিন অশৌচ গ্রহণ করিয়া থাকেন, ইহা ব্যবহারে দেখা যাইতেছে এবং শাস্ত্রেও ব্রাহ্মণদিগের পক্ষে ১০ দিন ও বৈশ্যদিগের পক্ষেই ১৫দিন অশৌচ গ্রহণের ব্যবস্থা আছে দেখিতে পাওয়া যায়, কোনও ব্রাহ্মণের পক্ষে ১৫ দিন অশৌচের ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায় না; অতএব ১৫ দিন অশৌচগ্রাহী বৈদ্যেরা অবশ্যই বৈশ্য। কিন্তু এ প্রতিজ্ঞা ও অনুমান ঠিক নয়, সকল বৈদ্য ১৫ দিন অশৌচগ্রহণ করেন না। করিলেও তাঁহাদের এ সিদ্ধান্ত ঠিক হইতে পারে না।

প্রথম—অশৌচগ্রহণকে বর্ণলক্ষণ বা বর্ণ পরিচায়ক বলিয়া কোনও শাস্ত্রকার বলেন নাই। অশৌচব্যবস্থা জন্মমরণাদি বিবিধ অবস্থা বিশেষে বিশিষ্টরূপ হইয়া একই বর্ণ মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন রূপ হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণদিগের এক দিন হইতে ১০ দিন পর্য্যন্ত, ক্ষত্রিয়-

দিগের ১ দিন হইতে ১৫ দিন পর্য্যন্ত, বৈশ্যদিগের ১দিন হইতে ২০ দিন পর্য্যন্ত অশৌচ দৃষ্ট হইয়া থাকে; শূদ্রদিগেরও ১ দিন হইতে ৩০ দিন পর্য্যন্ত অশৌচ দৃষ্ট হইয়া থাকে। আর ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে ও জাতিতেও একরূপ অশৌচের ব্যবহার দেখা যায়; ব্রাহ্মণ, যোগী, মুচি, কাওরা, চণ্ডাল, অগ্রদানী, মড়ুইপোড়া প্রভৃতি বহু জাতিতে দশাহ অশৌচ গ্রহণ করিয়া থাকে। কিন্তু এজন্যই তাহাদিগকে শ্রেষ্ঠ বর্ণ বলা যায় না। অশৌচ বিষয়ে নানা মুনির নানা মতও আছে, আমরা এখানে কয়েকটী প্রসিদ্ধ মত দেখাইতেছি।

অত্রি বলেন—

একাহাচ্ছুধ্যতে বিপ্রো যোঽগ্নিবেদসমন্বিতঃ।
ত্র্যহাৎ কেবলবেদস্তু নির্গুণো দশভির্দিনৈঃ।৮৩
ব্রতিনঃ শাস্ত্রপূতস্য আহিতাগ্নে স্তথৈব চ।
রাজ্ঞস্তু সূতকং নাস্তি যস্য চেচ্ছতি পার্থিবঃ॥ ৮৪
ব্রাহ্মণো দশরাত্রেণ দ্বাদশাহেন ভূমিপঃ।
বৈশ্যং পঞ্চদশাহেন শূদ্রো মাসেন শুধ্যতি॥ ৮৫

অত্রি সংহিতা

যে ব্রাহ্মণ বেদাধ্যয়নশীল ও সাগ্নিক তাহার একদিন অশৌচ, যে সাগ্নিক নয়, কিন্তু বেদাধ্যয়নশীল, তাহার তিন দিন, এবং যাহার বেদ ও অগ্নি কিছুই নাই, ব্রাহ্মণত্ব হীন নামধারী শূদ্রতুল্য সেই নির্গুণ ব্রাহ্মণের দশ দিন অশৌচ হয়। যে ব্রত করিতে আরম্ভ করিয়াছে কিন্তু সমস্ত করিতে পারে নাই, যে বেদাধ্যয়ন আরম্ভ করিয়াছে কিন্তু সমাপ্ত বিদ্য হয় নাই; যে আহিত অগ্নিতে প্রত্যহ হোম করিয়া থাকে সেই আহিতাগ্নি এবং যে প্রত্যহ রাজকার্য্য করে এরূপ রাজা, এবং রাজ কার্য্যের নিমিত্ত রাজা যে রাজপুরুষের অশৌচ না হওয়া ইচ্ছা করেন এই সকল লোকের অশৌচ হয় না। নির্গুণ ব্রাহ্মণের যেমন দশদিন, তেমনই

নির্গুণ ক্ষত্রিয়ের ১২ দিন, বৈশ্যের ১৫ দিন ও নির্গুণ শূদ্রের ৩০ দিন অশৌচ হয়।

দিন ত্রয়েণ শুধ্যন্তি ব্রাহ্মণাঃ প্রেতসূতকে।
ক্ষত্রিয়ো দ্বাদশাহেন বৈশ্যঃ পঞ্চদশাহকৈঃ।
শূদ্রঃশুধ্যতি মাসেন পরাশরবচো যথা॥ ২।
জাতে বিপ্রো দশাহেন দ্বাদশাহেন ভূমিপঃ।
বৈশ্যঃ পঞ্চদশাহেন শূদ্রো মাসেন শুধ্যতি॥ ৩॥
কিন্তু—একাহাচ্ছুধ্যতে বিপ্রো যোহগ্নিবেদসমন্বিতঃ।
ত্র্যহাৎ কেবলবেদস্তু দ্বিহীনো দশভি র্দিনৈঃ॥ ৪
জন্মকর্ম্মপরিভ্রষ্টঃ সন্ধোপাসনবর্জ্জিতঃ।
নামধারকবিপ্রস্তু দশাহং সূতকং ভবেৎ॥ ৫

পরাশর ৩ অ।

সপিণ্ড মরণ জন্য অগ্নিহিত অথচ বেদযুক্ত ব্রাহ্মণের তিন দিন, তাদৃশ ক্ষত্রিয়ের ১১ দিন ও তাদৃশ বৈশ্যের ১৪ দিন এবং শূদ্রের ৩০ দিন অশৌচ হয়। কিন্তু সপিণ্ডের জন্ম হইলে যথাক্রমে ১০ দিন, ১২ দিন, ১৫ দিন ও ৩০ দিন অশৌচ হয়। অগ্নি ও বেদযুক্ত বিপ্রের এক দিন, কেবল বেদাধ্যায়ীর তিন দিন, উভয়হীনের দশ দিন অশৌচ হয়। জাতীয় কর্ম্মহীন ব্রাহ্মণের অর্থাৎ যে ব্রাহ্মণ বর্ণীয়েরা স্বজাতি বিহিত বেদাধ্যয়নাদি কার্য্য না করে তাদৃশ নামধারী ব্রাহ্মণের দশদিন অশৌচ হয়।

মনু ব্রাহ্মণের অশৌচ নিম্ন প্রকার বলিয়াছেন—
দশাহং শাবমশৌচং সপিণ্ডেষু বিধীয়তে।
অর্ব্বাক্ সঞ্চয়নাদস্থ্নাং ত্র্যহ মেকাহমেব বা॥
সপিণ্ড মরিলে সপিণ্ড ব্রাহ্মণের দশাহ মৃতাশৌচব্যবস্থা। এই দশ দিন অশৌচ গ্রহণের পর একাদশ দিনে শুদ্ধ হইবে; কিন্তু শেষ অশৌচ

দিবস হইতে চতুর্থ দিবসে অর্থাৎ ত্রয়োদশ দিবসে অস্থিসঞ্চয়নের পর আবার তিন দিন অথবা এক দিন অশৌচ হয়। [এই তিন দিন অশৌচব্যবস্থা কেবল বেদযুক্তের প্রতি ও একদিন অশৌচের ব্যবস্থা বেদ ও অগ্নি উভয় যুক্তের প্রতি হইয়া থাকে।]

কেহ কেহ এই শ্লোকের অর্থ, দাহান্তেই অস্থি সঞ্চয়ের পর পূর্ব্বোক্ত পাত্রভেদে ব্রাহ্মণের পক্ষে একদিন,তিন দিন, ও দশ দিন অশৌচ বলিয়া থাকেন। এই অর্থ অন্যান্য শাস্ত্র ও বর্ত্তমান প্রথার সহিত সুসঙ্গত, কিন্তু অতি প্রাচীনকালের ব্যবহারে প্রাচীন মনুসংহিতার উপরিলিখিত অর্থেরও প্রমাণ পাওয়া যায়, ইহা পশ্চাৎ প্রদর্শিত হইবে।

ব্রাহ্মণদিগের অশৌচের সাধারণ নিয়ম যে দশ দিন, ক্ষত্রিয়দের ১২ দিন, বৈশ্যদের ১৫ দিন ও শূদ্রদের ৩০ দিন তাহা মনু অন্যত্রও বলিয়াছেন—

শুধ্যেদ্ বিপ্রো দশাহেন দ্বাদশাহেন ভূমিপঃ।
বৈশ্য পঞ্চদশাহেন শূদ্রো মাসেন শুধ্যতি॥

এই সকল সাধারণ নিয়ম বলিয়াও মনু যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ঋষিরা ন্যায় পথাবলম্বী গুণবান্ শূদ্রের ১৫ দিন অশৌচ বলিয়াছেন। গৌতম ঋত্বিক্, দীক্ষিত ও ব্রহ্মচারীদিগের ১০ দিন, সপিণ্ডদিগের ১১ দিন ক্ষত্রিয়ের ১২ দিন, বৈশ্যদের ১৫ দিন ও শূদ্রদের ৩০ দিন মরণাশৌচ বলিয়াছেন। বশিষ্ঠও সাধারণতঃ দ্বিজ মাত্রেরই দশাহ অশৌচ বলিয়া জননাশৌচের ব্যবস্থা অন্যবিধ বলিয়াছেন, যথা—

ব্রাহ্মণো দশ রাত্রেণ পঞ্চদশরাত্রেণ ভূমিপঃ।
বিংশতিরাত্রেণ বৈশ্যঃ শূদ্রো মাসেন শুধ্যতি॥

অর্থাৎ সপিণ্ডের জন্ম হইলে ব্রাহ্মণের দশ রাত্রি, ক্ষত্রিয়ের ১৫ রাত্রি, বৈশ্যের ২০ রাত্রি ও শূদ্রের ৩০ রাত্রি অশৌচ হয়।

অতএব দেখা যায় যে মন্বাদি এক এক মুনির মতে মরণাশৌচ ও

জন্মাশৌচ ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের হয়। এইরূপে দেশ ভেদে, কাল ভেদে, সপিণ্ড সমানোদকাদি পাত্রভেদে, কালান্তর শ্রবণাদি অবস্থা-ভেদে ও বংশীয় প্রথাভেদে অশৌচের ব্যবস্থা ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে। অতএব অশৌচকে কোন ক্রমেও বর্ণ লক্ষণ বা বর্ণ পরিচায়ক বলা যায় না,—অর্থাৎ অশৌচ গ্রহণ দেখিয়া কাহারও বর্ণ নির্ণয় করা যায় না। তবে জাতীয় অন্যান্য লক্ষণের সহিত জাতীয় অশৌচের সাধারণ নিয়মও মিলিয়া গেলে অনুমানের কতকটা দৃঢ়তা হইতে পারে। আমরা সেই জন্য এখানে ব্রাহ্মণ বলিয়া শাস্ত্রে কথিত মূর্দ্ধাভিষিক্ত জাতির অশৌচ-সংবন্ধেও একটী প্রাচীন প্রথার উদাহরণ দিতেছি।

ততো দশাহেঽতিগতে কৃতশৌচো নৃপাত্মজঃ।
দ্বাদশেঽহনি সংক্রান্তে শ্রাদ্ধকর্ম্মাণ্যকারয়ৎ॥ ১।
ব্রাহ্মণেভ্যোধনং রত্নং দদাবন্নঞ্চ পুষ্কলম্।
বাস্তিকং বহুশুক্লঞ্চ গাশ্চাপি বহুশস্তদা॥ ২॥
দাসীর্দাসাংশ্চ যানানি বেশ্মানি সুমহান্তি চ।
ব্রাহ্মণেভ্যো দদৌ পুত্রো রাজ্ঞস্তস্যৌর্দ্ধদেহিকম্॥ ৩॥
ততঃ প্রভাতসময়ে দিবসে চ ত্রয়োদশে।
বিললাপ মহাবাহুর্ভরতঃ শোকমূর্চ্ছিতঃ॥ ৪॥

*　*　*　*

ততঃ প্রকৃতিমান্ বৈদ্যঃ পিতুরেষাং পুরোহিতঃ।
বশিষ্ঠো ভরতং বাক্যমুত্থাপ্য তমুবাচ হ॥
ত্রয়োদশোঽয়ং দিবসঃ পিতুর্বৃত্তস্য তে বিভো।
সাবশেষেঽস্থিনিচয়েকিমিহ ত্বং বিলম্বসে॥

বাল্মীকি রামায়ণ অযোধ্যা। ৭৭ সর্গ।

অনন্তর দশ দিন অতীত হইলে একাদশ দিবসে রাজপুত্র ভরত স্বর্গীয় পিতার প্রেতত্ব মুক্তির নিমিত্ত তদ্দিবসকর্ত্তব্য সমুদায় কর্ম্মানু-

ষ্ঠান দ্বারা শুচি হইয়া দ্বাদশ দিবসে পিতৃশ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করিলেন। এই শ্রাদ্ধে ইনি ব্রাহ্মণদিগকে প্রচুর পরিমাণে ধন, রত্ন, অন্ন, রজত, মুদ্রা, গো, ছাগ, দাস, দাসী, যান, ও প্রশস্ত বাসগৃহ সকল পিতার স্বর্গার্থে প্রদান করিলেন। দ্বাদশ দিনের রাত্রি প্রভাত ও ত্রয়োদশ দিবস উপস্থিত হইলে ভরত শোকার্ত্ত হইয়া বিলাপ করিতেছিলেন, ইত্যবসরে ইহাঁদের কুলপুরোহিত বৈদ্য বশিষ্ঠ ভরতকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন বৎস, দেখ অদ্য ত্রয়োদশ দিন হইল তোমার পিতার পরলোকপ্রাপ্তি হইয়াছে, এখন অবশিষ্ট অস্থি সঞ্চয়ন কার্য্যে তুমি বিলম্ব করিতেছ কেন?

এস্থলে দেখুন, দশ দিনই ভরতের অশৌচ ছিল, একাদশ দিনে তিনি শুদ্ধ হইয়াছিলেন এবং দ্বাদশ দিনে শ্রাদ্ধ ও ব্রাহ্মণ ভোজনাদি করাইয়াছিলেন। সামান্য ক্ষত্রিয়ের ন্যায় দ্বাদশ দিন পর্য্যন্ত অশৌচ গ্রহণ করেন নাই। ত্রয়োদশ দিনে অস্থি সঞ্চয় করিয়া পুনরায় অশুচি হইয়া ছিলেন এবং আহিতাগ্নি ও বেদবান্ হওয়াতে তদর্থ ঐ দিনমাত্র অশৌচ গ্রহণ করিয়াছিলেন। কারণ তাহার পরেই ৭৯ সর্গের প্রথম তিনটী শ্লোকে দেখা যায় যে অমাত্যেরা চতুর্দ্দশ দিবসেই তাঁহাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিতে চাহিয়াছিলেন। অতএব এই প্রাচীন প্রথা আমাদের প্রদর্শিত প্রাচীন মন্বর্থের অনুগামী। এই ব্রাহ্মণবর্ণীয় মূর্দ্ধাভিষিক্ত কুল দশাহ অশৌচগ্রাহী ও কুলপ্রথানুসারে দ্বাদশ দিবসে প্রেতের আদ্যশ্রাদ্ধ করিতেন। ইহা স্বীকার না করিলে মন্বাদি সমস্ত ধর্ম্ম শাস্ত্র, বাল্মীকির রামায়ণ বাক্য, ও কালিদাসের রঘুবংশ কাব্য এবং মহাভারত, ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ, গরুড় পুরাণ প্রভৃতি যাবতীয় পুরাণ পরস্পর অসঙ্গত ও অসংবদ্ধ হইয়া যায়। প্রাচীন শাস্ত্র ও ব্যবহার সমস্ত মিথ্যা হইয়া যায়। প্রথমতঃ মূর্দ্ধাভিষিক্ত ও অম্বষ্ঠকে যখন শাস্ত্রে ব্রাহ্মণ বলিয়াছে, দ্বিতীয়তঃ যখন ব্যবহারেও দেখা

যাইতেছে যে ভরত দ্বাদশ দিন অশৌচ গ্রহণ করেন নাই, একাদশ দিনে শুদ্ধ হইয়াছিলেন, তখন ভরত অবশ্যই মূর্দ্ধাভিষিক্ত নামক ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণবর্ণজাত, ব্রাহ্মণকর্ম্মা, ব্রাহ্মণ রাজার জাতি। জন্মহেতুক ও কর্ম্মহেতুক যে জাতিকে শাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীর ব্রাহ্মণ অথবা ব্রহ্মক্ষত্রিয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যাঁহার ইচ্ছায় অন্যে অশৌচ মুক্ত হয়—তাঁহারও অশৌচব্যবস্থা এইরূপ। অতএব অশৌচব্যবস্থায় এখানে জাতিনির্ণয় হয় না। যাহা হউক ভরত কোন ক্রমেও সামান্য ক্ষত্রিয় নহেন। তখন ব্রাহ্মণের পক্ষে এই ব্যবস্থাই ছিল। ব্রাহ্মণবর্ণীয় দ্বিজাতিত্রয়ের পক্ষে অশৌচ বিষয়ে সাধারণ ব্যবস্থা দশ দিনই ছিল। দশপিণ্ড দানের পর সকলেই শুদ্ধ হইতেন; তবে মূর্দ্ধাভিষিক্তেরা দ্বাদশ দিনে ও অম্বষ্ঠেরা পঞ্চদশদিনে শ্রাদ্ধ কার্য্য করিতেন এবং অদ্যাপি অনেকে করিয়া থাকেন দেখা যায়, অতএব তাহাই চিরন্তন প্রথাসিদ্ধ। জ্ঞানহীন ব্রাহ্মণেরা যেমন চিরপ্রসিদ্ধ বর্ণাদিবিষয়ে গোল করিয়াছেন তেমনই তাহাদিগের চিরন্তন ধর্ম্মানুসরণেও গোল বাধাইয়াছেন। মনু অত্রি প্রভৃতি মুনিগণের বচনে এমন কিছু নাই যদ্দ্বারা উক্ত অশৌচ বিধান কেবল যাজক ব্রাহ্মণের পক্ষেই বলিয়া বোধ হইতে পারে বরং এইমাত্র বুঝা যায় যে ব্রাহ্মণ বর্ণান্তর্গত যাজক, মূর্দ্ধাভিষিক্ত ও অম্বষ্ঠ এই তিন শ্রেণীর ব্রাহ্মণের পক্ষেই এই বিধান আছে, অন্যের পক্ষে নহে। কারণ তাহার পরেই অন্যান্য বর্ণীয়দের সহিতও পুনরায় সাধারণ ব্রাহ্মণদের অশৌচ নিয়ম বলিয়া দিয়াছেন, এস্থলে সাধারণ ক্ষত্রাদি জাতিরও অশৌচ কাল স্পষ্ট নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন।

মূর্দ্ধাভিষিক্তাদির অগ্নিতে অধিকার।

ব্রাহ্মণবর্ণের অন্তর্গত যাজকের বেদ অগ্নি উভয়েই অধিকার আছে! মূর্দ্ধাভিষিক্ত ও অম্বষ্ঠের ঐরূপ অবিকল অধিকার আছে এবং

ব্যবহারেও তাহাই দৃষ্ট হইয়া আসিতেছিল। অতএব এই বিধান তাঁহাদের পক্ষেও বলিতে হইবে।

আমরা মূর্দ্ধাভিষিক্ত ও অম্বষ্ঠের ব্রাহ্মণ বর্ণত্ব সর্ব্ব প্রকারেই দেখাইয়া আসিয়াছি। এখানে এ সকল ও দেখাইতে পারিলে বোধ হয় অনেকেরই অন্ততঃ বেদ ও স্মৃতিতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতমহাশয়দিগেরও সে বিষয়ে নিশ্চয় হইতে পারে। সূর্য্য ও চন্দ্রবংশীয় রাজারা যে সকলেই মূর্দ্ধাভিষিক্ত বা ব্রহ্মক্ষত্রিয় অথবা ব্রাহ্মণবর্ণীয় রাজা ছিলেন এবং চন্দ্রবংশীয়েরা যে বৈদ্য বলিয়াও বিখ্যাত ছিলেন তাহা আমরা দেখাইয়াছি এবং এই উভয় বংশীয়দিগের মধ্য হইতে অনেকে যে ব্রহ্মবেদী ব্রাহ্মণ হইয়া ব্রাহ্মণত্বের চরম সীমায়ও উঠিয়াছিলেন তাহাও দেখাইয়াছি। সুতরাং কি রাজার অবস্থায়, কি চিকিৎসক অবস্থায়, কি যাজক অধ্যাপক বা উপদেশক অবস্থায়, কি ব্রহ্মবেদিত্ব অবস্থায়, কোন অবস্থাতেই ব্রহ্মণ্য ইহাঁদিগকে পরিত্যাগ করে নাই। রাজা বলিয়া যাঁহারা ইহাদিগকে এক্ষণকার ন্যায় সামান্য ক্ষত্রিয়মাত্র মনে করেন—ক্ষত্রবন্ধু বলিয়াই জানেন—রাজত্বত্যাগে যাঁহাদিগকে বৈশ্য বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদিগের পরিচয়ের নিমিত্ত বেদ ও স্মৃতি হইতে উদ্ধৃত বচন গুলিই সম্যক্ হইবে না, ইহা জানিয়া এক্ষণে আমরা তাঁহাদিগের চিরপ্রচলিত ব্যবহারও পুরাণ কাব্যাদি ব্যবহারিক শাস্ত্র হইতে দেখাইয়া দিতেছি। আমরা পুরাণ স্মৃতি ও বেদ হইতে দেখাইয়াছি যে ইহাঁরা ব্রাহ্মণ। দেখাইয়াছি যে ইহাঁরা ব্রহ্মচারী গৃহস্থ বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী এই চারি আশ্রমিদিগেরও ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণেরই প্রভু। এখন পুরাণ প্রসিদ্ধ প্রাচীন কাব্যাদি হইতেও দেখাইব যে, ইহাঁরা যাঁহাদের প্রভু ছিলেন তাঁহাদের ধর্ম্ম গ্রহণ ইহাঁদের পক্ষে অসম্ভব অশাস্ত্রীয় বা অব্যবহার্য্য ছিল না। ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দেওয়াতেই ইহাঁদের চারিবর্ণের উপর প্রভুত্ব বলা হইয়াছে; কারণ

"বর্ণানাং ব্রাহ্মণো গুরুঃ", চাণক্যধৃত মনু বচন। তারপর, এখানেও দেখুন—

"ততো যথাবদ্ বিহিতাধ্বরায়
তস্মৈ স্ময়াবেশবিবর্জ্জিতায়।
বর্ণাশ্রমাণাং রবে স বর্ণী—
বিচক্ষণঃ প্রস্তুতমাচচক্ষে॥ রঘু ৫ম ১৯ শ্লো

এখানেও রঘুরাজাকে চারিবর্ণের ও চারি আশ্রমের গুরু বলিয়াছেন।

তার পর দেখুন, রাজারা কেবল মুখেই চতুর্ব্বর্ণীয় লোকদিগকে শিক্ষা দিতেন না, দণ্ড দ্বারাও শিক্ষা দিতেন। তার পর দেখুন, চারি আশ্রমের ধর্ম্ম গ্রহণে যদি ইহাঁদের অধিকার না থাকিত, তাহা হইলে রঘুবংশের প্রথমসর্গেই এই সূর্য্যবংশীয় রাজাদের পরিচয়ে "শৈশবে-ঽভ্যস্তবিদ্যানাং যৌবনে বিষয়ৈষিণাম্। বার্দ্ধকে মুনিবৃত্তীনাং যোগে-নান্তে তনুত্যজাম্॥ এই শ্লোকটী বলিতে পারিতেন না। চারিটী চরণে যথাক্রমে চারিটী আশ্রমধর্ম্ম গ্রহণেরই কথা বলা হই-য়াছে, তাদৃশ ব্যবহার না থাকিলে কখনই তাদৃশ শাস্ত্র এবং কাব্যেও এরূপ বাক্য থাকিত না। অতএব বৈদ্যদিগের সন্ন্যাসাশ্রম লইয়া যে গণ্ডগোল সে এখানেই মিটিয়া যাইতেছে। মূর্দ্ধাভিষিক্তেরা রাজ-ধর্ম্ম গ্রহণেও যদি এইরূপে, যাজকমাত্রের অবলম্ব্য ধর্ম্ম বলিয়া বিদিত ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ্য ও সন্ন্যাসধর্ম্মের অধিকারী হইলেন, তবে অম্বষ্ঠেরা কেনই বা না হইবেন; তাঁহারাও ত ব্রাহ্মণবর্ণ; পরন্তু রাজা হইলে অম্বষ্ঠও ত ব্রহ্মক্ষত্র বা মূর্দ্ধাভিষিক্ত অর্থাৎ (ব্রাহ্মণ-রাজা) হন। অতএব রাজা হইলেও অম্বষ্ঠের তাদৃশ অধিকার থাকিবে।

এক্ষণে ইহাঁদের অগ্ন্যাধান কার্য্যেও অধিকার, ও ব্যবহার দেখাই-

তেছি "শ্রুতদেহবিসর্জ্জনঃ পিতুশ্চিরমশ্রূণি বিমুচ্য রাঘবঃ। বিদধে বিধিমস্য নৈষ্ঠিকং যতিভিঃ সার্দ্ধমনগ্নিমগ্নিচিৎ" ॥ রঘু ৮ম

এখানে সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন হেতুক রঘু রাজার অন্ত্যেষ্টি কার্য্যকে অগ্নিক্রিয়া রহিত বলা হইয়াছে ও গৃহস্থধর্ম্মী অজরাজাকে অগ্নিচিৎ অর্থাৎ অগ্নিচয়নকারী বলা হইযাছে, অভিজ্ঞানশকুন্তলেও দেখা যায় যে, মহারাজ দুষ্মন্ত কণ্ব শিষ্যদিগের সহিত সাক্ষাৎ করণার্থ অগ্নিগৃহই উপযুক্ত স্থান বিবেচনা করিয়াছিলেন, অতএব অগ্ন্যাধানেও মূর্দ্ধাভিষিক্তদের ও অম্বষ্ঠের অধিকার আছে। ইহাঁদিগের সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ ও আহিতাগ্নিতার পর অগ্নিত্যাগ বিষয়ক শাস্ত্রীয় বচনও এবিষয়ে প্রমাণ। শাস্ত্রে বলিয়াছেন অগ্নি দণ্ডাদি ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইতে হয় এবং সন্ন্যাসী হইলে তাহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া অগ্নি-রহিতই হয়, যথা—

"ন তস্য দাহনং কার্য্যং ন চ পিণ্ডোদকক্রিয়া।
নিদধ্যাৎ প্রণবেনৈব বিলে ভিক্ষোঃ কলেবরম্ ॥
প্রোক্ষণং খননঞ্চৈব সর্ব্বং তেনৈব কারয়েৎ ॥

শৌনকীয় সন্ন্যাস ধর্ম্মশাস্ত্র।

মৃত সন্ন্যাসীর দাহন কার্য্য করিবে না পিণ্ডোদক দ্বারাও শ্রাদ্ধ করিবে না। ভিক্ষুর শরীর কেবল ওঁকারমাত্র উচ্চারণ করিয়া গর্ত্তমধ্যে প্রোথিত করিবে। গর্ত্ত খনন ও প্রেতস্নান ও ঐ ওঙ্কার মন্ত্রদ্বারা করিবে। রঘুরাজারও এই মতানুসারে অন্ত্যেষ্টি কার্য্য হইয়াছিল। অতএব দেখুন যে জাতির বেদে ও অগ্নিতে অধিকার এবং চারি আশ্রমীর ধর্ম্ম গ্রহণে অধিকার আছে তাহাদেরই মধ্যে বেদহীন, অগ্নিহীন, উভয়হীন বলিয়াই অশৌচের ব্যবস্থায় ইতর বিশেষ কথিত হইয়াছে। অতএব ঐ সকল বিধান কেবল যাজক ব্রাহ্মণের পক্ষে নয়, মূর্দ্ধাভিষিক্ত ও অম্বষ্ঠের পক্ষেও ঐ সকল বিধান

হইতেছে। যে রাজার ইচ্ছামাত্রে অন্যের অশৌচ দূরীভূত হয়, সিংহাসন স্পর্শে যে রাজার অশৌচ দূরীভূত হয়, যে ব্রাহ্মণবর্ণীয় বৈদ্য সর্ব্বদাই স্পৃশ্যস্বরূপ অশৌচ শূন্য বলিয়া শাস্ত্রে কথিত, সেই পবিত্রাত্মা ব্রাহ্মণবর্ণীয় মূর্দ্ধাভিষিক্ত ও অম্বষ্ঠেরা বৈশ্য বলিয়া এক্ষণে পঞ্চদশাহ অশৌচ গ্রহণ করিতেছেন, ইহা কখনই সঙ্গত হইতে পারে না।

কোন কোন মূর্দ্ধাভিষিক্ত ও অম্বষ্ঠ জাতীয় বৈদ্যেরা যে পঞ্চদশাহ অশৌচ গ্রহণ করিতেছেন তাহা বোধ হয় পূর্ব্বোদ্ধৃত বশিষ্ঠ বচনানুসারেই করিতেছেন। নিম্নলিখিত প্রকারেও এরূপ সম্ভাবিত হইতে পারে—

বর্ত্তমান কালের বৈদ্যব্রাহ্মণ ও যাজক ব্রাহ্মণদিগের অনেকেরই জাতি ও বর্ণ জ্ঞান নাই। বর্ত্তমানকালের প্রচলিত আধুনিক টীকাকারদের শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যাই তাহার কারণ। মেধাতিথি কুল্লূক প্রভৃতি টীকাকারদের জ্ঞান থাকিলেও জাতি বৈদ্যগণের প্রতি তাঁহাদিগের বিজাতীয় বিদ্বেষ সে জ্ঞান লোপ করিয়াছিল, তাহা বিশিষ্টরূপে প্রমাণ করিয়াছি। উহাঁদিগের কৃত দুই খানি টীকাই অশুদ্ধ ও অধিক বিদ্বেষ দূষিত, অথচ ঐ দুই খানি বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ সমাজে আদরের সহিত গৃহীত ও তদনুসারেই সমস্ত জাতীয় ব্যবস্থাদি প্রদত্ত হইতেছে। স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের নব্যস্মৃতিও বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সমাজে অল্প আদরের বস্তু নহে। যদিও পূর্ব্বোক্ত ব্যাখ্যাকারদ্বয় বৈদ্যদিগকে কখন ব্রাহ্মণ সদৃশ, কখন ক্ষত্রিয় সদৃশ, কখন বৈশ্য সদৃশ এবং কখন কখন বা ইহাদের কাহারও সদৃশ নয়, কিন্তু পতিত এক প্রকার দ্বিজ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, রঘুনন্দন এককালে কেবল স্বেচ্ছাবশতই বৈদ্যগণকে স্বীয় সংগ্রহ গ্রন্থে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত লিখিয়াছেন। এই সংগ্রহ গ্রন্থানুসারেও অল্পজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা স্বীয় প্রকৃতি ও প্রত্যয় সহকারে জাতীয় অশৌচাদির ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। সুতরাং ইহাঁদিগের

ব্যবস্থাদি বিষয়ে কোনও নিশ্চয় নাই। যে যাহা ইচ্ছা সে তাহাই করিতেছে এবং অজ্ঞেরাও তদনুসারে চলিতেছে। বৈদ্যদের মধ্যে অশৌচাদি ব্যবস্থার কোনও স্থিরতা নাই। কেহ ব্রাহ্মণবৎ, কেহ ক্ষত্রিয়বৎ, কেহ বৈশ্যবৎ, এবং কেহ কেহবা শূদ্রবৎ অশৌচ গ্রহণ করিতেছে।

পুরাকালে এবং কলিকালেও বৈদ্য হইতে বহু বহু যাজকের উৎপত্তি।

মনু ও অত্রি উভয়েই ব্রাহ্মণ। মনু ক্ষত্রিয়বর্ণ সূর্য্যের পুত্র অতএব মনু ভৌতিক জন্মে ক্ষত্রিয়, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন হওয়ায় আধ্যাত্মিক জন্মে ব্রাহ্মণ। ইনিই পৃথিবীর প্রথম রাজা ও সংহিতাকর্ত্তা এবং সকল বর্ণের ও সকল আশ্রমের পূজ্য ও মাননীয়। ব্রাহ্মণ হইয়া ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম রাজ্যপালন করাতে ইনি ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়, ব্রহ্মক্ষত্র অথবা ব্রাহ্মণ রাজা। মনে থাকে যেন ইনি ক্ষত্রিয়ের পুত্র এবং ক্ষত্রিয় কার্য্য করিতেন এজন্য ক্ষত্রিয়, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন বলিয়াই ব্রাহ্মণ। এক্ষণে দেখুন ব্রাহ্মণবর্ণ অত্রির পুত্র চন্দ্রও জন্মে ব্রাহ্মণ কিন্তু শেষে ঐ বংশের প্রথম রাজা হওয়ায় তিনিও ক্ষত্রিয়, অতএব চন্দ্রও ব্রহ্মক্ষত্রিয় বা ব্রাহ্মণ রাজা। ইনি ব্রাহ্মণের পুত্র বলিয়া যেমন ব্রাহ্মণ তেমনই ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন বলিয়াও ব্রাহ্মণ, কেবল রাজকার্য্য করিতেন বলিয়া ক্ষত্রিয় হইয়াছেন। সূর্য্য ও চন্দ্র উভয়েই প্রধান বৈদ্য ও জগতের রক্ষাকর্ত্তা। চন্দ্র ও সূর্য্য উভয়েই রাজা। এই দুই রাজবংশ হইতে ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণেরই উৎপত্তি দেখা যায়। ইহা আমাদের স্বকপোল কল্পিত নয়। বেদজ্ঞ পুরাণজ্ঞ ও স্মৃতিতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত মাত্রেই ইহা অবগত আছেন। সূর্য্যবংশ হইতে যেমন বহু বহু বিখ্যাত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের উৎপত্তি, চন্দ্রবংশ হইতেও তেমনই বহু বহু বিখ্যাত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের উৎপত্তি

সকল পুরাণেই বর্ণিত আছে। আজি কালি সকলেই ইহা অনায়াসে দেখিতে পারেন। এই সত্য কেহও অস্বীকার করিতে পারেন না এবং অসৎ ব্যাখ্যা দ্বারাও উড়াইয়া দিতে পারেন না। প্রসিদ্ধ বেদস্মৃতি পুরাণাদিতে যেমন ক্ষত্রিয়াদি হইতে ব্রাহ্মণাদির ও ব্রাহ্মণাদি হইতে ক্ষত্রিয়াদির উৎপত্তি বর্ণিত আছে, প্রসিদ্ধ কাব্যাদি শাস্ত্রেও ঐ দুই সুপ্রসিদ্ধ রাজবংশ হইতে ব্রাহ্মণাদির উৎপত্তি বর্ণিত আছে। প্রসিদ্ধ অভিধান অমরকোষেও সেই জন্য ব্রাহ্মণদিগকে রাজ-বীজী ও রাজবংশ্য শব্দে প্রতিপাদন করিয়াছেন। ক্ষত্রিয়েরাই ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেরাই ক্ষত্রিয় হইতেন। ইঁহারাই বৈদ্য। জন্মে ইহঁাদের কোনও প্রভেদ নাই। অতএব আদি পুরুষের প্রাধান্যে প্রাধান্য বলিয়া ইহাদের কেহও গর্ব্ব করিতে পারেন না। ব্রাহ্মণ হইতে বৈদ্যের ও বৈদ্য হইতে ব্রাহ্মণের উৎপত্তি সকল শাস্ত্রেই প্রতিপন্ন আছে। অভিধানেও যেমন ইহাদিগকে রাজবংশ্য ও রাজবীজী বলিয়াছেন সেইরূপ পুরাণাদিতেও এই রাজবংশ্য মহাকুল-সম্ভূত পুরুষদিগকে চতুরাশ্রমধর্ম্মাবলম্বী ব্রাহ্মণ বলিয়া প্রতিপাদিত করিয়াছেন। এই বিদ্বান্ জাতিকেই বৈদ্য, বেদবিৎ, বিদ্বান্, বিচক্ষণ, দীর্ঘদর্শী ইত্যাদি শব্দ দ্বারা ও কার্য্যভেদে ইহাদিগকেই ষট্‌কর্ম্মা, শ্রোত্রিয়, অধ্যাপক, আচার্য্য, উপাধ্যায়, পুরোহিত, সোমপীথী, সর্ব্ব-বেদাঃ, অনূচান, যাজ্ঞিক, অগ্নিচিৎ, ব্রাহ্মণ, বিপ্রাদি ও ব্রহ্মবেদী শব্দে বুঝাইয়াছেন—ইহা আমরা পূর্ব্বাপর প্রদর্শন করিয়া আসিতেছি। এই রাজবংশীয় ব্রাহ্মণকর্ম্মা রাজারাই যে বৈদ্য-মূর্দ্ধাভিষিক্তাদি নামে অভি-হিত হন তাহাও দেখাইয়াছি। এই ব্রাহ্মণকর্ম্মা রাজারাই যে ব্রহ্মক্ষত্র বা ক্ষত্র নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন তাহাও দেখাইয়াছি। এই একই বংশের সন্তানেরাই যে ব্রহ্মর্ষি, ব্রহ্মবেদী, ব্রহ্মক্ষত্র, মূর্দ্ধাভিষিক্ত, অম্বষ্ঠ, বৈদ্য, যাজক, ঋত্বিক্, পুরোহিত, গুরু ইত্যাদি নামে অগ্রজ ব্রাহ্মণ ও তন্মধ্যে

ব্রাহ্মণীপুত্রেরা যে প্রথমা জাতি, মূর্দ্ধাভিষিক্তেরা দ্বিতীয়া জাতি এবং অম্বষ্ঠেরা তৃতীয়া জাতি তাহাও দেখাইয়াছি। বিদ্যাদির আধিক্যে যে আবার দ্বিতীয়া তৃতীয়া জাতিও প্রথমা জাতি অপেক্ষা পূজনীয় ও শ্রেষ্ঠ হন তাহাও দেখাইয়াছি। সামন্ত বিজয় বল্লালাদি ব্রহ্মবেদী বৈদ্যেরা যে ব্রহ্মক্ষাত্র ও অগ্রজ ব্রাহ্মণ বলিয়া উক্ত হইয়াছেন তাহাও দেখাইয়াছি। ঐ বৈদ্যেরা যে আবার অম্বষ্ঠ বলিয়া শাসনপত্রাদিতেও লিখিত ও অম্বষ্ঠ বলিয়া সমস্ত আর্য্যসমাজে পরিচিত এবং অদ্যাপি স্বীকৃত হইয়া আসিতেছেন তাহাও দুই একজন দৃষ্টিহীন লোক ব্যতীত আর কেহও অস্বীকার করে না। এই বৈদ্য বংশীয়েরাই যে ষট্‌কর্ম্মান্বিত যাজক হইয়া শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে বৃত ও রাজগণ কর্ত্তৃক যথাবিহিতরূপে প্রদত্ত দান গ্রহণ করিতেন, তাহা এবং এক্ষণে এই বল্লালবর্ণীয়, বল্লালদের সহিত একগোত্রীয়, পরবর্ত্তী আধুনিক কালে জীবিত পুরুষেরাও যে ষট্‌কর্ম্মান্বিত যাজক হইয়া রাজার যথাবিহিত উৎসর্গীকৃত দানগ্রহণ করিয়াছিলেন ও অদ্যাপি করিতেছেন তাহা দেখাইতে পারি, ব্রাহ্মণেরা স্বয়ংও তাহা দেখিয়া লইতে পারেন। অতএব যাজক ব্রাহ্মণেরাও যে এই ও অন্যান্য বৈদ্যবংশপ্রসূত এবং ইহাদিগের হইতে অভিন্ন জাতি ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। শাস্ত্র ও প্রত্যক্ষকে প্রমাণ মানিলে এই গ্রন্থোক্ত বাক্য সকল কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না এবং এ সকল প্রমাণ না মানিলে কোনও বর্ণ আপনার বর্ণত্ব প্রমাণ করিতে পারেন না। আমরা বোধ করি এই জগৎপ্রসিদ্ধ বৈদ্যরূপ ব্রাহ্মণজাতি ভিন্ন অন্য কোনও জাতির এরূপে বংশানুক্রমে ব্রাহ্মণত্ব প্রমাণ করা বড় কষ্টকর। কিন্তু বর্ত্তমান জাতি ব্রাহ্মণগণের কোন কোন বংশীয় পূর্ব্বপুরুষদিগের কাহারও কাহারও কৃত বিষময়ী ব্যাখ্যা স্বজাতীয় বৈদ্যদিগকে সংহার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। এখন বহুকাল বিষকৃত অচৈতন্যাবস্থার পর এই বৈদ্যজাতি পুনরায় জীবনের

চিহ্নস্বরূপ নিঃশ্বাসমাত্র ফেলিতেছেন এবং বৈদ্যগণের চিকিৎসার উপর স্বাস্থ্য ও বলাধানের আশা করিতেছেন। পুনরুজ্জীবিত হওয়া তাঁহাদেরই যত্ন ও সদাচার সাপেক্ষ। অত্যাচার পরায়ণ হইলেই জ্ঞাতিগণের সহিত বিলয়দশা প্রাপ্ত হইবেন। ইহাও শাস্ত্রবাক্য, স্বকপোল-কল্পিত নহে।

এই প্রসিদ্ধ সেনবংশীয় ব্রাহ্মণ রাজাদের রাজত্ব যাওয়ার পর ইহাঁদিগের জাতিকে বৈশ্য, শূদ্র বা সঙ্কীর্ণ জাতি বলিয়া জগতের অজ্ঞ ও শাস্ত্রহীনদিগকে বিশ্বাস করাইতে অনধিক ৭০০ বৎসরের কৃত নাস্তিক অথবা জ্ঞাতিবিদ্বেষদূষিত কুল্লুকাদির ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ টীকা ব্যতীত আর কি কারণ জগতের ইতিহাসে বিদ্যমান আছে? এবং ঐ জাতি-শূন্য জ্ঞাতিদিগের জাতি-রক্ষকের কোন্ অনির্ব্বচনীয় অসাধারণ কারণ আছে যাহা এই বৈদ্যদিগের নাই? বিদ্বেষীদিগের টীকার প্রকার দেখিলে তাহা কি অনায়াসে অনুভব করা যায় না? এই বিদ্বেষী অজ্ঞ জ্ঞাতিগণ প্রসিদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্র সকলের ব্যাখায় স্বীয় আর্য্যত্বের যেরূপ পরিচয় দিয়াছেন তাহা দেখিলে কোন্ সহৃদয় ব্যক্তির হৃদয় বজ্রাহতের ন্যায় না হয়? কোন্ আর্য্য হৃদয় তাঁহাদের অবলম্বিত অতি দূষিত সেই সকল কৌশল ও মিথ্যাশাস্ত্রের আশ্রয় দেখিয়া স্তম্ভিত না হন? জগতের আর্য্য-ধর্ম্ম-নাশকারী এই নাস্তিকগণকে কোন্ ধার্ম্মিক, ধার্ম্মিক ও আস্তিক বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারেন? উহাদের কৃত ব্যাখ্যা প্রবর্ত্তিত হইলে জগতের উৎকৃষ্ট ও প্রকৃত ব্যাখ্যা সকল ও টীকা টীপ্পনী সকল বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সমাজ হইতে অন্তর্হিত হইল কেন? সেই টীকা সকল অপ্রচল করিয়া, অভিনব টীকা অনুসারে ব্যবস্থা দিয়া ও অভিনব পুরাণ ব্যাখ্যা পূর্ব্বক কথকতা দ্বারা মূর্দ্ধাভিষিক্ত, অম্বষ্ঠ, ক্ষত্রিয়, মাহিষ্য ও বৈশ্য এই পাঁচ জাতির বিনাশ বা বিলোপ ঘোষণা করা কি এ জাতির উদ্দেশ্য নয়? ছয় দ্বিজাতির মধ্যে কেবল ব্রাহ্মণ জাতিই

দ্বিজাতি অন্য সকলে শূদ্র বা সঙ্কীর্ণ জাতি ইহা প্রচার করাই কি এই জাতির উদ্দেশ্য ছিল না? বঙ্গরাজ্য হইতে, এই সেনরাজদিগের সুবিস্তৃত গৌড়রাজ্য হইতে আর আর জাতি সকল কোথায় গেল? যাজক ব্রাহ্মণ যেমন নাম মাত্রে আছে তাহারাও কি তেমনই নাম মাত্রে আছে একথাও বলা যাইতে পারিত না? কোন্ অনির্ব্বচনীয় কারণে তাহারা বিলুপ্ত ও অদৃশ্য বলিয়া ঘোষিত হইল? অদ্যাপি কি ঐ সকল জাতি নামে দ্বিজগণ আপনাদের পরিচয় দিতেছেন না? ক্রিয়া-লোপ রূপ একটী ও বেদাধ্যয়নত্যাগ রূপ অপর কারণত সর্ব্বত্রেই সমানরূপে বর্ত্তমান তবে এ বিসদৃশ ফল কি প্রকারে হইতে পারে? বেদত্যাগে ও বেদোক্ত ক্রিয়াত্যাগে ব্রাহ্মণজাতি জাতেরা জাতিভ্রষ্ট হইলেন না, অন্যজাতি জাতেরা ভ্রষ্ট হইলেন ইহা কোন্ বিচারে সিদ্ধ হয়? যাহা হউক আমরা এখানেই ক্ষান্ত হইলাম। বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ জাতি যদি অপক্ষপাত হৃদয়ে ইহা ভাবিতে পারেন, তবে ভাবিয়া দেখিবেন।

বৈদ্যের শ্রেষ্ঠতার হেতু।

এক্ষণে চিকিৎসাবৃত্তি হেতুক ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়াপুত্র ও বৈশ্যাপুত্রেরা কেন শ্রেষ্ঠ ও বহু সম্মানিত হইলেন তাহাই প্রদর্শন করিতেছি। পূর্ব্বে দুই অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে দ্বিজেরা একই জাতি, কেবল কার্য্যানু-সারে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে বিভক্ত হইয়া ব্রাহ্মণাদি ভিন্ন ভিন্ন নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। বর্ণভেদ কেবল ব্যবসায়গত বিভেদ মাত্র। কিন্তু ঐরূপ এক এক ব্যবসায়ীর সন্তানেরা স্বভাবতই বাল্যকাল হইতে তত্তদ্‌বিষয়ক জ্ঞান ও সংস্কার পাইয়া বংশপরম্পরায় অধিগত এক এক বিদ্যার বহু-কালব্যাপী চর্চ্চাহেতুক সেই সেই বিষয়ে উৎকর্ষ লাভ করে। সুতরাং

এক এক বিষয়ে এক এক শ্রেণীর উৎকর্ষ হয়। পরন্তু মনুষ্যের মানসোন্নতিই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হওয়াতে ব্রাহ্মণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, ক্ষত্রিয় তাহার নিম্নস্থানীয়, এবং বৈশ্য তাহারও নিম্নস্থানীয়, বলিয়া গণ্য হইয়াছেন। এইরূপে শ্রেণীবিভাগে বিভক্ত হইলেও তৎকালে তাঁহাদের চিরকালাগত ত্রৈবর্ণিক পরিণয়প্রথা এখনকার ন্যায় অপ্রচল হয় নাই; কেবল পুরুষের প্রাধান্যে পুত্রের প্রাধান্য হয় এই বিবেচনাতেই ব্রাহ্মণাদি শ্রেণীর লোকের স্বজাতীয় নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীকেও বিবাহ করিবার নিয়ম হইয়াছিল, এবং উত্তম শ্রেণীর স্ত্রীকে অধম শ্রেণীর পুরুষের বিবাহ করা নিষিদ্ধ হইয়াছিল, ইহা জাত্যুৎকর্ষের নিমিত্তই হইয়াছিল, কোন ক্রমেই মন্দভাবে বা নিকৃষ্ট আশয়ে হয় নাই। শূদ্রা স্ত্রী সম্পর্কে সাধারণতঃ সৎপুত্র হয় না ইহা দেখিয়াই পুংবীজের প্রাধান্যের সহিত স্ত্রীবীজেরও পুত্রোৎপাদনে সদসৎ কার্য্যকারিতা আছে, ইহা স্পষ্ট বুঝিয়া শেষে শূদ্রা পরিণয় রহিত করিয়া দিয়াছিলেন। অতএব স্পষ্ট অনুভূত হইতেছে যে এই প্রকারে দ্বিজাতির দ্বিজাতি স্ত্রী পরিণয় কোন প্রকারেও নিন্দনীয়, যুক্তিবিরুদ্ধ বা শাস্ত্রবিরুদ্ধ ছিল না, বরং পরস্পরের উৎকর্ষসাধক হইয়া সমুদয় দ্বিজাতির উৎকর্ষসাধক হইবে বলিয়াই যুক্তিসঙ্গত ও প্রশংসনীয় বলিয়া বিধিবদ্ধ হইয়াছিল। সেই বিধান অনুসারেই ব্রাহ্মণ সবর্ণা বিবাহের পর যে ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যা বিবাহ করিয়াছিলেন তন্মধ্যে ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যা স্ত্রীগর্ভজাত পুত্রই এই বৈদ্য। ভৌতিক জন্মাংশে ব্রাহ্মণীপুত্রের তুল্য হইলেও তাঁহা অপেক্ষা সম্মানে কিঞ্চিৎ নিকৃষ্ট সন্দেহ নাই। তাহার যুক্তি পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। ধন্বন্তরির উৎপত্তি কালে জাতিভেদ না হইলেও যে সকল লোক তপঃপরায়ণ হইয়া মানসিক ও দৈহিক অধ্যবসায় সহকারে বিবিধ পদার্থতত্ত্বের আবিষ্কারাদি করিয়াছিলেন তাঁহারাই (পরে) ব্রাহ্মণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। তৎ-

পরে বৈদ্যশাস্ত্রের ক্রমশ উন্নতি আরম্ভ হইলে, বৈদ্যগণে প্রজারক্ষণ ও ব্রহ্মজ্ঞান এই উভয়ের যোগ হওয়াতে, ইনি ক্রমে সামান্য ব্রাহ্মণ হইতে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণপদে নিবেশিত হইলেন। অধ্যবসায়শীল, পরিশ্রমী ব্রাহ্মণ জাতীয় পুরুষের সহিত বাস্তবিক বৈশ্যাস্ত্রীর সংযোগ থাকুক বা না থাকুক, উদ্ভিজ্জজ্ঞানে পরম বিদুষী আর্য্যস্ত্রীর সহিত দীর্ঘতপার ন্যায় তেজস্বী আর্য্য পুরুষের যোগে যে ধন্বন্তরি প্রভৃতি মহাপুরুষ বৈদ্যগণের উৎপত্তি হইয়াছিল তাহা উদারচেতা বেদজ্ঞ মহর্ষিগণ দেখিয়াছিলেন। সুতরাং পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ মস্তিষ্কের সহিত বৈশ্য মস্তিষ্কযোগ বাস্তবিক থাকুক আর না থাকুক, অনুরূপ গুণাবলম্বী স্ত্রীপুরুষের সংযোগজাত পুত্রের এই উন্নতি দর্শনে প্রাচীনেরা স্থির করিয়াছিলেন যে এই উভয় ধর্ম্মী মস্তিষ্ক যে জাতিতে হইবে তিনিই বৈদ্যকার্য্যের উপযুক্ত হইবেন। অতএব ব্রাহ্মণের ঔরসে বৈশ্যাজননীর গর্ভে যে সন্তান হইবেন তাঁহা-কেই এই কার্য্য অর্পণ করা যাইবে। এই বিবেচনানুসারেই শেষে ব্রাহ্মণের ঔরসে যে সকল বৈশ্যাসন্তান হইতে লাগিল সকলেরই নাম অম্বষ্ঠ রাখিলেন ও তাহাদিগকে চিকিৎসা বিদ্যা শিখাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। আমরা এ বিষয়ে স্বয়ং আর কিছু না বলিয়া কেবল কয়েকটী মহাভারতাদির কথা উদ্ধৃত করিব। তদ্দ্বারাই বিজ্ঞ মহা-শয়েরা আমাদিগের কথার বাস্তবত্ব অনুমান করিতে পারিবেন। এক্ষণে চিকিৎসা নিবন্ধন যে বৈদ্যেরা কেন প্রধান হইয়া উঠিলেন তাহাই দেখাইতেছি। চিকিৎসাবৃত্তি সাধারণ ব্রাহ্মণের কর্ম্ম নয়। চিকিৎ-সক হইতে হইলে শারীর ও মানস সমস্ত তত্ত্ব জানিতে হয়, সুতরাং এই শরীর ও মনের সহিত যাহার যে প্রকার সম্বন্ধ আছে তাহাও সমস্ত জানিতে হয়। কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডে এমন কোনও পদার্থ নাই যাহার শরীরের ও মনের সহিত সংবন্ধ নাই। একটী সামান্য উদ্ভিজ্জ হইতে মহান্ বনস্পতি পর্য্যন্ত, সামান্য কীটাণু হইতে মহাপ্রভাব দেবতা

পর্য্যন্ত, সামান্য রেণুকণা হইতে প্রকাণ্ড গ্রহনক্ষত্রাদি পর্য্যন্ত সমস্ত বস্তুরই সহিত ইহাদের সংবন্ধ। ক্ষিত্যপ্ প্রভৃতি পঞ্চভূতাত্মক দেহে সমস্ত পঞ্চভূতেরই সবিশেষ সম্পর্ক আছে; তদ্ভিন্ন কাল, দিক্, অপর দেহী ও অপরাপর মনের সহিতও ইহার বিশিষ্ট সম্পর্ক। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ প্রত্যেকেই ইহার সহিত সংবদ্ধ এবং প্রত্যেক ক্রিয়া প্রক্রিয়ার সহিতও ইহার সম্পর্ক আছে। শরীরের উপর কোন্ গ্রহের কোন্ নক্ষত্রের কিরূপ প্রভাব, কোন্ কালের কিরূপ শক্তি, অধিক কি, মৃত্তিকা জল প্রভৃতি প্রত্যেক দ্রব্যের ভিন্ন ভিন্ন ধাতুর শরীরে কিরূপ ক্রিয়া, ভিন্ন ভিন্ন রূপ রসাদি গুণের কিরূপ ফল ও ভিন্ন ভিন্ন প্রকার দ্রব্যাদির সংযোগ বিয়োগেই বা কিরূপ কার্য্য উৎপন্ন হয় এ সমস্তই সম্পূর্ণরূপে জানা সদ্ বৈদ্যের কর্ত্তব্য। এই ক্ষুদ্র সন্দর্ভে আর অধিক কি বলিব, সমস্ত প্রকার বিদ্যাতে অথবা এক কথায় ষড়ঙ্গ সহিত সমস্ত বেদে বিশেষ অধিকার না থাকিলে চিকিৎসা বিদ্যায় সবিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করা যায় না। এই জন্যই বৈদ্য হইতে হইলে যেরূপ হওয়া আবশ্যক তাহা চরকে সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে যথা—

"শ্রুতিপর্য্যবদাতত্বং বহুশো দৃষ্টকর্ম্মতা। দাক্ষ্যং শৌচমিতি জ্ঞেয়ং বৈদ্যে গুণচতুষ্টয়ম্॥" অর্থাৎ সমস্ত বেদ পরিষ্কৃতরূপে বুঝা, ভূরি ভূরি চিকিৎসাকার্য্য ও ঔষধাদি প্রস্তুত করার প্রণালী দর্শন, কার্য্যতৎপরতা ও পবিত্রতা এই চারিটী প্রধানতঃ বৈদ্যের গুণ। সুশ্রুতেও বলিয়াছেন "তথাধিগতশাস্ত্রার্থো দৃষ্টকর্ম্মা স্বয়ং কৃতী। লঘুহস্তঃ শুচিঃ শূরঃ সদোপস্কৃতভেষজঃ। প্রত্যুৎপন্নমতির্ধীমান্ ব্যবসায়ী বিশারদঃ সত্যধর্ম্মপরো যশ্চ স ভিষক্পদ উচ্যতে॥" চাণক্যধৃত নিম্নলিখিত শ্লোকেও তাঁহার পরিচয় আছে যথা—"আয়ুর্ব্বেদে কৃতাভ্যাসঃ সর্ব্বেষাং প্রিয়দর্শনঃ। আর্য্যশীলগুণোপেত এষ বৈদ্যো বিধীয়তে॥" আয়ুর্ব্বেদে যাঁহার ব্যুৎপত্তি হইয়াছে, যিনি সমস্ত আর্য্যগুণ ও আর্য্যচরিত্রে বিভূ-

ম্বিত এবং সকলের প্রিয়দর্শন—তিনিই বিহিত বৈদ্য অর্থাৎ সদ্বৈদ্য। এই সকল বৈদ্যের গুণ। আবার বৈদ্যের দোষও কথিত আছে যথা "আয়ুর্ব্বেদং চিকিৎসাঞ্চ জ্যোতিষং ধর্ম্মনির্ণয়ং। বিনা শাস্ত্রেণ যো ব্রূয়াৎ তমাহুর্ব্রহ্মঘাতকম্॥ যোঽবিজ্ঞায় চ শাস্ত্রার্থং প্রযুজ্যাৎ ভেষজং ভিষক্। যম এব স বিজ্ঞেয়ো মর্ত্ত্যানাং মৃত্যুরূপধৃক্॥" অর্থাৎ যে বৈদ্য আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের অর্থ ও তদনুযায়ী চিকিৎসা না জানিয়া ঔষধ প্রয়োগ করে সে সাক্ষাৎ যম, কেবল বৈদ্যের আকার ধারণ করিয়া মনুষ্য সংহার করে। অতএব বৈদ্য হওয়া—মনুষ্যের অতি বিপৎ-কালে প্রাণের উপর কর্ত্তা হওয়া—যে কিরূপ গুরুতর কাজ তাহা বিচক্ষণ ব্যক্তিমাত্রেই অনুভব করিতে পারেন। সংসারে ইহা অপেক্ষা কি গুরু কার্য্য আর দ্বিতীয় আছে? সেই বৈদ্যের কার্য্য সেই সভ্যতম সমাজের বিজ্ঞলোকেরা উপযুক্ত ও পূজনীয় ব্যক্তির হস্তে না দিয়া কি নীচ জঘন্যজের হস্তে দিয়াছিলেন, ইহাই কি অধুনাতন অজ্ঞ ব্রাহ্মণ নামধারীরা সপ্রমাণ করিতে চান? বৈশ্যেরা বা বৈশ্য ব্যবসায়ীরা ত কুসীদপ্রিয় ধনলুব্ধ জাতি। ধনলুব্ধ লোকের হস্তে অমূল্য প্রাণধন কে সমর্পণ করিতে পরামর্শ দিতে পারে? অলোভী হওয়া কি প্রকৃত ব্রাহ্মণ ব্যতিরেকে অপর কোনও জাতি হইতে পারে? পিতৃ পিতামহ-ক্রমে বাল্যকাল হইতে যাহাদের সমুদয় ইন্দ্রিয়াদির সংযমরূপ শম-দমাদি অভ্যাস করিতে হয় তাহারা ভিন্ন কি অপর কোনও জাতি এরূপ নিঃস্বার্থভাবে বা অল্পমাত্র স্বার্থে এরূপ কার্য্যে সম্মত হয়? চিকিৎসা করিলে বৃত্তিনিমিত্ত অর্থলাভ স্থলে অন্ততঃ মিত্রলাভ, অন্ততঃ যশোলাভ, অন্ততঃ ধর্ম্মলাভ হইবে বলিয়া কি অপর কোনও জাতিকে বুঝান যাইতে পারে? সামান্য ক্ষত্রিয় এ কাজ করিতে পারে না, কেন না সে শাস্ত্রহীন ও বধাত্মক; বৈশ্যও পারে না, কারণ তাহার শরীর ও মন উভয়ই দুর্ব্বল বলিয়া কথিত। "যে চান্যেঽপ্যবলা

স্তেষাং বৈশ্যকং কর্ম্মসংস্থিতম্।[2] কিন্তু উপরে প্রদর্শিত হইয়াছে যে বৈদ্যের শারীরিক ও মানসিক উভয় প্রকার বলে বলীয়ান হওয়া আবশ্যক। শূদ্র ত নহে, যেহেতু বৈদ্যের ধর্ম্মপর হওয়া তাহার পক্ষে অসম্ভব "বিদ্বান্ শূদ্রো ধর্ম্মপরঃ সদ্বৈদ্য ইতি সংজ্ঞিতঃ।" তবে ব্রাহ্মণ ভিন্ন একাজ করিতে আর কে পারে? কিন্তু ব্রাহ্মণের মধ্যেই কি সকল ব্রাহ্মণেরা পারেন? কখনই না। যোগ নিরত ও ব্রহ্মধ্যান তৎপর ব্রাহ্মণদিগের একার্য্যে উপেক্ষা ও ঔদাস্য হয়, সুতরাং তাঁহাদের প্রতি এই গুরু কার্য্যের ভার অর্পণ নিতান্ত দোষের। এ কার্য্যে ব্রাহ্মণদিগেরই শ্রেণীভেদের লোকেরা উপযুক্ত ইহা জানিয়া মহর্ষিসমাজ ব্রাহ্মণদিগের অন্তর্গত বৈদ্য শ্রেণীর হস্তেই চিকিৎসাভার অর্পণ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বোক্ত বৈদ্যগণকেই প্রাচীন আর্য্যেরা একার্য্যে উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করিয়াছিলেন। বেদবিদ্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়াই ইহাদিগের নাম বৈদ্য এবং মন্বাদি মতে ইহাঁরাই রাজা, রাজমন্ত্রী, রাজপুরোহিত, রাজসেনাপতি প্রভৃতি হইবার যোগ্য*, ইহা আমরা পূর্ব্বে যথাস্থলে দেখাইয়াছি। এখানে পুনরায় প্রদর্শন অনাবশ্যক। তবে এখানে মনুর আর একটী শ্লোক উদ্ধার করিয়া দেখাইতেছি। মনু বলিয়াছেন "বিপ্রাণাং জ্ঞানতো জ্যৈষ্ঠ্যং ক্ষত্রিয়াণান্তু বীর্য্যতঃ। বৈশ্যানাং ধান্যধনতঃ শূদ্রাণামেব জন্মতঃ॥" জ্ঞানহেতুকই ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠতা কথিত হওয়াতে, জাতি মর্য্যাদায় ব্রাহ্মণীপুত্রেরা বড় হইলেও ব্রাহ্মণবর্ণত্বের মর্য্যাদায় অধিকতর জ্ঞানী ক্ষত্রিয়াপুত্র ও বৈশ্যাপুত্রেরা বিদ্যা ও বল উভয়ের আধিক্য হেতুক সামান্য ব্রাহ্মণ ও সামান্য ক্ষত্রিয়গণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিলেন। বৈদ্যেরা এবং মূর্দ্ধাভিষিক্তেরাও চরমে স্ব স্ব কার্য্য ত্যাগ করিয়া শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণবৃত্তি অবলম্বন করিতেন। ঐ ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যজাতি

* এই সকল বিষয় চাণক্যের উদ্ধৃত সারসংগ্রহ মধ্যেও পাওয়া যায়।

যেমন সমাজে নিয়ত সঙ্গী, সেইরূপ ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য শব্দও শাস্ত্রে নিয়ত সহচর। কি রামায়ণ, কি মহাভারত, কি অন্যান্য পুরাণ সর্ব্বত্রই সমাজিক কার্য্যের বর্ণনায় ব্রাহ্মণপদের সহিত বৈদ্যপদও দৃষ্ট হইয়া থাকে, ইহার ভূরি ভূরি উদাহরণ শাস্ত্রজ্ঞেরা দেখিয়াছেন কিন্তু তাঁহারা ঐ সহচর বৈদ্যপদকে সমাজের ব্রাহ্মণ সহচর বৈদ্য অর্থে প্রযুক্ত মনে করেন না। উহাঁরা ঐ পদের অর্থ কেবল বেদনিপুণ ব্রাহ্মণ এই প্রতিবাক্যমাত্র জানেন; তাহা কোন্ জাতিকে বা কোন্ জাতীয় কিরূপ জাতি বিশেষ বা ব্যক্তিবিশেষকে বুঝাইতেছে তাহা অবগত নহেন। "সর্ব্বেষাং ব্রাহ্মণো বিদ্যাৎ বৃত্ত্যুপায়ান্ যথাবিধি। প্রব্রূয়াদিতরেভ্যশ্চ—"মনু বলিয়াছেন, সর্ব্ব বর্ণের জীবিকাদি জানা ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য, অতএব এ সকল বিষয় ঐ রাজা ব্রাহ্মণ মাত্রেরই সবিশেষ জানা কর্ত্তব্য, ব্রাহ্মণীপুত্রদেরও তাহা জানা কর্ত্তব্য, কিন্তু এক্ষণকার ব্রাহ্মণীপুত্রেরা তাহা জানেন না সুতরাং আমরাই তাঁহাদিগকে ঐ বৈদ্যকে চিনাইয়া তাঁহার বৃত্তি তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দিতেছি।



চিকিৎসা বৈদ্যের নিন্দার বা পাতিত্যের হেতু নয়।

প্রথমত ইহা জানা কর্ত্তব্য যে প্রাচীন আর্য্য সমাজ বা ঋষিগণ সমেত রাজা মীমাংসা করিয়া যাহার যে বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন তাহার অন্যথা কেহ করিতে পারিতেন না। যদি কেহ স্বীয় বৃত্তি পরিত্যাগ করিত তবে তাহাকে জাতিচ্যুত হইয়া নিকৃষ্ট জাতিতে গমন করিতে হইত, অথবা নীচ জাতি উচ্চবৃত্তি অবলম্বন করিলে রাজার বা সমাজের নিকট দণ্ডনীয় হইতে হইত। তাহার সামান্য ব্যবস্থাও মনু এই লিখিয়াছেন—

বরং স্বধর্ম্ম-বিগুণো ন পারক্য-স্বনুষ্ঠিতঃ।
পরধর্ম্মেণ জীবন্ হি সদ্যঃ পততি জাতিতঃ॥

স্বধর্ম্মে থাকিয়া কষ্ট পাওয়াও ভাল, কিন্তু পরধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া সুখভোগও ভাল নয়। কারণ পরধর্ম্ম অবলম্বন করিলে পতিত হইতে হয়।

পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে মুনিরা ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়াজাত ও বৈশ্যাজাত পুত্রদিগের প্রতিই চিকিৎসা বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। ঐ পুত্রেরা ব্রাহ্মণ পুত্র হইলেও ব্রাহ্মণীপুত্র ব্রাহ্মণ নয়। উহাঁরা বৈদ্য। অতএব চিকিৎসা বৃত্তিটী বৈদ্যবিহিত ধর্ম্ম। যাজনাবৃত্তিক ব্রাহ্মণীপুত্র ব্রাহ্মণ এ বৃত্তি অবলম্বন করিলে পতিত হইতেন।

স্বকর্ম্মাণি পরিত্যজ্য অর্থ লোভেন যো দ্বিজঃ।
চিকিৎসাং কুরুতেহ্যাশু পাতিত্যং সোঽধিগচ্ছতি॥

অত্র দ্বিজপদং যাজনাবৃত্তিকব্রাহ্মণপরমিতি বোদ্ধব্যম্। স্বীয় যাজনাদি বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া যে ব্রাহ্মণ অর্থ লোভে চিকিৎসকের অর্থাৎ যে ব্রাহ্মণ অর্থ লইয়া চিকিৎসা করে, সে শীঘ্রই পতিত হয়। এখানে দ্বিজপদ যাজনোপজীবী ব্রাহ্মণকে বুঝাইতেছে। অতএব শাস্ত্রে চিকিৎসকের যে নিন্দা পাতিত্যের বা অন্য কোন দণ্ড বিধানের ব্যবস্থা আছে তাহা ঈদৃশ ব্রাহ্মণের পক্ষেই জানিতে হইবে। বৈদ্য পক্ষে নয়। কারণ মুনিরা ইহাই তাঁহার জীবিকা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। অত্রি ও বলিয়াছেন—

যে ত্যক্তারঃ স্বধর্ম্মস্য পরধর্ম্মে ব্যবস্থিতাঃ।
তেষাং শাস্তিকরো রাজা স্বর্গলোকে মহীয়তে॥
আত্মীয়ে সংস্থিতো ধর্ম্মে শূদ্রোঽপি স্বর্গমশ্নুতে॥
পরধর্ম্মো ভবেত্ত্যাজ্যঃ সুরূপপরদারবৎ॥ ১৪

বধ্যো রাজ্ঞা স বৈ শূদ্রো জপহোমপরশ্চ যঃ।
যতো রাষ্ট্রস্য হন্তাঽসৌ যথা বহ্নেশ্চ বৈ জলম্ ॥ ১৫

অতএব অম্বষ্ঠের চিকিৎসা জীবিকাই স্বধর্ম্ম হওয়ায় ধর্ম্ম ও স্বর্গপ্রদ কিন্তু অন্যের পক্ষে পরধর্ম্ম হওয়ায় অধর্ম্ম। পরধর্ম্মাশ্রয়ী রাজার শাসনীয় হয় ; সেই শাসনার্থ মনু আবার বলিতেছেন—

চিতিঞ্চ চিতিকাষ্ঠঞ্চ যূপং চণ্ডালমেব চ।
ব্রাহ্মণং ভিষজং দৃষ্ট্বা সচেলঃ স্নানমাচরেৎ ॥

চিতা, চিতার কাঠ, যূপ চণ্ডাল এবং চিকিৎসক ব্রাহ্মণকে স্পর্শ করিলে সবস্ত্র স্নান করিয়া শুদ্ধ হইবে।

চিকিৎসা কার্য্য বৈদ্যের প্রতি বিহিত কর্ম্ম হওয়ায় ইহা তাঁহার পরধর্ম্ম হয় নাই সুতরাং চিকিৎসায় তাঁহার পাতিত্য হয় না। যাজক ব্রাহ্মণ চিকিৎসক হইলেই সমাজ দণ্ডে দণ্ডিত হইয়া অস্পৃশ্য ও পতিত হয়। অতএব পূর্ব্বোক্ত নিন্দাস্থলে ব্রাহ্মণ শব্দের অর্থ যাজক ব্রাহ্মণ। শূদ্রেরও চিকিৎসা ধর্ম্ম নয়, এজন্য শূদ্র চিকিৎসা কার্য্য অবলম্বন করিলে সমাজের নিকট দণ্ডনীয় বা রাজার নিকট বধ পর্য্যন্ত দণ্ড পাইত। অতএব চিকিৎসা কার্য্য হীনকার্য্য বলিয়া যে ব্রাহ্মণেরা পতিত ও শূদ্রেরা বধ্য হইত ইহা শাস্ত্রের মর্ম্ম নয়। যে জাতির প্রতি যে বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে সেই জাতি সেই বৃত্তিই অবলম্বন করিবে, আপৎপাত ব্যতীত কদাচ কেহ তাহা পরিত্যাগ না করে, ইহাই পাতিত্যাদি দণ্ড বিধানের উদ্দেশ্য। এই সকল বচন দ্বারা যখন স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে বৈদ্য ব্রাহ্মণের চিকিৎসা বৃত্তি অপর কোনও ব্রাহ্মণে, সামান্য ক্ষত্রিয়ে, বৈশ্যে বা শূদ্রে গ্রহণ করিতে পারিবে না, যখন স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে এই চিকিৎসাবৃত্তি হেতুকই ঐ ব্রাহ্মণ শ্রেণীর ভিষক্, চিকিৎসক, বৈদ্য প্রভৃতি নামান্তর হইয়াছে তখন ইহাও বিলক্ষণ জানা যাইতেছে যে ভিষক্, চিকিৎসক, বৈদ্য প্রভৃতি শব্দ পূর্ব্বোল্লিখিত

মূর্দ্ধাভিষিক্ত, নৃপ বা ভিষক্ বা অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর কোনও শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা শূদ্রাদিকে বুঝাইবে না। মুখ্য বৈদ্যের অর্থাৎ ব্রাহ্মণীপুত্র ব্রাহ্মণাদি ব্যতীত ও কানীনত্বাদি দোষরহিত উপরি উক্ত শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর বৈদ্যের সম্মান শাস্ত্রের সর্ব্বত্র পরিদৃশ্যমান হয় এবং ব্যবহারেও চিরকাল তাহাই হইয়া আসিতেছে। বর্ত্তমান সমাজেও তাহার আবশ্যকতা ও অস্তিত্ব দেখা যায়। অতএব এই শ্রেষ্ঠ বৈদ্যেরা অস্পৃশ্য নিন্দনীয় ব্রাহ্মণ নয় ইহা বুঝা যাইতেছে। শাস্ত্রে লিখিত আছে, "বেদাজ্জাতো হি বৈদ্যঃ স্যাদম্বষ্ঠো ব্রহ্মপুত্রক" ইহার টীপ্পনীতেও দেখা যায়,—"বেদাৎ বেদজ্ঞানাৎ। যথা বেদ বাচক ব্রহ্মশব্দাৎ ব্রাহ্মণশব্দোব্যুৎপন্নস্তথা বৈদ্যোঽপি বেদশব্দাদিত্যর্থঃ।" ব্রাহ্মণের অম্বষ্ঠ নামক পুত্রকে বৈদ্য বলা যায়। যেমন বেদবাচক ব্রহ্মন্ শব্দ হইতে ব্রাহ্মণ শব্দ ব্যুৎপন্ন হইয়াছে, সেইরূপ বৈদ্য শব্দও বেদ শব্দ হইতে ব্যুৎপন্ন হইয়াছে। পূর্ব্বে ধন্বন্তরির বৈদ্যত্ব কথন সংবন্ধে বৈদ্য শব্দে যে চিকিৎসক ব্রাহ্মণকে বুঝায় তাহা সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ঋগ্বেদ ও অথর্ব্ববেদ হইতে দেখাইয়াছি। এক্ষণে মহাভারত অপেক্ষাও প্রাচীনকালের রামায়ণ হইতে দুই একটী শ্লোক উদ্ধার করিয়া সম্মানার্হ ব্রাহ্মণাদি পদের সহচর বৈদ্য পদের মর্ম্ম দেখাইতেছি যথা—

কচ্চিদ্ বৃদ্ধাংশ্চ বালাংশ্চ বৈদ্যান্ মুখ্যাংশ্চ রাঘবঃ।
দানেন মনসা বাচা ত্রিভি রেতৈ র্বিভূষসে॥

রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড ১০০ সর্গ ৬০ শ্লোক।

হে ভরত, তুমি বৃদ্ধগণকে বালকগণকে মুখ্য বৈদ্যগণকে অর্থদান করিয়া স্নেহ করিয়া এবং বিনীত বাক্য দ্বারা (অর্থাৎ কায়মনোবাক্যে) বিভূষিত করিতেছ ত। অর্থাৎ এই সকল লোকের প্রীতি সম্পাদন করিলে রাজার মঙ্গল হয়।

কচ্চিদ্দেবান্ পিতৃন্ ভৃত্যান্ গুরূন্ পিতৃসমানপি।
বৃদ্ধাংশ্চ তাতবৈদ্যাংশ্চ ব্রাহ্মণাংশ্চাভিমন্যসে ॥

অযোধ্যাকাণ্ড ১০০ সর্গ ১৩ শ্লোক।

হে ভরত, তুমি দেবতাদিগকে, পিতৃগণকে, প্রতিপাল্যগণকে, পিতৃতুল্য গুরুগণকে, বৃদ্ধগণকে এবং পিতৃস্থানীয় * বৈদ্যগণকে অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ অম্বষ্ঠ বৈদ্যগণকে এবং ব্রাহ্মণগণকে সম্মান করিতেছ ত?

এস্থলে 'বৃদ্ধান্' 'বৈদ্যান্' ও 'ব্রাহ্মণান্' এই তিনটী পদ তিনটী সমুচ্চয়ার্থক চকার দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ তিন পদার্থের উপস্থিতি করাইয়া 'অভিমন্যসে' এই ক্রিয়াপদের সহিত অন্বয় করাইতেছে। অতএব কোনও ক্রমেই এই 'বৈদ্যান্' পদ ব্রাহ্মণান্ পদের বিশেষণ নয়। এ বৈদ্য শব্দে চিকিৎসক যাজক ব্রাহ্মণ বা শূদ্রাদি বৈদ্য বুঝাইতে পারে না। কেননা পূজনীয় ব্যক্তি সাহচর্য্য হেতুক ইহাও পূজনীয় ব্যক্তিগণেরই (স্বধর্ম্মনিরত বৈদ্যগণেরই) প্রতীতি করাইতেছে। পরন্তু ব্রাহ্মণ পদের সাহচর্য্য হেতুক এই বৈদ্যপদ ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ বা পূজ্য কোন জাতীয় ব্যক্তিগণের উপলব্ধি করাইতেছে; সুতরাং এস্থলে যে ভৃত্যশব্দটী আছে তাহার অর্থ সেবক নয়, সেবনীয়, বা পোষণীয়। যাহা হউক, এই বৈদ্য শব্দের অর্থ আমরা স্বয়ং করিব না, অশেষ ধর্ম্মশাস্ত্রবিৎ ধর্ম্মসম্প্রদায়বিশেষের প্রবর্ত্তয়িতা ও তদীয় নামে প্রসিদ্ধ দর্শন শাস্ত্রে প্রণেতা মহাত্মা রামানুজ যেরূপ অর্থ

---

* 'অম্বষ্ঠ' অর্থ পিতৃস্থানীয় বলিয়া এখানে তৎপরিবর্ত্তে তাতশব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। 'অম্বষ্ঠ' অর্থ যে পিতৃস্থানীয় তাহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। এবং বৈদিককালে যে ইহাঁদিগকে সর্ব্বতাত বলা হইত তাহাও প্রথমাধ্যায়োক্ত বেদবাক্যে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহারাই মুখ্য বা শ্রেষ্ঠ বৈদ্যপদে অভিহিত হইতেন। কানীনাদি ও পতিত ব্রাহ্মণ চিকিৎসকগণ মুখ্য বৈদ্য নহেন।

করিয়াছেন তাহাই এস্থলে প্রদর্শন করিতেছি। তিনি বলিয়াছেন "বৈদ্যাঃ বিদ্যাসু সর্ব্বাসু নিপুণা স্তান্ চিকিৎসকান্ বা মন্যসে" অর্থাৎ সকল বিদ্যায় নিপুণ যে চিকিৎসক তাহাদেরও সম্মান করিয়া থাক ত? মনুও এই নিমিত্ত বৈদ্য শব্দের পরিবর্ত্তে বিদ্বান্ শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন তাহা এই অধ্যায়েই প্রদর্শন করিয়াছি। যথা মহাভারতে যে স্থলে 'দ্বিজেষু বৈদ্যাঃ শ্রেয়াংসো বৈদ্যেষু কৃতবুদ্ধয়ঃ।" বলিয়াছেন, সে স্থলে মনু "ব্রাহ্মণেষু চ বিদ্বাংসো বিদ্বৎসু কৃতবুদ্ধয়ঃ।" তথা, "যদা স্বয়ং ন কুর্য্যাত্তু নৃপতিঃ কার্য্যদর্শনং। তদা নিযুঞ্জ্যাদ্ বিদ্বাংসং ব্রাহ্মণং কার্য্যদর্শনে॥" ইত্যাদি স্থলে বৈদ্য বুঝাইতেই বিদ্বস্ শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। তারপর অভিধানেও "রোগহার্য্য-গদঙ্কারো ভিষক্ বৈদ্যশ্চিকিৎসকঃ।" এই এক পর্য্যায়েই ভিষক্ বৈদ্য ও চিকিৎসক শব্দের অবস্থান দেখা যাইতেছে। তবে মূর্দ্ধা-ভিষিক্ত ও অম্বষ্ঠ উভয়েই ঐ সকল শব্দের বাচ্য বলিয়া উহা কোনও বর্ণবিশেষের মধ্যে লিখিত হয় নাই। রামায়ণোক্ত ব্রাহ্মণপদের সহচর বৈদ্যপদ যে ভিষক্ জাতি বাচক তাহা উপনয়ন বিধি স্থলে 'দেবতাঃ পূজয়িত্বা বিপ্রান্ ভিষজশ্চ তত্রোল্লিখ্য ইত্যাদি সুশ্রুত-সংহিতায় ব্রাহ্মণের সহিত বৈদ্যের পূজা বিধানে দৃষ্ট হয়। অতএব বৈদ্য পদে যে পূজনীয় ভিষক্‌কেই বুঝাইবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এতদ্ভিন্ন এক জাতি শূদ্রাপসদও বৈদ্য বলিয়া কথিত আছে, কাজেই অমরসিংহ মনুষ্যবর্গের মধ্যেই যথাযুক্ত রূপেই এই বৈদ্যগণের একত্র সন্নিবেশ করিয়াছেন। যাজক ব্রাহ্মণ বা অন্য কোনও জাতি যাজকতাদি স্বীয় বৃত্তি ছাড়িয়া বৈদ্য ব্যবসায় অবলম্বন করিলে অতি নিন্দনীয় ও পতিত বা দণ্ডনীয় হন, ইহাও পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। অতএব যে যে স্থলে এই সকল শব্দ নিন্দিত অর্থে লেখা হয় নাই সেই সেই স্থলেই এই সকল শব্দ দ্বারা শ্রেষ্ঠ বৈদ্য জাতিকে বা

তজ্জাতীয় লোককে বুঝাইবে, নিন্দিত অর্থে হইলে ব্রাহ্মণীপুত্র ব্রাহ্মণ বৈদ্যকে বুঝাইবে অথবা অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপর সমুদায় জাতীয় বৈদ্যকে বুঝাইবে। শ্রাদ্ধে দানাদি বিষয়ে ব্রাহ্মণীপুত্র বৈদ্যকেই নিষেধ করা হইয়াছে, কেননা ব্রাহ্মণত্ব হেতুক দানের পাত্র হইলেও পরধর্ম্মাশ্রয় হেতুক নিন্দিত হওয়ায় দানের অযোগ হইয়াছেন। এইজন্যই দক্ষসংহিতায় সন্দেহ নিবারণার্থ পরিস্ফুটরূপে নিন্দিত বৈদ্যেরই নিষেধ করিয়াছেন যথা "ধূর্ত্তে বন্দিনি মন্দে চ কুবৈদ্যে কিতবে শঠে। চাটুকারিণি চৌরে চ দত্তং ভবতি নিষ্ফলম্॥" দক্ষ ৩ অ। এখানে কুবৈদ্য শব্দ দ্বারা নিন্দিত বৈদ্যেরই উপলব্ধি হইতেছে। এই কুবৈদ্য কানীন অম্বষ্ঠও হইতে পারেন, কেননা অম্বষ্ঠও ব্রাহ্মণ হওয়ায় দানের যোগ্য কিন্তু কানীনত্ব হেতুক অযোগ্য হইয়াছেন। সদ্বৈদ্যেরা যে চতুর্ব্বর্ণেরই পূজনীয় তাহা আমরা দেখাইয়াছি। পরন্তু এই যোগ্য অম্বষ্ঠ বৈদ্যেরা দানের অযোগ্য নন। যাজ্ঞবল্ক্যের ১ম অধ্যায়ে ৩৩২—৩৩৩ শ্লোকে এই বৈদ্যদের দান-পাত্রতা লিখিত আছে যথা—

ঋত্বিক্ পুরোহিতাচার্য্যৈরাশীর্ভিরভিনন্দিতঃ।
দৃষ্ট্বা জ্যোতির্বিদো বৈদ্যান্ দদ্যাদ্ গাং কাঞ্চনং মহীম্॥
নৈবেশিকানি চ তথা শ্রোত্রিয়াণাং গৃহাণি চ॥"

অপিচ কুবৈদ্যের দানপাত্রতা নিবারণের দ্বারা সদ্ বৈদ্যের দান-পাত্রতা স্থির হইতেছে না কি? মনু একান্তরার উদাহরণে অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণাপসদের উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু মনু ও মহাভারত উভয়েই অম্বষ্ঠাপসদেরও সংস্কার্য্যতা বলিয়াছেন। মনুর ৪১ শ্লোকের ব্যাখ্যায় তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বের ৪৯ অধ্যায়ে ব্যাসদেব ভীষ্মোক্ত ধর্ম্মব্যাখ্যা উদ্ধার করিয়া বলিতেছেন "কানীনা-ধ্যূঢ়জৌ বাপি বিজ্ঞেয়ৌ পুত্রকিল্বিষৌ, তাবপি স্বাবিব সুতৌ সংস্কার্য্যা-

বিতি নিশ্চয়ঃ।" কানীন ও অধ্যূঢ়জকে পুত্রগণের মধ্যে অধম বলিয়া জানিবে, কিন্তু তথাপি ব্রাহ্মণাদি পিতা ঔরস পুত্রের ন্যায় তাহাদিগেরও উপনয়নাদি সংস্কার করিবেন। যখন কানীন অম্বষ্ঠের ও ব্রাহ্মণত্ব ও ব্রাহ্মণ সংস্কার লিখিত হইয়াছে তখন পত্নী-সম্ভূত ঔরস অম্বষ্ঠের ব্রাহ্মণত্ব ও ব্রাহ্মণ সংস্কার যাঁহারা জানেন না, তাঁহারা শাস্ত্রার্থ অবগত আছেন, একথা বলা যায় না। ভীষ্ম সামান্যতঃ দ্বিজাপসদ ও শূদ্রাপসদ বক্তব্য স্থলে আরও এক কুবৈদ্যের উল্লেখ করিয়াছেন যথা— "চাণ্ডালো ব্রাত্যবৈদ্যৌ চ ব্রাহ্মণ্যাং ক্ষত্রিয়াসু চ। বৈশ্যায়াং চৈব শূদ্রস্য লক্ষ্যন্তেঽপসদাস্ত্রয়ঃ॥" ব্রাহ্মণীতে ক্ষত্রিয়াতে ও বৈশ্যাতে শূদ্রের যে সকল পুত্র হয় তাহারা ক্রমে চাণ্ডাল, ব্রাত্য ও বৈদ্য নামে বিদিত। তাহারা শূদ্রাপসদ। বৈদ্যবীর্য্যেণ শূদ্রায়াং বভূবুর্বহবো জনাঃ। তে চ গ্রামগুণজ্ঞাশ্চ মন্ত্রৌষধি পরায়ণাঃ॥ তেভ্যশ্চ জাতাঃ শূদ্রায়াং তে ব্যালগ্রাহিণো ভুবি॥" বৈদ্যদিগের যে সকল সন্তানে শূদ্রাতে জন্মিয়াছিল তাহারাও দেশগুণজ্ঞ ও মন্ত্র এবং ওষধি ব্যবহার করে। ইহারাও বৈদ্য বলিয়া কথিত। ইহাদিগের হইতে আবার শূদ্রাতে যাহারা জন্মিয়াছে তাহারা সাপধরা বৈদ্য। কিন্তু এই সকল বৈদ্য শব্দ অম্বষ্ঠ বৈদ্যার্থক নহে। এই বৈদ্যেরাও ঐরূপ শূদ্র জাতি। শূদ্রাদি ও গবাদির চিকিৎসা করাতে এবং সর্পাদি বিষ সংগ্রহে ও উদ্ভিদ্ সংগ্রহে সদ্‌বৈদ্যদিগের সাহায্য করাতে ইহারা 'বেদিয়া' শব্দে উক্ত হয়। ইহারা ভ্রমণশীলজাতি। ইহাদের নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান নাই। যাজক ব্রাহ্মণেরা জানিয়াই হউক আর না জানিয়াই হউক এই সকল বৈদ্যাপসদের অর্থের সহিত শুদ্ধ উৎকৃষ্ট বৈদ্যের অর্থে গোলমাল করিয়া থাকেন। তাহাতেই কখন উদোর পিণ্ড বুধোর ঘাড়ে, কখন বা বুধোর পিণ্ড উদোর ঘাড়ে চাপাইয়া থাকেন। আমাদের কিন্তু বোধ হয়, না জানিয়াই ঐরূপ করিয়া থাকেন কারণ মেধাতিথি ও কুল্লূকই

ইঁহাদিগের গুরু। গুরুরা যখন প্রকৃত শাস্ত্রার্থ না জানিয়া ঐরূপ গোল করিয়াছেন তখন তাঁহাদিগের উপদিষ্ট শিষ্যেরা ত ঐরূপ গোল করিবেনই। মনুর দশমের দ্বিতীয় বিধানে আছে "ব্রাহ্মণেরা সকল জাতির কর্ত্তব্য ও জীবিকা যথাবিহিতরূপে শিক্ষা করিবেন এবং শিখিয়া সকলকে তাহা উপদেশ দিবেন" কিন্তু গুরুগণের যখন এই সকল সামান্য বিষয়েই এইরূপ বিদ্যা তখন ইঁহারা ধর্ম্মের উপদেশ যে কিরূপ দিবেন তাহা এতদ্দারাই অনুমিত হইতেছে। বিশেষ আবার গুরুদের যেমন বর্ণজ্ঞান, ধর্ম্মজ্ঞানও ততোধিক। ইঁহাদের প্রতিবাক্যেই বর্ণজ্ঞান ও ধর্ম্মজ্ঞানের প্রাখর্য্য দেখা যাইতেছে। আবার ইঁহাদের মধ্যে—শেষোক্ত গুরুজীর মত এই যে 'প্রকৃত শাস্ত্রার্থ কাহাকেও বলিবে না,' সেই জন্যই বলি গুরুজীদের তবে এ ব্যাখ্যাতে প্রবৃত্তি কেন? তিনি ত জানিলেও প্রকৃত অর্থ অন্যকে উপদেশ দিবেন না। ফলত এই জন্যই বোধ হয় যে মনু যেখানে যাহা বলিয়াছেন ইঁহারা সে অর্থের দিকেও যান নাই। ইঁহারা মন্বর্থের বিপরীতার্থবাদী। ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম সত্যবাদিতা ও ঋজুতা ইঁহাদের ধর্ম্ম নহে। ধন্য ধর্ম্মোপদেশক, ধন্য তাঁহাদের শিক্ষা।

এক্ষণে বৈদ্যশব্দও যে অম্বষ্ঠ জাতিবিশেষের নাম এবং তাহা শাস্ত্রাদির ন্যায় যে ব্যবহারেও চলিত আছে তাহা সংক্ষেপে দেখাইতেছি। কবিচন্দ্র ধৃত নব্য আয়ুর্ব্বেদ সংগ্রহে দেখা যায় যে, অধুনাতন ব্রাহ্মণদিগের ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় মধ্যে এবং ক্ষত্রিয়াদির ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী মধ্যে পরস্পর পরস্পরের পাক করা অন্ন আহার করার প্রথা নাই বলিয়া, যেথানে সকল জাতির নির্ম্মিত অন্ন পাক করার প্রয়োজন সেখানে বৈদ্যেরই পাক করার বিধান আছে। এতদ্দারা জানা যাইতেছে যে বৈদ্যের পাক করা অন্ন সকল জাতিতেই গ্রহণ করিতে

বৈদ্য শব্দের জাতি বাচকতা।

পারেন * এবং বৈদ্যই সকল প্রকার ব্রাহ্মণ মধ্যে উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণ যথা—

অন্যজাতিকৃতঃ পাকোঽস্পৃশ্যঃ সর্ব্বজাতিভিঃ।
ইতি বিজ্ঞায় মতিমান্ বৈদ্যং পাকে নিযোজয়েৎ॥

বৈদ্য ভিন্ন অন্য জাতির পাক করা দ্রব্য সকল জাতির স্পর্শযোগ্য হয় না একারণ বৈদ্যকে পাক কার্য্যে নিয়োগ করা কর্ত্তব্য। এস্থলে পূর্ব্ববাক্যে "অন্য জাতি" থাকাতে পরবর্ত্তী বৈদ্যপদের অর্থ বৈদ্যজাতি বা তজ্জাতীয় ব্যক্তিবিশেষের ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না, কারণ অন্য জাতি শব্দ দ্বারাই বৈদ্যজাতিকে পৃথক্ করিতেছে। অতএব যাঁহারা বলেন বৈদ্যশব্দ জাতিবাচক নয়, কেবল ব্যক্তিবাচক উপাধিমাত্র তাঁহারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব বচনাতিরিক্ত এই সকল বচনও দেখুন। কোন উপাধি কোন জাতীয় বহু ব্যক্তিগত হইলেই তাহাকে তজ্জাতিগত বলা যায়। বৈদ্য নামে যে জাতি মনু মান্ধাতার আমল হইতে চলিয়া আসিতেছে, স্মৃতি, পুরাণাদি প্রাচীন সংস্কৃত শাস্ত্র সকলে যাঁহাদের নাম দেদীপ্যমান, গ্রীক্ মুসলমান ও ইংরেজদিগের ইতিহাসেও যে বৈদ্যজাতির ভূরি ভূরি উল্লেখ আছে. "জাতি বৈদ্যের ঔষধে প্রাণ যায় তাও ভাল, তথাপি অজাতির ঔষধ কিছু নয়", "অন্তিম কালে একপান জাতি বৈদ্যের ঔষধ খাওয়াইয়া দেও যে, পাপের প্রায়শ্চিত্তটা হইয়া যায়" ইত্যাদি ইতর সাধারণের বিদিত প্রচলিত সামান্য প্রবাদ বচনেও যে বৈদ্যজাতির উল্লেখ আছে, সেই সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ বৈদ্য নামে জাতি নাই, এরূপ বলা পাগলের কথা। যখন বৈদ্যেরা স্বয়ং জাতিপরিচয়স্থলে বৈদ্য বলিয়া পরিচয় দেন, মূর্দ্ধাভিষিক্ত অম্বষ্ঠাদি বলিয়া পরিচয় দেন না, তখন বৈদ্যজাতি নাই একথা যে বলে সে অন্ধ,

* পশ্চিমপ্রদেশে অদ্যাপি বৈদ্য ব্রাহ্মণের পাক সকলেই আহার করে কিন্তু বৈদ্য সকলের পক্ক অন্ন আহার করেন না। ইহার উদাহরণও দেখাইয়াছি।

বধির ও মুর্খ। তাহার পর সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সকল জাতীয়েরা ব্যবহারেও বলিয়া থাকেন। ইহাঁরা ব্রাহ্মণ, উহাঁরা কায়স্থ, ইত্যাদি। এইরূপ সামাজিক জাতি পরিচয় প্রথা ও জাতি বর্ত্তমান থাকিতেও যদি কেহ নিতান্ত অজ্ঞতাবশতঃ বলেন যে 'বৈদ্যজাতি নাই' বৈদ্য শব্দ জাতিবাচক নহে, তবে সে অন্ধদিগকে আমরা আর কি প্রকারে বুঝাইব। রামায়ণ হইতে দেখাইয়াছি ব্রাহ্মণাদি শব্দের ন্যায় বৈদ্যশব্দও যেমন ব্যক্তিবাচক হয়, তেমনই জাতিবাচকও হয়, স্মৃতি শাস্ত্র হইতে দেখাইয়াছি যে শঙ্খ হারীতাদি এবং নিন্দিত বৈদ্যস্থলে মন্বাদিও বৈদ্যশব্দের অর্থে জাতিবিশেষকেই বুঝাইয়াছেন, মহাভারতেও সুবৈদ্য ও কুবৈদ্যের অনেক বচন উল্লিখিত আছে কিন্তু আমরা প্রয়োজন বশতঃ উভয়প্রকার বৈদ্যকেই দেখাইয়াছি, কুলজি গ্রন্থ হইতেও দেখাইয়াছি যে বৈদ্যশব্দ জাতিবিশেষকে বুঝাইতেছে, শিলা ও তাম্র-ফলকে খোদিত লিপিতে দেখাইয়াছি ব্রহ্ম ক্ষত্রিয় বা সেনবংশীয় ব্রাহ্মণেরা বৈদ্যজাতীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন, বর্ত্তমান প্রয়োগ ও ব্যবহারেও দেখাইলাম যে বৈদ্যশব্দ জাতিবাচক। এক্ষণে বিপক্ষবাদীদিগের কৃত জাল শাস্ত্রবচনেও বৈদ্যজাতির কথা দেখাইতেছি। যথা—

শনৈঃ শনৈঃ ক্রিয়ালোপদথ তা বৈদ্যজাতয়ঃ।"

আবার "তপোযোগাৎ পুরা বৈদ্যাস্তেজসা পিতৃবৎ স্মৃতাঃ॥"

এস্থলে এটীও দেখাইব যে এই বিপক্ষেরাও বৈদ্যদিগের ব্রাহ্মণত্ব অস্বীকার করিতে পারেন নাই, তবে সেটা পূর্ব্বকালে ছিল, একালে নাই বলিয়া উড়াইয়া দিতেছেন। পুরা বলিলে অল্প দিন পূর্ব্বেও বুঝাইতে পারে এজন্য পুনরায় অন্য ব্যক্তি বলিতেছেন—

"সত্যে বৈদ্যাঃ পিতৃস্তুল্যাস্ত্রেতায়াং চ তথা স্মৃতাঃ।
দ্বাপরে বৈশ্যবৎ প্রোক্তাঃ কলৌ বৈশ্যোপমা হি তে॥"

কিন্তু আমরা ত সত্য ত্রেতা দ্বাপর ও কলি এই চারি যুগেই বৈদ্যগণের

ব্রাহ্মণত্ব দেখাইয়াছি। সত্যকালের মনু ও উশনাঃ, ত্রেতার যাজ্ঞবল্ক্য ও গৌতম, দ্বাপরের শঙ্খ ও হারীত, দ্বাপর ও কলির ব্যাস ইহাঁরা ত সকলেই স্ব স্ব সংহিতাতে ইহাঁদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন, ভীষ্মাদি ব্যাখ্যাকার ও টীকাকারেরাও ইহাঁদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন, হরিবংশ, ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি পুরাণকারেরাও ইহাঁদিগকে সকল কালেই ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন। সেদিনকার লোক হলায়ুধ, উমাপতিধর প্রভৃতি কবিরাও ইহাঁদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন। এখানে বৈদ্যেরা কলিকালে ব্রাহ্মণ নয় বলিয়া যে প্রতিবাদীরা বিদ্বেষমূলক বচন রচনা করিয়া ইহাদিগেরই অন্যতমের নামে চালাইতেছেন, এতদ্দ্বারাই ঐ সকল বচনের প্রামাণ্য যে কতদূর যুক্তিযুক্ত তাহা বিজ্ঞেরা বিবেচনা করিবেন।

কর্ম্মহেতুই যে জাতীয় প্রত্যেক উপাধি হইয়াছে এবং ঐ উপাধি প্রথমে ব্যক্তিগত হইয়া পরে জাতিগত হইয়াছে তাহা পূর্ব্বেই সামান্যতঃ বলিয়াছি। এখানে অর্থের সহিত ঐ সকল বুঝাইয়া দিতেছি। যথা ব্রহ্মন্ অর্থ বেদ ও ব্রহ্মন্ অর্থ পরমেশ্বর। ইহা হইতে যে জাতি বেদ অধ্যয়ন ও অধ্যাপন এবং ব্রহ্ম যজন ও ব্রহ্মযাজনা করেন তাঁহারা ব্রাহ্মণ। এইরূপ ক্ষৎ অর্থ বিপদ্ বা প্রাণাদির হানি ও ত্র অর্থ ত্রাণ-কর্ত্তা, যাঁহারা মনুষ্যগণকে বিবিধ বিপদ হইতে ত্রাণ করেন তাঁহারা ক্ষত্র। বিশ ও বৈশ্য শব্দ প্রবেশার্থ বিশ ধাতু হইতে উৎপন্ন। যে জাতি স্বীয় নীচ পদ হইতে উচ্চ দ্বিজাতির মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে অথবা যে আর্য্যজাতির উচ্চপদ হইতে নীচ পদে প্রবেশ করিয়াছে— সে বৈশ্য বা বিশ্। অথবা যে কৃষি বাণিজ্য পশু পালনাদি কার্য্যে প্রবেশ করিয়াছে—আর শূদ্র অথাৎ যে দস্যুরা আর্য্যগণের বশ্যতা স্বীকার করায় শুধ্ অর্থাৎ শোধনের যোগ্য হইয়াছে—তাহারা শূদ্র। এখানে প্রত্যয় পরে ধ স্থানে দ হইয়াছে। কাহারও কাহারও মতে

যাহারা নির্ব্বোধ ও ধর্ম্মশিক্ষার্থ ব্রাহ্মণাদির নিকট থাকিয়া তাঁহাদের সেবা করে, তদর্থ বহু কষ্ঠ ভোগ করে ইত্যাদি। প্রমাণ যথা—

"কর্ম্মভির্বর্ণতাং গতম্। এভিঃ কর্ম্মফলৈ

র্দেবিসর্ব্বৈরাচরিতৈরপি।

ক্ষত্রো ব্রাহ্মণতাং যাতি বৈশ্যঃ ক্ষত্রিয়তাং ব্রজেৎ॥

এভিঃ কর্ম্মফলৈর্দেবি ন্যূনজাতিকুলোদ্বহঃ।

শূদ্রোঽপ্যাগমসম্পন্নো দ্বিজো ভবতি সংস্কৃতঃ॥" মহাভারত।

সত্যং ব্রহ্ম যথা ভূতং ব্রুবন্তো ব্রাহ্মণা হি তে।

অধ্যয়নমধ্যাপনং যজনং যাজনং তথা॥

দানং প্রতিগ্রহশ্চৈব ব্রাহ্মণানামকল্পয়ৎ॥

ব্রহ্ম ধারয়তাং নিত্যং ব্রতানি নিয়মাংস্তথা।

ব্রহ্ম চৈব পরং সৃষ্টং যেন জানন্তি তে দ্বিজাঃ॥ মহাভারত।

প্রজানাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেব চ।

বিষয়েষ্বপ্রসক্তিশ্চ ক্ষত্রিয়স্য সমাসতঃ॥ মনু।

বিণত্যাশু পশুভ্যশ্চ কৃষ্যাদানরতিঃ শুচিঃ।

বেদাধ্যয়নসম্পন্নঃ স বৈশ্য ইতি সংজ্ঞিতঃ॥ শান্তিপর্ব্ব।

সর্ব্বভক্ষ্যরতি র্নিত্যং সর্ব্বকর্ম্মকরোঽশুচিঃ।

ত্যক্তবেদস্ত্বনাচারঃ স বৈ শূদ্র ইতি স্মৃতঃ॥

শোচন্তশ্চ দ্রবন্তশ্চ পরিচর্য্যাসু যে রতাঃ।

নিস্তেজসোঽল্পবীর্য্যাশ্চ শূদ্রাং স্তানব্রবীত্তু সঃ॥ মহাভারত।

অব্রতেষু চ বিপ্রাণাং পরিচর্য্যাসু যে রতাঃ।

কালেন শোধনীয়াশ্চ তে সর্ব্বে শূদ্রসংজ্ঞিতাঃ॥ সারস্বত পুরাণ।

এইরূপে চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজের মূর্দ্ধাতে সমাজস্থ সকল বর্ণের উপরে কর্তৃত্ব করিতে যাঁহারা অভিষিক্ত, সর্ব্বগুণোপেত সেই ব্রাহ্মণ জাতি-বিশেষের নাম মূর্দ্ধাভিষিক্ত; আয়ুর্ব্বেদ সমন্বিত সমস্ত বেদ বিদ্যায়

যাঁহারা নিপুণ, যাঁহারা তাদৃশ জ্ঞান হেতুক প্রাণিগণকে জরাব্যাধি ও অকাল মৃত্যু হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ—সেই বেদবিদ্ ব্রাহ্মণ জাতি-বিশেষের নাম বৈদ্য। এই বৈদ্যেরা রক্ষাকর্ত্তা হওয়ায় প্রাণিগণের পিতৃস্থানীয় বলিয়াই অম্বষ্ঠ বা তাত বৈদ্য শব্দে উক্ত হন। বৈদ্যেরা যে এই চিকিৎসা বিদ্যাহেতুই চিরকাল চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজের পূজনীয় হইয়া আসিতেছেন তাহা সেই প্রাচীনকাল হইতে অদ্যাবধি প্রচলিত এই বৈদ্য ও কবিরাজ উপাধি দ্বারাও জানিতে পারা যায়। এই উপাধি পূর্ব্বে অন্য ব্রাহ্মণের পক্ষে দুর্লভ ছিল। সকলেই ন্যায়বাগীশ, তর্কালঙ্কার ইত্যাদি এক এক শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তিসূচক উপাধি পাইতে পারিতেন কিন্তু সর্ব্বশাস্ত্রবিদ্ অর্থে বৈদ্য বা কবিরাজ এই সর্ব্বোচ্চ উপাধি অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতি পাইতে পারিতেন না। যদি ইহাতে কাহারও সন্দেহ হয় তবে তাঁহারা বৈদ্যশব্দের ব্যুৎপত্তি ও অর্থ প্রকৃত শাস্ত্রে অবলোকন করুন। অমরকোষের ব্রহ্মবর্গে কবি এই শব্দের অর্থ ও তাহার টীকা দেখুন। কবি অর্থ যিনি সর্ব্ববিদ্যা-সম্পন্ন, প্রত্যুৎপন্নমতি, ধীর ও প্রশান্তচিত্ত ব্রাহ্মণ। রাজা অর্থ শ্রেষ্ঠ। অতএব তাদৃশ গুণসম্পন্ন ব্রাহ্মণদের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ তিনিই কবিরাজ উপাধি পাইবার যোগ্য হইতেন; অধুনাতন চিকিৎসা ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে সকলের এই সকল গুণ দেখা যাইত না বলিয়াই, অর্থাৎ, বৈদ্যগুণ হইতে বৈদ্যকে পৃথক্‌ভূত দেখিয়াই, আধুনিক গ্রন্থ-কারেরা বৈদ্য শব্দান্তর্ভূত সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞতা ও চিকিৎসক এই উভয় অর্থকে পৃথক্ করিয়া বলিয়াছেন—"সর্ব্বজ্ঞভিষজৌ বৈদ্যৌ" অর্থাৎ, বৈদ্য শব্দ দুইটী; একটী সর্ব্বজ্ঞ অর্থে ও অপরটী চিকিৎসক অর্থে প্রযুক্ত হয়। * এইরূপে যদিও কবিরাজ শব্দের অর্থ অদ্যাপি পৃথক্‌কৃত হয় নাই তথাপি

* শব্দতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ শব্দের এইরূপ অর্থ পরিবর্ত্তের উদাহরণ ভূয়োভূয়ঃ পাইয়া থাকেন।

কালবশে গুরু প্রভৃতি শব্দের অর্থও লোকদের গুণানুসারে যেমন স্থিরীকৃত হইয়াছে, কবিরাজ প্রভৃতি শব্দও তেমনই স্থিরীকৃত হইয়াছে। ঐ সকল উপাধিও যথেচ্ছরূপে ব্যবহৃত হইতেছে। সে কেবল আর্য্য-রাজ শাসনের অভাব ব্যতীত, অন্য কোনও কারণে নহে। পূর্ব্বে ঐ সকল উপাধি লাভ বহু তপস্যা-সাধ্য ছিল এবং তাহা অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণেরই লভ্য ছিল। এখন যাহার কিছু হয় না ও যাহার ইচ্ছা সেই বৈদ্য ও কবিরাজ হইতেছে। এখনকার লোকদিগেরও ঐ বৈদ্য ও কবিরাজ শব্দার্থে অন্যবিধ সংস্কার জন্মিতেছে। সেইজন্যই কেহ কেহ কখন কখন বলিয়া থাকেন "বৈদ্য নামে কোনও জাতিবিশেষ নাই। উহা চিকিৎসোপজীবিক সম্প্রদায় মাত্র। সকল জাতিতেই বৈদ্য বা কবি-রাজ হইতে পারে ইত্যাদি।"

পূর্ব্বে বৈদ্য নামে যাঁহারা পরিচিত ছিলেন তাঁহারা সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞতা হেতুক বশিষ্ঠাদির ন্যায় অত্যুচ্চপদের ব্রাহ্মণ ছিলেন। কারণ "বিপ্রাণাং জ্ঞানতো জ্যৈষ্ঠম্" ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে জ্ঞানের প্রাধান্যেই প্রাধান্য হওয়া নিয়ম ছিল। তন্মধ্যে যাঁহারা রাজ্যভার না লইয়া ব্রাহ্মণবর্ণীয় অন্যান্য কর্ম্মের সহিত প্রাণিগণকে ঐহিক পারত্রিক বিপদ্ হইতে ত্রাণ করিতেন। তাহাদিগের শরীর মন ও আত্মা সুস্থ রাখিয়া তাহাদিগকে চতুর্ব্বর্গ লাভে সমর্থ করিতেন, তাঁহারা ব্রহ্মক্ষত্র বলিয়া সর্ব্বোচ্চ পদের ব্রাহ্মণ হইতেন। মহর্ষি বশিষ্ঠও এইরূপ ব্রহ্মক্ষত্র বৈদ্য ছিলেন। ইঁহার পরিচয় আমরা পূর্ব্বে দিয়াছি। এই ব্রহ্মক্ষত্রদিগের মধ্যে আবার যাঁহারা সুদুর্ব্বহ রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া বিষয়ভোগে অনাসক্ত হইয়া কেবল প্রকৃতি পুঞ্জের হিতার্থ যত্ন করিতেন তাঁহারা তদপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বৈদ্য। তাঁহার নাম মূর্দ্ধাভিষিক্ত। আর যাঁহারা নিষ্কাম ও বিষয়ে অনাসক্ত ও রাগদ্বেষবিবর্জ্জিত হইয়া এই রাজা-দিগের ও প্রকৃতিপুঞ্জের হিতকামনা করিয়া কেবল শুভাশুভ জ্ঞান

বিতরণ করিতেন সেই সর্ব্বদর্শী তপঃশীল বনবাসী ঋষিগণ রাজগণেরও পূজনীয়। তাদৃশ ব্রাহ্মণগণের সর্ব্বদা সাক্ষাৎকার লাভ করা নিতান্ত দুর্লভ। পুণ্যবান্ বৈদ্যেরা ও মূর্দ্ধাভিষিক্তেরাই মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের দর্শনে চরিতার্থতা লাভ করিতেন। ঐ প্রকৃত ব্রাহ্মণেরা কিন্তু আপনা-দিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দেন না। তাঁহারা সামাজিক কর্ম্মহীন হওয়ায় সামাজিক বর্ণহীন। তাঁহারা দেবতুল্য লোক। এই দেবতা-দিগের নিম্নপদে সমাজস্থ সমস্ত বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণ প্রধান ও ব্রাহ্মণদের মধ্যে জ্ঞানবান্ কর্ম্মবান্ জিতেন্দ্রিয় মূর্দ্ধাভিষিক্তেরাই প্রধান। এই মূর্দ্ধাভিষিক্ত প্রধান হইলেও জ্ঞানবান্ ও কর্ম্মবান্ অম্বষ্ঠ ও যাজক ব্রাহ্মণেরা তাঁহার নমস্য ও সবিশেষ সৎকারার্হ। এই বিনয় অভাবে রাজা নিন্দনীয় ও অমঙ্গলভাজন হইতেন। সেই জন্যই রাম ভরতকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "তাত-বৈদ্যগণের এবং ব্রাহ্মণগণের সম্মান রক্ষা করিতেছ ত? ইত্যাদি"।

যুক্তিদ্বারা পরিচয়ের উপসংহার

ও

নানাবিষয়িনী কথা।

ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণীপুত্রেরা জন্মে অর্থাৎ জাতিতে প্রধান হইলেও ক্ষত্রিয়াপুত্র ও বৈশ্যাপুত্রেরা বিদ্যাধিক্যহেতুক সম্মানিত হইল এবং তাহাদের জীবিকাও সুখের হইল ইহা জ্ঞানহীন সাধারণ ঐ ব্রাহ্মণদের অসহ্য হইয়া উঠিল, সুতরাং ইঁহারা অচিরেই ঐ জ্ঞানহীন ব্রাহ্মণদের বিদ্বেষপাত্র হইয়া উঠিলেন। বৈদ্যগণের প্রতি সাধারণ ব্রাহ্মণদের এই দৃশ্যমান বিদ্বেষ অদ্যকার বা কল্যকার বৃত্তান্ত নহে। ইহা বৈদ্যগণের প্রথম অভ্যুদয় হইতেই হইয়াছে, ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ নানা স্থান হইতে দেখান যাইতে পারে। আমরা এস্থলে সাধারণের অবগত্যর্থে সংক্ষেপে কয়েকটী বিবরণ প্রকাশ করিতেছি। এস্থলে আমরা আবার সতর্ক করিয়া দিতেছি, যে সাধারণ জাতি-ব্রাহ্মণেরাই বৈদ্যগণের প্রতি দ্বেষ করিয়া থাকে, পরম জ্ঞানবান্ উদারচেতা ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা চিরকালই আপনাদিগকে বৈদ্যসম্ভূত বলিয়া জানেন ও বৈদ্যগণের পরম সহায় হইয়া থাকেন। তাঁহারা জানেন যে জ্ঞান ও কর্ম্মই শ্রেষ্ঠাশ্রেষ্ঠতার হেতু, জন্ম মাত্র নহে। জন্মে সকলেরই মূল একরূপ। ঐ বিদ্বান্ ব্রাহ্মণগণের বিদ্যাবান্ পুত্রেরা চিরকালই আমাদিগকে আত্মীয়ভাবেই দেখেন এবং তাঁহাদের সাহায্যেই আমরা চিরকাল উন্নত। সেই ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের নিমিত্তই সাধারণ ব্রাহ্মণেরা বহু যত্ন করিয়াও বৈদ্যদিগের প্রাধান্য নষ্ট করিতে পারেন নাই। অদ্যাপি তাদৃশ উদারচেতা ব্রাহ্মণদের সত্তা আছে বলিয়া তাহাদের শত চেষ্টা বিফল হইতেছে। তবে কর্ম্মদোষে যে আপনিই পতিত

হইবে তাহাকে কে রক্ষা করিবে? যাহা হউক, বেদে যে বৈদ্যগণের সহিত এই ব্রাহ্মণদের বিবাদ উল্লিখিত আছে—তাহাই মহাভারতে বনপর্ব্বের ১২৪ অধ্যায়ে লিখিত আছে। আমরা তাহারই সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি। তাহা হইলেই সাধারণে জানিতে পারিবেন যে এই বিবাদ কত কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে—

(১) যখন চব্যন ঋষি শর্য্যাতিরাজার যজ্ঞে দেবগণের সোমরস বণ্টনা কালে স্বর্বৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের নিমিত্ত সোমরস মন্ত্রপূত করিতেছিলেন তখন দেবরাজ ইন্দ্র স্বয়ং বৈদ্য হইয়াও ব্রাহ্মণগণের প্রীত্যর্থে ব্রাহ্মণপক্ষ হইয়া তাঁহাকে নিষেধ করিয়া বলিলেন, "মুনে! আমার বিবেচনায় দেবসাধারণের (দ্বিজ সাধারণের) ভৃত্যস্বরূপ এই চিকিৎসক বৈদ্যেরা দেবতাদিগের সহিত সোমপান করার যোগ্য পাত্র নহে।" চব্যন বলিলেন, "মঘবন্! ইহাঁরা মহাত্মা, মহোৎসাহ ও সৌন্দর্য্য-সমৃদ্ধি-সম্পন্ন। বিশেষতঃ ইহাঁদের বিদ্যাপ্রভাবেই আমি অমরের ন্যায় অজর হইয়াছি। অতএব বলুন দেখি, আপনি ও অন্যান্য দেবেরাই বা কি নিমিত্ত সোমপানের যোগ্য এবং এই বৈদ্যেরা বা কি নিমিত্ত তাহার অযোগ্য? পুরন্দর, আপনি অশ্বিনী-তনয়দিগকেও দেবতা (দ্বিজ) বলিয়া জানিবেন।" ইন্দ্র বলিলেন, "ইঁহারা চিকিৎসাজীবী ভিষক্ ইঁহারা নানা প্রকার রূপ ধারণ করিয়া (অর্থাৎ মূর্দ্ধাভিষিক্ত, অম্বষ্ঠ, সুবর্ণ ইত্যাদি নামে ভিষক্ ও কখন ব্রাহ্মণাচার কখন বা ক্ষত্রিয়াচার হইয়া) মর্ত্ত্যলোকে বিচরণ করে। অতএব ইহারা কি প্রকারে সোমপানের যোগ্য?" দেবরাজ বারংবার এই কথা বলিতে লাগিলেন কিন্তু মহর্ষিচ্যবন তাঁহার বাক্যে অনাদর করিয়া অশ্বিনীতনয়-দিগের নিমিত্ত সোমরস গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলেন। তখন ইন্দ্র বলিলেন, "দেখুন, আপনি যদি ইহাদের নিমিত্ত সোমরস গ্রহণ করেন

তবে আপনার প্রতি ঘোর বজ্র নিক্ষেপ করিব।” দেবরাজের এই কথা শুনিয়া মহর্ষি চ্যবন ঈষদ্ হাস্য পূর্ব্বক তাঁহার দিকে নেত্রপাত করিয়া অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের নিমিত্ত যথাবিধানে মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক সোমরস গ্রহণ করিলেন। তখন দেবরাজ ভীষণ অশনিপ্রহারে উদ্যত হইলে মহর্ষি তাঁহার বাহু স্তম্ভিত করিলেন এবং দেবরাজের এই অন্যায় অহঙ্কারের শাসনমানসে কৃত্যা উৎপাদনের নিমিত্ত সেই প্রজ্বলিত যজ্ঞীয় হুতাশনে সমস্ত আহুতি প্রদান করিলেন। তৎক্ষণাৎ হুতাশন হইতে ত্রৈলোক্য গ্রাসসমর্থ বিকটাকার মহাকায় মদ নামক এক অসুর উৎপন্ন হইয়া ভীম গর্জ্জণ সহকারে দেবরাজ ইন্দ্রকে গ্রাস করিতে ধাবমান হইল। তখন স্তব্ধবাহু দেবরাজ অনন্যোপায় হইয়া ভয়ে শুষ্ককণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, “মহর্ষে, ভৃগুনন্দন আপনি প্রসন্ন হউন, আমার অপরাধ হইয়াছে, অদ্য হইতে বৈদ্যেরা সোম-পানে অধিকারী হইবে। আপনার সঙ্কল্প সিদ্ধ হউক। আপনার তপঃপ্রভাবেই ইহারা সোমার্হ হইলেন।” তদবধি ইন্দ্রাদি দেবতা-দিগের সহিত পৃথিবীতে সকল বৈদ্যেরই পূজা হইয়া থাকে। এই ত গেল সত্যযুগের কথা। (২) তারপর ত্রেতাযুগে বশিষ্ঠ (স্বয়ং বৈদ্য হইলেও) নবোদ্যত প্রতিদ্বন্দ্বী বৈদ্য কৌশিক বিশ্বামিত্রের সহিত কি না বিবাদ করিয়াছিলেন? কিন্তু বিশ্বামিত্রও সামান্য পাত্র নন, সমস্ত চরাচর ব্রহ্মাণ্ডকে কম্পিত করিয়া ব্রহ্মার মুখ হইতে ও স্বয়ং বশিষ্ঠের মুখ হইতে ব্রহ্মর্ষি সম্বোধন ও অভ্যর্থনা পাইয়া তবে নিবৃত্ত হইয়াছিলেন—এ বিবরণ রামায়ণে সবিস্তর বর্ণিত আছে। প্রসিদ্ধ বৈদ্যকগ্রন্থ প্রণেতা সুশ্রুত ইহারই পুত্র। (৩) তার পর দ্বাপরেও স্বয়ং নারায়ণ বৈদ্যের সম্মানরক্ষার্থ—অংশতঃ ধন্বন্তরিরূপে অবতীর্ণ হইয়া বহু কষ্ট স্বীকার করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণেরা ত প্রথমে ইঁহাকে যথাযোগ্য পদ দিতেই চান নাই, কিন্তু নারায়ণের

কৃপায় পৃথিবীতে ইঁহার পূজার প্রচার হইয়া গেল। (৪) তার পর এই কলিতে মেধাতিথি, গোবিন্দরাজ, কুল্লুক প্রভৃতির ভ্রান্তি সঙ্কুল টীকার্থই বেদবৎ সম্মানিত হইল। দুষ্ট ব্যাখ্যাকারেরা বৈদ্যগণের রাজত্বের অন্তে ধর্ম্মশাসনহীন জগতে বৈদ্যগণের প্রাধান্য লোপ করিয়া আপনাদেরই প্রাধান্য প্রচার করিতে লাগিল। স্বনামা পুরুষ মেধাতিথি ও কুল্লুক ভট্ট প্রভৃতি যে টীকা প্রকাশ করিয়া নিজ শ্রেণীর মধ্যে ধন্য ধন্য হইয়াছেন ও উপযুক্ত শিষ্যসকলও প্রস্তুত করিয়াছেন তাহারও নমুনার আপনাদিগকে দেখাইয়াছি। এতদ্ভিন্ন কত বেদব্যাস যে উৎপন্ন হইয়াছেন তাহার সংখ্যা নাই। কেহ কেহ সংহিতাকার হইয়াও প্রাচীন সংহিতাকারদের মধ্যে ঢুঁ মারিয়া প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিয়া তাঁহাদেরই মতের বিরুদ্ধ বলিয়াছেন, যে মুনির নামে প্রচারিত হইতে চান সেই মুনিরই বচনের বিরুদ্ধ বলিয়াছেন। আবার তাহা ছাড়া কত যে উদ্ভট স্মৃতিবচন প্রস্তুত আছে তাহার সংখ্যা নাই। ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা যাহা স্মরণ করিতেছেন তাহাও আজকাল স্মৃতি বচন হইতেছে। ভণ্ডতা কপটতা করিতে কাহারও লজ্জা বোধ হয় না। অজ্ঞ সমাজে অনুস্বার বিসর্গ দিয়া একটা অনুষ্টুপ বলিয়া দিলেই হয়। এমন কি মুগ্ধবোধের একটা সূত্র আবৃত্তি করিয়াও লোকে বৈদ্যের বিরুদ্ধে আপনার অভিপ্রায়কে শাস্ত্রার্থ বলিয়া প্রকাশ করে। দেশের দুর্দ্দশা আর কি বলিব। ফল, বৈদ্যগণের বিরুদ্ধে ইঁহারা যে কতবার কত ভ্রম প্রমাদযুক্ত মিথ্যাবচন ও যুক্তি আবিষ্কার করিতেছে তাহার আর সীমা নাই। মিথ্যা শাস্ত্র রচনা ও মিথ্যা ব্যাখ্যা প্রকাশ ব্যতীত ইহারা প্রায়ই সময়ে সময়ে অজ্ঞ সাধারণকে ভ্রমে পাতিত করিয়া বৈদ্যের বিরুদ্ধে নানা কুযুক্তি ও কুতর্ক করিয়া থাকে। সেদিনও কেহ বলিয়াছে কোনও দেশে অম্বষ্ঠ বলিয়া দ্বিজ জাতি দেখি নাই। তবে পশ্চিমে

হাড়ি ডোমের সদৃশ এক অম্বষ্ঠ জাতি দেখা যায়, আর ইন্দ্র তাঁহার হস্তিপককে হস্তিচালনার্থ অম্বষ্ঠ সংবোধন করিয়াছিলেন, এই এক অম্বষ্ঠ দেখা যায়। এই বাক্যের দ্বারাই বিলক্ষণ প্রতীতি হয়, ঐ অজ্ঞ ব্রাহ্মণ পূর্ব্বোক্ত স্মৃতি বচনাদি কিছুই দেখেন নাই। যদি কোন অম্বষ্ঠ দুর্দ্দশাপন্ন হইয়া ব্রাহ্মণের বা স্বজাতীয়দিগের ভৃত্য হইয়া তাহাদের কাজ করিয়া থাকেন তাহাতে তাঁহার দোষ ঘটে নাই, কারণ সমুদায় স্মৃতিতে আপদ্ধর্ম্মে তাদৃশ বিধান দৃষ্ট হয় এবং মহাভারতাদিতেও তাহার বিধান ও ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। আর যদি ধর্ম্মচ্যুত ও জাতিচ্যুত হইয়া কোন পতিত অম্বষ্ঠ আপনার অম্বষ্ঠনামে পরিচয় দেয় তাহা হইলে কি তন্নিমিত্ত সমস্ত অম্বষ্ঠজাতি দূষিত হইতে পারে? পরন্তু ইন্দ্র কে তাহা বিবেচনা কর। ইনি চতুর্ব্বর্ণেরই নিত্য-পূজনীয় দেবতা। "ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পালেভ্যো নমঃ;" বলিয়া প্রত্যহ ইহাকে দ্বিজাতিরা পূজা করিয়া তবে জল-গ্রহণ করেন। ইনি অম্বষ্ঠজাতির পরম গুরু যে ধন্বন্তরি তাঁহারও গুরু, সুতরাং ইন্দ্র অম্বষ্ঠগণের গুরুর গুরু, ইনি ক্ষত্রিয় ধর্ম্মাক্রান্ত ও দেবতাদিগের রাজা। ইহাঁর সারথ্য ত ক্ষত্রিয় মাত্রের প্রার্থনীয়। কোন্ ক্ষত্রিয় অপর সামান্য ক্ষত্রিয়েরও সারথ্য করিয়া পতিত হইয়াছেন? স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন প্রভৃতিও কি অপর ক্ষত্রিয়ের সারথ্য কর্ম্ম করেন নাই? অজ্ঞেরা মনে করে যে ঐ সকল সারথি আর ছেকড়া গাড়ির গাড়োয়ান্ এ দুই সমানদরের লোক। সুমন্ত্র দশরথ রাজার মন্ত্রিত্বও করিতেন আবার সারথ্যও করিতেন। তবে কি সুমন্ত্র ও নছিম সেখ্ একদরের ও একজাতির লোক? ফল, অম্বষ্ঠশব্দের স্মৃতিশাস্ত্রীয় অর্থ না জানাতে এবং অম্বষ্ঠজাত হস্তি-পকাদি জাতীয় কায়স্থ বিশেষ অর্থমাত্র জানাতেই বোধ হয় ঐ ব্রাহ্মণের ঈদৃশ ভ্রম হইয়াছিল। এই অম্বষ্ঠেরা পশ্চিম প্রদেশে বাস

করে ও তাহারা 'কায়বৃত্তিক' "কাবিত্" বা "কায়েৎ" দ্বিজাতির শুশ্রূষা করাই ইহাদের ধর্ম্ম। ইহারা অম্বদেশের কায়স্থের ন্যায় ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় হইতে পতিত জাতি নহে। পশ্চিম দেশে অম্বষ্ঠ নামে বৈশ্যজাতিও আছে। ইহারা বৈশ্যবৃত্তিক হওয়াতেই বৈশ্য বলিয়া গণ্য হইয়াছেন। ডোম চাণ্ডালাদির মধ্যে অম্বষ্ঠ দেখাই বা আশ্চর্য্য কি? ডোম চাণ্ডালের মধ্যে কি ব্রাহ্মণও দেখা যায় না? আরে ভ্রান্ত! ঐ অম্বষ্ঠ ও ঐ ব্রাহ্মণ নামধারীরা যে পতিত। পতিত হইয়াও কি কেহ জাতি নাম সহজে ছাড়িতে চায়? পোদের ব্রাহ্মণ হরিদাস মুখোপাধ্যায় ও স্মুবর্ণ বণিকের ব্রাহ্মণ কৃষ্ণদাস শর্ম্মাকে জাতি-জিজ্ঞাসা কর তাহারা বলিবে "আমরা ব্রাহ্মণ।" তাহাতে কি প্রকৃত ব্রাহ্মণ জাতিতে দোষ হয়? তাহা হইলে ঐ হরিদাস ও কৃষ্ণদাসের জন্য আজি সমস্ত ব্রাহ্মণ জাতি দুষিত হইত। শাস্ত্রে বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদিত হয় দেখিয়া ব্রাহ্মণেরা এক বচন রচনা করিয়াছেন "সত্যে বৈদ্যাঃ পিতুস্তুল্যা স্ত্রেতায়াঞ্চ তথা স্মৃতাঃ। দ্বাপরে ক্ষাত্রবৎ প্রোক্তাঃ কলৌ বৈশ্যোপমা হিতে।" একথা কেবল কাল-ভেদে বলেন কেন? দেশ ভেদেও ইহা সত্য। কেবল বৈদ্যজাতিতে বলেন কেন? সর্ব্বকালে সর্ব্বব্রাহ্মণ জাতিতেই এরূপ সম্ভব। পূর্ব্ব-কালেও যেমন ব্রাহ্মণ, কতক ক্ষত্রিয়, কতক বৈশ্য ও কতক শূদ্র হইয়াছিলেন, একালেও তেমনই হইয়া আছেন ও হইতেছেন। কতকগুলি উপবীত ধারণ করিতেছেন ও কতকগুলি পরিত্যাগ করিতেছেন। মনে করুন অমুক ভাস্করানন্দ স্বামী, অমুক দয়ানন্দ ত্রিবেদী, অমুক ঈশ্বর বেদান্তী ইহাঁরা ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ। আর্য্য রাজাদের অধীন সৈনিককার্য্যে নিযুক্ত অমুক মিশ্র, অমুক চৌবে, প্রভৃতি ব্রাহ্মণসন্তানেরা ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ। কৃষি ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণসন্তানেরা বৈশ্য ব্রাহ্মণ। শূদ্র বা অনার্য্যদের চাকরীতে স্থিত বেদত্যাগী, স্মৃত্যাদি

ধর্ম্মশাস্ত্রত্যাগী, ব্রাহ্মণাচার-বর্জ্জিত পতিত ব্রাহ্মণেরা ও এইরূপ অন্যান্য ব্রাহ্মণেরা যেমন রাহুত, ভাট্, মড়ুইপোড়া ও পোদ, চণ্ডাল প্রভৃতি শূদ্রের ব্রাহ্মণ—ইহারা সকলেই শূদ্র ব্রাহ্মণ। এখন ইহারা শূদ্র বলিয়া কি পূর্ব্বোক্ত ত্রিজাতীয় ব্রাহ্মণও শূদ্র হইবেন? বৈদ্য ব্রাহ্মণেরাও ঐরূপ ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায় গ্রহণ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন পদবীস্থ হইয়া আছেন। সত্য ত্রেতা দ্বাপর যুগেও ঐরূপ হইয়াছিল। তাহা বলিয়া কি বৈদ্যদিগেরই কেবল কালভেদে ভিন্নবর্ণতা বলিতে হইবে, সকল কালে সকল ব্রাহ্মণ জাতিরই ঐরূপ ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে পাতিত্য হয় নাই? তবে কেবল "সত্যে বৈদ্যো ব্রাহ্মণ ছিলেন, দ্বাপরে ক্ষত্রিয়" ইত্যাদি বলিতেছেন কেন? ব্যাস বৈদ্যগণকে ব্রাহ্মণ বলেন কেন? হলায়ুধ বৈদ্যগণকে ব্রাহ্মণ বলেন কেন? ফল, সদ্‌বৈদ্য যাহারা তাহারা চিরকালই ব্রাহ্মণ, অসদ্ বৈদ্যেরা অব্রাহ্মণ। সেই-রূপ সদ্‌ব্রাহ্মণেরাই ব্রাহ্মণ, অসদ্‌ব্রাহ্মণেরা অব্রাহ্মণ। বঙ্গদেশের কতকগুলি ব্রাহ্মণকে কি শূদ্র বলা যায় না? এই ব্রাহ্মণদিগকে দেখিয়াই কি আমরা বলিতে পারি, "সত্যে বিপ্রাঃ পিতুস্তুল্যা স্ত্রেতায়াঞ্চ তথা স্মৃতাঃ। দ্বাপরে ক্ষাত্রবৎ প্রোক্তাঃ কলৌ বৈশ্যোপমা হি তে॥"?

অদ্যাপি প্রাচীন নিয়মানুযায়ী বহু ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যেরা পশ্চিমে, উত্তরে, উত্তরপশ্চিমে ও উত্তরপূর্ব্বে, দক্ষিণে, পূর্ব্বে ও দক্ষিণপূর্ব্বে এবং দক্ষিণপশ্চিমে প্রকৃত ব্রাহ্মণপদেই আছেন। রাঢ়ে বঙ্গে ও পূর্ব্ব-বঙ্গে, কলিকাতায় ও তন্নিকটবর্ত্তী প্রদেশেও অনেক বৈদ্যব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণপদে আছেন। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রাদির তুল্যও অনেক বৈদ্য স্থানে স্থানে আছেন। পূর্ব্বপ্রদেশবাসীদিগের মধ্যে কতকগুলিকে ব্রাত্য, বৈশ্যতুল্য ও শূদ্রবৎও দেখা যায়। তাঁহাদিগের সহিত এ দেশীয় ব্রাহ্মণ বৈদ্যদিগের আদান প্রদান নাই বলিয়া, আমরা শূদ্রবৎ বৈদ্যগণ-

ব্যতীত অপর বৈদ্যগণকে, তাঁহারা বৈদ্য নন, এমন বলি না, যেহেতু তাঁহাদের অনেকে উপবীতশূন্য হইলেও বিদ্যা ও ব্রাহ্মণাচার পরিত্যাগ করেন নাই। ব্রাহ্মণেরা এদেশের শূদ্রব্রাহ্মণদিগকেও কি ব্রাহ্মণ বলেন না, না তাঁহাদিগের সহিত আদান প্রদান ও ভোজ্যান্নতাদি রক্ষা করিতেছেন না। এই ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে যাঁহারা শূদ্রাধম তাঁহাদেরও গলদেশে সূত্র দেখিয়াই ও ঐ সূত্রকেই ব্রাহ্মণত্বের একমাত্র লক্ষণ মনে করিয়াই ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদের সহিত ভোজনাদি করিতে কুণ্ঠিত হন না, এবং তাহাদিগের উপাধি মুখোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায় এই ব্যর্থ উপাধি দেখিয়াই তাঁহাকে কন্যাদান করিয় কুলীনের ঘরে সৎপাত্রে কন্যাদান করিলেন মনে করিয়া থাকেন, আর কৌলীন্যের প্রবর্ত্তয়িতার বংশে জাত বিদ্বান্ সদাচারকে দেখিলেও তাহাকে সঙ্কীর্ণ বর্ণ মনে করেন ও তাহার সহিত একত্র ভোজন করিলে জাতি যাইবে মনে করেন। একি জাতীয় অল্প নীচতার কথা! জাতি কি সূত্র? বর্ণ কি সূত্র, অথবা বিদ্যা ও সদাচার? সূত্র মাত্রকে যাঁহারা জাতির লক্ষণ মনে করেন আমরা তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণ মনে করি না। তিনি শূদ্রেরও অধম বাহ্য-সঙ্কর।

এদেশে এখন ব্রাহ্মণেরা কেবল মুখোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায় ইত্যাদি উপাধিদ্বারা ও বৈদ্যেরা কেবল সেন, দাস, গুপ্ত প্রভৃতি উপাধিদ্বারা পরিচিত হইতেছেন, এই সকল উপাধি ইহাদের ২৮ অথবা ৫৬ পুরুষের মধ্যে কেহ পাইয়াছিলেন। সেই উপাধিও ইহাঁরা উপযুক্ত গুণ ব্যতিরেকেও দায়াধিকারের ন্যায় অধিকার করিয়া আসিতেছেন। এদেশে এখন কি ব্রাহ্মণ, কি বৈদ্য, কেহই—দোবে, তেওয়ারী, চৌবে বা পাঁড়ে উপাধি পান না অর্থাৎ পূর্ব্বের ন্যায় দ্বিবেদী ত্রিবেদী চতুর্ব্বেদী বা পণ্ডিত উপাধি পান না, কিন্তু তথাপি তাঁহারা

এই সকল নিরর্থক উপাধি ধারণ করিয়া থাকেন। এতদ্দৃষ্টে স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে বঙ্গে দ্বিবেদী, ত্রিবেদী প্রভৃতি বা দোবে, তেওয়ারী প্রভৃতি উপাধিবিশিষ্টব্রাহ্মণ নাই বলিয়া আমরা যেমন বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ নাই বলিতে পারি না, এবং মুখোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি উপাধি পশ্চিমাদি দেশে নাই বলিয়া সে সকল দেশে ব্রাহ্মণ নাই বলিতে পারি না, তেমনই সেন, গুপ্ত, প্রভৃতি উপাধি পশ্চিমাদি প্রদেশে নাই বলিয়া সেখানে বৈদ্য নাই একথা বলিতে পারা যায় না, এবং তেওয়ারী চৌবে প্রভৃতি উপাধি এখানে নাই বলিয়া এখানে বৈদ্য নাই একথাও বলা যায় না। তেমনই সকল বৈদ্যের বেদ-পাঠ ও চিকিৎসাবৃত্তি নাই বলিয়া আজি পৃথিবীকে অম্বষ্ঠশূন্য বা বৈদ্যশূন্য বলিতে পারি না। কারণ বিপদে পড়িলে আপদ্ধর্ম্মা-নুসারে যে সকল বৃত্তি অবলম্বন করিতে পারা যায় আজি ইংরাজ রাজ্যে এই ঘোর বিপদের দিনে বৈদ্যেরা সেই সকল বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জাতি রক্ষা করিতেছেন। অদ্য কে বলিতে পারে যে ত্রিবেদী, চতুর্ব্বেদী অম্বষ্ঠ নাই বলিয়া জগতে বৈদ্য নাই। কোন কোন অজ্ঞ ব্রাহ্মণ পশ্চিমাদি প্রদেশে সেন গুপ্তাদি উপাধি দেখিতে পান না বলিয়া বলেন যে তৎপ্রদেশে বৈদ্য নাই। জাতিগত এই সামান্য বিষয়সকল যাহারা জানে না, বিবিধ শাস্ত্রে বিবিধ বচনপ্রমাণাদি সত্ত্বেও যাহারা বৈদ্য জাতির অস্তিত্ব পর্য্যন্ত জানে না, এবং বৈদ্য যে আবহমান কাল হইতে বর্ণচতুষ্টয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণবর্ণেরই অন্তর্গত এক শ্রেণী বলিয়া চলিয়া আসিতেছে ও উচ্চ সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণগণেরও সম্মান পাইয়া আসিতেছে, তাহাও যে সকল লোক দেখিতে পায় না, তাহারাও আদিজাতিবিষয়ক কথা লইয়া আন্দোলন করিতে অগ্রসর হয়? পূর্ব্বোক্ত পতিত ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের ন্যায় পতিত ও শূদ্রত্বপ্রাপ্ত অম্বষ্ঠ সম্প্রদায়ও স্থানে স্থানে থাকিতে

পারে। তাহা বলিয়াই যে সকল বৈদ্যই সেই শ্রেণীর হইয়াছেন ইহা মনে করা নিতান্ত ভ্রান্তির কার্য্য। অমর শূদ্রবর্গের প্রারম্ভেই "আচাণ্ডালাত্তু সঙ্কীর্ণা অম্বষ্ঠকরণাদয়ঃ ;" এইরূপ লিখিয়া যখন উহাদের উৎপত্তি বিষয়েও "শূদ্রাবিশোস্ত করণোঽম্বষ্ঠো বৈশ্যাদ্বিজন্মনোঃ॥" এরূপ লিখিয়াছেন, অর্থাৎ অমরসিংহ যখন অম্বষ্ঠ-করণাদি হইতে চণ্ডাল পর্য্যন্তকে পিতার জাতি হইতে ভ্রষ্ট বলিয়া জাতিভ্রষ্ট সঙ্কীর্ণ জাতি বলিয়াছেন, এবং ব্রাহ্মণ হইতে বৈশ্যাতে জাত বলিয়া অম্বষ্ঠের পরিচয় দিয়াছেন এবং ইতিহাসেও অম্বষ্ঠদিগের কুলজিগ্রন্থে অনেক অনেক অম্বষ্ঠপুত্রের কায়স্থ হওয়া জানা যাইতেছে * এবং এ পর্য্যন্তও ঐ কায়স্থশ্রেণীকে বেহারাদি অঞ্চলে দেখা যাইতেছে তখন নিশ্চয়ই বুঝা যাইতেছে যে ঐ পতিত অম্বষ্ঠেরা অবশ্যই এককালে বৈদ্যজাতির সহিত একবর্ণ হইয়া বাস করিতেন। কারণ মন্বাদি-কথিত দ্বিজাতি হইতে দ্বিজাতি কন্যাতে অনুলোম ক্রমে জাত অম্বষ্ঠেরা কর্ম্মদোষে পতিত না হইলে, কখনই অম্বষ্ঠ নামে "শূদ্র" উৎপন্ন হইতে পারে না। আধুনিক স্কন্দপুরাণে যে "অম্বষ্ঠাচ্ছূদ্রকন্যায়া মম্বষ্ঠো মসীজীবকঃ" এই বচন দৃষ্ট হয়, সেটীও অম্বষ্ঠদিগের মধ্যে কতকগুলি শূদ্রবৃত্তি গ্রহণ হেতুকই বোধ হয়। যাহাই হউক শূদ্রাতে উৎপন্নই হউক আর শূদ্রবৃত্তিতে নূতন জাতই হউক এইরূপ ব্যতীত অম্বষ্ঠ নামে শূদ্র থাকিতে পারে না।

---

* ভূপতেশ্চন্দ্র সেনস্য অষ্টাদশকুমারকাঃ।
চন্দ্র খানাদয়োজাতাঃ স্বতন্ত্রাঃ সর্ব্ব এবতে ॥
যে সারাস্তে চ সদ্‌বৈদ্যাঃ কুলকার্য্যেষু তৎপরাঃ।
অষ্টৌসুতা অসারাশ্চ চন্দ্রখানাদয়োঽভবন্ ॥
অষ্টৌপুত্রাস্ততঃ সর্ব্বেঽসারাঃ কায়স্থজাতয়ঃ ॥
ভরতমল্লিকধৃত কুলপঞ্জিকা ॥ বিমলসেন প্রকরণ। ২১০ পৃঃ
আয়ুর্ব্বেদ যন্ত্রে শ্রীযুক্ত বিনোদলাল সেনের প্রকাশিত।

সংক্ষেপে ব্রাহ্মণসাধারণের ও বৈদ্যব্রাহ্মণের ইতিহাস ও তাঁহাদিগের এই চতুর্যুগব্যাপী শত্রুতার কথা বলিলাম। ইহা নিবৃত্ত হইবার নহে। নিবৃত্ত হওয়াও ভাল নয়। কেন না তাহাই উন্নতির মূল। পরমেশ্বরের পরস্পর দুই বিরুদ্ধ শক্তি দ্বারাই জগৎ নিয়ত পরিচালিত পরিবর্দ্ধিত ও উন্নত হইতেছে। সাম্য অবস্থা লয়ের কারণ। বিরোধিনী শক্তিকে অবজ্ঞা না করাই উন্নতির পথ। বিশ্বামিত্র কি প্রতিবন্ধকই না পাইয়াছিলেন, কিন্তু কি অধ্যবসায় সহকারে উন্নতির দিকেই লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন। বশিষ্ঠ যত বলিতেছেন, তুমি এখনও ব্রাহ্মণ হও নাই, তিনি ততই তপস্যায় মন দিতেছেন, তখন আর বৃথা বিবাদ করেন নাই। এইরূপে তাঁহা হইতেই শেষে চতুর্ব্বেদের সারস্বরূপ নিত্য জপনীয় গায়ত্রীর আবির্ভাব হইল, তাঁহার মুখ হইতেই বেদের বহুল অংশ নিঃসৃত হইতে লাগিল, তখন আর তাহাকে ব্রহ্মর্ষি না বলিবে কে? জগতে যাহা কেহ কখনও দেখাইতে পারেন নাই বিশ্বামিত্র তাহা দেখাইলেন, বিশ্বামিত্র অপেক্ষা মহীয়ান্ কে আছে? সেই সহিষ্ণুতা ও অধ্যবসায় সহকারে আপনারাও উন্নতি করুন। এখনও কলিকালে যদি কেহ আপনাদিগকে ব্রাহ্মণ না বলে সে আপনাদের পুণ্যেরই ফল। ঐরূপ অনায়াসসিদ্ধ ব্রাহ্মণ হইতে চাহিবেন না, গুণে চরিত্রে যাহা ছিলেন তাহাই হইতে যত্ন করুন। আপনারা এক্ষণে ত সে ব্রাহ্মণত্ব হারাইয়াছেনই বটে, তাহা অস্বীকার কেন করেন; এখন ত বস্তুতই কেহ শূদ্রবৎ, কেহ বৈশ্যবৎ, কেহ বা নিকৃষ্ট ক্ষত্রিয়বৎ হইয়া আছেন; ব্রাহ্মণ হইয়া—প্রকৃত ব্রাহ্মণ হইয়া—আছেন কয়জন? তবে সকলের এ ব্রাহ্মণত্বের অভিমান কেন? আমরা এরূপ নরাধম যে, আমরা ব্রাহ্মণ দেখিতেও পাই না। যে ব্রাহ্মণের নাম করিলে আপাদমস্তক লোমাঞ্চিত হয়, শরীরে আত্মাতে যেন ভগবানের আবির্ভাব হয়,

সমস্ত জগৎ তড়িৎ শক্তিতে যেন অমৃতময় হইয়া যায়, সে ব্রাহ্মণত্বের অভিমান এই শরীরে? এই জ্ঞানে? এই পশুবৎ চরিত্রে? ধিক্ বৈশ্য-কুলে! আপনাদিগের পিতৃপুরুষেরা কি এইরূপ ব্রাহ্মণ ছিলেন? তাঁহাদিগের সন্তান বলিয়া কি আমরা পরিচয় দিবার যোগ্য? সে নামও যে আমাদের মুখে অপবিত্র হইয়া যায়, আমরা এমনই নরাধম! ভ্রাতৃগণ, বন্ধুগণ, পুত্রগণ! যাহাতে ক্রমশ সাধুতা ও জ্ঞানের উৎকর্ষ হয় তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হউন! আচার বিনয় বিদ্যা এ তিনটী যেন জাতি হইতে অন্তর্হিত না হয়। মনে যেন থাকে আমাদের জাতি শোনিত—মস্তিষ্কাদিগত ও আচারাদিগত, ইংরাজ-দিগের ন্যায় অর্থগত নয়। আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ কত সহস্র সহস্র বৎসর কষ্ট করিয়া বিদ্যার্জ্জন ও শুভাচার রক্ষা করিয়া আপনাদিগকে উচ্চ করিয়াছিলেন এবং সেই উচ্চতা বংশানুক্রমে বর্দ্ধনের নিমিত্ত আমাদের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, আমরা কি তাঁহাদের প্রদত্ত সেই শরীর ও সেই আচার কলুষিত করিয়া নিরয়গামী হইব এবং তাঁহাদিগকেও নিরয়গামী করিব? এক এক দেহ পবিত্র করিতে যে কত জন্ম লাগে তাহা কে বলিতে পারে? আমরা পূর্ব্বপুরুষগণের অনন্তকালের চেষ্টায় পবিত্রীকৃত এই দেহ পাইয়াও কি তাহাকে হেলায় কলুষিত করিয়া তাঁহাদের অনন্তকালের তপঃফল নষ্ট করিব? যে শোণিতপ্রবাহ এই শরীরে অদ্য চঞ্চল ও ক্ষুব্ধ হইতেছে, সেই শোনিতপ্রবাহ কালের করাল শাসনে নিস্তেজ ও দুর্ব্বল হইয়া এখনও এই শরীরে আছে; এখনও উদ্ধার পাইতে যত্ন কর। পরকে ছোট করিয়া বড় হইতে চাহিও না। বড় হইয়া বড় হও। পূর্ব্বপুরুষের নামেও আপনাকে বড় ভাবিয়া অভিমান করিও না। পূর্ব্ব পুরুষের নাম করিবার যোগ্য হও—ইহাই সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনীয়। আর যদি পরকেও বড় করিবার ইচ্ছা হয় তবে বন্ধু-

ভাবে তাহার দোষগুলি দেখাইয়া দাও যে তাহাতে তাহারও পরম উপকার হওয়ায় তোমাদিগের ধর্ম্মই বৃদ্ধি পাইবে। পূর্ব্বপ্রদেশস্থ নিরুপবীত বৈদ্য মহাশয়দিগকে বলি তাঁহারা যজ্ঞোপবীতের নিমিত্ত ব্যস্ত হইবেন না—উপবীত দ্বিজাতির বাহ্য লক্ষণ মাত্র। উহা আন্তর লক্ষণ নহে। অন্তর লক্ষণ শূন্য হইয়া উপবীত ধারণকে অত্রি ব্রাহ্মণ-পশুর লক্ষণ বলিয়াছেন। আপনাদিগের যে অন্তর্লক্ষণ আছে ও যজ্ঞোপবীত ব্যতীতও যে শান্ত প্রসন্ন মূর্ত্তিরূপ বাহ্য লক্ষণ আছে তাহাই আপনাদের দ্বিজত্বের ঈশ্বরদত্ত আন্তর ও বাহ্য লক্ষণ। আপনাদিগের এতকালের পর যজ্ঞোপবীত দিতে পারেন এমন ব্রাহ্মণ এক্ষণে নাই এবং আর্য্যরাজাধীন সাপ্তপৌরুষিক নির্ব্বাচন প্রণালীও এখন নাই অতএব আপনারা তজ্জন্য এখন বৃথা ব্যস্ত হইবেন না। যাঁহাদিগের যজ্ঞোপবীত আছে সেই ব্রাহ্মণ বৈদ্যেরাও অনেকে কেবল প্রথানুরোধে বৃথা সূত্র ধারণের ভার বহন করিতেছেন, প্রকৃত কার্য্য অতি অল্প লোকেই করেন। এখন এদেশে কয়জন ব্রাহ্মণের বা কয়জন বৈদ্যের যথাবিধি সংস্কারাদি হইয়া ব্রাহ্মণত্ব সিদ্ধি হয়? অতএব যাহার এক্ষণে উপায় নাই ও যাহার এক্ষণে পুনর্গ্রহণ নিষ্ফলবৎ প্রতীয়মান হইতেছে, যাঁহাতে সমাজ মধ্যে এবং স্বজাতি মধ্যেও কেবল বৃথা বিশৃঙ্খল ও বিবাদ বিসংবাদ হইবার সম্ভাবনা তাহার নিমিত্ত প্রয়াস পাইবার প্রয়োজন নাই। উপবীত মাত্র দ্বিজত্বের প্রকৃষ্ট পরিচায়ক নহে। বৃথাসূত্র-গর্ব্বিত বিদ্বেষী ব্রাহ্মণেরা উহাই ব্রাহ্মণত্বের লক্ষণ মনে করিয়া সোপবীত বৈদ্যদিগকেও উপবীতত্যাগের অথবা মেখলাদির ন্যায় করিয়া কটিদেশে ধারণের পরামর্শ দিয়া থাকেন। রাহুত, ভাট, চাণ্ডালাদি পতিতেরও যজ্ঞোপবীত তাঁহাদের সহ্য হয়, কিন্তু এই প্রধানীভূত বা অতুল্য প্রতিদ্বন্দ্বীদিগের যজ্ঞোপবীত তাঁহাদের সহ্য হয় না।

যাঁহারা চিরকাল হইতে উন্নত, চিরকাল শাস্ত্রব্যবসায়ী, অদ্যাপি আয়ুর্ব্বেদাধ্যয়নে রত, সুতরাং সর্ব্বপ্রকারে শ্রেষ্ঠ ও মাননীয় সেই বৈদ্যগণের যজ্ঞোপবীত তাঁহারা সহ্য করিতে পারেন না। ইহার হেতু তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে পাছে বৈদ্যদিগকে ব্রাহ্মণ মনে করিয়া অপর ব্রাহ্মণে নমস্কার করে। আরে ভণ্ড ধূর্ত্ত! তবে কি বৈদ্যেরা ব্রাহ্মণ নন, আর তাঁরে নমস্কার করিয়া ব্রাহ্মণ পতিত হইয়া যাইবে? বিনা জ্ঞানেই বা কে কাহাকে নমস্কার করে? তৎকালে উপবীতীরা হীনজাতি শূদ্রেরই প্রণম্য ছিলেন বটে, কিন্তু দ্বিজেরা কি দ্বিজগণকে নমস্যানমস্য না জানিয়াই নমস্কার করিয়া থাকেন? ব্রাহ্মণ নমস্কারভীত এ সকল অজ্ঞানকে আমরা আর কি বলিয়া বুঝাইব? "অজ্ঞঃ সুখমারাধ্যঃ সুখমারাধ্যতে বিশেষজ্ঞঃ। অল্পজ্ঞান দুর্বিদগ্ধং ব্রহ্মাপি নরং নরঞ্জয়তি॥" যে কিছু জানে না তাহাকে যা তা একটা বলিয়া বুঝান যায়, আর যাঁহারা বহু বিষয়জ্ঞ তাহাদিগকেও ইঙ্গিতাদি দ্বারা দুই এক কথায় অনায়াসে বুঝান যায়, কিন্তু যাহারা দুই একখানা পুথীর পাতা উল্টাইয়াই আপনাদিগকে বিজ্ঞ বলিয়া মনে করে তাহাদিগকে বুঝান স্বয়ং ব্রহ্মারও সাধ্য নয়। আর কত প্রকারে বুঝাইব?



উপসংহার অধ্যায়।

যখন বৈদ্যেরা ব্রাহ্মণাদি চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজের অধিপতি ছিলেন এবং সর্ব্ববর্ণেরই শিক্ষা ও শাসনভার ধারণ করিতেন তখন তাঁহাকে সমস্ত জাতিরই সমস্ত ধর্ম্ম জানিতে হইয়াছিল। অতএব "সৈনাপত্যঞ্চ রাজ্যঞ্চ সর্ব্বং বেদবিদর্হতি" এই বচনে যে বৈদ্য ব্রাহ্মণের প্রতি রাজ্যভার দেওয়া হইয়াছে, "সর্ব্বেষাং ব্রাহ্মণো বিদ্যাৎ বৃত্ত্যুপায়ান্ যথাবিধি" ব্রাহ্মণের সকল জাতীয়েরই কর্ত্তব্য কর্ম্ম ও জীবিকা জানা কর্ত্তব্য, এই কথায় সকল জাতীয় জীবিকাদি জানার ভার সেই ব্রাহ্মণের প্রতিই দিয়াছেন। অতএব তাঁহাকে যুগপৎ ব্রাহ্মণাচার ও ক্ষত্রাচার দেখিয়া এদেশের এক্ষণকার অজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা আশ্চর্য্য জ্ঞান করিয়া থাকেন; এমন কি এ দেশীয় ব্রাহ্মণগণ প্রণোদিত হইয়া আদিশূর রাজাও কান্যকুব্জাগত শস্ত্রধারী বীরবেশ ব্রাহ্মণদিগের প্রতিও সন্দেহ করিয়াছিলেন। যাহা হউক সে সন্দেহ অবিলম্বেই দূরীভূত হইয়াছিল। আমরাও এখানে দশরথ-মন্ত্রী ব্রাহ্মণবর্ণীয় ব্রহ্মা, মূর্দ্ধাভিষিক্ত ও বৈদ্যজাতীয় বশিষ্ঠ, জাবালি, ধৃষ্টি, জয়ন্ত প্রভৃতি ১৫ জন ও সূতজাতীয় ক্ষত্রিয় সুমন্ত্রের রাজবশ্যতা ও পরস্পর সৌহার্দ্দ বর্ণনা, এবং সকলেরই শাস্ত্রবিদ্যার ন্যায় শস্ত্রবিদ্যায়ও নিপুণতা ও বীরত্ব বর্ণনা বাল্মীকি রামায়ণের শততম সর্গের প্রারম্ভে পাঠ করিতে সকলকে অনুরোধ করি। তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবেন যে বৈদ্য ব্রাহ্মণেরা ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এই উভয় বর্ণ ধর্ম্মাক্রান্ত কি না? ইহাদিগের চিকিৎসাজ্ঞানের আবশ্যকতা ও শাস্ত্রীয় কর্ত্তব্যতা এই গ্রন্থেরই অন্যত্র প্রকাশ করিয়াছি। এবং

এইরূপ উভয় ধর্ম্মাক্রান্ত মনু প্রভৃতি ব্রহ্ম ক্ষত্রিয় বৈদ্যেরাই যে পৃথিবীতে রাজশব্দের প্রারম্ভ হইতে রাজত্ব করিয়া আসিতেছিলেন তাহা স্মৃত্যাদির ন্যায় অন্যান্য আর্য্যশাস্ত্রেও সবিশেষ দৃষ্টি করিলে জানিতে পারিবেন। আমরা কেবল স্থলে স্থলে ইঙ্গিত মাত্র দ্বারা তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। সাধারণে তদানীন্তন নৃপমাত্রকে সামান্য ক্ষত্রিয় বলিয়া মনে করেন কিন্তু বস্তুত তাঁহারা সামান্য ক্ষত্রিয় ছিলেন না। ঐ নৃপগণের মধ্যে অধিকাংশই ব্রহ্মক্ষত্রিয় অর্থাৎ রাজ-ধর্ম্মাবলম্বী ব্রাহ্মণ। ইহাদের অধিকাংশই বিশেষতঃ চন্দ্রবংশীয় মূর্দ্ধাভিষিক্ত বা অম্বষ্ঠ নামক বৈদ্যজাতি। ইহারাও ক্ষত্র বা ব্রহ্ম-ক্ষত্র বলিয়া অভিহিত হইতেন। রাজেতর ও ত্যক্ত ব্রাহ্মণবর্ণধর্ম্মা ক্ষত্রিয়েরা সামান্য ক্ষত্রিয়মাত্র। আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে গুণ-কর্ম্মই জাতি এবং উৎকৃষ্ট গুণকর্ম্মাবলম্বীরাই প্রধান জাতি, অন্যেরা মধ্যম ও নিকৃষ্টেরা অপসদ। এই জন্যই ব্রহ্মক্ষত্রেরা রাজ্যের মধ্যে প্রধান। অপর ব্রাহ্মণেরা তাঁহার নীচপদে এবং সামান্য ক্ষত্রিয় বৈশ্যাদি বর্ণ তাঁহাদেরও নীচপদে স্থান পায়। ইহা বেদাদি সমস্ত শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ এবং এই ব্যবহার চতুর্যুগব্যাপী সমাজে সমস্ত পৃথিবীর মনুষ্য-সমাজে চলিয়া আসিতেছে।

"তস্মাৎ ক্ষত্রাৎ পরং নাস্তি," "তস্মাদ্ ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়মধস্তা-দুপাস্তে" অর্থাৎ সেই ক্ষত্রিয়ের পর শ্রেষ্ঠ জাতি আর নাই, এবং "সেই হেতু ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের অধঃস্থানে থাকেন" এই শ্রুতি বচনেও ক্ষত্রশব্দটী ব্রহ্মক্ষত্রিয়পর জানিবে। ইহা সামান্য ক্ষত্রিয়বোধক নহে।

এই বৈদ্য ব্রাহ্মণেরাই বৈদিককালে দস্যুদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া এদেশ অধিকার করিয়া এদেশের রাজা মন্ত্রী ও সেনাপতি প্রভৃতি পদে অধিষ্ঠিত হইয়া রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন*। ইহা ঋগ্বেদের

অনেক স্থলে এবং রামায়ণ মহাভারত শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতির অনেক স্থলে জানা যায়। এই বৈদ্যেরাই তৎকালে ব্রহ্মাবর্ত্ত ও ব্রহ্মর্ষিদেশ অধিকার করিয়াছিলেন এবং ইঁহারাই সেই ব্রহ্মর্ষিদেশে অর্থাৎ অধুনাতন পঞ্জাব ও কান্যকুব্জ নামক বিখ্যাত দেশে ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগের সহিত নির্ব্বিশেষে বাস ও আচার ব্যবহারাদি করিয়া আসিতেছেন এবং এখনও তথায় পাঁড়ে (পণ্ডিত), দোবে (দ্বিবেদী), তেবারী (ত্রিবেদী), চৌবে (চতুর্ব্বেদী) প্রভৃতি উপাধি লইয়া একত্র বাস করিতেছেন, নানক-শিষ্যদিগের মধ্যেও আছেন এবং বঙ্গদেশীয় বৈদিক মধ্যশ্রেণী ও সপ্তসতী ব্রাহ্মণদিগেরও অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া আছেন। কিন্তু সেই বৈদ্যগণ কর্ত্তৃক কান্যকুব্জ হইতে সমাদরে আনীত এই ব্রাহ্মণ সন্তানেরা—এই নামধারী ব্রাহ্মণেরা—সেই বৈদ্যগণকে ব্রাহ্মণ বলিতে চান না। পঞ্জাবস্থ অম্বষ্ঠেরা ও বৈদ্যেরা আপনাদিগকে ব্রহ্মক্ষত্রিয় বল্লালবংশোৎপন্ন বলিয়া থাকেন এবং তদ্দেশগত বাঙ্গালী অম্বষ্ঠদিগকে বিশিষ্ট সমাদরের সহিত অভ্যর্থনা করেন। উড়িষ্যার বৈদ্যেরাও ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকৃত, আসাম গৌহাটী প্রদেশের বৈদ্যেরাও শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ বলিয়া বিদিত, বম্বে মাদ্রাজ ও গুর্জ্জর প্রভৃতি দেশের বৈদ্যেরাও ব্রাহ্মণ বলিয়া খ্যাত। এইরূপে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই বৈদ্যেরা ব্রাহ্মণ, কেবল বাঙ্গালার সুবিখ্যাত বৈদ্যেরাই এই অহঙ্কারপরায়ণ অশাস্ত্রজ্ঞ অজ্ঞ যাজক ব্রাহ্মণদিগের নিকট ব্রাহ্মণ বলিয়া বিদিত বা স্বীকৃত হন নাই। জাতি বিদ্বেষের আবাসস্থান বঙ্গভূমিতে ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে!

ভারতীয় বৈদ্যগণের অনেক ভাগ পাটনা, গয়া, সাহাবাদ,

---

* বৈদ্য অঙ্গিরার পুত্র কুৎস ও বৈদ্য দিবোদাস ধন্বন্তরি ঐ দস্যুযুদ্ধে তাহাদের ১০০টী নগর অধিকার করিয়াছিলেন এবং তাহাদেরই অন্যতম নগরী কাশীতে স্বকীয় রাজধানী করিয়াছিলেন।

মজঃফরপুর, দারভাঙ্গা, সারঙ্গ, চম্পারণ, মুঙ্গের, ভাগলপুর, পূর্ণিয়া, সাঁওতাল পরগণা, কটক, হাজারিবাগ, লোহার ডাগা, ও তৎ-সন্নিহিত মিত্ররাজ্যে এবং মুর্শিদাবাদ, পাবনা, মালদা প্রভৃতি অন্যান্য কতিপয় স্থলে ব্রাহ্মণ বা ঐ শব্দের অপভ্রংশ বাভন নামে প্রসিদ্ধ আছেন। বঙ্গরাজ্যের অন্তর্বর্তী সমুদায় বাভনের সংখ্যা ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে যেরূপ নির্ণীত হইয়াছিল, তাহাতে এগার লক্ষ, চারিশত, তেইশ হইয়াছিল। কতকগুলি অম্বষ্ঠ পতিত হইয়া কায়স্থ জাতিরও অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া আছেন দেখিতে পাওয়া যায়। বেহার প্রদেশীয় কতকগুলি বৈশ্য ও কতকগুলি কায়স্থ অম্বষ্ঠ্ অমষ্ঠ্ বা অম্বষ্ঠ বলিয়াই আপনাদের পরিচয় দিয়া থাকেন; বৈদ্, সেন নামেও কতকগুলি কায়স্থ এই প্রদেশে আছে। এতদ্ব্যতীত দাক্ষিণাত্য প্রদেশে কতকগুলি অম্বষ্ঠ আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দেন। এইরূপে দেখা যায় যে, বৈদ্য ব্রাহ্মণদিগের কিয়দংশ ক্রমে পতিত হইয়া এক্ষণে শূদ্রেরও অন্তনিবিষ্ট হইয়া আছেন তথাপি অম্বষ্ঠ এই সম্মানপ্রদ নামে পরিচয় দিয়া অম্বষ্ঠদিগের সহিত আপনাদের পূর্ব্বসম্বন্ধ সূচিত করিতেছেন। পূর্ব্ববঙ্গে ও রাঢ়ে অম্বষ্ঠ নামক কায়স্থ না থাকুক, বসু, মিত্র, ঘোষ, দত্ত, সিংহ, কর, ধর প্রভৃতি যাহা ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় উপাধি ছিল সেই উপাধিধারী কায়স্থ আছে। অদ্যাপি কর, ধর, সিংহাদি উপাধি ব্রাহ্মণ মধ্যেও দেখা যায়। এবংবিধনামা কায়স্থদিগের মূল পুরুষ যে ব্রহ্ম ক্ষত্রিয় বা ক্ষত্রিয়কর্ম্মান্বিত ব্রাহ্মণগণ তাহা ঐ সকল উপাধি দ্বারাই সূচিত হইতেছে। প্রাচীন কুলজী গ্রন্থেও * দেখিতে পাওয়া যায় অম্বষ্ঠ-দিগের অসদাচার পুত্রগণ কায়স্থ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। ব্রহ্ম ক্ষত্রিয়ের রাজ্য গেলে পর ভারতের সমুদায় বর্ণ ক্রমে ক্রিয়াশূন্য

* ভূপতেশ্চন্দ্র সেনস্য অষ্টাদশ কুমারকাঃ। ইত্যাদি। পূর্ব্বে দেখুন।

হইয়া পড়েন, তাহাতেই সম্প্রতি সকলকেই ক্রিয়াশূন্য দেখা যায়। এই সময়ে সামান্য ক্ষত্রিয়েরাও কায়বৃত্তিক হইয়া পড়েন। কায় অর্থে—শরীর বা শারীরিক পরিশ্রম এবং বৃত্তি অর্থাৎ উপজীবিকা। কায়ই যাহার বৃত্তি অর্থাৎ উপজীবিকা তাহাকেই কায়বৃত্তি বলে। এই কায়বৃত্তি শব্দ এবং কায়স্থ শব্দ একার্থক। কায় অর্থাৎ শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা যাহারা থাকেন অর্থাৎ জীবিকানির্ব্বাহ করেন তাঁহারা কায়স্থ। এক্ষণে এই কায়বৃত্তি শব্দ অস্পষ্ট হইয়া কাবিৎ, কায়িৎ বা কায়েত হইয়াছে এবং কায়স্থ শব্দ হইতে কায়স্থ, কস্ত বা কাস্ত হইয়াছে। যাহা হউক, কায়বৃত্তি বা কায়স্থনামক এই দ্বিজ সন্তানেরা কায়বৃত্তি হওয়াতেই পতিত হইয়া নিকৃষ্ট করণ জাতীয়দিগের সহিত তুল্য বলিয়া বহুকাল হইতে গণ্য হইয়া আসিতেছেন। ইহা ব্যাস-সংহিতা, যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা, নব্য উশনঃসংহিতা, মেদিনী, রায় মুকুট-কৃত অমর টীকা প্রভৃতি গ্রন্থে জানিতে পারা যায়। আর্য্যরাজত্ব নাশের পর বহু বহু দেশস্থ যে সকল ব্রাহ্মণের, ক্ষত্রিয়ের ও বৈশ্যের পুত্রেরা প্রথমেই স্ববৃত্তি ত্যাগ করিয়া কায়বৃত্তি অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন তাহারাও তদানীন্তন নিয়মে কায়বৃত্তি বা কায়স্থ বলিয়া অভিহিত হন। অমরসিংহ, শূদ্রভূত এই সকল হীন অম্বষ্ঠও বৈদ্যনামধারী শূদ্রদিগকে এবং ক্ষত্রিয়নামধারী ও বৈশ্য নামধারী শূদ্রদিগকে শূদ্রবর্গে লিখিয়া তাহাদেরই পরিচয় দিয়াছেন। সম্যক জ্ঞানহীন বিদ্বিষ্ট ব্রাহ্মণেরা অমরের ঐ সকল বচন দেখিয়াই দ্বিজ-বৃত্তি অম্বষ্ঠের প্রতিও শূদ্রত্ব আরোপের অনেকটা সুবিধা বিবেচনা করিয়াছেন। কিন্তু এই ব্রাহ্মণ বর্ণীয় অম্বষ্ঠগণের উৎপত্তি ধর্ম্ম, উপজীবিকা, সামাজিক পদ ও খ্যাতি আমরা পূর্ব্বেই প্রদর্শন করিয়াছি এবং ইহাঁদের সদাচারতা ও জ্ঞানবত্তার বিষয়ও শাস্ত্রে ও বর্ত্তমান সমাজে সুবিদিত আছে। অতএব ইহাঁদিগকে ক্রিয়ালোপ

হেতুক জাতিহীন কি প্রকারে বলা যাইতে পারে? ইহাঁরা অন্যান্য সদ্ব্রাহ্মণ অপেক্ষা কোন্ অংশে নিকৃষ্ট? ব্রাহ্মণম্মন্য সম্প্রদায়ের লোকদের অধিক ভাগ মূর্খ, পাষণ্ড, আচারহীন, শূদ্রাদি সেবক, চর্ম্মপাদুকাদি বিক্রয়ী, মেথরের সর্দ্দার, সুরাপায়ী, ও গোমাংসাহারী হইলেও জাতিচ্যুত হয় না; অথচ শুদ্ধ, সদাচার, অনীচকর্ম্মাবলম্বী, শাস্ত্র-ব্যবসায়ী ও আয়ুর্ব্বেদ-রক্ষক বৈদ্যগণকে কি প্রকারে পতিত ও জাত্যন্তরপ্রাপ্ত বলা যাইতে পারে? এখন বিশিষ্ট সদাচার হেতুক জাত্যুন্নতি রূপ পুরস্কার ও নাই, অসদাচার হেতু দণ্ড ও নাই তবে বৈদ্যজাতি কেন বৈশ্য জাতি হইবেন? রাজত্ব নাশে রাজধর্ম্ম লোপ ভিন্ন বৈদ্যদের জাতিলোপের হেতু আর কোথাও কিছু প্রকাশিত নাই; এবং রাজত্ব লোপে জাতি লোপও সকল বৈদ্যের প্রতি সম্ভবে না। বেদ ও স্মৃতিশাস্ত্রই ইহাদের শ্রেষ্ঠতার প্রথম প্রমাণ; প্রাচীন ও বর্ত্তমানকালের সদাচারতা ও শাস্ত্রজ্ঞতা তাহার দ্বিতীয় প্রমাণ; এবং সকল শাস্ত্রেই ব্রাহ্মণাদি জাতি নিত্য বলিয়া সিদ্ধ হওয়াতে, এবং অধুনা অম্বষ্ঠ জাতির ব্রাহ্মণত্ব লোপ না হওয়াতে, এই অম্বষ্ঠজাতি দ্বারাই ব্রাহ্মণত্বজাতির নিত্যতা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ হইতেছে, অতএব "বেদঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ। এতচ্চতুর্ব্বিধং প্রাহুঃ সাক্ষাদ্ধর্ম্মস্য লক্ষণম্॥" এই মন্বাদির প্রাচীন অভ্রান্ত বাক্যানুসারে যে বৈদ্য জাতির ব্রাহ্মণত্ব উক্ত চতুর্ব্বিধ প্রমানেই সিদ্ধান্ত হইতেছে তাহাদিগকে কোন ক্রমে অব্রাহ্মণ বলা যাইতে পারে না। বিদ্বেষী ব্রাহ্মণম্মন্যেরা, প্রথমতঃ শাস্ত্রার্থদ্বারা ইহাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হয় বলিয়াই, শাস্ত্রার্থ বিকৃত করিয়া তদ্দ্বারা ইহাদের নিকৃষ্টত্ব খ্যাপন করেন, দ্বিতীয়তঃ রাজ্যলোপ বলিয়া ইহাদের ব্রাহ্মণত্বের লোপ বলেন, তৃতীয়তঃ বৈদ্য জাতীয় কোনও ব্যক্তির পাতিত্য দেখাইয়া তাবৎ জাতির পাতিত্য বলেন এবং চতুর্থতঃ কলিতে বৈদ্যেরা বৈশ্য

বলিয়া যুক্তিহীন অশ্রদ্ধেয় একটী শ্লোক রচনা করিয়া দেখাইয়া থাকেন, কিন্তু ব্রাহ্মণবর্ণীয় ক্রিয়ার লোপ কোনও স্থলে বলেন না; কারণ সে বিষয়ে ব্রাহ্মণেরাই অধিকতর হীন। এই বিদ্বেষীদের মধ্যে একদল এত প্রবল হইয়াছিল যে তাহাদের বিদ্বেষ পাত্রেরা মুশলমান-পক্ক দ্রব্যের গন্ধমাত্রের ব্যাখ্যা করাতে ও ঘ্রাণে অর্দ্ধভক্ষণ অপরাধে পতিত হইয়াছেন। আর এখন সেই বিদ্বেষীদিগের বংশীয়েরা সেই সকল দ্রব্য পূর্ণ মাত্রায় আহার করিয়াও পরিপাক করিতেছেন। এমনই জাতীয় তেজের প্রখরতা। আবার জানিয়া শুনিয়াও ঐ সকল লোকদের সহিত একত্র এক পঁক্তিতে বসিয়া আহার করিতেছেন ও তাদৃশ লোকদের দানগ্রহণ করিতেছেন তথাপি তাঁহারা সদ্‌ব্রাহ্মণ। কত দেবল, গণক, অগ্রদানী, ভাট, মহাপথিক অর্থের স্বচ্ছন্দতাহেতুক ব্রাহ্মণ নামে আস্তে আস্তে চক্ষুর উপর ব্রাহ্মণদলে মিশিয়া যাইতেছে এবং ব্রাহ্মণেরাও তাহাদিগকে আদরে গ্রহণ করিয়া বিনা ব্যয়ে কন্যা দানাদি করিয়া আনন্দিত হইতেছেন। এইরূপে অবিবাহ্য বিবাহ, বর্ণের ব্যভিচার, স্বকর্ম্মত্যাগ ও পরধর্ম্ম আশ্রয়রূপ যে তিনটী সঙ্করত্বের ও পাতিত্যের কারণ বলিয়া শাস্ত্রে লিখিত আছে তাহার কিছুতেই ব্রাহ্মণজাতির পতন বলা হয় না, তবে সদাচার বৈদ্যজাতির বৈশ্যত্বে পতন কি নিমিত্ত বলা হয়? বৈদ্যেরা যদি পতিত হইয়া বৈশ্যতুল্য হন তবে ঐ ব্রাহ্মণেরা পতিত হইয়া শূদ্রতুল্য নহেন কি নিমিত্ত? বৈদ্য-দিগের সহিত উচ্চতা লইয়া বিবাদ কোন যুক্তির উপর স্থাপিত? ব্রাহ্মণজাতির এই অন্যায় বিদ্বেষ-মূলক বিবাহ ও তৎকৃত শাস্ত্রদূষণাদি কি বৈদ্যজাতির শ্রেষ্ঠত্বে সাক্ষ্য দিতেছে না? বৈদ্য ব্রাহ্মণদের প্রতি সাধারণ ব্রাহ্মণদের বিদ্বেষেই কি ইহাদের সহিত ব্রাহ্মণদের সমকক্ষ-তার ইচ্ছা সূচিত হইতেছে না? ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ জাতির মধ্যে প্রবেশই কি বৈদ্যদের সংখ্যার এত অল্পতা করিতেছে না? ব্রাহ্মণ ও

কায়স্থ সংখ্যার এতাদৃশ আধিক্য বিষয়ে আরও একটী কারণ দেখা যায়, কি পতিত কি অপতিত ব্রাহ্মণ নাম মাত্রেই রাজপুরুষেরা একশ্রেণীর মধ্যে ধরিয়া ব্রাহ্মণের সংখ্যা অবশ্যই বৃদ্ধি করিয়া ফেলিয়াছেন। যদি ঐ সংখ্যা হইতে অগ্রদানী, রাহুত, ভাট, পোদের ব্রাহ্মণ, কলুর ব্রাহ্মণ, মড়ুইপোড়া ব্রাহ্মণ ইত্যাদি বহুবিধ পতিত ব্রাহ্মণগণকে বাদ দেওয়া যায় এবং ব্রাহ্মণশ্রেণীর অন্তর্নিহিত বৈদ্যশ্রেণীকে বৈদ্যশ্রেণীর মধ্যে গ্রহণ করা যায় এবং ঐরূপ বাভনগণ হইতে ও কায়স্থগণ হইতে ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য বাছিয়া বাহির করিয়া লওয়া যায় তাহা হইলে জাতিব্রাহ্মণ অপেক্ষা বৈদ্য-ব্রাহ্মণের ভাগই অধিক হইয়া পড়ে। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, ক্ষত্রিয়, ও অন্যান্য বহুজাতি হইতে পতিত হইয়া লোকেরা কায়স্থ সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছে। সুতরাং কায়স্থ সংখ্যাও অধিক দেখা যায়। বহুসংখ্যক এই উভয় দলই অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ও কায়স্থেরাই এখন অল্পসংখ্যক বৈদ্যদিগের বিদ্বেষী *। ব্রাহ্মণেরা বলেন "আমরাই ব্রাহ্মণ, বৈদ্যেরা ব্রাহ্মণ নন, কায়স্থেরা বলেন "আমরাই ক্ষত্রিয় ছিলাম, আমরা ব্রাহ্মণের পরেই গণ্য, বৈদ্যনামে কোনও মধ্যগত জাতি (বর্ণ) নাই; ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি ব্যতীত অন্য জাতির কথা শুনা যায় না" ইত্যাদি। বস্তুতঃও কায়স্থগণের একথা পূর্ণাংশে মিথ্যা নহে। কারণ অধিকাংশ কায়স্থই ব্রহ্মক্ষত্র ও ক্ষত্রজাতি ছিলেন এবং তাঁহারা ব্রাহ্মণের পরই গণ্য ছিলেন। এখন তাঁহারা যেমন পতিত হইয়াছেন, তেমনিই ব্রাহ্মণেরাও পতিত হইয়াছেন, সুতরাং এখনও তাঁহারা ঐ ব্রাহ্মণদের পরেই গণ্য হইতে পারেন। বৈদ্য নামে বস্তুতঃই কোনও বর্ণ নাই। ব্রাহ্মণদের অধিকাংশ পতিত হওয়ায় বৈদ্যদেরও অধিকাংশ তাঁহাদের সহিত পতিত হইয়াছেন। সদ্‌ব্রাহ্মণ ও সদ্‌বৈদ্যগণের সংখ্যা নিতান্ত অল্প। তবে

* পূর্ব্বোল্লিখিত সেন্সস্ রিপোর্ট এখানে উল্লেখ্য।

সদ্বৈদ্যেরা ভিন্ন আছেন বলিয়াই আজি তাঁহাদের এত অল্পতা লক্ষিত হইতেছে; কিন্তু ব্রাহ্মণেরা পতিত ও শূদ্র ব্রাহ্মণদের সহিত সংসৃষ্ট থাকায় আসল সদ্ব্রাহ্মণদের সংখ্যা লক্ষিত হয় না। বৈদ্যব্রাহ্মণদের সংখ্যা অল্প হওয়ায় তাঁহাদের বলহ্রাস হইয়াছে। কিন্তু অপরাপর ব্রাহ্মণের সংখ্যা অনেকগুণ অধিক থাকাতে তাহাদের বল বৃদ্ধি পাইয়াছে। কায়স্থদেরও ঐরূপে বলাধিক্য। এইরূপে বৈদ্যদের গতি অতি সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। দুই বিস্তীর্ণ মহাদল অল্পসংখ্যক বৈদ্যদলের বিরোধী। তাহাতে আবার বৈদ্যের প্রাধান্যের মূল চিকিৎসাজ্ঞান এখন সকল জাতিরই স্বেচ্ছালভ্য হইয়াছে। এ অবস্থায় বৈদ্য আপনাদের জাতীয় প্রাধান্য রক্ষা করিতে পারিতেছেন না। শাস্ত্রে ও ব্যবহারে তাঁহাদিগকে এককালে সর্ব্বোচ্চ পদে আসীন বলিয়া প্রতিপন্ন করিলেও তাঁহাদিগকে বহুসংখ্যক অজ্ঞের নিকট পরাভব স্বীকার করিতে হয়। পরন্তু অধিক জ্ঞানবান্ ও সদাচার-দিগকে তাঁহারা কখনই শাস্ত্রানুসারে নীচজাতীয় বলিতে পারেন না। জ্ঞানবান্ ও সদাচারের গৌরব বৈদ্য চিরকালই করিয়া আসিয়াছেন। এখন, এ শূদ্র ও কায়স্থ আমি বৈদ্য; অতএব এ এবং ও আমা হইতে নীচ এরূপ মনে করা তাঁহার পক্ষে সাজে না। ব্রাহ্মণই হউক আর শূদ্রই হউক জ্ঞানবান্ এ সদাচারের গৌরব রক্ষা সকলেরই কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি আর্য্যজাতি বলিয়া আপনার গৌরব ও প্রাধান্য আকাঙ্খা করে সে অবশ্যই আর্য্যশাস্ত্রীয় জ্ঞান ও আর্য্য আচারে গৌরব প্রদর্শন করিবে। কারণ কাব্যে ও ব্যবহারেও বলে "গুণাঃ পূজাস্থানং গুণিষু ন চ লিঙ্গং ন চ বয়ঃ।" গুণিস্থিত গুণই পূজার আস্পদ, তাহার উপবীতাদি চিহ্ন বা বয়সের আধিক্যমাত্র পূজার কারণ নয়। যাহাতে সদ্‌গুণ আছে তাহাতেই ধর্ম্মের অধিষ্ঠান, তাহাতেই ব্রহ্মের আবির্ভাব হইয়াছে জানিতে হইবে। এই শাস্ত্রীয় নিয়ম অবলম্বন না করিলে

কোনও জাতির কদাপি উন্নতি হয় না। এখন পতিতেরাও যদি ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত হইতে চলিল তবে এক্ষনকার বহু বহু ব্রাহ্মণের অপেক্ষা অল্প দোষে পতিত সেকালের ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি যাঁহারা এক্ষণে কায়স্থ বলিয়া বিদিত হইতেছেন তাঁহারা কি জন্য ব্রাহ্মণাদি বলিয়া গণ্য না হন? এখন ত সমস্ত জাতিই সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে, তবে এখন আর বৃথা জাতি জাতি করিয়া একটা বিবাদ কেন? বর্ত্তমান কালের পতিত ব্রাহ্মণাদি ও পূর্ব্বকালের পতিত ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াদিতে বিশেষ কি? পতিত ব্রাহ্মণেরাও যদি ব্রাহ্মণদিগের ভোজ্যান্ন ও আদান প্রদান যোগ্য হন তবে কায়স্থাদি জাতি কেন না সেরূপ হন? তাঁহাদের উৎপত্তি কি ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কোনও মূল হইতে হইয়াছে? অবশ্য বহুকালের সংস্কার অতিশয় বলবৎ হয় বটে, কিন্তু যাহা কুসংস্কার বলিয়া নির্ণীত হয়, তাহা কি অভ্যাসের দ্বারা পরিবর্জ্জনের যোগ্য নয়? এখন অজ্ঞ অসদাচার ব্রাহ্মণদিগকে বিজ্ঞ সদাচার ব্রাহ্মণ-শ্রেণী হইতে পৃথক্ করা না হইলে এবং বিজ্ঞ ও সদাচার কায়স্থদিগকে উচ্চতর শ্রেণীভুক্ত করা না হইলে আর জাতিগত উন্নতিতে লোকের উৎসাহ ও অবনতিতে ভয় থাকে না, জাতিগত অহঙ্কারেরও অবসর থাকে না। এখন যে দিকে দৃষ্টি করিবে, দেখিবে সমস্ত জাতি সঙ্কীর্ণ হইয়া যাইতেছে। সঙ্কীর্ণ হওয়া বড় দোষের; এজন্য তাহা নিবারণ করা কর্ত্তব্য। কিন্তু অন্যান্য জাতির উপর এখন আর বৈদ্যজাতির প্রভুত্ব নাই, সুতরাং অন্যান্য জাতিতে তাদৃশ সংস্কার এক্ষণে বৈদ্য-জাতির আয়ত্ত নহে। কিন্তু বৈদ্যেরা স্বজাতি মধ্যে কি তাদৃশ সংস্কার সাধন করিতে পারেন না? সমুদায় বৈদ্যগণকে গুণানুসারে নিয়ত হ্রাস ও বর্দ্ধনশীল উত্তম মধ্যম ও অধম এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিলে কিরূপ হয়? (অথবা যে জাতিনিয়ম দ্বারা সেকালে আর্য্য-রাজত্বের সময় উহার বিশিষ্ট উদ্দেশ্য সাধিত হইয়াছিল কিন্তু বর্ত্তমানে

ম্লেচ্ছরাজত্বে যে উদ্দেশ্যের সিদ্ধি কিছুতেই সম্ভব হয় না, অধুনা বিষম পরিবর্ত্তিত, কলুষিত ও সঙ্কীর্ণতাদ্বারা আচ্ছন্ন সুতরাং কেবলমাত্র উন্নতিবিরোধী কুসংস্কার দ্বারা পোষিত সেই জাতিনিয়মদ্বারা আর কি উদ্দেশ্য বর্ত্তমানে বা ভবিষ্যতে সাধিত হইতে পারে? উদ্দেশ্যের বিনাশ হইলেও উপায় অনুসরণে হেতু কি? বিবাদাদির মূল, বৃথা অহ-ঙ্কার ও অধোগতির হেতু, এই জাতিপ্রথা ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইতেছে দেখিয়া এবং উহার লোপ হওয়া উচিত জানিয়াও দুর্ব্বল আমরা উহার পুন-র্জীবনের কামনা কেন করি? মনুষ্যকৃত এই প্রথার উদ্দেশ্য যে অবস্থাতে সিদ্ধ হইতে পারিত সে অবস্থা চলিয়া গিয়াছে; এখনও তাহার পক্ষপাতিতা কি ন্যায়সঙ্গত? ঐ জঘন্যভাবে পরিণত বর্ত্তমান জাতিপ্রথার নাশে যদি সর্ব্বসাধারণের অসাধারণ উন্নতি হইবে স্থির হয় তবে উন্নতির পথে কণ্টকস্বরূপ ঐ অন্তরায়কে উৎপাটিত করা কেন না হয়?—এই সকল বিষয় একবার বিবেচ্য হইতেছে। যাঁহারা অদ্যাপি আমাদের সহিত এক নামে বৈদ্য বলিয়াই পরিচিত হইতেছেন, যাঁহাদিগের গোত্রপ্রবরাদি আমাদিগের হইতে অভিন্ন, যাঁহাদিগকে অদ্যাপি বিদ্যা বিনয়াদিসম্পন্ন দেখা যাইতেছে, যাঁহারা বিশিষ্টরূপে আয়ুর্ব্বেদ রক্ষা করিতেছেন, যাহাদিগের আভ্যন্তরিক লক্ষণ আমাদি-গের সহিত এক হওয়ায় যাঁহারা আমাদের সহিত স্নেহভাবে মিলিতে চান, কেবল বাহ্য লক্ষণ উপবীত ত্যাগে বাধ্য হওয়াতে যাঁহারা উপবীতশূন্য হইয়া আমাদের হইতে পৃথক্ হইয়া রহিয়াছেন, তাঁহা-দিগকে কি পুনঃ সংস্কৃত করিয়া আমরা আপনার বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না? তাহা হইলে আমাদের ক্ষতিবৃদ্ধি কি হয়? এই সকল বিষয় একবার সমাজের বিবেচ্য হওয়া উচিত। এতদর্থ-জাতীয় সভারোহণ ও বিশেষজ্ঞ সমস্ত ব্যক্তিগণের মতামত ব্যক্ত করা কর্ত্তব্য।

এখন বর্ণ নির্ব্বিশেষে ব্যক্তিগত প্রাধান্যই পূজনীয়তার কারণ

হইতেছে এবং তাহাই উপযুক্ত হইতেছে। অতএব জাতিকে যদি প্রধান ও পূজনীয় করিতে হয়, তবে জাতীয় প্রত্যেকেরই প্রধান হইতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। আমার জাতিতে কেহ কোন কালে প্রধান ছিলেন বলিয়া আমি প্রধান এরূপ যদি সকলে মনে করেন তবে কে প্রধান কেই বা অপ্রধান হয়? মনু বলিয়াছেন, "সদাচার, সদ্বিদ্যা, সদ্বন্ধু, বয়স ও ধন এই কয়টীর উৎকর্ষেই লোকের উৎকর্ষ হয়, এবং ইহাদের মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ববর্ত্তীগুলিই পর পরবর্ত্তী অপেক্ষা প্রধান-রূপে গণনীয়। সুতরাং তখন ধন সকলের পর গণিত হইত কিন্তু এখন দেশ ম্লেচ্ছাধীন হইয়া অত্যন্ত দুর্দ্দশাগ্রস্ত হওয়াতে বিদ্যার পরেই ধনের গৌরব কখন কখন বা বিদ্যা অপেক্ষাও ধনের গৌরব দেখা যাইতেছে। আকার সৌষ্ঠব ও শারীরবলও শ্রেষ্ঠতার একটী লক্ষণ বলা যাইতে পারে। ("যত্রাকৃতি স্তত্র গুণাঃ বসন্তি")। এই সকল গুণে বা ইহাদের কতকগুলিতে যাঁহারা বিভূষিত তাঁহারা অবশ্যই শ্রেষ্ঠ জাতি, আচার, বিদ্যা, বিনয় প্রভৃতিতে যাঁহারা শ্রেষ্ঠ তাঁহারা অবশ্যই শ্রেষ্ঠ জাতি। আচারাদি অর্থে অবশ্যই আর্য্যানুমোদিত আচারাদি ধরিতে হইবে। অবশ্যই সেগুলি হিন্দু-জাতির লক্ষণান্বিত বুঝিতে হইবে। এই সকল গুণদ্বারা কি আমরা বর্ত্তমান বৈদ্যজাতিকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারি না, এবং মধ্যে মধ্যে এইরূপ সংস্কারদ্বারা জাতীয় শ্রেষ্ঠতা রক্ষা করিতে পারি না? জাতীয় কার্য্য কুলাকুলের বিচার ও সমাজকার্য্যে অগ্রসরতা এই বৈদ্যজাতিই চিরকাল করিয়া আসিয়াছেন। এই জন্যই বৈদ্য-সমাজে আমার এই প্রস্তাব উত্থাপন করিতে সাহস হইতেছে, এই জন্যই আমরা চিরপ্রভু সমাজকর্ত্তা বৈদ্যজাতির নিকট এই প্রশ্রয় প্রকাশ করিতে সাহসী হইয়াছি, বহুকালসংরূঢ় সংস্কার হৃদয় হইতে উন্মূলিত করা কঠিন, জ্ঞানের উপরও ইহার প্রভুত্ব, নিশ্চয়বিৎকেও

ইহা সংশয়ারূঢ় করে, কূর্ম্মগ্রীবার ন্যায় কুসংস্কার কলুষিত চিত্ত একবার প্রবৃত্ত ও অপরবার নিবৃত্ত হয়, এ নিমিত্ত জাতীয় প্রত্যেক ব্যক্তির অধ্যবসায় থাকা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। জাতীয় সংস্কার-কার্য্য নিতান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িতেছে। অন্যথা দিন দিন বৈদ্যজাতিকে ক্ষীণ ও হীন হইতে হইবে। জাতীয়-বলসঞ্চয় নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে। সকল প্রকার ইষ্টলাভেই স্ব স্ব তেজ ও মাহাত্ম্যের অধীন। বিনা প্রবৃত্তি স্বয়ং কোনও কার্য্য হয় না। সুপ্ত সিংহের মুখে মৃগ আসিয়া স্বয়ং প্রবেশ করে না। কালের কর্ত্তৃত্বের সঙ্গে নিজের কর্ত্তৃত্ব একটু না মিশাইলে কার্য্য হয় না।

আমাদের এই সকল বাক্যে হয় ত কেহ আমাদিগকে উন্মত্ত মনে করিবেন, হয় ত আমাদের পূর্ব্বোক্ত জাতিভ্রংশ হেতুক কায়স্থগণের উৎপত্তি ও একত্র অবস্থান শুনিয়া বন্ধুগণ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া আমাদের বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিবেন না। অনেকে হয়ত অনেক বৈদ্যকায়স্থ হইয়া কায়স্থজাতিমধ্যে মিশ্রিত হইয়া আছেন ইহা সহ্যই করিতে পারিবেন না অথবা ঐ কায়স্থজাতির অন্তর্ভূত অনেকগুলি লোক আমাদেরই আত্মীয় ইহা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইবেন। এদিকে ব্রাহ্মণেরা এবং হয়ত অনেক কায়স্থও বৈদ্যগণকে ব্রাহ্মণের অন্তর্নিবিষ্ট শুনিয়া উপহাস ও নিতান্ত অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করিবেন; কিন্তু কালের কি মহীয়সী শক্তি! প্রবল বাত্যার ন্যায় ইহা এক স্থানের দ্রব্যসমূহকে অন্যত্র প্রক্ষিপ্ত, ভগ্ন, প্রভগ্ন, বিপর্য্যস্ত ও বিধ্বস্ত করিয়া নানা প্রকার বিভিন্ন দ্রব্যের সহিত একত্র মিলিত করিয়া রাখিয়াছে। তত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তিরা মনোযোগ সহকারে ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন ও সমাজ সংস্থাপনের সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিলে এই সত্য ব্যতীত অপর কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন না।

বৈদ্য-মহাশয়দিগের মধ্যে অনেকে জাতিনাশ ভয়ে এরূপ কাজকে

সাহসিক মনে করিতে পারেন, কিন্তু উন্নতির নিমিত্ত এরূপ সাহসিক কাজ নিন্দনীয় নহে। জন্মরূপ জাতির নাশ ক্রিয়ারূপ জাতির নাশেই হইয়া থাকে, ইহা প্রমাণ হইয়াছে, কিন্তু ক্রিয়ারূপ জাতির নাশ কাহার কতদূর পর্য্যন্ত হইয়াছে ইহাই দর্শনীয়। পূর্ব্বদেশীয় বৈদ্য-দিগের সকলেরই কি ক্রিয়ানাশ অধিক হইয়াছে? আর এ দেশের বৈদ্যদিগের কি সকলেরই ক্রিয়া সমভাবে আছে? নিরপেক্ষ সমাজ-স্থাপনাদ্বারা এই সকল নির্ণয় অনায়াসেই হইতে পারে। পূর্ব্বকালে ত্রৈবর্ণিক বিবাহে যে জাতি উন্নতি সাধন করিয়াছিল সেই জাতি যে আজি সবর্ণা বিবাহে ও সবর্ণের সহিত মিশ্রণে ভয় করিতেছে ইহাই আরও অধঃপতনের মূল। যত পরস্পর পৃথক ও ভিন্ন ভিন্ন হইবে ততই ক্ষীণ ও নিস্তেজ হইয়া অপরের নিকট হেয় হইবে, ইহা প্রকৃতি-প্রদর্শিত অখণ্ডনীয় নিয়ম।

এই আহূত সভায় আর একটী জাতি হিতকর বিষয়ের মীমাংসা করা কর্ত্তব্য। অন্যান্য জাতির ন্যায় বৈদ্যজাতিতেও বরের শিক্ষাজন্য উপাধি ও অন্যান্য গুণের নিমিত্ত কন্যাকর্ত্তার নিকট হইতে বরকর্ত্তা যে অনুপযুক্ত পণ আদায় করিয়া থাকেন তাহা জাতির পক্ষে অত্যন্ত অহিতকর। ইহা জানিয়াও কেহও এই অন্যায় লাভের হানি হইবার ভয়ে তাহা হইতে নিবৃত্ত হইতেছেন না। কিন্তু অদ্যাবধি কোন্ ব্যক্তি ঐরূপে লব্ধ অর্থে বৃথা জাঁকজমকে অবস্থার অযোগ্য ব্যয় ব্যতীত কোনও শুভকার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিয়াছেন? পাত্রের উৎকর্ষে আকৃষ্ট ব্যক্তি অতি সাধু সদাচার ও বিদ্যা বিনয়াদি গুণসম্পন্ন হইলেও তিনি স্বীয় কন্যাকে বরকর্ত্তার অনুচিত ধনস্পৃহা হেতুক সৎপাত্রে অর্পণ করিতে পারেন না, তদপেক্ষা হীণ, হয় ত নিতান্ত অযোগ্য পাত্রে দান করিতে বাধ্য হন। এই রূপে বহু অর্থ না থাকাতে সদ্বংশীয়ের কন্যা অযোগ্য পাত্রে অর্পিত হইতেছে। এদিকে ধনদানক্ষম নিকৃষ্টব্যক্তিও

ঐরূপ উৎকৃষ্টব্যক্তির উৎকৃষ্ট পুত্র লাভার্থে বরকর্ত্তাকে প্রলোভিত করিতেছে। প্রলোভিত বরকর্ত্তা ঐ অন্যায় লব্ধ অর্থ পাইয়া অবস্থার অতিক্রমে যথেচ্ছ অপব্যয় করিতেছেন। বরকন্যার উপযুক্ত সংবন্ধের প্রতি কেহই দৃষ্টি রাখিতে পারিতেছেন না। এনিনিত্ত বহু অযোগ্য সংবন্ধ ঘটিয়া জাতীয় সমাজে নানা অনিষ্ট উৎপন্ন হইতেছে অথচ জাতীয় অর্থও বৃথা ব্যয় হইতেছে। সকলেরই যে পুত্রই হইবে বা পুত্র সংখ্যা অধিক হইয়া লাভ হইবে এরূপ সম্ভাবনা নাই। কন্যা ও পুত্র প্রায় সকলেরই হয় এবং লাভ লোকসানও সমানই হয়, বরং লাভের ঘরে শূন্য থাকিয়া লোকসানের ঘরেই কিছু পড়িয়া থাকে। জাতীয় অবস্থার অনুসারে অর্থের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া ধনবানদলের অনুকরণেই এই বিভ্রাট ঘটিতেছে। সাম বাদ ও সাম্যনীতির অর্থ এমনই বিকৃতরূপে লোকের হৃদয়গত হইয়াছে যে নির্ধনেও ধনবানের সহিত সমানভাবে চলিতে চাহিতেছে। ধনজাতিক ইংরাজাদির অনুকরণে সদাচার ও জ্ঞানজাতিক আর্য্য সন্তানেরাও ধনদ্বারাই সমাজে আপনাদের মাহাত্ম্য প্রদর্শনে অভিলাষী হইতেছেন। ধনে অল্প হওয়াকেই জাতিতে নিকৃষ্ট হওয়া মনে করিতেছেন ও দিন দিন অধোগত হইতেছেন। অর্থকৃশতা থাকিলেও সমাজে প্রচুর অর্থবানের ন্যায় চলিতেছেন, ধনবানের যোগ্য নানা প্রকার বিলাস ও অপ্রয়োজনীয় সামগ্রীকেও প্রয়োজনীয় বোধ করিয়া গৃহশোভা ও বেশভূষার অভি-নিবেশ করিতেছেন। লোকের চক্ষে ধনবান্‌রূপে প্রতীয়মান হইতে ইচ্ছা করিয়া আপনাকে প্রতারিত করিতেছেন। জাতীয় বিপদের দিনে এরূপ অনর্থক অর্থব্যয়, বিশেষতঃ যাহাদের কন্যা পুত্রাদির বিবাহে সানন্দে উপযুক্ত ব্যয় করিবার সম্ভাবনা নাই, যাহাদের পরের অর্থশোষণে প্রবৃত্তি হয়, তাহাদের পক্ষে এরূপ অপব্যয় ভাল নহে।

এরূপ অর্থব্যয় জাতীয় হীনতারই হেতু হইতেছে। তাহার উপর পর হইতে অন্যায়রূপে অর্থ গ্রহণ করিয়া স্বীয় অবস্থার অতিক্রান্ত ব্যয় ও বিবিধ অপ্রয়োজনীয় বিষয়ে অপব্যয় করিয়া অর্থ উড়াইয়া দিয়া নিজের ও অভিনব আত্মীয়ের দুঃখ উৎপাদন করা চরম হীনতা ও নীচতার কারণ। বৈদ্যজাতি সাধারণতঃ অর্থবান্ জাতি নহে। জীবিকামাত্রলাভে পরের মঙ্গলসাধনই এ জাতির উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু সমাজ কিছু দিন এমনই নীচপ্রবৃত্তি ও কৃপণ হইয়া পড়িয়াছিল যে বৈদ্যকে কেহ তৎকৃত উপকারার্থ তাঁহার জীবিকামাত্র দিতেও কুণ্ঠিত হইত। দরিদ্র লোকদের ন্যায় সমর্থেরাও বৈদ্যের দক্ষিণাদি না দিয়া লাভবান্ হইলেন বিবেচনা করিতেন এবং বৈদ্য বিনা জীবিকাতেই সমাজের চিকিৎসা করেন এরূপ আশা করিতেন। এই কারণে তাঁহারা ইচ্ছানুরূপ শাস্ত্রানুসারিণী চিকিৎসা সর্ব্বদা করিতে পারিতেন না, সুতরাং তাহা সর্ব্বদা ফলবতীও হইত না। এদিকে দেশে ইংরাজী, হাকিমি প্রভৃতি নানাবিধ চিকিৎসা প্রবর্ত্তিত হওয়ায় তাহাদের জীবিকা লুপ্তপ্রায় হইতেছিল, কিন্তু এখন ইংরাজী চিকিৎসাতে বহু অর্থব্যয়, অথচ তাহাতে সর্ব্বদা ফলাভাব অথবা বিপরীত ফল দেখিয়া লোকে পুনরায় দেশীয় চিকিৎসার পক্ষপাতী হইয়াছেন। সকল প্রকার চিকিৎসার অন্তে কবিরাজদের চিকিৎসার আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া এখন অনেকে দেশীয় চিকিৎসার নিমিত্ত অর্থব্যয় করিতে প্রস্তুত হইতেছেন। কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে, এ চিকিৎসা প্রণালীতে রাজার সহায়তা নাই, তাঁহারা ইংরাজী চিকিৎসারই পক্ষপাতী সুতরাং ইংরাজী চিকিৎসাপ্রণালীই বহুপ্রচার লাভ করিতেছে। পরন্তু ঐ প্রণালীর চিকিৎসাতে সর্ব্বজাতীয়েরই অধিকার আছে। সম্প্রতি বৈদ্যদিগের প্রণালীর চিকিৎসাও নানা জাতিতে জীবিকার্থ অবলম্বন করিতেছেন। যদিও ঐ সকল লোক বৈদ্য-

জাতির বংশপরম্পরাগত নবাবিষ্কৃত ঔষধ সকল ও তাহাদের প্রয়োগ অবগত হইতে পারিতেছেন না, তথাপি সাধারণে তাঁহাদের শাস্ত্রীয় চিকিৎসাদ্বারা বহু ফল লাভ করিতেছেন। ইহাও বৈদ্যজাতির চিকিৎসা-প্রচারের কারণ হওয়ায় আনন্দেরই বিষয় হইয়াছে, কিন্তু ইংরাজী, কবিরাজী, হাকিমি প্রভৃতি নানা প্রণালীর চিকিৎসা নানা জাতিতে যথেচ্ছরূপে গ্রহণ করাতে বৈদ্যজাতিও অংশত স্বীয় জীবিকা ত্যাগ করিয়া পরকীয় জীবিকা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। বৈশ্যবৃত্তি বা শূদ্রবৃত্তি ইহাঁদের উপযুক্ত নয়। এইরূপে কি স্বধর্ম্ম-রক্ষক কি পরধর্ম্মাবলম্বী প্রায় কাহারও ঋদ্ধি বৃদ্ধি নাই; কেবল কোনও প্রকারে দিনপাত করিতেছেন, কোনও প্রকারে চরিত্র, বিদ্যা ও বিনয় রক্ষা করিতেছেন। এরূপ অবস্থায় যে যাহা কিছু সঞ্চয় করিতে সক্ষম হইতেছে—তাহা যদি এইরূপে অপব্যয় হইয়া যায় তবে জাতীয় সুখ সম্পত্তি ও বৃদ্ধি কিরূপে হইবে? বিবেচনা করা উচিত যে সকলেরই সমান দায়, এবং সকলেরই সমান ইচ্ছা, এবং সকলের উন্নতিতেই জাতীয়-উন্নতি। এরূপ স্থলে অর্থবানেরা যদি পাত্রের মূল্যবৃদ্ধি করিয়া সাধারণের অমঙ্গলের কারণ হন এবং পুত্রবানেরা যদি লুব্ধ হইয়া তাহাতে সম্মত হন তবে বৈদ্যজাতি কি প্রকারে সুস্থ থাকিবে? লুব্ধ পুত্রবানেরা ও প্রলোভনকারী অর্থবান্ কন্যাকর্ত্তারা কি স্বজাতির এই অনিষ্ট করিয়া আপনারই অনিষ্ট করিতেছেন না? এ ভ্রম তাঁহারা কেন বুঝিতেছেন না? তাঁহাদেরও কি এক সময়ে কন্যাদান করিতে হইবে না? অথবা বর্ত্তমান স্বার্থ-দৃষ্টিতে অন্ধ হইয়া ভবিষ্যৎ অনর্থ দেখিতে পাইতেছেন না বলিয়াই এই দুর্ঘটনার মূল হইতেছেন। অবশ্যই এক সময়ে একবার তাঁহা-দিগের কতকগুলিকে এ অসৎকর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইতে হইবে। অবশ্যই সকলের অবসর এক সময়ে হইবে না, কিন্তু সকলেই কি

তদর্থ-ভবিষ্যতের নিমিত্ত জাতীয় সমাজের নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে পারেন না? এবং তদনুসারে এই অসৎকর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইয়া জাতীয় সকলের উন্নতিতে তিনিও পুত্রপৌত্রাদিক্রমে লাভবান্ হইবেন না? এবং চিরকাল স্বজাতিকে সুখী করিতে পারিবেন না? এদিকে এই অসৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত থাকিলে তিনি কি দিন দিন জাতির সহিত হীনদশা প্রাপ্ত হইবেন না? পুত্রের বিবাহে যদি তুমি কিছু অর্থ অনায়াসে পাও তবে তোমার তাহাতে লাভ কি হয়? অবশ্য সেই সময়ের নিমিত্ত তুমি অর্থ পাইয়া তাহা ইচ্ছামত ব্যয় করিয়া দুই এক দিনের সুখ পাইতে পার, কিন্তু তোমার বা তোমার ভ্রাতার কন্যার যখন বিবাহ দিতে হইবে তখন কি ঐরূপ অনায়াসলভ্য অর্থের সুখ পাইতে পারিবে? অথবা এখন অন্যে তোমার নিকট তোমার ন্যায় অর্থের দাবি করিতেছেন বলিয়া কষ্টে দগ্ধ হইতে হইবে? যে কাজ তোমার প্রতি করিলে তুমি নিজে দগ্ধ হও সেই কাজ তোমরা স্বজাতির উপর করিয়া পরস্পর কেন দগ্ধ হইতেছ ও দগ্ধ করিতেছ? সকলে একমত হইয়া একটা জাতীয় বৃহতী সভা আহরণ করিয়া এই কুপ্রথা হইতে প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক নিবৃত্ত হও এবং আত্মীয়গণকে নিবর্ত্তিত কর। অলঙ্কারাদির সহিত পণাদির পরিমাণের একটা সীমা করিয়া দেও, সেই নির্দ্ধারিত সীমা অতিক্রম করিলে কন্যাকর্ত্তা ও বরকর্ত্তা উভয়েরই অতিক্রমাধিক প্রায়শ্চিত্ত ও তদকরণে জাতচ্যুতিরূপ শাসন ব্যবস্থা সমাজের সকলে দৃঢ়মত হইয়া স্থির কর। গোপনে ঐ কার্য্য সমাহিত হইলে তৎপ্রকাশে তদপেক্ষা গুরুতর প্রায়শ্চিত্তদণ্ড বিধান বিষয়ে সকলে একমত হও। দেখ এইরূপ একতায় জাতীয় মঙ্গল হয় কি না? বিবাহ-বিভ্রাট হইতে নিষ্কৃতি পাও কি না? যে ব্যক্তি সমস্ত জাতিকে অবজ্ঞা করিবে, সে যেই হউক না কেন সে অবশ্যই সমাজের মঙ্গলের নিমিত্ত, জাতীয় মঙ্গলের নিমিত্ত, দেশের মঙ্গলের

নিমিত্ত দণ্ডনীয় বা পরিত্যজ্য হইবে। "ত্যজেদেকং কুলস্যার্থে" এই দেশের এই চিরপ্রসিদ্ধ সুনীতির অনুসরণ না করিয়া কেন আমরা অধর্ম্ম করিয়া তদর্থ কুফল ভোগ করিব? "কষ্টাবৃত্তিঃ পরাধীনা কষ্টো বাসো নিরাশ্রয়ঃ। নির্ধনো ব্যবসায়শ্চ সর্ব্বকষ্টা দরিদ্রতা॥" একে জাতীয় বহু লোক পরাধীন জীবিকায় কষ্ট ভোগ করিতেছেন, অধিকাংশেরই কষ্টে সৃষ্টে দিনপাত হইতেছে, ইহার উপর কিছু সঞ্চয় করা নিতান্ত দুঃসাধ্য হইয়াছে, তাহার উপর যদি আমরা আপনাদিগের স্বজাতীয়দের প্রতিই এইরূপ দুর্ব্যবহার করিয়া স্বজাতির দরিদ্রতা উৎপাদন করিয়া পীড়ন করি, তবে আমাদিগকে আর কে রক্ষা করিবে? পরস্পরের রক্ত পিপাসু আমরা শীঘ্রই জাতায় উন্নতির হেতু উপযুক্ত আহারাদির অভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইব। তুমি নিজে নিঃস্ব হওয়ায় পুত্রের বিবাহ ব্যয় সম্পাদনে অসমর্থ, কন্যাকর্ত্তাও তোমারই ন্যায় অথবা তোমার অপেক্ষাও নিঃস্ব ও অসমর্থ। তবে তাঁহার কন্যা তিনি অধিক দিন অবিবাহিত রাখিতে পারিতেছেন না বলিয়া, তাঁহার বিপদ্ দেখিয়া, যদি তাঁহার প্রতি নিষ্ঠুররূপে উভয়ের বিবাহের সমস্ত ভার ও তদতিরিক্ত তোমারও ধনতৃষা পূরণার্থ তাঁহাকে পেষণপূর্ব্বক নিঃস্ব ও ঋণগ্রস্ত হইতে বাধ্য করিয়া যাবজ্জীবনের নিমিত্ত তাঁহাকে দুঃখী করিতে চাও, এবং নিজেও যদি ঐ নিষ্পীড়িত অর্থের যথেচ্ছ ব্যবহারে দুই এক দিনের জাঁক জমকে মনের সাধ মিটাইয়া শেষে আমোদপূর্ণ করণার্থে নিজেও ঋণী হও, তবে কি পুত্র ও পুত্রবধূর উভয় কুলকেই নিঃস্ব করিয়া সম্পূর্ণরূপে নিরবলম্ব করিলে না? দুজনকে কি সংসারের দুরবগাহ স্রোতে ভাসাইয়া দিলে না? এইরূপে স্বয়ং অবস্থার অযোগ্য কর্ম্ম করিয়া এবং নূতন আত্মীয়কেও তাঁহার অযোগ্য ব্যয় করাইয়া উভয়ে নিঃস্ব হওয়া অপেক্ষা কি উভয়েরই অবস্থা যোগ্য যথাসম্ভব ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া বিবাহকার্য্য সম্পাদন

করা ভাল নয়? শুভ বিবাহকার্য্যের মূল হইতে এরূপ অশুভের সূত্র-পাত করা কি বুদ্ধিমান্ জ্ঞানবান্ ও কর্ম্মবান্ জাতির কর্ত্তব্য? পরের অনুসরণ করিয়া অর্থব্যয় করিয়া মাহাত্ম্য দেখান কি ব্রাহ্মণ জাতির কর্ত্তব্য? ব্রাহ্মণ জাতি কোন্ কালে ধনলোভ করিয়াছে, এবং কোন্ কালেই বা ধনী হইয়াছে? ইহারা কখন সঞ্চয়ী জাতি নয়। অর্থা-ডম্বরে ইহাদের মান নয়, ইহাদের কার্য্য সৌষ্ঠব, জ্ঞান ও সদাচারই এ দেশের লোকদের আদর্শভূত ছিল এবং অদ্যাপি তাদৃশই হওয়া উচিত। অন্য জাতিকে অনুসরণ করিয়া চলা বৈদ্যজাতির নির্বুদ্ধিতা। এরূপ নির্বুদ্ধিতাই জাতিহীনতার পরিচয় দেয়। এরূপ বিলাস ও মোহ বৈদ্যজাতিকে আক্রমণ না করুক। এ জাতি উত্তরোত্তর যেন তমোময় গর্ত্তে প্রবেশ না করে।

এক্ষণে আমরা তৃতীয় কর্ত্তব্যের বিষয়ে সমাজে কিরূপ সংস্কার আবশ্যক তাহা বিজ্ঞগণের বিবেচনার নিমিত্ত শাস্ত্রানুসারে যাহা কর্ত্তব্য এবং ব্যবহারে যাহা করা হইতেছে তাহা দেখাইতেছি। বর্ত্তমান প্রথায় যে সংস্কার আবশ্যক তাহাও প্রদর্শন মাত্র করিতেছি। কিরূপে ইহার সংস্কার হইতে পারে তাহা বিচক্ষণগণ বিবেচনা করিবেন। এই সংস্কারটী ব্রাহ্মণ কায়স্থাদি সমন্বিত বৃহৎ সমাজের সাধ্য। এ জন্য তাহাতে সমস্ত জতীয় বিচক্ষণগণের সমবেত হওয়া কর্ত্তব্য। অন্ধের ন্যায় গতানুগতিক ন্যায়ে ক্রমশই তমোমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অধঃপতিত হওয়া অপেক্ষা যথাসময়ে সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য এবং এই অধঃপাত হইতে রক্ষার নিমিত্ত সমস্ত আর্য্যসন্তানেরই যথাশক্তি চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

যখন স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে আমাদিগের প্রদর্শিত এই গ্রন্থোক্ত অর্থসকল ভগবান্ মনুর অবলম্বিত যুক্তির ও তৎপ্রযুক্ত পদসমূহের

এবং তদানীন্তন লৌকিক ব্যবহারের অনুযায়ীই হইতেছে, এবং কূল্লুকাদির কৃত অর্থের কুত্রাপি সঙ্গতি হয় না, যখন দেখা যাইতেছে যে অস্মদুক্ত মনুর অর্থই তাঁহার স্থানান্তরোক্ত বাক্যের সহিত সামঞ্জস্য হইতেছে অন্যথা তাঁহার স্ববচনেরই বিরোধ হয়, যখন দেখা যাইতেছে যে প্রসিদ্ধ প্রাচীন সংহিতা সকলে এবং অন্যান্য প্রাচীন শাস্ত্রেও অস্মদুক্তরূপ অর্থই প্রকাশ করিতেছে, তখন কুল্লূকাদির ন্যায় অযথা অর্থ প্রকটন করিয়া উচ্চতর ব্রাহ্মণশ্রেণীর নিন্দা করা ব্রাহ্মণ-জাতির কর্ত্তব্য নয়।* কারণ মনুর অর্থের বিপরীত অর্থ বেদার্থেরও বিপরীত যে স্মৃতি বেদ ও মন্বর্থের বিপরীত সে স্মৃতিও যখন অগ্রাহ্য হয়, তখন অজ্ঞান বা বিদ্বেষপর ব্রাহ্মণের কৃত তাদৃশ অর্থ যে অগ্রাহ্য ও হেয় হইবে তাহাতে সন্দেহ করা কর্ত্তব্য নয়। শাস্ত্রকারেরা বলেন বেদ ও মনুর অপমানকর্ত্তা নাস্তিকদিগকে সমাজের বহিষ্করণীয় বলিয়া গণনা করা কর্ত্তব্য। যে নাস্তিকেরা ধর্ম্মশাস্ত্রের সদর্থ চাপিয়া অযথা অর্থ প্রকাশ করে এবং তদ্দ্বারা স্বজাতীয় শ্রেণী বিশেষকে ক্ষত্রিয়গণকে ও বৈশ্যগণকে শূদ্র বলিয়া প্রচার করে এবং তাহাতে সমাজের বিশ্বাস জন্মাইয়া নিজ অর্থানুসারে কাজ করে ও করায়, অর্থাৎ যাহারা চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজকে কেবল শূদ্রমাত্রে পরিণত করিতে নিরন্তর কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করে এবং নিজেরাও শূদ্রকর্ম্মা হয়, তাহারা সমাজের নিকট

---

* এখন রাজদণ্ডের ভয় নাই বলিয়াই এইরূপ করিয়াছেন, পূর্ব্বকালে করিতে পারিতেন না। পূর্ব্বে কেহ স্বজাতীয়ের প্রতি অহঙ্কার করিয়া "তোমার ইহা জানা নাই", "তুমি এ দেশীয় নহ" "তোমার এ জাতি নহে", "তোমার উপনয়নাদি কোনও সংস্কার নাই", "তোমার শরীর অশুচি" ইত্যাদি মিথ্যা করিয়া বলিলে তাহার ২০০ দুই শত পণ অর্থ দণ্ড হইত তাহা মনু বলিয়াছেন। যথা "শ্রুতং দেশঞ্চ জাতিঞ্চ কর্ম্ম শারীরমেব চ। বিতথেন ব্রুবন্ দর্পাৎ দাপ্যঃ স্যাৎ দ্বিশতং দমম্" ৮ অ, ২৭৩ শ্লোক।

কিরূপ ব্যবহার পাইবার যোগ্য তাহা বিচক্ষণ মহাশয়েরা বিবেচনা করুন। সামাজিক ধর্ম্মশাস্ত্র রক্ষার ও বর্ণধর্ম্ম রক্ষার ভার পাইয়া যাহারা নাস্তিকতাদি প্রযুক্ত সর্ব্বাগ্রে শূদ্রত্বাবাপন্ন হইয়াছে, শাস্ত্রের অর্থ পরিবর্ত্তন করিয়াছে এবং চারি বর্ণকেই শূদ্ররূপে প্রতিপন্ন করিয়াছে তাহারা কিরূপ ধর্ম্মশাস্ত্ররক্ষা বর্ণধর্ম্মরক্ষা করিয়াছে তাহা সাধারণে অবলোকন করুন। এই নাস্তিকেরা স্বয়ং শাস্ত্র মানে নাই এবং অন্যকেও মানিতে দেয় নাই। শাস্ত্রের অনভিপ্রেত স্বকপোলকল্পিত অর্থকে শাস্ত্রার্থ বলিয়া প্রচার করিয়া দেশ ছারখার করিয়াছে। লোকে বলে নাস্তিকেরা বৈদ্যরাজগণকর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছিল কিন্তু ব্রাহ্মণবেশধারী কতকগুলি প্রচ্ছন্ন নাস্তিক যে মধ্যে মধ্যে আবির্ভূত হইয়া শাস্ত্রার্থ প্রকাশের ভান করিয়া শাস্ত্রবিশ্বাসী আর্য্যগণকে মজাইয়াছে এবং আপনারাও সবংশে মজিয়াছে তাহা কি বিজ্ঞগণ এখনও প্রত্যক্ষ করিতেছেন না? ইহারা কেবল অগ্নি ও সংস্কারমাত্র ত্যাগ করে নাই; বেদও পরিত্যাগ করিয়াছে; এদিকে মনু ও বৃহস্পতি উভয়েই বলিতেছেন যে বেদের অবিরুদ্ধ তর্ক দ্বারা যে ব্যক্তি ঋষিপ্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্রের উপদিষ্ট অর্থের অনুসন্ধান করে, সেই ব্যক্তিই ধর্ম্ম জানিতে পারে, অপরে পারে না।* কিন্তু যাহারা বেদই জানে না, জানিলেও মানে না, তাহারা বেদের অবিরুদ্ধ অর্থ লইয়া কি প্রকারে স্মৃত্যর্থের নির্ণয় করিবে? শঠতা পূর্ব্বক নিজের ও নিজ নাস্তিক সম্প্রদায়ের প্রাধান্য স্থাপন ও বর্ণ চতুষ্টয়কে প্রতারিত করিয়া বিনষ্ট করাই যাহাদের অভিপ্রায় তাহাদের দ্বারা ধর্ম্মরক্ষা কি প্রকারে হইবে? যাহারা জাতিও মানে না, বর্ণও মানে না, তাহারা শাস্ত্রার্থ প্রকাশ দ্বারা জাতি রক্ষা করিতে কেন চেষ্টা করিবে?

* আর্ষং ধর্ম্মোপদেশঞ্চ বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা। যস্তর্কেণানুসন্ধত্তে সধর্ম্মং বেদনেতরঃ। মনু ও বৃহস্পতি।

আপনাদিগের প্রাধান্য কীর্ত্তন করিতে ধর্ম্মোপদেশের ব্যপদেশে আপনাদিগকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া কেন না পরিচয় দিবে? প্রকৃত শাস্ত্রার্থ-বাদী ও বেদের প্রকৃতার্থ-বেত্তা বৈদ্যদিগকে কেন না অপদস্থ করিতে চেষ্টা করিবে? এই সকল নাস্তিকের কুহকে পড়িয়া আমাদের দেশের প্রায় সকল ব্রাহ্মণ ব্রহ্মণ্য হারাইয়াছেন। তাঁহারা বেদ হারাইয়াছেন, স্মৃতির সদর্থ হারাইয়াছেন, যুক্তি হারাইয়াছেন, এবং ধর্ম্মও হারাইয়াছেন; কেবল তাহাই নয়, যাহারা আপনাদের সহিত ছয় জাতির দ্বিজসমন্বিত ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়কে বর্ণাদিহীন বলিয়া অধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিয়া তাহার মূল্যস্বরূপ অর্থ সাহায্যও গ্রহণ করিতেছেন, অধর্ম্ম ভয়শূন্য হইয়া শূদ্র অপেক্ষাও শতগুণে জঘন্যাচার হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহাদের এই সকল ক্রিয়াকে আর প্রশ্রয় দেওয়া সমাজের কর্ত্তব্য নয়। তাহাতে উভয়েরই অনিষ্ট হইতেছে। তবে যদি তাঁহারা সমবেত হইয়া পুনঃ সংস্কার দ্বারা দেশমধ্যে আবার জ্ঞান ও সদাচারের প্রাধান্য সংস্থাপন করিতে পারেন ও অর্হণীয়গণকে যথাযোগ্য সম্মান ও অযোগ্যগণকে স্বশ্রেণীবহির্ভূত করিয়া আপনারাও শুদ্ধ ও সুসংস্কৃত থাকিতে পারেন তবেই তাঁহাদিগকে সমাজের যথেষ্ট সাহায্য করা কর্ত্তব্য। কিন্তু তাহা তাঁহারা এক্ষণে করিতে পারিবেন না। এরূপ সংস্কারকার্য্য বৈদ্য ও ব্রাহ্মণগণ মিলিত হইয়া চিরকাল করিয়া আসিয়াছেন। সমাজের শেষ সংস্করণও বৈদ্য কর্ত্তৃকই হইয়াছিল। কিন্তু এখন বৈদ্যরাজার স্থলে ম্লেচ্ছ রাজা। তাঁহারা সমাজকার্য্যে দেশীয়দের সহায়তা গ্রহণ করেন না; দেশীয়দিগকে সে সম্মান দিতে চাননা। দেশীয়দিগের অভীপ্সিত নিয়মও প্রচলিত করিতে যত্ন করেননা। সুতরাং বৈদ্য ও ব্রাহ্মণ এখন সকলেই অকর্ম্মণ্য হইয়া সমভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন।

বৈশ্য, যাজক, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য সমস্ত জাতিই এখন প্রভাবহীন হইয়া শূদ্রতুল্য হইয়াছেন, আর্য্যশাস্ত্রীয় নিয়ম অনার্য্যরাজারা মানেন না বলিয়া তাহা শিক্ষা ও পালন করিতে কেহ সবিশেষ যত্ন করেন না, আর্য্য-ভাষা ও স্বভাষায় শিক্ষিতেরা নিরন্ন হইতেছেন দেখিয়া তাহাতেও কেহ যত্ন করিতে সাহসী হন না। রাজার এসকল বিষয়ে উপযুক্ত উৎসাহ দেওয়া নাই, এজন্য আর্য্যভাষা, আর্য্যশাস্ত্রার্থজ্ঞান ও আর্য্যাচার দিন দিন বিলুপ্ত হইতেছে। বর্ত্তমান কালে যে প্রণালীতে আর্য্যভাষা ও দেশীয় ভাষায় লোকদের প্রবৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায় তাহা জ্ঞানোন্নতি বা ঐহিক উন্নতির জন্য নহে, তাহা কেবল পল্লবগ্রাহিতা ও অকালপক্কতা প্রকাশের নিমিত্ত। তাদৃশ শিক্ষা মঙ্গলের নিমিত্ত না হইয়া অমঙ্গলের নিমিত্তই হইতেছে, কেবল বৃথা জ্ঞানের নিমিত্ত কালহরণ হইতেছে। সংস্কৃত চর্চ্চার প্রধান প্রধান স্থল সকল কেবল নাম মাত্রে পর্য্যবসিত হইতেছে। শাস্ত্রসকল গভীর প্রলয় 'পয়োধিজলে' নিমগ্ন; শাস্ত্রোক্ত ক্রিয়াকাণ্ডও বিলুপ্ত। যাহা কিছু অনুকরণ মাত্র আছে তাহা নিতান্ত নিষ্ফল। বর্ত্তমানকালের গুরুপুরোহিতাদি ব্রাহ্মণেরা প্রায় সন্তানদিগকে চাকরীর নিমিত্ত ইংরাজী শিখিতে প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। তাঁহারা নিজেও চাকরী করিয়া ব্রাহ্মণত্ব হারাইয়াছেন। তাঁহাদের বংশাবলীর মধ্যে যাঁহারা নিতান্ত অকর্ম্মণ্য, মূর্খ ও কাণ্ডজ্ঞানশূন্য এবং ভ্রষ্টাচার তাঁহারাই এখন পৌরোহিত্য ও দীক্ষাকার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন। তাঁহারা নিজেই অসিদ্ধ, বিধিবৎ সংস্কারহীন, বেদহীন, জ্ঞানহীন, অগ্নিহীন ও লুপ্তক্রিয় হইয়া বর্ণসঙ্কর হইয়া পড়িয়াছেন। ইহাদিগের দ্বারা ক্রিয়াকলাপ কখনই সিদ্ধ হয় না। সদ্‌ব্রাহ্মণেরা এ সকল কার্য্যে প্রবৃত্ত হন না। সুতরাং শিষ্য যজমানদিগের বৃথা অর্থব্যয় ও পণ্ডশ্রম হইতেছে, অধিকন্তু ধর্ম্মশাস্ত্রের বিরুদ্ধ কর্ম্মজন্য ভয়ানক অনিষ্ট উৎপাদিত হইতেছে।

প্রথমত মন্বাদিধর্ম্মশাস্ত্রের মতে বর্ত্তমানকালে ব্রাহ্মণদিগের অনেকেই বেদত্যাগ, অগ্নিত্যাগ, পরদারাভিগমন, অযাজ্য যাজন, অসৎ প্রতিগ্রহ, অবিক্রেয়ের বিক্রয়, অসচ্ছাস্ত্রাভিগমন, নাস্তিকতা, কুশীলবতা, মদ্যপায়িস্ত্রীসেবন, মিথ্যা সাক্ষ্য, ব্রহ্মোত্তর হরণ, অসারল্য, সঙ্করীকরণ কুসীদজীবন, অসত্যভাষণ, শূদ্রসেবা, ব্রাত্যতা, মদ্যানুগত ভোজন ইত্যাদি বহুবিধ পাপাচরণ দ্বারা পতিত হইয়াছেন। ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, চৌর্য্য, গুরুপত্নীগমন ও এই সকল পাপকারীদিগের সহিত সংসর্গ এই পঞ্চ মহাপাতক ও অভোজ্য ভোজনাদি উপপাতক করিয়া অনেক ব্রাহ্মণ পতিত হইয়াছেন। প্রায়শ্চিত্ত করিয়াও সমাজ মধ্যে কেহ নির্দ্দোষ থাকিতে পারিতেছেন না। মহাপাতক, অতিপাতক, উপপাতক অনুপাতকের পর প্রায়শ্চিত্ত না করিয়া অশুদ্ধই আছেন। তদনন্তর অন্যান্য ধর্ম্মগ্রহণে সকলে সঙ্কীর্ণবর্ণ হইয়াছিলেন, বিপৎ পাত হইলেও শূদ্রকার্য্য করিবার বিধান না থাকায় অথচ শূদ্রকার্য্য করায়ও অনেকে পতিত হইয়াছেন। সূপকার, শূদ্রযাজী, বিদ্যাবিক্রয়ী ও মসীজীবী হইয়াও অনেকে জাতিচ্যুত হইয়াছেন। সদ্‌ব্রাহ্মণের সহিত শূদ্রযাজী ব্রাহ্মণেরা নিমন্ত্রিত হইলে ঐ শূদ্রযাজীদিগের সংস্পর্শ মাত্রে ঐসদ্‌ব্রাহ্মণ দানের অযোগ্য হন। তাহাদিগের সঙ্গী ঐ সদ্‌ব্রাহ্মণকে দান করিলেও ফল হয় না। বেদবিদ্ ব্রাহ্মণও লোভপ্রযুক্ত দানগ্রহণ করিলে অব্রাহ্মণ হইয়া যান এই সকল শাস্ত্রীয় বচনানুসারে আমাদের দেশে শ্রাদ্ধ কর্ম্ম ব্রতাদিতে দানের যোগ্য ব্রাহ্মণ পাওয়া যায় না, অথবা উক্ত প্রকার ব্রাহ্মণই নাই।

এত গেল যাঁহারা ব্রাহ্মণ ছিলেন পরে স্বীয় কার্য্যদোষে যাঁহারা স্বয়ং পতিত হইয়া শূদ্র হইয়াছেন; কিন্তু যাঁহারা কখনও ব্রাহ্মণ হন নাই যাঁহারা পুরুষানুক্রমে পতিত যাঁহাদের ত্রিগুণ সাত পুরুষের মধ্যে কেহ ব্রাহ্মণ ছিল না, তাঁহারা যে আজও ব্রাহ্মণ নামে অভিমান

করেন ও জাতিবর্ণ ধর্ম্মাদির আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হন ইহা নিতান্ত ধৃষ্টতা। তাহারা ঝল্ল মল্লাদি অপেক্ষা সঙ্কীর্ণ জাতি হইয়াও ব্রাহ্মণ নামে কথিত হইতেছে। পূর্ব্বোক্তরূপে পতিত, ব্রাত্য, শূদ্রাচার পিতা হইতে জাতেরা কখনই ব্রাহ্মণ হইতে পারেনা। স্বকর্ম্মত্যাগীরা অবশ্যই বর্ণসঙ্কর। তাহাদের পুত্রপৌত্রাদিরা তদপেক্ষা দূষিত বাহ্য সঙ্কীর্ণ বর্ণের তুল্য। কারণ মনু দশম অধ্যায়ের ২৪ শ্লোকে পরিস্ফুটরূপে বলিয়াছেন যে "ব্যাভিচারেণ বর্ণানাম বেদ্যাবেদনেনচ, স্বকর্ম্মণাঞ্চ ত্যাগেন জায়ন্তে বর্ণসঙ্করাঃ॥" এস্থলে জাতিবিহিত ধর্ম্মকর্ম্মত্যাগহেতুকও বর্ণসঙ্করত্ব বলিয়াছেন। সুতরাং বর্ণসঙ্কর পিতা হইতে যে জাত সেও বর্ণসঙ্কর ব্যতীত কখনই ব্রাহ্মণাদি জাতি হইতে পারেনা। সুতরাং ঐ বর্ণসঙ্করের আবার উপনয়নাদি কিরূপে সিদ্ধ হয়? ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বর্ণ ঐসকল কাজ আপৎকালে ত্যাগ করিলেও পতিত হয় না, কিন্তু ব্রাহ্মণ কোনক্রমেই উক্ত কার্য্যসকল করিয়া অপতিত থাকিতে পারেননা, এই জন্যই ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও সৎ শূদ্র অপেক্ষা কর্ম্মহীন, বিদ্যাহীন, যাজক ব্রাহ্মণসন্তানেরা নিকৃষ্ট হইয়াছেন। এরূপ ব্রাহ্মণদ্বারা কার্য্য কি প্রকারে হইবে? মনু ১০অ ৭৪শ্লোকে স্পষ্ট বলিয়াছেন "ব্রাহ্মণা ব্রহ্মযোনিস্থা যে স্বকর্ম্মণ্যবস্থিতাঃ। তে সম্যগুপজীবেয়ুঃ ষট্‌কর্ম্মাণি যথাক্রমম্॥' যে ব্রাহ্মণ নিত্য বেদপাঠ এবং আহিতাগ্নি হইয়া বিহিত নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মসকল করিয়া থাকেন তাহারাই যাজনাদি উপজীবিকার উপযুক্ত। উশানাও তৃতীয় অধ্যায়ে ৮১-৮৭ শ্লোকে ইহাই বলিয়াছেন। মনু প্রভৃতি ঋষিরা আরও বলিয়াছেন কার্য্যজ্ঞান রহিত অব্রাহ্মণদ্বারা ক্রিয়া যে করায় সেও পতিত ও নরকস্থ হয় এবং ঐ ব্রাহ্মণও নরকস্থ হয়।

স্বল্পকেনাপ্যবিদ্বান্ হি পঙ্কে গৌরিব সীদতি।
ন বার্য্যাপি প্রযচ্ছেত্তু বৈড়ালব্রতিকে দ্বিজে।

ন বকব্রতিকে বিপ্রে না বেদবিদি ধর্ম্মবৎ।
ত্রিষপ্যেতেষু দত্তং হি বিধিনাপ্যর্জ্জিতং ধনং।
দাতুর্ভবেদনর্থায় পরত্রাদাতুরেব চ।
যথাপ্লবেনৌপলেন নিমজ্জত্যুদকে তরন্।
তথা নিমজ্জতোঽধস্তাদজ্ঞৌ দাতৃপ্রতীচ্ছকৌ॥

শান্তিপর্ব্বের ৫৬ অধ্যায়ে উদ্ধৃত প্রাচেতস মনুর শ্লোকেও কথিত আছে যে, অবক্তা আচার্য্য, স্বাধ্যায়হীন ঋত্বিক, অরক্ষক ভূপতি, অপ্রিয়বাদিনী ভার্য্যা, গ্রামবাসাভিলাষী গোপাল এবং বনবাসাভিলাষী নাপিত এই ছয় ব্যক্তিকে অর্ণবমধ্যগত নিমজ্জমান ভগ্ননৌকার ন্যায় পরিত্যাগ করিবে। বিধানানুসারে সংস্কৃত ব্রাহ্মণের সন্তান অজ্ঞ হইলেও তাহারা ব্রাহ্মণাপসদ হয় বলিয়া যখন তদ্দারা কার্য্য করা ও তাহাকে দানাদি পর্য্যন্ত নিষেধ হইয়াছে তখন যে বিধিবৎ সংস্কারাদিও প্রাপ্ত নয় ও অব্রাহ্মণ হইতে উৎপন্ন তাহাকে ব্রাহ্মণ কি প্রকারে বলা যায়? তাহাদিগের সীমন্তোন্নয়নাদি শ্রৌত স্মার্ত্ত সংস্কার হয় না, অন্নপ্রাশনকালে যে কেহ কেহ ঐ সকলগুলি এক কালে করিয়া থাকেন তাহা বৈধ না হওয়ায় সিদ্ধ নয়, কেন না পরবর্ত্তী সংস্কারকালই পূর্ব্বসংস্কারের গৌণকাল হয় অন্নপ্রাশনকাল সমস্ত সংস্কারের গৌণকাল না হওয়ায় সে সকল অনুষ্ঠান ব্যর্থপ্রয়াস মাত্র। কেহ বলেন উপনয়নের পরক্ষণেই সন্ধ্যোপাসনা করিয়া বিহিত বেদাধ্যয়নের অনুকল্প মন্ত্র পাঠ দ্বারা বেদাধ্যয়নের ফল হয়, সুতরাং বেদের অনধ্যয়ন হইল না; এ বড় সুযুক্তি বটে, এইরূপ আহার কার্য্যেরও একটা অনুকল্প মন্ত্র নাই কি? তাহা হইলে যে এ ভবযন্ত্রণা উদরজ্বালা হইতে পার পাইয়া যাই। ৩৬ বৎসর, তদসামর্থ্যে ১৮, তাহারও অসামর্থ্যপক্ষে পূর্ব্বের চতুর্থাংশ অর্থাৎ নববর্ষমাত্র গুরুগৃহে থাকিয়া বেদপাঠ করিবার বিধান

আছে। ঐ কালের পাঠ সমাপ্ত করিয়া গুরুর অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক সমাবর্ত্তক স্নান করিয়া গৃহস্থ-ধর্ম্মে প্রবেশ করা কর্ত্তব্য ইহাই উক্ত আছে। অথবা যাবৎ চতুর্ব্বেদ অধ্যয়ন সমাপ্ত না হয়, তাবৎ কাল ব্রহ্ম-চর্য্যের পর উক্তবিধিপূর্ব্বক গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ কথিত আছে। উপনয়নের পরই গুরুগৃহে প্রবেশ কর্ত্তব্য তাহাতে অশক্তি হেতুক বিলম্ব হইলেই কিয়ৎকালের নিমিত্ত এই অনুকল্পের বিধান আছে, কখনই পড়িব না ও পড়াইব না জানিয়া সমস্ত জীবনকালের নিমিত্ত কি ঐ অনুকল্প-মন্ত্রপাঠ হয় ও তাহাতেই কি বেদাধ্যয়নের ফল হয়? তবে গৃহমধ্যে তৎক্ষণাৎ তিনদিনে বা পাঁচদিনের পর সমাবর্ত্তন স্নান হয় না কেন? তাহা হইলেই ত বেদবিৎ হওয়া হইল। গায়ত্রীর অর্থ জানিয়া যথাবিধানে জপ করা দূরে থাকুক তাহা উচ্চারণও করিতে পারে না, অথচ সে বেদবিৎ হইল!

সংহিতাকারেরা বলেন যে উপনয়নের পর দ্বিজ হইয়া যদি বেদ অধ্যয়ন না করিয়া অন্য কোনও চেষ্টা করে তবে সে ও তাহার সন্তানেরা সকলে পতিত হইয়া শূদ্র হয়।

যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদ মন্যত্র কুরুতে শ্রমম্।
স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ॥ মনুঃ—

উশনা বলিয়াছেন—

"ন বেদপাঠমাত্রেণ সন্তুষ্টঃ স্যাদ্দ্বিজোত্তমঃ।
পাঠমাত্রাবসানস্তু পঙ্কে গৌরিব সীদতি॥
যোঽধীত্য বিধিবদ্বেদং বেদান্তং ন বিচারয়েৎ।
স সান্বয়ঃ শূদ্রকল্পঃ স পাত্যং ন প্রপদ্যতে॥

ব্যাস বলিয়াছেন—

"ব্রাহ্মণাতিক্রমো নাস্তি বিপ্রে বেদ বিবর্জ্জিতে।"
"যথা কাষ্ঠময়ো হস্তী——"মনুব্যাসৌ।

"গ্রামস্থানং যথাশূন্যং যথা যূপশ্চ নির্জ্জনঃ।
বেদহীনস্তথাবিপ্রো নামমাত্রস্থ ধারকঃ।।
ব্রহ্মবীজসমুৎপন্নো মন্ত্রসংস্কারবর্জ্জিতঃ।
জাতিমাত্রোপজীবী চ স ভবেদ্ ব্রাহ্মণঃ সমঃ।।

ব্যাস ৪ অঃ।

এখানে এই বেদ অর্থে কি ম্লেচ্ছ-শাস্ত্র বলিয়া ব্যাখ্যা করিবেন? সেরূপ অর্থও ত হইতেও পারে, বিদ্ ধাতু জ্ঞানার্থক, বেদ অর্থ জ্ঞানোৎপাদক শাস্ত্র, ইংরাজি পুস্তক সকল জ্ঞানোৎপাদক অতএব বেদ অর্থ ইংরাজি পুস্তক। এখন আর কোনও কুল্লূকভট্ট নাই কি? তার পর বিবাহকালিক যজ্ঞীয় অগ্নিরক্ষা করিয়া, ঐ অগ্নি সাক্ষী করিয়া, নিত্য প্রাতর্হোম, সায়ংহোম, নিত্য ব্রহ্মযজ্ঞ অর্থাৎ বেদাধ্যয়ন ও অপর চতুর্ব্বিধ যজ্ঞ করিতে হয়। ঐ অগ্নিতেই নৈমিত্তিক মাসিক ও বার্ষিক ক্রিয়া সমস্ত সম্পাদন করিতে হয় শাস্ত্রে কথিত আছে। ইহা ব্যতীত কেহ ব্রাহ্মণশব্দবাচ্যই হইতে পারে না। ব্রাহ্মণের পক্ষে এই অত্যাবশ্যক ক্রিয়াগুলির লোপও হইয়াছে। এই সকল ক্রিয়ালোপ কি ক্রিয়ালোপ নয়, ইহাই কি ব্রাহ্মণাদর্শন নয়? ক্রিয়া-লোপ ও ব্রাহ্মণাদর্শন কি বৈদ্যেরই, ক্ষত্রিয়েরই এবং বৈশ্যেরই পাতিত্যজনক? তাহাদেরই বৃষলত্বের কারণ? ব্রাহ্মণের পাতিত্য-জনক ও শূদ্রত্বের কারণ নয়? ইহাদের পুত্রপৌত্রাদিরও নয়? ভাল, ব্রাহ্মণদের তেজ কিছুতেই লোপ হয় না, শ্রুতি স্মৃতির অর্থ ঐরূপ নয়, উহাদের স্বতন্ত্র অর্থ আছে, তাহা আর কেহও জানেনা, কেবল ঐ বেদহীন ব্রাহ্মণেরাই জানেন; কিন্তু তাঁহাদের অপেক্ষা উচ্চ শ্রেণীরও জাতিলোপ হইল, নীচের শ্রেণীরও জাতিলোপ হইল, অথচ তাঁহাদের স্বসম্প্রদায়ের জাতি লোপ হইল না, এমন একটা অনির্ব্বচনীয় হেতু কি, তাহা কি জগতে কেহও প্রদর্শিত করিতে

পারেন? বেদ, অগ্নি ও সদাচার এই তিনটীর ত্যাগই অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-ধর্ম্মত্যাগই কি ঐ নাস্তিকদের জাতিনাশের কারণ না হইয়া জাতি-রক্ষার কারণ হয় নাই? ইহা ব্যতীত তাঁহারা জাতি লক্ষণ আর কি দেখাইতে পারেন? তাঁহারা কি ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদক শাস্ত্র সকলকে বিনাশ করারই চেষ্টা পান নাই? অন্যথা শ্রুতিসিদ্ধ বৃহস্পতি, বেদব্যাস প্রভৃতির ধর্ম্মশাস্ত্র, শ্রুতিতুল্য মনুশাস্ত্র ও ভীষ্মাদি-কৃত মনুর সদ্‌ব্যাখ্যা উড়াইয়া তাহার স্থানে দুর্ম্মেধা মেধাতিথির ও কুল্লূকের ব্যাখ্যার এত সমাদর করিবেন কেন? প্রকৃত জ্ঞানবান্ ব্রাহ্মণেরা ত সেরূপ করেন না; তাঁহারা জানেন যে এই দুই জন চার্ব্বাকশিষ্য বা অন্য সম্প্রদায়ের নাস্তিক, কেবল ব্রাহ্মণধর্ম্ম বিনাশের নিমিত্তই ধর্ম্মশাস্ত্রের ঐ অধর্ম্ম্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ঐ সকল লোকের ব্রাহ্মণত্ব কোনও শাস্ত্রানুসারে হইতে পারে না। আমরা পূর্ব্বেই এক প্রকার দেখাইয়াছি এবং এখানে কেবল এক একটী মাত্র বেদাদির বচনে ইহাদিগের শূদ্রতা বা জাতিহীনতা প্রদর্শন করিতেছি যথা—"অব্রতা বৈ শূদ্রাঃ"—শ্রুতিঃ। ব্রতহীনেরা অর্থাৎ অসদাচারেরাই শূদ্র। "ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানাতি ব্রহ্মসূত্রেণ গর্ব্বিতঃ। তেনৈব হি স পাপেন বিপ্রঃ পশুরুদাহৃতঃ॥ ক্রিয়াহীনশ্চ মূর্খশ্চ সর্ব্বধর্ম্মবিবর্জ্জিতঃ। নির্দ্দয়ঃ সর্ব্বভূতেষু বিপ্রশ্চণ্ডাল উচ্যতে।" অত্রি স্মৃতি। যে ব্যক্তি ব্রহ্ম কাহাকে বলে তাহা জানেনা, অথচ তাহার চিহ্নমাত্র সূত্র ধারণ করিয়া গর্ব্বিত হয়, সে পশু, আর যে শাস্ত্রবিহিত ক্রিয়াবর্জ্জিত শাস্ত্রজ্ঞানহীন এবং যে ব্রাহ্মণাদি কোন বর্ণেরই ধর্ম্ম পালন করে না এবং যে প্রাণিগণের প্রতি দয়া রহিত, সে চণ্ডাল। "যে পরেষাং ভৃতিহরাঃ ষট্‌কর্ম্মাদিবিবর্জ্জিতাঃ। কলৌ বিপ্রা ভবিষ্যন্তি শূদ্রা এব বরাননে" অধ্যাত্ম রামায়ণ। হে শিবে, কলিতে যে বিপ্রেরা পরের বেতন গ্রহণ করিয়া কার্য্য করে এবং ষট্ কর্ম্ম প্রভৃতি

দ্বিজাচার বর্জ্জিত তাহারা শূদ্রই জানিবে। ব্যবহারে পাঠকেরা নিয়তই দেখিতেছেন। অতএব শ্রুতি স্মৃতি পুরাণাদি শাস্ত্রে ঐ নাস্তিকদিগকে শূদ্র বা শূদ্রতুল্য হীনজাতি বলিয়াছেন। তারপর—"যশ্চ বেদৈশ্চ বেদ্যা চ বিচ্ছিদ্যেত ত্রিপুরুষম্। স বৈ দুর্ব্রাহ্মণো জ্ঞেয়ঃ শ্রাদ্ধাদৌ ন কদাচন।" ইত্যাদি। উশনা বলিতেছেন—"ত্রৈপুরুষ-বেদত্যাগে দুর্ব্রাহ্মণত্বমুক্তম্, বহুপুরুষতত্ত্যাগে তু ব্রাহ্মণত্বস্য ইত্যাদি।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, আমরা এই গ্রন্থে জাতি সংবন্ধে যাহা কিছু বলিয়াছি সমস্তই বেদ স্মৃতি পুরাণাদি প্রকৃত ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুগত। বেদবিরুদ্ধ, মনুর বিরুদ্ধ, মহাভারত ও রামায়ণাদি বিরুদ্ধ কোনও কথা বলি নাই। জাত্যুৎপত্তি, জাতিবিভাগ ও জাতিধর্ম্ম বিষয়ে এই সকল শাস্ত্রের বচনই সম্যক্ শ্রদ্ধেয় এবং সদ্যুক্তিসঙ্গত। এজন্য বেদাদির অনুগত আমাদের এই গ্রন্থোক্ত বচন সকলও সম্যক শ্রদ্ধেয় ও সদ্যুক্তিসঙ্গত বলিয়া সমাজের গ্রহ-ণীয় হইতেছে। প্রাচীন জাতি বিষয়ে প্রাচীনশাস্ত্র ব্যতীত আর কাহারও প্রামাণ্য হইতে পারেনা। অম্বষ্ঠজাতি অতি প্রাচীন জাতি, এজন্য অম্বষ্ঠ সম্বন্ধীয় প্রাচীন ইতিহাস সংবন্ধে আধুনিক লোকদের বিদ্বেষকৃত নামমাত্র শাস্ত্রের কথা প্রামাণ্যই নহে। এবিষয়ে বেদাদি শাস্ত্রের বিরুদ্ধ, বিড়ালব্রত, ভণ্ড, প্রতারকগণকৃত আধুনিক শাস্ত্রসকল এবং অব্রাহ্মণদিগের আধুনিক ব্যাখ্যাসকল নিতান্ত অশ্রদ্ধেয় ও হেয়, ইহা সমাজের বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। আমাদের এই কথাও শাস্ত্রবিরুদ্ধ নয়। ভগবান্ মনু স্বীয় সংহিতার দ্বাদশ অধ্যায়ের শেষভাগে বলিয়াছেন "যে সকল স্মৃতিশাস্ত্র বেদবহির্ভূত, যে সকল শাস্ত্র বা যুক্তি কুদৃষ্টিমূলক, সে সকল শাস্ত্র নিষ্ফল, সে সকল শাস্ত্রের অজ্ঞতাতেই স্থিতি ও অজ্ঞতাতেই লয় হয়, এইরূপ শাস্ত্র সকল পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন ও বিনষ্ট হইতেছে। উহারা, আধুনিকত্ব হেতুই, মিথ্যা ও

নিষ্ফল। চাতুর্ব্বর্ণ্যসংবন্ধীয় সমস্ত জ্ঞান, ভূঃ, ভুবঃ, ও স্বঃ এই লোক-ত্রয় সংবন্ধীয় সমস্ত জ্ঞান ও ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমচতুষ্টয়ের সমস্ত জ্ঞান এবং ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান সংবন্ধীয় যাহা কিছু জানা যাইতে পারে, সমুদায়ই বেদ হইতে সিদ্ধ হয়। যিনি পবিত্র ধর্ম্মতত্ত্ব জানিতে অভিলাষী তাঁহার প্রত্যক্ষ, অনুমান, এবং নানা প্রকারে আগত প্রকৃত শাস্ত্র এই তিনটী প্রমাণ অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি বেদাবিরোধী তর্ক দ্বারা ঋষিপ্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্রের অর্থ অনুসন্ধান করে, সেই ধর্ম্ম বুঝিতে সমর্থ, অন্যে নহে।" তাহার পর ভৃগু আবার বলিতেছেন যে, "মঙ্গলসাধক এই সমুদায় ধর্ম্ম-কর্ম্ম মনু যেরূপ বলিয়াছিলেন, আমি নিঃশেষরূপে তাহা সমস্তই বলিলাম। এখন এই মনুর উপদেশের রহস্য অর্থাৎ গূঢ় তত্ত্ব বলিতেছি শ্রবণ কর। যে সকল ধর্ম্ম ইহাতে বলা হয় নাই তদ্বিষয়ে কিরূপ মীমাংসা হইবে, এরূপ সংশয় উপস্থিত হইলে, সেখানে বেদে যথাবদুপদিষ্ট ক্রিয়াবান, অর্থাৎ স্বধর্ম্মেস্থিত ব্রাহ্মণেরা যাহা ঠিক করিয়া বলিয়া দিবেন তাহাই অসন্দিগ্ধ ধর্ম্ম। এই ব্রাহ্মণদিগের কিরূপ ব্রাহ্মণ হওয়া আবশ্যক, তাহাও বুঝাইয়া বলিতেছেন "যাঁহারা ধর্ম্মানুসারে অর্থাৎ যথাবৎ সংস্কারাদির পর প্রশস্ত গুরুর নিকট থাকিয়া গুরুশুশ্রূষা পূর্ব্বক সাঙ্গোপাঙ্গ সমস্ত বেদ অধ্যয়ন করিয়া তাহার প্রকৃত অর্থ বুঝিয়াছেন, অধিক কি, বেদ যাহাদের প্রত্যক্ষ-গোচর হইয়াছে তাঁহাদিগকেই শিষ্ট ব্রাহ্মণ বলিয়া জানিবে। সেরূপ ব্রাহ্মণ অধিক না পাইলে তাদৃশ দশ জনের অন্যূন সংখ্যাদ্বারা পরিকল্পিত সভাকর্ত্তৃক যাহা নির্দ্দিষ্ট হইবে, তাহাকেই ধর্ম্ম বলিবে। তাদৃশ সংখ্যাও অপ্রাপ্য হইলে তিনজনকর্ত্তৃক কি স্বধর্ম্মেস্থিত একজন ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃকও যাহা ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইবে তাহাই ধর্ম্ম বলিয়া জানিবে। তাহার অন্যথা করিবে না। যাহারা ঋক্ যজুঃ সাম এই

তিন বেদ সমস্ত অবগত হইয়াছেন, হেতুশাস্ত্র ও তর্কশাস্ত্র পড়িয়াছেন, পদসকলের ব্যুৎপত্তি ও তদনুসারে তাহাদের প্রকৃত অর্থবিষয়ক নিরুক্ত শাস্ত্র যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন এবং ধর্ম্মশাস্ত্র যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন এইরূপ গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও ব্রহ্মচারী সমুদায়ে দশ ও তিনের অন্যূন ব্রাহ্মণদ্বারা সভা পরিকল্পিত হওয়া উচিত। শেষে যে তিন বৃত্তস্থের কথা বলিয়াছি তাহাদের ঋক্ যজু ও সামবেদক হইয়া বৃত্তস্থ হওয়া আবশ্যক। বেদবিৎ এক জন শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ ও যাহা ধর্ম্ম বলিয়া নির্ণয় করিয়া দিবেন তাহাই পালনীয়; পরন্তু লক্ষ লক্ষ বেদজ্ঞানহীনদিগের কথা গ্রাহ্য হইবে না। যাহাদের কোন ব্রত নাই, বেদাধ্যয়ন নাই, যাহারা কেবল জন্মমাত্রে ব্রাহ্মণ, (এদেশের অধিকাংশ ব্রাহ্মণনামা জন্মেও ব্রাহ্মণ নয়। কেন না তাহারা প্রকৃত ব্রাহ্মণের পুত্র নয়।) এরূপ সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ সমবেত সভাকে সভা বলা যাইবে না। তাহাদের কথা গ্রাহ্য নয়। মূর্খ, সাক্ষাৎ তমঃস্বরূপ, ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞানহীন লোকে ধর্ম্ম না জানিয়া যাহাকে ধর্ম্মোপদেশ করে সেই উপদিষ্ট ব্যক্তির তাদৃশ কর্ম্মজন্য যে পাপ হয় তাহার শতগুণ পাপ ঐ উপদেশকের হইয়া থাকে। এই মোক্ষসাধন ধর্ম্ম সমুদায় আপনাদিগকে বলিলাম। এই ধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট না হইলে বিপ্র পরমগতি লাভ করেন।" আমরাও এই সমস্ত বৈশ্যমহাশয়দিগকে দেখাইয়া দিতেছি। অতএব অতঃপর আপনারা জানিয়া শুনিয়া ঐ অজ্ঞ ব্রাহ্মণনামধারী অব্রাহ্মণদিগের কথায় ধর্ম্মনিরূপণ না করিয়া বিজ্ঞদিগের নিকট জানিয়া যথা শাস্ত্র ধর্ম্ম পালন করুন, তাঁহাদিগের কথানুসারে আপনারা না জানিয়া অনেক পাপাচরণ করিয়া ফেলিয়াছেন এখন তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিয়াও বোধ হয় শুদ্ধ হইতে পারিবেন না। এখন একমাত্র সত্য, শম, দম, ক্ষমা, অস্তেয়, আনৃশংস্য, দয়া, অক্রোধ, ধৈর্য্য, পরস্পর সহানুভূতি ইত্যাদি

সাধারণ ব্রাহ্মণধর্ম্মই আপনাদের অবলম্বনীয়। তদ্ভিন্ন এখন আপনাদের আর গতি নাই। আর সামাজিক অন্যান্য নিয়ম বিষয়ে যদি দেশীয় সমস্ত বৈদ্য একমতে একজ্ঞানে পরস্পর অভেদবুদ্ধিতে জাতীয় হিতকর ব্যবস্থাসকল যথাসম্ভব পূর্ব্বপ্রথানুসারে চালাইতে পারেন ও ব্রাহ্মণদিগকে ব্রাহ্মণকার্য্যের উপযুক্ত করিয়া ক্রিয়াকলাপাদি করাইতে পারেন ও তাহাদিগকে যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারেন তবেই কালক্রমে সিদ্ধি হইতে পারে, অন্যথা অবিহিত কাজে কুফল ব্যতীত সুফল নাই। অশুভজনক অবিহিত কাজের নিমিত্ত বৃথা আড়ম্বরে প্রয়োজন নাই, বৃথা ব্যয়ে প্রয়োজন নাই। সম্প্রতি কেবল বিদ্যার উন্নতি ও শাস্ত্রের সদর্থ প্রচারার্থ সদাচার ব্রাহ্মণ-সন্তানগণকে যথাসাধ্য সাহায্য করা কর্ত্তব্য—এই আমাদের মত, এক্ষণে সাধারণের বিবেচনার জন্য ইহা সমাজে অর্পিত হইল।

পরিশিষ্ট। ১ম।

বৈদ্যদিগকে তৎকালে ব্রাহ্মণ বলার ব্যবহার ছিল, একালে নাই, একথা বলিয়াও কেহ ইহাঁদের অব্রাহ্মণত্ব বলিতে পারেন না। কারণ বৈদ্য অর্থই বিশিষ্টরূপ ব্রাহ্মণ, সামান্য ব্রাহ্মণ নহে; বৈদ্যেরা যে এই জন্যই বৈদ্য নামে পরিচিত হইতে ইচ্ছা করিতেন, সামান্যতঃ ভ্রষ্টাভ্রষ্ট ব্রাহ্মণদলের সহিত ব্রাহ্মণমাত্র বলিয়া পরিচিত হইতে ইচ্ছা করিতেন না তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কিন্তু বৈদ্যব্রাহ্মণেরা আপনাদিগকে বৈদ্য বলিয়া পরিচয় দেন এই সূত্র পাইয়াই বিদ্বেষীরা উক্ত জনসমাজে বৈদ্যেরা ব্রাহ্মণবর্ণীয় নহেন ইহা বুঝাইতে যত্ন করিয়াছেন এবং অজ্ঞেরাও তাহাই বুঝিতেছে; বিশেষতঃ, কায়স্থেরা যাঁহাদের অধিকাংশই অম্বষ্ঠ জাতি হইতে ভ্রষ্ট—তাঁহারাও ভ্রষ্টব্রাহ্মণদের সহিত বৈদ্যদের প্রাধান্য সহ্য করিতে ইচ্ছুক নহে। কারণ, মূলে সকলে এক হইয়াও বৈদ্যেরা কেন প্রধান হইবে ইহা ইহাদের মনে স্বতই উদয় হয়। অতএব পীড়াকালেও যে লোকে পূর্ব্বে ইহাঁদিগকে তাতবৈদ্য বলিয়া সংবোধন ও সর্ব্বোচ্চ পদে আরোপণ করিত তাহাও এখন কেহ করে না, কারণ এখন বহুজাতীয় লোক চিকিৎসাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন এবং নানা জাতীয় চিকিৎসা প্রচলিত হওয়াতে এখন নিতান্ত মরণ কাল ব্যতীত অন্য কালে বৈদ্যজাতি বলিয়া একটা বিশিষ্ট আদর বৈদ্যেরা পান না। বৈদ্যব্যবসায় চিকিৎসা করিয়া এখন অনেক জাতীয় লোক বৈদ্য ও কবিরাজ নাম ধারণ করিতেছে; এজন্যও অনেকে মনে করে যে বৈদ্য নামে কোন নির্দ্দিষ্ট জাতি নাই, কারণ চিকিৎসাজীবী মাত্রকেই বৈদ্য বলা যায়। কিন্তু এটী যে

জাতীয় ঘোর বিপ্লব বশতঃ এখনই ঘটিতেছে পূর্ব্বে এরূপ ঘটিত না, তাহা কেহ বুঝিতেছে না, সুতরাং অজ্ঞেরা বৈদ্যনামে জাতিবিশেষের সত্তা পর্য্যন্তই অস্বীকার করিতে উদ্যত হইয়াছে। ইহারা যেমন বৈদ্য জাতির সত্তা উপলব্ধি করিতে পারিতেছে না, তেমনই ইহাদের ব্রাহ্মণবর্ণত্বও জানিতে পারিতেছে না। ইহারা জানে যে, যাহারা গ্রামের ঠাকুর পূজা করিয়া, সঙ্গে থাকিয়া নিমন্ত্রণ করিয়া, ভিক্ষা করিয়া ও পূজার চাল কলা বাঁধিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে তাহারাই পূজার্হ ব্রাহ্মণ, আর বৈদ্য যাহারা বিবিধ শাস্ত্রের সহিত চিকিৎসাশাস্ত্র পড়ে, চিকিৎসা করে ও প্রাণীদের প্রাণ রক্ষা করিতে যত্নবান্ সুতরাং তাহাদের অম্বষ্ঠ অর্থাৎ পিতৃস্থানীয়—তাহারা পূজার্হ নহে, এই অজ্ঞদিগকে বৈদ্যগণের ব্রাহ্মণত্ব ও সর্ব্বজাতিপূজ্যতা বুঝাইতে পারা, এই কালে ব্রহ্মারও অসাধ্য। তাহাদের নিকট পাচক বা মিঠাইকর চক্রবর্ত্তী, জুতো বিক্রেতা মুখোপাধ্যায় ও দরজি (টেলর) বানর্জ্জি বা বন্দ্যোপাধ্যায়ও ব্রাহ্মণ ও প্রণম্য; কিন্তু অশেষ শাস্ত্রবিদ্ বৈদ্য, ব্রাহ্মণও নহেন এবং প্রণম্যও নহেন, যেহেতু তাঁহার নামের অন্তে সেন, গুপ্ত, দাশ ইত্যাদি শব্দ আছে। নাম ও শব্দই যেন ব্রাহ্মণত্বের লক্ষণ! হা মূর্খতা! বৈদ্যজাতীয় বহু বহু লোকেরা যে অদ্যাপি এই দেশেই ব্রাহ্মণাদি বিবিধ বর্ণের দীক্ষাগুরু ও প্রণম্য হইয়া রহিয়াছেন তাহাও এই অজ্ঞেরা দেখিতে পায় না! বৈদ্যজাতির ব্রাহ্মণত্ব না থাকিলে ঐ ব্রাহ্মণাদি বর্ণেরা কি নিমিত্ত চিরকাল হইতে ইঁহাদের শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া আসিতেছেন? ইহাই কি ইঁহাদের চিরন্তন ব্রাহ্মণত্বের পরিচায়ক নহে? অবশ্যই ঐ বৈদ্যগুরুরা ব্রাহ্মণ বলিয়া আমরা সকল বৈদ্যনাম-ধারীকে তাদৃশ গৌরবান্বিত ব্রাহ্মণ বলিতেছি না; কিন্তু ঐ একই সদ্‌বৈদ্যজাতীয় চিকিৎসকসম্প্রদায় ও শাস্ত্রব্যবসায়ী দল কোন্ অংশে ব্রাহ্মণত্ববিহীন? সদাচার বৈদ্যেরাই বা কোন অংশে ব্রাহ্মণত্ব-

বর্জ্জিত হইতে পারেন? বেদহীন অসদাচারেরাই ব্রাহ্মণ নামের অযোগ্য। বিদ্যাবান্ সদাচার বৈদ্যেরা কখনই বর্ত্তমানকালের ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণ হইতে হীন নহেন। তবে যে অজ্ঞ ব্রাহ্মণ কায়স্থাদি জাতিরা তাঁহাদিগকে অব্রাহ্মণ বা বৈশ্য মনে করিয়া ব্যবহার করে তাহা তাহা-দিগের ভ্রান্তিচেষ্টিত মাত্র। ভ্রান্তিমূলক অসদ্ব্যবহারও সদ্ব্যবহার নহে এবং তাদৃশ ব্যবহার কখনই শাস্ত্রবৎ মান্য নহে। তাহা হইলে ভ্রান্তিমূলক বহু বহু ম্লেচ্ছ ব্যবহারেরও সাম্যতা স্বীকার করিতে হয়। ঐ সকল ভ্রমমূলক ব্যবহারের উচ্ছেদ হওয়াই ভাল। দুরাচার লঘু-চেতা অজ্ঞ লোকেরা অতীব গুরুতর ব্রাহ্মণ নাম ধারণ করিয়া কি না করিতেছে? তাহারা যদি ব্রাহ্মণ হয় তবে অব্রাহ্মণ কে? যে দেশে দুরাচারেরা পূজা পায়, আর বিদ্যাবান, গুণবান, দেশের মঙ্গলকারীরা পূজা না পায়, সে দেশের উন্নতি কোথায়? যে দেশে অজ্ঞদিগের প্রবর্ত্তিত অসৎ আচারই বেদবৎ মান্য হয়, ও চিরন্তন বেদ স্মৃতি পুরা-ণাদি কালের সাধু লোকদের পূজিত সদাচার অগ্রাহ্য হয়, সে দেশের মঙ্গল কোথায়? এই সকল কুপ্রথা দূরীকৃত ও সুপ্রথা সংস্থাপিত না হইলে, গুণের পুরস্কার ও দোষের তিরস্কার করিতে না শিখিলে, দেশের ভদ্রস্থতা নাই। জ্ঞানবান, অর্থবান, শক্তিমান, সমাজের নেতৃস্বরূপ লোকেরা পূজ্য হইলেও, অহম্মুখ ব্রাহ্মণম্মন্যেরা তাহাদিগকে কায়স্থ বা অপর শূদ্র মনে করিয়া প্রণাম করে না, অথচ পাঁচ টাকা বেতনের পাচক ব্রাহ্মণকেও গুরুবৎ প্রণাম করে; একটা সামান্য ম্লেচ্ছেরও পদে কৃতাঞ্জলিপুটে অবনত হয় কিন্তু বিদ্যাবিনয়াদি গুণের আধার প্রকৃত ব্রাহ্মণ-গুণসম্পন্ন ব্যক্তিকে তাঁহার উপযুক্ত সমাদর করে না ও প্রথম সাক্ষাৎকারকালে তাঁহার প্রতি কর্ত্তব্য প্রণাম অভিবাদনাদিও করে না। এ সকল বিষয়ে শাস্ত্রসিদ্ধ একটা সত্য মত স্থিরীকৃত না হওয়ায়, অদ্যাপি দেশের মধ্যে জাতীয় শিষ্টাচার প্রবর্ত্তিত হইতে পারিতেছে

না, জাতীয়তাশূন্য একতাশূন্য সকলে পরস্পর অহম্মুখবৎ ব্যবহার করিতেছে। যেখানে বিদ্যার পূজ্যতা নাই, গুণের পূজ্যতা নাই, কেবল অর্থলোভাদি বশতঃ বা ভয় বশতঃ দুরাত্মারা পূজা পাইয়া থাকে সে দেশের উন্নতি কি প্রকারে হইবে? বিদেশী রাজা দেশস্থ লোকদের প্রকৃত গুণের, প্রকৃত বিদ্যার পূজা করিবে না, তদ্বিষয়ে উপযুক্ত উৎসাহ দিবে না, দেশস্থ লোকেরাও যদি তদ্বিষয়ে উদাসীন ভাব অবলম্বন করেন তবে আর দেশের উন্নতি কিসে হইবে? রাজার বিবেচনায় গুণবান, বলিয়া মণিপুরের রাজার রাজ্য গেল, কিন্তু দেশের অনিষ্টকারী বলিয়া কত দেশী বিদেশী লোক উচ্চ পদ পাইল! ম্লেচ্ছাচার ম্লেচ্ছাধ্যায়ীরা সুখে কালযাপন করে, সদাচার সংস্কৃতাধ্যায়ীরা অন্ন পায় না, এসকল দেখিয়াও যদি তোমরা আপনাদের হিতচেষ্টা না কর, আপনাদের মধ্যে জাতিগত জাতিমত চিরাচার-চলিত সদাচার সকল রক্ষা না কর, যদি আত্মাকে ও আত্মীয়কে ও আত্মীয় যাহা কিছুকেই অবজ্ঞা কর, তবে তোমাদের ও তোমাদের দেশের উদ্ধার কোথায়?

পরিশিষ্ট। ২য়।

মনুর ১০ম অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোকের অর্থ ভিন্ন ভিন্ন টীকানুসারে দেওয়া হইল,—

"সর্ব্ববর্ণেষু তুল্যাসু নারীষ্বক্ষতযোনিষু। 'পত্নীষু" ইতি পাঠান্তরম্।
আনুলোম্যেন সম্ভূতা জাত্যা জ্ঞেয়াস্ত এব তে॥ ৫ মনু

১। ত্রিলোচন—সর্ব্ববর্ণেষু তুল্যাসু সবর্ণাসু আনুলোম্যেন চ সবর্ণীভূতাসু পত্নীষু সবর্ণাসু অক্ষতযোনিষু আনুলোম্যেন চ অক্ষতযোনিষু যে সম্ভূতাঃ তে জাত্যা জন্মনা ত এব যদ্বর্ণাসু জাতা স্তদ্বর্ণা এব। সংস্কারজ্ঞাপনার্থ মিদং জাতিবচনম্।

সকল বর্ণেই এই নিয়ম যে, জনক ও জননী সবর্ণ হইলে তজ্জাত পুত্রও তাহাদের সবর্ণ হয়, পূর্ব্বে জন্মহেতুক সবর্ণ না হইলেও অনুলোমবিবাহবিধানে যে স্ত্রীরা সবর্ণা ও পত্নীভূতা হয় তাহারা পশ্চাৎ পুত্রের জনক জননী হইলে, ঐ পুত্রও সবর্ণ হয়; সবর্ণা ও অনুলোমা অক্ষতযোনি স্ত্রীতে অর্থাৎ অনন্যপূর্ব্বা স্ত্রীতে যাহারা জাত হয়, তাহারাও সবর্ণ হয়। এই জাতিসংবন্ধীয় বচনটী সংস্কার জানাইবার নিমিত্ত।

২। ইন্দুশেখর—

সর্ব্ববর্ণেষু তুল্যাসু সমানবর্ণাসু নারীষু, পত্নীষু যথাশাস্ত্রং পরিণীতাসু ভার্য্যাস্বিত্যর্থঃ অক্ষতযোনিষু পরেণানুপভুক্তাস্বিত্যর্থঃ। তুল্যাস্বিতি পদং সর্ব্বত্রৈব যোজনীয়ম্। যে সম্ভূতাঃ তথা আনুলোম্যেন চ যে সম্ভূতা অনুলোমবর্ণাসু স্ত্রীষু পরনারীষু, পত্নীষু অক্ষতযোনিষু যে জাতা ইত্যর্থঃ তে জাত্যা জন্মনা যাসু জাতা স্তজ্জাতীয়া এব।

সকলবর্ণেই সমানবর্ণা স্ত্রীতে, সমানবর্ণা পত্নীতে ও সমানবর্ণা অক্ষতযোনিতে, এবং এইরূপ অনুলোমবর্ণা স্ত্রীতে অনুলোমবর্ণা পত্নীতে ও

অনুলোমবর্ণা অক্ষতযোনিতে যাহারা জন্মে, তাহারা তাহারই জাতীয় হয়।

৩। নীলাম্বর—

সর্ব্ববর্ণেষু সর্ব্বান্ বর্ণান্ ব্যাপ্য এষ বিধি রিতি ব্যাপ্ত্যাধারত্বাৎ সপ্তমী। তুল্যাসু জন্মনা সমানবর্ণাসু নারীষু, স্বপত্নীষু, পরপত্নীষু তথা যাশ্চ ন স্বোঢ়া ন বা পরোঢ়া স্তাদৃশাস্বক্ষতযোনিষু কন্যাসু যে সম্ভূতাঃ তথা আনুলোম্যেন অনুলোমবিবাহসংস্কারেণ তুল্যাসু সবর্ণীভূতাসু পত্নীষু, অক্ষতযোনিষু চ যে সম্ভূতা স্তে জাত্যা বর্ণেন ত এব যাসু জাতা স্তদ্বর্ণা এব জ্ঞেয়াঃ।

সকল বর্ণে জন্মহেতুক সমানবর্ণা নারীতে অর্থাৎ স্বোঢ়া ও পরোঢ়া স্ত্রীতে এবং যাহারা স্বোঢ়াও নয় পরোঢ়াও নয় এরূপ অক্ষতযোনি কন্যাতে যাহারা জন্মিয়াছে, তথা অনুলোমবিবাহসংস্কারে যাহারা সমান বর্ণা হইয়াছে এরূপ স্বপত্নীতে, এবং অনুলোমা অক্ষতযোনিতে যাহারা জন্মিয়াছে তাহারা যাহাতে জাত তাহারই বর্ণ হয় জানিবে।

৪। হলায়ুধ—

সর্ব্ববর্ণেষু তুল্যাসু জন্মনা সমানাসু, তথা আনুলোম্যেন অনুলোম-বিবাহসংস্কারেণ ইত্যর্থ তুল্যাসু সমানাসু পত্নীষু তুল্যাসু অক্ষতযোনিষু চ যে সম্ভূতাঃ তে জাত্যা ত এব যাসু জাতা স্তজ্জাতয় এব।

সকল বর্ণে জন্মে তুল্যা ও অনুলোমবিবাহসংস্কারে তুল্যা পত্নীতে এবং তুল্য অক্ষতযোনিতে যাহারা জাত তাহারা যাহাতে জাত তাহার জাতীয় হয়।

৫। বিশ্বনাথ (**অনুশ্লোকের যথাশাস্ত্র প্রকৃত ব্যাখ্যা।**)

"সর্ব্ববর্ণেষু তুল্যাসু নারীষক্ষতযোনিষু।
আনুলোম্যেন সম্ভূতা জাত্যা জ্ঞেয়া স্ত এব তে ॥" ৫ ॥

সর্ব্ববর্ণেষ্বিতি। সর্ব্ববর্ণেষু ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্রেষু মধ্যে তুল্যাস্বু অসমানপিণ্ডগোত্রাস্বু সবর্ণাস্বু অনুলোমাসু চ দ্বিজাসু দ্বিজেভ্যঃ, শূদ্রাসু শূদ্রেভ্যঃ। দ্বিজা হি দ্বিজৈ স্তুল্যা শূদ্রাশ্চ শূদ্রৈঃ। তত্র সমানগোত্রবর্ণাস্থাঃ সমানাঃ, প্রায়েণ সমানা স্তুল্যাঃ। সমান গোত্র-বর্ণত্বঞ্চ দ্বিধা ভবতি। জন্মতো বিবাহতশ্চ; তত্র জন্মতঃ সমানগোত্র-বর্ণাসু পুত্রোৎপাদনং নিষিদ্ধ মত উক্তং তুল্যাস্বিতি ন সমানাস্বিতি। তুল্যাস্বিত্যুক্তেঽপি প্রতিলোমোৎপাদনং নিষিদ্ধমত উক্ত মানুলোম্যে-নেতি। তেন চ বিবাহসংস্কারাৎ সমানগোত্রবর্ণাস্বপি বিদ্যাদিভির-সমানত্বাদল্পত্বাচ্চ আনুলোম্যেন তুল্যাসু, দ্বিজজাতাসু সমানবর্ণাস্ব-প্যুপনয়নাদ্যভাবাৎ আনুলোম্যেন তুল্যাসু অসমানবর্ণাস্বপি প্রতিলোম-নিষেধাৎ আনুলোম্যেন তুল্যাসু জন্মনা সমানাস্বপি অসমানপিণ্ডগোত্র-ত্বাৎ অল্পবয়স্ত্বাচ্চ আনুলোম্যেন তুল্যাস্বিতি সর্ব্বত্রেবানুলোম্যেন ইতিপদং যোজ্যম্। অতএব সর্ব্ববর্ণেষু ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্রেষু মধ্যে আনুলোম্যেন অপ্রাতিলোম্যেনেতি যাবৎ তুল্যাসু নারীষু, অবিশেষেণোক্তত্বাৎ স্বোঢ়াসুপরোঢ়াসু চ সধবাসু, বিধবাসু পুনর্ভূষু বা যে সম্ভূতাঃ, তথা যাশ্চ ন স্বোঢ়া ন বা পরোঢ়া স্তাস্বক্ষতযোনিষু কন্যাস্বিত্যর্থঃ। কন্যাত্ব জাতোপযমা সলজ্জা নবযৌবনেতি বচনাৎ অনূঢ়াসু আনুলোম্যেন অপ্রাতিলোম্যেন তুল্যাসু সপিণ্ডসগোত্র-ত্বাদিদোষরহিতাসু যে সম্ভূতাঃ জাতাঃ তে জাত্যা জন্মনা বর্ণেনেত্যর্থঃ উৎপাদকপুরুষকথনাভাবাৎ উৎপাদিতাদিশব্দপ্রয়োগাভাবাচ্চ সম্ভূতা ইতি পদ সামর্থ্যাচ্চ ত এব তাসু জাতা স্তুবর্ণা এব নারীবর্ণা এব জ্ঞেয়াঃ। ভর্ত্তুঃ পুত্রং বিজানন্তি শ্রুতিদ্বৈধং তু ভর্ত্তরি। আহুরুৎ-পাদকং কেচিদপরে ক্ষেত্রিণং বিদুরিতি মতদ্বৈধাদেব সন্দেহসম্ভাবনাং নিবারয়িষ্যন্ ভর্ত্ত্রাদিশব্দ প্রয়োগাভাবঃ।

স্ত্রীষ্বিতি। স্ত্রীষু সর্ব্ববর্ণাসু অস্বপত্নীভূতাসু সর্ব্বাসু স্ত্রীষ্বিত্যর্থঃ,

অনন্তর জাতাসু আনুলোম্যেন প্রাতিলোম্যেন বা ব্যবহিতাব্যবহিত-পরবর্ণজাতাসু কন্যাস্বিত্যর্থঃ, দ্বিজৈঃ ব্রাহ্মণাদিভিঃ উৎপাদিতান্ তাদৃশোৎপাদনস্যাবিহিতত্বাত্তেন চোৎপাদিতস্য মাতু র্ব্যভিচার দোষসংস্পর্শাৎ মাতৃদোষবিগর্হিতান্ তান্ পূর্ব্বোক্তশ্লোকোক্তান্ পরোঢ়াস্বনূঢ়াসু বা সম্ভূতান্ মাতুর্দ্দোষান্নিন্দিতান্ সুতান্ সদৃশান্, সর্ব্ববর্ণেষিত্যাদি পূর্ব্বশ্লোকার্থানুবৃত্ত্যা অনুলোমজপক্ষে মাতৃসদৃশান্ মাতৃবর্ণসদৃশান্ প্রতিলোমজ পক্ষে তু দ্বিজৈরিতি উৎপাদিতানিতি চ কথনাৎ যদ্বর্ণৈর্দ্বিজৈরুৎপাদিতা স্তদ্বর্ণসদৃশান্ তদ্বর্ণাপসদানিত্যর্থঃ আহুঃ প্রাচীনাঃ।

৬। দুর্গাদাস—

সর্ব্ববর্ণেষু ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্রেষু মধ্যে আনুলোম্যেন অপ্রাতি-লোম্যেন জন্মবয়ঃপ্রভৃত্যা অনুৎকর্ষেণ ইত্যর্থঃ অসমান গোত্রত্বেন চ তুল্যাসু নারীষু যে সম্ভূতাঃ তেন ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্য বর্ণেভ্যো আনুলোম্যেন দ্বিজাতিত্বাৎ তুল্যাসু ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যাসু অতুল্যত্বাৎ ন তু শূদ্রাসু তথা শূদ্রেভ্যঃ শূদ্রাসু তুল্যাসু যে সম্ভূতা তে জাত্যা বর্ণেন ত এব যদ্বর্ণীয়াসু সম্ভূতা স্তদ্বর্ণা এব। তত্র স্বোঢ়ানাং অনুলোমজানাং সবর্ণজানামিব পতিবর্ণত্বাৎ তদুৎপন্নানামৌরসানাং সর্ব্বেষাং সবর্ণত্বম্। যথাশাস্ত্রংগান্ধর্ব্বরাক্ষসাদি বিবাহেন চোঢ়াসু অক্ষতযোনিষু চ ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যাসু তুল্যাসু ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যেভ্যো যে জাতাস্তে তদ্বর্ণা এব। এতেন ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যজাতাসু স্বোঢ়াসু ব্রাহ্মণপত্যু-র্জাতা ব্রাহ্মণাঃ, ক্ষত্রিয়বৈশ্যয়োঃ স্বোঢ়য়ো, ক্ষত্রিয়পত্যুর্জাতৌ ক্ষত্রিয়ৌ, বৈশ্যায়াং স্বোঢ়ায়াং বৈশ্যপত্যুর্জাতো বৈশ্যঃ, শূদ্রাসু পুনরতুল্যাসু আনুলোম্যেনাপি ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যপতিভ্যো জাতাঃ শূদ্রাঃ। অপত্নী-সম্ভূতা স্তু মাতৃজাতীয়া এব।

অর্থাৎ, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রের মধ্যে জাতিবয়ঃ প্রভৃতিতে

উৎকৃষ্টা নয়, গোত্রে ও সমানা নয়, অথচ দ্বিজাতিত্বহেতুক তুল্যা এতাদৃশ স্ত্রীসকলে যাহারা জাত, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বর্ণ হইতে ঐরূপ আনুলোম্যে দ্বিজাতিত্বহেতুক তুল্যা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যাতে যাহারা জন্মিয়াছে তাহারা যাহাতে জন্মিয়াছে তাহারই বর্ণ হয় এবং শূদ্র হইতে তাহার তুল্যা শূদ্রাতে যাহারা জন্মিয়াছে তাহারাও শূদ্র হয়। তন্মধ্যে স্বোঢ়া সবর্ণজাতা স্ত্রীদিগের ন্যায় অনুলোমবর্ণজাতা-দিগের পতিবর্ণপ্রাপ্তি হেতুক তদুৎপন্ন সমুদায় ঔরসেরা সবর্ণ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়; অর্থাৎ ইহারা, ইহাদিগের মাতা ও পিতা তিনই একবর্ণের হয়, ভিন্ন বর্ণের হয় না। গান্ধর্ব্ব ও রাক্ষস বিবাহ বিধানে যথাশাস্ত্র পরিনীতা অক্ষতযোনি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যকন্যাতেও, (তাহারাও যদি ঐরূপে জাতিবয়ঃ প্রভৃতিতে উৎকৃষ্টা না হয় ও গোত্রে সমান না হয় তবে,) ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য পতি হইতে উৎপাদিতেরাও তদ্বর্ণীয়ই হয়। এতদ্বারা এই স্থির হইতেছে যে স্বপরিনীতা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকন্যাতে ব্রাহ্মণ পতি হইতে উৎপন্নেরা ব্রাহ্মণ হয়, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য কন্যাতে ক্ষত্রিয়পতি হইতে উৎপন্ন পুত্র দ্বয় ক্ষত্রিয় হয় এবং বৈশ্য কন্যাতে বৈশ্যপতি হইতে উৎপন্ন পুত্র বৈশ্য হয়। অনুলোমা হইলেও, ঊঢা হইলেও, অতুল্য শূদ্রাতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জাতেরা শূদ্রই হয়, কোনও প্রকারে, দ্বিজ হয় না। আর অপত্নীতে জাতেরা মাতার বর্ণই পায়।

৭। মহীধর—

সর্ব্ববর্ণেষ্বিতি। সর্ব্ববর্ণেষু তুল্যাসু (পরিগ্রহীতুঃ) তুল্যবর্ণাসু পত্নীষু যে সম্ভূতা স্তে জাত্যা জন্মনা ত এব পত্ন্যভিন্নবর্ণা এব জ্ঞেয়াঃ, আনু-লোম্যেন অনুলোমবিবাহসংস্কারেণ তুল্যাসু (পরিগ্রহীতুঃ) সবর্ণী-ভূতাসু পত্নীষু যে সম্ভূতাস্তে জাত্যা ত এব পত্ন্যভিন্নবর্ণা এব জ্ঞেয়াঃ, পতিপত্ন্যোরসানাং জন্মনা ভেদাসম্ভবাৎ। এবং তুল্যাসু (গান্ধর্ব্বাস্ত-

নিন্দিতবিধানেন যথাব্যবহারং ভার্য্যাত্বেন গ্রহীতুঃ ক্ষত্রিয়স্য) সমানবর্ণজাতাসু অক্ষতযোনিষু পরৈরভুক্তাস্বিত্যর্থঃ যে সম্ভূতা স্তে জাত্যা ত এব তদভিন্নবর্ণা এব। আনুলোম্যেন তুল্যাসু দ্বিজত্বাৎ জাত্যা গ্রহীতুস্তুল্যাসু. অনুলোমবর্ণাসু দ্বিজকন্যাস্বিত্যর্থঃ, ন তু শূদ্রাসু অতুল্যত্বাৎ; ভার্য্যাত্বেন গ্রহণাচ্চ বর্ণেনাপি গ্রহীতু স্তুল্যাসু তাসু যে সম্ভূতা স্তে তএব তদভিন্ন বর্ণা এব। তেষামপি সবর্ণত্বমিতি ভাবঃ। অত্র সর্ব্বত্রৈব সম্ভূতস্যোপাদান কারণীভূত জনকাদিবাচকশব্দপ্রয়োগাভাবাৎ যদ্বর্ণাসু জাতা স্তদ্বর্ণা এব বোদ্ধব্যা ইত্যভিপ্রায়ঃ।

সবর্ণজাতা ও অনুলোমবর্ণজাতা সবর্ণীভূতা পত্নীতে যে সকল পুত্র জন্মে তাহারাও সবর্ণ পুত্র হয়। গান্ধর্ব্বরাক্ষসাদি বিধানে ক্ষত্রিয়াদিবর্ণের সবর্ণা বা অনুলোমা দ্বিজজাতীয় অক্ষতযোনিতে যে সকল পুত্র হয় তাহারাও সবর্ণ হয়।

অন্যান্য টীকাকারদিগের টীকা—

মনুসংহিতার সকল টীকা ও ব্যাখ্যার মধ্যে ভীষ্মকৃত ব্যাখ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া অনুমিত হয় এবং তাহাই যে তদানীন্তন প্রাচীন মত ও আর্য্যসমাজের অবিসংবাদিত ও অনুমোদিত হইয়া আসিতেছিল তাহা তাঁহার ব্যাখ্যাদ্বারাই প্রতীতি হয়। ঐ ব্যাখা ভগবান্ বেদব্যাসের লেখনী হইতে বহির্গত এবং ঐ মতানুসারেই তদানীন্তন ভারত সম্রাট যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক আর্য্যসমাজ শাসিত হইয়াছিল। অতএব এই বিজ্ঞ প্রাচীনবুধগণের অনুমোদিত মতের বিরুদ্ধে অন্য কোনও মতই সনাতন আর্য্যমত বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে না। সুতরাং তাদৃশ ব্যাখ্যা সত্ত্বে আর কোনও ব্যাখ্যাপ্রদর্শন প্রয়োজনই হইতেছে না। তথাপি আধুনিক অজ্ঞ কুসংস্কারাচ্ছন্ন ব্যক্তিদের হৃদয় হইতে দৃঢ়মূল কুসংস্কারের সমূলে উৎপাটন মানসে উপরে ৭ খানি টীকার উল্লেখ করিলাম। অপরগুলিও যথাক্রমে যথাসম্ভব নিম্নে উদ্ধৃত

করিতেছি। বিজ্ঞগণ দেখুন এই গ্রন্থোক্ত উক্তিগুলি আমাদের উদ্ভাবিত নূতন উক্তি নহে। ইহা প্রাচীন বিজ্ঞ আর্য্যগণেরই মত। কেবল সম্প্রতি কলিযুগের তমোবৃত্তিক অজ্ঞ দাম্ভিক স্বার্থপর বিদ্বেষী নামধারী ব্রাহ্মণদের কৃত শাস্ত্রার্থনাশে ও স্বার্থের অনুকূলে রচিত টীকা প্রভৃতির প্রচলনেই অধুনাতন আর্য্যসমাজ মোহাচ্ছন্ন হইয়া আছেন, এবং দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট ঐ সত্য সকলও তাঁহাদের নয়নের গোচর হইতেছে না। সম্প্রতি এই সমস্ত টীকা আলোচনা করিয়া, বেদ স্মৃতি পুরাণাদি এবং প্রত্যক্ষ ব্যবহারাদি পর্য্যালোচনা করিয়া এবং এই সামান্য গ্রন্থোক্ত শাস্ত্রযুক্তি ব্যবহারাদি সঙ্গত উক্তিগুলি মনোযোগপূর্ব্বক আদ্যন্ত পাঠ করিয়া নিরপেক্ষ ভাবে বিবেচনা পূর্ব্বক সুধীগণ প্রকৃত সত্য নির্ণয়ে যত্নবান্ হউন, এই আমাদের একমাত্র কামনা।

৮। রাঘবানন্দ—

অক্ষতযোনিম্বিতি বিশেষণাৎ কানীনাদে র্দ্বিজত্বং গৌণম্। আনুলোম্যেন ব্রাহ্মণ্যাং ব্রাহ্মণাজ্জাতঃ তথৈব ব্রাহ্মণত্বজাত্যা বিশিষ্টঃ। ক্ষত্রিয়বিট্‌শূদ্রেষু।

এই ব্যাখায় কানীনাদির দ্বিজত্ব গৌণ এবং আনুলোম্য বিবাহে ব্রাহ্মণের সংস্কৃতা পত্নীও যে ব্রাহ্মণী হয় ও তাহাতে জাত তাঁহার পুত্র ও যে ব্রাহ্মণ দুহিতাতে জাত পুত্রের ন্যায় তদীয় বর্ণ হইয়া ব্রাহ্মণ হয় এবং এইরূপে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যপুত্র ও ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য হয়, তাহা স্পষ্ট অভিহিত হইয়াছে। অতএব অক্ষতযোনি ও আনুলোম্য শব্দ যে ব্যর্থ নয় তাহাও সূচিত হইতেছে। অতএব ব্রাহ্মণের সবর্ণা মূর্দ্ধাভিষিক্ত ও অম্বষ্ঠা স্ত্রীতে জাতপুত্র সবর্ণাজাত পুত্র হইয়া সবর্ণই হয় ইহাও প্রতিপন্ন হইতেছে।

৯। নন্দন—

অথ বর্ণানাং লক্ষণমাহ সর্ব্ববর্ণেষু তুল্যাসু পত্নীম্বিতি। তুল্যাসু

অর্হাসু সাপিণ্ড্যদোষরহিতাস্বত্যর্থঃ। অক্ষতযোনিষ্বনন্যপূর্ব্বাসু। আনু-লোম্যমনিন্দ্যবিবাহান্তেষু সম্ভূতা যে বর্ণা স্তে জাত্যা ত এব জ্ঞেয়াঃ।

এই ব্যাখ্যায় তুল্যা অর্থ সপিণ্ডতা দোষরহিতা হওয়াতে বিবাহের যোগ্যা অর্থাৎ সকলবর্ণের দ্বিজদুহিতা সপিণ্ডতাদোষরহিতা হইলে তাহাতে, অক্ষতযোনিতে অর্থাৎ অনন্যপূর্ব্বা সকলবর্ণের দ্বিজদুহি-তাতে, আনুলোম্যে অর্থাৎ অনিন্দনীয় ত্রৈবর্ণিক ব্রাহ্মাদি বিবাহে সকল বর্ণের দ্বিজদুহিতাতে উৎপন্ন পুত্রেরা যাহা হইতে উৎপন্ন তাহারই জাতীয় হয়, ইহা স্পষ্ট কথিত হইতেছে।

১০। রামচন্দ্র—

ইনি সপক্ষে বা বিপক্ষে কিছুই বলেন নাই। তিনি যথাশ্রুত সহজ অর্থ ই বুঝিয়া তাহাই বুঝাইবার নিমিত্ত সংক্ষিপ্ত টীপ্পনী মাত্র করিয়াছেন। ইহাঁদের সময় মূর্দ্ধাভিষিক্তাদির ব্রাহ্মণত্ব সিদ্ধ থাকায় তৎপ্রতি তাঁহার কোনও সন্দেহ হয় নাই।

১১। সর্ব্বজ্ঞ নারায়ণ—বর্ণেষ্বিত্যুপলক্ষণম্ সঙ্কীর্ণেষ্বপি। তুল্যাসু সবর্ণাসু মূর্দ্ধাবসিক্তত্বাদিজাতিসজাতীয়াসু বা পত্নীষু পরিণীতাসু; নত্বেবমেব গৃহীতাসু, অতএব যাজ্ঞবল্ক্যো বিন্নাস্বেষ বিধি রিত্যু-পসংহারমাহ। এতেন কুণ্ডগোলয়োবর্ণবাহ্যতা উক্তা। অতএব বৌধায়নঃ এতানার্য্যস্য বিবাহানাহুরেতৈঃ সংস্কৃতাস্বৎপন্না স্তজ্জাতীয়া ভবন্তি নান্যে ইতি। ব্যাসশ্চ ভার্য্যাজাতাঃ সমানাঃ স্যুঃ সঙ্করাঃ স্যুরতোঽন্যথা ইতি। দেবলশ্চ, দ্বিতীয়েন তু যঃ পিত্রা সবর্ণায়াং প্রজায়তে। অবাবট ইতি খ্যাতঃ শূদ্রজন্মা স জাতিতঃ॥ ব্রতহীনা ন সংস্কার্য্যাঃ স্বতন্ত্রাস্বপি যে সুতাঃ। উৎপাদিতাঃ সবর্ণেন ব্রাত্যা ইতি বহিষ্কৃতাঃ। অত্র শূদ্রজন্মেতি ত্রৈবর্ণাপ্রবেশ্যত্বাভি প্রায়েণোক্তম্। শূদ্রস্য তু জাতোঽপি দাস্যাং শূদ্রেণাংশহর ইত্যভিধানাদনূঢোৎ-পন্নোঽপি পরিণীত-ভার্য্যোৎপন্নসমএব অতএব স শূদ্র” ইত্যাদি ***

আনুলোম্যেন বয়স আনুলোম্যেন বরাপেক্ষয়া অল্পবয়সি কন্যায়া মুৎপন্ন ইত্যর্থঃ তেনাধিকবয়সঃ পরিণীতায়া সবর্ণায়া অপি পুত্রো ন ব্রাহ্মণ ইত্যুক্তম্। অতএব যজ্জাতীয়ৌ মাতাপিতরৌ তে তজ্জাতীয়া এব।

এই ব্যাখ্যা অনুসারে বর্ণেষু এই পদটী উপলক্ষণ অর্থাৎ এই পদের লক্ষণাদ্বারা বর্ণান্তর্গত বর্ণাপসদ বর্ণসঙ্করদিগকেও বুঝিতে হইবে। তুল্যাসু অর্থ জন্মে সবর্ণাতে অর্থাৎ ব্রাহ্মণবর্ণান্তর্গত যাজনাদ্যুপজীবিক জাতি হইতে গৃহীত সবর্ণা পত্নীতে অথবা মূর্দ্ধাভিসিক্ত ও অম্বষ্ঠজাতীয় সবর্ণাপত্নীতে অথবা কানীন অধ্যূঢ় জাদি ব্রাহ্মণাপসদ জাতি হইতে গৃহীত সবর্ণা পত্নীতে; তথা বিবাহ হেতু সবর্ণা ক্ষত্রিয়বর্ণের অন্তর্গত রাজন্য ও মাহিষ্য জাতি হইতে এবং ক্ষত্রিয়াপসদ সূতজাতি ও অন্যান্য ক্ষত্রিয়াপসদ হইতে গৃহীত পত্নীতে এবং বৈশ্যবর্ণ হইতে এবং তদন্তর্গত বৈশ্যাপসদ মাগধ ও বৈদেহজাতি হইতে গৃহীত পত্নীতে জাত ব্রাহ্মণপুত্রগণ ব্রাহ্মণ হয়। পত্নীঅর্থ পরিণীতা স্ত্রী। অবৈধরূপে গৃহীত স্ত্রীতে হইলে হইবে না। এই জন্যই যাজ্ঞবল্ক্য "ঊঢ়া বিষয়েই এই বিধি বলিয়াছেন। অতএব অবৈধরূপে গৃহীত স্ত্রীজাত কুণ্ড গোলকাদির বাহ্যবর্ণতা কথিত হইয়াছে। এই জন্যই বৌধায়ন বলেন "এই-গুলিকে প্রাচীনেরা আর্য্যবিবাহ বলিয়াছেন, এই সকল বিবাহ-বিধি অনুসারে পরিণীতা স্ত্রীতে উৎপন্ন পুত্রেরাই তজ্জাতীয় হয়। অর্থাৎ ব্রাহ্মাদি চারিপ্রকার বিবাহবিধি অনুসারে বৈধ সবর্ণজ ও অনুলোমজ পত্নীতে জাতপুত্রেরাই উৎপাদক জাতীয় হয়, অন্যেরা হয় না। ব্যাসও বলিয়াছেন "যাহারা ভার্য্যাতে * জাত তাহারা সকলেই সমান। তদ্ব্যতিরেকে অন্যেরা সঙ্কর।"

* ভার্য্যা অর্থ ভরণযোগ্যা অর্থাৎ বিবাহযোগ্যা স্ত্রী, যেমন ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বর্ণীয়া সাপিণ্ড্যাদি দোষরহিতা স্ত্রী।

দেবলও বলিয়াছেন, যদি বিবাহকারী ব্যতিরেকে দ্বিতীয় কোন পুরুষ তাহার সমানবর্ণা স্ত্রীতে পুত্র উৎপাদন করে তবে ঐ উৎপন্ন পুত্র অবাবট নামক শূদ্রজাতীয় হয়। স্বেচ্ছাচারিণী ও ব্যভিচারিণী স্ত্রীতে সবর্ণকর্ত্তৃক উৎপাদিত ব্রতহীন পুত্রেরা ব্রাত্য বলিয়া বর্ণবহিষ্কৃত হইয়াছে। এখানে শূদ্রজন্মা এই বিশেষণটী কেবল তাহাদিগের ত্রিবর্ণের মধ্যে প্রবেশনিবারণার্থ বলা হইয়াছে। কিন্তু শূদ্রদিগের পরিণীতাজাত ও অপরিণীতাজাত উভয়বিধ পুত্রই সমানরূপে শূদ্র। ইহাঁর মতে অনুলোম্যে উৎপন্ন অর্থ বর অপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠাতে জাত। কিন্তু তাদৃশ অর্থ ব্যর্থ; কেন না পত্নী বলিলেই বয়ঃকনিষ্ঠা পরিণীতা স্ত্রী বুঝায়, যে হেতু শাস্ত্রে তাদৃশ স্ত্রীরই বিবাহ বিধান আছে। বয়োজ্যেষ্ঠা হইলেই সে অপরিণেয়া হয় ও তাহার পত্নীত্ব হয় না এবং তাহাতে জাত পুত্রও বর্ণসঙ্কর হয়। ভার্য্যাজাতাঃ সমানাঃ স্যুরিত্যাদি বচনই ইহার প্রমাণ। এতএব পুত্রেরা পিতামাতার জাতীয়ই হয়। ইহার মতে কুণ্ড ও গোলক পুত্র সঙ্কীর্ণ ও বাহ্যবর্ণ, কিন্তু মনুর মত তাহা নহে। মনু তাহাদিগকেও ব্রাহ্মণ বলিয়া, তাহাদিগকে কেবল নিকৃষ্টশ্রেণীয় বলিয়া, ব্রাহ্মণসদৃশ বা ব্রাহ্মণাপাসদ বলিয়াছেন, তাহা সবিশেষ পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। বিচক্ষণ ব্রাহ্মণ মহাশয়েরা দেখুন, সর্ব্বজ্ঞনারায়ণ এখানে ব্রাহ্মণাদির ব্রাহ্মণমূর্দ্ধাবসিক্তাদি জাতীয় পত্নীতে, আদিশব্দে সঙ্কীর্ণবর্ণ অথচ ক্ষত্রিয়াপসদ সূত ও বৈশ্যাপসদ মাগধ ও বৈদেহতে, জাতপুত্রের সবর্ণতা হইবে বলিয়া তাহারই দার্ঢ্যার্থ যাজ্ঞবল্ক্যবচন প্রমাণ দিয়া বলিতেছেন যে যাজ্ঞবল্ক্য 'ঊঢ়াতেই এই বিধি জানিবে" বলিয়া বাক্যের উপসংহার করিয়াছেন এবং ঊঢ়াতেই বলাতে কুণ্ড ও গোলকের বাহ্যবর্ণতা সিদ্ধ হইতেছে। কুণ্ড ও গোলকের বাহ্যবর্ণতা সিদ্ধান্ত হউক আর না হউক

ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ, মূর্দ্ধাবসিক্ত অম্বষ্ঠ, ক্ষত্রিয়, মাহিষ্য ও বৈশ্যজাতীয় পত্নীতে জাতপুত্রের যে বাহ্যবর্ণতা হয় না, এবং সঙ্কীর্ণ সূতজাতীয় পত্নীতে জাতপুত্রের যে বাহ্যবণতা হয় না, এবং সঙ্কীর্ণ সূতজাতীয় পত্নীতে জাতেরও যে বাহ্যবর্ণতা হয় না, পরন্তু সবর্ণতাই হয় তাহা স্থির হইয়া যাইতেছে। পরপত্নীতে অবিধিপূর্ব্বক উৎপাদিত কুণ্ড গোলকাদির নিকৃষ্টতা ও স্বপত্নীতে উৎপাদিত পুত্রের পিতৃবর্ণতা প্রমাণ করিবার নিমিত্ত বলিতেছেন, "এই হেতুই বৌধায়ন বলিয়াছেন, এই সকল বিবাহকেই প্রাচীন পণ্ডিতেরা আর্য্য-বিবাহ বলিয়াছেন, এই সকল বিবাহদ্বারা অর্থাৎ ব্রাহ্মাদি চারি-প্রকার বিবাহদ্বারা সংস্কৃতা পত্নীতে যাহারা উৎপন্ন, তাহারা উৎপাদক জাতীয় হয়, অন্যেরা হয় না। প্রমাণস্বরূপ আকার বলিতেছেন "ব্যাসও বলিয়াছেন, যাহারা ভার্য্যাতে জাত হয় তাহারা পিতৃবর্ণ হয়, ভার্য্যাত্বসংজ্ঞাহীনা নারীতে অর্থাৎ বিবাহের অযোগ্যা নারীতে জাত হইলে সঙ্কর হয়। এই সকল উদ্ধৃত প্রমাণদ্বারাও মূর্দ্ধাভিষিক্ত ও অম্বষ্ঠের ব্রাহ্মণত্বই সিদ্ধ হইতেছে। অন্য প্রমাণস্বরূপ দেবলের বচনরূপে প্রথিত অপর একটি বচন প্রমাণ দিতেছেন, যথা—"উদ্বাহকর্ত্তার দ্বিতায় কোন ব্যক্তি যদি তাহার সবর্ণা উদ্বাহকর্ত্তার স্ত্রীতে পুত্র উৎপাদন করে, তবে সেই পুত্রের অবাবট সংজ্ঞা হয় ও সে জাতিতে শূদ্র হয়। স্বেচ্ছাচা-রিণী স্ত্রীতে সবর্ণ কর্ত্তৃক উৎপাদিত পুত্র সংস্কারের অযোগ্য ও বর্ণবিহিত ধর্ম্মহীন হয়, তাহারা প্রায়শ্চিত্তহীন ব্রাত্যের ন্যায় সমাজের বহিষ্কৃত হয়।" এই সকল উদ্ধৃত প্রমাণদ্বারা মূর্দ্ধাবসিক্ত অম্বষ্ঠ প্রভৃতির ব্রাহ্মণত্বের কোনও ব্যাঘাত হয় না, সবর্ণাজাত কানীনেরও সুতরাং অম্বষ্ঠজাতিমধ্যে কানীনত্ব ও অপসদত্বভিন্ন অসবর্ণতা সিদ্ধ হয় না। অনন্তর দেবল বচনের তাৎপর্য্য বলিতেছেন যে, এই

শ্লোকোক্ত পুত্রদিগকে যে শূদ্রজাতি বলা হইয়াছে তাহা কেবল তাহাদিগের ত্রিবর্ণের মধ্যে প্রবেশনিষেধার্থ। তাহা মূর্দ্ধাবসিক্তাদির পক্ষে প্রতিকূল নহে। ইহার পর বলিয়াছেন যে, শূদ্রপক্ষে শূদ্রের পরিণীতা জাত পুত্র এবং অপরিণীতা জাত পুত্র উভয়ই সমান ও পিতৃধনে সমান অধিকারী, কিন্তু দ্বিজপক্ষে এ বিধি নয়; কিন্তু তাহার কোনও প্রমাণ দেন নাই। এবিষয়ে তর্ক যাহা করিয়াছেন তাহা দ্বারা কোনও সিদ্ধান্ত হয় না। ফলত মনুপ্রভৃতি সংহিতাকারগণের মতে দ্বিজাতে দ্বিজপুত্রদের পিতা জানা গেলে পিতৃবর্ণ, আনুলোম্যে মাতা স্বেচ্ছাচারিণী বা পতির ব্যভিচারিণী হইলে মাতৃবর্ণ কিন্তু পুত্র অসৎপ্রকৃতির হইলে সঙ্কর বলিয়া নির্দ্ধারিত হয়। পিতাকে নিকৃষ্টবর্ণের বলিয়া জানিলেও সঙ্করবর্ণ হয়, অন্যথা নহে; অতএব মন্বাদির বিরুদ্ধ হওয়াতে ও বচনটী সম্পূর্ণ অসংস্কৃত হওয়াতে, বোধ হয় দেবলের বচন বলিয়া যেটী উদ্ধৃত হইয়াছে, সেটি কোন জাল দেবলের বচন, প্রকৃত দেবল ঋষির বচন নয়।

১২। বাচস্পতি।

সর্ব্ববর্ণেষু ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্রবর্ণেষু মধ্যে আনুলোম্যেনতুল্যাসু আনুলোম্যেনেত্যুক্ত্যা ন প্রাতিলোম্যেনেতি বোদ্ধব্যম্। সবর্ণানুক্রমবিবাহবিধিনা তুল্যাসু তেন আনুলোম্যেন দ্বিজাসু তুল্যাসু দ্বিজেভ্যো জাতা ইত্যর্থো জ্ঞেয়ঃ। অতএব সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনামিত্যাদিমনুবচনাৎ সবর্ণানন্তরমনন্তরাবিবাহানাং বৈধত্বাৎ সবর্ণাবিবাহাভাবেনানুলোম্যাবিবাহস্য বৈধত্বাৎ আনুলোম্যগ্রহণেন সবর্ণানামপি গ্রহণম্। তেন সবর্ণানন্তরবর্ণজাতাসু নারীষু স্বকীয়াসু পত্নীম্বিত্যর্থঃ, পতিতুল্যত্বাৎ সবর্ণানন্তরবর্ণাঃ স্ত্রিয়োঽপি পরস্পরং তুল্যা ইতি সূচিতম্। অতএব ব্রাহ্মণাদূঢ়ায়াং ব্রাহ্মণজাতায়াং পত্ন্যাং, আনুলোম্যেন

ক্ষত্রিয়জাতায়াং বৈশ্যজাতায়াঞ্চ পত্ন্যাম্। এবং ক্ষত্রিয়াৎ ক্ষত্রিয়-জাতায়াং পত্ন্যাং আনুলোম্যেন বৈশ্যজাতায়াংচপত্ন্যাম্। বৈশ্যাদ্ বৈশ্যজাতায়াং পত্ন্যাম্। ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যানাং দ্বিজত্বাচ্ছুদ্রাণান্ত্ব-দ্বিজত্বান্ন দ্বিজশূদ্রয়োঃ পরস্পরতুল্যত্বং, তেন শূদ্রাণামানুলোম্যত্বেঽপি নানুলোম্যেন তুল্যত্বম্ অতস্তস্যাস্বিতি গ্রহণান্ন দ্বিজেভ্যঃ শূদ্রাসু। শূদ্রাৎ শূদ্রবর্ণায়াং নার্য্যাম্। অনন্তর বর্ণাভাবাচ্ছুদ্রাণাং নানুলোম্যমস্তি। তেন চতুর্ষু বর্ণেষু মধ্যে ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়য়োরেবানুলোম্য বিধানম্। বৈশ্যশূদ্রয়োস্তু সবর্ণাস্বেবৈষ বিধিঃ। আনুলোম্যেন তুল্যাস্বিতি কথনান্ন বৈশ্যাৎ ক্ষত্রিয়ায়াং ন বা ব্রাহ্মণ্যাং ন চ ক্ষত্রিয়াদ্ব্রাহ্মণ-জাতায়াং, ন চ শূদ্রাদ্দ্বিজাস্বিতি বোদ্ধব্যং। তদ্ধি প্রাতিলোম্যম্ এবং পরকীয়াসু চ নিযুক্তাস্বনিযুক্তাসু বা সধবাসু বিধবাসু পুনর্ভূষু চ পূর্ব্বোক্তরীত্যা সবর্ণাস্বনুলোমবর্ণাসু চ সপিণ্ড সগোত্রতাদি-দোষরহিতাসু যে জাতা স্তে পাণিগ্রাহবর্ণা এব। এবং সর্ব্ববর্ণেষু মধ্যে সবর্ণানুক্রমেণানন্তরবর্ণাসু তুল্যাসু দ্বিজেভ্যো দ্বিজাসু শূদ্রেভ্যঃ শূদ্রাসু সাপিণ্ড্যাদি দোষরহিতাসু বিবাহযোগ্যাস্বিত্যর্থঃ অক্ষত-যোনিষু অনন্যপূর্ব্বাসু অক্ষতাসু কন্যাসু যে সম্ভূতা স্তে জাত্যা বর্ণেন ত এব ব্রাহ্মাদিপ্রশস্তবিধিনা জাতা জনকবর্ণা এব জ্ঞেয়াঃ অবিধি-নোৎপাদিতাস্তু ন তথেতি ভাবঃ।

সকলবর্ণে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র বর্ণে, আনুলোম্যে অর্থাৎ অপ্রাতিলোম্যে তুল্যাদ্বিজাতে দ্বিজ হইতে জাত পুত্রেরা, অর্থাৎ সবর্ণা ও অনুলোম বিবাহ বিধান অনুসারে পতিতুল্য বর্ণাতে জাত পুত্রেরা। "সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাম্" ইত্যাদি মনুবচন হেতুক সবর্ণার পর অনন্তর-বিবাহ উক্ত হওয়ায় ও সবর্ণাবিবাহাভাবে আনুলোম্য বিবাহ সম্ভব না হওয়ায় আনুলোম্য বলাতেই সবর্ণারও গ্রহণ হই-য়াছে। অতএব সবর্ণা অনন্তর বর্ণজাতা স্বকীয় পত্নীতে, অতএব

ব্রাহ্মণ হইতে ব্রাহ্মণজাতা পত্নীতে, এবং আনুলোম্যে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যজাতা পত্নীতে ক্ষত্রিয় হইতে ক্ষত্রিয়জাতা পত্নীতে আনুলোম্যে বৈশ্যজাতা পত্নীতে এবং বৈশ্য হইতে বৈশ্যজাতা পত্নীতে। এস্থলে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যের দ্বিজত্ব হেতুক পরস্পর তুল্যতা, শূদ্রের অদ্বিজত্ব হেতুক দ্বিজের সহিত পরস্পর তুল্যতা নাই, সেই জন্য শূদ্রার আনু-লোম্য থাকিলেও আনুলোম্যে তুল্যতা নাই, অতএব তুল্যাসু এই পদ বলাতে দ্বিজ হইতে শূদ্রাও বুঝিবে না, কিন্তু শূদ্র হইতে শূদ্রবর্ণা নারীতে। শূদ্রের অনন্তরবর্ণ না থাকায় অনুলোমবিবাহ নাই। অতএব চারিবর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়েরই অনুলোমবিবাহের বিধি আছে, কিন্তু বৈশ্য ও শূদ্রের সবর্ণা বিবাহই বিহিত দ্বিজের শূদ্রাবিবাহ পাতিত্যজনক। আনুলোম্যে তুল্যাতে বলাতে বৈশ্য হইতে ক্ষত্রিয়াতে বা ব্রাহ্মণীতে, অথবা ক্ষত্রিয় হইতে ব্রাহ্মণ জাতাতে অথবা শূদ্র হইতে দ্বিজাতে এরূপ অর্থ হইবে না, যে হেতু তাহা প্রাতিলোম্য। এইরূপ সবর্ণা ও অনুলোমা সপিণ্ড সগোত্রাদিদোষ রহিত পরকীয়া পত্নীতে বিধবাতে বা পুনর্ভূতে বা অনূঢ়াতে যাহারা জন্মিয়াছে—তাহারা পাণিগ্রাহকের বর্ণ হইবে।

এই ব্যাখ্যার মতেও ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণজাতা, ক্ষত্রিয়জাতা ও বৈশ্যজাতা পত্নীতে যে সকল ঔরস পুত্র হয় তাহারা ব্রাহ্মণ। ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়জাতা ও বৈশ্যজাতা পত্নীতে যে সকল ঔরস হয় তাহারা ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের বৈশ্যজাতা পত্নীতে জাত ঔরস বৈশ্য আর শূদ্রের শূদ্রজাতা পত্নীতে যে সকল পুত্র হয় তাহারা শূদ্র। শূদ্র-ভিন্ন অপরের পত্নীতে তাহার পতির সমানবর্ণ বা উৎকৃষ্টবর্ণ কোন পুরুষ হইতে জাতপুত্রেরা পাণিগ্রাহের বর্ণ হয়। অনূঢ়া অক্ষত-যোনি দ্বিজ কন্যাতে যে যে বর্ণীয় পুরুষের পুত্র সে সেই বর্ণীয় হয়। দ্বিজ ও শূদ্র এই উভয় অতুল্য জাতি যোগে যে সকল পুত্র হয় তাহারা

এ শ্লোকের বিষয় নহে। এ শ্লোকটীতে কেবল দ্বিজ বা শূদ্রের তুল্য সম্পর্কে ও অনুলোমে তুল্য সম্পর্কে জাত পুত্রদের কথা হইতেছে।

১৩। মণ্ডন—

"সর্ব্ববর্ণেষু তুল্যাসু নারীষ্বক্ষত যোনিষু।
আনুলোম্যেন সম্ভূতা জাত্যা জ্ঞেয়া স্ত এব তে ॥"

সর্ব্ববর্ণেষ্বিতি। সর্ব্ববর্ণেষু মধ্যে তুল্যাসু দ্বিজেভ্যঃ দ্বিজাসু শূদ্রেভ্যঃ শূদ্রাসু নারীষু স্বকীয়াসু পরকীয়াসু বা আনুলোম্যেন অপ্রাতিলোম্যেন যে সম্ভূতাঃ, তথা সর্ব্ববর্ণেষু মধ্যে তুল্যাসু দ্বিজেভ্যো দ্বিজাসু শূদ্রেভ্যঃ শূদ্রাসু অক্ষতযোনিষু অনূঢ়াসু কন্যাস্বিত্যর্থঃ পুনর্ভূষু বা অক্ষতাসু আনুলোম্যেন অপ্রাতিলোম্যেন যে সম্ভূতা তে জাত্যা ত এব; এতাবান্ এব পুরুষো জজ্জায়াত্মা প্রজেতি হ। বিপ্রাঃ প্রাহুস্তথাচৈতদ্ যো ভর্ত্তা সা স্মৃতাঙ্গনেতি মনূক্তেঃ নার্য্যভিন্নপাণিগ্রাহকবর্ণা এব জ্ঞেয়াঃ অনূঢ়াপক্ষে গন্ধর্ব্ববিবাহাৎ পুত্রোৎপাদক এব পাণিগ্রাহ ইতি বোদ্ধব্যম্। পত্নীষ্বিতি পাঠে স্বয়মেবার্থঃ সর্ব্ববর্ণেষু মধ্যে তুল্যাসু দ্বিজেভ্যঃ দ্বিজাসু শূদ্রেভ্যঃ শূদ্রাসু ইতি প্রথমঃ কল্পঃ। পত্নীষু যে সম্ভূতাঃ তুল্যাস্বানুলোম্যেন চেতি পদদ্বয়ঞ্চাত্রানাবশ্যকং পত্নীষ্বিত্যনেনৈব তদর্থস্য গম্যমানত্বাৎ। অথবা তুল্যাস্বিত্যুক্ত্যা ন তু শূদ্রাসু শূদ্রজাতভার্য্যাণাং পত্নীত্বেনানভিধানাৎ। আনুলোম্যেন ইত্যুক্ত্যা জন্মনা অতুল্যাস্বপি অনুলোমবিবাহবিধিনা তুল্যাসু অনন্তর-বর্ণজাত-পত্নীষু যে সম্ভূতা ইতোযোঽর্থ ইতি দ্বিতীয়ঃ কল্পঃ। ৫।"

সকলবর্ণের মধ্যে তুল্যা স্ত্রীতে অর্থাৎ দ্বিজ হইতে দ্বিজা স্ত্রীতে এবং শূদ্র হইতে শূদ্রাস্ত্রীতে, ঐ সকল স্ত্রী স্বীয়া বা পরকীয়া হউক, তাহাতে আনুলোম্যে অর্থাৎ অপ্রাতিলোম্যে যাহারা জন্মিয়াছে, এবং সকল বর্ণমধ্যে দ্বিজ হইতে দ্বিজাতে এবং শূদ্র হইতে শূদ্রাতে অক্ষতযোনি অর্থাৎ অনূঢ়া কন্যাতে অপ্রাতিলোম্যে যাহারা জন্মিয়াছে তাহারা

জাতিতে যাহার উৎপাদিত তাহারই বর্ণ হইবে। কারণ মনু বলিয়াছেন যে পুরুষ, জায়া ও পুত্র ইহারা সকলেই একাত্মা অর্থাৎ ভর্ত্তা পত্নী ও পুত্রে প্রভেদ নাই। অনূঢ়াপক্ষে—গন্ধর্ববিবাহ হেতুক পুত্রোৎপাদকই পাণিগ্রাহ ইহা বুঝিতে হইবে। পত্নীষু এই পাঠেও এই অর্থ। সকলবর্ণ মধ্যে দ্বিজগণ হইতে দ্বিজপত্নীতে ও শূদ্র হইতে শূদ্রা স্ত্রীতে যাহারা জন্মিয়াছে—এই প্রথম কল্প। 'পত্নীষু' পাঠ হইলে 'তুল্যাসু' ও 'আনুলোম্যেন' এই দুইটী পদ অনাবশ্যক হয়, কেননা পত্নীষু এই পদদ্বারাই সে অর্থ সিদ্ধ হয়। অথবা তুল্যাসু বলাতে দ্বিজেতর শূদ্রাকে সে দ্বিজের অনুলোমা হইলেও তাহাকে ধরিতে হইবে না। কেন না শূদ্রার পত্নীত্ব শাস্ত্রে কথিত হয় নাই। পরন্তু [illegible]ভার্য্যা বুঝাইতে পত্নীষু এই পদটী খাটে না। আনুলোম্য এই [illegible] বলাতে জন্মে অতুল্য হইলেও অনুলোমবিবাহবিধানে যাহারা [illegible] হইয়াছে তাদৃশ অনন্তর বর্ণজাত পত্নীতে যাহারা জন্মিয়াছে [illegible] অর্থ হইবে।—এই দ্বিতীয় কল্প।

[illegible]। গঙ্গাধর

প্রসিদ্ধ পণ্ডিতবর গঙ্গাধর কবিরাজের অতি বিস্তীর্ণ ব্যাখ্যা এস্থলে [illegible]ত করিতে পারিলাম না। তাঁহার মতের সংক্ষেপ এই যে, কি [illegible], পরোঢ়া, তুল্যবর্ণা নারীতে অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণীতে, ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়াতে, বৈশ্যের বৈশ্যাতে এবং শূদ্রের, শূদ্রাতে যে সকল পুত্র হয় তাহারা সকলেই পিতৃবর্ণ হয়। 'পত্নীষু' এই পাঠ হইলে মন্ত্রদ্বারা [illegible]নীতা [illegible] ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যারও যে পতির তুল্য-বর্ণতা [illegible] ইহা জাপনার্থ পুনরায় 'পত্নীষু' এই পদের প্রয়োগ হইয়াছে। অতএব তদনুসারে অর্থ হইবে এই যে ক্ষত্রিয় কন্যা ও বৈশ্যকন্যা জন্মে পতির অতুল্য হইলেও মন্ত্রে[illegible] সহিত পরিণীত হইলে পতির তুল্য বর্ণ হয়, সুতরাং তাহাতে জাত পুত্র[illegible] [illegible]র বর্ণ পায়। কিন্তু ব্রাহ্মণ

ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের শূদ্রাবিবাহ মন্ত্রপাঠ ব্যতিরেকে হওয়াতে ঐ পত্নী পতির তুল্য হয় না। এজন্য তাহাতে জাত পুত্রেরা পিতার বর্ণ হইয়া ব্রাহ্মণাদিবর্ণ হয় না। অনুলোম বর্ণজাতা অক্ষতযোনিতে জাতপুত্রেরাও উৎপাদক পিতার তুল্য-বর্ণ হয় কিন্তু সবর্ণা অর্থাৎ সপিণ্ড সগোত্রতাদিদোষযুক্ত অক্ষতযোনিতে জাত হইলে ঐ পুত্র চণ্ডাল হয়। তাঁহার মতে জাতিশব্দ এস্থলে কেবল বর্ণমাত্রকে বুঝাইতেছে না, কিন্তু জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ ব্যাপ্য যে দেব-নর-তির্য্যক্ জাতি, তাহাতে যে জন্ম, তৎ সমস্তই এস্থলে জাতি শব্দ দ্বারা বুঝাইতেছে। ইহার দৃষ্টান্ত দিয়াছেন যে, ক্ষত্রিয়বর্ণ সূর্য্যদেব হইতে ক্ষত্রিয়া কুন্তীতে কর্ণ অক্ষতযোনিতে জাত হইয়া ক্ষত্রিয় হইয়াছিলেন ইত্যাদি।

এইবারে মেধাতিথি প্রভৃতির টীকা। সেগুলি অন্যত্র উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

মনুর ১০ম অধ্যায়ের ষষ্ঠশ্লোকের ব্যাখ্যাতে প্রায় সকলেই একমত এবং তাহা অবিহিতরূপে অপরিণীতাতে উৎপাদিত সন্তানপক্ষেই ব্যাখ্যাত। এজন্য তাহার ব্যাখ্যা স্বতন্ত্র উদ্ধৃত করিলাম না। কেবল বিশ্বনাথের ব্যাখ্যাটী অতি বিবৃত বলিয়া উদ্ধৃত করিয়াছি।

ইতি পরিশিষ্টাধ্যায় সমাপ্ত।

কলিকাতা।

৬৪।১ ও ৬৪।২ নং সুকিয়া ষ্ট্রীট, লক্ষ্মী প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত